



১৪৩৬

শ্রী দেশবন্ধু লাইব্রেরী ।

শ্রী, কক্সনগর, নদীয়া ।







শ্রীশ্রী গুরুগে বাଢ଼େ) ବ୍ୟାଃ :

# ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟମଞ୍ଜଳ

ମହାକବି

ଶ୍ରୀମଂପୂଜାପାଦ ଲୋଚନଦାସ ଠାକୁରବିରଚିତ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟାସ୍ତ୍ରାୟ-ନବମାଧସ୍ତନାସ୍ତ୍ରବର୍ବର-ଅରମହଂସ ପୁରିରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରୁପାନୁଗର୍ବ୍ୟା  
ଶ୍ରୀବ୍ରହ୍ମମାଧବଗୋଢ଼ୀୟ-ସମ୍ପ୍ରଦାୟୈକସଂରକ୍ଷକପ୍ରବର

ଓଁ ନିଷ୍ଠାପାଦ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧାନ୍ତ-ଜରାସତୀ ଗୋସ୍ତାମି-  
ସମ୍ପାଦିତ

( ଭୃଗିକା, ନିବିଧ ସୂଚୀ ପ୍ରଭୃତି ସଂଗ୍ରହ )

ପ୍ରାଚୀନ ଶ୍ରୀଧାମଗାୟାପୁରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଗର୍ଥ ହୃଦୟେ 'ନଦୀୟା-ଅକାଶ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ-ଓୟାର୍କସ-ସମ୍ପ୍ରେ'  
ଶ୍ରୀଧରମାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ସଂସ୍ଥାପନ-କର୍ତ୍ତୃକ ସ୍ତୁତିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତା

ଶ୍ରୀଧାମ—୧୯୯୭

୧୦

\* গুরুপরম্পরা \*

কৃষ্ণ হইতে চতুঃসুখ,                      ষয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ,

রক্ষা হইতে নারদের মতি ।

নারদ হৈতে ব্যাস,                      মদন কহে ব্যাসদাস,

পূর্ণপ্রাজ্ঞ পদ্মনাভ গতি ॥

নৃসিং মাধব বংশে,                      অক্ষোভ্য-পরমহংসে,

শিষ্য বলি' অশীকার করে ।

অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়-                      তীর্থ নামে পরিচয়,

তাঁর দাস্ত্রে জ্ঞানসিদ্ধ করে ॥

তাঁহা হৈতে দয়ানিধি,                      তাঁর দাস বিজ্ঞানিধি,

রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে ।

তাঁহার কিস্কর জয়-                      ধর্ম নামে পরিচয়,

পরম্পরা জান ভাল মতে

জয়ধর্মদাস্ত্রে খ্যাতি                      শ্রীপুরুষোত্তম যতি,

তা' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ সৃষ্টি

ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস,                      লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,

তাঁহা হ'তে মাধবেন্দ্রপুরী ॥

মাধবেন্দ্রপুরীপর,                      শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,

• নিত্যানন্দ, শ্রীঅর্ঘ্যেত বিভূ ।

ঈশ্বরপুরীকে ধন্য,

করিলেন শ্রীচৈতন্য,

জগদগুরু গৌর-মহাপ্রভু ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য,

রাধাকৃষ্ণ নহে অথ,

রূপানুগ জনের জীবন ।

বিশ্বম্ভর প্রিয়স্বর,

শ্রীধররূপ দামোদর,

শ্রীগোস্বামী রূপসনাথন

রূপপ্রিয় মহাজন,

জীব, রঘুনাথ হন,

তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদান ।

কৃষ্ণদাস প্রিয়বর,

নরোত্তম সেবাপর,

যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ

বিশ্বনাথ ভক্তসাথ,

বলাদেব, জগন্নাথ,

তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ ।

মহাভাগবতবর,

শ্রীগৌরকিশোরবর ;

হরি-ভজনেতে যাঁর মোদ

শ্রীবান্ধবানবীবরা,

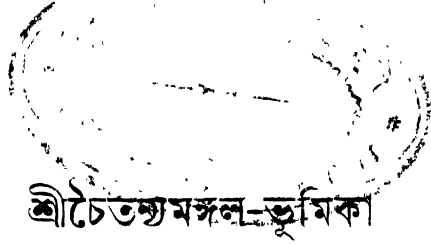
সদা সেব্য-সেবাপরা,

তাঁহার দয়িতদাস নাম ।

এই সব হরিজন,

গৌরান্দের নিষ্ক জন,

তাঁদের উচ্ছ্রিষ্টে মোর কাম ॥



## শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-ভূমিকা

**পাঠকের যোগ্যতা**—কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলে বন্ধনোন্মুক্ত প্রিয় করিয়া পূর্ব-স্মৃতিকে প্রবল হইতে না দিয়া অবহিতচিত্তে তাৎপর্য গ্রহণ করিবার অলুকুশ-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়াই পাঠে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যিক। প্রত্যেক গ্রন্থের লেখকই ইচ্ছা করেন যে, পাঠকের অনভিজ্ঞতা দূর করিবার জগুই তাঁহার প্রয়াস। পক্ষান্তরে, পাঠকও স্বীয় অধিকার বিবেচনা করিয়া মনে করিবেন যে, ‘আমাব অজ্ঞাত-বিষয়ে আলোক-লাভ করিবার জগুই আমাব পঠনেচ্ছা।’ তর্কপন্থী আপনাকে পরীক্ষক মনে করিয়া গ্রন্থলেখককে পরীক্ষাশিক্ষানে যে দস্ত পোষণ করেন, তাহা বর্ণিগবৃত্তি-মাত্র। পাঠের দ্বারা ফললাভ-বিচাের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা সেইস্থান অধিকার করিবে। সাংসারিক জনগণ ঐ-প্রকারে কামনা-চাণিত হইয়া গ্রন্থপ্রতিপাত্ত-বিষয়কে পণ্যদ্রব্যরূপে গ্রহণ করার ভক্তিমান্ লেখকের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবেন।

**গ্রন্থনামের তাৎপর্য**—শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-পাঠে মায়া-মুগ্ধ-জীবের বন্ধভাব অপসারিত হইয়া মঙ্গল উৎপন্ন হইবে বলিয়াই শ্রীচৈতন্যচরিতকে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবই পরম-মঙ্গল-ময়। সেই জগু শ্রীচৈতন্যচরিতকে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-নামে অভিহিত করা যায়। এই নামে শ্রীম ঠাকুর বৃন্দাবনদাসও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু স্বীয় শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ-খানিই শ্রীচৈতন্যভাগবত-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

কতিপয় বৌদ্ধ-সাহিত্যিক ও তাহাদের আধুর্ষঙ্গিক অধঃগতগণ সাহিত্যের নামে একখানি কল্পিত গ্রন্থ অধুনা রচনা করিয়াছেন এবং উহাকে প্রাচীন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া জগু শৈব-সাহিত্যিক ও থিয়গফিষ্ট সম্প্রদায়ের

ভক্তের সমর্থিত বহিরা প্রচার কবিয়া শুদ্ধভক্তির উৎসাদন করিতে কল্পনা করিয়াছেন। ভক্তিবিষেয়ী প্রাকৃতসাহাজিক সম্প্রদায়ভুক্ত সাহিত্যিকগণ শুদ্ধভক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা দেখাইয়া যে সকল স্মৃণিত চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহা আমরা আদর করি না। তাহাদের বৌদ্ধবিষয় ও নাস্তিকতাব ফলে পরমার্থে অধিকার না থাকায়, অনর্থকে ‘পরমার্থ’ বাহারা প্রচাব করিবার বাসনা-মূলে যে সকল অবৈধ চেষ্টা, তাহার ফলে কল্পিত জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্যমঙ্গলের আবাহন। ঐ প্রকার অস্পৃশ্য-গ্রন্থ কোনদিন শুদ্ধভক্ত পাঠ করেন না বা তাংগণ উল্লেখই প্রভূত করিয়া আত্মকলুষ আনয়ন করেন না। জয়ানন্দেব রচিত চৈতন্যমঙ্গল প্রভূতি গ্রন্থের কোন উল্লেখই শ্রীনিরহবি চক্রবর্তী-রচিত ভক্তিরত্নাকরাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ততবাং ঐ তত্ত্ববিষেয়ী গ্রন্থকে অপসম্প্রদায়-রচিত অস্পৃশ্য-গ্রন্থ-বোধে আমরা উহাকে ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’ নাম দিচ্ছি। তাদৃশ গ্রন্থসমূহের স্তাবকসম্প্রদায় ভক্তিবিষেয়ী-সাহিত্য-সম্বন্ধে সম্মত হইতে পারেন, কিন্তু তাহাদিগকে আমরা খুব হইতে সম্মান প্রদর্শন করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতের প্রামাণিক লেখকস্বত্রে শ্রীম কবিকর্ণ-পুর গোস্বামী, শ্রীল সুরাবি গুপ্ত বেলা, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের রচিত গ্রন্থাবলীই আমাদের শ্রীচৈতন্যচরিতালোচনা-কালে অবিসম্বাদিত পাঠ্য-গ্রন্থ হউক। শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, উৎকলকবি শ্রীগোবিন্দ-দেব-কৃত গৌরকৃষ্ণোদয় ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভূতি গ্রন্থে ভক্তি-বিরুদ্ধ মতের জাজ্বল্য প্রমাণ না থাকায় ইহাদিগকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে ভক্তিগণের পথিকগণ বিধা বোধ করেন না। কিন্তু ‘বাউলচন্দ্রিকা’ লালদাস-কৃত ‘ভক্তমাণ’ ‘বিরহবিমার’, জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ ‘বংশাংশু’ প্রভূতি কএকখানি গ্রন্থ বর্তমানকালে সাহিত্যিকগণের প্রধান আঘোচ্য হইলেও



ভক্তিপথের পথিক হইয়া ঐগুলি গ্রহণ করিতে আমাদের সাহস হয় না। ঐহারা ভক্তির স্বরূপ কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হন না বলিয়া তাঁহাদের লেখনীতে চাক্ষিক-মত, বৌদ্ধ বিশ্বাস ও জড়বাদ-প্রাধান্য স্থান পায় না। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের ভাষা-লাগিত্য, শ্রীগৌরের প্রতি হাদ্দী প্রীতি দর্শন করিয়া যদিও কেহ কেহ তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব হইতে কিঞ্চিং অন্তর যাইবার প্রয়াসী বলিয়া থাকেন, আমরা সেরূপ বলিতে প্রস্তুত নহি; কেন না, “বৈষ্ণবের জিয়া-মুদ্রা বিচ্ছেদ না বৃক্ষ।” গৌরনাগবীণাদের দুর্গন্ধ শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আরোপিত করিবার ঘৃণিত-বাসনা যেন কোনদিনই আমাদের হৃদয়শ্রী আদিকার না করে।

আমরা শ্রীচৈতন্যের রূপা-প্রার্থী হইয়া নানাবিধ অনর্থপূর্ণ-বিচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মঙ্গললাভ করিব—ইহাই পাঠক-স্বত্রে আমাদের একমাত্র আশা। আমরাও আশা করি,—পাঠকগণ দয়া করিয়া দশ-প্রকার বা ত্রয়োদশ-প্রকার অপমঙ্গলদায়—বাহারা আপনাদিগকে গোড়ীয় বলিয়া অভিমান করিবার জন্ত অগ্রসর হন এবং প্রকৃত গোড়ীয়দের চরণে অপরাধী হন,—তাঁহাদের সহিত যেন এক-মত স্থাপন না করেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের আকর—শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্য-চরিত। লেখক সূত্রপথে লিখিয়াছেন,—

“জন্ম হইতে বালক-চরিত্র যেনা কৈল।  
আত্মোপাস্ত যেরূপে প্রেম প্রচারিল ॥  
দামোদর-পণ্ডিত সৰ্ব পুঁছিল তাঁহারে।  
আত্মোপাস্ত যত কথা কহিলা প্রকারে ॥  
শ্লোকবন্ধে হৈল পুঁপি ‘গৌরান্দ-চরিত’।  
দামোদর-সংবাদ—মুরারি-মুগোদিত ॥  
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত।  
পাঁচালি-প্রবন্ধে কহে গৌরান্দ-চরিত ॥”

এই গ্রন্থের লেখক—শ্রীগৌরপার্শ্বদ শ্রীল নরহরিদাসের শিষ্য এবং রাঢ়ীয়-বৈষ্ণবুলে বর্ধমান জেলায় কাটোরা-মহকুমার

অন্তর্গত কোগ্রামে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। গ্রন্থের বহুস্থানে ঠাকুর লোচনদাস শ্রীল নরহরি সরকার-ঠাকুর মহাশয়ের অমুগ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—পাঁচালি-জাতীয় গ্রন্থ অর্থাৎ পাঁচপ্রকার গীতিচ্ছন্দে রচিত সাহিত্য। গ্রন্থের ভাষায় প্রচুর ভাব ও অসামান্ত-লাগিত্য পরিদৃষ্ট হয়। ‘লোচনের পাঁচালি’ বলিয়া যে সকল প্রাকৃত-গীতিসমূহের সম্বন্ধা মালিকা অধুনাতন প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত স্পর্শ-করা কর্তব্য। তাহার অনেক-স্থলে আধুনিক গৌরনাগবীণা-বাদের দুর্গন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহ্যবাহিনী উক্তি অনেকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুকত বোধ করেন,—কতকাংশ স্বপ্নমূলে সংগৃহীত। সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের সম্পূর্ণ আদর দেখা যায় না। কিম্বদন্তী এই যে, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের গ্রন্থটী—ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের কিছু পূর্বেরচিত। শ্রীল বৃন্দাবনের জননী গ্রন্থ পূর্বে রচিত হইবার কথা বলায়, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থখানির নাম পরিবর্তিত হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ভৌগোলিক নিদর্শন-গুলিব প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ স্থাপন করিতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্যলীলা—যাহা শ্রীমুরারিগুপ্ত-বেলা শ্রীচৈতন্য-চরিতে নিপিবদ্ধ কবিয়াছেন, ঐ গুলিকে আকরপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের রচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈরাগ্যাদর্শের সূত্র-বর্ণন—পাঠকের প্রীতি-প্রদ, বিশেষতঃ শ্রীলোচন-ঠাকুরের শ্রীগৌর-প্রীতি গৌরভক্তগণের প্রীতি আকর্ষণ করিবে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। গুণরাজখানের প্রাচীন পাঁচালি-সাহিত্য এই গ্রন্থের বহুপূর্বে রচিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের গীতিসমূহ অষ্টাবধি রাঢ়-দেশের নানা-স্থানে স্মৃষ্ণ বা রামায়ণ-গানের স্থায় গীত হইয়া থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর প্রেমভক্তি-বর্ণন-মূলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কাব্য, শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের কমনীয় সাহিত্য ও শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের শুদ্ধভক্তি-মূলে পরমোদ্যোগ্য ভাষা-লাগিত্য চিহ্ন-দিনই শ্রীগৌরভক্তগণের আনন্দ বর্ধন করিয়াছে।

# সূচীপত্র

## মাতৃকাক্রমে শ্লোকসূচী

( প্রথম অক্ষরটিতে 'খণ্ড', দ্বিতীয় সংখ্যাটি পত্র-সংখ্যা এবং তৃতীয় সংখ্যাটি পত্র-সংখ্যা নির্দিষ্ট )

অ	ত
অজায়মধ্বমজ্ঞায়ধ্বং	তং তদা পুরুষং মর্ত্বা
অপানিপাদো	তং তদা মনুজ্ঞা দেবং
আ	তমারাদ্য তথা শস্তো
আরাধিতো যদি হরিঃ	ঔষোপযুক্তশ্রুগৃগন্ধ-
আসন্ বর্ণাজ্ঞয়ো হস্ত	ত্রোত্তায়ং রক্তবর্ণোহসৌ
আসামহো চরণ-রেণুজ্বাং	দ
ই	দ্বাপরে ভগবান্ শ্রামঃ
ইতি দ্বাপর উক্কীণ	দ
উ	দৈর্ঘ্যং যস্ত পিতা
উল্লিভাকরমরীচি-	ন
এ	ন সাধয়তি যাং যোগঃ
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ	প
ক	পরিভ্রাণায় সাধুনাং
কলেঃ প্রথমসন্ধায়াম্	ব
কস্মিন্ কালে স ভগবান্	বংশঃ কো বিহ্বরস্ত
কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা	ব্যাপস্তাচরণং ধ্রুবস্ত চ বয়ঃ
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ	ভ
কৃতাদিসু প্রজা রাজান্	ভক্তিপ্রেমমহার্ষরত্ন-
কৃতে শুক্রশচতুর্দাহঃ	ম
কৃষ্ণবর্ণং দ্বিবাঙ্করুঞ্চং	মনুজ্যাস্ত তদা শাস্তাঃ
কাং দরিদ্রঃ পাপীমান্	মীনঃ স্নানপরঃ
গ	য
গর্ভে ক্রীড়তি মুষিকঃ	যথা তরোমূলনিষেচনেন
গণ্ডাক্ষরী	যদা যদা হি ধর্মস্ত মনিঃ
গণ্ডাক্ষরী	যতাস্তি বৈষ্ণবঃ পুত্রঃ

ର	ମ	ମ	ସ୍		
ରମକ୍ତେ ଯୋଗିନୋହନକ୍ତେ	ମ	୧୦୨।୫୦	ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣୋ ହେମାକ୍	ସ୍	। ୨୩।୫୨୯
ରାଜ୍ୟକିରୀଟମଣିଦୀପିତ-	ମ	୧୦୮।୩	ସ୍ୱୟମେକାୟନାୟା.	ମ	୯୫।୯୯
ରାମ ରାଧବ ରାମ ରାଧବ	ମ	୧୭୫।୯୭	ସ୍ୱାଗମିଃ କଲ୍ଲିଃ	ମ	୨୭।୫୦୧
ଶ	ହ				
ଶ୍ୟା ଭୃମିତଳଃ	ମ	୧୭୮।୫୨	ହରେନାମ ହରେନାମ	ମ	୯୬।୧୨୩

## ପ୍ରମାଣ-ଗ୍ରନ୍ଥ-ତାଲିକା

—୦୫୫୧୦—

ଚୈତନ୍ୟ-ଚରିତ—ମ ୧୦୮।୩ ।	ମହାପ୍ରଭୁ-ବାକ୍ୟ—ମ ୧୭୫।୯୭ ।
ଚୈତନ୍ୟ-ଚରିତ ମହାବାକ୍ୟ—ମ ୧୦୨।୫୦ ।	ମହାଭାରତ—୨୫।୫୨୯ ।
ନାରଦ-ପଞ୍ଚରାଜ—ମ ୯୮।୧୩୦ ।	ବାୟୁ-ପୁରାଣ—ମ ୧୩୯।୧୩୩ ।
ମଦ୍ଧାବଳୀ—ମ ୯୨।୧୫ ।	ବୃହସ୍ପତି-ପୁରାଣ—ମ ୯୬।୧୨୩ ।
ଭଗବଦ୍‌ଗୀତା—ସ୍ ୨୭।୫୦୩, ୨୫।୫୧୦, ୫୨୩ ; ମ ୯୫।୯୯ ।	ବୃହତ୍ ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ର—ସ୍ ୨୭।୫୦୧ ।
ଭାବ୍ୟ-ପୁରାଣ—ସ୍ ୨୫।୫୦୨ ।	ଶାନ୍ତି-ସତକ—ମ ୧୭୮।୫୨ ।
ଭାଗବତ—ସ୍ ୧୫।୧୮୫, ୧୯।୩୧୯, ୩୨୩, ୨୦।୩୩୦, ୩୩୧, ୩୩୨, ୩୩୩, ୨୧।୩୩୧, ୩୩୨, ୩୩୩, ୨୨।୩୩୨, ୩୩୩, ୨୩।୩୩୩, ୨୩୪।୩୩୪ ।	ଦ୍ୱେତାହତର—ମ ୯୫।୧୨୩ ।
	( ଅଜ୍ଞାତ—ଉଲ୍ଲେଖବିହୀନ )—ଆ ୮୩।୫୨ ; ମ ୯୬।୧୨୩, ୧୦।୩୮, ୧୧।୩୯, ୧୨।୪୦, ୧୩।୪୧ ।

## খণ্ড বিবরণ

### সূত্র-খণ্ড

মঙ্গলাচরণ ... .. ১—৬

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয়গানাস্ত্রে প্রথমে নৈষ্কবগণের, পরে স্বীয় ঈশদেব শ্রীমন্নরহরি-ঠাকুরের রূপা-প্রসাদ-প্রার্থনা, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অসংখ্য গোবন্দীশা-পরিকবের চরণবন্দনা, গুরু-বৈষ্ণবের আশীর্বাদ-প্রার্থনা-প্রসঙ্গ শ্রীমুরারি-গুপ্ত-রচিত শ্রীচৈতন্য-চরিত নামক সংস্কৃত মহাকাব্যকে স্বীয় “পাঁচালি-প্রবন্ধ”রূপে গ্রন্থের আদর্শ বলিয়া জ্ঞাপন, এবং আদি, মধ্য, এবং শেষ-খণ্ডের লিপিত-বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণন।

গ্রন্থারম্ভ ... .. ৭—৩৫

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার দামোদর-মুরারির কথা-প্রসঙ্গে বর্ণিত জৈমিনী-ভারতের নারদ-উদ্ধব-সংবাদ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোবন্ধুপে অবতীর্ণ হইবার কারণ-বর্ণনা, কলিহস্ত-জীবের চর্দশা-মোচন-কল্পে দেবমি-নারদের ছারকা-যাত্রা, তথায় রুক্মিণী-কৃষ্ণের কথোপকথন-কালে কৃষ্ণের রাধাভাব-অঙ্গী-কানের প্রসঙ্গ, তচ্ছ্রবণে রুক্মিণীর ভাবি-বিরহ-কাতরতা, রাধা-মহিমা-বর্ণনকালে দেবমির প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নবদ্বীপে শচী-জগন্নাথ-গৃহে স্বীয় গোবাত্তাবের কথা-বর্ণন-মুখে স্বীয় গোবন্ধুপ-প্রদর্শন। গোবন্ধুপদর্শনে গৌরগীতা-কীর্তনকারী মুনিবরের নৈমিষারণ্যে গমন, তথায় উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে সর্বযুগ-মার কলিযুগের এবং হরিনাম-সংকীর্তন-রূপ যুগধর্মের মাহাত্ম্য-কীর্তন, তদনন্তর কৈলাসে বৈষ্ণব-প্রথম শঙ্কু-সন্নিধানে গমন-পূর্বক পার্শ্বতীকে তাঁহার পূর্ব-প্রতিজ্ঞা—সর্বজীবে নিষ্কিঁচারে মহাপ্রসাদ বিতরণ-কথা স্মরণের উদ্দেশ্যে আশ্র-প্রসঙ্গ-বর্ণনা-মুখে লক্ষ্মীদেবীর মাহাত্ম্য-মহাপ্রসাদ-লাভ, সেই প্রসাদ শিবকে দান, পাশ্চাত্য প্রাপ্তিতে প্রতিজ্ঞা, তৎফলে ভগবানের আগ-

মনাদি—পবে কলিযুগে গৌরাবতার-কথা-কীর্তন, তৎপরে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া গৌরাবতাবের কথা-কীর্তন, ব্রহ্ম-কর্তৃক সেই লীলার প্রমাণ-বিষয়ক শ্রীমহাপ্রসাদাদির শোক-সমূহ-উদ্ধার, নারদের ইতস্ততঃ ভ্রমণকালে কলি-জীবের চর্গতি-দর্শনে চিন্তা, চিন্তিত মুনিবরের প্রতি নীলাচলে জগন্নাথের অন্তর-সংবাদসূচক দৈববাণী, দেবমির পুরুষোত্তমে গমন, তথা হঠাতে দেবেশের আদেশে গোলোক-যাত্রা; প্রথমমুখে বৈকুণ্ঠে, তৎপরে তদুপরি গোলোক-গমনে তথায় বিবিধ লীলা-দর্শন ও গোবন্ধুপ-দর্শনে মুচ্ছা-প্রাপ্তি এবং সর্ব-দেবতাব-সহিত পৃথিবীতে আগমন-বার্তা-শ্রবণ; স্বৈতদ্বীপে গমনাস্ত্রে সেবা-বিগ্রহ শ্রীবলরামের অলৌকিক-লীলা-সন্দর্শন, অনন্তর দেবতাদিগের মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার প্রস্তাব, শ্রীমতী বাদিকার ভাবকাস্তি অঙ্গীকারপূর্বক রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি নিত্যপরিকর-বৈশিষ্ট্যের সহিত নাম-সঙ্কীর্তনরূপ-অস্ত্র লইয়া, কৃষ্ণ গৌরস্বরূপে, বলরাম নিত্যানন্দস্বরূপে, শিব অদ্বৈত-প্রভু-রূপে অবতার, তথা অগ্ন্যত্র পরিকরবর্গের মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীনিবাস, রায়-বামানন্দ, দ্বৈতরপ্তনী, মাধবপুত্রী-রূপে অবতার-বর্ণনাস্ত্রে নিজ-গুরু ঠাকুর নরহরির এবং তাঁহার ত্রাতুপুত্র রঘুনন্দনের মাহাত্ম্য-কীর্তন।

### আদি-খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—জন্মলীলা ... .. ৩৬—৬০

সপার্বদে শ্রীগৌরহরির ভূতলে আবির্ভাব-বর্ণনা, সূত্র, সূক্ষ্ম গবব্রহ্ম নারায়ণের শচীগর্ভস্থিত্তে আগমন-প্রসঙ্গ, গর্ভস্থিত্তির সহিত শচীদেবীর অঙ্গকাস্তি-বৃদ্ধি, অপূর্ব শ্রী-দর্শনে শচীগর্ভে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব-অনুমান, গর্ভের ছয় মাসে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু কর্তৃক শচীগর্ভবন্দনা ও প্রদক্ষিণ, ব্রহ্ম-শিবাদি দেববৃন্দের শচীর উদর-সম্মুখে আগমন এবং প্রেমদাতা

ভগবানের অনপিতচর প্রেম বিতরণ-লীলার বন্দনা, শচী-  
দেবী তদর্শনে আশ্রয়প্রাপ্তা, ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-গ্রহণচ্ছলে হবি-  
সকীর্তনের সহিত ভগবান্ গৌরহরির পৃথিবীতে অবতরণ,  
দশমিক্ আনন্দ-পরিপূর্ণ, দেবনারী ও নর-নারীর একত্রে শচী-  
গৃহে শচীনন্দনের মুগ্ধদর্শনে আগমন, গৃহে গোলোকের  
আবির্ভাব, জগন্নাথমিশ্র ও নদীয়া-বাসী নর-নারীর সিংহ-  
গ্রীব গঞ্জক-বিশালদ্বন্দ্ব শিশুর পাদপদ্মে ধ্বজ বজ্র  
অঙ্কণ এবং বিবিধ অমাহুযিক চিহ্ন-দর্শনে নিশ্চয় এবং  
শিশুকে অতিমন্তা-জ্ঞান, অইমদিবসে আটকলাই বিতরণ,  
নবমদিবসে মহোৎসব, শচীনন্দনের প্রতি প্রতিবেশী নর-  
নারীর ঐকান্তিকী রতি-বর্ণন।

### দ্বিতীয় অধ্যায়—বাল্যলীলা ... ৪০—৫৫

চরমাসের পর গৌরহরির অন্তপ্রাশন ও নামকরণ, তাঁহার  
আবির্ভাবে সমগ্রগণং আনন্দ-পরিপূর্ণ-হেতু বিজ্ঞানকর্তৃক  
'বিশ্বস্তর'নাম-প্রদান, পিতার অঙ্গুলি ধারণপূর্বক প্রাঙ্গণে  
ভ্রমণ, অঙ্গদ-কঙ্কণাদি বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত গৌরহরির  
আকাশচক্রে বাহুভিমিরনাশে সামর্থ্য আর গৌরচন্দ্রকর্তৃক  
শ্রীপের অস্ত্রভয়-বিনাশ-প্রদান, পুত্রকে নিজামগ্ন করিবার  
কালে শচীদেবীর নানা-দেবদেবী-কর্তৃক পুত্রবন্দন-দর্শন,  
দেবদেবীর সহিত গৌরহরির 'রাধা-গোবিন্দ' বলিয়া উদ্ভণ্ড-  
নৃত্য, শূত্রপদে নুপুরের ধ্বনি-শ্রবণ, গৌরহরির সঙ্গিগণের  
সহিত গৃহের বাহিরে বালকোচিত ক্রীড়ায় আসক্তি, শচী-  
দেবী তাঁহাকে ধরিতে গেলে পলায়ন, কখন কখন ফুট  
হঠয়া গৃহের জ্যোতি-নাশ গৌরহরির-কর্তৃক মাতাকে শুচি-  
অশুচি প্রভৃতি প্রাকৃত হেয়ত্ব-বিচার-বর্ণনাস্তে ক্রুঞ্চর  
সন্মুখরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞানের উপদেশ-প্রদান, উচ্চৈষ্ঠ-  
ভাঙপূর্ণ গাঁঠে বসিয়া মাতাকে জ্ঞান-দান, মাতাকে প্রহার,  
প্রহার-ফলে মাতার মূর্ছা এবং নারিকেল-ফল-প্রদান, নানা-  
বিধ বালচাপল্য, কুকুরশাবকসহ ক্রীড়া, কুকুরশাবক ছাড়িয়া  
দেওয়ার মাতার প্রতি ক্রোধ ও ক্রন্দন, কুকুরশাবকের দিব্য-  
দেহে হরিকীর্তন করিতে করিতে বৈকুণ্ঠগমন, তদর্শনে ব্রহ্ম-  
দির গৌরবন্দনা, শচীদেবীর বজ্রপুঞ্জার নৈবেদ্য-আয়োজনে  
গৌরহরির ক্রন্দন এবং বাক্যচ্ছলে নিজ-সন্মুখরূপ-জ্ঞাপন।

### তৃতীয় অধ্যায়—পৌগণ্ডলীলা ... ৫৫-৬৬

মুরারি ষষ্ঠের মুখে যোগশাস্ত্রাধ্যায়ী শ্রবণ করিয়া গৌর-  
হরির তাঁহাকে উপহাস করিলে মুরারির ক্রোধ, তদ-  
নিমিত্তে যোগের হেয়ত্ব ও যোগীর পরিণাম-জ্ঞাপনার্থে  
মুরারির মধ্যাহ্ন-ভোজন-কালে ভোজন-পাত্রে মূত্রত্যাগ এবং  
ক্রুঞ্চর শ্রেষ্ঠছোপদেশ, বয়স্ক বালকগণের সহিত সং-  
কীর্তনের অভিনয়, মুরারি-দামোদর-কথা-প্রসঙ্গে বিশ্বকপের  
মন্তব্য, শচী-জগন্নাথের শোক-বর্ণনা ও গৌরহরির পৌগণ্ড-  
লীলাপ্রসঙ্গ, গৌরহরির চূড়াকরণাদি সংস্কার, শুভলগ্নে হাতে-  
খড়ি, সর্পিলা বালকোচিত ক্রীড়ায় শ্রেমস্ত ও পড়াশুনার উদা-  
সীন দেখিয়া মিশ্রপুত্রের তিরস্কারাদির দ্বারা শাসন, নিশা-  
কালে স্বপ্নযোগে বিশ্বস্তর নিম্ন-ভগবন্তার কথা জ্ঞাপন-পূর্বক  
মিশ্রকে শাসন, মিশ্রের পুত্রকে ভগবজ্ঞান, স্বপ্নতপ্তে  
পুনবায় বাৎসল্য-ভাবে মোহ, গৌরহরির উপনয়ন-সংস্কার,  
চতুর্গাবতারের বর্ণনা, কলিযুগে রাধাভাবকান্তি ধারণপূর্বক  
ক্রুঞ্চর গৌরহরিররূপে হরিনামসংকীর্তনরূপ যুগধর্ম প্রচা-  
ব করিবার জ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে অবতরণ, প্রেমোন্মত্ত হইয়া মদ-  
জীবের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া যাচিয়া প্রেমদান, মাতাকে একা-  
দনী দিবসে অন্নভোজন না করিতে উপদেশ-প্রদান, মিশ্র-  
জগন্নাথ অহঙ্ক হইলে মনুষ্য-জীবনের অনিত্যতা-বিষয়ক  
উপদেশ প্রদানপূর্বক মাতাকে সান্ত্বনা-প্রদান, মিশ্রের  
অপ্রকটে শচীর শোক-প্রকাশ, পিতার জ্ঞান গৌরহরির  
শোক-প্রকাশ ও মনোযোগের সহিত বিচারস্ত।

### চতুর্থ অধ্যায়—কৈশোরলীলা ও বিবাহ ৬৬—৭২

গৌরহরির বিবাহ-সম্বন্ধ লইয়া বনমাণী-আচার্যের  
শচীদেবীর নিকট গমন, শচীদেবীর নিকট সন্তোষজনক  
উত্তর না পাইয়া হুঃখিতাঙ্কঃকরণে প্রত্যাভর্তন-কালে পাঠাস্তে  
গৃহে আগমন-পথে গোরের সহিত আচার্যের সাক্ষাৎকার,  
ইদ্রিতে মাতাকে স্বীয় বিবাহে সম্মতিপ্রদান, শচীদেবীর  
আস্থানে বনমাণী-আচার্যের আগমন এবং বলভ-আচার্যের  
গৃহে বাইয়া তদীর কথা লক্ষ্মীদেবীর সহিত গৌরহরির  
বার্তা-সংঘটন, বিবাহের সংবাদ-প্রচার ও নন্দন-  
অধিবাসিনে কুলপদ্ধতিক্রমে গাওঁহরিরাদি-কৃত্য ও বিবাহ

ক্রিয়ার অমুঠান, মহা-সমারোহে বহুপরিষ্কর-সঙ্গে আগত গৌরহরিকে বসন্ত-কর্তৃক স্বীয় কন্যা-সমর্পণ, ব্রাহ্মণভোজনাদি-অস্ত্রে কন্যাকে জামাতৃ গৃহে প্রেরণ।

**পঞ্চম অধ্যায়—কৈশোরলীলা ও বঙ্গবিজয়** ৭২—৭৮

বয়সসঙ্গে মহাপ্রভুর গঙ্গাতীরে গমন, অভীষ্টদেবের আগমনে প্রভুর পাদস্পর্শের জন্ত গঙ্গার জলচূর্কি, গঙ্গা-ভক্তের প্রসঙ্গ, পৌৰাণিক ইতিবৃত্ত-কথন প্রসঙ্গে দেবর্বি-মুখে নিজ-জগণান-শ্রবণে শ্রীহরির লীলাদ হঠতে গঙ্গার উৎপত্তি-বর্ণন, গৌরহরির ধনোপার্জনচ্ছলে বঙ্গদেশে গমন, পদ্মাবতী ও বঙ্গদেশবাগীকে রূপা করিয়া নববীণে প্রত্যাগমন, মধ্যে প্রভুর বিরহস্বপ্নদংশনে লক্ষ্মীদেবীর অপ্রাকট্য, প্রভু-দর্শনে শচীদেবী শোক-প্রকাশ করিলে গৌরহরি-কর্তৃক মাতার মাস্তনা এবং লক্ষ্মীদেবীর ইতিবৃত্ত-কথন।

**ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বিতীয়-বিবাহ** ... ৭৮—৮৫

শচীদেবী-কর্তৃক বিশ্বস্তরের দ্বিতীয়বার বিবাহের উদ্যোগ, দ্বিজ-কানীশ্বরের দ্বারা সনাতন-পণ্ডিতের কথার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ-স্থাপন, বিবাহের প্রথা-উচিত ক্রিয়াকলাপাদি-প্রসঙ্গ, সমারোহে বিবাহ এবং জামাতা-গৃহে মিশ্রণ কন্যা-প্রেরণ।

**সপ্তম অধ্যায়—গয়া-যাত্রা** ... ৮৫—৮৯

অধ্যয়ন-লীলা-সমাপনাস্ত্রে অধ্যাপনা লীলা-প্রসঙ্গ, পিতার উদ্দেশে পিণ্ড-প্রদান-ছলে গয়াভিমুখে বিজয়, পথে বিবিধ লীলা; জর-ব্যাদিচ্ছলে বিপ্র-পাদোদক-পান, কৃষ্ণভজন-বিরহিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণতা-মাতে অযোগ্যতা-বর্ণন, গয়ায় গমনপূর্বক বিষ্ণুপদ-দর্শন, ভক্তপ্রবর ঈশ্বরপুত্রীর সহিত মাফাংকার এবং মন্ত্রগ্রহণ-লীলা, মন্ত্র-প্রাপ্তিতে কৃষ্ণ-প্রেম-মাদকতা, বিষ্ণুপদ-দর্শনে প্রেমাবেশাদি এবং তদনন্তর গৃহে প্রত্যাগমন।

### অধ্য-শং

**প্রথম অধ্যায়** ... ৯০—৯৯

মহাপ্রভুর কর্তৃক ভক্তবৃন্দের ভাগ্যা-প্রশংসা বর্ণন, শচীমাতার প্রতি প্রভুর অমুগ্ধ-প্রদান, গুরুাধব ব্রহ্মচারীর গৃহে মহা-

প্রেম-প্রকাশ-লীলার অভিনয়, কৃষ্ণকীর্তনে প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি, ভক্তভাব-অঙ্গীকারে শ্রীকৃষ্ণের গৌরাণতারই সর্ববিতার-শিরোমণি; প্রভুর প্রেমপ্রচার-লীলাকালে গদা-ধরপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ ও নানাদেশ-বিদেশাগত ভক্তগণের একত্র সম্মেলন, প্রভুর রূপায় সকলেরই প্রেমোন্মাদ, কৃষ্ণবংশীধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর উন্মাদ-দশায় দৈববাণী-শ্রবণ, মুরারি-গৃহে বরাহ-রূপ-প্রকাশ, মুরারির স্তব, মুরারিকে ব্রহ্মজনন্দনের উপাসনার আদেশ, মুরারির প্রার্থনায় প্রভুর শ্রীরামমূর্তি-প্রদর্শন এবং কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য-কীর্তন, দেববৃন্দের প্রেমপ্রাপ্তি, 'হা রাধে, হা গোবিন্দ' বনিয়া কীর্তনকারী গুরুাধবের প্রতি প্রভুর রূপা, গদাধরকে নিজ অঙ্গমালা-প্রদান এবং গৌর-গদাধর মৃগ-রূপের লাভণ্য-বর্ণন।

**দ্বিতীয় অধ্যায়** ... ৯৯—১০৪

গ্রন্থকার-কর্তৃক মহাপ্রভুর রূপ-লাভণ্য-বর্ণন, প্রভু-কর্তৃক আশ্রবীজ-রোপণাস্ত্রে ভক্তগণকে পলাশ-বিতরণ, বৃক্ষনাশাস্ত্রে সংহারের অনিত্যত্ব প্রদর্শনপূর্বক মায়াজয়ের উপায়-কথন, মুকুন্দদত্তকে শ্রীকৃষ্ণোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং অধ্যাত্ম-চর্চা-পরিভাগপূর্বক ভগবন্ত্বজ্ঞানার্থ উপদেশ, মুরারিকে আশীর্বাদ, শ্রীবাস-গৃহে প্রভুর কীর্তন-বিহার এবং অবোধ ব্রাহ্মণ-শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তিকে মায়িক বলায় প্রভুর বঙ্গ-সহিত গঙ্গাস্নান।

**তৃতীয় অধ্যায়** ... ১০৪—১০৮

প্রভুর কীর্তন-মুখে অষ্টৈত-গৃহে গমন, কলিকালে একমাত্র ভক্তিরই প্রাধান্য-কীর্তন, ঈর্ষ্য ব্রাহ্মণের মোহপ্রাপ্তি, অষ্টৈত-গৃহে কীর্তন-বিলাস, স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক সৃষ্টান্ত অধ্যাত্ম-ব্যাখ্যা-পূর্বক প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য-কীর্তন, শ্রীবাস-গৃহে প্রভু-কর্তৃক বিদ্বি বিনাশার্থ গদার পূজা, অষ্টৈত-প্রভুর সর্বাঙ্গে আগমন, অষ্টৈত-মাহাত্ম্য-কীর্তন, প্রভুর পট্টায় উপবেশন ও অষ্টৈতের নৃত্য, অষ্টৈত-তত্ত্ব-কথন ও ভগবন্ত্বজ্ঞানার্থ উপদেশ-প্রদান।

**চতুর্থ অধ্যায়** ... ১০৮—১১২

মহাপ্রভু-কর্তৃক 'শ্রীবাস'-শব্দের অর্থ-কথন, মুরারির

‘রশ্মীরাষ্টক’-পাঠ, প্রভু-কর্তৃক ভাষার লগ্নাটে ‘রামদাস’-  
লিখন ও রামকপ-প্রদর্শন, শ্রীরামপণ্ডিতকে ভ্রাতা  
শ্রীবাসের সেবা করিবার আদেশ, নিত্যানন্দ-প্রভুর অবেশে  
ভক্ত-প্রবেশ, নন্দন-আচার্য্যের গৃহে নিত্যানন্দ-সহ মিলন,  
সর্বসমক্ষে নিত্যানন্দ-মতিমা-কীর্তন এবং কৃষ্ণ-প্রেমলাভের  
উপায়-বর্ণন, নিত্যানন্দ-প্রভুকে ষড়্ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ-  
মূর্ত্তি-প্রদর্শন ।

পঞ্চম অধ্যায় ... .. ১১২—১১৬

ভৃতীয়প্রহর-রজনীতে প্রভু বোধন, শচীদেবীর নিকট  
স্বপ্ন-বৃত্তান্ত-বখন, অদ্বৈত-গৃহে নিত্যানন্দ-প্রভুর ছইদিবস  
অবস্থিতি । সুবাবিকর্তৃক নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রেম-চেষ্টা-বর্ণন,  
অদ্বৈত-কর্তৃক শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রভু বপুজ্ঞন, হরিদাস-সহ  
মিলন, মহাপ্রভু নিকট নিত্যানন্দ-প্রভু বিদায়-গ্রহণ, প্রভু-  
কর্তৃক নিত্যানন্দ-প্রভু কেপীনি-বিতরণ, ভক্তগণের তাহা  
মস্তকে বন্ধন ও নৃত্য, মহাপ্রভু অশুদ্ধানে ভক্তগণের বিবচ,  
প্রভুর পুনঃ আগমনে ভক্তগণের আনন্দ-বন্ধন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় . . . . . ১১৬—১২১

গৌরহরির ভক্তসঙ্গে প্রেমসানন্দ-বিহার, নিত্যানন্দ-প্রভু  
আগমন, ভক্তগণের তৎপাদোদক-গ্রহণ, হরিদাস-মিলন,  
অদ্বৈত-প্রভু আগমন, অদ্বৈত-প্রভু প্রতি পাক্রাপাত্র নির্ধি-  
শেবে প্রেম-প্রচারের আদেশ, ভক্তগণের প্রতি দ্বারে দ্বারে  
নাম-প্রেম-বিতরণের আজ্ঞা, ভক্তগণকর্তৃক মহাপাণাচারী  
জগাট-মাধাইর নামোল্লেখে মহাপ্রভুকর্তৃক নামাভাস-  
মাহাত্ম্য-কীর্তন এবং ভক্তসঙ্গে কীর্তনমুখে নগর-ভ্রমণ, জগাট-  
মাধাইর উদ্ধার-প্রসঙ্গ, গ্রন্থকারকর্তৃক গোব-নিত্যানন্দের  
কীর্তনী-মতিমা-কীর্তন ।

সপ্তম অধ্যায় ... .. ১২১—১২৬

পূর্বদেবদাসী মপুলক ব্রাহ্মণ বনমালী ব প্রাতি প্রভুর রূপা-  
দৃষ্টিপাত, বিপ্রের জামহন্দররূপ-দর্শনাস্তে স্তব এবং ‘নবীন-  
বিধাতা’ বণিগা সম্বোধন, শ্রীবাসগৃহে প্রভুর নৃসিংহবেশ,  
শিবভক্তের প্রতি রূপা, ব্রাহ্মণীকর্তৃক চরণস্পর্শে প্রভু বঙ্গায়

রাঙ্গ-প্রদান, প্রভুর হবিভজ্ঞনোপদেশ, মুকুন্দের প্রতি রূপা,  
মুকুন্দের স্তুতি, প্রভুর ভগবজ্ঞপ-প্রকাশ, শ্রীবাসকর্তৃক অভি-  
ষেক, গ্রহকারের গৌরগুণকীর্তন ও গৌরভজ্ঞনোপদেশ ।

অষ্টম অধ্যায় ... .. ১২৬—১২৯

কৃষ্ণ-বোগগ্রস্ত বিপ্রকে শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা  
করাইয়া তাঁহারকৈ বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মোচন, প্রভু ব নৃত্য-  
দর্শনে ভক্তগণকর্তৃক বাধা-প্রাপ্ত বিপ্রের কোপ এবং ‘তোমা  
সংসার-সুখ বিনয়ে ইউক’ বলিয়া মহাপ্রভু প্রতি অভিশাপ,  
বিপ্রের স্তুতি, প্রভুকর্তৃক বিপ্রের সান্ত্বনা, প্রভু বনপান-  
আবেশে ‘মধু দেহ’ বণিগা চীংকার, ভক্তসঙ্গে অদ্বৈত-ভবনে  
গমন, বগদেব-ভাবে মূর্ত্তি, গদাধরের আগমনে ভাব-সংবরণ,  
আচার্য্যারত্বপ্রমুখ ভক্তবৃন্দের আগমন, সকলের বগদেবরূপ-  
দর্শন, ভক্তসঙ্গে গবাস্মান ।

নবম অধ্যায় ... .. ১২৯—১৩৫

প্রভুর বরাহাবেশ. অদ্বৈতচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণের প্রতি  
সংকীর্তন ও প্রচারের আদেশ, গোপীভাবে গোপীগুণকীর্তন,  
চক্ষুশেখরভবনে গমন, শ্রীবাসের নারদাবেশ, গদাধর-মতিমা  
কীর্তন, গদাধরকেই রাধিকা-জ্ঞাপন, ঠাকুর হরিদাসের  
আগমন, সংকীর্তনানন্দ, প্রভুর ত্রিধর্ম্যভাবোন্নততা, লক্ষ্মীকণে  
দাস্ত্র-প্রেমবিতরণ এবং অবশেষে ঈশ্বর-ভাবাবেশ ।

দশম অধ্যায় ... .. ১৩৫—১৪০

প্রভুকর্তৃক শ্রীবাসের নিকট চারিযুগের ধর্ম্ম কীর্তন কবিয়া  
সংকীর্তনের শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞাপন, রাধা-ভাবে ‘কোথায় বৃন্দাবন,  
কোথায় ললিতা’ বলিয়া ব্যাকুলতা, সুবাবির বাক্যে সান্ত্বনা  
এবং কীর্তন-বিহার, শচীমাতার নিকট স্নেহে সম্মাসম্বন্ধ-  
প্রাপ্তি-বর্ণন, কেশবভারতীর আগমন, প্রভুর কৃষ্ণনিরত-  
প্রাবলা, প্রভুর সম্মাসগ্রহণ-চিন্তায় ভক্তগণের কাতরপ্রকাশ,  
প্রভুকর্তৃক ভক্তগণকে সান্ত্বনা-প্রদান ।

একাদশ অধ্যায় ... .. ১৪০—১৪৬

প্রভু সম্মাসগ্রহণ করিবেন শুনিয়া শচীমাতার শোক,

গার্হস্থ্যদর্শনপালনের জ্ঞান অমুরোধ, প্রভুকর্তৃক ধ্রুবোপাখ্যান-বর্ণনে কৃষ্ণভজ্ঞনোপদেশ, বিবিধ-প্রসঙ্গে মাতাকে সাস্থনা প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করাইয়া শোকাপনোদন।

**ছাদশ অধ্যায়** ... .. ১৪৮—১৫২

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শোক, প্রভুকর্তৃক নানা-মধুলবাক্যে সাস্থনা ও তথোপদেশদানান্তে চতুর্ভূজ নারায়ণমূর্তি-প্রদর্শন, স্ট্রীনিবাস ও মুরারি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের আগমন, প্রভুকর্তৃক সাস্থনা।

**ত্রয়োদশ অধ্যায়** ... .. ১৫২—১৫৮

ভক্তগণকে তথোপদেশ দ্বারা সাস্থনা, সন্ন্যাসগ্রহণোদ্দেশে গঙ্গাপাব হইয়া কণ্টকনগরে কেশবভারতীর নিকট গমন, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি, নিত্যানন্দপ্রভু-কর্তৃক সাস্থনা-প্রদান, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য ও দামোদর-পাণ্ডিত্যপ্রসূত ভক্তগণে নিত্যানন্দপ্রভুর কণ্টকনগরে আগমন, ভারতীর নিকট প্রভুপ সন্ন্যাস-মন্ত্র-প্রার্থনা, ভারতীর অসম্মতি এবং ভগবজ্জ্ঞানে মগ্নদানে ভীতি, প্রভুকর্তৃক ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্র-প্রদান, ভারতীকর্তৃক দত্তমন্ত্র-প্রদান, প্রভুপ সন্ন্যাসে প্রায়-বাসীর শোক, প্রভুকর্তৃক সাস্থনা এবং ভক্তবেশ রক্ষাভিত্তি-প্রার্থনা, প্রভুর সন্ন্যাসের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সন্ন্যাসগ্রহণান্তে প্রেমাবেশে রাচদেশে ভ্রমণ।

**চতুর্দশ অধ্যায়** ... .. ১৫৮—১৬১

কণ্টকনগর হইতে চন্দ্রশেখর-আচার্য্যের নদীরায় আগমনে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার শোক ও বিলাপ, নিত্যানন্দ-প্রভুকর্তৃক মহাপ্রভুর শাস্তিপুত্রে আগমন-বার্তা-ঘোষণা, শচীমাতার সহিত নিত্যানন্দপ্রভুর কথোপকথন, প্রভুদর্শনার্থ অধৈর্য-ভবনে নদীরাবাসিগণের আগমন, মহাপ্রভুর সহিত সকলের যথাযথ আলাপাদি।

**পঞ্চদশ অধ্যায়** ... .. ১৬১—১৬৬

প্রভুকর্তৃক ভক্তগণকে হরিনাম-সংকীর্তনদ্বারা সর্পস্নান উপকার-মাধনে উপদেশ, নীলাচলে গমনোচ্ছত হইতে

প্রভুর নিকট ঠাকুর-হরিদাসের দৈছোক্তি, ভক্তগণ পশ্চাৎ যাইতে আরম্ভ করিলে স্মধুর-বচনে সাস্থনা-প্রদান এবং “রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্” প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ-মুখে নীলাচলে যাত্রা, পথে নিত্যানন্দকর্তৃক দণ্ডভঙ্গ, প্রভুপ ক্রোধলীলা-প্রকাশ।

**ষোড়শ অধ্যায়** ... .. ১৬৬—১৭৪

নীলাচল-পথে তমলুক হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, মন্দারে মধুসূদন দর্শনান্তে দেবুণ্য আগমন, শ্রীগোপাল দেবের সম্মুখে নৃত্যগীত, বৈতরণীতে স্নানান্তে বরাহদেব-দর্শন, যাজ্ঞ-পুরে গমন, শিববিষ্ণু-দর্শনান্তে বিদম্বা-দর্শন, তথা হইতে ব্রহ্মকুণ্ড, নাভিগয়া ও শিবনগরে গমন, দানীর প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত ও স্বপ্নে স্বীকৃতদশায়িকপ-প্রদর্শন, একাত্মকাননে গমনপূর্বক শিবস্তুতি ও শিবপ্রসাদ-গ্রহণের বিচারাদি, কপোতেশ্বর হইয়া ভার্গবী নদীতে স্নান, শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের চূড়া-দর্শনে মূর্তি, বাহুদেবসাক্ষভৌম-গৃহে গমন, সাক্ষ-ভৌমপূত্রের সহিত গুরাডুতস্থের পশ্চাতে থাকিয়া প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন, সাক্ষভৌমপাণ্ডিত্যের সহিত বিবিধ-বিষয়ের বিচার এবং ষড়্ভূজমূর্তি-প্রদর্শন।

## শেষ অঙ্ক

**প্রথম অধ্যায়** ... .. ১৭৫—১৮০

পুত্রীতে সাক্ষভৌমসহ কীর্তন-বিলাস, সেতুবন্ধে গমন, কৃষ্ণক্ষেত্রে গমন ও বাহুদেব-বিমোচন, জীয়াডুমুসিংহে গমন ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত বর্ণন, কাঞ্চীনগরে রামানন্দ-সহ মিলন এবং রসরাজ-মহাভাব-রূপ প্রদর্শন, পঞ্চপটা হইয়া শ্রীরঙ্গমে গমন, ত্রিমল্লভট্টকে রূপা, তথায় চাতুর্ন্যাস-কাল্যাপনী, পবমানন্দপুত্রী-সহ মিলন, পুত্রীকর্তৃক গোর-ভগবানের স্তব।

**দ্বিতীয় অধ্যায়** ... .. ১৮০—১৯৩

সেতুবন্ধ যাত্রা-পথে সপ্ততাল-বিমোচন, সপ্ততালের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন, সেতুবন্ধে প্রেমাবেশে রাম, কৃষ্ণ,



গীতা, হনুমান্ প্রভৃতি নামগ্রহণ, গোদাবরী হইতে আলাল-নাথে প্রত্যাবর্তন, নিম্বুদাসকে আত্মসাৎকরণ, পুরুষোত্তমে পুনরাগমন, মাথুবমণ্ডল-দর্শনে যাত্রা, রূপ-সনাতন-মিলন, রুঞ্চদাস-সহ যমুনার উভয়তট ও দ্বাদশবনাদি রুঞ্চগৌলা-স্থান-দর্শন :

### তৃতীয় অধ্যায় ... .. ১৯৩—২০০

রুঞ্চদাসের প্রভুচরণে সঠিক্তে কাকুক্তি, প্রভুর নীলাচল-পথে গমন, পণ্ডিত্যে জনৈক গোপেব নিকট তক্র-পান, গোপের প্রভুরূপা-লাভ, প্রভুর গোড়দেশে আগমন, রাত-

দেশের মধ্য দিয়া কুলিয়ার আগমন, প্রভুদর্শনার্থ নবদ্বীপ হইতে বহুলোকের আগমন, শচীর পুত্রসাক্ষাৎকার ও করুণ-স্বরে ক্রন্দন, মাতার ইচ্ছায় প্রভুর নবদ্বীপে আগমন ও মাতাকে রুঞ্চভজনার্থ প্রবেশদান, প্রভুর শাস্তিপুত্র অদৈত-গৃহে আগমন, তথায় নামকীর্তন, প্রভুর শাস্তিপুত্র-তাগ ও তমলক-পথে নীলাচল-গমন, জগন্নাথ-দর্শন ও অর্চনাশ কীর্তন-বিলাস, রাজা-প্রতাপরুদের প্রভুরূপা-লাভ ও যড়-ভুজঙ্গপ-দর্শন, দাবিড়ীয়া ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-জালায় নীলাচলে আগমন, সপ্তাহ উপবাস, দ্বিতীয়া-সহ সাক্ষাৎকার এবং অবশেষে প্রভুরূপা লাভ ।

## শব্দসূচী

অ		অচিন্ত্যপ্রভাব	৯৬।১১৪
অকথাবচন	১২।১১৪	অজান	৫০।৪০৪
অকলঙ্ক	৮।১১১৯	অটম	৪৮।৩০৭
অকাষণ	৮০।৫৪, ৬২ ; ৮৭।৬২	অধির	৪।১১৮৯
অকাল-বাজ	১৪৯।২	অদীক্ষিত	১৪৫।১৩৫, ১৪০
অকিঞ্চন	১৭৩।২১৬	অদোষ-দরশী	৪৯।৩৫৪
অকিঞ্চনজন	১০।১২৩	অধম	৮৯।১১৪, ১১৭ ; ১০৪।৯২
অকিঞ্চননাথ	১২৭।৮	অধমজনের	১০।১২৬
অকৈতব	১২০।১৪৯	অধমতারণ	১৪৫।১২০
অখিল	৬৩।৭০৩	অধম-দ্রুস্ত	১৭৬।৩৩
অখিল-ভুবনপতি	১০।১২১	অধমাধম	৩।৪৫ ; ৮৯।১২১
অগোচর	৮৮।১১১ ; ১৩০।২৬	অধর	৮।১।১২
অযাসুর	৮৭।৭২	অধর-বিশ্বক	৮।১।০৪
অকুর	৬৪।৭১৮	অধর্ম	৫৯।৫৫৪
অঙ্গছটা	৮।১২০ ; ৯৬।১১৫	অধর্মবিনাশ	১১৭।৩৭
অঙ্গদ	৮।১।০৫	অধিকারী	৮৬।৪৫, ৪৮ ; ৮৯।৩২২
অঙ্গমালা	৯৮।১৭৯	অধিবাস	৫৮।৫২৬ ; ৬৭।১৭ ; ৭৯।৪৪, ৪৮ ;
অঙ্গুরী	৮।১।০৩		৮০।৮২ ; ৮১।৯১, ৯২, ৯৫
অচল-ব্রহ্ম	১৭৩।২১০	অধিবাসকালে	৮।১।৯৩

অধ্যায়	১০৭।১০৫	অস্তরকৌতুক	১১৪।৪৫
অধ্যায়-আচ্ছাদি	৫।১০৩	অস্তর-পাষণ্ড	৭০।১২৮ ; ৯২।৬
অধ্যায়-চরচা	১০৩।৬৭ ; ১০৭।১০১	অস্তরীক্ষ	৬৯।৮২ ; ১৩১।৫৪ ; ১৬৭।১২
অধ্যায়-ত্বক্কে	১০৫।৩৬	অস্তরীর্ণ	৪।৫২ ; ৬।১৬২৯
অধ্যায়-বাদের	১০৭।১০২	অস্তরীর্ণ	১৬৬।১৫২ ; ১৮৯।৩০৪
অনঙ্গ	৫৮।৫৩৯ ; ৬৭।২৪ ; ৮।১১১০	অস্তরীর্ণ	১২৮।৫৮ ; ১৫৫।৭৯
অনন্তশয়নে	১৬৮।৫৮	অস্তরীর্ণ	১৮৭।২৩২
অনাথিনী	৬৩।৬৮১ ; ১৪১।৭ ; ১৫৩।১৯, ২০ ; ১৫৯।১৮, ২৩, ২৫ ; ১৬২।৩৩	অস্তরীর্ণ	৯৩।৪৭
অনাথের নাথ	১৩৮।১১৮	অস্তরীর্ণ	১০।৬৪
অনুগত	৯৯।২০৫	অপত্য	১৪১।২৯
অনুগত-আর্দি	৯৮।১৭২	অপত্য-সস্ত্রি	১৫৪।৬০
অনুগ্রহ	৯২।১০	অপত্য	১০৪।৯২
অনুতাপ	১৪৭।১৮২ ; ১৫৭।১৭৩	অপত্য	৮০।৫৪ ; ৮৬।৪৪
অনুদিন	১১১।৭৮	অপত্য	১৮৫।১৪৯
অনুদয়বাণী	১০৯।১৪	অপত্য	৯৪।৮৪, ৮৮ ; ৯৬।১২৪ ; ৯৭।১৪১ ;
অনুপম	৪৫।২৫১ ; ৮।১১২ ; ১৮০।১৮	অপত্য	১০০।৪, ১১, ১০১।২৬ ; ১১২।১ ;
অনুপমা	৮৩।১৫৬	অপত্য	১২২।২ ; ১৪৩।৭৪ ; ১৫৫।১০১ ;
অনুপান	৬৭।২২	অপত্য	১৮৫।১৬৪
অনুবন্ধ	৭৯।২৬ ; ১০১।১৬ ; ১৬২।১৯ ; ১৯৮।২০	অপত্য	১৬৮।১৬২ ; ১৩৮।১১১ ; ১৪২।৩৫
অনুব্রজি	৪৯।৩৫৫ ; ১১৪।৭১ ; ১৪৭।১৬৯	অপত্য	১৬৬।১৬
অনুব্রত	৪৯।৩৫৬	অপত্য	১৮৮।২৫২
অনুমান	৭৯।৫২	অপত্য	৯৯।১২৩
অনুরক্ত	৫৪।৪২৯	অপত্য	৭৭।১৫১
অনুবাগ	১০০।৫ ; ১০১।২০, ২২ ; ১০৩।৬৭ ; ১৩৩।১০৫ ; ১৬৫।১২০ ; ১৮০।৯ ; ১৮১।৩১ ; ১৮৮।২৬৪ ; ১৯৪।২৬ ; ১৯৭।৯০	অপত্য	৮৯।১১৯
অনুরাগভবে	১২৭।১১৪	অপত্য	৮৬।৫৪
অনুরূপতা	৮৩।১৫০	অপত্য	৭৭।১৫৪ ; ৮৯।১১৫ ; ৯৩।৫১, ৫২ ; ৯৪।৭৯ ; ১০৭।৯৮ ; ১১২।২ ; ১৩৫।১৩৭ ; ১৫৩।৩১ ; ১৭৩।১৭ ; ১৮১।৪০
অনুসরি	৫১।৩৮৪	অপত্য	১০৩।৬০
অন্তঃপট	৭০।১১৩ ; ৮৬।১৫৭	অপত্য	৯৯।১৯৫
অস্তর	৮০।৫৫, ৭০	অপত্য	৯৩।৫২
		অপত্য	৭৮।১৫ ; ৮৪।১৬২, ১৩০।২৫ ; ১৩৮।১১০ ; ১৪১।১৮১ ; ১৯৭।১০৫

ଅବଧୂତ	୧୧୦.୩୦, ୩୨, ୪୬; ୧୧୨ ୩୧, ୧୦୨ ;	ଅଭୀଷ୍ଟ	୩୬୧୧୪ ; ୧୦୩୮୦
	୧୧୩୧୫, ୧୩, ୨୫ ; ୧୧୫୧୧୪ ;	ଅଭୁତ୍ୟାନ	୧୨୧୪୦୨ ; ୧୬୦୧୫୩
	୧୬୦୧୫୧, ୧୬୪୧୩୮	ଅଗଳ	୧୦୩୩୬୩
ଅବଧୂତ ରାମ	୧୧୩୧୨୨ ; ୧୧୪୧୧୦, ୧୨ ; ୧୧୬୧୫ ;	ଅଗିୟା	୧୦୩୩୬୪ ; ୮୮୧୧୦ ; ୧୦୦୧୮ ;
	୧୨୪.୧୪ ; ୧୬୪ ୮୨	ଅଗିୟା ନଦୀର	୧୨୨୧୪
ଅବଧୂତରାଜ୍ୟ	୧୬୫୧୧୧୮	ଅଗୁଲ୍ୟରତନ	୩୨୧୮
ଅବଧୂତେର ଚରଣ	୧୧୧୧୨୧	ଅଗୁତବଚନ	୩୩.୧୮୬
ଅବଧୂତ ପ୍ରାନ୍ତ	୧୧୧୧୧୩	ଅଗୁତ-ବାମି	୩୩୧୮୧
ଅବନୀ	୪୫.୨୪୧	ଅଗୁତେର	୩୧.୩ ; ୩୨୧୬ ; ୧୧୩୧୩
ଅବନୀର ଗୁଣେନେ	୬୧୧୨୦	ଅଗୁଣ	୮୧୧୬୦
ଅବନୀର	୧୫୨.୬୧	ଅଗୁଣନଦନ	୧୧୩୩୫
ଅବନୀର	୧୩୫୧	ଅଗୁଣମ ଗୁଣେ	୬୧୧୨୫
ଅବନୀର	୧୧୩.୧୦୨	ଅଗୁଣ	୮୩୧୫୧ ; ୧୧୧୧୨୮ ; ୧୪୬୧୬୦
ଅବନୀର	୮୦.୧୪	ଅଗୁଣ	୧୧୦.୨୨
ଅବାପ	୩୧୧୧୦	ଅଗୁଣ	୧୩୧୪
ଅବିଷ୍ଟ	୧୩୫.୧୨	ଅଗୁଣ	୧୩୪୫, ୫୩ ; ୮୧୩୨, ୧୦୬ ; ୮୧୩୨୧
ଅବିଷ୍ଟା	୧୫୫ ୩୨	ଅଗୁଣ	୩୪୧୧୦ ; ୧୦୦.୬ ; ୧୧୧୧୧୧ ; ୧୩୩.୧୧୧ ;
ଅବିଷ୍ଟେ	୧୮.୧୨		୧୬୪୮୮
ଅବିଷ୍ଟେ	୧୩୦.୩୫	ଅଗୁଣ	୬୨୧୬୧ ; ୮୬୧୩ ; ୩୧୧୫୩
ଅବିଷ୍ଟା	୩୨.୧୨	ଅଗୁଣ	୩୩.୩୩, ୩୬ ; ୧୩୬.୩
ଅବିଷ୍ଟା	୫୩.୪୦୫	ଅଗୁଣ	୫୩.୫୫୫ ; ୮୧୧୧୨
ଅବିଷ୍ଟା	୧୫୮.୨୦୩	ଅଗୁଣ-ପାଠ	୧୦.୧୧୮
ଅବିଷ୍ଟା	୧୫୨.୫୬	ଅଗୁଣ	୧୬.୧୧୨ ; ୧୪୧୧୧୮, ୧୮୦ ; ୧୩୫.୫୮
ଅବିଷ୍ଟା	୧୦୫.୪୫	ଅଗୁଣ	୮୧୧୧୧
ଅଭାଗିନୀ	୧୪୩.୬୧, ୬୮ ; ୧୪୬.୧୫୫ ; ୧୫୩.୨୦ ;	ଅଗୁଣ	୬.୧୨୫
	୧୫୩.୨୦, ୨୨ ; ୧୬୩.୫୧	ଅଗୁଣ	୧୦.୫୧୩
ଅଭାଗିନୀ	୧୪୪.୮୬ ; ୧୬୦.୬୩	ଆ	
ଅଭାଗିନୀ	୧୪୨.୫୬ ; ୧୪୩.୬୫	ଆ	୮୧.୫୩
ଅଭାଗିନୀ	୧୫.୧୧୨	ଆ	୬୬.୩ ; ୬୧.୩୩ ; ୬୮.୫୨ ; ୮୦.୮୩
ଅଭିନବ-କାମଦେବ	୩୩.୧୩୩	ଆ	୧୦୦.୧୦
ଅଭିନବ	୧୮.୩୩୩	ଆ	୨.୩୧୬
ଅଭିନବ	୫୩.୩୫ ; ୧୪.୩୫	ଆ	୮୮.୩୩
ଅଭିନବ	୫୮.୫୩ ; ୮୮.୮୮ ; ୧୨.୧୧୧୧ ;	ଆ	୫୫.୫୫
	୧୮.୩୩୩	ଆ	୫୦.୩୩ ; ୫୫.୫୫୫ ; ୧୨.୧୬୫

[ w/o ]

আখ্যান	৯৫.৯৪	আবেশ-আ ওয়াস	১৯৪।৫
আগার	৭২.১৮০	আভরণ	৬৮।৬৩
আগুগরি	৭৯।২৫	আভা	৮১.১১২
আগোরিয়া	৫৭।৪৯২	আয়ত্ত্ব	১১১.৭৯
আচমণীয়	১১৭।২৮	আয়বীজ	১০২।৩১
আচরণ	৭৯.৫০ ; ৮৯।১১৪	আয়াস	৫১।৩৮২
আচরণ-তত্ত্ব	৯৫।১০৩	আবিত্তি	৯৮।১৭১ ; ১৭১.১৪২ ; ১৭৩.২১০ ;
আজ্ঞানুগত	১৭১।১৫৩		১৯৯।৭১
আজ্ঞা	৭৯'২২, ৩১, ৮৫।১৬	আবৃত্তি	১৭'২৮১
আতিথ্য	১৭০।১০৮	আবাপন	১৬১।৮
আত্ম	৮২।১৪৩	আবর্ত	১৮৬.১৯৫
আওল	৩৯.৮১	আবর্তন-আবর্তি	১২০।১৩৭ ; ১৩৪.১৩০
আত্মসম্পাদন	৭৮।১৫৯	আবর্তনাদে	৯৪।৭৭ ; ৯৮.১৭৩ ; ১১৫।৯৭ ; ১২০।১৩৫ ;
আত্মসমর্পণ	১৫২।৬৪		১৩৯.১৩৪ ; ১৫৯.৩০ ; ১৬০।৫৭ ; ১৬২।১২ ;
আত্মসংগ	১৮০।১৫		১৬৭।৮ ; ১৭৭।৭৬
আত্মসংগ	১৩৯।১২৪	আবর্তি	৮৮।৮১ ; ১২১।১৫০ ; ১৫১'৩৭
আত্মা	৮৫।১২	আবর্তো	১৩৩।১১৯
আত্মারাম	১৮৮।২৭৯, ২৮০	আলয়	৭০।১০৭
আত্মাশক্তি	১৩৪।১২১, ১২২	আলমগত	৩৯।৭৫
আত্মোপাস্ত	১৭৭।১৫২ ; ১৮১।২২	আলিঙ্গন	১০৪।১২ ; ১১১।৬২ ; ১১৩.২২, ২৯ ;
আন-চর্চা	৫৩'৪০৯		১১৫।৮৩ ; ১৬১।৯, ১৭৫।১০ ;
আনন	৬৪।৭১৬		১৮৫।১৬৭
আনন্দভিলোলে	৫৮।৫৩২ ; ১১৭।২০ ; ১১৯.৭৯ ;	আলোনা	১৪২।৪৫
	১৬০।৮০	আশয়	৬১।৬১২, ৬৩২
আক্কেল লড়	৮৫।১২	আশীর্বাদ	৮২।২২৮, ৯৪।৬৯ ; ১০০।৬,
আক্কেলের লড়ি	৪২।১৫১		১৩৯.১৪১ ; ১৫৫।১০৭
আক্কেয়ার	৮।১৪ ; ৬২।৬৭০	আশ্রয়	৫৮।৫৪১ ; ৬২.৬৫৬ ; ১৬০।৬৬ ;
আপাদমস্তক	৫২।৪০৩ ; ১০৪।৬ ; ১১৪।৪৫ ;		১৭২।১৭২ ; ১৭৯।১৩২
	১২৫।১০৫ ; ১৩৩।১১২ ; ১৫৭।১৬৭ ;	আশ্রম-আচার	১৭৩।২২২
	১৭৮।১০১ ; ১৮৩।৯৭	আশ্রম	১১.৮৬ ; ১৫০।২২
আপে	৬০.৬০০ ; ৬১।৬৪২	আসন	৭৮।১০
আবেশ	৯৪।৮৫, ৮৬ ; ৯৯।২০৯ ; ১২৪।৫৬ ;	আস্তেব্যাপ্তে	৫২।৩৯৯, ৬৪।৭৩২ ; ১৫২.৬৫,
	১৩২।৯৩ ; ১৩৩।১১৮ ; ১৩৯।১২১ ;		১৬৩।৭৬ ; ১৯১.৩৬৮
	১৮০।৯	আশ্রমদল	৯৩'৫০

অ'তরণ	৭৯৩০	উত্তর	৭৮১৫, ১৭ ; ৭৯২৭, ৪৯ ;
আতিথী	১৬২৪২		৮০৭৩ ; ৮১৮৮ ; ৯২২৩ ; ৯৭১২৪৪
<b>ই</b>		উত্তরিল	৮৭৫৪
ইঙ্গিত	৬৪৭১৭ ; ৬৫৭৫৩ ; ৬৮৫৯ ;	উদার	৭৯৫২
	১১৫৩, ৪, ১৩৭১০ ; ১৪৯২	উদারদী	১৩৫১৭
ইন্দ্রনীলগিরণ	৯৫১১০	উদার	৮০.৫৫, ১৩০১০, ১১
ইন্দ্রনীলগিরণ	১৩৬.৫৪	উদ্বের	৪৪২১৩
ইন্দ্রনীলগিরণিকাণ্ড	১০৩.৬৮	উকারিলা	৯২৪
ইষ্টগোষ্ঠী	১৭২.১৭৭	উদ্বলন	৮১৯
<b>ঐ</b>		উদ্বট্ট	১৭১১৪৬
ঐশ্বর	৮০১৯, ৮৫৪, ৯৪৭৮ ; ১০২৩৬ ;	উদ্বাতি	১১৫ ৯৯ ; ১৫৩২৩ ; ১৫৮৩
	১০০১১৩ ; ১৩৪১৩৩ ; ১৪৮২১৪ ;	উদ্বাণী	১০৪৭৩, ১৪১৩
	১৫৭১৩০ ; ১৬১২ ; ১৬৪৮৩ ;	উদ্বাণ্ড	৫৪৪১৯ ; ৮৬.২১ ; ১১৫১৯
	১৬৮ ৫৭ ; ১৭০১৯৭	উদ্বগম	৯৯.২০০ ; ১৩১৪৭ ; ১৬৪১০
ঐশ্বর আবেশ	১৩৪১৩১	উদ্বজিল	৮০৬৬ ; ৪৪২০৭
ঐশ্বরী	৭২১৬৪, ১৩৪১২৫	উদ্বজ্ঞে	৬০৫৯৯ ; ৯৬১৩৭
<b>উ</b>		উদ্বনীত	২২১৩৩
উগবে	৩৮১৬৯	উদ্বনীত	১২৮৫৪ ; ১৩৬.৩৩ ; ১৩৯১৩৩
উচাট	১৩১৫৯	উদ্বনীত-ক'ম	১৭৪২৩১
উচ্চপদ	১৪৩.৭০, ১৪৬.১৪৭, ১৪৮	উদ্বাঙ্গ	৫৮৫৩৫ ; ৬৯৮৮ ; ৮২১৩০
উচ্চপায়	৯৪৭৩	উদ্বারন	১০৬৭৪ ; ১১৪৪৬
উচ্চসর	৯৩৪৪	উদ্বাখিয়া	২২৩৯৬
উচ্চেশ্বর	৮৭৬৭	উদ্বারায়	৯৭১৫৪ ; ১৬৪১০২
উচ্চিস	১৭০১০২	উদ্বাতি	৩৯৯০ ; ৬৭১৯
উবার	৪৮৩১৮	উদ্বাখয়া	৮৩.১৫২
উভয়াব	৫৭৫০৪	<b>ঊ</b>	
উৎকট	১৪৪১০৮	উদ্বাখুগ	৮১১১৭
উৎকর্থা	৮৮৮২ ; ১৬০৭১ ; ১৬৯৭৯ ;	উদ্বাখুখ	৯৫৯৩ ; ৯৯৩০৩ ; ১৮৬.২০২
	১৮১২৯ ; ১৯১ ৫৮	উদ্বাখাথে	৬৪৭৩৮
উৎকর্থা-হৃদয়ে	১৮৩৮৬	<b>ঋ</b>	
উৎসাহ	৮১ ৯৯	ঋকেশ্বা	১৬২২২ ; ১৮৯৩০৪
উত্তরোশ	১০৭.৯১ ; ১৪০ ১৪৭ ; ১৮৭.২২৩	ঋকেশ্বরী	৭৭১২১

ଓ		କଷୁକର୍ତ୍ତ	୪୧୧୧୧୩ ; ୨୧୧୧୧୨ , ୧୦୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୩ ; ୧୧୧୧୧୪
ଓ		କରତଳ	୪୧୧୧୧୫ , ୪୧୧୧୧୬
ଓ		କରପୁଟେ	୧୦୧୧୧୭
ଓ		କରସୋଡ଼	୪୧୧୧୧୮ ; ୧୧୧୧୧୯ ; ୧୧୧୧୨୦
ଓ		କରୁଣା	୪୧୧୧୨୧ ; ୧୧୧୧୨୨ ; ୧୧୧୧୨୩ ; ୧୧୧୧୨୪
ଓ		କରୁଣା-କର୍ଦ୍ଦମେ	୧୦୧୧୨୫
ଓ		କରୁଣା-କିରଣେ	୧୧୧୧୨୬
ଓ		କରୁଣାନିମି	୧୧୧୧୨୭
ଓ		କରୁଣା ପ୍ରକାଶ	୧୧୧୧୨୮
ଓ		କରୁଣାନିଗ୍ରହ	୧୦୧୧୨୯ ; ୧୦୧୧୩୦ ; ୧୧୧୧୩୧
ଓ		କରୁଣାସମୂହ	୧୧୧୧୩୨
ଓ		କରୁଣାମାଗର	୧୦୧୧୩୩ , ୧୦୧୧୩୪ ; ୧୧୧୧୩୫ ; ୧୧୧୧୩୬
ଓ		କରୁଣାମିଛୁ	୧୧୧୧୩୭
ଓ		କର୍କଶ	୧୧୧୧୩୮
ଓ		କର୍ପୁର	୪୧୧୧୩୯
ଓ		କର୍ମଦୋଷେ	୧୧୧୧୪୦
ଓ		କର୍ମବନ୍ଧ	୧୧୧୧୪୧ ; ୧୧୧୧୪୨
ଓ		କର୍ମସୂତ୍ରେ	୧୧୧୧୪୩ ; ୧୧୧୧୪୪
ଓ		କଳି	୧୧୧୧୪୫ ; ୧୧୧୧୪୬ ; ୧୧୧୧୪୭
ଓ		କଳିକାଳ	୧୧୧୧୪୮
ଓ		କଳି-କାଳମର୍ମ	୧୧୧୧୪୯
ଓ		କଳିଦର୍ପଦୟନ	୧୧୧୧୫୦
ଓ		କଳିଯୁଗ	୧୧୧୧୫୧ ; ୧୧୧୧୫୨ , ୧୧ , ୧୪ ; ୧୧୧୧୫୩ ; ୧୧୧୧୫୪ ; ୧୧୧୧୫୫ ; ୧୧୧୧୫୬
ଓ		କଳିଯୁଗଧର୍ମ	୧୧୧୧୫୭
ଓ		କଳିମର୍ମ	୪୧୧୧୫୮ ; ୧୧୧୧୫୯ , ୪୧
ଓ		କଳେବର	୪୧୧୧୬୦ ; ୪୧୧୧୬୧ ; ୧୧୧୧୬୨ , ୧୧
ଓ		କଳ୍ପତରୁ	୧୧୧୧୬୩ ; ୧୧୧୧୬୪
ଓ		କଳ୍ପତରୁଗଣ	୧୦୧୧୬୫
ଓ		କଳ୍ପତରୁ-ମୂଳେ	୧୧୧୧୬୬
ଓ		କଳ୍ପବୃକ୍ଷ	୧୧୧୧୬୭

কল্পকুস্থানে	১৮৯।২৮৮	কুতূহলী	১. ০।১৬
কষিত	৪৪।২২৪	কুঞ্জীর	৮।৫৭
কাংশ	৮২।১০১	কুঞ্জ	২২।১৩৭ ; ৮৬।২০
কাঙ্ক্ষ	৩৯।৮৫ ; ৪০।৯৭ ; ৬৮।৬৮ ; ৬৯।৮৪	কুঞ্জনয়ন	৮।১।১১
কাঞ্চন-বরণ	১৭৮।১০৭	কুঞ্জ-নয়নী	৬৭।২১
কাণ্ডারী	৭৬।৯৯	কুলজা	৮।৫৬
কাতরবচন	৯৫।১০২	কুলবতী	৮।৫৬ ; ১০।১৮
কাত্যায়নী	১০৪।১২৯	কুলবতীমদ	১১।৫৯
কাত্যায়নী-প্রতিক্রম	১৭৩।১৯৬	কুলবধু	৮।১৮৮, ৯৮ ; ৮৬.২০
কান্দনার	৯।৪৭	কুলবন্ধু	৮২।১০
কাব্যরস	৮৫।৪	কুশাণ্ডিকা	৭১।১৪৯ ; ৮৪।১৬৬
কামদেব	৮।১।১৭	কুষ্ঠাধি	১০৬।৬৬
কামধেনু	৯৬।১১৪ ; ১০৬।৫৪	কুসুম	৮।১০৪
কামান	৬৮।৬৮	কুসুমধনু	১০৮।১১৫
কাগিনীমোহন	১০৮।১১৭ ; ১৪১।১৯	কুসুমবিশ্র	৮৩।৫৭
কার্যাকতি	৮।৭৭	কুসুম	১৯২।৩৯৬
কালসাপ	১৪৪।১১১	কুতার্ঘ	৮৭।৭৫ ; ৯৯।২০৩ ; ১৮।১৩৫
কাহাল	৫৬।৪৬৬ ; ৫৮।৫৩৩ ; ৬৯।৭৫, ৮৭	কৃষ্ণ-অমুগ্রহ	৯২।২৪
কাচুলী	৮২.১৩৫	কৃষ্ণ-অমুরাগ	১১।৭৮
কাপ	৫।১০৮	কৃষ্ণ-আজ্ঞা	১৪৬।২৫৪
কিঙ্কর	৮।৬০	কৃষ্ণ-আজ্ঞাবানী	১৫।১৩৯
কিঙ্কণী	১১।০৫৫	কৃষ্ণকথা	৯৪।৭৪, ১৬৭।২১
কিশোর-কিশোরী	৯৪।৭২	কৃষ্ণকথারঙ্গ	১৪৭।১৭৫
কিশোরী-কিশোর	১০০.১	কৃষ্ণকথারসে	১২৭।২
কীর্তন	৯৪।৮০	কৃষ্ণের চরণ	৯২।১১ ; ১৯০।৬২৮
কীর্তন-নর্তন	১৭৩।২২৩	কৃষ্ণদাস	১৫৪.৬৭
কীর্তনবিলাস	১৩৬.৪৪ ; ১৮১।২৫ ; ১৯৫।৫৭ ; ১৯৬।৬৯	কৃষ্ণদীক্ষা	৮৭।৬২
কীর্তন-যজ্ঞ	১৩২।৮৫	কৃষ্ণনাম	৯৩।৪২, ৪৪ ; ১৫৭।১৭২
কীর্তি	৩৪।৬৪০	কৃষ্ণনাম-মহাধন	১৭৫।১২
কুঞ্জ	৪৮।৩০৭ ; ৪৯।৩২১ ; ৬৪।৭৩৩	কৃষ্ণপদ	১০২।৪২ ; ১৫৫।১১১
কুঞ্জগামিনী	৬৭.২১	কৃষ্ণপাদাঘুজ	৮৭।৬১ ; ১১৪।৬০
কুণ্ডল	৭০।১০২	কৃষ্ণপাদাঘুজ-ধ্যান	১০৫।৫০
কুৎসিত	৯২।২০	কৃষ্ণপাদাঘুজ-প্রেম	১০৫।৪৮
কুতূহল	৮৬।২৪	কৃষ্ণপাদাশ্র	১৭৪।২৩৭

কৃষ্ণ-পূজা	১৫১৫২; ১৫৬১১৬	ক্ষীরোদ-সমুদ্রে	১৬৭৫৮
কৃষ্ণ-প্রেম	৯৩২৮; ৯৭১৬৮; ১০৭১০০, ১২৯৬৬; ১৩২,১০২; ১৪৮১৯৯, ২০২; ১৫৬১৪১; ১৬৫১২০	ঋ	
কৃষ্ণ-প্রেমধন	৯৩২৯	খঞ্জন	৮২১৩৮
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ	৯২১৭; ১০৩৬৬	খট্টায়	১০৬৭৮
কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি	১১১৭৬	খটি	৪০,৯৯; ৪৪২১৪; ৪৬২৭১
কৃষ্ণ-বিরহে	১৩৮ ১২৩; ১৪০১৪৮	খণ্ডব্রতী	১৫৯২০
কৃষ্ণ-ভক্তি	১০৫১৯; ১১১৭৬; ১৪৩৭৬; ১৪৬১৬২; ১৬৯.৬৮	খন্দ	১৭৬২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫
কৃষ্ণ-ভঙ্গ	১৪৩৭০, ৭৬	খলবল	১ ৭৯; ৪০৯৪
কৃষ্ণ-ময়	১৩৭৭০	খলমতি	১৩৮৯৯
কৃষ্ণ-মহোৎসব	১০৫২১	খুপী	৪৮৩১৮
কৃষ্ণ-রস	১৩১৬৮; ১৩২১৮৪; ১২৩২৭	খেদ	৮০৬৬
কৃষ্ণ-শক্তি	১৩২১০১	খেপা	৫১৩৭৪
কৃষ্ণ-সংকীর্্তন	৯৪৮০	খোপা	৮২১৩৫
কৃষ্ণ-সেবা	১০৩৮২; ১৪৩৬৫, ৭০; ১৬৯৭৩	গ	
কৃষ্ণের প্রেমা	১৬৯৭৬	গগন-মণ্ডল	৯৯১৯৮
কৃষ্ণের বিরহে	১৯০৩৪৫	গঙ্গাশ্রান	৮১৯৬; ১০৪৯১; ১১৮৬১
কৃষ্ণের বিলাস	১৮৭১২৩৫	গজকে	৮০৬৭
কৃষ্ণের বিচার	১৮২৬৭	গণক	৭৯৪৫, ৪৬, ৫১
কেলি	৮৬২৩	গদগদস্বরে	১০৩৬৩
কেশরী	৮১১১৬	গদাপূজা	১০৬৬৪
কৈবল্য	৯৬১৩১, ১৩২; ১১৪১৫৩	গছ	৫২৩৮৬
কোঙরে	৫১৩৭৪	গন্ধ-চন্দন-মাংল্য	৮১৮৯
কোন্দল	১৯০৩২৪	গস্তীর	৮৭৭০; ৯৭১৪২; ১০৮১১৪;
কোলাকুলি	৫৩৪১৩; ১০০১৪; ১০১১৯; ১৩৩১০৭; ১৬০৬৮	১১৩১৬	
কৌতুক	৭৯৪৭; ৮০৭১; ৮৬২৪	গস্তীরনাদে	১২১১৫৯
কৌপীন	১১৫৭৩, ৭৪, ৭৫	গস্তীরনির্নাদ	৯৯১৯৯; ১১০১৪৫
কৌপীনপ্রদান	১১৫৭৬	গরগর	৬১৩২; ৪৪২০৫
কৌস্তভ	১১৩১৮	গর্জ্জন	০ ৮৮১০০
কিতি	৫৩৪১৩; ৭০১০৯; ৮২১২১	গর্ভভঙ্গ-ছাতি	৯৫১১১
ক্ষীণিয়া	৮১১২৬	গলিত-বৃন্ত	৪৫২৩৭
		গাগরিমা	৩৬৫৮
		গাঙ্করীর	৯৪৬৭
		গায়নে	৬৭৭৪
		গিরি	১০১২৪



গিলাপ	৪১১২৩	গৌরজগনিধি	১২৪৮৫
গ্রীবাধারী	৮১১১৩	গৌর গোবিন্দ	৯৭১৫৫
জগগীথা	৮৮১১০	গৌরদেহে	৯৯১৮৯
জগদাম	১৬৪১২	গৌরপদ	৯৬১৩৮
জগনিধি	৭৯২১ ; ১০৫১৪৬ ; ১২৫১১১১ ; ১৪৪৮২	গৌর ভগবান্	১৩৬৩৫
জগমণি	৮৩১৪৯ ; ১৩২১৯৩ ; ১৩৫১০	গৌরলীলা	৯৯১৯৬, ২০১
জগপ্রকাশ	১১৩৩১	গৌরানন্দ-অমুচর	৯৪৬০
জগপ্রবেলা	৫১৩৮৩ ; ৫২১৩৯৩	গৌরানন্দচরিত	১১৩৩১
জরু	৮৫১৫ ; ৮৬২৮ ; ১৪৮১২০৪, ২০৫ ; ১৫৪.৭৪ ; ১৫৫১৮৫, ৯১	গৌরানন্দমাধুরী	১২৬১১১৩ ; ১৩৬১২৪
জরুস্বাজা	১৫৬১১৪	ঘণা	৮৯১১৭
জরুবাক্য	১৭৯১৪২	ঘোষণা	৯৯০৩৪৩
জরুভক্তি	৮৭৭৬ ; ১৫৭১৫২, ১৬১	চ	
জরুর চরণে	১৫৭১৫৮	চঞ্চল	৮২১৩৮
জরুহস্তা	১২০১৪২	চতুর্দশলোক	১৪৭১৮৯
জরুস্বন্দ	১১৮১৫৮ ; ১২০১৪৩	চতুর্দশলোকনাথ	১৪৮১০৭
গৃহিণীর	৮১'১১১	চতুর্দেলে	৮৪১১৭৪
গেয়ান	৬১৩৩ ; ১১১৯০	চতুর্ভুজ	১১২১১০১ ; ১১৬১২০ ; ১৮৪১৪৩
গেহ	৫৭১৫০৫	চতুর্ভুজ ভঙ্গন	১০২১৫২
গোধূলি	৭০১১০৭	চন্দ্রিম-বদনে	৬৭১৩৮
গোপাল	৯৬১৩৫ ; ৯৯১৯১	চমৎকার	৯২১২১ ; ৯৭.১৫১
গোপিকা	১৩২১৯৯	চমৎকারলীলা	৯৯১৯৭
গোপিকার ভাব	১৫৭১১৭০	চরণ-বন্দন	১৯২১৩৮৭
গোপী	৯৬১৩৫ ; ৯৯১৯১ ; ১০৩১৬৯ ; ১০৫১২৯ ; ১৮৮১২৫০, ২৫৮ ; ১৮৯১২৮৩, ২৮৫, ২৮৭, ২৯৯, ৩০০, ৩০৫-৩০৮, ৩১০, ৩১২, ৩১৪	চরণামৃত	৯৭১৪০
গোপীশে	১৩৩১১৬	চরণারবিন্দে	১৬৪১০৯
গোবন্দন	১৩৬১৩৭ ; ১৫৪১৭২	চরণে	৭৯৩৫
গোবর্দ্ধনগিরি	১২২১৩৩ ; ১৮২১৭৬	চার্জল	৫৬৪৪৬২
গোরাশুণ	৯৬১৩৭ ; ১০০১১	চরিত্র	৭৯১৫২
গোরাঠাকুরাল	১৬৪১৮০	চাঞ্চল্যে	১৪২১৩২
গোরাশুণবিধু	১০১২০	চাঁটুবাণী	৮৬.৪২
গোশ	৯৩.৫১	চাতুরী	১১২১৩
গৌরকলোবয়ে	৯৮১১৭২	চাতুর্শাস্ত্র	১৭৯১৩৩, ১৩৪ ; ১৮০ ১৩
		চিকুরে	৮২.১৩৯
		চিদানন্দ	১০৬১৫১ ; ১২৫১১০৮

চিন্তামণি	৯৬।১১৩ ; ১০৬।৫৪	জ্ঞানযোগ	১০৫.৪৬
চিরঞ্জীবী	৮৪।১৬৮	জ্বর	৮৬, ৩৬, ৩৯, ৪১
চিক্কাণী	৮২।১৩৯	জালা	৯৩।৫৪
চীর	৬৯।৯০	ঝ	
চূষ	৮৫।১৭৭	ঝারিখণ্ডপথ	১৮।১।৩৩
চূষন	১৯০।৩১৯ ; ১৯১।৩৭৭	ঝগমল	৮।১।৯২, ১০৩, ১০৮, ১১২, ১১৫ ;
চূড়া	১১৩।৯		১০৭।১১২ ; ১১৩।১৪৪ ; ১৬১।২২
'চৈতন্যসংস্কৃত'-নাম	১৭৪।২৪৭	ঝাপরে	৫৬।৪৬৮
ছ		ঝুটি	৪৮।৩১৮
ছাওরাল	৪২।১৫০	ট	
ছোট	৫৭।৪৭৮	টলমল	৯৮।১৮১ ; ১৬৪।৮৫ ; ১৬৯.৮৭
ছোট	৪৪।২১৫	ঠ	
ছামুনি	৭০।১১৬ ; ৮৩।১৫৮	ঠাকুর	৯৫।১০৯ ; ৯৬।১১৬ ; ৯৭।১৬৬
ছিন্তে	৪৬।২৭৩	ঠাকুরাল	১০।৭৫ ; ৬০।৬০১ ; ১০১।২৭ ; ১২০।১৪২ ;
			১২৫।১০৭ ; ১২৬।১২৭ ; ১৩৪।১৩১
		ঠাকুরালি	১০।১।৩০
জগৎ	৮০।৬৯	ঠায়	৪৯।৩২০
জগতহস্ত	৯৩।২৬	ড	
জগত-মোহন	১৮৮।২৭৬	ডগমগ	৮।১।১৮
জঞ্জাল	১৭০।১১০	ডক্ষ	১২৪।৫৭
জমু	১০০।৫	ডিগ্গিম	৮২।১২৯
জর্জর	১৯৯।৩৯	ডিগ্গিমি	৬৯।৮৭
জল-নিষেচন	৫০।৩৭১	ডেঙ্গায়	৫৬।৪৭৬
জাঙ্গাল	১৮০।১৯ ; ১৮১।২০	ড	
জানকী-জীবন	৯৬।১১৮	তড়িং	৮।১।০৮
জাপ	১০।৭২	তঙ্ক	৬।১।৬৩০ ; ৬২।৬৫৮, ৯৫।১০২ ; ৯৬।১১৫ ;
জামাতা	৭।১।৫৭ ; ৭।৯২১ ; ৮০।৬১ ; ৮।১।৯১		১৬৩।৭২ ; ১৬৮।৩৬ ; ১৭০।১০৩ ; ১৭২।১৯১
জাহ্নবী	১২।১।১৫১ ; ১২।৪।৬৯ ; ১৬৪।১০২	তথাস্ত	৯৭।১৫৭
জীব	৯২.৬	তদনীন	৬।১।৬৩৮
জীব-উদ্ধারণ	৯৩।৫১	তদাবেশে	১৩০।৩৬
জীবগাস	১৬২।২৯	তনয়	৭।৮।৭
জুগুপ্সিত	৪৪।২২০	তন্ত্র	৪৩।১৮৪ ; ৭৬।১১৪
জুয়ায়	৬২।৬৪৮ ; ৬৭।৩৮	তন্নয়	১৮।৯।৩০৭
জ্ঞানগম্য	১০৫।৪২, ৪৮	তপস্বী	১৬০।৬৩

ତପ୍ତକାଞ୍ଚନ	୧୧୧୧୧୧୧	ତ୍ରେଲୋକ୍ୟମୋହନ	୧୬୫୧୧୧୧୩ ; ୧୧୧୧୧୧୧
ତମିସ୍ର	୧୧୧୧୧୧	ତ୍ରେଲୋକ୍ୟକୃପଣୀ	୧୩୧୧୧୧
ତମିସ୍ର	୧୧୧୧୧୧, ୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧	ତ୍ରେଲୋକ୍ୟହନ୍ଦର	୧୩୧୧୧୧
ତମିସ୍ର	୧୧୧୧୧୧		
ତମିସ୍ର	୧୧୧୧୧୧	ଧିର-ବିଜୁରି	୧୧୧୧୧୧
ତମିସ୍ର	୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧		
ତମିସ୍ର	୧୧୧୧୧୧		
ତମିସ୍ର-ଗର୍ଜନ	୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧	ଦଗଡ଼	୧୧୧୧୧
ତାଲୁକା	୧୧୧୧୧	ଦଣ୍ଡ	୧୧୧୧୧୧୧, ୧୧୧, ୧୧୧, ୧୧୧, ୧୧୧, ୧୧୧, ୧୧୧,
ତାଲୁକା	୧୧୧୧୧୧		୧୧୧, ୧୧୧ ; ୧୧୧, ୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧୧
ତାଲୁକା	୧୧୧୧୧	ଦଣ୍ଡବଦ	୧୧୧.୧୧ ; ୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧, ୧୧୧୧୧ ;
ତୀର୍ଥ	୧୧୧୧୧୧		୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧
ତୀର୍ଥ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ	୧୧୧୧୧୧	ଦଣ୍ଡିମ	୧୧୧୧୧୧
ତୀର୍ଥପୁତ୍ର-କଳେମ	୧୧୧୧୧୧	ଦଣ୍ଡିମରମୂର୍ତ୍ତି	୧୧୧୧୧୧୧
ତୃପ୍ତି	୧୧୧୧୧	ଦୟାଲୁ	୧୧୧୧୧୧
ତୃପ୍ତି	୧୧୧୧୧୧୧, ୧୧୧	ଦୟାସିଦ୍ଧ	୧୧୧୧୧୧୧
ତୃପ୍ତି-ମଞ୍ଜରୀ	୧୧୧୧୧୧	ଦଶନ	୧୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧
ତୃପ୍ତି-ସ୍ପର୍ଶନ	୧୧୧୧୧୧	ଦଶନ-ମତିମ	୧୧୧୧୧୧
ତେଜୋମୟ	୧୧୧୧୧୧	ଦାନୀ	୧୧୧୧୧୧, ୧୧୧, ୧୧୧୧୧୧୧, ୧୧୧
ତୋଷାଧାର	୧୧୧୧୧୧		୧୧୧୧୧୧, ୧୧୧, ୧୧୧
ତାଲୁକା	୧୧୧୧୧	ଦାଶିନୀ	୧୧୧୧୧୧, ୧୧୧
ତାଲୁକା	୧୧୧୧୧	ଦାଶିନୀ	୧୧୧୧୧୧୧
ତ୍ରିଭଙ୍ଗ	୧୧୧୧୧୧	ଦାଶିନୀ	୧୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧୧, ୧୧୧୧୧୧୧, ୧୧୧
ତ୍ରିଭଙ୍ଗ-ତାମ	୧୧୧୧୧୧୧	ଦାଶିନୀ	୧୧୧୧୧୧
ତ୍ରିପାଦ-ଭୂମି	୧୧୧୧୧୧	ଦାଶ	୧୧୧.୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧
ତ୍ରିଭଙ୍ଗ	୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧୧, ୧୧୧ ;	ଦାଶିନୀ	୧୧୧୧୧
	୧୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧୧	ଦାଶିନୀ-ଜାଲା	୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧
ତ୍ରିଭଙ୍ଗ-ଧୋୟାନ	୧୧୧୧୧୧୧	ଦାଶିନୀ	୧୧୧୧୧୧୧
ତ୍ରିଭଙ୍ଗିମ	୧୧୧୧୧୧୧	ଦାଶ	୧୧୧୧୧୧
ତ୍ରିଭୂବନ	୧୧୧୧୧୧	ଦାଶଭାବେ	୧୧୧୧୧୧
ତ୍ରିଭୂବନ	୧୧୧୧.୧୧	ଦାଶ-ଅଭିଷେକ	୧୧୧୧୧୧
ତ୍ରିଭୂବନ	୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧	ଦାଶଭାବ	୧୧୧୧୧୧୧
ତ୍ରିଭୂବନ-ଅଦ୍ଭୁତ	୧୧୧୧୧୧ ; ୧୧୧୧୧୧	ଦାଶିନୀ	୧୧୧୧୧୧
ତ୍ରିଭୂବନ-ପୂର୍ଣ୍ଣ	୧୧୧୧୧୧	ଦାଶିନୀ	୧୧୧୧୧୧

দিগন্তরে	৬৭।১১	ছন্নত	৯২৪ ; ১১৬।১০৭ ; ১২৫৯৮ ; ১৩২.৯৯ ;
দিকুদী	১০৭.১১২		১৩৯।১৪০ ; ১৪৭।১৮৯, ১৯১ ; ১৪৮।২১৩ ;
দিতি	৪৮।৩১৮		১৫৪।৬৪, ৬৫ ; ১৭৩।১৯৭, ১৯৮
দিষ্টিপাতে	১৬২।২৪	ছন্নভপ্রেম	৯৮।২৭৮ ; ১২৮ ৪০
দিঠে	২।১৫	ছলালিমা	৪৩.১৭০
দিন্য	৬৮।৬৯ ; ৭৩।৭ ; ৮১।১০১ ; ৮৩।১৫৩	ছলালী	৭২।১৬৭
দিব্যগন্ধ	৮১।১০২ ; ১৩১।৪৪	ছর্কন	১২৮।৬২
দিব্যজ্ঞান	৪৯।৩২৪	ছন্নগু-চরিত	১৬২।২৩
দিবাদেহ	১১৮।৬৭ ; ১২৮।৩৬	ছন্নতি-বিসোচন	৮০।৬৮
দিবামালা	৮৪।১৬৩ ; ৯৮।১৮৩	ছন্তর	১০৩.৭২
দিবামূর্তি	১৯২।৩৯১	ছন্ত্যজ	১২৫।৪৩
দিব্যযানে	৬৯।৮২	দুর্বাদলশ্রাম	৯৬।১১৮
দিব্যরত্ন	১৮০।১৯	দেব-আগমন	৯৭।১৪৫
দিব্যাসন	৯৭।১৪৭ ; ১০৮।১ ; ১১২।৯৪ ; ১১৩।৩৮ ; ১৩১।৭২ ; ১৬০।৭৮	দেবকর্ম	১২০।১৪৪
দীননাথ	১২৯।৯	দেবগণ	৯৭।১৪৬, ১৫২, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৮
দীনপনা	৫৫।৪৪৭	দেবতা	৯৪।৮৬
দীনবন্ধু	১২০।১১৯, ১৩৬ ; ১২২।১৭ ; ১৩৮।১১৮	দেবতা-ছন্নত	৯৩।২৮
ভঃপ	৮০।৫৫, ৬৩, ৭০, ৭১	দেবদেবেশ্বর	১২৭.৬
ভড়ভুড়ি	৫৮।৫৩৪	দেবপূজা	৮১।৯৩, ৯৭, ৮৭।৭৮
ভন্দুতি	৬৯।৮৭ ; ৮১।৯৪, ৮২।১২৯	দেবলোক	৯৯।২০৩
ভবেচা	৫২।৩৯০	দেবস্থল	১৬৫।১১৬
ভবভুর	১৫।২২৬ ; ৮১ ১০৫ ; ১৫৭।১৫৮	দেবীগণ	৯৭।১৫৩
ছন্ন	১২৬।১৩২ ; ১২৭।১৯	দেহান্তরে	১৩৮।৯৬
ছন্ন-চরিত	১৩৫।২১	দৈবজ্ঞ	৫৮।৫২১ ; ৬৬।৬
ছন্নচার	৫০।৩৬৮ ; ১০৫।২২ ; ১১১।৬৮, ১১৮।৫৬ ; ১২৭.১১ ; ১৬২।২০ ; ১৬৩।৭১	দৈবগিরীক্ষে	৬২।৬৫৭
ছন্নশষ	৯৬.১৩০ ; ১৮৩।১১২	দৈববাণী	৮৮।১০৩ ; ৯৪।৭৮
ছন্নত	১৬৪।৯৬	দৈবমুখে	৯৪।৮৩ ; ১৫৭।১৫১
ছন্নচন	১০৪।৯৩ ; ১৫৫।৮৭	দোষ	৭৯।৫৩ ; ৮০।৬৪
ছন্নাকা	১১৯ ৯৮	দোষরি	৬৯ ৭৬
ছন্নাসনা	১৩৯।১৩৮	দ্বন্দ্ব	৫৭।২৮৯ ; ১৩০।১৪১
ছন্নগা	১৪২।৪২, ৫৩ ; ১৪৫।১২৭	ছাপরে	১৩৫।১৮
ছন্নগীর	১৪৩।৬৩	ছাপরিবর	১৭৬।৪৯
		ছিজ	৭৯.৩৯
		ছিজচাঁদ	১১৪।৪৪

ছিন্নবর	৮৩১৫৯ ; ৮৬.৪২ ; ১৩৫ ১৪ ; ১৩৮.৯২	নটরাজে	১০৭১১০ ; ১২২১১৮
ছিন্নবর্ষ	৫৪১৪৩৭ ; ৬৭১১৫ ; ১১৩.৩৬ ; ১৩১'৪৬ ; ১৮২১৪৮	নদিমানগর বধু নন্দ নন্দন পদ	১০১২০ ১৩৬.৩১
ছিন্নবল্লভ	৮৬৪৮	নন্দসুত	৯৬১১২ ; ১০৩৬০
ছিন্নভক্তি	৮৬৪৫ ; ৮৭১৫৪	নন্দীশ্বর	১২০১৩৩৬
ছিন্নমণি	১৩০১২৪ , ১৩৩১০৭ ; ১৩৬৫০	নদীয়াবিহার	৯১১৩ ; ৯৬১৩৭ ; ১১৭১৪২ ; ১৩১১৬৭
ছিন্নরাজ	৮৬৪৭ ; ১১৩১৪২ ; ১৭৪১২৪২	নব-প্রোমাত্র	১০৮১১৩
ছিন্নরায়	১৫১১৪৫	নবগোরচনাগর্ভ	৯৫,১১১
ছিন্নোক্তম	৭৮১৯ ; ৭৯.২৫,২৭	নবদীপবাসী	৯২'৮
ছিন্নভূজ	১০২১৫২, ৫৩	নবনী	১০০১৮
ছিন্ন-আকার	১১৩১২১	নমস্কার	৮৮১১০৫
		নয়ান	১০৭৭ ; ১২১১০০, ১৪০
ধড়া	৫২১৫৯০	নরহরি-পাদপদ্ম	১৩৬১২৪
ধনিদনি	২৬৪৭১	নরাকৃতি	৯৫১১০
ধবলী সাঙলী	৮৭১৭০ , ১৩৬.২৯	নর্তকেরে	৬৭.৩৭
ধরেনসিয়া	৭২১১৬৬	নর্তন	১৬৫১১৭
ধর্ম	৯৭১১৬৮ ; ১৬১১৭	নালিন	৪৮.৩০৩
ধর্মক্ষম	১৪২.৩২	নাগপাশে	১৪৫১১৬
ধর্মরক্ষা	১৯৪১৩০	নাগদী	৬৭১২০, ২৭ ; ৮১১০৫ ; ৮২১১৩৬, ১৩৯ ; ৮৩১১৪৫
ধর্মসংস্থাপন	৫৯,৫৫৪ ; ৮৬১৪৮ ; ৯৪১৮০ ; ১১৭১৩৭	নাটশালা	১৮১১২০, ২১
ধর্মসেতু	১২৭১২৩	নাটমন্দিরে	১৭২,১৬৩
ধর্মাদর্শ	৬০১৫৯২	নাটুয়া	৬৮১৭৪ ; ৮২১১৩২ ; ১৮৯১২৩
ধর্মাদর্শতত্ত্ব	১৫৪১৬৩	নাদে	৫২১৩৯২
ধাঙল	৬১২৬	নান্দীমুখ	৫৮১৫২৮
ধাকা	১০৭২	নান্দীমুখশ্রাঙ্ক	৬৭১৩৬ ; ৮১১৯৬
ধামাল	৫১.৩৭৩	নাপিত	৮১১৯৮
ধারাধাই	৬৯৭৯	নামকপী	৯৬১১২৮, ১২৯
ধ্যান	৯৬১৩৫	নামকপী ভগবান্	১৩৫১১৯
ঐধ্য	৭৯১৫১	নামসঙ্কীর্তন	৯৬১৩৬ ; ৯৮১১৭৫ ; ১০১১২৯
		নামাভাস	৯৬১৩২, ১৩৩
নটবর	১০৬১৫১	নামোদয়	৯৬,১৩৩
নটবররাজে	১২২১২২	নায়াইল	৬২১৬৭৪
নটবরশেখর	১৯২১৩৯৩	নারী	৬৮১৭২ ; ৮২১১৪২, ১৪৪
নটবেশ	১০৩৬৮		

ধ

ন

[ ১৫/০ ]

নাসিলা	৪৭২৯২	নির্মল	৯৪৩ ; ৭২১৭৮, ১৭৯ ; ৮৩১৪৯ ; ৮৪১৭৫
নাগায়ে	১৮২৮৮	নির্মলসর	১৬১৮ ; ১৬৩১৬৯
নিঃষঙ্গ	১২৩৩২	নির্মলা	১৭০১৯৭, ৯৮, ১০৪, ১০৫
নিঃসরয়ে	৫২৪০১	নির্ঘাস	৭৫৮৪ ; ১৭৪২৩৯
নিকষে	৩২৫৮২	নির্লেপ	৪৫২৫০
নিকলিছে	৫৭৪৭৯	নিশ্চেষ্ট	৬১৬২৫
নিকুঞ্জ	১৯০৩২১	নিষ্কটকে	১৪৭১৭৩
নিগড় বন্ধন	১৯০৩৩১	নিসান	৫৮৫৩৫
নিগূঢ়	১০১২৭ ; ১৩৩১০৩	নিষন	৫১৯৬
নিগূঢ়ভক্তি	১৮৮২৬৩	নীর	৮৭৬৫, ৮৮১০৬
নিছনি	৯১ ; ৪৩১৭১	নীরদকাস্তি	১১৩৯
নিজধর্মপরায়ণ	৭৮১৩	নীলাচলচন্দ্র	১৬৪১০৫
নির্চুরপনা	১৯১৩৭৯	নুপুর	৮১১০৫, ১১০৪৯ ; ১১৩১০ ; ১৩৫১১৬
নিতম্ব	৮১১১৭	নৃত্যাবেশ	১৬২১৩৭
নিত্যানন্দপদধূলি	১১১৭৩	নৃসিংহ-আবেশ	১২৩৪০
নিদারুণ	১৫৩১৭ ; ১৫৮৮ ; ১৫৯৩৫, ৩৬ ; ১৬৩৫৬	নেত	৪১১২৩
নিবডিল	৬২৬৫২ ; ৬৫৭৭৬ ; ৭১১৩২	নেস্তের	৮২১৩৫
নিবসয়ে	৮৫১	নেহারই	৯৪০
নিবৃত্তি	১৪২৩২	নেহারে	১২১০৯ ; ৪৪, ৬০৫
নিবেদিত	১৬৪৯০	নেহালে	১১৮২ ; ৮৩১৫২
নিমিষে	১৩১৬১	শাসি-অবতার	১৯৬৮৫
নিগড়	৬৮৭২	শাসিধর	৮৭৫৮ ; ১১১৭৯ ; ১১২৯৫, ১৩৭৬২ ; ৬৪, ৭৬ ; ১৫৪৫১ ; ১৫৫১১৩ ;
নিগড়ে	৫২৩৯৪		১৫৭১৪৫ ; ১৭৮৮৪, ৯৯ ; ১৮২৫২ ;
নিগড়িল	৮০৬৪		১৯৬৭৪, ৮২
নিরঞ্জন	৪৫২৫০	শাসিমুনি	১৫৪৬৩
নিরাকার	৯৬১১৫	শাসিরাজ	১৩৭৬৪ ; ১৫৪৭৩
নিরীণে	৪৫২৪৪	শাসী	১৫৪৫২, ৭২, ৭৫ ; ১৫৫৮০ ; ১৫৬১৪০ ;
নিগুণ	৬১৬৩৫, ৬৪২ ; ৬২৬৪৬		১৭৩২২০ ; ১৭৪২৩৩ ; ১৭৮১০২ ;
নির্জীবে	১০১২৪		১৯৬৭৭, ৮৩
নির্কঙ্ক	৫৬৪৭৫ ; ৭৬১০৯ ; ৭৭১৩২, ১৫১ ; ১৪৮২১২ ; ১৬০৬৬	প	
নির্কীগ	১১৪৫৩	পক্ষপদ-চিহ্ন	৪১৭৬
নির্ভর-আবেশে	৯৪৬৯	পক্ষ	৮২১৩৮
		পঙ্কিল	৮২১৩৮

পঙ্ক	৫৯৫৭৬ ; ৮২।১৪৩ , ৮৬।১৯ ; ১০১।১৮ , ২৪	পন্নসন্ন	৭৯।২১
পট।৩	৬৯।৮৭ ; ৮১।৮৭	পন্নক্রম	৯৪।৯২
পণ্ডিত	৭৯।৩৬, ৪৩, ৪৬, ৫২ ; ৮০।৬৩, ৭৩, ৭৮, ৭৯ ; ৮১।৯০, ১০৬ ; ৮৩।১৫৩ ; ৮৫।৬ ; ৯৮।১৭৬ ; ১৬৪।৮৩	পন্নগ্রহ	১১৪।৪৯ ; ১৭।০।৯৮
পণ্ডিত-গোমাশিখি	১০০।৪	পন্নগণ্যে	১৫২।৬৭
পণ্ডিত-উদ্ধার	৯২।৫	পন্নচর্চা	৬০।৫৮০, ৫৮৬, ৫৮৯ ; ৯৮।১৮৪
পণ্ডিত-তারণ	১৩৮।১১৮	পন্নতোষে	৯৮।১৭৭
পণ্ডিতপাবন	১২০।১১৯, ১২১, ১৩৬ ; ১২১।১৬৫ ; ১২৭।৭, ২২ ; ১৩৮।১০২ ; ১৪৫।১২০ ; ১৬২।২৭ ; ১৬৬।১৪৩	পন্নক্রাণ	৮০।৬৮ ; ১২৮।২৯, ৩২ ; ১৪৭।১৯৮
পণ্ডিতপাবনী	১৬৭।২৩	পন্নহাস	৬৪।৭০৯ ; ৬৭।২৩
পণ্ডিতব্রতা	৭১।১৪৩ ; ৮০।৫৬	পন্নটন	৮৮।১০২ ; ৯৪।৯১ ; ৯৭।১৬৪
পদ-অরবিন্দ	১০০।২ ; ১০৩।৬১ ; ১৬৩।৬৯	পন্ন	৮৬।২৫, ২৭ ; ৮৯।১১৪
পদপদ্ম-রাতা	৮১।১১৮	পাঁচশুপী	২২।৩৯১
পদপাংশু	৬২।৬৫০	পাঁচালি-প্রবন্ধ	৪।৫৬
পদমূলে	৮৪।১৬৫	পাঁচধরা	৫৭।৫০০
পদাঙ্ক	৮৩।১৫৯ ; ৯৭।১৪৯ ; ৯৯।২০৯	পাঁচরাণী	১৪৬।১৫৭
পদাঙ্ক-ধূলি	১২৪।৬৬	পাঁচশাড়ী	৬৯।৮৪
পদারবিন্দ-অকরন্দ	১০৩।৭৭	পাঁচোয়ার	১৮৯।২৯৩
পদারবিন্দের	১৯০।৩৪০	পাঁচসাঁঠ	৫৭।৪৮৭
পদ্যালোচনে	১২৯।৫	পাঁচবের	৮০।৬৮
পদ্য-হস্ত	৯৬।১২০	পাঁচকী	১২।১১৬৬ ; ১২৭।১৯ ; ১৭৬।৩৩
পদ্য-বিভ্র	৯৭।১৬০	পাঁচাপাত্র	১২৬।১৩০
পদ্য-সরান	৬৪।৭৩২	পাদপদ্ম	৭৯।২৪ ; ৮৪।১৭১ ; ১০৩।৫৭ ; ১০৬।৭৬ ; ১২৬।১১৩
পদ্য-স্বর্গ	১৪৮।২০০ , ১৫৪।৬৪	পাদপ্রফালন	১১৭।১৫, ১৮ ; ১৬০।৭৯
পদ্য-ব্রহ্ম	৭৯.২৩, ৩৪	পাদাজ	৮৮।৯১, ৯২
পদ্য-মতঙ্গ	১০২।৪৩ ; ১৬৯।৬৫	পাদাঙ্ক	১০৫।২৭ ; ১১০।২৯ ; ১১৩।৩৬ ; ১১৪।৪৬ ; ১৬২।১৫ ; ১৭৪।২৪৮
পদ্য-মর্নিগৃঢ়	১৯৮।৩	পাদাঙ্ক-পাশ	১৬২।১১
পদ্য-মপায়ণ্ড	১১১।৬২	পাদোদক	১৬০।৭৯
পদ্য-মবন্ধু	১৪৭।১৯৫	পাদ্য	৮৩।১৪৬ , ১৪৬।১৬০
পদ্য-ব্রহ্ম	৯৫।১১০	পাদ্য-অর্থ্য	৬৯।৯৫
পদ্য-ভক্তি	১৫১।৫৮	পাদ্য-আচমন	৫৮।৫২৯
পদ্য-দা	৩১।৫৫২	পানীসাহিব	৬৭।১৭
		পাপ	৮৯।১২১
		পাপাশয়	১২১।১৫৮

পাপিষ্ঠ	১০৪।৯২ ; ১২৮.৫২ ; ১৫৯।২৬ ; ১৬৪।৯৬,	পুছিল	৬১.৬৩০
	১০৪ ; ১৮৫।১৪৮ ; ১৯২।৩৮৫	পুটাজলি	১৫৬।১১৭
পাপী	৯২ ৪ ; ৯৬।১৩০ ; ১১৮।৬৬, ৬৮ ; ১২৭।৯ ;	পুণাকোত্র	১৬৭।১
	১২৮।৩০ ; ১৬২।২০	পুণ্যভীর্ষ	১৬৯।৭৪ ; ১৭০।১১৪
পাবন	৬২।৬৫০	পুত্তনা	৮৭।৭২
পায়র	১০৩।৭৮ ; ১২৭।২১	পুত্র-মহোৎসব	৮০।৮৩
পায়র-পাষাণ্ড	১৭৬।৩৩	পুঁথি	৬।১২৪ ; ১৩।১৫৬
পারিষদ	১০৪।৭	পুরুষ-প্রধান	৭৫।৯৫
পাষাণ্ড	১০৪।৯২ ; ১০৬।৬৮ ; ১৬৮।৪৮	পুরুষরতনে	১৮২।৪৯
পাষাণ্ড-হিমায়	১১২।৩	পুরুষ-রহস্যস্থান	১৯৩।৪২২
পাষাণ্ডী	১০৪।১৫ ; ১১১।৬৮	পুলক-কদম্ব	১৭২।১৬৫ ; ১৭৯।১২৭
পাষাণ্ডীকে	১০৪।১৪	পুলকাক্র	১৩২।৮২
পাষাণ্ডী ব্রাহ্মণ	১০৫।২১	পুল্প-মুকুট	১৬৭।১৪
পাষণ	১৪৯।৯	পূতা	৭৫।৯০
পিণ্ড	৮৫।১৬	পূর্ণব্রহ্ম	৬০।৬০৫
পিণ্ডদান	৮৫।৮ ; ৮৭।৭৮ ; ৮৮।৮২, ৯২	পূর্ণামৃত	১৭১।১৩০
পিতৃকর্ষ	১২০।১৪৪	পূর্ণিমাটান	৯৭।১৩৯
পিতৃকাৰ্ঘ্য	৮৭।৫৫	পূর্ণিমার চান্দ	১০৭।১১০
পিতৃপিণ্ডদান	১৬৭।৩২	পূর্ণিমাঅর্জিত	১৩৭।৬১
পিতৃপূজা	৮১।৯৩, ৯৭ ; ৮৭।৭৮	পৈশাচ-নরকে	১০৬।৬৭
পিতৃবৎসল	৬৩.৬৯০	প্রকট	৯৭।১৪২
পিতৃষষ্ঠ	৬৩.৬৯০	প্রকটবদনে	৭৯।২০
পিত্তলের	৯৫।৯৩, ৯৪	প্রকৃতি	৬০।৫৮৪ ; ৯৫।১১১ ; ১৩২।১০১ ; ১৫০।২৯
পিবই	৯।৫৪	প্রকৃতি-ভাবে	১০১।১৩
পিয়াস	১২।১১০	প্রণতকক্ষর	১০২।৫৫ ; ১৬৭।১৭
পিরাসী	৬।২২৬	প্রতিকার	১৪৪।১০৩ ; ১৯৮।৯
পীতবাস	১১০।৪৮	প্রতিমা	৮১।১০৮
পীতাম্বরধর	১০৩।৬৯	প্রতীত	৫৯।৫৭৭ ; ১০১।২৬ ; ১৭৬।৪৬
পীষুষ	১০৪।২	প্রত্যাশা	২০০।৭৮
পীষুষধারা	১০০।১০	প্রত্যাশন্ন	৬২।৬৬৪ ; ১৮০।১৯
পীরিত্তি	৯৫।১০৯ ; ১০৩ ৮৩ ; ১০৬।৭৭ ; ১১৫।১০৬ ;	প্রত্নাত্তর	১৫১।৩৯
	১২৩।৩১ ; ১৩৩।১০৪ ; ১৪৭।১৯৭ ; ১৭০।১০৯ ;	প্রদক্ষিণ	৭০।১১২ ; ৮৩।১৪৮, ১৫২, ১৫৭, ১৬৭ ;
	১৮২।৬৫ ; ১৯০।৩২০		১৯২।৪১৩
পুছয়ে	৯৩।৩৯	প্রদীপ	৮৩।১৫০



প্রাপদ অঞ্চল	৪৮,৩১৯	প্রাণপতি	১৫১৩৬ ; ১৫৫১১১
প্রবাসে	৮৫১১	প্রাণভায়া	৩,৪৫
প্রবীণ	৬৪৭২৪	প্রাণতঃক্রিয়া	৮১১৯৬
প্রবোধ	৬২১৫৮ ; ৬৩,৬৮৭ , ৬৭১৩৯ ; ১৪০১৫৪ ; ১৪৭১৭৮ ; ১৫২১৬৬ , ১৫৯১৩১, ৩৩	প্রিয়	৮০৭২
প্রবোধ-বাণী	১৪২১৩৪	প্রিয়া	৮০;৬৩
প্রবোধিন	৮৫১১৪	প্রোক্ত-শিলায়	৮৭৭৮
প্রভায়	১০৪১২	প্রোম	৯২১৪, ২৪ ; ৯৩৩১, ৩৫ ; ৯৪৭৫, ৭৯ ; ৯৬'১২১, ১২৩ ; ৯৮১৭৩ ; ১০০,৭ ; ১৬১১৯৩
প্রভূ	৮০৭৮, ৮০ ; ৮১১৯৫, ৯৬, ৯৭ ; ৮৫৩, ৬ ; ৮৬২৮ ; ৮৭৭০ ; ৮৮৮৯, ৯০ ; ৯২১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৩ ; ৯৩৩০, ৩৬, ৩৯, ৪০ ; ৯৪১৬৯ ; ৯৫১৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০৭, ১০৮ ; ৯৬১১০ ; ৯৭১২৪৯, ১৬৫ ; ৯৮১৭২, ১৮০ ; ১০০৭ ; ১০৩৭৫, ৭৬ ; ১০৪১১৩, ১৬ ; ১০৮২ , ১৪৭১৭৮ ; ১৫৩৪১ ; ১৫৪১৫০, ৯১, ৬২ ; ১৬১১২ ; ১৬৩১১৩	প্রোম-অভিলাষী	১০১২২
প্রভূ-অনিবাস	৮০৮৫, ৮৮	প্রোম-উপার্জ্জমে	১৩৮১২
প্রভূ-আজ্ঞাবাণী	১০৩৭০	প্রোম-অলে	১৬১১০
প্রভূ-আলিঙ্গনে	১২৫১১০৪	প্রোমদাতা	১২৩,৩৬ ; ১২৯১৬
প্রভূ-বিদ্যামানে	৯৮১৮২	প্রোমদান	৯৫১০৮
প্রভূর সংক্ৰান্তি	৯৮১৭৭	প্রোমধন	৯৪১৬৩ ; ৯৭১৪৬, ১৫৭, ১৬৪ ; ১০৩৭৬ ; ১০৭১৮৫ ; ১১৭১৪০ , ১২৩২৯ ; ১৩৮১৯৪, ৯৭
প্রমাণ	৯৬১৩৫	প্রোমধারা	১১০'৫২ ; ১৫৩৪৬
প্রমাদ	১২৪১৭১, ৭৪	প্রোম-নীর-ধারা	৯৪৮৭
প্রমাদে	৮৭৭৭ ; ৯৯১৯৯	প্রোম-পরদশ চিত্ত	১৭৮৮৩
প্রমাণে	১৯১৩৭৬	প্রোম-পরসাদ	৯৭১৫০ ; ৯৯২০১
প্রসন্ন-নয়ান	৯৭১৬২	প্রোমফল	১৬২১২৫
প্রসন্নবদন	৯৫১০৭	প্রোম বাণে	১২৯১৬৩
প্রসন্নবয়ান	১১৭১২৩	প্রোমবারি	১৩৩১১২ ; ১৫৪১৭০
প্রসাদ	১০৩৭৩ ; ১৭০১০৭ ; ১৭২১৭৬, ১৮৬, ১৯০, ১৯১ ; ১৭৩১৯৪	প্রোমবিনোদিতা	৯৪১৬৪ ; ১৮১৩৫
প্রাকৃত	৯৫১৯৮	প্রোম-বিলসয়ে	১৮১২৬
প্রাণনাথ	১৩৭৭২, ৮৭ ; ১৩৯১৩৪ , ১৪৯১৪, ১০ , ১৫০১২৩	প্রোমবীজ	১৯৩৪২৮
প্রাণ-নিষেবণ	৫০১৭১	প্রোমভক্তি	৯৩৩২ ; ১১৫১৮১ ; ১১৬১০৭, ১০৯ ; ১২৩৩০ ; ১২৮১৪৩ ; ১৩৪১২০, ১২২, ১২৪ ; ১৬৭৩১
		প্রোমভক্তি-কল্পতরু	১২৬১১৫
		প্রোমভক্তিডোরে	১৪৫১৫৯
		প্রোমভক্তিদাতা	১০৪/১৩ ; ১২৬১২৫ ; ১৪৭১৯৫
		প্রোমভক্তিদান	১০৬৮২
		প্রোমভক্তিধন	১২৩৩৪
		প্রোমভরে	৯৪১৬৮ ; ১৩৩,১১২

[ ১১/০ ]



প্রেম মকরন্দ	১০০১২	প্রেমার তরু	১৩২১২৪
প্রেমময়-আঁধি	১৯৩৪৩১	প্রেমার বশ	১৩৩১৭৮
প্রেম-মহাঙ্গলনিধি	১১৩২৩	প্রেমার বিনোদে	১০১১১৩
প্রেমমহামহোৎসব	১১৭১২২	প্রেমার লক্ষণ	১০৩১৬২
প্রেমরঙ্গ	১৭৫১১৫	প্রেমার সমুদ্র	১৭১১৪৬ ; ১৯৭১১৬
প্রেমরস	৯৩৪৯	প্রেমার সাগর	১৪৩১১৫৬
প্রেমরসালয়	১০১১২৪	প্রেমার হিল্লোলে	১৬৭১১৬
প্রেম-লোভে	৯৭১১৬১	প্রেমে টলমল	১১৭১২৬
প্রেমসিদ্ধি	১০৮; ১১৪ ; ১১৭১০	প্রেমের তরঙ্গ	১৮৮২৫৯
প্রেম্যা	৯৫১১০৯ ; ৯৭১১৬০ ; ১৬১১৮৬ ; ১৬৩১৭৭ ; ১৬৭১৭ ; ১৭০১১১২ ; ১৮০১১৪	প্রেমোদয়	৮৮৮৭
প্রেমানন্দ-স্মৃতি	১৫৭১১৫৪ ; ১৯৫১৬৩	ফণিধর	৮১১১০৯
প্রেমানন্দে	৯৪১৭৪ ; ৯৬১১৩৩ ; ১০০১৪ ; ১০১১১৯ ; ১১৪১৫৪, ৬৮ ১১৬১৪ ১১৭১৩৩	ফাঁপর	৫৭১১০২ ; ৭৫১৭৬
	১১৮১৫১ ; ১৩৪১২২৮ ; ১৫৬১১৪৩ ; ১৫৭১১৬৪ ; ১৫৮১১৭৯, ১৮১ ; ১৬৭১১১ ; ১৭২১১৬৬ ; ১৮১১৩০ ; ১৮২১৫৮ ; ১৯৩১২	ফুকারিয়া	৩২৩
		ফুংকুতি	৬৬ ২৬১
		বংশী	১১৩১১১ ; ১৫৪১৭১ ; ১৮৮২৫৭
		বংশীনাদ	১৮৮২৫৯ ; ১৯৩১৪২৭
প্রেমাবিষ্ট	১৩১১৭৭	বংশীমুখে	৮৭১৭৩
প্রেমাবেশে	৯৬১১৩৬ ; ১৫৪১৫০	বংশীল ধ্বনি	৯৪১৬৬, ৬৭
প্রেমামৃত	৯৩১৫৫	বঙ্গজ	৪১৮১ ; ৬৪১৭১০
প্রেমায়-আঁকুল	১৮৬১১৮৫	বচন	৭৯১৪৫
প্রেমায়-উন্মাদ	১৯৪১২০	বচনচাতুরী	১৫৯১২৭
প্রেমায়-বিভোর	১৭১১১২৪	বধু	৬৮১৭৩ ; ৭৬১১০৭, ১০৮ ; ৭৭১১২৮, ১২৯, ১৫৬
প্রেমায়-বিভোল	১৬৫১১২০ ; ১৬৭১৮ ; ১৭১১১৩৭ ; ১৭২১১৬১ ; ১৭৫১৬ ; ১৭৬১১৬ ; ১৭৭১১১২ ; ১৭৯১১২১ ; ১৮০১১১ ; ১৮১১৪৫ ; ১৮২১৫১ ; ১৯৩১৪২০	বধুশূত্র	৭৮৩
		বন্দী	১৪৭১১৮৭, ১৮৮ ; ১৯১১৩৬৬
		বন্ধবিমোচন	১৭০১০৭
		বকুগণ	৭৯১৫২
প্রেমার-আনন্দে	১৬৪১৯৪	বকু-বাক্য	৯২১৭
প্রেমার আবেশে	৯৯২০৯ ; ১৭২১১৬৮	বনমালা	১০৩১৬৯
প্রেমার উন্মাদ	১৭২১১৮৬	বয়ন	৫২১৩৮৮
প্রেমার উন্মাদে	১৬৪১৮৭	বয়স	৪৮১৩০৬ ; ৫১১৩৮১, ৫৩১৪০৫ ; ৬৮১৬৫ ; ৮০১৭২ ; ১৪১১২১
প্রেমার তরঙ্গে	৯৭১১৫৩		

বাণ	১১৮২, ৮৪ ; ১২১২১ ; ১৩১৪৪ ;	বিড়ম্বনা	৯৫১০৬
	৪৫১২৪৩ ; ৪৮১৩১৬ ; ৫২১৪০২ ; ৫৫১৪৫৫	বিধায়	৬৪১৭৩৬
বর	৭৮.১৭ ; ৭৯১৪৯ ; ৮২১১২২ ; ৯৬১২২১ ;	বিদ্যমান	৭৯.২৮ ; ৮৮২৬
	৯৭১৪৯ ; ১০০১৬ ; ১৪৬১১৫২ ; ১৫৬.১৩৭	বিদ্যাসামে	৭১১৬০
বরপীতাম্বর	১৪৮১২০৯	বিদ্যা	৯২১১১
বরাজনা	৯৬১১২	বিদ্যা-কুল-ধন-মদে	৯২১১৩
ববাবরি	১৮১২৮৩	বিদ্যাদান	৯২১৯
বরাক-আবেশ	৯৪৯১ ; ৯৬১১৩৬	বিদ্যা-বিমোহিত	১৭৩২১৮
বর্জুল	৯৪৯২	বিদ্যারসে	৮৫.৬
বলভস্বন্দরী	১০৬১৫২	বিদ্যাৎ	১৮৫১১৪৮
বল্লবী-বল্লবে	৯৬১১২	বিধাতা	৮১১১১৮ ; ১৪১১১৮
বটিল্পর্গ	১৭০১০৯	বিধান	৮১১৯৬ ; ৮৭১৭৮ ; ৯৭১১৪৪ ; ১৭৪১২২৮, ২৩০
বহুরী	৭২১১৬৪	বিধি	৭৯২১ ; ১৬২১২৮
বাক্যবাণে	১৪৪৮৫	বিধিকর্ষ	১৫৭১১৬১
বাঙ্গাকল্পতরু	৮৬২৮ ; ১৪৬১১৪৭	বিধু	৬৭১২০
বাণী	৭৮১১৮ ; ৮০১৬৫ ; ৮৮১৯৯ ; ৯৪১৮৩	বিনয়	৭৯১৪৫
বাতুলের	১৬৫১১৩৫	বিনানিয়া-বাণী	১৬২১৩৩
বাদ্য	৮১১৮৭	বিনোদ	৬১১৬৪১, ৬৪২ ; ১০৮১১১৫
বাক্য	৮০১৬৪	বিনোদ চুড়া	১৬০১১৪৫
বাকুলী	৪১১০৬	বিনোদ-বিলাস	১৯০১৩২
বারতা	৮০১৬১	বিনোদ-বিলাস-রসে	১৫০১২২
বারুণীগন্ধ	১৩০১৪৩	বিনোদ-বিলাস-সীমা	১৩৬১৪৫ ; ১৬২১২৮
বাম্প	৮৪১১৭২	বিনোদবিলাসে	১১১১৫০
বাহাজ্জান	১৮৫১১৭০	বিনোদিয়া	১০১১১৩
বাঁশী	১৩১১৬৩, ৬৬, ১৬৫১১২৩ ; ১৮৬১২০২	বিপর্যায়	৭১১১৩৮
বিকল	৬৮১৭২, ৮৮.৯৬ ; ১০১১১২	বিপ্র	৭৯১৩৫ ; ৯৮১১৭১, ১৭৩
বিকশি	৯৫১৯৪	বিপ্রপাদোদক	৮৬১৩৮, ৩৯. ৪১
বিকসিত	৬০১৫৯৫	বিপ্রবর	৮০১৬৯
বিকুলি	৯২১১৯	বিপ্রসাক্ষী	৮১১৯১
বিগ্রহ	১০৩১৬০	বিবশ	৯৩১৩৮, ৪০
বিঘ্ন	৮৬১৩৬, ৩৭	বিবাহ	৬৭১৩৯ ; ৭৯.৪৩, ৪৮ ; ৮১১৯৭, ৯৯
বিচিত্রে	৬৬.৪ ; ৭০১১০৪ ; ৮০১৮১	বিভার	৮০১৭৭
বিচ্ছেদ	১৫২১৮ ; ১৫৯১২২ ; ১৬২১৪৪ ; ১৬৩১৭১	বিভূষণ	৮১১৮৯
বিজুরী	৮২১১৪১ ; ৮৩১১৫৫ ; ১০০১১১ ; ১১০১৫০	বিভোর	৯২১২৩ ; ৯৩১৪২ ; ৯৪১৬৮ ; ১০০১৩

নিষ্ঠা	৯৪৮৬; ৮৫১১১; ৮৮১১	বিহার	৯৫৫৭৩; ৬০৫৮৪
বিমনা	৬৫১৭২	বিহ্বল	৯২১৭; ১১৩২৮; ১১৪৫৪; ১১৬৫;
বিমন্নিষ	৬৮৫১; ৭৬১১৫		১২১১৪১; ১৩০১৩৭, ৪২; ১৭০১২০;
বিমোচন	৭৯৩৪		১৭৪২৪৫, ২৪৮; ১৮১৪১, ৪৩;
বিরহ	৭৬১১০, ১১১		১৮৬১৮২; ১৮৭২৩১; ১৮৮২৬০;
বিরহ-অনল	১৫৯২৭		১৯১৩৭৭; ১৯৫৪২
বিরহস্তাবে	১৫৪৪৮	বিহ্বলচেতন	১৯৪২৭, ৩৪
বিরহে	১৪৭১২৬	বীজমন্ত্র	১৪৪৮৯
বিরহের তাপে	১৮৮২৭৩	বীণা	৫৮৫৩৫; ৬৯৯২; ৮২১৩০; ১৩১৭৬
বিলাপ	১১৫৯১	বীণাক	৬৯৮৮
বিলাস	৬১৬৪১; ৬২৬৪৩; ৬৯৮৮; ৮২১৩০; ১০১১৪, ২২; ১০৮১১৫; ১১৭১৪৩; ১৮৬২১২	বীণাগীত	১৪৫১২২-১২৪
বিলাসই	৬১৩৪	বীরদাপে	১৫৭১৭৪
বিশল্যা করণী	৪৫১	বুদ্ধিহীন	৮৯১১৩
বিশোরাস	৫৩৪১৩	বৃন্দাবন-পুরন্দর	১৯২৪১২
বিশ্বস্তর-মুখপদ্ম	১৪৮২০৬	বৃষভামুস্তা	৯৫১১১
বিষ	১১৫৯০; ১৪১১৬, ১৫০১৮; ১৫৩১৪	বেঝা	৩২৭, ৪৮; ৪৬৯
বিষকুম্ভ-পন্ন	১৩৮১০৬	বেড়াসি	৪৪২২৩
বিষজালা	১৪৯১১	বেণী	৮১১০৯
বিষম	১৩৯১৩৫	বেণু	৫৮৫৩৫; ৬৯৮৮; ৮২১৩০; ৯৫১১০
বিষমবিপাক	১৪৭১২০	বেদ	৮১৮৭, ৯৪; ৯৫১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৭; ৯৬১৩৫; ১১৭১৩২; ১২৩৩৩; ১৩১৩৫, ৭৭; ১৬৯৬৫
বিষময়	১৩৯১৩৫	বেদ-অগৌচর	১৩৫১১
বিষয়	১৩৯১৩৫	বেদ-উচ্চারণ	৯৫৯৫
বিষরী	১৬৪১১০; ১৭৮৮৫	বেদতত্ত্ব	৬২৬৫৬
বিষাদ	১২৪৭১; ১৫০১৩১	বেদধ্বনি	৮২১৩২; ৮৪১৭৬
বিষ্টর-আসন	৭১১৩০	বেদনী	১৪৮২৬৩
বিষ্ণুপদ	৮৭৫৭, ৮৮৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৮	বেদবিধান	৬৭৩৬
বিষ্ণুপদে	৮৮৮৫	বেদরীত	৫৮৫২৩
বিষ্ণুপরায়ণ	৭৮১৩	বেদহীন	১৩৯১২৯
বিষ্ণুমারাবন্ধে	১৪৭১৮৬	বেদান্ত	১৭৩২২২, ২২৩, ২২৫; ১৭৪২৩০, ২৩৬, ২৩৭
বিষ্ণুমায়াম	১১২১৩	বেদান্ত-সিদ্ধান্ত	৫৪৪৩০; ১৭৪২৩৬, ২৪১
বিষ্ণু চরণে	৮৮৮১	বেতার	৪৩১৭৩; ৫৪৪১৯
বিহা	৬৯৮৪		

বেরিবেরি	৫১৩৮৬	ব্রহ্মণ্য	৮৬৪৫
বেলে	৪৫২৪৮	ব্রহ্মণ্যদেব	১৭০১৯৯
বৈকুণ্ঠ	৭৭/১৪৮ ; ১১৮/৬৭	ব্রহ্মতত্ত্ব	১৪২১৩৮
বৈকুণ্ঠনামক	১৭১/১৫৬	ব্রহ্মবথ	১১৮/৬০
বৈদ্য	৯৫/১০৮ ; ১০২/৪৭, ৫৫ ; ১০৩/৬২, ৬৫ ; ১২৫/১০৪ ; ১৫২/৬২	ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মহত্যা	১০২/৪৮ ১২০/১৪২
বৈদ্যস্বত-মহাস্তরে	৫৯/৫৭৪	ব্রহ্মার	৯২/৪
বৈদ্যাগর	১৪৬/১৫৪	ব্রহ্মাণ্ডের	১৫৫/৮১
বৈদ্যে	৯/৫৭	ব্রাহ্মণ	৫১২, ৭৮/১৩ ; ৭৯/২৬, ৪২ ; ৮০/৬৫, ৭৮, ৮২, ৮৫, ৮৯ ; ৮১/৯১ ; ৮২/১২৩ ; ৯৩/৩৫
বৈষ্ণব	৯৭/১৫২ ; ৯৯/১৯০, ১৯৯ ; ১১৩/৩২ ; ১১৪/৫২ ; ১৪২/৩৫ ; ১৫০/২৭ ; ১৫৮/৩	ব্রাহ্মণকুমার	৯২/৮
বৈষ্ণব-আচার্য্য	১৩২/৮৫	ব্রাহ্মণভক্তি	৮৬/৪৪
বৈষ্ণব-চরণ-মূলি	১০২/৫৬	ব্রাহ্মণসঙ্জন	১২১/১৫৩ ; ১২৪/৮৪ ; ১৭৩/২১৯
বৈষ্ণব-চরণে	৮৯/১১৬	ব্রাহ্মণী	৮০/৪৫, ৬৫
বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠা	১৪৫/১৩৮	ভ	
বৈষ্ণবের দ্বৈষ	১২৭/১২	ভকত-অদীন	১১৬/২
বৈষ্ণব-প্রসাদে	৯৩/৩১ ; ৯৮/১৭৮	ভকত-চকোর	৯৩/৫৫
বৈষ্ণবের সঙ্গ	১৫৪/৬৬	ভকত-চকোরা	৯৭/১৪০
বৈষ্ণববশ	১২৭/২৫	ভকতবৎসল	৯৭/১৫৯ ; ১০৭/৮৫ ; ১১০/২৪ ; ১১৫/১৯৫ ; ১৬২/৪৪
বৈষ্ণবী	১৪৫/১৩৭		
বৈষ্ণবের নিন্দা	১২৭/১১	ভকত-বশুতাণ্ডণ	১৮৯/২৯২
বৈষ্ণবের সেবা	১২৭/১৭	ভক্ত	৯৭/১৫৮ ; ৯৯/১৮৯ ; ১০৩/৮১ ; ১৪৫/১২৬, ১৩৯
বৈষ্ণবের তিৎসা	১২৭/১৮		
বাখা	৫২/৩৯৭	ভক্ত-অঙ্গে	৯৭/১৪৭
বাভার	৭৭/১৩৫	ভক্তদ্বন্দ্ব	৯৭/১৪৮
প্যাকুল	৯২/১৮	ভক্তধৈরী	১০৬/৬৬
ব্যাবৃত্তে	৫২/৩৮৯	ভক্ত-নিবেদিত	১৬৯/৯২
ব্রজচাঁদে	৯৯/১২৫	ভক্তসঙ্গে	৯৪/৬৪
ব্রজবালী	১৮৮/২৫২	ভক্তসেবা	১৬১/৭
ব্রজভাব	১১৭/৩৮	ভক্তি	৮৭/৬১ ; ৮৮/৮৯ ; ১০২/৪৩ ; ১০৪/১৫ ; ১০৯/১২১
ব্রজের	৮৬/২০ ; ৮৭/৬৬		
ব্রহ্ম	৯৬/১১৫	ভক্তিতে	৯২/১৩
ব্রহ্মকুণ্ডে	১৬৭/২	ভক্তিব্যাগ	১৩২/৯৩
ব্রহ্মচারী	৯৩/৩৫ ; ৯৭/১৬০	ভক্তিরস	৯২/১৪ ; ১০৭/১০৬

ভিক্রিহীন	২৬২২০	তুফুভঙ্গ	৮১।১২০
ভক্তে	৯৬।১১৬	ভূঙ্গ	৫৩।৪১০
ভগবান্	৮২।১২৬ ; ৮৬।২৬ ; ৯৫।৯৫ ; ৯৬।১২৯ ; ৯৭।১৬২ ; ১০০।৬ ; ১০২।৫১ ; ১০৫।৪৫ ; ১১২।৯৩ ; ১১৪।৪৯ ; ১২২।১০, ১৪ ; ১২০।১১৭ ; ১২৯।৬৭, ৬৯ ; ১৩৭।৬৮ ; ১৫০।২৭ ; ১৫৩।৩১ ; ১৫৫।৭৯ ; ১৫৭।১৭৮ ; ১৬৪।১০৮ ; ১৬৮।৫৩, ৬৪ ; ১৭১।১৫৬ ; ১৭২।১৬৮ ; ১৭৬।৩০ ; ১৭৮।৮৭ ; ১৭৯।১৩১ ; ১৮২।৬২ ; ১৯০।৩৫৭	ভেউর ভেউল ভেল ভৈগেল ভোজন ভৌতিক ভ্রাস্তমতি ক্রকুটি	৫৭।৫৩৩ ; ৬৯।৭৫ ৫৬।৪৬৬ ৫৫।৪৩৩ ; ৭৯।২১ ৭৪।৫০ ৯৩।৪৭ ৫২।৩৯৬ ১৫৫।৮২ ৫২।৩৮৮
ভজিবে	৯৫।১১০	ক্রক্ষেপ	১৯।১৩৭৪
ভজিলে	৮৮।৯৭		
ভজ্ঞে	৮৮।৯৭	ম	
ভবনে	৭৯।৩৫	মকরকুণ্ডল	১১৩।১৮
ভবন্যাধি	১১২।৪ ; ১২৮।৩৭	মগরা	৪১।১০৫ ; ৫২।৩৯১
ভৎ সীলা	৫৭।৪৮৬	মঙ্গলস্তুতি	১১১।৬০
ভাগবতচিত্ত	১০৬।৭৭	মঞ্জীর	৯৯।২০৯
ভাগ্য	৭৯।২৩ ; ১১২।২	মণ্ডলী	১৮৯।২৮৬
ভাগ্যভঙ্গ	৭৯।২২	মণ্ডিত	৬৭।২০
ভাগ্যবতী	৯২।২৫ ; ১৪১।৮ ; ১৫৫।১০৩ ; ১৫৯।১৯ ; ১৭০।১১৫ ; ১৮২।৬৫	মন্ত	৮৬।২৫
ভাগ্যবস্ত	৮৮।১১২	মন্তসিংহ	১৫৯।৪১
ভাগ্যবান্	১২৪।৫৫	মথুরামণ্ডল	১৯২।৪১৩
ভাগ্যে	৭৯।৩৭	মদন-আলসে	১৯০।৩২০
ভাট	১০০।৪	মদন-স্বাক্ষর	১৮৮।২৫১
ভাটগণে	৬৭।৩৭	মদন-দাঁপুনী	৬৭।২১
ভাটে	৫৮।৫২৭ ; ৬৯।৭৫	মদন-বেদনা	১০১।১৬
ভাব	৯২।২১	মদ-মাতোয়ালে	১০০।৬
ভাবভরে	১৮৯।২৮২	মদন-মোহন	১০৬।৫১ ; ১০৭।১১০ ; ১৮৯।২৯১
ভাবময়	১৫৪।৬৯	মধুবন	১৪৩।৭৬, ৯২, ৯৩, ৯৪
ভ্রাবের বিলাস	১০১।১৬	মধুরচরিত্র	৯৭।১৬০
ভিক্ষাটন	১৬৮।৪৫	মনোরথ	৯৮।১৭৮
ভিনাভিনি	২৯।৫১৭	মনোলোভা	১০৬।৫৫
ভূঞা	৬৩।৬৭৯	মন্ত্র	১৫৬।১৪০, ১৪১
		মহুর	১১৬।৭ ; ১৩০।৪১
		মহুরগতি	১৬৪।৮৯

মহনের কণ্ড	১৮৫।১৫৫	মহাপ্রেমভাবে	১৩২।৭৮
মন্দিরা	৯৯।২০২	মহাবংশে	১৭৩.২২০
ময়ূর-সিগাণ্ড	১৭৮।১০৮	মহাবন	১০৬।৬৯, ৭১
মরকতক্রান্তি	১১২।১৯	মহাবাহ	১১৩।১৬ ; ১২৭।২৩
মরণ-বধু	৮২।১৪১	মহাবিক্র	১০৭.৯৮
মর্দ	৯৬।১২৬	মহাভাগ	১৯৬।৯০
মর্দ-নিবেদন	৭৯।৩৬	মহাভাগবত	৮৭।৫৮ ; ১৩৭।৬১
মল্লযুদ্ধ	১২।৩৯৯, ৪১০, ৪১১	মহামতি	৭৯।৪৪ ; ১৪৫।১২৭ ; ১৭২।১৫৮
মহাষ	৯৫ ১০৩ ; ১২০।১১০ ; ১৬৭।৫১ ; ১৭০।১০৩	মহামন্ত্র	৮৭।৬৪ ; ১৭৮।৯৬
মহ-মুঠ	৬৬।৭০ ; ৮১।১০১	মহামন্ত্রবর	৮৭।৬৩
মর্গজন	৭৮।১৯ ; ১৩৫।২০ ; ১৭১।১৫৭ ; ১৯২।৪১৩ ; ১৯৬।৮৮ ; ১৯৯.৩১, ৪৩	মহামহেশ্বর	১০৩।৬৩
		মহা-মতোৎসব	৮৮।৯১ ; ১৭৭।৭০
		মহামারা	১৫৭।১৪৮
মহাজিহে স্ক্রয়	১৮৪।১২২	মহামুনি	১৩২।৯৮ ; ১৪৪।৮৪
মহাজগ	৮৬।৩৫	মহামতি	১৭৮.৯০
মহাতীর্থ	১৭১।১৩৭	মহামাজ	১৪৬।১৫৯ ; ১৭৮।১১০
মহাতেজ	১৪২।৩৮	মহারাস	১৯০।৩২১
মহাতেজা	১৩৩ ১১১	মহারোষ	১৬৫।১৩৭
মহাদত্ত	৫৯।৫৪৬	মহাশক্তি	৮৩।১৫৬
মহাদপে	১৯১ ৩৬৭	মহালিঙ্গ	১৭০।১৮৪
মহাদান	১৮৭।২১৭	মহাশুদ্ধমতি	১০৩।৮১
মহাদানী	১৬৪।১০৭	মহাসিদ্ধি	৫৪।৪৩১
মহাদীন	১১৬।২	মহিমা	৮৫।৫
মহাপম	১০৩।৭৪ ; ২০০।৭৭	মহিমা-তন্ত্র	১১০।৩১
মহাধর্ম	১৮৮।২৭০	মহিম্ন স্তব	১২৪।৬০
মহাধর্মাম	১২১।১৫৮ ; ১২৮।৩২	মহী	৬১।৬২৫ ; ৯৪.৭৯, ৯১
মহানটরাজ	৯৯।২০৯ ; ১৩৭।১১৮	মহীতলে	৭০।১২০
মহাপাপী	১১৮।৫৭ ; ১৬৭ ২৭	মহোত্তমজন	১৩০।৩০
মহাপামর	১২৭।১৯	মাতোয়ার	৩।১৯ ; ১২৪।৬২
মহাপাষণ্ড	১০৫।২২	মাতোয়াল	৬০।৫৯৬ ; ৯৪।৭২ ; ১২২।৪ ; ১৩০।১১
মহা-পুণ্য তীর্থ	১৭৯।১১৭	মা'ধু'ন-বিরচ	৯২।১৮
মহাপুণ্যস্থান	১৬৭।৩৪	মা'ধু'রী	৯৬ ১১৫
মহাপ্রাসাদ	৯৩।৪৭ ; ১১৪।৬৫ ; ১৬৭।২০ ; ১৭২।১৮৭ ; ১৭৩।১৯৯, ২০০	মা'ধু'য়ারসে	৮৭।৬৬
		মাস্ত্রীক	৯।৫৪

মারি	১০২।৪০ ; ১০৩।৭২, ৭২ ; ১৫৪।৬৩, ৬৭ ; ১৮৬।১২২	মৃগাল মৃদঙ্গ	৮১।১১৪ ৬৯।৭৬, ৮৭ ; ৮১।৮৭, ৯৪
মারি-দড়ি	১০২।৪০	মেঘগঞ্জীর	১০৪।১৬
মারি-বন্ধে	১৫০।২২, ৩২	মেঘ-গাদে	৯৭।১৫০
মারি-বলে	১০২।৩২	মেঘের	৮৮।১০০
মারি-বিমোহিত	১০৫।২৪	মোক	৯৬।১৩৩
মারি-মাহুঘ	৬৪।৭০৮	মোকগ	১৯১।৩৭৭
মায়াম্বু	১৭৬।২০	মোদক	৫৮।৩১৭
মার্জনা	৪৮।৩১৭	মোহরি	৬৯।৭৬
মার্জার	৪৯।৩২২	মোহিনী	৮৫।১৫৬
মালসংট	১০৪.৭ ; ৬।১৩০ ; ১৩।১৫২ ; ১৩৩।১১৩ ; ১৪০।১৪৯ , ১৫৪।৪৯ ; ১৫৬।১৪২ ; ১৬৪।৮৭	মোনী মৌরী	১৭২।১৮০ ১৪।১২৫
মুকুলিত	১০২ ৩৩, ৩৪	য	
মুক্তবন্ধ	১০৫।৪১ ; ১৫৭।.৯২ , ১৭৫।১৩	যজ্ঞধর্ম	১৩৫।১৭
মুক্তি	১০৫।৪২	যজ্ঞসূত্র	৭৫।৮২
মুক্তিপদ	৭০।১২০	যজ্ঞাচর্চনাবিধি	১৩৫।২০
মুখচক্র	১৬২।৪০	যতীশ্বর	১৩৭।৭৬
মুঞ্জরিত	১০২ ৩৩	যথাবিধি	৮১।৯৩
মুঞ্জীর	১১৭।২৫	যথার্থ	৭৯।৪০
মুণ্ডা	১৫৬।১১৮, ১২৪, ১২৮, ১৩৮	যজ্ঞরায়	৯২।১৩
মুণ্ডী	১৩১।১৫ ; ১৭৪।২৪৪	যজ্ঞগা	৯৭।১৬৩
মুরঙ্গীপদ	১৪৮.২০৯	বসুনা-পুলিন	১৮৯।৩১২
মুরঙ্গীপদন	১৩১।৬২ ; ১৭৮।১০৮	যুক্তি	৮০।৬৪
মুরঙ্গী-মধুরধ্বনি	১৮৯।২৯৪	যুগতি	৭৯।৪৪
মুণ্ডরি	৬৯।৮৭ ; ৮২।১২৯	যুক-বিলাস	১২৩।৪২৬
মুড়	১২৭।১৮	যুবতী	৬৭।১৯ ; ৮২।১৪০ ; ১৩৯।১২৯
মুড়খনি	৭৭।১৩৬	যুবতী-মন-চোর	৯২।২০
মুড়গতি	৭২।১৬৯	যুয়ার	৬৬.৫
মুর্ছা	১৫৯।২৯ ; ১৭২।১৬৮ ; ১৮৯।৩০৯	যু থ যু:প	৬৭.২০ ; ৭১।১৩৬
মুর্ছিত	১২৩ ২৫ ; ১৪১।২ ; ১৫২।৯ ; ১৮১।৪৬	বৈছন	৫০।৩৭১
মুর্ছিমস্ত	৯৬।১২৮ ; ১৯০।৩৫৬	যোগিনী	১৪৭।১৭৭
মুর্ছিমান	১১৭।৩১ ; ১৯১।৩৫৯	যোগীর বেশ	১৩৯।১৩২
মুগের	৮৬.২৪	যৌতুক	১৮৭।২১৫



র	রাসক্রীড়া	১৮৪১১৭ ; ১৮৮১২৪৮
রক্তবস্ত্র	১৪৭১১৭৭	রাস-বিনোদিয়া ২২/১৮৮
রজনী	৭২১২০ ; ২৩,৩৮ ; ২৮/১৭৭	রাস-বিলাস ১৮২/৩১০
রজনী-প্রভাতে	২৮/১৭৮	রাসবিহার ১৮২/২৮৫
রঞ্জি	৪৮/৩১৮	রাসমণ্ডলী ১৫৪/৭১
রত্নবেদী	২৬/১১৩	রাসমণ্ডলে ১৮২/২৮৭
রত্নমন্দির	২৬/১১৩	রাসমণ্ডলের ১৮৭/২২৪
রথচক্র	৮১/১১৭	রাসমহোৎসবে ১০৫/২২
রুবাব	৫৮/৫৩৫ ; ৮২/১৩০	রাসে ১৮২/২২২
রমণী	৬২/২১	রাসোৎসবে ১৮২/৩১০
রম্য	৭৩/২ ; ২২/১২৮	রূপ ৬৮/৫৫
রস	২৩/৫০	রৈবতী ১১১/৫৭
রস-আত্মদানে	২২/১২২	রোদন ২২/২৩ ; ২৪/৬৮ ; ২৭/১৪৮
রসকীর্ষী	৫২/৩২০	রোহিণী ৮৩/১৫৮
রসতত্ত্বজ্ঞাভা	৭৫/৮৪	ল
রসলাবণ্য	১০৬/৫৫ ; ১৫৫/১০২	লখিমী ৬/১৩০
রসাবেশে	১৩২/২৫ ; ১৩৪/১৩২	লগ্ন ৮২/১২৫
রসাল	৬৪/৭১০ ; ৬২/৮৭	লজ্জা ৮০/৬৬, ৬৭
রসিকবর	১৮২/২২১	লম্পট ৫২/৫৬৫ ; ২২/২০
রসের	১০০/৫	ললাট ৭০/১০১ ; ৮০/৮৪
রহস্ত	৮২/১২৩ ; ১১৩/৩৫ ; ১৭৬/১৭ ; ১৮২/৬২	লহ ১০/৮১
রহস্ত-কথা	১২৫/৫৩	লহবাণী ৫০/৩৬৪
রহস্ত-বিনোদ	১৬২/৩৭	লহলহ ৮২/১২৭ ; ৮৭/৭৬
রহস্ত-বিনোদ-কথা	১৫৩/২৭	লালটে ১৮৬/২০৭
রহস্ত-স্থান	১২৩/৪১৭	লাবণ্য ১০০/১১১ ; ১৩৬/৪৫ ; ১৪১/১২২ ; ১৫২/১৭
রাজরাজেশ্বরে	১৮৭/২৩৬	লীলাগতি ১১৬/৩
রাধা-কাহ্ন-গুণগান	১৭২/১৭১	লীলাবিনোদকলা ১০১/২৬
রাধাকুণ্ড	১৫৪/৭২	লীলার ৬২/৮৬
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি	২২/১২	লোক-বেদ-অগোচর ১৫৩/৩২
রাধাভাবে	৮৭/৬৭ ; ২২/১৮	লোকশিক্ষা ৮৫/৭ ; ১৬৪/২২ ; ১৭৩/২৬
রাধা-রাস-রস রঙ্গে	২২/১২৬	লোকান্তর ৫৩/৪১১
রাধারূপ	২২/১৮২	ল
রায়বার	৫৮/৫২৭ ; ৬২/১৭৫	শচীর জলাল ১৬২/২৩
রাস	১৮৭/২৩০ ; ১৮৮/২৫৭	শচীর নন্দনে ২২/১২১

শচীস্বত	১০১২৫ ; ১১৯৯১ ; ১৩৫১৩	শুভলগ্ন	৮০৮১
শঠরতি	৯২২০	শুভলক্ষ্ম	৮১৮৭, ৯৪
শপথি	৪৮৩১৫	শুভাশুভ	১০২৪২
শয়ন-মন্দিরে	৯৮১৮৪	শুভমুনি	৫৩৪০৬
শশি-রঞ্জিত	৯৯২০৫	শূকাকার	১৬৪৮১
শনী	৬৮৫৩	শোক	৮৫১১৬
শাঙ্কি	৮২১৩৫, ১৩৭	শ্রামকলেবর	১৫৮২০৯
শান্ত	৮০৬১ ; ৯৬১২০	শ্রামতত্ত্ব	৯৯১৮৯ ; ১০২.৬৮ ; ১২২১২০.২২
শাপাত্ত	১২০১৩২৮	শ্রামতিরিতঙ্গী	১০৬৫১
শায়দ-বিধু	৮২১৪১	শ্রামগীলা	৯৯১৯৬
শাক্ত-অমুসারি	৯২১৪	শ্রদ্ধাবস্ত	৬৩৬৯৩
শাক্তপরচার	৯৬১০২	শ্রদ্ধাভক্তিপর	৯৮১৮৫
শাক্তবাণী	৯৬১৩৩	শ্রদ্ধাবৃত্ত	১০৮৯৬
শাক্তে	৯২১২২ ; ৯৭১৬৮	শ্রদ্ধতর্পণ	১৪৩৭৩ ; ১৪৭১৮৩, ১৯৮ ; ১৫০১২৮
শাহিনী	৫৮৫৩৪	শ্রীকৃষ্ণচরণ	১০৫১৪৭
শিক্ষা	৮৭৫১	শ্রীকৃষ্ণভকতি	১৪৭১৯২
শিলা	৬৯৭৫	শ্রীকৃষ্ণভজন	১৭২১৬৪
শিল্পার	১২৪৫৭	শ্রীমুখচন্দ্র	১৮৯১৩১
শিরোমণি	৯৩৫১ ; ১০৪১১ ; ১৩২১০২	স্বপ্ন	৫৬৪৭২ ; ৭৬.৯২.
শিশ্রোদর-পরায়ণ	৯৩৩	স্বাধ্য	৯৩৩৭
শিষ্য	৮৫৫ ; ১০৩৮৮	শেষা	৯২১৪ ; ৯৫৯৮ ; ৯৬১২৬ ; ১০২৪৯
শীলে	৬৪৭১৪	শ্লোক	৪৬২৮৩
শুচিপনা	৫৮.৩১৭	স্থান-শাবক	৫৯৫৬১
শুভমে	১০৭০	শ্বেত	
শুভচিত্ত	১০৭১০৬ ; ১৪৭১২৭	সংজ্ঞা	১৩০১২৩
শুভমতি	১৩৭.৬০	সংশয়	৯৪৮২
শুভাচার	৯২১৮	সংসারবন্ধ	১০৫১৪২
শুভ	৭৯৪৮	সংসার-বাসনা	১৩৮১১৫
শুভকার্য	৭৯২৬	সংসার-ব্যাঞ্জ	১৩৮১১৬
শুভক্ষণ	৭০১০৭ ; ৮০৭৯ ; ৮২১২৭ ; ৮৪১২৭ ; ৮৪১২৭	সংসার-সাগরে	১৩৯১৪৩
	১৪৩৭৩ ; ১৫৬১৩৮	সংসার-সুত্র	১২২১৬
	৭৯২১ ; ৮০৭৯ ; ১৫৬১৩৮	সংহতি	৬৩৬৭৮ ; ৮৫৯ ; ৮৬১৭ ; ৯৬১২৩
শুভদিন	১৫৭১৪৬	সংকল্প	৯৩৪৫
শুভবাণী	৮৫৯		
শুভযাত্রা			

সপা	৯৯।১৯২	সন্ন্যাস-আশ্রমধর্ম	১৭৪।২২৯
সপী	৮৭।৭০ ; ৯৯।১৯২	সন্ন্যাসকরণ	১৪১।২৪ ; ১৪৯।১৪ ; ১৫২।৬২ ; ১৭৩।২২০
সর্গোত্তর	১৭৪।২২৭	সন্ন্যাস-ধর্ম	১৬৮।৩৯
সকটে	১৪৫।১৩৩	সন্ন্যাস-বিধান	১৫৬।১১৪
সকীর্্তন	৯৪।৮২ ; ১৩১।৭৪ ; ১৪১।২২ ; ১৫৬।১৪০ ; ১৫৭।১৫৩ ; ১৬১।৯০ ; ১৬৩।৫০ ; ১৬৯।৭৩	সন্ন্যাসগজ	১৩৬।৫১ ; ১৫৫।৮৯ ; ১৫৬।১১৭
সকীর্্তন-স্বস্ত	১৩২।৮৮	সন্ন্যাসী	১২৮।৬০ ; ১৩৭।৬৩, ৭৫ ; ১৫৩।৩৭ ; ১৫৫।৮৩ ; ১৫৮।৭, ১৭৮।১০০ ; ১৮০।১৮ ; ১৮১।৩৬ ;
সকীর্্তনধর্ম	১০৯।১৭ ; ১৫৭।১৬১ ; ১৭৯।১৩৮	সন্ন্যাসী	১৯৪।১১, ১৬ ; ১৯৯।৬৭
সকীর্্তন-সমুদ্রে	১৬৩।৫১	সন্ন্যাসীবর	১৩৭।৬০
সফ্লাচ	৬৩।৭০১	সন্ন্যাসীর ধর্ম	১৪২।৩৩ ; ১৭৩।২২৩ ; ১৯৪।২৪
সঙ্গী	৯২।১২	সন্ন্যাসের ধর্ম	১৪১।৩০ ; ১৭৩।২২১ ; ১৭৪।২৩১
সচল-মুরতি	১৭৩।২১০	সপ্ততাল-বিমোচনে	১৮০।১
সঙ্গ	৫০।৩৫৯	সবিনয়	৮২।১২৩
সঙ্গন	৮০।৮২	সবিশ্বিতা	৬১।৬১৯
সঙ্কন-দুর্জয়ন	১১৮।৫৩	সভরণ	৮৭।৭৭
সংকুদসম্বন	৯২।৮	সম্পাদ	৬১।৬৪০
সংক্রিয়া	৬৩।৬৮৮ ; ৭৭।১৩৮	সম্পাদং	১০২।৫৩
সংক্রিয়াবিধি	৮৫।৩	সম্পাদ-বিহ্বলা	৪৬।২৮০
সতী	৭১।১৪৩	সম্প্রদান	৮৩।১৫৯
সতীর্থ	৪।৮১ ; ৬৪।৭০৯	সমর্পণ	৬০।৫২১
সতীবস্তু	৯২।১১ ; ১২৫।৯৬	সমর্ষিব	৭৯।২৩
সত্যসুগে	১৩৫।১৭	সমাধান	৮১।৯৭
সত্বরা	৬৫।৭৫৩	সমার্ধি	১৪৪।১০১
সনাতন	১২৭।৫	সমাধ্যায়ি	৫৪।৪৩২
সন্তপ্ত	৮০।৫৫ ; ১৬৪।১০২	সম্বরণ	৯৪।৬১ ; ১১৯।৮৬
সন্দর্ভ	৩৭।২৭	সম্বর	৫৩।৪০৮
সন্দর্ভ-কথা	১৩৫।৯	সম্বরিতে	৬২।৬৬৭
সন্নিপানে	৬৩।৭০৪	সম্বরিতা	৬৩।৬৮৮
সন্ন্যাস	৮৮।১০২ ; ৯২।৫ ; ১২৮।৫৯ ; ১৪০।১৪৫ ; ১৪১।১, ৪, ৬, ১৬ ; ১৪৮।১৯৯ ; ১৪৯।১০, ১৬, ১৮ ; ১৫০।২১, ২৫ ; ১৫২।১, ২, ৬৭ ; ১৫৩।৩৮ ; ১৫৪।৫৩, ৫৬, ৫৮ ; ১৫৫।৬০, ৬১ ; ১৬১।৯০ ; ১৬২।২১, ২৫ ; ১৬৪।৮০ ; ১৬৫।১২৪ ; ১৬৬।১৫০ ; ১৬৯।৬৪ ; ১৮৭।২৪৬	সম্বরিত	৮।৬৩
		সম্বরে	৬০.৬০৯
		সম্বিত	৬১।৬২৭ ; ১৫৩।২২ ; ১৭০।১২১
		সম্বিপান	১৬৩।৪৬
		সম্বদন	১৫৯।২৯ ; ১৭২।১৭৩ ; ১৭৩।২১২ ; ১৮২।৪৭ ; ১৮৬।১৮৮

সম্ভবে	৮০৬২	সায়	৫১২৪
সম্ভাষ	৮৭৭৪	সায়বে	৬১২৯
সম্ভাষে	১৫১৪০	সায়জ	৮১১১০
সম্ভ্রম	৬১৬১৯ ; ৬৪৭১২ ; ১০৪১০	সার্থক	৮৮১৭
সম্মত	৭৯৩৮	সালোক্যাদি	১৩২৮৩
সম্মার্জন	৭৬১০৬	সাহিত্য	৮৪১৭৫
সম্মার্জনী	১২৬১২০, ১২৩	সাহস	৭৯২০
সমন্বতীকাস্ত	১৭২১১৮৪ ; ১৭৪১২৪১	সাহিব্যে	৬৭১৭
সর্কগুণধাম	৯১১৭৬ ; ১০৪১৯৩ ; ১৩৩১১১	সিংহগ্রীব	৮১১১৩, ৯১১৪২ ; ১৭১১৫৩ ; ১৭৫১৭
সর্কজন-সাথী	১৫৫৮২	সিংহঘারে	১৭২১৬১, ১৬৩
সর্কপ্রশিরোমণি	১৪৭১১৭৯	সিংহনাদ	১১৪১৪৪ ; ১৭২১৮৮
সর্কতত্ত্ব	৯২২৫	সিংহপরাক্রমে	১৬৪১৮৬
সর্কতত্ত্ববেত্তা	৬১৬৩০ ; ১৭৪১২৩০	সিদ্ধ	৮৬১৪৭
সর্কতত্ত্বসার	১০৫১৪৭	সিদ্ধি	৯১১৭৮
সর্কতীর্থসার	১৮৩, ১১১	সিনাইল	৩০৫২৯
সর্কলোকনাথ	১৫৬১১৩০	সিনেহে	৩৫৬৭২
সর্কেশ্বরেশ্বর	৬২১৬৪৬ ; ১০৩১৬০	সুইহ	৫৮৫৩০
সশাখ	৭২১১৭	সুকৃতি	৯২১৯
সস্মিত	৬৪৭১৬	সুকোমল	৮১১০৪
সহস্রবদন	৯৫১০২	সুগমাগরপাথার	১৭৫১২
সাক্ষী	৮৭৬২	সুগন্ধি-চন্দন	৯৮১৮৩
সাক্ষলি	৮৭৭০	সুচরিতা	৫৮৫২৫
সাক্ষোপাঙ্গ	১০৮১২	সুজন	১২৮১৬২
সাক্ষিক-বিকার	১৬১১৯৩	সুঠাম	৪৪১২০৮
সাধ	৮৯১২২	সুত	৫২৩৮৭
সাধু	৮০৮২	সুতা	৮৩১৫০
সাধুমুখে	৮৭৬২	সুদর্শন	১২০১১১২, ১১৫ ; ১৯০১৩২৭
সানাবান	৪৫১২৩৭	সুদিব্য	৭০১০০
সানাসানি	৬৯৮০	সুদীর্ঘলোচন	১৭১১৫৩
সাক্কাইলা	৫৭১৪৯১	সুধাময়	১৪৯১১৪
সাবধানে	৮৯১২৩	সুধীর	৬৩৬৮৮
সান্তার	১৭৮১৯৮	সুদক্ষ	৮০৮১
সান্তাল	১১১১৫৬	সুনেহা	১০০১৮
সাম্য	১১৭১২২	সুপ্রভাত	১৬১১১ ; ১৮৯১৩১৪

স্বাসিত	১১০২৬; ১৪৩৭৮	স্নেহরসে	১১২১০
স্ববিকল	১৩০৩৩	স্পষ্টার্থ	৯৬১৩২
স্ববেশ	৫২৩২০; ৮১১০০	স্বতন্ত্র	৬০১৫৮৪; ৬৮১৭১
স্বমঙ্গল	৮১১২৯	স্বপ্ন	১১৩৭৮
স্বমতি	১৪৯৮	স্বয়-সুখ-স্বনিত্তে	৬৭১২৪
স্বমেরু	৮১১১৬	স্বস্তায়ন	৪৩১৮৭
স্বমেরুশিখরে	৯৪৮৭	স্বৈদ	৯৭১৫৩
স্বমেরুসুন্দর	১৭১১৫২; ১৭৫১৭	স্বঙরিল	৫২৩২৩
স্বযজ্ঞিত	১৪৭১৮৬		
স্বরচিত	৫৮৫১৯		
স্বরধুনী	৮৩১৫৪; ১৩৩১১৭	হর্ডিপ	১২৬১২৩
স্বরধুনীধারা	৯৪১৭	হরষিতা	৭৯২৯, ৪২
স্বরনদী	১০৩৯০	হরিশুণ	১২৪১৬২; ১২৬১১২
স্বরনদী-জাধে	১০২১৬	হরিদাসচরণে	১৫২১৬৪
স্বরগতি	১০৬১৫৪	হরিনাম	৯৬১৩৫
স্বরপান	১১৮৫৮	হরিনাম-সঙ্কীর্্তন	৯২১৫; ১১৮১০; ১৭৫১২
স্বরক্ষণ	১৫৪১৬৯; ১৭১১৫৩	হরিবোল	৯৭১৫৪
স্বশীলা	১০১১৯	হরিভক্তির	৯২১১
স্বসুখ	১২২৩২৯	হরিষবিষাদ	৫৫১৪৫৩; ৮৭১৭৭; ১৭৭১৭০
স্বহৃদ্যকে	১৭০১০৯	হরি-হর-পাদাম্বুজ	১০৭১০৮
সোঁদর	৬৫১৭৭৯	হরেক্ষণনাম	১৬৫১১৪
সোঁয়াস্ব	৫৫১৪৪৬	হলায়ুধ-বেশে	১৩১৫৩
সোঁয়াগ	৬১২৫	হাতিয়া	৬১২৯
সোঁদামিনী	১৮৯২৮৪	হাথসানে	৩৮১৫৫
সোঁভাগ্য	১৪২১৪২; ১৪২১৬৬, ৭২	হিয়া	৯৫৭
সোঁরভা	৬৭১৬	হিয়াবাস	৭৬১২৩
স্বক-বিলকিত	১৪১২০	হিজোল	৮৮১০৮
স্বনমুখী	১৮৬২০৩	হিজোলো	৬৭১১৯; ১১৩৩০
স্বব	৮০১৬৯, ১০৩১৬৩; ৯৭১৫৫	হকার	৯২১২
স্ববন	৯৮১৮৩	হকার-গর্জন	৯৪১৯২; ১৫৪১৬৯
স্বস্ত	৮৮১৯০	হকার-হিজোল	১০৮১১৪
স্বতি	৮৫১৪; ১৭৪১২৪৬, ১৭৫১৩, ১৮৯১২৯	হকারে	১০৬১৭৭
স্বানন্দান	৮৬১২৯; ৮৭১৭৮	হতাশ	১১৫১৮৭
স্বিক	৪৫১২৩৭; ১৭৯১৩৫	হতাশে	১৫৯১২৫

ছলিছলি	৫৮৫২৬ ; ৬৮১৪১ ; ৭২১১৭৯ ; ৮৩১৪৮	ছ ছকাল-শকামুত	১৬২,৩৯
ছ-ছকার	১০০১১ ; ১০৪১৭ ; ১১০১৪৫ ; ১১৩১৩০ ;	জদয়-উল্লাস	৯৩,৩৪
	১১৪১৪৪ ; ১২৩১২৬, ৪১ ; ১৩৩১	জষ্টচিত্ত	৭৯৩৮
	১১৩ ; ১৫৬/১৪২ ; ১৬৪১৮৬ ; ১৬৭১৬ ;	হেঠ	৬৯৮৫
	১৯৫১৬৬	হেমগৌর	১০০১৩
ছ-ছকারনামে	১৭১১১৪৬ ; ১৮৮১২৫৫	হেমমণি	১১৭,২৫

শব্দ-সূচী সমাপ্ত

স্থানসূচী

	অ	কাঞ্চননগর	১৫৩/৩৮ ; ১৫৪/৫১ ; ১৫৫/৯৬
অগস্তাকুণ্ড	১৮৩/১১৪	কাঞ্চীনগর	১৭৮/৮৩, ৮৪
অধিকার বন	১৯০/৩২৬	কাবেরী	১৭৯/১২৪, ১২৫
অশোকবন	১৮৭/২৪২	কাম্যাকবন	১৮২/৭৪, ৭৭ ; ১৯০/১৩৬
	আ	কাঞ্চিন্দী	৪২/১৪১ ; ৮৭/৬৮ ; ১৩৬/২৭ ; ১৪৪/৮৮, ৯৯ ;
আগ্রা	১৮১/৩৯		১৪৫/১১৬, ১৩৩
আলাহনাবাদ	১৮০/১৫	কাণীদহ	১৮২/৭৪
	ই	কুমুদবন	১৯০/৩২৩, ৩২৫
ইন্দ্রকুণ্ড	১৮৭/২৩৯	কুশিয়ার	১৯৪/২৩
	উ	কুর্মাপুর	১৭৫/৪
উজ্জদেশ	১৮০/১৪	কৈলাস	১৩/১৬১ ; ১৫/২১৮ ; ১৭০/১১৮
		কোন্দলিয়া	১৯০/৩২৫
ঋষিতীর্থঘাট	১৮৩/১০৮	খ	
		খদিরবন	১৮২/৭১ ; ১৯০/৩১৬
একাম্রক-গ্রাম	১৬৯/৭৭	গ	
একাম্র-নগর	৬/১২১ ; ১৬৯/৮০, ৮২	গঙ্গা	৬৩/৬৯৩
		গঙ্গাতীর	৪৩/১৬০, ১৬১ ; ৪৭, ২৮৭ ; ৪৮/৩০৬
কংসকূপ	১৮৩/১১৩	গণেশতীর্থ	১৮৩/১১০
কংসখালি	১৯১/৩৭৫	গয়া	৪৮৭ ; ৮৫/৭ ; ৮৬/১৭ ; ৮৮/৮১, ৯৮ ; ৯৩/২৮
কংসখালিঘাট	১৮৩/১০৬	গোকুন্ড	১৮১/৪২ ; ১৮৭/২১৬
কন্টকনগর	১৫৬/১২৬	গোকুলনগর	১৮৫/১৫৯
কর্ণাভরণ-সজ্জন	১৮৪/১৩৫	গোদাবরীতীর্থ	১৮০/২৩

গোবর্দ্ধন	৮৭।৬৮ ; ১৩৬.২৭ ; ১৫৫।৭২ ; ১৮২ ৭৭ ; ১৮১।১৯২, ২১২ ; ১৮৭.২৩৫	১৪১।৩, ১৫২।৪, ৫, ৮ ; ১৫৮ ১, ১৮৫ ; ১৫৯।৪৩, ৪৭ ; ১৬২।৩৪ ; ১৯৪।২৪, ২৫ ; ১৯৫।৫০, ৫১
গোবর্দ্ধন-গির্জা	১৩২।২৩ ; ১৮২।৭৬	
গোলোক	২৭।৪৯১, ৪৯২ ; ৪৯।৩৫৬	১৫৫।৮০ ; ১৬৪।৮৬
গোড়দেশ	১৯৫।২২	নাগতীর্থ ১৮৪।১৩৫ নাভিগঙ্গা ১৬৭।৩২
		নীলাচল ২৭।৪৮২, ৪৮৪ ; ১৫৭।১৫৭ ; ১৬১।৫ ; ১৮১।২৮
জীয়াড়-নুসিংহ	১৭৫।১৫	নৈমিষারণ্য ১২।১২৩, ১২৫, ১২৯ ; ১৯.৩০৮
ঝারিখণ্ড	১৮১।৩৩	প
		পঞ্চবটী ১৭৯।১১৬, ১১৭, ১১৮ পাবন সরোবর ১৯০।৩৬৮ পুরী ৩১।৫৭২ ; ৩২।৫৮১ ; ১৮৩।৮৮, ৯১, ১১১ ; ১৮৪।১৩৬
		পুরুষোত্তম ৩।১১৯ ; ১৮০।১৭ ; ১৮১।২৩ ; ১৯৫।৬৪ পূর্ব-দশবঙ্গ ১২২ ৬ শ্রীমাগঘাট ১৮৩।১০৭
ভ		ফ
ভমলুক	১৬৭।১ ; ১৯৫।৬২	৮৭।৭৬
ভিন্দুকঘাট	১৮৩।১০৭	ব
দশাশ্বমেধবাট	১৮৪।১৩৪	বহলা ১২২.২৩ ; ১৩৬।২৭ ; ১৮২.৭৮' বারকোণাঘাট ১৯৫।৫১ বারাণসী ১৫৩.৩৭ ; ১৬৭।৫ ; ১৮১।৩৬ বিরজা ১৬৯।৭৫ বিশ্রান্তিঘাট ১৮৩।১০৫ ; ১৯১।৩৭৬ বিষ্ণু ১৮৩।৮১ বৃন্দাবন ২৬.৪৫৭ ; ২৮।৪৯৭ ; ৪২।১৪১ ; ৮৭।৬৮ ; ৮৮।৯৪, ৯৮ ; ১৩১।৭৭ ; ১৩২।৭, ১০০ ; ১৩৬।২৭ ; ১৪০।১৪৯ ; ১৪৪।৯২ ; ১৪৮।২১০ ; ১৫৩।৩৭ ; ১৮১।৪১ ; ১৮২।৬৮, ৭৩ ; ১৮৫।১৭৭ ; ১৮৬।২০০, ২১০ ; ১৮৭।২৪১, ১৮৮।২৪৮, ১৮৯।২৮৭ ; ২৯৬।২৯৮
দ্বীপিড়	১৯৮.৪ ; ১৯৯.৬৯	২৯।৫১২ ; ৩২।৫৮১ ; ১৮৩।৮৮, ৯১, ১১১ ; ১৮৪।১৩৬
দ্বাবকা	৮।২৩ ; ৯.৩৭, ৩৮ ; ১২।১৪০, ২৮.৪৯৭	
দ্বারাবতী	৯।১১৬৪	
নদীয়া	৪।৫১ ; ২৬।৪৭১ ; ৪৯।৩২৫ ; ৫৪।৪২২ ; ৬৯।৭৭ ; ৮৮।১০৪, ১১১, ৮৯।১২৩ ; ৯২।৭ ; ১১৪।৮৮ ; ১১৭।৪১ ; ১১৯।৮১, ৯৯ ; ১২০।১৩১, ১৪২ ; ১২১।১৫২ ; ১২৪।৭১ ; ১২৮।৪২	
নদীয়ানগর	৫।১১৪ ; ৩৯।৮৮, ৮৯ ; ৫৬।৪৬৩, ৪৬৯ ; ৫৮।৫১৭ ; ৬৭।১৯ ; ৬৯।৮৮ ; ৭৬।১২৪ ; ৮১।৯৯ ; ৮৮।১০৭ ; ১০০।১ ; ১১৯।৭৯ ; ১২৫।৯২ ; ১২৯।১ ; ১৫৯।৪৭ ; ১৯৪.২৯	
নদীয়াপুর	৮৯.১১৫ ; ১০৭ ১১১	
নন্দীশ্বর	১৯০।৩৩৬, ৩৩৮	
নন্দীশ্বরগির্জা	১৮৬।২১১	
নবদ্বীপ	৩।৪৮ ; ৬।১১৬ ; ৪৬।২৭৮ ; ৫৬।৪৭২ ; ৭৬।১০৪ ; ৮৮।১১০ ; ৯৩.৫৩, ৫৭ ; ৯৯।১৯৫ ; ১০৬.৬০, ৬১ ; ১১৪।৬১ ; ১১৫।১০৬ ; ১১৮।৫০, ৫৩, ৫৬, ৫৭ ; ১২০।১৩৯, ১২২।২ ; ১২৩।২৪ ; ১৩৬।৪৩ ;	
		১৭।১৪৮ ; ১১৮।৬৭ ; ১৪৫।১৪২

বোধিতীর্থ	১৮৩১১০	বাজপুর	৩/১২১ ; ১৬৭/২৫
ব্রহ্মকুণ্ড	১৮৭১২৩৮, ২৪১	র	
		রাজস্থান	১৮৩/১০২
ভাণ্ডীরবন	১২২১২৩ ; ১৩৬১২৭ ; ১৮৩৮২ ; ১৮৫/১৭৬ ; ১৮৬১২০০	রাজগিরি	৮৭/৫৩
ভার্গবীন্দী	১৭০১১১৫	রাজগ্রাম	১৮১/৪২
		রাঢ়দেশ	১২৪/২৩
		রাধাকুণ্ড	১৫৪/৭২
মধুরা	১৫৪/৪৭ ; ১৮০/১২ ; ১৮১/২৩, ২৯, ৩০ ; ১৮২/৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮ ; ১৮৩/৮১ ; ১৮৫/১৫১ ; ১৮৭/২১৬ ; ১৯০/৩৩৯ ; ১৯১/৩৮১ ; ১৯২/৩৮৩ ; ১৯৩/৪১৭, ৪২২	কুদ্রকুণ্ড	১৮৭/২৩৮
		রেণুকা	১৮১/৪০
		রেমুণা	৩/১১৯ ; ১৬৭/৩
মধুগ্রামশুল	১৮২/৫৫, ৫৬, ৬৪, ৬৫ ; ১৮৩/৮৪, ৮৭ ; ১৮৪/১৪০ ; ১৯২/৪১৩ ; ১৯৩/৪২৬, ৪৩৩	ল	
মধুপুর	১৮১/৪৪, ৪৫	লঙ্কাপুরী	৪/৫০
মধুপুরী	৮৮৯৩ ; ৯৭/১৬৪	লোহবন	১৮৩/৮২ ; ১৮৫/১৬৩
মধুবন	১২২/২৩ ; ১৪৩/৭১, ৭৬ ; ১৪৪/৮৮, ৯২, ৯৩, ৯৪ ; ১৪৫/১৩৩, ১৩৬, ১৪১ ; ১৪৬/১৪৬ ; ১৮২/৭৪	শ	
মহাবন	১৮২/৮০ ; ১৮৩/৮৪ ; ১৮৫/১৫৯	শান্তিনগর	১৯৫/৫৭
মানসগঙ্গা	১৮২/৭৩, ৭৮ ; ১৮৬/২১২ ; ১৮৭/২১৪ ; ১৯১/৩৫১	শ্রীশ্রনাথ	১৭৯/১২৫
মার্কণ্ডেয় সর	১৭১/১৩৭	শ্বেতদ্বীপ	৩১/৫৭১
মুক্তস্থান	১৮৩/৯২, ৯৫	স	
মোক্ষকুণ্ড	১৮৭/২৩৯	গংঘমানাদি-কুণ্ডঘাট	১৮৪/১৩৯
মোক্ষতীর্থ	১৮৩/১০৯	সপ্ততীর্পঘাট	১৮৩/১৮৮
		সপ্ত-সমুদ্রকুণ্ড	১৮৪/১৩২
যমুনা	৪২/১৪১ ; ৮৭/৬৮ ; ১২২/২৩ ; ১৩৬/২৭ ; ১৮১/৩৯, ৪১ ; ১৮২/৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭৪, ৭৫, ৭৯, ৮০ ; ১৮৩/৮৩ ; ১৮৪/১৪৫ ; ১৮৬/১৯১, ১৯৩	সমুদ্র	১৯৮/২৬, ২৭, ২৮, ২৯
		সরস্বতী	১৮২/৭৫
		সরস্বতীকুণ্ড	১৮৪/১৩৩
		সরস্বতীতীর	১৯১/৩৮১
		সর্বপাপহর-কুণ্ড	১৮৭/২৩৭
		সূর্যাকুণ্ড	১৮৭ ২৩৯
		সেতুবন্ধ	১৭৫/৪ ; ১৮০/৬, ৭, ৮
		সেতুপদ্ম-সরোবর	১৮৩/১১৪ ; ১৮৪/১১৬, ১১০
যমুনাকুণ্ড	১৯১/৩৫২	সোমতীর্থ	১৮৪/১৩৪



## ভক্তিগ্রন্থাবলী

<p>১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোক সূচী, বিবরণ সূচী প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। ভিক্ষা, প্রতি খণ্ডে সাধারণ পক্ষে ১৬০ গোড়ীয় বা নদীয়া-পেকাশ গ্রাহক পক্ষে ১/০</p> <p>২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ১০/</p> <p>৩। গোড়ীয়-গৌরব ১/০</p> <p>৪। গোড়ীয়-সাহিত্য ১০</p> <p>৫। ভজননন্দন ১০</p> <p>৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১/</p> <p style="text-align: right;">আবাঁধা ৬০</p> <p>৭। গীতা (শ্রীবন্দনভাষ্যসহ) বাঁধা ২/ আবাঁধা ১১০</p> <p>৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি-টীকা-সহ) বাঁধা ২/ আবাঁধা ১১০</p> <p style="text-align: right;">গীতার কেবল মাধব-ভাষ্য ১১০</p> <p>৯। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌভঃ সানুবাদ ২/</p> <p>০। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ ১১০</p> <p>১। জৈবদর্শন ২/</p> <p>২। শ্রীচরিতামৃতস্তুতি (চতুর্থ সংস্করণ) ৬০</p> <p>৩। গোড়ীয়-কণ্ঠহার ২/</p> <p>৪। প্রেমাববন্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১১০</p> <p>৫। দ্বীপ-দ্বন্দ্বদর্শন ১/০</p>	<p>১৬। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) - ১০/০</p> <p>১৭। আচার ও আচার্য্য ১০/০</p> <p>১৮। নবদ্বীপদাম-গ্রন্থমালা ৬০</p> <p>১৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ১০/০</p> <p>২০। শ্রীনবদ্বীপদাম মাহাত্ম্য ১/০</p> <p>২১। নবদ্বীপদাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড) ১/০</p> <p>২২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ১০</p> <p>২৩। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্শন ১০/০</p> <p>২৪। শরণাগতি, গীতাবলী, সাধনকণ, প্রেমভক্তিচঞ্জিকা, নবদ্বীপশতক, অর্থপঞ্চক ও সদাচারস্মৃতিঃ মোট ১৬০</p> <p>২৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ও অর্চনকণ ১০/০</p> <p>২৬। সাধককণ্ঠমণি ১০/০</p> <p>২৭। সংস্কার-দীপিকা ৬/</p> <p>২৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১০/০</p> <p>২৯। সানুভুক্তিশিক্ষাষ্টকম্ ৬০</p> <p>৩০। শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভুর শিক্ষা ৬০</p> <p>৩১। মণিমাঞ্জুসী সানুবাদ ৬০</p> <p>৩২। গৌবন্ধুক্ষোদয়ঃ ৬০</p> <p>৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৮/</p>
--	---

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্মের কয়েকখানি ইংরাজি ধর্ম-গ্রন্থ আছে পত্র পাঠাইলে ডাকযোগে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

### প্রাপ্তিস্থান :-

- ১। শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
- ২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১নং উক্টাডিন্দি জংসনরোড  
কলিকাতা।
- ৩। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ—২০নং নবাবপুররোড, ঢাকা
- ৪। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—উড়িরাবাজার কটক
- ৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—পোড়াকুঠী, পুরী
- ৬। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ—৪নং দ্বিজীবনপুরা, কাশী
- ৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দিল্লী কাষাণয়, ১০।২ হনুমানরোড,  
নিউদিল্লী।
- ৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ—ছিপিগলি, বৃন্দাবন।

# প্রয়োজনীয় অংশের পদ্যসূচী

( প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ )

অ		অন্যাসে সব লোক	
অকর্ম হইয়া	১২৩।৩২	অন্যাসে সর্কনিধি	১১৮।৫৪
অকারণে করুণা করয়ে	৩৫।৬৭	অনুগত-আর্ক্তি প্রভু	১৩৬।২২
অকিঞ্চনজন-সঙ্গে	১০।১২৩	অনুগত গুণ গায়	৯৯।২০৫
‘অক্রুব, অক্রুর’ বলি’	১৮।১৪৬	অনুরাগের দধিখানি	১০০।৯
অখণ্ড-পীয়ূষ	১০৪।২	অন্তরে জানিলে প্রভু	১৬৪।১০৮
অখণ্ড পীয়ূষধারা	১০০।১০	অন্ধজন দৃষ্টিহীন	৫৫।৬৬৬
অখিল-ভুবনপতি	১০।১২১	অন্ধকার দূরে গেল	৭০।১১১
অখিল ভুবনে এক কঠা	১৩৪।১৩৩	অন্ধকণ্ঠে মরো মুক্তি	১৯৮।১১
অখিলে পড়াইবে	৬৩।৭০৩	অন্ধবুদ্ধি কবিয়া	১৭৩।২০০
অগ্রাহ শিবের	১৭।১৯৮	অন্তোহন্তে বিবোধ কেন	৩০।৫৩৭
অঙ্গুলি হেলায়া প্রভু	১০২।৩৫	অপরোধ নাতি	১৭৬।৩৮
অঙ্গের ছটায় যেন	১০৮।১১৫	অপাণিপাদো	৯৫।১০৫
অচল ব্রহ্মের কাছে	১৭৩।২১০	অপ্রাকৃত মদন বলিয়া	৯৯।১৯৩
অজ হঞা জন্ম লয়	১৮।২২৭	অবতার শিরোমণি	৯০।৫৬৬
অজামিল নামে পাপী	১১৮।৬৬, ১২১।১৪৬	অবধূত আইলা বলি	১১৬।৩
অতি অপরূপ	১২৮।৪৪	অবধূত নিত্যানন্দ	১১৮।৭৪
অতি অপরূপ কথা	১০।১২৬	অবাধ বরুণা প্রেমা	৯৭।১৪০
অতি অপরূপ কথা	১১৭।৪২	অবৈষ্ণব শতপুত্র	১৪৬।১৬৪
অর্ষেত আচার্য গোদাঞি	১৩২।৮৮	অভিন্ন করিয়া য়েই	১৭০।১০৪
অধম জনের মনে	১০।১২৬	অভিনব-কামদেব	৯৯।১৯৩
অধম বলিয়া ঘৃণা	৮৯।১১৭	অভিষেক করি	১২৫।১১১
অধ্যাত্ম-চরচা	১০৭।১০১	অভিষেক করি কেহ	১৮৯।২৯৮
অধ্যাত্ম-চরচা তবে	১০৩।৬৭	অমিয়া মাখিল	৯৪।৮৪
অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা	১০৫।৩৬	অমৃতের সার	১১৫।৮২
অধর্ম বাড়িল	৮।১৩	অশুচি অশুচি বলি	৪৫।২২৭
অধর্ম বিনাশ হেতু	৩১।৫৫৫	অশুদ্ধ তাহার মতি	১৭০।১০৩
অধিক করয়ে	১১৯।৯২	অসংখ্য জীবেরে দয়া	৩৪।৬৩৮
অনন্ত মহিমা ধীর	৫৮।৫১৩	অসুর-সংহার হেতু	৯৯।৫৫৫
অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম	৩৪।৬৩৭	অহঙ্কারে মত্ত হঞা	১৫০।৩২

অহঙ্কারে মুগ্ধ মূচ্ছিত	১১১৯৪	আপনে আপন রস	৯৩।৫০
অহে পতি-গতি	১৮৮।২৮১	আপনে সে এক আত্মা	১০৫।৩৭
আকাশ-কথায় কবে	১৭৬।৩৪	আপনে ঠাকুর	১৩৫।১৯
আকাশের ভাবা যবে	৩৫।৬৬২	আপনে ঈশ্বর হঞা	১৫০।৩৪
আঁখির পিয়াম দেপি	১০১।১৭	আপনে কইয়া বৃক্ষ	১৬২।৩১
আগে জ্ঞান হয়	১১১।৭৭	আপনে ব্রহ্মণ্যদেব	১৭০।৯৯
আগাও ঈপ্সিত	২০০।৮১	আপনে ঠাকুর কৈল	১২৪।৫৫
আচম্বিতে গগনে	১৭৬।৩৭	আপনে ঠাকুর নিজ	১৩৬।২২
আচম্বিতে মেঘারম্ভ	৯৯।১৯৮	আপনে ঠাকুর সভার	১৫৭।১৪৯
আচম্বিতে উঠি' কহে	১০১।৩০	আপনে করয়ে স্তুতি	১৮৯।২৯৭
আচম্বিতে সব মোর	১৮২।৬১	আপনে করয়ে	১৯৯।৫৯
আচ্ছাদিল সর্বজন	১৫৭।১৪৮	আপনে ঠাকুর দেই	৬১।৬৩৮
আজি হৈতে রাখা রাজা	১৮৯।২৯৮	আপনে স্বতন্ত্র রাখা	৬০।৫৮৪
আজিচো না জানি	১৬৮।৫১	আপনেই কৃষ্ণ	১৫৭।১৫০
আন পরসঙ্গ নাহি	৯৪।৭৪	আপনার ঘরে গিয়া	১৮৮।২৬৭
আনন্দ পরমানন্দ	১৮৮।২৮১	আপনার দেহ প্রভু	৬২।৬৫৩
আনন্দে সকল লোক	১২৬।১১২	আপনার দোষ	১৯৯।৫৮
আনন্দে বৈষ্ণব সব	১১৩।৩২	আপনারে ধন্য মানে	১৫৬।১২৩
আন্ধলের লড়ি যেন	৪২।১৫১	আবরণ ক্রমে তারা	৯৯।১৯৪
আনিয়ে পাথর দেখি	১৮৪।১২৫	অবিচ্ছিন্ন দেখে	১৯১।৩৫৮
আনের তনয় আনে	১৪৮।২০০	আবেশের বশে করে	১৩২।৯৩
আন্ধলের লড়ি	১১৫।১০০	আমার অর্জিত তরু	১০২।৩১
আপন আবেশ ধরি	১২৯।৬	আমার ঠাকুর প্রভু	৪।৬১
আপনা অধিক কেনে	৬১।৬৩৯	আমার নিস্তার হয়	১৬৭।১৯৮
আপনা না জানে মৃত	১৪৭।১৮৮	আমার ভকত-হিংসা	১০৬।৬৪
আপাদ-মন্তক পুলক	১০৪।৬	আমার ভক্তি বিহু	১০৯।১৫
আপাদ-মন্তক প্রভুর	১৭৮।১০১	আমি কি কহিতে পারি	৬৫।৭৬৭
আপনি আপনদাতা	৩৮।৪০	আমি কি জানিয়ে	১০৩।৫৮
আপনি ভুঞ্জিমু	১১৭।৩৯	আমি জল, আমি স্থল	১৫।১ ০
আপনি করিয়া	১৯৯।৫৮	আমি জলে থুইলে	১৮৪।১২৪
আপনে ঈশ্বর তুমি	৯৪।৭৮	আমি মহাধর্ম	১৮৮।২৭০
আপনে আপনা তুমি	৯৫।১০০	আমি তিনলোকসার	৫০।৩৬৯
আপনে ঠাকুর সেই	৩৭।৫৮২	আমি দেব ভগবান্	৫৭।৬০৭

আমারে উদ্ধার কর	১২৭।৬	উজ্জ্বলিতাকরমরীচি	১০৯।৮
আমারে বিড়ম্বে বেদ	২৫।১০৪	উপমা দিবার নাহি	১৬২।৩০
আমারে না চিন	১৭৮।১০৪	উপমা দিবারে নাহি	১১৮।৪৮
আমারে মারিলি	১৭৬।৩৫		
আমারে যেমত আঞ্জা	১৭৭।৫৫	উৎসুখে নবনীত	১৮৫।১৫৬
আমা হেন কোটি অষ্টভৈর	১০৪।১১		
আমি ত সন্ন্যাসী	১২৭।১০৪	এ কথা বৃত্তিতে নারে	৬।১৬৩২
আমি আনি দিব	১৪৮।২০২	এ কাঠ-কঠিন	১৬৩।৭০
আর ষা পরযুগে	৬০।৫২০	এখানে আছিল	১৭৬।১২
আরাধিতো যদি	২৮।১৭০	এতেকে ভকত দেহ	৬।১৬৩৬
আর অপরূপ হের	১৮২।২২৬	এ দিবা-রজনী যায়	১২২।৪০
আর অবতার হেন	৩১।৫৫২	এ দেহের আত্মাতোমা	৮৫।১২
আর যত রুদ্র অংশ	৩২।৫৮০	এ দেহের আত্মা	১১৫।১০১
আহিড়ী ঘণ্টার রব	১৬২।৪২	এ বোল স্তনিঞা রাধা	১৮৪।১১২
		এ বোল স্তনিঞা	১৮৪।১২৫
ই		এ স্তম্ভি পরমভঙ্গ	১০২।৪৩
ইঞ্জিতে করিব তাচা	৬৮।৫২	এতব সংসার	১৩৩।৩১
ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি	৬২।৬৬০	এহেন করুণা	৩৮।৩২
ইন্দ্রকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড	১৮৭।২৩২	এ হেন করুণা নাহি	৭৬।১০০
ইন্দ্রনীল-বরণ	২৫।১১০	এ হেন করুণানিধি	১২।১৩৮
ইন্দ্রনীলমণিকান্তি	১০৩।৬৮	এ হেন করুণাসিদ্ধ	১২৩।৩৫
ইহা বলি নাহি মানে	৬২।৬৪৭	এহেন ঠাকুর	৬০।৬০১
ইহা বলি ভারতীর	১৫৫।২০	এ হেন ঠাকুর	১২।১৩৫
ইহার অধিক আর	১২২।১৭	এ হেন ঠাকুর	১২৬।১৩৫
ইহার উপায় মোরে	১২৬।৮৮	এ সময়ে অসুচিত	১১৫।৭৩
		এই কৃষ্ণ গৌরচন্দ্র	১৭৩।২২১
ইন্দ্রে অর্পিলে সব	১০২।৪৫	এই কলিযুগে	১৭৫।৮
		এইখানে চুরি করি	৬০।৬০৫
উচ্চ্বরে কর	১১৮।৭২	এইখানে বসুদেব	১৮৪।১৪৪
উচ্ছষ্ট না লয়	১৭০।১০২	এইখানে হৈল কৃষ্ণ	১৮৪।২৪৩
উচ্ছষ্টভোজিনো	১৪।১৮৫	এই অগ্নাধ	১২৬।৮৫
উৎপত্তি প্রেয়স আমি	১৪।১৮১	এই তবু জানিবে	১৩২।৮৭
উথলিল প্রেমসিদ্ধ	১১৭।২০	এইত কারণে নয়	১৩৫।২১
উদ্বলে চটি	১৮৫।১৫৬		
উদ্বলে বাকে লৈয়া	১৮৫।১৫৭		

এই হৃদয়ে একবর্ষ	২৩৪০০	এরূপ মাহুষ নাই	১৫৬১৩০
এই ধর্ম করি' যেন	১৬১১৭	একটা সম্মান করে	৫৫১৪৫১, ৪৫২
এই পরিচর্যা ধর্ম	৬০১৫৮৯	এড় গীতা অধ্যায়	১০৩৬৫
এই ভগবান্	১৭৮৮৭		
এই মত ভাগা মোর	১৬২১১৪	ঐছন ঠাকুর আর	১২৩২৯, ৩৬
এই মতে কলির পাপ	৩১৫৬৩	ঐছন ছন্দাজ মায়া	১২৫১৪৩
এই মতে লোকশিক্ষা	১২৬১২৪	ঐছন প্রকাশে	১২৩৩৪
এই মহাপ্রভু	১৭৪১২৪১	ঐছে মায়া দেখাইল	১০২১৩৮
এই মহাপাষণ্ড	১০৫১২২		
এই যজ্ঞ কলিকালে	১৩২১৯০	ওকি গৌরান্ন জয় জয়	১১১১০৬
এই শুক, প্রহ্লাদ	১৮২১৫০	ওহে অকিঞ্চন নাথ	১২৭১৮
এই সেই ভগবান্	৭৩, ১৯		
এই সেই ভগবান্	১৭৯১৩৩	ঔষধ না রুচে মুখে	২০০১৭৮
এই সেই ভগবান্	১৭৯১১৪২		
এক অঙ্গে তিন	১১২১১৩৩	কত কত জীব আছে	২০০১৭৫
এক অব্যয়	১০৫১৪৫	কত কোটি কামের	৬৪১৭৩৬
এক অংশে বাহার	৩৩৬১০	কপিল ঠাকুর যেন	১০৩৮৬
এক অংশে সেবা করে	৩২৫৭৯	কতু নাহি দেখি হেন	১২১২০
এককালে আছে কৃষ্ণ	১৮৪১১১৭	কমণ্ডলু করি ব্রজা	৭৪৪৯৯
একাজুলাই মধু	১০৫১৪৪	কমলা বাহার পদ	১৩২১৯৬
এখনে স্তনিল	১৭৪১২৪১	কমলাক্ষ তুমি	১০৭১৮৮
এক গোপী লঞা	১৮৯১৩০০	করিনে আমাতে ভক্তি	১০৯১১৭
এক জন মহিমা	১১৮১৪৭	করিছ আমাতে ভক্তি	১০৯২১
একদিন গেল	১৯৬১৭৪	করণ শরণ ভেল	৯৮১১৭২
একাদশী তিথি অন্ন	৬১৫১৮	করণা কর্দ্দগে তুমু	১৬২১২৮
এক ভক্ত অঙ্গে	৯৭১১৪৭	করণা কারণ আসি	১৩৪১১৩৩
এক মুখ হউক লোক	১২১১১৪	করণা কিরণে	৯৩৫৪
এক মহামতি	১৭৮১৯০	করণাতে উদ্ধার	১২০১১১৮
একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী	১০৫১৩৭	করণা প্রকাশ দেখি'	৯৭১৫৯
এমন করণা প্রভু	৪৯১৩৪৭	করণা প্রকাশে	১২৩২৮
এবে কলিয়ুগ	৩৭১৩৮	করণাবিগ্রহ আরে	১২১১৫০
এবে নাম সঙ্কীর্্তন	৩১৫৬৪	করণাবিগ্রহ প্রভু	১০৩১৭৫
এতকাল নাহি শুনি'	১৭৪১২০৯	করণার অবতার	১২৫১৮৭
এথা পরিহার মাগে	১৮৪১১৪৩	করণাসমূহ করে	১২৪১৬৩

করুণাসাগর	১২৬।১১৫	কল্পবৃক্ষ রত্নবেদী	৯৬।১১৩
করুণাসাগর কয়ে	১২১।১৫১	কহিতে কহিতে প্রভু	১১।১০৪, ১৩।১৪৯
করুণাসাগর প্রভু	১২০।১৩৭, ১২৫।৮৭, ১৭৯।১৪০	কণ্ঠি কাতর কথা	১৬২।১৫
কর্ম অনুসারে জীব	১৯৭।১২২	কহিল আশারে	১১২।৯৪
কর্মদোষে হুংগ পাও	১৯৯।৪৪	কাত্যায়নী জনম লভিল	৩৬।৬১৪
কর্মদোষে ভব-ব্যাধে	২০০।৭৯	কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিল	১১৯।৮
কর্মবন্ধ যুগাইয়া	১২৩।২৯	কানড়া কুম্মাকৃতি	১৭৮।১০৮
কর্মবন্ধে বন্দী	১৯৯।৪৫	কান্তি কৃষ্ণ বর্ণ কৃষ্ণ	২২।৩৬১
কর্মবন্ধে ভ্রমিতে ভ্রমিতে	২৬।৪৫১	কান্তিতে অকৃষ্ণ সেই	২।৩৫১
কর্মসূত্রে বন্দী জীব	২৪।১১৮	কামিনী মোহন বেশ	১০৮।১১৭
কর্মসূত্রে বন্দী হৈয়া	১৪৭।১৮৮	কাম্য কৈল—দাসী হব	১৮৬।২০৬
কর্মীকর্ম-শুভাশুভ-বন্ধ	১০২।৪২	কারো বশ নহে	১৪৮।২১৩
কলিদর্পদমন	১১০।৫৪, ১১১।৬৭	কাছে মুগী আইসে	১৬২।৪২
কলি দৌষময় দেখ	১৮।২৮৬	কাণ্ডারীর রূপে	৭৬।৯৯
কলি ছাপর যুগে	২৩.৩৯৯	কাহু কহে—আইস	১৮৯।৩০২
কলি ছাপরেতে এক	২২।৩৬৩	কান্দয়ে এখানে গোপী	১৮৯।৩০০
কলি পীত সঙ্কীর্ণনধর্ম	৬০।৬০৮	কান্দে করি' লগণা	১৬৬।১৪০
কলি বা ছাপর	২২।৩৬২	কামদেভুগণ তথা	৯৬।১১৪
কলি মূর্তিমন্ত আছে	৯৬।১২৮	কার্য-অবতার	৫৯।৫৫৬
কলিযুগধর্ম	১২।১৩৮	কাহারও হৃদয়ে	১৬৩।৫১
কলিযুগবিশেষে	১৭।২৭০	কি আজ আইলা	১৭৫।১১
কলিযুগ হেন	১০৫।১৯	কি করিব, কোথা	৯৪।৭৬
কলিযুগে এক অংশ	৮।১২	কি কহিব তার গুণ	৩৫।৭৬৮
কলিযুগে কৃষ্ণভক্তি	১০৫।১৯	কি কাজ এ ছার	১৩৯।১২৭
কলিযুগে গোরা কৃষ্ণ	২৪।৪১৪	কি কাজ করিলু	১৭৬।৩৩
কলিযুগে গোরদেহ	৬০।৫২৩	কি কি বলি জাঁধি	১৭৮।৯৯
কলিযুগে ধর্ম	১৭৫।১২	কি জানহ ভগবান্	১৫৩।৩১
কলিযুগে ভক্তি নাহি	১০৪।১৮	কি নারী পুরুষ	১৪৭।১৮৩, ১৫০।২৯
কলিযুগে শক্ত কেহ	১৩৫।১৮	কিবা বা ঈশ্বর	১৭২।১৮৫
কলিযুগে সঙ্কীর্ণন	১৭৯।১৩৮	কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা	১৬৩।৫২
কলিযুগে সর্ক	১৩৫।১৯	কিবা ভক্ত, কিবা	১৯৫।৫৪
কলিযুগে হরিনাম	১৩৫।১১	কিবা রাজা, কিবা প্রজা	১৯৭।১২২
কলি-লোক বহিষ্কৃত	১২।১৩৭	কিবা কৃষ্ণ কিবা	১৮৮।২৬৮
কলি-সর্কজনের	৫৮।৫৪৩	কি বিধান আছে	১৭৪।২৩১

কি স্মৃতি ঝঞ্চিত	৪৪।১৯৬,৪৫।২২৭	কৃষ্ণবলরামে দেখে	১৯।১৩৫৬
কি হৈল কি হৈল	১৭৮।৯৭	কৃষ্ণবিহু জীবন	১৩৯।১২৭
কুকুরের মুখ হঠতে	১৭৩।২০২	কৃষ্ণ বিহু ধর্ম কর্ম	১৩৯।১২৯
কুকুর তরিয়া যা।	৪৯।৩৫২	কৃষ্ণ ভজিবার তরে	১৫০।৩২
কুড়িটা নখের চটা	১০।১।২	কৃষ্ণমহোৎসবে বাধা	১০৫।২১
কুলবতী কুল চাড়ে	১০।১।৮	কৃষ্ণ সর্কেশ্বরের	৪৪।১৯৮, ৬২।৬৪৬
কুলরত ভঙ্গ কৈল	১৮৮।২৭৭	কৃষ্ণসেবা করে নিতি	১০৩।৮২
কুলের প্রদীপ মোর	১১৫।৯৪	কৃষ্ণ হঠতে কৃষ্ণ	১৮৯।২৮৯
কুলে শীলে শুণে	৬৫।৭৬৬	কৃষ্ণহীন লোক দেখি	১১।৯৪
কুঠব্যাপি হঠবে তার	১০৬।৬৬	কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য	৩৫।৬৫৩
কৃষিকর্ম করে	১৭৬।৯	কৃষ্ণের কেবল দয়া	১২৭।১২১
কৃষ্ণ অমুরাগে সদা	৩৪।৬৩৮	কৃষ্ণের চরণ ভঞ্জে	১৪৩।৬৬
কৃষ্ণ এট, কৃষ্ণ এই	১২৩।৪২১	কৃষ্ণের প্রকাশ নারায়ণ	১০২।৫৪
কৃষ্ণ এই ছুট বর্ণ	২০।৩৫০	কৃষ্ণের বিহার	১৮২।৬৭
কৃষ্ণ কণারসে	১২৭।২	কৃষ্ণের সকলি জ্ঞান	১৮২।৫৩
কৃষ্ণকথা লোভে নুল	৮।২৭	কৃষ্ণের সেবক আমি	১৪৩।৬২
কৃষ্ণ কেশব	১৬৪।৯৩	কৃষ্ণের হুড়িপ হইয়া	১২৬।১২৩
কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে	১৪৮।২০৪	কৃষ্ণের সমর্পণে দেহ	৬০।৫৮৮
কৃষ্ণ জ্ঞান নাহি	৮৬।২৭	কে তুমি তোমার পুত্র	১৪৭।১৮২
কৃষ্ণদীক্ষা বিহু	৮৭।৬২	কেনে কান্দে রাধা	৮।৮
‘কৃষ্ণ’ হু’আখর	৬০।৬০৩	কেনে দেশে দেশ	৮।৭
কৃষ্ণ না ভজিলে	৮৬।২৫, ১২৫।৯৯	কেনে বা কীর্তনে লুটি	১৬
কৃষ্ণ না ভজিলে বিজ	৮৭।৫১	কেনে বা নাগর বেশ	৮।৭
কৃষ্ণনামে নিরন্তর	১১৫।৫৯	কেনে রে আবোধ	১৭৬।৩৮
কৃষ্ণ না সুনিল	১১।৯৩	কেনে শ্রাম মরণ ত্যজি	৮।৬
কৃষ্ণ নাতি ভজি	১৪৩।৬১	কেবল কৈবল্য অর্থ	৯৬।১৩১
কৃষ্ণপদ বিহু মোর	১৫৫।১১১	কেবল পরম প্রেমা	১৬২।২৯
কৃষ্ণ-পাদাঙ্কুশপ্রেম	১০৫।৪৮	কেমনে জানিব	১৭৬।৪৪
কৃষ্ণপাদাশ্রয় কথা	১৭৪।২০৭	কেহ বলে পরাংপর	৩০।৫৩৩
কৃষ্ণ পাশরিয়া	১৩৯।১৩৮	কেহ বলে সর্কেশ্বাপী	৩০।৫৩৫
কৃষ্ণপ্রেম বিহু ধর্ম	৯৭।১৬৮	কেহ বেদ অমুসারে	৩০।৫৩৬
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি	১১১।৭৬	কেহো আগে কেহো পাছে	৭৭।১৩৫
কৃষ্ণ প্রেমানে যদি	১০৩।৬৬	কেহো নাহি জানে	৯৫।১৩
কৃষ্ণ বলরাম-সঙ্গে	১১৭।১৪	কেহো ষারে বোলে	৩৭।৭

কৈবল্য সে মুখ্য হয়	৯৬।১৩২	গানরূপে বেদের	১৩২।৮০
কোকিণ কোটাল হঞা	১৮৯।২৯০	গাঙ্ককার ভাবে	২৪।৬৭
কোটি ইন্দু জিনি জ্যোতিঃ	১১।১০৭	গুণ নাম সংকীৰ্ত্তন	১২।১৩৯
কোটি কাম জিনি	১১।১০৭, ৪৫।২৪৬	গুণ সংকীৰ্ত্তন নাম	১২।১১৩
কোটি কামরূপ দেহ	৬৭।১২	গুণসংকীৰ্ত্তন কর	১০।৩।৬৭
কোটি কুসুমধর	১০৮।১১৫	গুণে সে গুণের ভোগ	৬।১।৬৩৫
কোটি কোটি পাতক	১৬৭।৩০	গুরুভক্তি লওয়াবারে	১৫৭।১৬১
কোটি সরস্বতীকান্ত	৬৩।৭০২, ৮৫।৬, ১৭২।১৮৪	গুণ-লতা জয় উদ্ধব	২৬।৪৫৬
কোটি সর্পদংশনে	১৪৫।১১৭	গৃহীজন মনঃ পাপে	১৪২।৩৩
কোথা কৃষ্ণ পরমাশ্রা	২৬।৪৬৩	গো-গোপী-গোপাল সঙ্গে	৯৬।১৩৫, ৯৯।১৯১
কোথা কৃষ্ণ মানুষ	৬২।৬৪৫	গোপকুমারিকা ব্রত	১৮।৬।২০৬
কোথা গোপী বনচারী	২৬।৪৬৩	গোপগণ দেখে	১৯।১৩৫৯
কোথা হৈতে আইলা	১৮২।৪৯	গোপবধু যাহা লাগি	১৫৬।১২২
কোন্ অবতারে কোথা	৭৬।১০০	গোপীকার শুদ্ধ প্রেম	১৮।৯।২৯২
কোন্ কালোভগবান্	১৯।৩২৮	গোপীকা লম্পট সেহ	৫৯।৫৬৫
কোন মতে দেখো	১৯৬।৮৮	গোপীর অংশিনী রাধা	১৮৯।২৮৮
কোলে করি' লেহ	১৮৫।১৬৫	গোপীর জীবন ধন	৫২।৩৯৭
কোপীন প্রসাদ তারা	১১৫।৭৬	গোরাগুণ কহিতে	১০।৪।২
ক্রীড়া করে মহাপ্রভু	১০৫।২৪, ২৭	গোরাগুণ গরবে	৩।১৯
ক্রোধ করি' স্মদর্শনে	১২০।১১২	গোরাগুণ ভজ ভাই	১২৬।১৩৪
ক্ষণেকে অন্তরে দেখে	১১৩।২১	গোরাচান্দ-উদয়ে	১১৫।১০১
ক্ষণে অলৌকিক বোলে	১০০।৩	গোর-কৃষ্ণ-ছটা	১৭৮।১১১
ক্ষণে গোরলীলা	৯৯।১৯৬	গোর অঙ্গ দেখি	১৭৮।১০১
ক্ষণেক ভঙ্গুর এই	১৪৭।১৯০	গোর অবতার মুই	১২।২১২
ক্ষণে শ্রামলীলা	৯৯।১৯৬	গোরচন্দ্র ঝাণিবর	১৭৮।৯৯
ক্ষিতি জল বায়ু	৪৫।১৯৭	গোর দীর্ঘ কলেবর	১১।১০৩, ১৭৯।১৩৯
		গোরদেহে শ্রামতমু	৯৯।১৮৯
		গোরর পদ কমলে	৮৯।১১৯
গগনে একলা চাঁদ	৪১।১১৩	গোরলীলা দেখি	৯৯।২০১
গঙ্গা আদি করি জীর্ধ	৬২।৬৫০	গোরশরীরে প্রভু	১২২।২০
গদাইর গোরাক্ষ	১৩০।২৫	গোরাক্ষ আনন্দে নাচে	১১।১।৬৬
গদাধর পণ্ডিত এই	১৩২।৮৭	গোরাক্ষ বেড়িয়া	১৮।১।৩৪
গদাধর রাধারূপ	৯৯।১৮৯		
গমনের কালে ছত্র	৩২।৫৭৮		
গদ্যতে পাইলে	৯৩।২৮	ঘর-সরবস-ধন	৪২।১৫২

গ

ঘ



ସୁଚାଓ ଦାରିଦ୍ରୀ-ଜ୍ଞାଣା	୧୯୮୧	ଜଗତେର କର୍ତ୍ତା	୧୦୧୧୧୧
ସୁଚିଲେ ନା ସୁଚେ	୧୯୮୧୮୮	ଜଗତେର ଖୋକ ମୋରେ	୧୯୮୧୮୮
ସରେ ସରେ ଫିରେ କେନେ	୮୮	ଜଗନ୍ନାଥ-ଭଗ୍ନ	୧୧୧୧୧୧
ସୋର କଳିସୁଗ	୧୩୧୮୧୧	ଜଗନ୍ନାଥ-ଉପାରେ	୧୯୯୧୧୧
ସୋର କଳିସୁଗେ ଆର	୧୨୧୧୩୩	ଜଗନ୍ନାଥ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ	୧୧୧୧୮୮
ସୋଷଣା କରହ ଶିବ	୧୨୧୧୨୧	ଜଗନ୍ନାଥଦେବ-ପୂଜା	୯୮୧୮୮୨
ସୋଷଣା ଦିବାଦେ ସାମ	୧୩୧୧୧୦	ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଦେଖିଲେ	୧୯୯୧୧୮
		ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳେ	୧୯୮୧୧୦
		ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଖ ଦେଖ	୧୯୯୧୮୮
ଚଣ୍ଡାଳ ପତିତ କିବା	୧୯୯୯୯	ଜଗନ୍ନାଥ ଛାନେ ନ୍ୟାମୀ	୧୯୯୧୧୧
ଚତୁର୍ଦ୍ଦିନ ଲୋକମଧ୍ୟେ	୧୮୧୧୧୮୯	ଜନମ ସରଣ ମାତ୍ର	୧୧୧୧୧୮
ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଖି	୧୧୩୧୧୦	ଜନମ ଲାଭିବ ନିଜ	୩୧୧୧୧୮
ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଜନ	୧୦୨୧୧୧	ଜନମେ ଜନମେ ଆମି	୧୮୩୧୮୨
ଚତୁର୍ଭୁଜେ ସ୍ତବ କର	୧୧୧୧୩୨	ଜ୍ୟୋ ଜ୍ୟୋ ରହ ଯୋଗ	୧୯୧୧୮୧
ଚମତ୍କାର ଶୀଳା ଦେଖି	୯୯୧୧୧୧	ଜୟ ଜୟ ଅଗତିର ଗତି	୮୯୧୧୮୯
ଚନ୍ଦ୍ରମଧ୍ୟରେ ଗନ୍ଧାମ	୧୮୮୧୧୮୯	ଜୟ ଅଜାମିଳ	୮୮୧୧୮୦
ଚଳ ଚଳ ନିଜଗୁଡ଼େ	୧୮୮୧୧୮୯	ଜୟ ଜୟ ଅହଲ୍ୟା	୮୦୧୧୮
ଚଳିଲା ଗୋରାଜ	୧୮୮୧୩୧	ଜୟ ଗଜରାଜକେ	୮୮୧୧୧୯
ଚାରିସୁଗେ ଚାରିବିବ	୧୩୧୧୮୮	ଜୟ ଜୟ ଗଜକେ	୮୮୧୧୧୧
ଚିନ୍ତାମଣି ଭୂମି	୯୯୧୧୧୩, ୧୦୯୧୧୮	ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀପଦ୍ମୀ	୮୮୧୧୧୧
ଚୁସନ କରରେ	୧୮୧୧୧୮୮	ଜୟ ଜୟ ସର୍ବଜନନାଥ	୮୮୧୧୮୮
ଚୁରି କରି	୧୩୧୧୧୩୧	ଜୟ ମହାମହେଶ୍ଵର	୧୦୩୧୮୩
ଚୈତନ୍ୟଚରିତ-କଥା	୧୧୮୧୧୧୧	ଜାନିକ୍ରା ଭକ୍ତ	୧୯୯୧୧୧
'ଚୈତନ୍ୟସଂହାର'ନାମ	୧୧୮୧୧୧୧	ଜାନିବେ କୀର୍ତ୍ତନ-ସଞ୍ଜ	୧୩୧୧୮୮
		ଜାନିଆ ନା ଜାନୋ	୧୮୮୧୧୩
ଛାଡ଼ି ନିଜ ପତିବ୍ରତ	୧୩୧୧୧୦	ଜାନିଆ ଶୁନିଆ କେନେ	୧୧୧୧୧୯
ଛାଡ଼ିଆ ଧରିଲ ଦଣ୍ଡ	୧୮୧୧୧୧୩	ଜଗାହି ଯାଧାହି ପାପୀ	୯୯୧୧୮
		ଜନମିବ କୃଷ୍ଣ	୧୧୧୧୧୮
ଜଗତ-ଭୂର୍ଜ୍ଜ	୯୩୧୧୧୩, ୧୩୮୧୧୧	ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ନହେ	୧୯୯୧୮୮
ଜଗତ-ଭୂର୍ଜ୍ଜ କୃଷ୍ଣ	୧୮୮୧୧୩	ଜନ୍ମାବଧି ରହିଲ	୧୮୧୧୧୮
ଜଗତ-ଭୂର୍ଜ୍ଜ ହେର	୮୧୧୮୮୨	ଜାତି-କୁଳ-ଶୀଳ-ଭୟେ	୧୧୧୧୧୨
ଜଗତ-ମୋହନ ଶୁଣେ	୧୮୮୧୧୮୮	ଜାନିତେ ନା ପାରେ	୧୩୧୧୧୨
ଜଗତେ ସତେକ	୧୦୩୧୧୦, ୧୩୧୧୧୩	ଜିହ୍ଵାୟ କୃଷ୍ଣେର ନାମ	୧୮୧୧୧୧
ଜଗତେ ସତେକ ହିସା	୮୮୧୧୧୧		
ଜଗତେ ସତେକ ଦେଖ	୧୧୦୧୧୮		

জীব-উদ্ধারণ-হেতু	২৩।৫১	তার দেহে পূজা পাইলে	১৫২।৫২
জীব কিদেখিতে পার	৩৫।৬৫২	ভারপর প্রেমভক্তি	২৩।৪৫৪
জীবকে জীয়ার যেন	১৩৯।১২৮	তার পরিভ্রাণ আমি	১২৭।১৫
জীব নিস্তারিতে প্রভু	১৬৯।৬৪	তার পরিভ্রাণ করি	১২৭।১৭
জীবের উদ্ধার করি	১২১।১৬২	তার বাক্য আহ পূর্ব	১৫২।৩৮
জীমুড়-মুসিংহ	১৭৭।৮১	তারহ আমারে তুমি	১২৭।৭
জুস্তায়ের মায়েরে বিশ্ব	১৮৫।১৫৩	তারহ আমারে প্রভু	১২৭।৮
জ্ঞানকর্ম উপেখিয়া	৫২।৩২৬	তারিল সভারে প্রভু	১২৩।১৩১
জ্ঞানকর্ম উপেখিলে	১০৭।১০৩	তারোদিক দয়া	১৫২।৩৭
জ্যোতির্শর্মণ বলে কেহ	৩০।৫৩২	তাহাতে দুর্ভ	১৫৪।৩৪
		তাহা বিহু অবিহু।	২২।১২
ঠাকুর কহয়ে	১২৭।১১	তাহার মহিমা-তত্ত্ব	১১০।৩১
ঠাকুর কহয়ে-আন	১৮৪।১২৭	তাহার হস্তেতে শিব	১৭০।১০৭
		তাহারে ব্রাহ্মশাপ	১৭০।১০৩
তথনি চলিলা প্রভু	১০৩।২০	তাহে নব গৌরহরি	১০৮।১১৩২
তহু চিদানন্দময়	২৯।৫১২	তীর্থপুত্র-কলেবর	৯৭।১৬০
তবহু দুর্ভ	১৪৭।১২১	তুচ্ছ করি' মানে	১১৪।৫৩
তবহু যতন	১৩৯।১৩২	তুমি কিছু নাহি জান	১৮৮।২৭৮
তবে অবদোত প্রভু	১১৭।১২	তুমি জগতের গুরু	১৫৫।৮৫
তবে আর বৈষ্ণবের	১৫৪।৬৮	তুমি ঠাকুর সবাকার	৮।৩৭
তবে কেনে পরিগ্রহ	১৭০।১২৮	তুমি দয়াদিন্দু	১৪০।১৫৩
তবে পরপতি কোথা	১৮৮।২৮০	তুমি দেবদেবেশ্বর	১২৭।৬
তবে বিশ্বস্তর প্রভু	৯৭।১৫০	তুমি দেব ভগবান্	৮২।১২৬
তবে বিশ্বস্তর হরি	১৩২।১৭	তুমি নাকি ব্রহ্মবিহা	১০২।৪৮
তবে সর্বগুণধাম	১৩৩।১১১	তুমি প্রভু ভগবান্	১৩৭।৬৮
তবে সে জনমে	১১১।৭৭	তুমি বেদ—বেদের	১৬৯।৬৫
তবে সেই মহাপ্রভু	১৩০।১৪	তুমি ভগবান্	১৬৯।৬৪
তমারাম্য তথা	২৩।৪০১	তুমি ভবঘোর	১২৬।৬৫
তরুণ সকল লোক	১৩২।২০	তুমি মাত্র তত্ত্ববেত্তা	১।১৩১
তরুণ বয়সে নহে	১৭৩।২২০	তুমি মোর আত্মশক্তি	১৩।২৬১
তরুণুলে যেন	৫০।৩৭১	তুমি ষাঁর ধ্যান	১০।৭৪
তার অঙ্গ-ছটা	৯৬।১১৫	তুমি যদি কৃষ্ণ ভজ	১৪৩।৭০
তার চিত্ত বন্দিবাসে	১৫৫।১০৮	তুমি যে করিব	১৪০।১৫২
তার ঠাঞি যাও	১৯৮।১০		

তুমি সব জান	১৪০।১৫২	তো'র তব্ব নাহি জানে	১৫১।১০২
তুমি সব লোকবন্ধু	১২৫।৫৬	তো'র দণ্ডে বৈসে	১৬৬।১৪০
তুমি সর্বতত্ত্ববেত্তা	১৭৪।২৩০	তো'র ছুঃখ বিমোচন	১৪৩।৬৯
তুমি সর্বলোক-নাথ	১৫৬।১৩০	তো'র দেখা হৈলে	১৭২।১৪১
তুমি সর্ব পরিপূর্ণ	১২৮।৫৮	তো'র ধর্ম নহে	১৬২।২৭
তুমি সর্বৈশ্বরেশ্বর	১১।৯১, ১০৩।৬০	তো'র নাম বিষ্ণুপ্রিয়া	১৫০।৩৩
তুমি সে কেমনে	১৮৪।১২১	তো'র নামে নিস্তারয়ে	১৬৬।১৪২
তুমি সে পুরুষোত্তম	১২৭।৫	তো'র পাদপদ্ম মোর	১০৩।৫৭
তুমি সে ব্রহ্মণ্য	৮৬।৪৫	তো'র ভয়ে কলিসর্পে	১৩৭।৮৯
তুমিহ বাহুহ দেখি	১৮৪।১২৩	তো'রা সে জানিলি তব্ব	১৩৩।১০৬
তুগধরি দশনে	৩৩।৫৯৭	তো'রে সেতুবন্ধে	১২৭।২৪
তুগাবর্ত মারে কৃষ্ণ	১৮৫।১৫৩	ত্রিভুগত-নাথ কৃষ্ণ	১৩১।৭০
তেঞি শিব গান করে	১৩২।৭৮	ত্রিভুগতে গুর্লভ	১১৬।১০৭
তেকারণে তো'র প্রেমা	১৬৩।৭৩	ত্রিপাদ খুইতে প্রভু	৭৫।৫১
তেকারণে যথাতথা	১৩৭।৭০	ত্রিপাদ সন্তয়া গঙ্গা	৭৪।৫৫
তেজোময় বায়ুরূপ	৩৭।৮	ত্রৈতাতে ত্রিভাগ ধর্ম	৮।১১
তেমতি তো'মার প্রেম	১৬২।৪৩	ত্রৈতার অরুণ কাঙ্ক্ষি	১৯।৩২০
তেঁহো ব্রহ্ম সনা তন	৫২।৩৯৭	ত্রৈতায়ুগে রক্তবর্ণ	৫৯।৫৫৭
তো' বহি নাহিক	২০০।৭৬	ত্রৈতায় সাধয়ে	১৩৫।১৭
তো' বিহু নাহিক	১৯৮।১৫	ত্রৈলোক্য অঙ্কুর রূপ	১৬২।২৯
তোমা বহি তোমা'রে	৯৫।১০০	ত্রৈলোক্য-পাবনী গঙ্গা	৭৩।৮
তোমা'র দর্শনে	১৮২।৬১	ত্রৈলোক্য-মোহিনী জিনি	৮২।১২১
তোমা'র পদারবিন্দ	১০৫।৭৭	ত্রৈলোক্য-লখিমী-পতি	১৫৩।১০৪
তোমা'র প্রসাদ বিনা	১০৩ ৭৩		
তোমা'র প্রসাদে	৯৪।৮১	দণ্ড করে দেখি	৫৮।৫৪০
তোমা'র প্রেমায় আমি	১৬৩, ৭৩	দণ্ড পরণাম করে	১০৪।৯
তোমা'র বিচ্ছেদে ভক্ত	১৬২।৪৪	দয়া উপজিল প্রভু	১৭৬।৩৪
তোমা'র ভক্ত নহিলে	১৪৬।১৪৮	দয়ার সাগর	১২১।১৬৫
তোমা'র সে স্নেহ-মায়া	১২৫।৪৬	দয়ার সাগর প্রভু	৭৬।১০৩
তোমা'রে অশক্য	১৩৬।৩৫	দারিদ্র্য-জালায়	১২৯।৫৭
তোমা'রে ছাড়িলে পতি	১৮৮।২৭৯	দান্ত-অভিষেক কর	১০৩।৫৭
তোমা'য় সেবিলে সিদ্ধ	৮৬।৪৭	দিব প্রেমভক্তিদান	১০৬।৮২
তো'র অধিক পতিতপাবন	১৬৬।১৪৩	দিবাশিশি নাহি জানে	১৮২।৪৭
তো'র করুণায়	১৪২।৩৫০	দিব্য চন্দন-মালা	১৮৯।২৯৭



দিব্যদেহ স্টেটকণে	১২৮।৩৬	ধাপরে অর্ধেকাধিক	৬৮৩
দিব্যমালা গলে দিয়া	৯৮।১৮৩	ধাপরে কৃষ্ণের পূজা	১৩৫।১৬
দীঘল স্নানর আঁখি	৭৫।৮৫	ধাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ	৩০।৫৭২
দীন বনজন্তু যেন	১৬৪।১০২	ধাপরেতে শ্যামবর্ণ	২০।৩৪৪
দীনভাব প্রকাশ করিব	১১।১০০, ১৩।১৪৬	ধাপরে পরিচর্যাধর্ম	৬০।৫৮০
দুঃসেচন ভূমি	১৭৭।৬০	ধাপরে ভগবান্	২।১৩৪১
দুঃসেচনে	১৭৭।৬০	ধিকৃষ্ণ ধোয়ানে	১০২।৫২
দুরাশয় পাঁপী জীব	৯৬।১৩০	ধিকৃষ্ণ ভক্ত হ কৃষ্ণে	১০২।৫৩
দুর্লভ এ ত্রিজগতে	১৬।২৪৭	ত্রিলা শরীর প্রভু	৭৪।৪৬
দুর্লভ করিয়া জানি	১৪৭।১৮৯		
দুর্লভ দুর্লভ এই	৭৪।৪৯	ধন উপার্জন করে	১৪৮।২০১
দুর্লদলশ্যাম	৯৬।১১৮	ধনহীন গৃহারস্তে	১৩৯।১৩০
দৃঢ় আলিঙ্গন বরে	১১৭।১২	ধন বস্ত্র কলিযুগ	৫৯।৫৭৫
দেখ দেখে আত্মবীজ	১০২।৩১	ধর্ম কর্ম ছাড়ি	১৩৮।১০১
দেখ দেখি এই বটে	১৫৫।৯০	ধর্ম, বলি, দান, ত্রুত	৬০।৫৯১
দেখিয়া গোয়ালা	১৭৬।২৯	ধর্মসংস্থাপন	১১৭।৩৭
দেখিয়া তরস্ত হঞা	১৮৪।১২০	ধর্মসংস্থাপন অধর্ম বিনাশ	২৩।৩৯৫
দেখিয়া নারদ মুনি	১১।১০৬	ধর্মসংস্থাপন আব	৫৯।৫৫৩
দেখিলেন শ্রামতমু	১২২।২২	ধর্মসংস্থাপন ক্ষিতি	৯৪।৮০
দেবকীর কস্তা বলি'	১৮।১৪৭	ধর্ম্যধর্ম তত্ত্ব কেবা	১৫৪।৬৩
দেবগণ প্রেম পাই	৯৭।১৫৮	ধর্ম্যধর্মপর প্রেম	১২৬।১৩১
দেবতা-আশ্রম-পীড়া	১৬৫।১৩৭, ১৩৯	ধ্যান করয়ে কৃষ্ণ	১৭৮।৯৬
দেবতা দুর্লভ বস্ত্র	৯৩।২৮	ধ্যান যজ্ঞার্চনাবিধি	১৩৫।২০
দেব-দেব-দেব বিশ্বস্তর	৫৩।৩৯৭	ঋব বলে উচ্চপদ	১৪৬।১৪৮
দেবালয়-মার্জনা	১২৬।১২২	ঋব বলে বুদ্ধকালে	১৪৪।৮৩
দেবলোক কৃতার্থ	৯৯।২০৩	ঋবেরে বৈষ্ণব কৈল	১৪২।৩৫
দেশে দেশে প্রকাশ	১১৭।৩৮		
দেশে ভুঞ্জাইব	১১৭।৪১	নকত্র পড়িছে যেন	৬৭।২৫
দেহ কৃষ্ণপ্রেমধন	৯৩।২৯	নটন, গমন লীলা	২৯।৫১৮
দেহের স্বভাব	১২৭।১২১	নটবরশেখর স্নানর	১০৩।৬৮
দেহের স্বভাব এক	৬২।৬৪৪	নদিয়ানগর-বধু	১০।১২০
দোষ না দেখয়ে	১২১।১৬৮	নদীয়া-বিহার এই	১৩১।৬৮
দৌহার দর্শনে	১২৭।১০৪	নন্দ-ঘরে পুত্র থুইয়া	১৮৪।১৪৭
দৌহে এক তুঙ্গ	৬০।৫৮৫	নন্দের আদেশে	১৮৫।১৬৬

নশের নন্দন ভূমি	১৮২৬০	না বুঝিয়া কৈল	১৭৩২২১
নবগোরচনাগর্ভ	২৫১১১	না ভজিতে প্রেম দেয়	২৫৪৪৫
নবদ্বীপে উদয় করিল	২৩৫০	না ভজিয়া কেনে	২২৩২৭
নবদ্বীপে জন্ম যোগ	৩১৫৫৮	না ভজিলে	১২৬১৩৩
নবদ্বীপে দেখিলেন	১২৩২৪	না ভজিলে	১৩১৭১
নবীন-কাঞ্চন জিনি	৭৫৮১	না ভজিলে কৃষ্ণ	৮৮১৭
নম ধর্মসংস্থাপন	৮৬৪৮	না ভজিলে প্রেম দেয়	৬০৬০১
নম বিজবল্লভ	৮৬৪৮	না মানিলেও সভারে	৭৬২৭
নরকে পড়য়ে	১২৭১১৮	নামগুণ-সংকীর্তন	৩১৫৬২
নরহরি চৈতন্ত	৩৪৬৪১	নাম-গুণ-সংকীর্তন	২২২০২
নরহরি-পাদপদ্ম	১৩০১২২	নাম-গুণ-সঙ্কীর্তন	১০৩৮৩
না করিলু কৃষ্ণকর্ষ	১২৫১২৭	নামগুণ সঙ্কীর্তনে	১১৮৭০
না কহিও	১১৩১২	নাম-গুণ-সঙ্কীর্তনে	১৭৫১৩
নাচয়ে ঠাকুর	১৩০২০	নামমাত্র নামাভাস	২৬১৩২
নাচহ নাচহ লোক	১৭৫১৩	নামমাত্র নিস্তারয়ে	১৬৬১৪৪
না ছাড়িহ কৃষ্ণ	১২৫১৫৫	নাম যেই লয়	১৫২৩৮
না বুচিব কোন কালে	১৩৪১৩৪	নামরূপী,—নাম	২৬১২৮
না জানিয়ে কোন জন	৩৭১২	নামরূপী ভগবান্	২৬১২২
নানা আন্তরণ অঙ্গে	১৭৮১০২	নাম সঙ্কীর্তন করে	২৬১৩৬
নানাবর্ণাভিধাঝায়ো	২০৩৩০	নাম সঙ্কীর্তন প্রভু	৭৬২৮
না পাইল লব-লেশ	৩৮৪১	নাম হৈতে তারে পাই	১৫২৩৭
না পারি রচিতে	১৪৫১৩২	নামাভাসে মোক্ষ হয়	২৬১৩৩
না বুঝয়ে যেই	৬২৬৫১	নামোদয় প্রেম্যানন্দ	২৬১৩৩
নারদ বীণায়	১৩১৭৬	নাম্না বা কেন	১২৩২৭
নারায়ণ হইতে কৃষ্ণ	১০২১৫৪	নিঃসঙ্গ হইয়া	১২৩৩২
নারীগণ দেখয়ে	১২১৫৫২	নিজ অহুমান করি'	১২৭১২৩
নারী নিজপতি ভজে	১৮৮১২৬৭	নিজ করুণায় দয়া	১৭২১৪০
নাহি অপরাধ	১৭৬৪২	নিজ করুণায় প্রেমা	২৪৭২২
মৃত্যুগীতে বলে	১২১৩২	নিজকর্ষ দোষে	২০০৭৭
না বুঝি আমার মন	১৮৮২৭০	নিজকূলে আদর	১২২৪১
না বুঝি তোমার মর্ষ	৩০১৫৩৭	নিজগুণ গায়	১২৫১২
না বুঝি বিকল	৮৮১২৬	নিজগুণ সংকীর্তন	১১১০২
না বুঝি বিচার	৪৪১২২৬	নিজগুণ সঙ্কীর্তনে	১১৮১৫১
না বুঝি মাছুষ জান	১৭৩২১৬	নিজগুণে করুণা করহ	১০৩৫২

নিজগুণে পবিত্র করয়ে	১০৬।৫৮	নির্জীবে জীবন পাইল	১০।১২৪
নিজজন বুঝাবারে	১২৬।১১৬	নির্কিষয় ভাগবত	১২।৩১৬
নিজ-জন-সঙ্গে	১১৭।৩৬	নির্ভয়ে বাঞ্ছিল	১৭।৩২৮
নিজদাস্যে প্রসাদ	১০৩।৫২	নির্দ্বন্দ্বের অন্তর	১৬।১।৮
নিজদেহ দেহ নহে	৬১।৩৬৫	নির্দ্বন্দ্ব হইবে	১১২।৪
নিজ-নাম-সঙ্কীর্ণনে	১০।১২২	নির্লেপ নিরঞ্জন	৪৫।২৫০
নিজ নিজ শুক্লজন	১২।১১৫	নিশ্চয় জানিল	১৭২।১৩১
নিজপতি সেবা	১৮৮।২৬৮	নিশ্চয় জানিলুঁ	১২২।১০
নিজ পূজা অধিক	৬১।৬৩৭	নিস্তারিল কৃষ্ণব্যাধি	১২৮।৩৪
নিজ-প্রেম দিয়া	২৪।৮২	নিস্তারিলা হুই ভাই	১২১।১৬২
নিজ প্রেম বিলাসিব।	১৩।১৪২		
নিজ প্রেম বিলাইব	১১।১০১	পঞ্চম সে বেদ হৈতে	১৩।১৭৫
নিজপ্রেমে ভাসাইব	৩১।৫৬৬	পঢ় এক সত্য বস্তু	২২।১১
নিজভক্তি প্রেমরস	১২।১১৩	পতিত উদ্ধার হেতু	২২।৫
নিজভক্তি মহিমা	৮৬।৪৬	পতিতপাবন তুমি	১২০।১৩৬, ১৩৮।১০২
নিজ ভাল ভাল বুলি	১৪৭।১৮৭	পতিতপাবন-নাম	১২৭।২২
নিজ মদ অহঙ্কারে	১৪৭।১৮৬	পতিতপাবন নামের	১২০।১১২
নিজ স্মৃথে কর কাজ	১৫।১৩২	পতিতপাবন শুনি	১২৭।৭
নিত্যই নূতন	১৩২।১৩৬	পতি বিম্ব যুবতী	১৩২।১২২
নিত্যই নূতন তার	৬০।৫৮৮	পতি বিম্ব যুবতীর	১৫৫।১১০
নিত্য বৃন্দাবনে স্থিতি	১৩২।৭৮	পতিরূপের পতি	১৮৮।২৭২
নিত্যানন্দ দেখি'	১১৭।১২	পদ-অরবিন্দ	১০৩।৬১
নিত্যানন্দ শ্রীপাদের	১২০।১১০	পদ্মাবতী উদরে	৩৩।৬১১
নিত্যানন্দ-পদধূলি	১১১।৭৩	পরকালে বন্দী হয়	১৪৭।১৮৭
নিত্যানন্দ-পাদোদক	১১৭।১৬	পরতেক দেখি যার	৬২।৬৪৫
নিত্যানন্দ-প্রাপ্তে পবিত্র	১১১।৬৮	পরহৃৎবে ছঃখিত	৮।২৬
নিজ্রায় প্রহরিগণ	১৮৪।১৪৪	পরনারী দরশ পরশ	১৮৮।২৬৬
নিজ্রায় পা মহামায়া	১৫৭।১৪৮	পরপতি-লালস-পর্যণ	১৮৮।২৬৬
নিবেদন করি' দিল	১০২।৩৬	পরম চতুর-শিরোমণি	১২৮।৬১
নিয়ত বিহ্বল তারা	১১৪।৫৪	পরম দয়ালু হরি	৫২।৩২৭
নিরন্তর অন্তর	১০৩।৫৮	পরম প্রবল মায়া	১০৩।৭৩
নিরন্তর দিবানিশি	১৬।১।৬	পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ	৭২।৩৪
নিরর্থক জন্ম তার	১০৪।১৮	পর লাগি জীবন	২।৮
নির্গুণ বলিরা গালি	৬১।৬৪১	পরিচর্যা করে	৬০।৫৮৬

পশু না জানয়ে	৫৭।৫০৮	পুলকিত অঙ্গ জিনি	৯৩।৪৫
পশু, পক্ষী, বৃক্ষ আর	১৭৮।১১১	পুলকিত ভেল অঙ্গ	৯৮।১৭৪
পশুপক্ষী সব	৮৩।১৪৩	পূজা পরিগ্রহ করি	১১৪।৪৯
পশুর সমান করি	১০৬।৭১	পূরব রহস্য কথা	১৯৫।৫৩
পশ্চিমতে সাত বন	১৮২।৬৬	পূর্ণ পূর্ণ অবতার	৬০।৬০৬
পাঠেবে ছন্দ প্রেম	৯৮।১৭৮	পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ	২২।৩৮১
পাঠিলে গাজ্র খাবে	১৭৩।২০২	পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম তাঁরে	৫৯।৫৬৫
পাড়িত্তা আনিগ ফল	১০২।৩৬	পূৰ্ণ জন্মাৰ্জ্জত	১৭৩।২০১
পাণ্ডবের পরিজ্ঞাপ	৮০।৬৮	পৃথিবী চলিব আর	৩৭।৫
পাণ্ডিত্য ধৰ্ম্মেতে ধৰ্ম্মা	১৬৫।১৩৬	পৃথিবী জনম' গিয়া	১২।১১৫
পাত্ৰাপাত্ৰ বিচার	৩৮।৪০	পৃথিবী জনমি	৩৫।৬৬৯
পাথর ভাসয়ে জলে	১৮৪।১২৬	পৃথিবীতে কেহ যাহা	৬৮।৫৯
পাথরে বাঙ্কিব আমি	১৮৪।১২৭	পৈশাচ-নরকে বাস	১০৬।৬৭
পাদাঙ্গুল-সন্নিহাটে	১১৪।৫৮	প্রকট করিলা প্রভু	১০৩।৭৬
পাপ কলিয়গে	১৩৫।২১	প্রকারে হৈলা গুরু	১৫৫।১১
পাপিষ্ঠ অধম ছার	১০৪।৯২	প্রকাশ করিল	১৭৫।১২
পার কৈল সব জীবে	৭৬।৯৮	প্রকাশিলা মহাখজা	২৫।৪৪১
পালিব ভকত জন	৩৩।৫২০	প্রকৃতি পুরুষ দৌহে	৬০।৫৮৫
পাষাণীকে গালি দিতে	১০৪।১৪	প্রকৃতি স্বরূপ সেই	৬০।৫৮৭
পাষাণী যোলয়ে	১০৪।১৫	প্রজাপুল্ল রাজা	১৯৭।১২১
পিড়মাতৃ শ্বশুরকুল	১৪৬।১৬৫	প্রজার পাপন তোর	১৯৭।১২০
পীতবস্ত্র পরিধান	১৭৮।১০৯	প্রধান প্রকৃতি তুমি	১৩২।১০১
পীতাম্বরধর বনমালা	১০৩।৬৯	প্রভু অংশে জন্ম	১৩৩।১১১
পুত্র পিত্ত লাগি'	৮৫।১৬	প্রভু আলিঙ্গনে বিপ্র	১২৯।৬৬
পুত্র বলি' মিছা মায়া	১৯৫।৪৩	প্রভু আলিঙ্গনে বৈষ্ণ	১২৫।১০৪
পুত্র মেহে কর মোরে	১৪৭।১৯৩	প্রভু কহে তুমি	১৭৮।১০৪
পুত্রমেহে 'নারায়ণ'	১১৮।৬৭	প্রভু পদাঙ্গুল ধূলি	১২৪।৬৬
পুনঃ কহে তব	১০৫।৩৯	প্রভু বিনা নায়ে	১৯৮।৯
পুনরপি গৌরচন্দ্র	১৭৮।৯৮	প্রভুর কৃপাতে স্থখে	১৩৬।২৩
পুনরপি ধ্যান করে	১৭৮।৯৬,৯৮	প্রভুর চরণে করে	১০৩।৭১
পুনরপি সংস্কার	১৭৩।২২২	প্রভুর প্রসাদে	১২২।১৫
পুনরপি সেই গৌর	১৭৮।৯৭	প্রভুরে দোষয়ে	১২৯।৬০
পুরাণে প্রমাণ এই	৮৭।৫১	প্রসার করিলা কৃষ্ণ	১৮৩।৯৪
পুরুষ প্রকৃতিভাবে	১০১।১৩	প্রাণ-নিষেবন	৫০।৩৭১

প্রাণ ভায়া নিবেদে	৩.৪৫	বহুদেব-দেবকীরে	১৮৪।১৪২
প্রেম দিল প্রেম দিল	৯৮।১৭৩	বাচাল করয়ে গোরাগুণে	৩৫।৬৬৭
প্রেমধন দিয়া	১০৭।৮৫	বালাকল্পতরু নাম	৬৪।৭২৭, ৭৩৭, ১৪৬।১৪৭
প্রেমধন পরিপূর্ণ হউ	৯৭।১৫৭	বারুণীর দিব্যগন্ধে	১৩১।৪৪
প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু	১০০।৭, ১২১।৫২	বালবৃদ্ধ অঙ্ক	৮২।১৪৩
প্রেম প্রকাশিতে মহী	৯৪।৭৯	বাল, বৃদ্ধ কিবা যুবা	১৯৩।৪২১
প্রেম-ফল-ফুল	১৭৯।১২৮	বাল, যুবা, বৃদ্ধ হঞা	১৫০।৩০
প্রেমভক্তিডোরে	০১৪৫।১৩৯	বাসুদেব নামে	১৭৫।৫
প্রেমভক্তিলাভ	১২৬।১২৫	বাহিরে বান্ধয়ে	১৫৯।১৩৮
প্রেমভক্তি হয়	৭৫।৯১	বিন্ন উপসন্ন দেখি'	৯৯।২০০
প্রেম-মহাজলনিধি	১১৩।২৩	বিচার না করে	১২৬।১৩০
প্রেমমহামহোৎসব	১১৭।২২	বিজয় করিলা প্রভু	১১৯।৭৮
প্রেম-লোভে কহে কথা	৯৭।১৬১	বিজুরী বাঁটিয়া কেবা	১০০।১১১
প্রেমামৃত পান করি'	৯৩।৫৫	বিড়-ভুজ শূকর	১০৬।৬৭
প্রেমায় অবশ তমু	৯৮।১৮১	বিদ্যা-অভিমান করে	১০৫।২২
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু	১৮২।৫১	বিদ্যা-কুল-ধনমদে	৯২।১৩
প্রেমায় বিহ্বল হবে	১১৭।২১	বিদ্যারসে কৃপা করে	৮৫।৬
প্রেমার সমুদ্র ভুমি	৯৭।১৪৬	বিআহীন বৈসে যেন	১৩৯।১৩০
প্রেমে টলমল তমু	১১৭।২৬	বিনোদ-বিলাস-লীলা	১৬২।২৮
		বিপ্র-পাদোদক খাইলে	৮৬।৩৯
কর্ণা-ছত্র ধরিয়া	১৮৪।১৪৫	বিপ্র-প্রিয়-জগন্নাথ	১৯৯।৬১
কর্ণীধর জিনি বেণী	৮১।১০৯	প্রি-প্রিয় বলি	১৯৮।১১
		বিরজা মহিমা কেবা	১৬৭।২৯
		বিলম্ব করিতে এই	১৫৪।৬৬
বড়ই দুর্লভ	১৫৪।৬৫	বিলাইবে পূর্ণ প্রেম	১২৮।৬১
বনস্কগণ সব	১৮১।৩৫	বিশেষ জানিবে	১৩১।৭৪
বন্ধু করি যারে পালা	১৫০।৩১	বিশ্বপালনে থুইল	৪১।১০৮
বরাহ-আবেশ	৯৪।৯১	বিশ্বস্তর মুখোদিত	৭১৩।১৩
বরাহ ঠাকুর মোরে	১৩১।৬১	বিশ্বস্তর সেই ভগবান	৫৩।৩৯৮
বরাহ না হয়	১৭৬।৩০	বিষম বিপাক ইথে	১৪৭।১৯০
বরাহ হইয়া	১৭৬।৩০	বিষম বিষয়	১৩৯।১৩৫
বলদেব দেখি'	১৩০।৩৫	বিষম সংসার বন্ধ	১০৫।৪১
বলদা নুপুর মণি	১৮৯।২৯৪	বিষয়ী বলিয়া স্বপা	১৬৪।১১০
বলরাম-শ্রেমে	১৩০।৩৭	বিষয়ীর মুখ	১৭৮।৮৫
বলরাম-স্বরূপে	১৩০।২১		



বিষ্ণুভক্ত বন্দে। আগে	২।৫	বৈষ্ণবীর গর্ভে কছু	১৪৫।১৩৭
বিষ্ণুভক্তিবাহীনস্ত	৮৭।৫২	বৈষ্ণবের অপরাধ	১২৭।১৫
বিষ্ণুমায়া বন্ধে সব	১৪৭।১৮৬	বৈষ্ণবের ঘেষ করে	১২৭।১২
বুঝাইব লোককে	৩।৫৫৭	বৈষ্ণবের নিন্দা তুমি	১২৭।১১
বুঝিতে না পারে	১২৯।৬৮	বৈষ্ণবের রাজা সেই	১০৭।২৭
বুঝিয়া ঔষধ দেহ	২০০।৭২	বৈষ্ণবের সেবা করে	১২৭।১৭
বুঝিল—মমুষ্য নহে	১৭৪।২০৮	বৈষ্ণবের হিংসা করে	১২৭।১৮
বৃন্দাবন গুণরস	২৭।৪৭৩	ব্যাধি-শাচরণ	২২।১৫, ১৪২।৩৬
বৃন্দাবন ধন দিয়া	১২৬।১৩০	ব্যাধি-পীড়ারে	২০০।৭৮
বৃন্দাবন ধন প্রকাশিব	১৩।১৬৩	ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড	১৮৭।২৩৮
বৃন্দাবন-ধনরস	৪২।১৩২	ব্রহ্মা-আদি চারি	২৭।১৪৫
বৃন্দাবন প্রকাশ হইল	২৯।১২১	ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই	৭৪।৫৪
বৃন্দাবনমুখ আমি	১১৭।৪১	ব্রহ্মাদি দেবতা যত	৭৭।১৩৪, ১৪৩।৭০
বৃন্দাবনে মধুমতী	৩৪।৬৪৫	ব্রহ্মা, মহেশ্বর	১০৩।৭২, ১২৬।১৩২,
বৃন্দাবনে রাখারুক্ষ	১৩১।৭৭	ব্রহ্মার দিবসে	৫৯।৫৭৩
বৃন্দাবনে রাস কৈল	১৮।২২৮	ব্রহ্মার দুর্ভেদ প্রেম	৯২।৪, ১২৮।৪০, ১২৯।৬৭
বৃষভাসুস্থতা নাম	২৫।১১১	ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র আদি	৮০।৬০
বৃহস্পতি জিনি কবি	৮৫।৪	ব্রাহ্মণের শাপ মোরে	১২৮।৫৬
বেদ-উদ্ধারণ-রূপ	২৫।২৫	ব্রহ্মা, রুদ্র, সমুদ্র	৬২।৬৫২
বেদান্ত আমার ঠাই	১৭৩।২২৩	ব্রাহ্মণ সে বেদহীন	১৮।২৮৪
বেদান্ত নিগূঢ় কথা	১৭৪।২৩৭	ব্রাহ্মণের ধরম নাহিক	১২৯।৪০
বেদান্ত শিখিয়া	১৭৩।২২২		
বেদান্ত সিদ্ধান্ত যেট	৩০।৫৩৬	ভকত-চকোর সব	২৩।৫৫
বেদে কহে—আমি	২৫।১০৬	ভকত জনার দেহ	৬২।৬৫৩
বেদে কি জানিব	২৫।১০৩	ভকত জনের সঙ্গে	১১।১০১
বেদের শক্তি আমা	২৫।১০১	ভকতবৎসল তুমি	১০৭।৮৫
বৈকুণ্ঠ পাইল দ্বিজ	১১৮।৬৭	ভকতবৎসল নাম	১৬২।৪৪
বৈষ্ণবে ক্রুহিল কিছু	১০২।৫১	ভকতবৎসল প্রভু	১১৫।২৫
বৈবস্বত মনস্তরে	৫৯।৫৭৪	ভকত-বদন হেরি	১২৬।১১২
বৈষ্ণব অন্তরে প্রাণ	১২৭।১৬	ভকত-বশ্যতা গুণ	১৮৯।২৯২
বৈষ্ণব-চরণ-ধূলি	১০২।৫৬	ভকত বুঝিয়া	১২৭।২১
বৈষ্ণব-প্রতিজ্ঞা আমি	১৪৫।১৩৮	ভক্তজন আর-জন	৬২।৬৪৪
বৈষ্ণব-প্রসাদে প্রেম	৯৩।৩১	ভক্ত-দেহে প্রভু-দেহে	৬২।৬৪৭
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী	১৪৫।১৩৭	ভক্তদেহে বিনোদ	৬২।৬৪৭

ভক্তি বিনে কেহো	১৮২।৬৭	মদন সদন জির্না	৭১।১৪৪
ভক্তিতে সে অনায়াসে	২২।১৩	মধুতে মিশ্রিত	১০৫।৪৩
ভক্তি নাহি কলিবৃগে	১০৪।১৭	মধু দেহ দেহ বলি'	১২২।৮,৯
ভক্তি বুঝাবারে করে	১২৫।১২৭	মধু দেহ বলি'	১২৯।৩
ভক্তিমান্ন আছে	১০৪।১৭	মধু পান কবি'	১৩০।১০
ভক্তিরস-নিকটে	১০৭।১০৬	মধুপুরী, দ্বারাবতী	৯৭।১৬৪
ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ	২২।১৪	মহুয়া জনমে কৃষ্ণ	১৪৮।২০৫
ভক্তের ভোজন নিত্ৰী	৬২।৬৪৩	মহুয্যে না ভোজ কৃষ্ণ	৮৬।২৭
ভজহ সকল লো	১২৬।১২৪	মনের চাঞ্চল্যে	১৪২।৩২
ভজিবে পরম ব্রহ্ম	৯৫।১১০	মনের নিবৃত্তি	১৪২।৩২
ভজিলে সে ভজ্ঞে	১২৬।১২৬, ১২৯	মনোহর পাণহন	১০৪।১৩
ভবব্যাদি নাশিবারে	১১২।৪	ময়ব শিপেণ্ডে শিলে	১৭৮।১০৮
ভবিতব্যতা যাহার আছে	২২।৩৫৮	মরণ লাগিয়া কেনে	৬২।৬৬০
ভাগবতচিত্ত তুমি	১০৬।৭৭	মরণ সভার মাতা	৬২।৬৫৯
ভাগবত দিব্যশাস্ত্র	১২।৩১৫	মল্লগণ দেখে যেন	১২১।৩৫৭
ভাসাইব স্থাবর জঙ্গম	৩১।৫৬৭	মস্তকে ধরিল	১১৭।১৮
ভূজদণ্ড অখণ্ড	৭১।১৪৫	মস্তকে বন্দিলা প্রভু	১৭২।১৮৭
ভূজাবে আচণ্ড'ণে	৩৮।৪২	মহাজিতেন্দ্রিয় তেঠে।	১৮৪।১২২
ভূজিব প্রেমার স্মৃ	১১।১০০, ১৩।১৪৬	মহানন্দে বেলে	১৮২।৫৯
ভূজিবার বেলে	১৯৯।৫৯	মহাস্ত বন্দিব আর	১৭।৪০
ভূজিলে সে ঘু চ	১৯৯।৪৫	মহাপাপী নর যদি	১৬৭।২৭
ভূভাবন ভূভেণ	৯।১৯৯	মহাপাপী ব্রাহ্মণ	১১৮.৫৭
ভূরুভঙ্গ অনঙ্গ	৮১।১১০	মহাপ্রসাদের গন্ধে	১৬২।৬৩
ভূগুণনি-পদ	৮৬।৪৫	মহাপ্রেমে উন্নত	৯৭।৬৩
ভ্রমরা হাটের বাদ্য	১৮৯।২৯১	মহাবংশে জন্ম	১৭৩।২০
		মহেন্দ্র যাহারে দিল	৭১।১৩০
		মহেশ ঠাকুর সর্ব আগে	৩৩।৬০০
মধুরমণ্ডল মোরে	১৮২।৫৬	মহেশ বিশেষ জানে	১৩।১৭১
মধুরামণ্ডল এই	১৮২।৫৫	মহেশ্বর প্রভু	১৭০।১০৬
মধুরামণ্ডল মধো	১৮২।৬৫	মাভল ভকত অতি	১৩১।৪৫
মাধুর বিরহভাবে	১৮১।৪৬	মাগুয় জনম	১৩৯।১৪০
মদন ষাঁটিয়া কে বা	১০।১১৪	মাগুয় শরীরে করে	৬২।৬৪৬
মদন বেনন বদন	৮৩।১৪৪	মাগুয়ের এ দেহ	১৫৪।৬৫
মদন-মোহন নটবর	১০৬।৫১	মাগুয় কারণে আপে	৩১।৬৪২

ম

মালসটি মারে প্রভু	১০৪৭	মোরা কুলবতী	১৮৮১২৭৭
মাসেকের কাণে	১৮৫১১৫২	মোরা সব জীব	১৪০১১৫৩
মিছা অভিমান তেজ	১৪৩১৬৭	মো-সম পাতকী	১৭৬১৩৩
মিছা কথা কহে কৃষ্ণ	১৮৪১১১৯		
মিছা কর শোভ	১৪৭১১৮১	য	
মিছা কাণে হুংথ	১৪৭১১৮০	যত গোপী তত	১৮৯১২৮৭
মিছা গর্জন না করিত	১৮৪১১২৬	যত যত অবতারণ	১২১১২০
মিছা 'তোরা মোরা' করি	১৪৭১১৮২	যত যত দেহধর্ম	১০২১৪১
মিছা বিড়ম্বনা কেনে	১৫৫১৮৫	যত রাধা তত কৃষ্ণ	১৮৯১২৮৯
মিছা স্মৃত পতি	১৫০১২৮	যতেক করয়ে সব	১৫৭১১৪৯
মিশ্র পুরন্দর স্মৃত	৬৫৭৬৬	যতে স্নিগ্ধগণ	১৩৯১১৩৬
মুকুণ্ডিত হৈগ	১০২১৩৪	যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম	৩১৫৬৫
মুক্ত পুংঃ সর্কজন	২৮১৪৯৮	যদি রাধাভাগ হুদে	৮১৫৬
মুক্তবন্ধ হয়	১০৫১৪১	যদুগণ দেখে যেন	১৯১১৩৫৮
মুক্ত বন্ধ হয় যদি	১৪৭১১৯২	যমগ অর্জুন-ভঙ্গ	১৮৫১১৫৮
মুক্তি বিষু কৃষ্ণজ্ঞান	১০৫১৪২	যমুনাতে পার	১৮৫১১৪৫
মুরগী মধুরধ্বনি	১৮৯১২৯৪	যমুনার পূর্বকূলে	১৮২১৬৬
মুক্তিচিহ্ন রহিল	১৮৩১৯৫	যাঁর অংশ আদিবরাহ	৭১১২৩
মুক্তস্থান তেত্রিণ লোক	১৮২১৯৫	যাঁর অংশ মৎস্য	৭০১১২৪
মুক্তস্থান হের	১৮৩১৯২	যাঁর আরাধনে যুচে	৭১১১২৯
মুক্তিকা-ভঙ্গণে	১৮৫১১৫৪	যাঁর গুণগানে শিব	১৫৬১১২৩
মেঘগণ নিজরূপ	৯৯২০৬	যাঁর পদ পাংশুতে	৬২৬৫০
মেঘেতে ঝলকে	১৮৯১২৮৪	যাঁর পদ পরসাদে	১৩১১৬৬
মোর আশ্বারাম তুমি	১৮৮১২৮০	যাঁর পাদগায়ে ব্রহ্মা	৭০১১১৯
মোর এই সঙ্কর্তন	১৩১১৭৩	যাঁর রসে বশ প্রভু	২৬১৫৪
মোর দণ্ডে বৈসে	১৬৫১১৩৪	যাঁহার চকুলে	১৮২১৬৫
মোর পুত্র বলি'	১৯৫১৪৫	যাঁর বংশে বৈকব	১৪৬১১৬৫
মোর প্রিয় বন্ধু	১৩০১২৮	যাঁর যেই নিজপতি	১৫৫১১০৮
মোর বাহা পূর্ণ যদি	৬৪৭২২৮	যাঁর যে নিরঙ্ক আছে	৭৭১১৩২
মোর বাঁশী দেহ	১৩১১৬৩	যাহা যজ্ঞ কৈলা	১৬৭১২৬
মোর ভক্ত-ষেধী	১০৬১৬৬	যাঁহারে ত্রিপাদ ভূমি	৭০১১২১
মোর ভাগ্য নাহি	১৭৯১১৪১	যুক্তি অমৃতব শাস্ত্র	১৩৪১১৩৫
মোর মায়া-দড়ি	১০২১৪০	যুগ অমুরূপ বর্ণ	৫৯১৫৬২
মোর মায়াবলে সৃষ্টি	১০২১৩৯	যুগ অবতারে প্রভু	৬০১৫৭৮

যুগে যুগে অবতার	৭০।১২৬	রঙ্গ বিম্বু নাহি অঙ্গ	২৯।৫১৮
যুগে যুগে কত কত	১২৬।১২৬	রঞ্জের মন্দির খানি	১০।১।১৬
যুগের স্বভাবে সবে	৫৯।৫৫৩	রমণীর শিরোমণি	১৩২।১০২
যেই গুরু নাহি করে	১৪৮।২০৫	রস-আশ্বাদনে প্রভু	২৯।১৯২
যেই ষাপরে হয়	৫৯।৫৬৮	রসময় বিগ্রহ	৬।১।৬৪০
যেই পদ আনন্দে	৭০।১২২	রসের আবেশে হয়	১১৪।৬০
যেখানে যে কৈল	১৮২।৫৬	রহস্য-রহস্য এই	৫৩।৪০২
যেখানে যে জানি	১৮২।৬২	রাই রাজা কৈল	১৮৯।২৯৬
যেখানে সে ভগবান্	১৮২।৬২	রাজা বোলে	১৭৭।৫৬
যেন কৃষ্ণ অবতার	৫৯।৫৬৯	রাধাকৃষ্ণ অবতার	৬০।২৮৪
যেন ষাপরে কৃষ্ণ	২৩।২৯৯	রাধাকৃষ্ণ প্রেমের	৭৬।১০১
যেন মতে পার	১৮৯।৩০২	রাধাকৃষ্ণ ভক্তি	৯২।১২
যেন রাসমহোৎসবে	১০৫।২৯	রাধাকৃষ্ণরস মূর্ত্তিমস্ত	৩৪।৬৪২
যে তোমারে না ভঞ্জিবে	১২৭।২২	রাধা-কৃষ্ণ রসে তনু	৩৪।৬৩৯
যে পদ জপিছা যোগী	৭০।১২২	রাধাকে কহিল	১৮৪।১১৮
যে পদ ধোয়ানে পূজে	৭১।১৬০	রাধাকে দেখিয়া নন্দ	১৮৫।১৬৫
যে পদ হইতে গঙ্গা	৭০।১২০	রাধা নাম ধরে	৬০।৫৮৬
যে প্রভুর চরণ ব্রজা	২৬।৪১৮	রাধা বোলে—মিছা	১৮৪।১২১
যে প্রেমভক্তির কেহো	১১৬।১০৮	রাধাভাব অন্তরে	৩৩।৫৯২
যে প্রেম যাচিঞা	৩৮।৪১	রাধামাত্র জানে ইহা	১০।৬৮, ৭১
যে বলিলা সে-ই হবে	১৭৬।৪৭	রাধামাত্র প্রকৃতি	২৮।৫১২
যে বলু সে বলু লোকে	১৩৪।১৩৬	রাধার ধোয়ানে হিয়া	১০।১২২
যে বুদ্ধি পশুতে	৮৬।২৬	রাধার বরণ অঙ্গ	৭৫।৮৬
যে ভজয়ে কৃষ্ণ	১৬৩।৫২, ১৯৫।৫৪	রাধার বরণে অঙ্গ	৬০।৫৯৪
যে হউ সে হউ	৮৯।১২৩	রাধাসঙ্গে চিদানন্দ	১০৬।৫১
যে চউ, সে হউ যোর	১৯৫।৪৭	রাধাসঙ্গে বৃন্দাবনে	১২২।২২
যোগীগণ দেখে	১৯১।৩৫৭	রাধিকার ভাব	৬০।৫৯৪
যোগীজ্ঞগণের ইহা	৪৫।২৫১	রাবণ মারিল আমি	১৮৪।১১৮
যোগীজ্ঞ মুনীজ্ঞ কিবা	১০।১২১	রাম, কৃষ্ণ গৌরীজ্ঞ	১১২।১০৪
যোগীজ্ঞ মুনীজ্ঞ যাণ	৭৪।৩১	রাম রাঘব	১৬৪।৯৩
		রাসক্রীড়া করে	১৮৪।১১৭
		রাস হাট উপরে	১৮৯।২৯৬
রক্ত রেতঃ সন্মিলনে	১৫০।৩০	রূপ যৌবন ধত	১৫৫।১০৯
রঘুনাথ-রূপ প্রভু	৯৬।১১৭	রূপে ত্রিজন্যৎ মোহে	১৩৩।১.৬

লক্ষণ ভরত আর	২৬।১১২	শিব তেঁই পঞ্চমুখে	১৩১।৭৫
লক্ষণ ! লক্ষণ ! বলি	১৭৯।১২২	শিবের নির্যাত্য কেনে	১৭০।৯৭
লাগ লাগ পূর্ণিয়ার চান্দে	১০৮।১১৬	শিবের নির্যাত্য খায়	১৭০।১০৫
লখিমী, অনন্ত কিবা	১১৬।১০৮	শিবের নির্যাত্য সেই	১৭০।১০৪
লখিমী-বিলাস ছাড়ি'	১০১।২২	শিবের সেবক যেই	১৭০।১০২
লখিমী যাহার দাসী	১৩১।১০৫	শিম্বোদর পরায়ণ	২৭।৪৮২
লখিমী লালিত পদ	৪১।১১২	শিষ্যগণ সঙ্গে আছে	১১৮।৫০
লাবণ্য বাঁটিয়া কে বা	১০০।১১	শুক্লা ত্রয়োদশী	৩৩।৬১৩
লীলাগতি চলে প্রভু	১১৬।৩	শুচি বা অশুচি কিবা	৭৬।৯৭
লীলাবলরাম ক্রীড়া	১৩০।১৮	শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণচক্রে	১০৭।১০৬
লীলা বিনোদকলা	১০১।১৬	শুন তো-সভার কথা	১৩২।১০০
লোক-অনুগ্রহকণ	১১৩।২১	শুন সবজন এট	১২৩।২৮
লোক আচরয়ে	৬৪।৭০৮	শুন শুন অহে	১৭৫।১১
লোক দেখাইয়া পাছে	১৬২।৪৩	শুনিলে গৌরঙ্গ-গুণ	১২২।১
লোক নিস্তার হেতু	১১২।৯৪	শেষকাণে পাবে	২০০।৮১
লোক নিস্তারণ হেতু	১২।১৩০	শেষ মহাশয় য়ার	১৬।৪৬১
লোক নিস্তারিতে প্রভু	৫৯।৫৫২	শ্বেতগিরি হনায়ুধ	১৩০।৩৩
লোক বুঝাবাবে	১৪০।৫১	শ্রদ্ধাবস্ত জন যদি	২৫।৪৩৮
লোক বুঝাইবার তবে	১৩।১৭	শ্রীণ দর্শন ম্যান	৬।১৬৩৪
লোক-পেদ অগোচর ৪৩।১৭৩, ১১৫।৮২, ১৩৫।১১, ১৫৩।৩২		শ্রবণ নয়ান আন্ধে	১৫০।৩১
লোক শিক্ষা করে প্রভু	১৭৩।১১৬	শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি	১৫০।২৮
লোক শিক্ষা-হেতু	১৭০।১১০	শ্রীকৃষ্ণচরণ পিছ	৪৪।১৯৮, ১৪৭।১৮৩
লোভ মোহ কাম	১৩০।১৩৭	শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভঙ্গ	১৪৭।১৯৮
লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধে	৮৬।২৫	শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি	১১৫।৮১
		শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই	১৪৭।১২৫
		শ্রীকৃষ্ণচরণে হৈলে	১৪৭।১২৩
শঠরতি গম্পট	২২।২০	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তেঞি	১৫৭।১৫০
শতশত-নাথা ভক্তিপথে	১২।১১৪	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম	১৫৭।১৪৭
শতশত শিষ্যগণ	১০৩।৮৭	শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে যারে	১০৩।৮৯
শয়ন মন্দিরে করে	২৮।১৮৪	শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিনে	১০৫।৪৭
শরীর ধরিয়া কেহ	৭৭।১৩৪	শ্রীকৃষ্ণভজন মাত্র	১৪৭।১২২
শসা-নামে থন্দ	১৭৬।২০	শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে	১৪৭।১২১
শাপ আদি যত শুন	১৭০।১০৯	শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি	১৫০।২৯
শাজ্ঞে মহাবিস্মৃ বলি	১০৭।৯৮	শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি	৯৪।৭৬

শ্রীকৃষ্ণে আরতি করে	১৪৭।১২৪	সত্য এক বস্তু কৃষ্ণ	৭৭।১৩৬
শ্রীবেদ পুরাণ	৬২।৬৪২	সত্যযুগে চারি অংশ	৮।১২
শ্রীমূর্তিকে লাড়ু	৩৫।৬৪৫	সত্যযুগে পূর্বধর্ম	১৩৫।১৭
শ্রীমূর্তির সনে কথা	৩৫।৬৫৫	সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ	১২।৩২০, ৩৩৪
শ্রীরামগণ্ড - কথা	১৮৭।২২৫	সত্যে শ্বেত তপোধর্ম	৫২।৫৬১
		সদয় হৃদয় প্রভু	১২৫।২০
ষড়্ভুজ শরীর	১১২।১০১	সদা কৃষ্ণময় তনু	৬২।৬৪২
		সন্ন্যাস-অশ্রম	৫৮।৫৪১
সংকীর্্তন ধর্ম বহি	২৫।৪৪৭	সন্ন্যাস-অশ্রম-ধর্ম	১৭৪।২২২
সংকীর্্তন প্রায় যজ্ঞ	২২।৩৫২	সন্ন্যাস করিল	১৭৪।২২২
সংসার তরিতে মাত্র	১২৬।১৩৪	সন্ন্যাস করিল প্রভু	১৬৫।১২৪
সংসার বাসনা মোর	১৩৮।১১৫	সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে	১৭৩।২২৩, ১২৭।১০৩
সংসার-মাংগরে	১৩৯।১৪৩	সন্ন্যাসীর ধর্ম যায়	১৪২।৩৩
সংসারে আরতি করে	১৪৭।১২৪	সন্ন্যাসের মন্ত্র মোরে	১৫৫।৮২
সংসারে জল ভ	১২৫।১২৮, ১৫৪।৬৪	সন্তুষ্টীপা মধী মাঝে	১০৮।১১৩
সকল জনমে	১৪৮।২০৪	সফল করিব আঁনি	১৬২।১৫
সকল জানহু তুমি	১৮২।৫৫	সব অবতার সঙ্গী	৯৩।৫২
সকল পুরাণে	১০২।৪৪	সব অবতার সার	৮।২৫, ১৭।১৭১, ৩৩।৫৬৬ ৮৯।১১৫
সকল ভূবনপতি	১৩৩।১০৫	সব অবতারবানি	৯৩।৫২
সকল লোকের নাথ	১১২।২	সব কলিযুগে নাহি	৫৯।৫৭০
সকল সংসার মিথ্যা	৭৭।১৩২	সব ছাপরে নাহি	৫৯।৫৭০
সকল সম্পদময়	১৪৮।১০২	সব লোকনাথ	৪৫।২৪৭
সঙ্কীর্্তনধর্মে	১০৯।১৭	সব লোকে বোলে	১২৭।৫
সঙ্কীর্্তন-যজ্ঞ স্থাপে	১৩২।৮৮	সব শাস্ত্রে কহে	১৩১।৭৩
সঙ্কীর্্তন-যজ্ঞে সবে	৫৯।৫৭৫	সব সমর্পিলে	১০২।৪৪
সঙ্কীর্্তন-সমুদ্রে	১৬৩।৫১	সবার আরাধ্য এই	৪৫।২৫৩
সঙ্কীর্্তনে পার কৈল	৫৯।৫৭৬	সবারে যাচিয়া প্রভু	৭৬।৯৬
সন্ধের গোপিকা সেই	১৮৯।৩০১	সবিষয়া শ্রেমভক্তি	১২৩।৩০
সঙ্জায়ে পীড়িত হৈলা	১৭৪।২৩৯	স বেত্তি বেজং	২৫।১০৫
সত্য আদি তিনযুগে	১৩৫।২০	সভাকার প্রাণ	২০০।৭৬
সত্য আদি প্রজা কেন	২৫।৪৪২	সভারে পবিত্র কৈল	৭৬।১০১
সত্য আদি যুগধর্ম	১২।১৩৮	সভারে শিখাও	১১৮।৫৪
সত্য আদি যুগে	১৩৬।২৩	সমভাবে সবজীবে	৯৪।৬৪
সত্য আর বৈষ্ণব	১৫০।২৭	সমুদ্র বাঁকিলা তেহৌ	১৮৪।১২৩

সম্বন্ধিত নারি	১৭৪২৫১	স্মরণি যতেক সব	২৯৫১২
সম্বন্ধন নাহি প্রভু	১৮২৪৭	স্মরাসুরগণে দিয়	১১৭৪০
সর্ক-অবতার বীজ	১২৩৪৫	স্মরণী কুলের বহু	১০১১২
সর্ক-গুণে শীলে	৭৬১২৪	স্মৃদ্যকাবে কৈলে হয়	১৭০১০২
সর্কজন-প্রেমদাতা	১২২১৬	সৃষ্টির করতা হইল	৭০১১২
সর্কজীবে সম দয়া	২১৭	সেই এই গুরুবাক্য	১৮২১৪২
সর্কধর্ম সাধ	১৩১৭৪	সেই কলিযুগে	৫৯৫৬৮
সর্ক পাপে মুক্ত হৈয়া	১৬৭১: ৭	সেই চতুঃশ্রীকী মোর	১২১৩০৭
সর্কবিষ নিবারণ	৮৬৩৮	সেই দ্রব ব্রহ্মনাথ	৭৪৪৮
সর্কভাবে ভঞ্জে	১০৩৮২	সেই নন্দসুত ভূমি	১০৩৬০
সর্কময় সর্কশক্তিধর	৪৫১২৫১	সেই পিতা মাতা	১৩২১৪৪
সর্কময়সয়	৪৪২০১	সেই পিতা সেই মাতা	১৪৭১৮৭
সর্কলোক গুরু	৬৩৭০৩	সেই প্রভু ত্রেতাযুগে	২০১৩৩৮
সর্কলোক জিনি'	১৭২১২৮	সেই প্রভু বলরাম	৩২১৫৭৬
সর্কলোক-নাথ	১২০১১৩৬	সেই প্রেমে গর গর	৬০১৫২৬
সর্কলোক নিস্তারিতে	১৫৭১৬২	সেই বলরাম রায়	৩২১৫৭৫
সর্কলোক পাণ্ডবে	৭৫১০	সেই বিষ্ণু—যাথে	২২১১১
সর্কলোক প্রাণ ভূমি	১৫৭১৬৮	সেই ব্রহ্ম রসিক	৫৩৪০২
সর্কলোক মুক্তিপদ	৭০১২০	সেই ভাবে যেই জন	১৭০১১০৬
সর্কশাস্ত্র জানি	৫৭১৫০২	সেই মত শ্রীজ্ঞা ভূমি	১৭৭১৫৫
সহজে বৈষ্ণব নহে	৩৫১৬১২	সেই মহামহেশ্বর	৩৩৬০২
সাহ পাণ্ড অঙ্গ যত	২১১৩৫২	সেই রাধাকৃষ্ণ পাবে	২৬১২৫
সাত দিবসের কৃষ্ণ	১৮৫১১৫২	সেই সে কৃষ্ণের দাস	১২৭১২৩
সাদুজন পরিভ্রাণ	২৪৪০৪, ৫৯৫৫৪	সেই সে পরমবন্ধু	১৪৭১২৫
সার্থক মনুষ্য জন্ম	৮৮১২৭	সেই সে শুনায়ে	১৩২১৪৪
সালোক্যাদি মুক্তি	১৩২৮৩	সেই চর্চা সেই কর্তা	১৪৭১৮৪
স্মান করে কতু যদি	৭৫১২১	সে জন পলায় তারে	৭৬১২২
সুখ সে ভুক্তিতে	১২২১৬০	সে জনে অধিক	১৭০১১০৫
সুখে হরিশুগণ গায়	১২২১১৫	সেতুদক্ষ-সরোবর	১৮৪১৩০
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে	২৮১১৮৩	সে নন্দ-নন্দন-পদ	১৩৬৩১
সুদর্শন দেখি'	১২০১১১৭	সে প্রভুকে নাহি ভজ	১০৩৬২
সুমেধ শিখরে যেন	১৩৩১১১৭	সে প্রসাদ খাইলে	১৭০১১০৭
সুমেধ সুন্দর তনু	১৭৫১৭	সে রসলাবণ্য দেখি'	১০৬১৫৫
সু-জলে স্নান	১০২১৫৬	সেহ নষ্ট হয়	১৭৩২০১

সে হেন স্নানর বাঁশী	১৬৫।১২৩	হরি হরি বলি' নাচে	১১৪।৫০
সোনার পুতলি তম্বু	৪২।১৫৬	হরে কৃষ্ণ নাম সেই	১৬৫।১১৪
স্বীয়ের গৌরব করে	২৭।৪৭৮	হলধর বলি'	১৩০।১৩
স্বতন্ত্র ঠাকুর তুমি	১৬২।২০	হলায়ুধ-বেশে নাচে	১৩১।৫৩
স্বতন্ত্র পুরুষ সেই	৮০।৬০	হলায়ুধ মোর হিয়া	১৩১।৬১
স্বতন্ত্র হইয়া হ'য়ে	১১৬।২	হা হা কৃষ্ণ! হা হা রাধা!	১৮৭।২২৭
স্বধর্ম ছাড়িল	৮।১৩	হাসিতে দামিনী কাঁপে	৬৭।২৩
স্বয়ম্ভু না জানে	৯৫।৯৮	হাসিয়া কহয়ে	১৮৯।৩০১
স্বর্গে স্থিতান্ত্র	১৪৬।১৬৩	হিংসা নাহি—সর্বত্রথে	১৮১।৩৪
		হৃদয় দরবে প্রভু	৯৩।৩০
হইল মায়াধু খন্দ	১৭৬।২০	হৃদয়ে প্রবেশে প্রভু	৬১।৬৩৪
হনুমান বলি যার	৪।৪৯	হেন অপরূপ বখা	১৩৪।১৩৪
হরগৌরী আরাধিয়া	৭৫।৮০	হেনকালে দৈববাণী	৯৪।৭৮
হরিশুগ গায়	১১৯।১০২	হেন কৃষ্ণ যে না ভজে	৭৭।১৩৬
হরিশুগ গায় সুখে	১২৪।৬২	হেন জনার দেও	৬২।৬৫১
হরিশুগ-সঙ্কীর্তন	১১১।৭০, ১৩৩।১০৯	হেন দণ্ড ভাঙ্গি	১৬৪।১৩৪
হরিনাম গায়	১২৯।৭	হেন দেহ পাইয়া	১৩৯।১৪০
হরিনাম ভক্তসেবা	১৬১।৭	হেন বিড়ম্বনা যোরে	৯৫।১০৬
হরিনাম মাত্রে	৯৬।১৩১	হেন মহাপ্রভু গৌরা	১২২।১৭
হরিনাম সংকীর্তন	৯২।৫, ১১৮।৭০, ১৬৩।৫০	হেন মহাপ্রসাদ	১৭৩।১৯৯, ২০০
হরিপরায়ণ হরি	১২৪।৬১	হেনরূপে মহাপ্রভু	৩৩।৫৯৯
হরি রাম রাম স্বির্জটাদ	৪।৬২	হের দেখ মোর	১০৫।৪৩
হরি হরি ধ্বনি শুনি'	১১৬।৭	হেরিলে হরিতে পারে	৬৭।২২
হরি হরি বলি'	৯৪।৭৩, ৯৬।১২৪, ১৭৯।১২৯	হেলা না করিহ	১৩১।৬৯



# পাত্রসূচী

অ

অক্রুর—৯২।১৯, ১০৭।৯৪, ১৩৩।১০৬, ১৮১।৪৬, ১৯০।৩৩৯,  
৩৪৪ ; ১৯১।৩৫৩, ৩৮০, ১৯২।৩৮২

অগ্নি—৬২।৬৬০

অবাসুর—৮৭।৭২, ১৮১।১৯০, ২০০

অঙ্গদ—১৮০।৯

অঙ্গিরা—১০০।৩২৭

অচ্যুতানন্দ—৩৭ ৩৩

অজ্ঞানিল—৬৪।৭৩০, ১১৮।৩৬, ১২১।১৪৬

অধৈতাচার্য্য—১।১১, ১৬ ; ৩৩।৬০১, ১৪।৬১৫, ৩৬।১,  
৩৭।১৪, ১৫, ১৬, ৩৩ ; ৫৩।৪০০, ১০৪।৩, ৭-৯, ১১,  
১০৫।৩০—৩৩ ; ১০৬।৬১, ৭২, ৭৯ ; ১০৭।৯২, ১১৩।  
২৫, ৩৩ ; ১১৪।৫১, ৬৭, ৬৯ ; ১১৭।২৯, ১১৮।৪৪,  
৭৪ ; ১১৯।১০০, ১২৫।১১৬, ১২৯।৭, ১৩২।৮, ১১৩।  
১১১, ১৪১।২৬, ১৪৯।১৬, ১৫১।৫৬, ৫৯ ; ১৫৯।৪৮,  
১৬০।৬১, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৮ ; ১৬১।৮৮, ৯২ ; ১৬১।৬৪

অনন্ত—১৩।১৬৪, ২৬।৪৬৫, ৩০।৫৩৪, ৫৪০ ; ৩০।৫৭৬, ৩৫।  
৬৫৮, ৩৭।৩৩, ১১৬।১০৮, ২৬।১৩২

অবধুতরায়—১১৩।১৫, ১৯, ২২, ২৫ ; ১১৪।৭০, ৭২ ;  
১১৫।৭৪, ১১৬।৫, ৬ ; ১১৭।১৯, ২১ ; ১৮।৭৪, ১২৪।  
৭৫, ১৬৪।৮২, ৯৮ ; ১৬৫।১১৮

অভিরাগ—৩৫।৬৫২

অরুণ—১৫৪।৩৯, ১২৩।৪১

অহল্যা—৮০।৬৮

আ

আচার্য্য গোস্বামি—স্ব। ৬২

আচার্য্য শেখর—১৫৮।১

ই

ইন্দ্র—৬২।৬৬০, ৭৭।১৫১, ৮০।৬০, ১৪৪।১০২, ১০৫, ১০৬,

১০৯ ; ১৪৫।১১৪, ১৬।১১৩, ১৬।২১৩, ১৮৭।২৩২,  
২৩৬

ইন্দ্ররাজ—১৮৭।২৩৩

ঈ

ঈশ্বর—১২০।১১৩, ১৪৮।২১৪, ২১৬ ; ১৬৮।৫৭, ১৭৬।৪৭,  
১৭৭।৫৬, ১৮৪।১২২

ঈশ্বরপুরী—২৪।৩, ৩৩।৬২৪

উ

উগ্রসেন—১৮৩।১০৪, ১৯১।৩৬৬, ৩৭৮

উত্তম—১৪২।৪১, ৪২, ৪৮, ১৪৫।১২৯

উত্তানপাদ—১৪২।৩৯, ৪০ ; ১৪৩।৭২, ১৪৪।৯৩, ১৪৫।  
১২৭ ; ১৪৬।১৫০, ১৫৪

উদ্ধব—১২।১২৩, ১২৪, ১২৭, ১৩৫, ১৫২, ; ২৬।৪৫৬,  
১০৭।৯৪, ১৩৩।১০৬, ১৬১।৫, ৬, ৭, ১ ; ১০ ; ১৭৮।  
১৪, ১৮৩।৯৮ ৯৯, ১০০ ; ১৮৭।১৪

উদ্ধারণ দত্ত—৩৪।৬২৭

উপনন্দ—১৮৫।১৭৩

উপেন্দ্র—স্ব। ৭৩

ক

কংস—১৮২।৫৯, ৬৮ ; ১৮৩।৯৩, ১০৬, ১১২, ১১৩, ১৮৪।  
১৪২, ১৮৫।১৪৮, ১৪৯, ১৮৬।২১১ ১৯০।৩৩২, ৩৩৯,  
৩৪২, ৩৪৩ ; ১৯১।৩৫৫, ৩৫৬, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৫,  
৩৭৬ ; ১৯২।৩৮৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪০১, ৪০৮

কবক—১৯১।৩৭৩

কপিল—১০৩।৮৬

কমল লোচন—১৪৩।৬৯

কমলাকর—৩৪।৬২৬

কমলাক্ষ—৩৩।৬০০, ১০৭।৮৮, ১০৫

কমলা দেবী—৭০।১২২, ১৪৫।১২২

করভাজনমুনি—স্ব। ৩২৬।১৯

কাঁঠায়মৌ—৮২২, ১১৯৮, ৩৪১১৪, ১৫৪১২৮, ১৭৩১

১৩, ২৩২১৫, ২৫৭১১৬, ২৬৪১১৬, ২৬৫১১৭, ২৭৫১১৭

কানাই—১৮৪১২৬, ১৯৩৪২৩

কামদেব—৮১১১১৭, ৯৯১৯৩

কালীকৃষ্ণদাস—৩১৫২৭

কাশীনাথ—৭৮৫, ৮, ৯, ১১, ১৯ ; ৭৯২৫, ২৭

কাশীমিশ্র—৩৪১৬২১, ১৯৬৯৩, ৯৫, ১০০

কাশীধ্বজ—৩৪১৬২৮

কুঞ্জী—৯২২০, ১৮৩১০২, ১৯২১৩৮, ৩৯০ ৩৯১, ৩৯২

কুন্দেব—৩৩৬১২, ১৪৪১০৪, ১৯০১৩২৯

কৃষ্ণ—১১৮৬, ৯৩, ৯৪ ; ১০১৬২, ২২১৩৭৯, ৩৮০ ;

২৩, ৩৯৭, ৩৯৯, ২৪১৪০৮, ৪১৪ ; ২৫০৩১, ৪৩৯.

৪৪৪ ; ২৬৪৬৬৩, ৩২৫৭৫. ৫৭৬ ; ৩৩৫৯৭, ৬০৪ ;

৩৪৬১৯, ৩৫৬২১৩, ৬৫৯, ৬৬৯, ৪৪১৯৮, ৫২১৩৯৬,

৫৯৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০ ; ৬০৫৭৯, ৫৮৪, ৫৮৬, ৫৮৮,

৫৯৮, ৫৯৯, ৬০৩ ; ৬১৬৩২, ৬২৬৬১, ৬৩৬৪৩,

৬৪৬, ৭৪ ৩৭, ৮০৬১ ; ৮৬২৫, ২৭ ; ৮৭৬১, ৬২,

৬৭ ; ৯২১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৯, ২০, ২৪ ; ৯৩

২৮, ২৯, ৩৪, ৪২, ৪৫, ৪৪ ; ৯৬১১৫, ৯৭১৬৭,

১০২১৪৩, ৪৪, ৫৩, ৫৪ ; ১০৩৬৬, ৬৭, ৮৯ ; ১০৫

৩৭, ৪২, ৪৮, ৪৯ ; ১০৭১০৬, ১১২১০৪, ১১৪১৫৯,

৬০ ; ১১৭১১৪, ৩৯ ; ১২৩২৬, ১২৪৫৮, ১২৫১৯৬,

৯৭, ৯৮ ৯৯ ; ১২৬১২৩, ১২৭১২, ১৩১৬৮, ৭০, ৭৭,

৮৪ ; ১৩২১০১, ১০২, ১৩৬১৩২, ১৩৭১৬৯, ৭০, ৭১,

৭২ ; ১৩৮১২৩, ১৩৯১২৫, ১২৭, ১৩১, ১৩৪, ১৩৮,

১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪ ; ১৪০১৪৮,

১৪২১৫৫, ১৪৩১৫৯, ৬১, ৬২ ৬৩, ৬৬, ৬৭ ৭০, ৭১,

৭৬ ; ১৪৪১৮৩, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১০১, ১০৪, ১০৫

১৪৫১১১৭, ১২১, ১৪২ ; ১৪৬১৪৯, ১৫২, ১৫৪ ;

১৪৭১১৮, ১৯২, ১৯৬ ; ১৪৮২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৮,

২১২, ২১৩ ; ১৫০১৩২ ৩৩ ; ১৫১১৩৯, ৫১, ৫৯ ;

১৫৫১১১১, ১৫৬১১৩৬, ১৪১ ; ১৫৭১১৫০, ১৬৫,

১৬৮, ১৭১, ১৭২ ; ১৬৭১২১, ৩১ ; ১৬৯১৬৮, ৭৬ ;

১৭৪১২০৭, ১৭৫১২১, ১৭৯১৩৩৮, ১৮০১২৯, ১৮২১৫৩,

৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬২, ৬৭ ; ১৮৩১৮৪, ৯৪, ৯৮, ৯৯,

১১৩ ; ১৮৪১১১৭, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৮৫১৫২,

১৫৩, ১৫৭, ১৬৬, ১৬৯, ১৭৯, ১৮৬১৯০, ১৯২,

১৯৮ ২০৫, ২০৬ ; ১৮৭১২২৬, ২২৯, ২৩০, ২৩২,

২৪০, ২৪১ ; ১৮৮১২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫২ ; ১৮৯

২৮২, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৬, ৩০৫ ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১৩,

১৯০১৩২০, ৩২৩, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৫, ১৯১৩৪৮, ৩৫৫,

৩১৬, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭০ ৩৭২, ৩৭৪,

৩৭৮, ৩৮১, ১৯২১৩৮৪, ৩৯৮, ৪০২, ৪০৩ ৪০৫, ৪০৯,

৪১১, ৪১৫ ; ১৯৩৪১৮, ৪২১, ৪২২, ১৯৪১৯, ১৯১

৫৪, ৫৫ ; ১৯৭১১১১, ১২৩

কৃষ্ণদাস—৩৪১৬২৬, ১৮২১৫২, ৫৩, ৬৩, ৬৪ ; ১৮৩১৮৬,

৮৭, ৮৮, ১০০ ; ১৮৫১৩৯, ১৪০, ১৮৭১২২৩, ২৩১,

২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ১৮৮১২৪৮, ২৬০, ২৬২ ; ১৯২

৪১৩, ১৯৩৪৮

কেশব ভাঙ্গতী—১৫৪১৫১, ১৫৭১৫৪, ১৫৮

কেশী—১৯০১৩২, ৩৩৩

গ

গণেশ্বর—২১১

গদাধর—৩৬১১, ৩৮১৪০ ; ৪৫১২৫৮ ; ৮৫৮ ; ৯১১ ; ৯৩

৫৬ ; ৯৯১৮৯, ১৯৬ ; ১০৫১২৫ ; ১১৭১৪১ ; ১১৭

৪৩ ; ১২২১১ ; ১২৬১১১৭ ; ১২৮১৪১ ; ১৪১১২৭ ;

১৬৫১১১৫ ; ১২১ ; ১৬৮১৪৫, ৫৫ ; ১৭২১১৭ ; ১৯০ ;

১৭৫১৩

গদাধর দাস—৩২৬ ; ৩৪১৬২২ ; ৬৪১৭০৭ ; ৭৪১৩৭, ৪০ ;

১৩০১২৫

গদাধর পণ্ডিত :—২১১২ ; ৫১১০০ ; ৩৪১৬২২ ; ৯৮১৭৬,

১৮০ ; ১৩০১২৯ ; ১৩২১৮৭, ৯৮ ; ১৫১১৫৯ ; ১৬৪

৯৮

গর্গ—৩ ১৯, ১৯৩১৭, ২২১৩৬৭, ৩৭২, ৩৮৩ ; ২৩৩৯০,

৩৯৭

গিরিশ্বর—৪৫১২৫৮

শুশ্রূ বেড়া (মুরারী) স্থ ১২৭, ৬৯

গোপাল—১২৭৮, ১৪৮১২১০, ১৬৭১১৪, ১৮৭১২৩৫

গৌপীনাথ—৩৪।৬২১, ৮৭।৬৪, ১০৮।৪, ১২০।৩৩৩  
 গৌবিন্দ—( মহাপ্রভুর সেবক ) ৩২৬, ৩৪, ৩৪।৬২৩,  
 ৬২৯ ; ১২৬।৮৭, ৮৯, ১২৯।৪৮, ৫৫  
 গৌবিন্দ ( ভগবান ) ৪২।১৪০, ৪৫।২৫৬, ৪৯।৩২৫, ৭৯।  
 ২৩, ৩৪ ; ১৪৪।৮২, ১৫০।৩১, ১৮৮।২৫৩  
 গৌরহরি—২।৩, ৩।১৯, ৪৮ ; ৬।৩৩৪, ১২।১১২, ১৩।১৫৭,  
 ১৫৯, ১৬০ ; ১৮।২৮৭, ২৮৮, ২৩।৩৯৯, ২৪।৪১৪, ২৭।  
 ৪৯২, ২৯।৫১৩, ৫১৫, ৫২০ ; ৩০।৫৩৪, ৩৩।৫৯৩. ৩৬।  
 ১, ২ ; ৩৮।৪৪, ৫৭ ; ৪২।১৩৯, ১৫২ ; ৪৩।১৯১, ৪৫।  
 ২৫৪, ৪৬।২৬৩, ২৭২, ২৮৩ ; ৪।১২৮৯, ৪৮।৩০৭, ৪৯।  
 ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৫০।৩৬৬, ৫১।৩৮৬,  
 ৫২।৩৮৮, ৫৯৩, ৩৯৮ ; ৫৩।৩৯৯, ৪১০, ৪১২, ৪১৩ ;  
 ৫৪।৪২৪, ৫৮।৫১২, ৫৯।৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭৬ ; ৬০।  
 ৬০৫।৬০০ ; ৬৪।৭৬৬, ৭৩৮, ৬৫।৭৭৩, ৬৭।২৯, ৩০,  
 ৩২, ৬৯।৮৯, ৯৪ ; ৭০।১০০, ১২৮, ৭১।১৪৭, ৭৪।৫৮,  
 ৬০ ; ৭৬।৯২, ৯৩, ৯৯ ; ৮০।৫৪, ৬৯ ; ৮১।১০১, ৮২।  
 ১৩৮, ১৪২, ১৪৭ ; ৮৩।১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৬ ;  
 ৮৪।১৭৬, ৮৬।২৩, ৪৮, ৪৯ ; ৮৮।৮৬, ৮৯, ৯৮, ১০৯,  
 ১১৫ ; ৮৯।১১৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯ ; ৯২।১০,  
 ৯৩।৩৪, ৫৩ ; ৯৪।৬০, ৬৪, ৭২ ; ৯৫।১০১, ৯৫।১৩৬  
 ১৩৮, ৯৭।১৩৯, ১৪০, ১৬২, ৯৮।১৭২, ৯৯।১৮৯,  
 ১৯৬ ; ১০০।৩, ৬, ৮, ১০ ; ১০১।১৩, ১৫, ১৮, ১৯,  
 ২০, ২১, ২২, ২৪ ; ১০২।৫১, ১০৪ ২, ১০৬।১১, ১০৭  
 ১০১, ১০৮।১১৩, ১১১।৬৬, ৬৯ ; ১১২।৯৩, ১০৪,  
 ১০৬ ; ১১৩।৩২, ৩৩ ; ১১৪।৪৯, ৫৬ ; ১১৫।৭৯,  
 ৮০ ; ৮২, ৯০, ১০৫ ; ১১৭।১১, ১২, ২৩ ; ১১৮।৪৭,  
 ৫০ ; ১২০।১১২, ১২১।১৫৬, ১২২।১৩, ১৪, ১৭, ২০ ;  
 ১২৩।২৮, ৩৫, ৩৯, ৫১ ; ১২৪।৫৮, ৬৭, ৮২, ৮৫ ;  
 ১২৫।৯২, ৯৩ ; ১২৬।১১২, ১১৩, ১২৫ ; ১২৬।১৩৩,  
 ১৩৪, ১৩৫ ; ১২৭।১, ৮, ১২৮।৩৬, ১২৯।৬৮, ১৩০।  
 ২৫, ১৩১।৬৯, ১৩২।৯২, ৯৩, ১৩৩।১১০, ১৩৪।১৩২,  
 ১৩৩, ১৩৬, ১৩৬।২৪ ; ১৩৬।৩৫, ৪২ ; ১৩৭।৭৯ ;  
 ১৩৮।১১০ ১৪০।১৫১ ; ১৪৩।৬৪ ; ১৪৪।৯৩ ; ১৪৬।  
 ১৫৩ ; ১৫০।২০, ২২ ; ১৫১।৪২ ১৫২।১ ; ১৫৩।১৮;

৩৬, ৪১ ; ১৫৪।৪৫, ৭৮ ; ১৫৫।৮৩, ৯৪ ; ১৫৭।১৫৯,  
 ১৭৩, ১৭৭ ; ১৫৮।৫ ; ১৫৯।১৬ ; ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪১,  
 ৪৫ ; ১৬০।৫২, ৬৮, ৭৩ ; ১৬১।৮৪, ১৬৫।১১৫, ১১৬ ;  
 ১৬৭।১৩, ২৮ ; ১৬৯।৬৬, ১৭০।১১২, ১৪২ ; ১৭১।  
 ১৩৪, ১৩৫, ১৫২ ; ১৭২।১৬০, ১৮৯ ; ১৭৩।২৩৮, ২১০  
 ২১৭, ২২৪ ; ১৭৫।৬, ৮ ; ১৭৬।৯৬-৯৯, ১০১, ১০৬  
 ১১০, ১১১ ; ১৮০।১৮, ১৮১।২১, ২৩, ২৪, ৩৪, ৩৫ ;  
 ১৮৪।১৩১, ১৮৫।১৭০, ১৭১ ; ১৮৬।১৮২, ১৮৫, ১৮৮,  
 ১৮৯, ২০৫ ; ১৮৭।২২৬, ২৩১, ২৪৬, ২৪৭, ১৮৮।২৫৩,  
 ১৮৯।৩১৫, ১৯০।৩২২ ; ৩২৬ ; ১৯২।৪১৩, ৪১৫ ; ১৯৩।  
 ৪১৯, ১৯৪।২১, ২৬, ৩১ ; ১৯৬।৬৯, ৭১ ; ১৯৭।১,  
 ১৯৮।৩, ২০ ; ১৯৯।৪৮, ৫৬ ; ২০০।৯৪

গৌরী—৭৫।৮০

গৌবীন্দাস—৩৪।৬২৬

চ

চন্দ্র—৩৮।৪৯, ১১৪।৪০, ১৪১।১১৬,  
 চন্দ্রমুখী—২৯।৫২৪  
 চন্দ্রশেখর—৫।১১২, ১৩৫।৩, ১৫৪।৫৪;  
 চাঁপুর—১৯১।৩৬১, ৩৬২ ; ১৯২।৪১০, ৪১১  
 চাঁন্দ—৮৩।১৫৮  
 চৈতন্য—৩।১৮, ৮।৩, ২৮।৫০১, ৩৫।৬৫১, ৬৫২, ৬৫৮ ;  
 ৬৩।৬৯৬, ১০৪।২৫, ২৬৮।১৭

জ

জগদানন্দ পণ্ডিত—৩।২৯, ৩৪।৬২৫, ১২৬।১১৮  
 জগন্নাথ ( ভগবান ) ৬।২২২, ২।১৪৮২, ৪৮৮, ৯৮।১৮২, ১৩৮।  
 ১১৮, ১৫৪।৫০, ১৬১।৫, ১৬২।১৪, ১৬৩।৮৪, ৯৫, ১৭১।  
 ১৪২, ১৪৪, ১৪৯ ; ১৭৩।২০৩, ২০৮, ২১১, ২১৩ ;  
 ১৭৪।২৫০, ১৮০।১৪, ১৬ ; ১৯৩।১, ১৯৫।৫৮, ৬০,  
 ৬৫, ৬৭, ১৯৬।৭৪, ৭৬, ৭৯, ৮৪, ৮৫, ১৯৮।১০, ১৪,  
 ২৪, ২৫, ৩১, ১৯৯।৪৪, ৪৬, ৫৭, ৬১, ৬৬, ৬৮ ;  
 ২০০।৭৬, ৮০, ৮১, ৮৯, ৯০,  
 জগন্নাথ ( মিশ্র )—৫।৮৩, ৩৪।৬২০, ৩৭।১৫, ২৪, ৩৮।৫৫,  
 ৬২, ৩৯।৮৬ ৪০।৯৮, ৪২।১২৬, ১৩৪, ১৪২, ১৪৩,  
 ৪৪।২০৩, ৫১।৩৭৯, ৫২।৪০০, ৪০২, ৫৩।৩৯৫, ৫৪।৪৩২,

৪৪২, ৪৪৩, ৫৫১৪৪৯, ৪৫২, ৪৫৬, ৫৬১৪৫৯, ৪৬০,  
৪৭১, ৫৭১৪৮০, ৪৮৬, ৪৮৯, ৪৯২, ৪৯৫, ৫০৫১২,  
৫১৮, ৫১৯, ৬২১৬৫৬, ৬৭১, ৬৭১৬৯২, ১১৯৮৮

জগাই—৫১০৬, ৯২১৪, ১১৮৫৭, ৬৮; ১১৯৮০, ১০২;  
১২০১১১৬, ১১৯, ১২৬, ১৩৮, ১৪০; ১২১১৫৬, ১৫৭,  
১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৬, ১৬৭

জনার্দিন—৩৭১৩৩, ৪৫১২৫৬, ৭৪১৪৮, ১২৭১৫

জানকী—৯৬১১৮, ১০৯১২

জাহ্নবী—১২৪১৬৯

ড

ডিলোত্তমা—২৯৫২৪

ডুলসী—১১৪১৪৭, ১২১১৫৫

ডুগাবর্ত্ত—১৮৫১৫৩

ত্রিবিক্রম—৪৬২৬০

ত্রিগল ভট্ট—১৭৯১২৬, ১৩০, ১৩২

ত্রিলোচন—১৬৮১৩৫

ত্রৈলোক্য সূন্দর—১৩৬৪৭

দ

দামোদর পণ্ডিত—৩৩০, ৪১৫৪, ৮৪, ৩৪৬৩০, ৫৪১৪২২,  
৪২৩, ৪২৬, ৫৫১৪৫৪, ৬২১৬৫২, ৯৪, ৬০, ১৫৩১৩৩,  
১৬৪১৮৩, ১৭০১৯৬, ৯৭, ১০০, ১১০, ১৭২১১৭০

দামোদর ( ভগবান ) ৪৬২৫৯, ৭৫১৭১, ১৮৫১৩৫৯

দুর্কাসা—১৮৫১১৬৩

দুর্গুথ—১২২১৩৮৪, ৩৮৫

দেবকী—১৫২১০২, ১৮৪১৩৩২, ১৪২, ১৪৭, ১৯০১৩৩১,  
১৯১৩৬৬, ১৯২১৩৯৭

দ্রৌপদী—৬৪১৭২৯, ৮০৬৭

ধনঞ্জয়—৯০৫৮

ধেনুক—১৮৬১৯৩

ধেনুকাসুর—১৮৬১৮৬

ধ্রুপ—১৪২১৩৫, ৩৭, ৪১-৪৬, ৪৯-৫৪; ১৪৩৫৭, ৬১, ৬৪-  
৬৬, ৬৯, ৭১, ৭২ ৭৬-৭৮; ১৪৪১৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৪,  
৯১, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১০২-১০৩, ১০৬-১১১; ১৪৫১

১১২-১১৬, ১১৯, ১২৮, ১৩০-১৩৩, ১৩৮, ১৪২; ১৪৬১  
১৪৮, ১৫৩-১৫৭, ১৬২, ১৬৬; ১৪৭১১৬৯-১৭২, ১৭৪

ন

নগজিতা—৯৪৩; ২৯৫২৩

নটবরাজ—১২২১২২

নটরাজ—১২২১১৮

নদিয়ার চান্দ—১১৫১৯৪

নন্দ—৮৭১৬৯; ১৩৬২৮; ১৮৫১৫১, ১৬৪, ১৬৫, ১৮৫১২৬৬;  
১৮৭১২৪০; ১৯০১৩২৮; ৩৩৬, ৩৪৩, ১৯১৩৬৫, ৩৭৮, ১৯২১৩৮২

নন্দবোধ—১৮৪১৪৬, ১৪৭

নন্দন আচার্য্য—৯৪৫৯; ১১০১৪০

নন্দ-নন্দন—১৩৬৩১

নন্দী—১১৬৭, ১৬৮, ১৩

নবদ্বীপচান্দ—৪৬২৭৭

নবহরি—৮১২, ৩৪৬৩২, ৬৩৬, ৬৪৮, ৩৫৬৭২; ৩৬১; ৪০১  
৯২, ৮৯১২০, ৯১১; ৯৩৫৬, ৯৯১৮৮, ১৯০; ১০৫১২৬, ১১৪১  
৪১; ১১৭১৪৩; ১২২১১; ১২৩১৪৪, ১২৬১১৩, ১১৮; ১৩০১১৯;  
১৩২১৮৯; ১৩৬২৪; ১৪১১২৭; ১৬৪১৮২; ১৭২১১৭০; ১৭৫১১;

নরহরি দাস—৩৩৩; ৪১৬১

নারদ—৮১৫, ২২, ২৬, ১১৮৪, ৮৬, ৯১, ১০৪, ১০৬, ১০৯, ১২১  
১১৬, ১১৭, ১২৬; ১৩১৫৪, ১৫৭, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৪১১৭৫,  
১৯৬; ১৫১২০৮, ১৭১২৭৬, ২৮১, ২১৩৫৪, ২৫১৪৪৮, ৪৫০, ২৬১  
৪৬৭, ৪৬৮, ২৭, ৪৭৬, ৪৮৫, ২৮৫০৩, ৩০৫০০, ৫৪৩, ৫৪৪, ৩১১  
৫৬৮, ৫৭১; ৩২১৫৭৪, ৫৮৭; ৩৩৫৯৫, ৭৪৩৭, ৪০, ৪১,  
৮৮১১২, ১৩১১৭৬, ১৩৩১০৪, ১৪৪১৮০ ১৪৫১২২১—১২৪,  
১২৬, ১৩৪, ১৪০; ১৪৬১৫৯, ১৬২, ১৪৭১৩৭ ১৫৬১২২৩, ১৭৩১  
১৯৮, ১৮৪১৪২, ১৯০১৩৩১

নারায়ণ... ৩৭, ৭, ৪৫১২৫৮, ২৫৭, ৬০১৬০৩, ১০২১৫৪, ১১০১৩২  
১১৩১২৪, ১১৮১৬৬, ৬৭, ১২১১৪৪, ১৩৫১২০, ১৫৯১৪৮, ১৮৫১৫৮

নিত্যানন্দ—২১১১, ৩১৮, ৩৩১, ৫১০৪, ১০৫, ৩১৩৩, ৮১১, ৩০  
৫৪২, ৩৩৫৯৩, ৬১২, ৩৬১, ৩৭১৩৩, ১১০১০, ৩২, ৪৬, ১১১১  
৬১, ৬৬, ৭৩, ৭৫, ৭৯, ৮১, ৮৫, ৮৬, ১১২১৯৫, ১০২; ১১৩১৩৫,  
২৭, ২৯, ১১৪১৪৩, ৫২; ৬৭, ৭০, ১১৫১৭৭, ১১৫১৭৭, ৮০, ১১৭১  
১২, ১৫, ১৬, ১১৮১৪৪, ৭৪, ১১৯১০০, ১০৪, ১০৯, ১২০১৩০,

১১৭, ১২০, ১২৩, ১২৫, ১৩২।৮৬, ১৫১।৫৯, ১৫৩।৩৫; ১৫৪.  
 ৫৪, ১৫৭।১৭৫, ১৫৯।৪২—৪৪, ৪৬, ১৬০।৫৩; ৬০, ৬৬,  
 ১৬৫।১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১৩০, ১৩৮, ১৬৬।১৪৯, ১৭২।  
 ১৭০, ১৯০,  
 নিমাই—৩৯।৮৩, ৪৩।১৭৫, ১৮৩, ৫১ ৩৭৫, ৫৩।৪০১;  
 ৫৪।৪১৭, ৪১৮, ৬৩।৬৮১, ৬৮২, ১১৯।৮৮, ১৫২।২, ১৫৩।১২,  
 ১৭, ৩৮, ১৫৫।৯২, ১৫৬।১৪৪, ১৫৮।৬, ১৬, ১০, ১৬০।৫৭,  
 ১৯৪।২৯, ৩২ ;  
 নীলাচলচন্দ্র—১৬৪।১০৫  
 নীলাচলরায়—১৯৫।৬৫  
 নীলাধর—৯৩।৫৮  
 নসিংহ—৪৬।২৫৯  
  
 পদ্মাবতী—৩৩।৬১১  
 পরব্যোমনাথ—৩৭।৩৫  
 পরমানন্দ ( বৈষ্ণ )—৩৪।৬৩১  
 পরমানন্দপুত্রী—৩২।৬, ৩৪।৬২৪, ১৭৯।১৩৪, ১৩৬, ১৪৩,  
 ১৮১।২২  
 পরমেশ্বর দাস—৩৪।৬২৮  
 পরশুরাম—৭০।১২৫, ১৮১।৪০  
 গল্পপতি—১৫।২৩৪  
 পার্শ্বতী—১৩।১৬৮, ১৫।২৩৪, ২৩৬; ৭০।১১৫, ৮২।১২১, ৮৩;  
 ১৫৮, ১৬৯।৭৮, ৮৫, ৮৬  
 পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি—৩।২৩  
 পুতনা—১৮।১১৫২  
 পুরন্দর পণ্ডিত—৩৪।৬৩১  
 পুরন্দরমিশ্র—৩।২০, ৩৭।১৭, ২৬, ৪১।১০৪, ৫২।৩৮৭, ৫৩, ৩৯৭,  
 ৪০১; ৫৬।৪৫৭।৫৭।৪৮০, ৪৯৫, ৫৮।৫২৮, ৬৫।৭৬৬  
 পুরী গোসাঞি—১৯৬।৯৬, ৯৮; ৯৯; ১৯৭।১০৫, ২০০।৮৫  
 পুরুষোত্তম ( জ্ঞান )—৩৪।৬২৬  
 পৃথিবী—১৬।২৩৯, ২৪১; ৩।৫৪০, ১১৭।৩৬  
 শ্রীতাপরাজ—১৭।২৭২, ১৯৬।৭২, ৮০, ৮৬, ১০১  
 শ্রীফান্দ—২।১৩৫৪, ১৩৩।১০৪, ১৭৩।১৯৮, ১৮২।৫০

ব

বকাসুর—১৮৫ ১৭৯  
 বক্রেশ্বর—৩।২৬, ৫৪।৬২৪; ৯৩।৫৭, ১১৮, ৪৬, ১৪১।২৭, ১৫৩।৪৩  
 বনমালী—৬৪।৭১১; ৭১৮, ৭১৯, ৭২২, ৬৫।৭৬০, ১২২।৬, ১৩১।  
 ৫০, ১৮১।২৩,  
 বরাহঠাকুর—১৬৭।২৪  
 বরুণ—৬২।৬৬০, ১৪৪।১০৪, ১৮৭।২৪০,  
 বলরাম—২।১৩৫৩, ৩।৫৪০, ৩।৫৭১, ৩২।৫৭৫, ৫৭৬,  
 ৫৭৯, ৫৮১, ৩৩।৫৯৪, ৬০৮, ৬১১; ১৩১।১৪, ১৮, ২০,  
 ২১, ৩৫, ৩৭, ৪২; ১৭৩।২০৯, ১৮৬।১৯৩, ১৯৮,  
 ১৯৯; ১৯১।৩৫৬, ৩৭৪ ৩৭৬; ১৯২।৩৮৪, ৪০২, ৪১১,  
 বল্লভ আচার্য্য—৬।৭৬১, ৭৬৪, ৬৬২, ৬৭।১৫, ৬৮।৬২,  
 ৭০।৯৫, ১০৮, ১২৭; ৭১।১৩৩  
 বল্লভ মিশ্র—৭১।১৩৪, ১৫৩  
 বসুদেব—১৮।৩৯৩, ৯৪, ১০৩, ১৮৪।১৪২, ১৪৪, ১৮৫।১৫১,  
 ১৯০।৩৩১, ১৯ ১৩৬৬, ১৯২।৩৯৭,  
 বামন—৭০।১২৪  
 বায়ু—১৪৫।১১৫  
 বাসুকি—১৮৪।১৪৫  
 বাসুঘোষ—৩।৩৪, ৩৪।৬২৯, ১২৬।১১৮, ১৪১।২৭,  
 বাসুদেব—১৭।৫৫  
 বাসুদেব দত্ত—৩।২৮, ৩৪।৬২৩,  
 বাসুদেব ভট্টাচার্য্য—১৭২।১৭৪  
 বাসুদেব সার্কভোম—১৭১।১৪৭  
 বিজ্ঞানধর—১৯০।৩২৭  
 বিভীষণ—১৮০।১০, ১৯৯।৪৩, ৪৭, ৪৯, ৬৪; ৬৫, ৭  
 ২০০।৯০, ৯১,  
 বিরিকি—১৩।১৬৪, ১৮।২৮৮, ২৯০, ২৫।৪৪৮, ১৫৬।১২৩,  
 বিশ্বরূপ—৪।৭২, ৭৪, ৪১।১১৮, ৪৪।৪২৪, ৪২৭, ৪৩৪,  
 ৪৩৫—৪৩৭, ৪৪৩; ৫৫।৪৪৪, ৪৪৬, ৪৪৮, ৪৪৯,  
 ৪৫০, ৪৫১, ৪৫৪; ১৯১।৩৬৯,  
 বিষ্ণু—২৮।৫১০, ৪১১; ৭০।১২৩, ৭৮।৩, ৮৪।১৬২,  
 ৮৫।৮, ৮৭।৫৭, ৮৮।৮১—৮১, ৮৭, ৮৮, ৮৮।১০০,  
 ১০১, ১১২।৩, ১৪৭।১৮৬,





রঘুনাথ—৫৯৫৫৮, ৬২৬৭৩, ৯৬১১৭, ১০৯১১, ১৬,  
১৮৪১১৮

রঘুবীর—১০৯১৩

রবি—১১৪১৩৯, ১২৫১০৭, ১৫২১৬

রাই—১৮৯২৯৬

রাঘব পণ্ডিত—৩৩০, ৩৪৬২৫

রাধা—৮৮, ১০৬৮, ৭১, ৭২; ২৭৪৯৩, ২৮৪৯৭, ৫১২;  
৫২১৪০, ১৪১; ৬০৫৮৪, ৫৮৬, ৫৯৪, ৫৯৮;  
৮৭৬৫, ৬৭; ৯২১২২, ১৮; ৯৯১৮৯; ১০১২১,  
২২; ১০৬১৫; ১১৭১৩৯, ১২২১২২, ১৩১১৭৭,  
১৩২১০১, ১৩৬১২৮, ১৪০১২৪৯, ১৫৪১৪৬, ১৮৪১১৮,  
১১৯, ১২০, ১২১, ১২৯, ১৩০; ১৮৫১১৬৫, ১৬৬,  
১৬৭, ১৬৮; ১৮৭১২১১, ২২৬, ২২৭, ২২৯, ২৩০,  
২৩১; ১৮৯২৮৮, ২৯৭, ২৯৮; ১৯০১৩৬, ৩১৭,  
৩১৮, ৩১৯, ৩২০; ১৯৩৪২৩,

রাধাকৃষ্ণ—৪৯৩২৫৩৪৪

রাধানাথ—১০৯১৬

রাধাবল্লভ—৭৫৮৬

রাধিকা—২৯৫২২, ৩১৫৪৭, ৬০৫৮৭, ৫৯৪, ১৯০৩২০

রাধণ—১৮৪১১৮, ১৮৫১৬২,

রাম (ভগবান) ৪১৫০, ৬২, ৯৬১১৮, ৯৬১২১, ১০৯১২,  
১১২১০৪, ১২৪১৫৮, ১২৬১১৭, ১৭৬১২৮, ৩০, ১৯০  
৩৪১, ৩৪৪; ১৯১৩৬২, ৩৬৫, ৩৭৪; ১৯২১৩৯,  
৪০৩ ৪০৬, ৪০৯,

রাম (জ্যোতিড় ব্রাহ্মণ) ১৯৮৪

রামাই—১৫১১৫

রামদাস—৩৪৩২৬, ১০৯১০,

রাম নারায়ণ—৯৪১১

রামেশ্বর—১৮০৭

রাম রামানন্দ— ৩২৯, ৩৪৬২৩, ১৭৮৯৫, ১১২, ১১৪,

রাহু—৩৮৪৯

রুক্মিণী—৯৩৯, ৪০, ৫৪, ৪৬, ৫২, ৬৩, ১০৭৯, ১১৮১,  
৯৯, ১২১৪১, ১৪২, ২৭৪৯৩, ২৮৪৯৭, ২৯৫২২,  
৫২৩, ৩১৫৪৭, ৭৯৪১, ৮০৬৮,

রুদ্র—৬২১৬৫৯, ৮০

রুদ্র পণ্ডিত—৯৪৬০

রূপ—৩৪৬২৮, ১৮১১০৮,

রূপ-সনাতন—স্বা৩০

রোবতী—৩২৫৮৪

রোহিণী—৩১৮, ৭০১১৪, ৮৩১৫৮,

## ল

লক্ষণ—৪৫১, ৯৬১১৯, ১৭৯১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২২,  
১৮০৯

লক্ষণা—২৯৫২৫

লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী—৩২১, ৫৮৬ ১০৭৫, ১৪১৯২, ১৯৮;  
১৫১২০৬, ২০৮, ২১৩; ২৬৪৬৫, ২৮৫১০, ৫১১, ৬৪  
৭১৭, ৭১১৩৯, ১৪০, ১৪৬, ১৫২, ৭২১৬২, ১৬৩  
১৬৪, ১৬৭, ১৭০, ১৭২, ১৮১; ৭৫১৭৩, ৭৬১০৪,  
১০৫, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৮, ১১৯,  
১২০, ১২১, ১২৪, ৭৮১৬০, ৮৪১৬২, ১১৬১০৮,  
১২৬১৩২, ১৩৩১০৩, ১৩৩১০৪, ১০৫, ১১৮,  
১৬৮ ৫৮

ললিতা—১৩৬২৮

লোচন দাস—২৯, ৩৪৪, ৬১২৪, ১৩৫, ১২৬১০৯, ১১৮  
৪৮, ১২১১৬৯, ১২৩৩৬, ১২৪৬৩, ১২৫৯২, ১২৬  
১১৩, ১২৮১৪৪, ১২৯৬৯, ১৩১৭১, ১৩৫১৩৭, ১৩৬  
২৪, ১৩৭১৫৯, ১৪০১৫৬, ১৪৪৯৩, ১৪৫১১৯, ১৪৬  
১৫৩, ১৫১১০, ১৫২১৬৮, ১৫৬১৩৭, ১৫৯১৪৫, ১৬১  
৯৪, ১৬৪১০, ১৬৫১১৫, ১৬৬১৪৯, ১৭০১১১, ১৭৪  
২৫৭, ১৮০১৪৪, ১৮৪১৩১, ১৮৫১৭৬, ১৮৯১৩৫  
১৯১৩৭৯, ১৯৪১২১, ১৯৬১৬৯, ১৯৭১২৫, ২০০১৯৪,

শঙ্কর—৮৩১৫৮, ১৬৯৮৫,

শঙ্খ চূড়—১৯০৩২৯

শর্চী—২১৫, ৩২০, ৫১৯৬, ২১৫, ১১১০২, ৩১৫৫৮, ৩৪  
৬২০, ৩৭১০—১৩, ১৯, ২২, ২৩, ২৭, ৩০, ৩৮৪৫,  
৪৬, ৫৪; ৩৯৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৬, ৮৭; ৪০৯৩, ৯৮;  
৪১১২৩, ৪২১২৬, ২২৭, ১২৮, ১৩৩, ১৪২, ১৪৩,  
১৪৫, ১৫৪; ৪৩১৫৯, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭,





ଶ୍ରୀପ୍ରତାପକୃଷ୍ଣ—୧୨୧।୧୧୬  
 ଶ୍ରୀବାସ—୧୧୦।୨୦  
 ଶ୍ରୀସାନ୍ତନୁଜୟ—୧୧୮।୫୬  
 ଶ୍ରୀସୁକୁମ୍ଭ ଦତ୍ତ—୧୨୫।୬୦, ୧୬୮।୭୬, ୫୦, ୫୧, ୫୩, ୫୪, ୫୫,  
 ଶ୍ରୀସୁକୁମ୍ଭଦାସ—୧୨୬।୧୧୮  
 ଶ୍ରୀସୁଧୁସୁଦନ—୧୬୧।୨  
 ଶ୍ରୀସୁଧୁନନ୍ଦନ—୧୧୫।୫୧, ୧୧୬।୫୩, ୧୫୧।୨୧  
 ଶ୍ରୀସୁଜନାଥ—୧୧୩।୧୨୫  
 ଶ୍ରୀରାମ (ଭଗବାନ୍) ୧୧୩।୧୧୧, ୧୧୮; ୧୧୯; ୧୨୦; ୧୮୦।୩,  
 ଶ୍ରୀରାମ ପଞ୍ଜିତ—୧୫୫।୧୧, ୧୦୭।୮୫, ୮୫; ୧୦୫।୨୧;  
 ୧୧୩।୨୫  
 ଶ୍ରୀରାମସୁନ୍ଦର-ଗୌରୀନାଥ—୧୭୩।୩୧  
 ଶ୍ରୀହରି—୮୭।୨୦; ୧୮୩।୧୨୨  
 ସଞ୍ଜୟ—୧୦୫।୮  
 ସତ୍ୟଭାମା—୩।୩୮; ୨୧।୫୩୫, ୨୩।୫୨୫  
 ସନକ—୧୮।୩୦, ୩୧।୫୨; ୫୩।୩୫୫; ୫୮।୫୧୧; ୧୦୧।୧୧୫;  
 ୧୬୮।୫୧  
 ସନାତନ—୩୫।୬୨୫; ୩୧।୩୩; ୧୮।୫; ୩; ୧୮; ୧୯; ୧୩।୨୧;  
 ୩୧; ୩୫; ୩୮; ୫୩; ୮୦।୬୩; ୧୮; ୮୧।୩୦, ୧୦୬;  
 ୮୨।୧୨୫, ୮୩।୫୫୫; ୧୫୩; ୮୫।୧୬୦; ୧୬୮; ୧୧୦;  
 ୧୧୬।୧୦୮; ୧୩୩।୧୦୫ ୧୮୧।୩୮  
 ସରସ୍ୱତୀ—୨।୩; ୧୬୮।୫୮;  
 ସରସ୍ୱତୀକାନ୍ତ—୧୧୫।୨୨  
 ସର୍ବଲୋକନାଥ—୧୨୦।୧୩୫  
 ସାର୍ବଭୌମ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ—୭।୧୨୨; ୧୧୩।୧୫୫; ୧୧୩।୨୧୮,  
 ୨୨୫; ୧୧୫।୨୧୮; ୨୨୮; ୨୩୨; ୨୩୫; ୨୩୮, ୨୫୨;  
 ୨୫୩; ୨୫୫; ୨୫୮; ୨୫୯; ୧୧୫।୩୦  
 ସୀତା—୨।୧; ୫।୫୦; ୩୫।୫୧୫; ୧୦୫।୩୦, ୧୧୩।୧୧୧; ୧୨୦;  
 ସୁଶ୍ରୀବ—୧୮୦।୧୦  
 ସୁଧର୍ମନ—୫୫।୧୦୧, ୧୦୨, ୧୨୦।୧୧୨, ୧୧୬, ୧୧୧  
 ସୁଦାମା—୮୧।୫୩, ୧୩୫।୨୮, ୧୮୭।୧୮୫

ସୁଦାମା—୧୨୨।୩୮୫, ୩୮୧  
 ସୁନୀତି—୧୫୨।୫୦  
 ସୁନ୍ଦରୀନାଥ—୩୫।୬୨୫  
 ସୁବଳା—୩।୫୩  
 ସୁଭଦ୍ରା—୨୩।୫୨୫  
 ସୁକୃତି—୧୫୨।୫୦, ୫୧, ୫୩, ୫୧  
 ସୁରେଶ୍ୱର—୧୧୩।୨୫  
 ସୂର୍ଯ୍ୟ—୧୧୫।୩୫, ୧୫୫।୧୧୫,

ହ

ହଂସ ( ଅବତାର )—୧୭୩।୩୦  
 ହନୁମାନ୍—୫।୫୩, ୩୫।୧୨୨, ୧୮୦।୩  
 ହର—୧୦।୧୧୫, ୧୫।୮୦, ୧୧୩।୩୨୨  
 ହରଗୌରୀ—୨।୨, ୧୫।୨୫୨  
 ହରି—୫।୫୨, ୨୨।୩୧୧, ୨୩।୩୫୫, ୨୧।୩୧୧, ୧୫।୩୧୧,  
 ୮୦।୫୩, ୮୮।୮୩, ୩୨।୧୧, ୧୦୧।୧୦୮, ୧୧୫।୧୦୫, ୧୧୩  
 ୧୮, ୧୨୧।୧୩୧, ୧୨୫।୩୧, ୫୨, ୫୫, ୧୨୮।୩୫, ୧୩୨।୩୫,  
 ୩୧, ୧୩୫।୩୩, ୧୫।୧୫୩, ୧୫୧।୧୧୫, ୧୧୮, ୧୧୩।୧୨୨,  
 ୧୨୨।୩୩  
 ହରିନାଥ—୩।୨୮, ୫।୧୦୫, ୧୫।୧୮୫, ୧୮୩, ୩୫।୬୨୫, ୧୦୦।୧,  
 ୧୧୫।୫୩, ୫୨, ୫୧, ୧୧୫।୧୦୨, ୧୧୫।୫୫, ୧୧୩।୨୫, ୩୩,  
 ୧୧୮।୫୫, ୧୫, ୧୧୩।୧୦୦, ୧୨୫।୧୮, ୧୨୫।୩୫, ୧୨୫।  
 ୧୧୧, ୧୩୩।୧୦୮, ୧୧୦, ୧୩୫।୨୫, ୧୨୬, ୧୫।୧୨୫,  
 ୧୫୩।୫୫, ୧୫୧।୫୫, ୧୫୨।୫୫, ୧୫୦।୮୧, ୧୫୨।୧୧, ୧୧  
 ହରିନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ—୫୫।୫୩  
 ହରି-ରାମ—୧୮୧।୨୫୫  
 ହରିହର—୧୧୦।୧୦୨, ୧୦୫  
 ହଳଧର—୧୩୦।୧୩  
 ଚଣ୍ଡାଳ—୧୨୩।୫, ୧୩୦।୩୩, ୧୩୧।୫୩, ୫୧  
 ଚାଡ଼ାହି—୩୩।୫୧୧  
 ହିରଣ୍ୟକାଶିପୁ—୧୦।୧୨୫  
 ହସିକେଶ—୫୫।୨୫୫, ୫୩।୩୫





অনুলাদে কলিযুগে ভক্তগণের সম্পর্কপে  
 নিরুচিতবায়ো পূর্ণদ্রকপে অবতীর্ণ হইয়া যিনি  
 শরপাগর্ভদাকৈ প্রাম ও নীকরূপ মহামলা রত্নগাজি  
 বহুব্রহ্মপুত্রক আশাদের সন্তোষবিসদান করিতেছেন  
 রকো গুণাবরূপ অশান মিনাদে বিভুবনের পায়ণ্ড-  
 পনকৈ সুবদেহোপবে ক্রম কাশযা বিদাজ করিতেছেন,  
 সমম ক্রীকন্যদেওতাকপী যিকেশকর ক্রীমগাধা প্রভূর  
 দয়া ১৩

নন্দনন্য।

দেবদেবদেব

নমো নমো নন্দোঁ দেব গণেশ্বর,  
 নিম্বিনিশাশন মহাশয়।

একদন্ত মহাকায়, সর্বকার্যে সহায়,  
 জয় জয় পার্বতী-ভনয় ॥ ১ ॥

হরগৌরী বন্দোঁ আগে, মুক্তিলা মুগলহাতে,  
 চরণে পড়িবা কহোঁ মোহা।

ত্রিজগতে এককর্ষা, নিম্বভক্তি-বয়-দাতা,  
 মনে এক এই দেবী দেবা ॥ ২ ॥

সরসতী বন্দোঁ মুণ্ডে, কেলি কর মোহি তুণ্ডে,  
 কদ গৌরহরি-গুণগাথা।

অবিদিত ত্রিজগতে, গৌরবর্গ বাণী-নাগে,  
 অনন্তত অপকূপ কথা ॥ ৩ ॥

কাকু কবেঁ দেবগণে, আর যত গুণজনে,  
 নিম্ব না করিহ কেহোঁ ইথি।

না চাঠোঁ সম্পদ-বর, কৃষ্ণে অতি পামর,  
 নিব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হউ পুথি ॥ ৪ ॥

নিম্বভক্ত বন্দোঁ আগে, আর যত মহাভাগে  
 নার গুণে পুথিলা পাবিত্র।

সর্বজীবে করে দয়া, বিশেষে অরতি পাঞা,  
 ত্রিভুবন মঙ্গল চরিত্র ॥ ৫ ॥

মুঞি অতি অভাজন, না বন্দোঁ ডাঙ্কিন-বাম,  
 আকাশ ধরিতে চাঠোঁ বাহে।

অক্কে দিব্যরত্ন বাছে, পর্কুত না দেখে কাছে,  
 না জানি কি পরিণামে হয়ে ॥ ৬ ॥

সবে এক ভরসা আছে, প্রভু নাহি কাহোঁ বাছে,  
 গুণ গায় উত্তম অপমে।

সর্বজীবে সমদয়া, সবে পায় পদছায়া,  
 অধিকারী নাহিক নিয়মে ॥ ৭ ॥

যে পুন নৈষণ জন, তার কথা কহি শুন,  
 অকারণে দয়া সর্বলৌকে।

পর লাগি জ্ঞান, পর লাগি ভূষণ,  
 পর-উপকারে মানে স্মুখে ॥ ৮ ॥

ঠাকুর শ্রীঅরহরি, দাস প্রাণ অধিকারী,  
 যাঁর পদপ্রতি আগে আশা।

অনমেহ সাগ করে, গোয়া গুণ গাঙ্কিনারে,  
 সে ভরসা এ লোচনদাঁ ॥ ৯ ॥

তাঁর পদ-পরসাদে, গাইব অনবসাদে,  
 এই মোর ভরসা অন্তর।

সে তুখানি চরণে, ইষ্ট-মিচ্ছি-কারণে,  
 অনুরো দুইপ নিরন্তর ॥ ১০ ॥

দেবদেব বাগ

জয় জয় প্রাক্ষয়চেতন্য নত্যানন্দ।

জয়াদৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবন্দ ॥ ১১ ॥

জয় নরহরি-গদাগর-প্রাণনাথ।

কৃপা করি' কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ১২ ॥

করণা-ভরণ সব ভেম-গোপা-গা।

বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পা ॥ ১৩ ॥

সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে।

ওপদ-শীতল বা' লাগুক কলেবরে ॥ ১৪ ॥

শচীর ছলল প্রভু করেঁ পরণাম।

তিলেক করুণা-দিঠে কর অনমান ॥ ১৫ ॥

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি-দেবশিরোমণি।

যাঁর পদ পরসাদে পন্ড এ ধরণী ॥ ১৬ ॥

বন্দিয়া গাইব সে শীতল প্রাণনাথ।

করণা করহ প্রভু কবেঁ বোড়হাত ॥ ১৭ ॥

অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত ।  
 নিত্যানন্দরাম বন্দেঁ। রোহিণীর স্মৃত ॥ ১৮ ॥  
 গোরা-গুণ-গরবে গর্গ মাতোয়ার ।  
 বন্দিয়া গাইব আগে চরণ তাঁহার ॥ ১৯ ॥  
 মিশ্র পুরন্দর বন্দি বিগম্বরের পিতা ।  
 শচী ঠাকুরাণী বন্দেঁ। ঠাকুরের মাতা ॥ ২০ ॥  
 লক্ষ্মীঠাকুরাণী বন্দেঁ। বিদিত সংসারে ।  
 প্রভুর বিরহ-দর্প দংশিল যাঁহারে ॥ ২১ ॥  
 নবদ্বীপমণ্ডী বন্দেঁ। বিকৃতপ্রিয়া মা ।  
 যাঁর অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙা পা ॥ ২২ ॥  
 পুণ্ডরীক দিওনিপি বন্দিব সানন্দে ।  
 যার নাগি মহা প্রভু ককারিয়া কান্দে ॥ ২৩ ॥  
 ত্রীপশ্চিত্তগোমাগ্ৰে বন্দিব একমনে ।  
 ঈশ্বর-মাধব-পূরীর বন্দিয়া চরণে ॥ ২৪ ॥  
 গোমাগ্ৰিণে গোবিন্দ বন্দেঁ। আর বক্রেশ্বর ।  
 গৌরপদ কমণ্ডে যে মন্ত মঙ্গুকর ॥ ২৫ ॥  
 পুরী যে পরমামন্দ আর বিষ্ণুপুরী ।  
 গদাপরদাম যে বন্দিব শিরোপরি ॥ ২৬ ॥  
 গুপ্ত দেবী বন্দিব সুরিম-মনোরথে ।  
 গোরাগুণ গাওঁ—বদি দয়া কর চিত্তে ॥ ২৭ ॥  
 ত্রীনাম ঠাকুর বন্দেঁ। আর হরিদাস ।  
 বাসুকন্ত মুকুন্দ চরণে করেঁ। আশ ॥ ২৮ ॥  
 রায় রামানন্দ বন্দেঁ।—পিরাঁতেক ঘর ।  
 পশ্চিত্ত জগদানন্দ বন্দেঁ। নিরন্তর ॥ ২৯ ॥  
 রূপ-সনাতন বন্দেঁ। পশ্চিত্ত দামোদর ।  
 রামবপশ্চিত্ত বন্দেঁ। প্রগতি-বিস্তর ॥ ৩০ ॥  
 শ্রীরাম-সুন্দর-গৌরীদাস-আদি মত ।  
 নিত্যানন্দ সজ্ঞা বন্দেঁ। যতেক ভকত ॥ ৩১ ॥  
 কুলের ঠাকুর বন্দেঁ। ত্রীহষ্ট দেবতা ।  
 ইহলোকে পরলোকে সেই সে রক্ষিতা ॥ ৩২ ॥  
 তাঁহা নিমু নাহি মোর তিন লোকে বন্ধু ।  
 নরহরিদাস বন্দেঁ। গৌর-গুণ-সিদ্ধ ॥ ৩৩ ॥  
 গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর ।  
 ভূমে পড়ি কর ষোড়ি করে। নমস্কার ॥ ৩৪ ॥

বন্দিব শ্রীরন্দাবনদাস একচিত্তে ।  
 জগত মোহিত যার ভাগবতগীতে ॥ ৩৫ ॥  
 বন্দনা গাইতে ভাই হইবে অমুকুণ ।  
 যরের ঠাকুর বন্দেঁ। শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩৬ ॥  
 শিশুকালে শ্রীমূর্তিরে লাড়ু খাওয়ায়েন ।  
 তাঁহারে মনুষ্যবুদ্ধি করে কোণ জন ॥ ৩৭ ॥  
 তাঁর পিতা বন্দেঁ। শ্রীমুকুন্দ দায় ।  
 চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্মল বিশ্বাস ॥ ৩৮ ॥  
 কারো নাম জানি কারো নাম নাহি জানি ।  
 সবারে বন্দিব সবে মোর শিরোমাণি ॥ ৩৯ ॥  
 মহান্ত বন্দিব আর মহান্তের জন ।  
 এক ঠাগ্রি বন্দি, গাই সবাব চরণ ॥ ৪০ ॥  
 আগে পাছে বিচার কোণে না কারহ মনে ।  
 অক্ষরানুরোপে বন্দনা নহে ত্রমে ॥ ৪১ ॥  
 যার নাম নাহি করি ভ্রমেতে বন্দনা ।  
 শত পরণাম করি অপারাম আজ্ঞনা ॥ ৪২ ॥  
 পৃথিবীর ভকত বন্দেঁ। অন্তরীক্ষচারী ।  
 সবাব চরণে একে একে নমস্কারি ॥ ৪৩ ॥  
 গোরা-গুণ গাওঁ স্মখে বড় প্রীতি আশে ।  
 আনন্দহৃদয়ে গায় এ লোচনদাসে ॥ ৪৪ ॥

বরাড়ি রাগ দিশা ।

প্রাণভায়া নিবেদেঁ। নিবেদেঁ। নিজ কথা ।  
 মুচ্ছ। (কিরে কি আরে কি ওরে প্রাণহয়।)  
 আগে আশীর্বাদ মাগেঁ, যত যত মহাভাগ,  
 তবে সে গাইব গুণ-গাথা ॥  
 মো ছার অধমাধম কি জানিমু তত্ত্ব ।  
 গোরা-গুণ-চরিত্রের কি কব মহত্ত্ব ॥ ৪৫ ॥  
 না জানিঞা প্রলাপ করিয়া কিবা কাজ ।  
 উত্তমজনের ঠাই ঠেকিলেই লাজ ॥ ৪৬ ॥  
 অপিকারী নহেঁ। তবু করেঁ। পরমাদ ।  
 গোরাগুণমাধুরীতে বড় লাগে সাধ ॥ ৪৭ ॥  
 শ্রীমুরারিগুণ বেকা বৈসে নবদ্বীপে ।  
 নিরন্তর রহে গোরাচাঁদের সমীপে ॥ ৪৮ ॥

তাহার মহিমা কেনা পারয়ে কহিতে ।  
 'হুম্মান' বলি বার খ্যাতি পুণিগীতে ॥ ৬৯ ॥  
 সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যে বা লঙ্কাপুরী দহে ।  
 নীতান বার্তা উদ্ধারিয়া শ্রীরাগেরে কহে ॥ ৭০ ॥  
 লিলাকরমী আনি লক্ষ্মণে জীয়ায় ।  
 সেই মে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায় ॥ ৭১ ॥  
 সর্প ভয় জানে মে প্রভুর অন্তরীণ ।  
 গৌর-পদ-অবিনন্দে ককত-প্রদীপ ॥ ৭২ ॥  
 জন্ম বৈশে বালক-চরিত্র যেনা কৈল ।  
 আছোপান্তে সেই রূপে প্রেম প্রচারিল ॥ ৭৩ ॥  
 দামোদনপণ্ডিত সর্প শুছিল তাহারে ।  
 আছোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে ॥ ৭৪ ॥  
 শ্লোকবাক্যে কৈল পণ্ডি 'গৌরাঙ্গচরিত' ।  
 দামোদর-সংবাদ—মুখ্যায়মুখ্যোচিত ॥ ৭৫ ॥  
 শুনিঞা আমার মনে বাড়িল পিরীত ।  
 পীতালি-প্রদক্ষে কহে গৌরাঙ্গচরিত ॥ ৭৬ ॥  
 অধিকারী নহেঁ তবু কহেঁ এই দোমো ।  
 অপজা না কর কেহো না করিক রোষে ॥ ৭৭ ॥  
 অমৃত দেগিয়া কান না লাগয়ে সাপে ।  
 হৃৎকান্দনালক-ইচ্ছা আকাশের টাঁদে ॥ ৭৮ ॥  
 গৌরাঙ্গুণ কহিতে ঐছন মোর সাপ ।  
 ঐছন সময়ে চাচি বৈষ্ণব-প্রমাদ ॥ ৭৯ ॥  
 বৈষ্ণব-চরণে মুগ্ধ করোঁ পরণাম ।  
 গৌরাঙ্গুণ গাওঁ—মোর এই দিয়া-কাম ॥ ৮০ ॥  
 আমার ঠাকুর -- প্রভু নরহবিদাস ।  
 প্রণতি-বিনতি করেঁ পূর' মোর আশ ॥ ৮১ ॥

মায়ত্রি বংশ দিগা ।

হরি নাম রাম দ্বিজচাঁদ নায়ে হঞে ॥ মোর প্রাণ ॥  
 প্রথমে কহিব কথা অপূর্বকথন ;  
 আচার্য্যগোষ্ঠায় কৈল' গর্ভের বন্দন ॥ ৬১ ॥  
 পৃথ্বীতে জন্ম লৈল ত্রিজগতনাথ ।  
 সাক্ষোপান্ত যত যত পারিষদ-সাপ ॥ ৬৩ ॥  
 মাতা-পিতা বালক লালেন যেনমতে ।  
 অন্নপ্রাশনে নাম খুইল হরষেতে ॥ ৬৪ ॥

বাল্যচরিত্র-কথা কহিব বিধান ।  
 শূন্য-চরণে শুনি নৃপূর নিসান ॥ ৬৫ ॥  
 পরশি অশুচি দেশ চলে আচম্বিতে ।  
 আপন মায়েরে জ্ঞান কহিলা যেমতে ॥ ৬৬ ॥  
 পুরনারীগণ কহে বৃনিতৈ চরিতে ।  
 তার বোলে নারিকেল আনিয়া ররিতে ॥ ৬৭ ॥  
 কুকুরশাবক লঞা খেলান ঠাকুর ।  
 দেখিয়া সকল লোক আনন্দ প্রসূর ॥ ৬৮ ॥  
 বালকের সঙ্গে খেলা খেলে রাজপথে ।  
 গুপ্ত-নেত্রা পরকাশ দেখিল যেনমতে ॥ ৬৯ ॥  
 বালকসহিত হরিসকীর্তনে শ্রুত ।  
 দেখিয়া সকল লোক আনন্দিতচিত্র ॥ ৭০ ॥  
 হাতে খড়ি দিলেন যেনমতে হান দাপ ।  
 যা শুনিলে দূর ভয় অমঙ্গল ভাপ ॥ ৭১ ॥  
 ভনেত কহিব কথা শুন মাংসানে ।  
 খেলে বিশ্বস্তর বিশ্বরূপ জেষ্ঠ-সনে ॥ ৭২ ॥  
 ইন্দ-উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর ।  
 কহিব তাহার কথা শুনিবে চকুর ॥ ৭৩ ॥  
 বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল যেনমতে ।  
 বিশ্বস্তর মাতা পিতা প্রদোষে কথোতে ॥ ৭৪ ॥  
 তনে ত কহিব বিশ্বস্তরের চরিত ।  
 বালকসহিতে খেলা খেলে বিপরীত ॥ ৭৫ ॥  
 সকল বালক মেলি জাহ্নবীর তলে ।  
 বালুকায় খঙ্কপদচিহ্ন দেখি বৃষ ॥ ৭৬ ॥  
 দেখিয়া তাহার পিতা দুঃখী হৈল। মন ।  
 ঘরেরে আনিঞা কৈলা তর্জন-গর্জন ॥ ৭৭ ॥  
 স্বপনে তাহারে রূপা কৈল যেনমতে ।  
 কহিব সকল কথা শুন একচিত্তে ॥ ৭৮ ॥  
 কর্ণবেধ চূড়াকর্ষ আর উপনীত ।  
 কহিব সকল কথা আনন্দিতচিত ॥ ৭৯ ॥  
 বাল্যসম্বাদন এই যৌবনপ্রদেশ ।  
 দিনে দিনে করে প্রেমা প্রকাশ অশেষ ॥ ৮০ ॥  
 গুরুস্থানে পড়িলেন সতীর্থো মনে -  
 বঙ্গজের কথায় পরিহাস যে যে মনে ॥ ৮১ ॥

## সূত্রখণ্ড

মায়ে আঞ্জা দিলা একাদশী করিবারে ।  
 অনেক প্রকাশ-কথা কহিব সে কালে ॥ ৮৮ ॥  
 হেনই সময়ে জগন্নাথ পরলোক ।  
 কান্দয়ে যেমতে প্রভু পাএগ পিতৃশোক ॥৮৯॥  
 তবে ত কহিব কথা অপরূপ আর ।  
 নিবাহ করিলা প্রভু আনন্দ অপার ॥ ৮৪ ॥  
 গঙ্গা-সন্দর্শনে আর যে হৈল রহস্য ।  
 সাবধানে শুন ইহা কহিব অবশ্য ॥ ৮৫ ॥  
 পূর্বাদেশ-গমন কহিব ভাল মতে ।  
 লক্ষ্মী-স্বর্গ-আরোহণ হৈল যেনমতে ॥ ৮৬ ॥  
 দেশেয়ে আসিয়া পুন বিবাহ করিলা ।  
 শিষ্যে নিছাদান দিয়া গরারে চলিলা ॥ ৮৭ ॥  
 প্রত্যেকে কহিব ইহা শুন সর্বজন ।  
 অনেক আনন্দ পাবে--না ছাড় যতন ॥ ৮৮ ॥  
 দেশ-আগমন-কথা কহিব বিশেষ ।  
 প্রেম প্রকাশয়ে- নিরন্তর রসাবেশ ॥ ৮৯ ॥  
 মধ্যখণ্ড-কথা ভাই অনেক আনন্দ ।  
 শুনিতে পুলক বাঞ্চে-- অমিয়ার খণ্ড ॥ ৯০ ॥  
 ভক্ত-সন্দর্শন-কথা- প্রেমার প্রকাশ ।  
 কহিবার আগে উঠে হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৯১ ॥  
 মধ্যখণ্ড কথা ভাই নদিয়া-বিহার ।  
 অমিয়ার দারা যেন প্রেমার প্রচার ॥ ৯২ ॥  
 অতি অপরূপ লীলা প্রকাশিলা প্রভু ।  
 চারি যুগে ভক্ত যাহা নাহি শুনে কভু ॥ ৯৩ ॥  
 হেন অদভুত কথা ভক্তি-পরচার ।  
 কহিব মধ্যখণ্ডে নদিয়া-বিহার ॥ ৯৪ ॥  
 সকল ভকত মেলি হইলা যেনমতে ।  
 প্রত্যেকে কহিব--ইহা যে জানি কহিতে ॥৯৫॥  
 প্রথমে কহিব--শচী পাইল প্রেমদান ।  
 পথেকে যেমতে শুনে লক্ষীর নিশ্চয় ॥ ৯৬ ॥  
 প্রেমার বিম্বল কৈলা হাবের আবেশে ।  
 আচম্বিতে দৈববাণী টঠিল আকাশে ॥ ৯৭ ॥  
 যুরারিকে রূপা কৈলা বরাহ-আবেশে ।  
 লক্ষা-আদি দেব দেখে আপন আবেশে ॥৯৮॥

শুক্রাশ্বর ব্রহ্মচারী প্রেম পাইল তবে ।  
 কহিব সকল কথা শুন সর্বভাবে ॥ ৯৯ ॥  
 পণ্ডিত শ্রীগদাধর প্রভুর প্রমাদে ।  
 প্রেমার বিভোর হএগা দিনানিশি কান্দে ॥১০০॥  
 একে একে দিল সর্বজনে প্রেমদান ।  
 কহিব সকল কথা যেমন বিধান ॥ ১০১ ॥  
 ভক্তকে প্রমাদ আত্মনীজ-আরোপণে ।  
 যা শুনিলে সর্বজনের দ্বিধা যুচে মনে ॥ ১০২ ॥  
 অধ্যায়-আচ্ছাদি প্রভু প্রেম প্রকাশয় ।  
 জ্ঞানগম্য নহে ভক্ত-সভারে ধূমায় ॥ ১০৩ ॥  
 তবে ত কহিব কথা অপূর্ণ ঋণ ।  
 যে মতে হইল নিত্যানন্দ সন্দর্শন ॥ ১০৪ ॥  
 হরিদাস প্রভুসনে মিলয়ে যেমনে ।  
 অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দের মিলনে ॥ ১০৫ ॥  
 যেনমতে জগাই-মাপাই নিস্তারিলা ।  
 পিত্তা-পুত্রে ব্রাহ্মণেরে যেন রূপা কৈলা ॥১০৬॥  
 শিবের গায়নে রূপা কৈল যেনমতে ।  
 আচম্বিতে খেদ উঠে ব্রাহ্মণ চরিতে ॥ ১০৭ ॥  
 যেনমতে জাহ্নবীতে দিল প্রভু কাঁপ ।  
 যা শুনিলে তিনলোকে নাগে হিহা-কাঁপ ॥১০৮॥  
 তবে আর অপরূপ শুনিবে বিদানে ।  
 দেবালয় মার্জনা প্রভু করিলা যেমনে ॥১০৯॥  
 শুনিবে অনেক কথা- অতি অপচয় ।  
 কুঠব্যাপি নিস্তারিলা- এ দড় কৌতুক ॥১১০॥  
 বলরাম-আবেশ-কথা কহিব বিশেষ ।  
 যা শুনিলে সকলের আনন্দ অশেষ ॥ ১১১ ॥  
 শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যের বাড়ীতে প্রকাশ ।  
 প্রেম পরকাশি ছায় এ ভূমি-আকাশ ॥ ১১২ ॥  
 অনেক রহস্য কথা কহিব তাহাতে ।  
 নৈরাগ্য অদ্ভুত প্রভুর উঠে যেনমতে ॥ ১১৩ ॥  
 শ্রীকেশবভারতী দেখি নদীয়া-নগরে ।  
 সন্ন্যাস করিব বলি উল্লাস অন্তরে ॥ ১১৪ ॥  
 যেনমতে সর্ব-ভক্তগণের বিলাপ ।  
 শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া শোকসাগরে দিল কাঁপ ॥১১৫॥



## ত্রীচৈতন্যমঙ্গল

সন্ন্যাস-আশয়ে নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।  
 সন্ন্যাস করিল প্রভু ভারতী-সহায় ॥ ১১৬ ॥  
 কহিব সম্যক-কথা যত বিবরণ।  
 আচার্য্য-প্রভুর ঘর গেলা যেনমন ॥ ১১৭ ॥  
 সবা-সন্দর্শনে আর যে হইল কথা।  
 সবা প্রনোদিয়া প্রভু যাত্রা কৈল তথা ॥ ১১৮ ॥  
 পুরুষোত্তম দেখিবারে চলিল। যেমতে।  
 কহিল রহস্যকথা গ্রাম রেমুণাতে ॥ ১১৯ ॥  
 ক্রমে ক্রমে কহিল সে পথের চবিত।  
 যাত্রা শুনি সর্বলোক পাইল পিরীত ॥ ১২০ ॥  
 যাজপুর যাইতে প্রভুর যে হৈল রহস্য।  
 একাত্মনগর-কথা কহিব অবশ্য ॥ ১২১ ॥  
 জগন্নাথ-সন্দর্শন হৈল যেনমতে।  
 সার্কভোগ-প্রকাশ শুনিবে একচিত্তে ॥ ১২২ ॥  
 মধ্যখণ্ড-কথা ভাই অমৃতের সার।  
 শেষখণ্ড-কথা আছে কাহি শুন আর ॥ ১২৩ ॥  
 মধ্যখণ্ড সার পুঁথি প্রেমার প্রকাশ।  
 আনন্দ-জনয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ১২৪ ॥

নাচয়ে ভাবুক ভোরা, প্রেম বরিষয়ে গোরা,  
 ছন্দার গর্জন সিংহনাদে।  
 অধনের ধন যেন, হারাঞা পাইঞা হেন,  
 অনুগত আরতিয়া কাঁদে ॥ ১২৮ ॥  
 বনের হাতিয়া যেন, বন-দাবানলে পুড়ি,  
 অমিয়াসায়রে দিল কাঁপ।  
 ঐছন প্রেমার রঞ্জে, অঙ্গ ডুবায়ল সঙ্গে,  
 পাশরল পূর্বের তাপ ॥ ১২৯ ॥  
 ভালি রে ঠাকুর বোলে, কেহো মানসটি মারে,  
 প্রেমানন্দে আপনা পাশরে।  
 যে প্রেম লখিনী মাগে, কর জুড়ি অনুরাগে,  
 অবিচারে বিলায় সনারে ॥ ১৩০ ॥  
 কি কহিল আর কথা, অনন্ত ভুলিল যথা,  
 কিবা রস প্রেমার মাধুরি।  
 শেষ বলিয়ে যাবে, শিরে সন সংসারে  
 সে আজু নিতাই নাম ধরি ॥ ১৩১ ॥  
 প্রেমরসে গরগর, না চিনে আপনা-পর,  
 সভারে বুঝায় এই কথা।  
 পদতল-তাল-ভরে, দয়ণী টলমল করে,  
 যেন মদমত্ত হাতী মাতা ॥ ১৩২ ॥  
 আর অপরূপ শুন, মহেশ অদ্বৈত নাম,  
 যার গুণ-গানে অগেয়ান।  
 চৈতন্যঠাকুর সনে, প্রেমরস-আলাপনে,  
 পাশরিল এ যোগ গেয়ান ॥ ১৩৩ ॥  
 রসিক সঙ্গীর সঙ্গে, প্রেম দিলাসই রঞ্জে,  
 সভারে বুঝায় অবিরোধে।  
 এ দুই ঠাকুর বহি, দয়ার ঠাকুর নাহি,  
 যা লাগি উদয় গোরাটাদে ॥ ১৩৪ ॥  
 জয় জয় মঙ্গল পড়ে, জগজনে হরি বলে,  
 সবে করে প্রেম-প্রতি-আশ।  
 ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম, সবে অভিনাবী ইহা,  
 হাসি কহে এ লোচনদাস ॥ ১৩৫ ॥

নবা বাগ-...তবজাচন্দ।

জয় রে জয় রে জয়, ত্রীকৃষ্ণচৈতন্য,  
 আপনি অবনী অবতার।  
 অহহ! লোকের ভাগ্যে, পৃথিবীমোহাগ রে,  
 ত্রীপদ যাঁকার অনঙ্গার ॥ ১২৫ ॥  
 জগতপ্রদীপ নব- দ্বীপেপে উদয় কৈল,  
 করুণা-কিরণ পরকাশে।  
 অনেক দিনের যত, শুকত পিয়াসী ছিল,  
 পাওল প্রেম-প্রতি-আশে ॥ ১২৬ ॥  
 মঙ্গল কামলফুলে, যত্পদভ্রমরা বুলে,  
 যেন চন্দ্র-চকোরের মেলি।  
 বরিষরে মেঘ দেখি, চাতক ফুকারে যেন,  
 পিউ পিউ ডাকে মাতোয়ালি ॥ ১২৭ ॥

## গ্রন্থারম্ভ

### গ্রন্থারম্ভে সূত্রখণ্ডের কথাসার

গন্তারম্ভে গ্রন্থকার দামোদর মুরারির কথোপকথন প্রসঙ্গে বর্ণিত জৈমিনী ভারতীয় নারদ, উদ্ধব-সংবাদ অবলম্বন করিয়া ক্রমের গোররূপে অবতীর্ণ হইবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কোন সময় দেবর্ষি নারদ কলি-যুগ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের উদ্ধারোপায় চিন্তা করিতে করিতে পশু সংরক্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মন্ডালোকে অবতীর্ণ করাইবার সংকল্প করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। রুক্মিণীদেবী ক্রমের রাধাভাব অঙ্গীকার পুনরক গোররূপে অবতীর্ণ হইবার কথা অসংগত হইয়া ভাবী পিতৃহ-শঙ্কায় অত্যন্ত কাতরা হইয়া ক্রমপ্রদপাদে শ্রীমতী রাধিকার মতিমা বর্ণন করিয়া নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ক্রম কড়ক অভ্যর্থিত হইয়া স্রী অাগমন-কারণ ব্যক্ত করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নবদ্বীপে শচী-জগন্নাথ-গৃহে স্রী গোররূপে অবতীর্ণ হইবার কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্রী যৌবরূপও প্রদর্শন করিলেন।

দেবর্ষি নারদ ক্রমের পরম রমণীয় গোররূপ দর্শনে অতীব বিহ্বল হইয়া তথা হইতে গোররূপ ধ্যান করিতে করিতে এবং লীলাযোগে অবতার-সার গোরমতিমা কীর্তন করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ভক্তপ্রবর উদ্ধব মুনিবরকে কলি-যুগ জীবের নিস্তারোপায় জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি নারদ তাহার নিকট পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া সর্ববয়ুগ সার কলিযুগের এবং হরিনাম

সংকীর্তনরূপ যুগধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া কৈলাসে বৈষ্ণবপ্রবর শঙ্কু সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং তথায় নারদ পান্ডবীকে তাহার পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইবার উদ্দেশে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য জানিয়া তল্লাভে দ্বাদশবন লক্ষ্মীর সেবা করিয়া তাহার রূপায় নিজের মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি ও ক্রিয়দংশ শিবকে প্রদান, মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া শিবের উদ্ভগ্ন নৃত্য, শিবের নৃত্য সম্বন্ধ করিতে না পারিয়া পৃথিবীর পার্বতী সন্নিধানে আগমন তদনন্তর মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য এবং পান্ডবীর সর্বজীবকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিবার প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বর্ণন করিয়া কলিযুগে গোরাবতার কথা কীর্তন করিলেন।

তদনন্তর নারদ ব্রহ্মাব নিকট উপনীত হইয়া কলিযুগে গোরস্বন্দরের অবতার কথা কীর্তন করিলে ব্রহ্মা নারদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের মতিমা কীর্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানে বর্ণিত গোর অবতার বিবরণক শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন এবং উক্ত ভাগবত-শ্লোকের অর্থোপায়ক অগাথ শাস্ত্রবচনও কীর্তনমুখে ব্যক্ত করিলেন। গোরাবতারকালে তিনি সর্বদেবতার সহিত পৃথ্বী-তলে আবির্ভূত হইবেন বলিলেন। অনন্তর দেবতা-দিগের মন্ডালোকে জন্মগ্রহণ করিবার প্রাস্তাব, শ্রীমতী রাধিকার ভাবকাণ্ডি অঙ্গীকার পুনরক রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি মিত্র পরিষ্কর বৈশিষ্ট্যের সহিত নাম সংকীর্তনরূপ অস্ত্র লইয়া ক্রম গোররূপে, বলরাম নিত্যানন্দ স্বরূপে, শিব অদ্বৈত প্রভৃকরূপে অবতার তথা অগাথ পারিকরবর্গের মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীনিবাস, রায় রামানন্দ, ঈশ্বরপুরী, মামবপুরীকরূপে অবতার বর্ণনানন্তর নিজ গুরু ঠাকুর নরহরির এবং তাহার আত্মপুত্র রঘুনন্দের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া সূত্রখণ্ড সমাপ্ত করিয়াছেন।

বরাড়ি বাগ—দিশা ।

হয় রে হয় ॥ মূর্ছা ॥  
গোরার নিছনি লঞা মরি,  
রূপের গুণের বাল্যই লইয়া  
আবেশে বিলাইলা প্রেম জগত ভরিয়া

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।  
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য স্থখানন্দ ॥ ১ ॥  
গদাধর-পাণ্ডিত জয় জয় নরহরি ।  
জয় জয় শ্রীনিবাস ভক্তি-অধিকারী ॥ ২ ॥  
চৈতন্যগোস্বামি-নত প্রিয় ভক্তগণ ।  
সভার চরণে হৃদে করিঞ বন্দন ॥ ৩ ॥  
কহিব চৈতন্য কথা শুন সাবধানে ।  
দামোদর-পাণ্ডিত পুচ্ছিল গুণ-স্থানে ॥ ৪ ॥  
কহ শুনি কি লাগি গৌরাজ অবতার ।  
শুনিতে আনন্দ মনে হইছে আমার ॥ ৫ ॥  
কেনে শ্যামবর্ণ ত্যাজি হৈলা গৌরতনু ।  
কেনে বা কীৰ্ত্তনে লুটি - গায় লয় রেণু ॥ ৬ ॥  
কেনে বা নাগর বেশ ছাড়িয়া, সম্বাস ।  
কেনে দেশে দেশে বুলে পাইয়া শুভাশ ॥ ৭ ॥  
কেনে কান্দে রাধা রাধা গোবিন্দ বলিয়া ।  
ঘরে ঘরে ফিরে কেনে প্রেম যাচাইয়া ॥ ৮ ॥  
কহিব সকল কথা পরম নিগূঢ় ।  
যা শুনিলে ত্রাণ পায় অখিলের মূঢ় ॥ ৯ ॥  
শুনিয়া মুরারি কহে--শুনহ পাণ্ডিত ।  
এই সব তত্ত্ব তোমা করিব বিদিত ॥ ১০ ॥  
সত্যযুগে চারি-অংশ ধর্ম শাস্ত্রে কহে ।  
জৈতাতে ত্রিভাগ ধর্ম কহি নে তোমায়ে ॥ ১১ ॥  
ছাপরে অর্দ্ধেক ধর্ম কহি নে তোমায়ে ।  
কলিমুগে এক অংশ ধর্মের বিচারে ॥ ১২ ॥  
অধর্ম বাড়িল - ধর্ম হইল যে হীন ।  
স্বধর্ম ছাড়িল--বর্ধ আশ্রম-নিহীন ॥ ১৩ ॥  
পাপময় ঘোর আন্ধিয়ার হৈল কলি ।  
মজিল সকল লোক--অধর্ম-বিকলি ॥ ১৪ ॥

ধর্মহীন দেখিয়া নারদ মহামুনি ।  
কলি তারিনারে দয়া করিল আপনি ॥ ১৫ ॥  
ভাবিলেন কলিহর্ষ গিলিল সবারে ।  
মনে হৈল ধর্মস্বাপন করিবারে ॥ ১৬ ॥  
কৃষ্ণ পিতৃ ধর্ম কেহো না পারে স্থাপিতে ।  
অন্য আনিব কৃষ্ণ কলিতে তুরিতে ॥ ১৭ ॥  
ভক্ত ইচ্ছা গোবিন্দের হয় সর্বকাল ।  
বেদাগমশাস্ত্রে ইহা আড়য়ে বিচার ॥ ১৮ ॥  
যদি কৃষ্ণদাস মুঞি হও সর্বকথায় ।  
কলিতে আনিব আমি প্রভু যদুরায় ॥ ১৯ ॥  
দেখো আগে কলিমুগ করে কোন্ কর্ম ।  
তবে সে আনিব কৃষ্ণ-সর্বময় ধর্ম ॥ ২০ ॥  
আনিব সকল দেবগণ তার সঙ্গে ।  
অস্ত্র-পরিষদাদি সকল সংস্কারপাঙ্গে ॥ ২১ ॥  
লক্ষ্মা আদি দেবগণ নারদাদি মুনি ।  
পুণ্ড্রী জনম লৈল দেবী কাত্যায়নী ॥ ২২ ॥  
দারকায় আর যত ছিল যত্বংশে ।  
পুণ্ড্রী জনম লইল নিজ নিজ অংশে ॥ ২৩ ॥  
কহিব সকল কথা শুন সাবধানে ।  
পুণ্ড্রীতে অবতার হইল যেনমনে ॥ ২৪ ॥  
সন-অবতার-সার - গৌর অবতার ।  
এমন করুণা কভু নাহি হয়ে আর ॥ ২৫ ॥  
পরদ্রুখে ছুগ্নিত নারদ মহামুনি ।  
কৃষ্ণকথা রসগান দিনস রজনী ॥ ২৬ ॥  
কৃষ্ণকথা-লোভে বুলে সংসার ভাষিয়া ।  
না শুনিব কৃষ্ণনাম--সংসার চাহিয়া ॥ ২৭ ॥  
কৃষ্ণরসে গদগদ--আপ আপ ভাষ ।  
ক্ষণেকে রোদন--ক্ষণে অটু অটু হাস ॥ ২৮ ॥  
বীণা-সনে গুণ গায়--বরে আঁখি-নীর ।  
কৃষ্ণরসাবেশ মুনির অন্তর-বাহির ॥ ২৯ ॥  
এছন প্রেমার রঞ্জে অঙ্গ গড়াইয়া ।  
না শুনিব কৃষ্ণনাম সংসার ভাষিয়া ॥ ৩০ ॥  
অন্তর ছুগ্নিত মুনি বিস্মিত বিচার ।  
লোক-নিস্তারণ-হেতু না দেখি উপায় ॥ ৩১ ॥

দংশিল সকল লোকে কলি-কালসর্পে ।  
 নিরন্তর দগধ মুগধ মায়া-দর্পে ॥ ৩২ ॥  
 শিল্পোদরপরায়ণ জগত ভরিয়া ।  
 মুচ্ছিত সকল লোক—কৃষ্ণ পাশরিয়া ॥ ৩৩ ॥  
 লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, অভিমানে ।  
 নিরন্তর সিন্ধে হিয়া—অমিয়া সেচনে ॥ ৩৪ ॥  
 এ আমি আমার বলি মরে অকারুণে ।  
 কে আপনি কে আপনা—কিছুই না জানে ॥  
 ঐছন লোকের দুঃখ দেখি মহানুনি ।  
 অন্তরে চিন্তিত হঞা মনে মনে গুণি ॥ ৩৫ ॥  
 ঘোর কলিকালে লোকের না দেখি নিস্তার ।  
 ভস্মিতে ভস্মিতে গেলা দ্বারকার দ্বার ॥ ৩৬ ॥  
 দ্বারকার ঠাকুর—দেল দেল শিরোমণি ।  
 সত্যভাগ্যগুণে সুখে বসিয়া রজনী ॥ ৩৮ ॥  
 প্রাণতে উঠিয়া দৈন্য শে দিমি উচিত ।  
 কৃষ্ণাঙ্গীর ঘর বাস—করিলে ইচ্ছিত ॥ ৩৯ ॥  
 বুঝিয়া কৃষ্ণাঙ্গীদেবী আপনা অঙ্গল ।  
 দরিতে না পারে তঙ্গ করে টলমল ॥ ৪০ ॥  
 গৃহসম্পাৰ্জন করে অঙ্গের সুবেশ ।  
 লানানিধ বাছ বাজে—আনন্দ অশেষ ॥ ৪১ ॥  
 স্তম্ভ জল পূর্ণঘট—ঘট-দাতি জলে ।  
 প্রভু শুভ আগমন হইল হেনকালে ॥ ৪২ ॥  
 মিসরক্ষা নগ্নজিতা সুশীলা সুবলা ।  
 প্রভু নিমগ্নন করে আনন্দে দিহ্বলা ॥ ৪৩ ॥  
 স্তম্ভাঙ্কিত গঙ্গ জল প্রভু কাছে আনি ।  
 পাচপ্রক্ষালন করে দেবী শ্রীকৃষ্ণী ॥ ৪৪ ॥  
 আপন-সম্পৎ-পদ পরি নিজ-বুকে ।  
 অনুরাগে নেহারই—ক্ষণে দেই বুকে ॥ ৪৫ ॥  
 হৃদয়ে শ্রীপদ ধরি কান্দয়ে কৃষ্ণাঙ্গী ।  
 নিশ্চিত হইয়া কিছু পুছে চক্রপাণি ॥ ৪৬ ॥  
 কান্দনার হেতু কিছু না বুঝি তোমার ।  
 কি লাগি কান্দই দেবি কহ সমাচার ॥ ৪৭ ॥  
 তুমি প্রাণাধিকা মোর—জগজনে জানি ।  
 তোমার অধিক কেবা—কহত আপনি ॥ ৪৮ ॥

কিবা অবজায় তোমার আত্মা না পালিল ।  
 স্বরূপে কহ না দেবি কি দোষ করিল ॥ ৪৯ ॥  
 একমাত্র পুরুবে যে পরিহাস কৈল ।  
 আজিহ অন্তরে তোর সে দুঃখ আছিল ॥ ৫০ ॥  
 কত বা মিনতি কৈল কাতর হইয়া ।  
 তভু না যুচিল তোর এ কঠিন হিয়া ॥ ৫১ ॥  
 ঐছন নিঠুর বাণী প্রভু-মুখে শুনি ।  
 সরস সরোষে কিছু কহয়ে কৃষ্ণাঙ্গী ॥ ৫২ ॥  
 অন্তর কঠিন মোর—কভু নহে আনি ।  
 এক মহাভাগ্য মবে তুমি মোর প্রাণ ॥ ৫৩ ॥  
 তোর পদ-অরবিন্দ—তোমাতে অধিক ।  
 আজিহ নাচয়ে শিব—পিবই মাদরীক ॥ ৫৪ ॥  
 জগতে যতেক সব তোর স্তুগোচর ।  
 বলে না জানহ পদপ্রেমার উত্তর ॥ ৫৫ ॥  
 যদি রাপাভান হৃদে কর আরোপণ ।  
 তবে সে জানিবে নিজ প্রেমার লক্ষণ ॥ ৫৬ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু হিয়া চমৎকার ।  
 কি নৈলে কি নৈলে দেবী কহ আরবার ॥ ৫৭ ॥  
 ভালমতে না শুনি—যে বলিলে তুমি ।  
 ঐছন কি আছে—যাহা নাহি জানি আমি ॥ ৫৮ ॥  
 এ হেন দুর্ভাগ্য কথা শুনি মোর হিয়া ।  
 বাচয়ে আরতি কিছু বিশ্বয় পাইয়া ॥ ৫৯ ॥  
 হেন কি আছয়ে এ দুর্ভাগ্য জিজগতে ।  
 আশ্চর্য্য মানিয়ে যাহা দেখিতে শুনিতে ॥ ৬০ ॥  
 তোর মুখে শুনি—মোর অগোচর আছে ।  
 আনন্দে আমার মন কি জানি করিছে ॥ ৬১ ॥  
 কহ কহ কহ দেবি এহেন বিশ্বাস ।  
 চরণ-মহিমা কহে এ লোচনদাস ॥ ৬২ ॥

ধানশী বাগ—দীর্ঘচন্দ ।

বোলে দেবী কৃষ্ণাঙ্গী, শুন প্রভু গুণমণি,  
 চিন্তে কিছু না করিহ আনি ।  
 যা লাগি কান্দিয়ে আমি, সে কথা না জান তুমি,  
 আর যত যত সব জান ॥ ৬৩ ॥

তুরা-চরণ-কমলে, কি আছে কতক বলে,  
ভালে না জানহ তুমি ইহা ।

এপদ আমার ঘরে, ছাড়ি যাবে অলম্বরে,  
তা' লাগি' কাম্বেয়ে মোর হিয়া ॥ ৬৪ ॥

এপদ পদম-গঞ্জে, যায়ে যেই দিগ-অন্তে,  
সেদিগ ছাড়য়ে জয়া-মৃত্যু ।

পদ-অকরন্দ-পানে, জীয়ে যেই যেই জনে,  
তারে কিনা দিবা-নিশি-স্তু ॥ ৬৫ ॥

পাদপদ্ম পদ্য রাগে, যে ধরয়ে অমুরাগে,  
তার পদ পাই পুণ্যভাগে ।

শাক্তিয়া কহিয়ে কথা, যত আছে মনে নথ্যা,  
সব নিবেদিয়ে তুরা আগে ॥ ৬৬ ॥

তুমি ঠাকুর সতাকার, তোমার ঠাকুর আর,  
কে আছেয়ে সকল সংসারে ।

যার পদ অমুরাগে, এ রস আস্বাদ পানে,  
এই পঁছ নিবেদিল তোরে ॥ ৬৭ ॥

রাদামাত্র জানে ইহা, ও রস-পিরিতি পাঞা,  
যত সুখ যতক সোহাগ ।

শুকত্ৰ বিশ্বয় গুণে, এই কথা রাত্রি দিনে,  
কি না রস প্রেম অমুরাগ ॥ ৬৮ ॥

রক্ষা-আদি দেবা-দেবী, লখিমী-চরণ-সেনী,  
সে পান আপন অমুরাগে ।

কর-কমল কমলা, অতি-আরতি-বিহ্বলা  
তুরা-পদপদ্ম-মধু রাগে ॥ ৬৯ ॥

সে পুনঃ জগয়ে রহি, শয্যাতে শুতয়ে নাহি,  
বদনে বদন রছ রমা ।

এপদ-মাধুরী আশে, সেহ তাহা নাহি বাসে,  
কেবা কছ চরণ-মহিমা ॥ ৭০ ॥

লখিমী আপন সুখ, সে চাহে কাতন মুখ,  
হেন পদ-পরসাদ প্রেমা ।

রাশামাত্র ইহা জানে, যে জুঞ্জিল রম্ভাবনে,  
তার ভাগ্যপথে নাহি সীমা ॥ ৭১ ॥

এ পুনঃ জগতে ধাক্কা, তার গুণে তুমি বাকা,  
আজিহ না ছাড় হিয়া জাপ ।

রাধানাম লৈতে আঁখি, ছল ছল করে দেখি,  
হেন পদ-প্রেম-পরভাপ ॥ ৭২ ॥

এপদ আমার ঘরে, উন্মিত অন্তরে,  
কাম্বি পুনঃ বিচ্ছেদের ডরে ।

তোমার অধিক তোর, শ্রীপদপঙ্কজ জোর,  
অমুভবে করহ বিচারে ॥ ৭৩ ॥

তুমি যার শেয়ান, তুমি সে সমাদি-জ্ঞান,  
তুমি মাত্র সর্বত্র সহারে ।

এ হেন তোমার দাস, তুরা পদে করে আশ,  
এই অপরূপ বড় মোহে ॥ ৭৪ ॥

যে পদে লখিমী দাসী, নেনা কৈল অভিনায়া,  
ঐছম তোমার ঠাকুরান ।

ঠাকুর হইয়া পুনঃ, তার ভাব নাহি গুণ,  
অবিচারে দেহ তারে শাল ॥ ৭৫ ॥

পদ-অকরন্দ-রসে, যে করয়ে অভিনাসে,  
অক্ষর অবাস সে ভাণ্ডার ।

কিনা দাগী লখিমী, আপনাকে দন্ত মানি,  
নিমি নেনা পরদণ তার ॥ ৭৬ ॥

সালোক্যাদি মুক্তি চারি, তার পাছে অনুসারী,  
নাহি চাহে নয়ানের কোণে ।

যে পড়িল প্রেমরসে, আর কিনা তারে বাসে,  
বৈকুণ্ঠাদি তুচ্ছ করি মানে ॥ ৭৭ ॥

কর জুড়ি বলি পঁছ, ওপদ-কমল-মছ,  
মধুকর করি দেহ বর ।

এপদ-বিচ্ছেদ-ডরে, এ পাপ পরাণ বুঝে,  
কভু না ছাড়িহ মোর ঘর ॥ ৭৮ ॥

পদ-অরবিন্দ-গুণ, কল্পিনী কহিল শুন,  
কেবল প্রেমের পরকাশ ।

তাহে সে প্রভুর দয়া, খলবল করে হিয়া,  
গুণ গাহে এ লোচনদাস ॥ ৭৯ ॥



ধানশী রাগ--মধ্যচন্দ ।

( অকি আরে অকি আরে হয় ॥ মূর্ছা ॥  
 হেন অদভুত কথা, শ্রবণ-মঙ্গল নাগ,  
 আর শুন গৌরাগুণ-গাথা ॥ ৬ ॥ )  
 শুনিঞা রুক্মিণী-বাণী অন্তর-উল্লাসে ।  
 অরুণ কমল-অঁখি করুণ-জলে ভাসে ॥ ৮০ ॥  
 অঙ্গ হেলাইয়া পঁছ লছ লছ রোলে ।  
 সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে ॥ ৮১ ॥  
 চিবুকে দক্ষিণ-কর- বয়ান নেহালে ।  
 উথলিল প্রেমসিক্ত-অমিয়া হিল্লোলে ॥ ৮২ ॥  
 হেন অদভুত কথা বভু নাহি শুনি ।  
 ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ কহিল আপনি ॥ ৮৩ ॥  
 হেনকালে নারদ আইলা আচম্বিত ।  
 বয়ান বিরম মুনির অন্তর চিন্তিত ॥ ৮৪ ॥  
 উঠিয়া সভয়ে দেবী পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া ।  
 বসাইল নিবাসনে কুশল পুছিয়া ॥ ৮৫ ॥  
 ঠাকুর উঠিয়া কৈল বিদিত আশ্লেষে ।  
 সরস কথায় কৃষ্ণ নারদ সম্ভাসে ॥ ৮৬ ॥  
 গনুরাগে রাঙা ছুই আঁখি ডলডল ।  
 গদগদ ভাষ মুনি করে টলমল ॥ ৮৭ ॥  
 অঙ্গ নিরখিতে আঁখি ভাসে প্রেমনীরে ।  
 কহিবারে চাহে কিছু কহিতে না পারে ॥ ৮৮ ॥  
 প্রভু সুধাইয়- মুনি কহে স্তম্ভিত ।  
 এহেন দুর্বল কেনে অন্তর চিন্তিত ॥ ৮৯ ॥  
 তুমি মোর প্রাণাদিক মুঞি তোর প্রাণ ।  
 তোমারে ছাড়িত দেখি হরিল গেয়ান ॥ ৯০ ॥  
 নারদ কহয়ে প্রভু কি কহিব আমি ।  
 তুমি সর্বেশ্বরের সর্ব-অন্তর্ধাত্রী ॥ ৯১ ॥  
 তোর গুণগানে মোর অমিয়া আহার ।  
 তোর গুণলোভে বুঁলো সকল সংসার ॥ ৯২ ॥  
 কৃষ্ণনাম না শুনিল সংসার ভ্রমিয়া ।  
 নিজ মদে মত্ত লোক তোমা পাশারিয়া ॥ ৯৩ ॥  
 অহঙ্কারে মুগধ মূর্ছিত সর্বলোক ।  
 কৃষ্ণহীন লোক দেখি—এই মোর শোক ॥ ৯৪ ॥

লোকের নিস্তারহেতু না দেখি উপায় ।  
 এই মনঃকথা মন সদাই পেয়ায় ॥ ৯৫ ॥  
 নিবেদিল অন্তরের যত ছিল দুঃখ ।  
 তোর পদ-পরসাদে আর সব সুখ ॥ ৯৬ ॥  
 হাসিয়া কহেন প্রভু-শুন মহামুনি ।  
 পূর্ববের যত কথা পাশরিলে তুমি ॥ ৯৭ ॥  
 কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিল যেনমতে ।  
 মহেশ-সংবাদ মহাপ্রমাদ-নিমিত্তে ॥ ৯৮ ॥  
 আর অপকৃপ কথা রুক্মিণী কহিল ।  
 শুনিঞা পিহবল আমি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ৯৯ ॥  
 ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ—ভুঞ্জাইব লোকে ।  
 দীম ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥ ১০০ ॥  
 ভকত জনের সঙ্গে ভকতি করিয়া ।  
 নিজপ্রেম বিলাইব ঈশ্বর হইয়া ॥ ১০১ ॥  
 নিজ-গুণ-সংস্কীর্ণন প্রকাশ করিব ।  
 নবদ্বীপে শচীগুহে জন্ম লভিব ॥ ১০২ ॥  
 গৌর দীর্ঘ কলেবর—বাহু-জানুসম ।  
 স্মরক স্মন্দর তনু অতি অনুপম ॥ ১০৩ ॥  
 কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈল ॥  
 দেখিয়া নারদ অতি আরতি বাড়িল ॥ ১০৪ ॥  
 স্মরক স্মন্দর তনু—প্রেমার আবেশে ।  
 কহয়ে লোচন গৌরা-প্রথম প্রকাশে ॥ ১০৫ ॥

শ্রীরাগ—দিশা ।

( অকি গৌরাজ জয় জয় ॥ মূর্ছা ॥  
 অকি না মোর গৌরাজপ্রেম অমিয়া  
 কিনা মোর কি আরে জয় জয় ॥ ৬ ॥ )  
 দেখিয়া নারদমুনি হরিশ্ব-হিয়ায় ।  
 বরিশয়ে আঁখি-নীর সহস্র-নারায় ॥ ১০৬ ॥  
 কোটি-ইন্দুজিনি জ্যোতিঃ কোটি রবি-তেজে  
 কোটি কাম জিনি রূপ গৌরাবর রাজে ॥ ১০৭ ॥  
 ঝলমল অঙ্গ তেজঃ—চাহিতে না পারি ।  
 আঁখি মুদে রহে মুনি কাঁপে থরহরি ॥ ১০৮ ॥

ত্রেজঃ সঞ্চরিয়া প্রভু নারদে নেহারে ।  
 অবশ নারদ দেখি ডাকে উচ্চস্বরে ॥ ১০৯ ॥  
 সম্বিত পাইলা মুনি সে-রূপ দেখানে ।  
 পুনঃ দরশন লাগি পিয়াস-নয়ানে ॥ ১১০ ॥  
 ঠাকুর কহয়ে মুনি শুন মহাভাগ ।  
 অদ্যাহত গতি তোর সর্বত্র সোহাগ ॥ ১১১ ॥  
 যোগাষণ করহ শিব-ব্রহ্মা-আদি-লোকে ।  
 গৌর গদভার মুঞি হন কলিযুগে ॥ ১১২ ॥  
 গুণসম্পন্ন নাম প্রকাশ করিব ।  
 নিজ-ভক্তি-প্রেমরস-সুখ প্রচারিব ॥ ১১৩ ॥  
 শত শত শাপা - ভক্তিপথে নাহি সীমা ।  
 একমুখ হউক লোক প্রচারিব প্রেমা ॥ ১১৪ ॥  
 নিজ নিজ ভক্তজন্ম হার পারিষদ ।  
 পুণিনী জন্মই গিয়া প্রেমভক্তি সাধ ॥ ১১৫ ॥  
 ঐচ্ছন শ্রীমুখ-বাণী শুনিলে নারদ ।  
 ঋণ্ডিল সফল দুঃখ পদপরসাদ ॥ ১১৬ ॥  
 চলিলা নারদ মুনি দীর্ঘা বাজাইয়া ।  
 এই মনঃকথারসে পরবশ হইয়া ॥ ১১৭ ॥  
 কি দেখিলুঁ গৌরা-রূপ অপরূপ ঠাম ।  
 কি দেখিলুঁ সক্রম অক্রম নয়ান ॥ ১১৮ ॥  
 কি দেখিলুঁ আঁমিয়া অধিক পরকাশ ।  
 কি দেখিলুঁ শ্রীমুখের মন্থুরিম হাস ॥ ১১৯ ॥  
 মত মত অবতার সবাই হৈতে পার ।  
 কভু নাহি দেখি হেন প্রেমার ভাগ্যার ॥ ১২০ ॥  
 সফল জন্ম দিন - সফল নয়ান ।  
 কি দেখিলুঁ গৌরা-রূপ প্রসন্ন বয়ান ॥ ১২১ ॥  
 এ হেন করুণানিদি কভু নাহি দেখি ।  
 পাণরিতে নারি হিয়া চিয়াইল আঁখি ॥ ১২২ ॥  
 চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি চলি যায় পথে ।  
 নৈমিষ-অরণ্যে দেখা উদ্ধবের সাথে ॥ ১২৩ ॥  
 উদ্ধব সংভ্রমে উঠি পাঁছ অর্ঘ্য দিয়া ।  
 দণ্ডবত করে ভূমে চরণে পড়িয়া ॥ ১২৪ ॥  
 শুভদিন হেন মানে আপনাকে ধন্য ।  
 শুভক্ষণে আইলুঁ মুঞি নৈমিষ-অরণ্য ॥ ১২৫ ॥

নারদ তুলিয়া কৈলা গাঢ় আলিঙ্গন ।  
 চুম্বন করিয়া লৈলা মস্তকের স্রাণ ॥ ১২৬ ॥  
 উদ্ধব আনিঞা দিলা আসন বসিতে ।  
 নিজ মনঃকথা কহে হাসিতে হাসিতে ॥ ১২৭ ॥  
 সফল জন্ম মোর দিন স্বতস্তর ।  
 এক নিবেদিউ চির বেদনা অন্তর ॥ ১২৮ ॥  
 পুরুবেত ব্যাস এই নৈমিষ-অরণ্যে ।  
 বেদ বিচারিয়া জাড়া না ঘুচিল মনে ॥ ১২৯ ॥  
 তব পরসাদে কথা নিগূঢ় শুনিল ।  
 লোকনিস্তারণ-হেতু ভাগবত কৈল ॥ ১৩০ ॥  
 তুমি মাত্র তত্ত্ববেত্তা-প্রভুত্ব জান ।  
 বুঝিয়া ঠাকুর মন ভবিষ্য বাখান' ॥ ১৩১ ॥  
 কলিযুগে লোকের নিস্তার কৈল মনে ।  
 পাপারত লোক--অন্ধ হৃদয়-নয়ানে ॥ ১৩২ ॥  
 সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে লোকের দর্শ জানি ।  
 যোর কলিযুগে আর নাহি পাপ দিনি ॥ ১৩৩ ॥  
 দয়া করি কহ যদি ঘটাই সন্দেহ ।  
 তোমার অধিক আর দয়াবন্ত কেহ ॥ ১৩৪ ॥  
 হাসিয়া কহয়ে মুনি অন্তর-উল্লাস ।  
 ভাল সুদাইলে হে উদ্ধব হরিদাস ॥ ১৩৫ ॥  
 পরম নিগূঢ় কথা কহি তোর মনে ।  
 ঐচ্ছন আছিল শোক বড় মোর মনে ॥ ১৩৬ ॥  
 এখনে জানিল মুঞি--কলিযুগ ধন্য ।  
 কলিলোক বহি ধন্য আর নাহি অন্য ॥ ১৩৭ ॥  
 সত্য-আদি-যুগধর্ম-আচার কঠিন ।  
 কলিযুগ ধর্ম--হরিনাম পরবীণ ॥ ১৩৮ ॥  
 নাম-গুণ-সঙ্কীর্ণনে মুক্তবন্ধ হইয়া ।  
 নৃত্যগীতে বুলে বমস্তয় এড়াইয়া ॥ ১৩৯ ॥  
 আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে ।  
 দ্বারকায় দেখিলাম আপন নয়ানে ॥ ১৪০ ॥  
 এই কথা-রসে প্রভু ক্লান্তিগীর সাথে ।  
 নিজ প্রেম বিলসিব করি হেন চিতে ॥ ১৪১ ॥  
 সিংহাসনে বসিয়া ক্লান্তিগীর করি কোলে ।  
 অন্তর-চিন্তিত-মুঞি গেলে হেনকালে ॥ ১৪২ ॥

ছুঃখিত দেখিয়া প্রভু পুছিল আমারে ।  
 এ হেন মুরতি কেন দেখিয়ে তোমারে ॥১৪৩॥  
 এই মনঃকথা মুঞি কহিলুঁ পদ পাঞা ।  
 প্রসন্ন বয়ান প্রভু কহিল হাসিয়া ॥ ১৪৪ ॥  
 রুক্মিণী কহিল পদপ্রেমার মহিমা ।  
 শুনিঞা বিহ্বল প্রভু আরতি-গরিমা ॥১৪৫॥  
 ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকৈ ।  
 দীনতাব প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥ ১৪৬ ॥  
 ঘোর কলিযুগ--পাপময় পক্ষ্মহীন ।  
 লোক বুঝাবার তরে হব মুঞি দীন ॥ ১৪৭ ॥  
 প্রেমময়া গৌর দীর্ঘ স্মরণ তনু ।  
 বিশাল সদয়--বাহুযুগ সম জানু ॥ ১৪৮ ॥  
 কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা ।  
 নিজ প্রেমা বিলসিব--প্রতিজ্ঞা করিলা ॥১৪৯॥  
 যে দেখিল যে শুনিল--কহিল তোমারে ।  
 ঘোষণা দিব্যে যাব সকল সংসারে ॥ ১৫০ ॥  
 পৃথিবী জন্ম গিয়া প্রেমভক্তি-লোভে ।  
 হেন অপক্লপ রূপ হ'বে কলিযুগে ॥ ১৫১ ॥  
 শুনিয়া নারদবাণী উজ্জ্বল বিকল ।  
 চরণে পড়িয়া কান্দে আনন্দে বিহ্বল ॥১৫২॥  
 হেন অদ্ভুত কথা কহিলে আমারে ।  
 জীব দক্ষারিলে যেন নিজীব শরীরে ॥ ১৫৩ ॥  
 জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্বন্ধে ।  
 চলিলা নারদ বীণা বাজাঞা উল্লাসে ॥ ১৫৪ ॥  
 জৈমিনিভারতে--নারদ-উজ্জ্বল সংবাদ ।  
 শুনিঞা লোচনদাসের আনন্দ-উন্মাদ ॥ ১৫৫ ॥  
 আমার বচনে যে বা প্রতীত না যায় ।  
 বিচার করুক পুথি বত্রিশ অধ্যায় ॥ ১৫৬ ॥

ভাটিয়াণি রাগ-দিশা ।

মোর প্রাণ গোরাচাঁদ নায়ে হয় ॥  
 চলিলা নারদমুনি-বীণা গায় শুণ ।  
 শুনিঞা বিহ্বল হিরা পড়ে পুনঃপুনঃ ॥ ১৫৭ ॥

ক্ষণেকে রোদন--ক্ষণে অটু অটু হাস  
 ক্ষণে কাঁপে--ক্ষণে ক্ষণে আশ-আশ শ্রীয়া ॥১৫৮॥  
 ক্ষণে ছফার চাড়ে--মারে মালসাট ।  
 গোরা গোরা বলি কান্দে--অস্তুর উচাট ॥১৫৯ ॥  
 পাশরিতে নায়ে গোরার সুমধুর প্রেম ।  
 অল্প বলমল তেজঃ--দিনকর সেন ॥ ১৬০ ॥  
 চিন্তিতে না পারে প্রেমে অস্তুর-উল্লাস ।  
 অঁখির নিমিত্তে গেলা শিবের কৈলাস ॥১৬১॥  
 মহেশ দেখিব বলি বাড়িল আনন্দ ।  
 কহিব কৃষ্ণের কথা করিয়া প্রবন্ধ ॥ ১৬২ ॥  
 ঐছন আনন্দ-কথা নাহি তিনলোকে ।  
 বৃন্দাবন-পন প্রকাশিব কলিযুগে ॥ ১৬৩ ॥  
 যে প্রেম যাচয়ে শিব নির্দিশি অনন্ত ।  
 বিলসিব কলিযুগে অধম ছুরন্ত ॥ ১৬৪ ॥  
 হেন অদ্ভুত কথা কহিব মহেশে ।  
 শুনিঞা ঠাকুর পাবে বড়ই সম্বোধে ॥ ১৬৫ ॥  
 কাত্যায়নী-প্রসাদ লইব পদধূলি ।  
 যার পদ-পরসাদে হরিণাম বলি ॥ ১৬৬ ॥  
 চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা মহেশের দ্বার ।  
 সল্পনে উঠিলা দেখি নন্দী মহাকাল ॥ ১৬৭ ॥  
 পরণাম করি নন্দী গেলা অভ্যন্তরে ।  
 পার্বতী-মহেশ যথা নিজ অস্ত্রপুরে ॥ ১৬৮ ॥  
 জানাইলা--দ্বারেতে নারদ-আগমন ।  
 আনন্দ-হৃদয়ে দৌঁছে চলিলা তখন ॥ ১৬৯ ॥  
 নারদ দেখিয়া হাসি সম্বোধে ঠাকুর ।  
 চরণে পড়িলা মুনি--ভক্ত সূচতুর ॥ ১৭০ ॥  
 মহেশ বিশেষ জানে বৈষ্ণবমহিমা ।  
 নারদ গৌরব করে প্রকাশিয়া প্রেমা ॥ ১৭১ ॥  
 গাঢ় আলিঙ্গন করি বসাইলা পাশে ।  
 চরণে পড়িয়া মুনি দেবীকে সম্বোধে ॥ ১৭২ ॥  
 পুত্রস্নেহে নারদেয়ে পুছে কাত্যায়নী ।  
 কুশল মঞ্জল কহ প্রিয় মহামুনি ॥ ১৭৩ ॥  
 চতুর্দশভুবনের ভূমি তব জান ।  
 আজি কোথা হৈতে তব শুভ আগমন ॥১৭৪॥



নারদ কহয়ে শুন অদভুত কথা ।  
 ভগত-নিস্তার-হেতু তুমি মাতা-পিতা ॥ ১৭৫ ॥  
 পুরুষ-ব্রহ্ম-কথা পাশরিলে তুমি ।  
 চরণে ধরিয়া এবে স্মরাইব আমি ॥ ১৭৬ ॥  
 আছোপান্ত বত কথা কহি তব স্থানে ।  
 শুনিঞা প্রসাদ মোরে করিলে আপনে ॥ ১৭৭ ॥  
 প্রভুরে পূরবে কিছু পুড়িল উদ্ধব ।  
 হব অন্তর্জানে কিবা পুথিনী রহিল ॥ ১৭৮ ॥  
 ভক্ত রহিল কিবা এই মহীমাঝে ।  
 শুনিঞা ঠাকুর যোগ কহে নিজ কাজে ॥ ১৭৯ ॥  
 আমি জন, আমি স্থল, আমি মহী, বৃক্ষ ।  
 আমি দেব, গুরুর্গ, আমি বক্ষ, বৃক্ষ ॥ ১৮০ ॥  
 উৎপত্তি, প্রলয় আমি সর্বজীব প্রাণ ।  
 আমি সর্বময় আমার কাঁহা অন্তর্জান ॥ ১৮১ ॥  
 ঐতন ঠাকুর-বাণী শুনিঞা উদ্ধব ।  
 বৃকে কর হামি কহে নিজ অনুভব ॥ ১৮২ ॥  
 তুমি সর্বময় প্রভু—আমি ইহা জানি ।  
 তোমারে অদিক তোর পদ ছইখানি ॥ ১৮৩ ॥  
 সে পড়িল পদ-নথচঞ্জিকার পাশে ।  
 অগ্নি কি কহিব গুণ যুখে নাহি আসে ॥ ১৮৪ ॥

মোর বল উচ্ছিষ্টে ভুঞ্জিয়া হরিদাস ।  
 তোর মায়। জিনি—তোর উচ্ছিষ্টের আশ ॥  
 ঐছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা ।  
 শুনিঞা জনয়ে মোর লাগি গেল ব্যথা ॥ ১৮৭ ॥  
 এতদিন ধরি মোর পথ-পরিচয় ।  
 আজিহ না জানি হেন উচ্ছিষ্ট নিশ্চয় ॥ ১৮৮ ॥  
 উচ্ছিষ্টের বলে হরিদাস বল ধরে ।  
 প্রভু-নিষ্ঠমানে উচ্ছিষ্টের পুরস্কারে ॥ ১৮৯ ॥  
 হেন মহাপ্রসাদ মুঞি না ভুঞ্জিগুঁ কভু ।  
 অন্তরে জানিগুঁ—মোরে বঞ্চিতাছে প্রভু ॥ ১৯০ ॥  
 এই মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিয়ে কোন্ বুদ্ধি ।  
 কেমন উপায়ে পরসম্ম হবৈ নিদি ॥ ১৯১ ॥  
 এই মনঃকথা-রসে বৈকুণ্ঠেরে গেগুঁ ।  
 লখিমীদেবীর সেবা বহুবিধ কৈগুঁ ॥ ১৯২ ॥  
 পরসম্ম হঞা দেবী পরিতোষ বৈল ।  
 ‘মাগ,- বর দিব, বলি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ১৯৩ ॥  
 প্রতিজ্ঞা শুনিঞা হিয়া প্রতি-আশ কৈল ।  
 সেই সে কুশল-বাণী পুনঃ দঢ়াইল ॥ ১৯৪ ॥  
 কাতর-বয়ানে বৈল করনোড় করি ।  
 চিরদিন অন্তরে বেদনা দড় মোরি ॥ ১৯৫ ॥  
 সর্বজন জানে—তোর সেনক নারদ ।  
 না ভুঞ্জিল মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ ॥ ১৯৬ ॥  
 প্রভুর প্রসাদ মোরে দেহ একমুষ্টি ।  
 এই বর দেহ মোরে চাহি শুভদৃষ্টি ॥ ১৯৭ ॥  
 শুনিঞা লখিমীদেবী বয়ান-বিস্ময় ।  
 কহিতে লাগিলা কিছু করিয়া বিনয় ॥ ১৯৮ ॥  
 প্রভু-আজ্ঞা নাহি—কারে দিনারে উচ্ছিষ্ট ।  
 আজ্ঞা লজি মুনি তোরে দিব অবশিষ্ট ॥ ১৯৯ ॥  
 নিলম্ব করহ কিছু আমারে চাহিয়া ।  
 নিলম্ব সে দিতে পারি সক্ষয় করিয়া ॥ ২০০ ॥  
 ঐছন মধুর বাণী বৈল ঠাকুরাণী ।  
 ভাল ভাল বৈল—কাজ বুঝিয়া আপনি ॥ ২০১ ॥  
 কথোদিন বহি একদিন পছঁ রসে ।  
 কর পরশিয়া দেবী নসাই ॥ ২০২ ॥

১৭৫-১৭৬-১৭৭-১৭৮-১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১-১৯২-১৯৩-১৯৪-১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০-২০১-২০২

হাসিয়া কহয়ে কথা সরস সন্তোষে ।  
 অমুমতি নাই দেবী অন্তর-তরাসে ॥ ২০৩ ॥  
 প্রণতি করিয়া বৈল—নিবেদন আছে ।  
 ক্ষদয়-তরাস মোর সঙ্কট সঙ্কোচে ॥ ২০৪ ॥  
 সঙ্কট ঘুচাই প্রভু রাখ নিজদাসী ।  
 চরণে পরিয়া বোলো—শুন গুণরাশি ॥ ২০৫ ॥  
 লখিমী কাতরে কহে প্রভুকে তরাস ।  
 সুদর্শন-পানে চাহে সবিস্ময় হাস ॥ ২০৬ ॥  
 কাঁপে চক্র সুদর্শন বলে কাকুবানী ।  
 লখিমী-সঙ্কট প্রভু আমি নাহি জানি ॥ ২০৭ ॥  
 লখিমী কহয়ে—সুদর্শনের নাহি দোষ ।  
 নারদের কথায় মোর হৈল ভিয়া শোষ ॥ ২০৮ ॥  
 দ্বাদশনবসর মোর অজ্ঞাত-সেবা কৈল ।  
 পরিতোষ পাঞা আমি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ২০৯ ॥  
 মাগ বর দিন বলি বৈল সত্য সত্য ।  
 পুনঃ দড়াইল মুনি সেই কথা নিত্য ॥ ২১০ ॥  
 মাগিল যে বর তোর উচ্ছিষ্টের ভরে ।  
 মোর শক্তি কিবা তোর অজ্ঞা লঙ্ঘনারে ॥  
 এই কথা কৈল মোর প্রমাদ নিকট ।  
 রাখ নিজ দাসী প্রভু ঘুচাই সঙ্কট ॥ ২১২ ॥  
 বুঝিয়া কহিল কথা—শুনহ লখিমী ।  
 বড়ই প্রমাদ-কথা কহিলে মে তুমি ॥ ২১৩ ॥  
 নিভুতে সে দিহ—যেন আমি নাহি জানি ।  
 শুনিঞা সন্তোষ পাইল প্রভু-আজ্ঞাবানী ॥ ২১৪ ॥  
 কথোদিন বহি সেই জগত-জননী ।  
 মহাপ্রসাদ মোরে দিল ডাক দিয়া আমি ॥  
 লখিমী-প্রমাদে মহাপ্রসাদ পাইলুঁ ।  
 পূর্ণমনোরথে মহাপ্রসাদ ভুঞ্জিযুঁ ॥ ২১৬ ॥  
 কোটী-ইন্দু-জিনি জ্যোতিঃ কোটি-কামরূপ ।  
 কোটি দিবাকর-তেজঃ হৈল অপরূপ ॥ ২১৭ ॥  
 শতগুণ তেজঃ মহাপ্রসাদ-পরশে ।  
 বীণা বাজাইয়া সুখে আইলুঁ কৈলাসে ॥ ২১৮ ॥  
 আমারে দেখিয়া—প্রভু পুছিল মহেশ ।  
 হাসিয়া কহিলা—আজি অপরূপ বেশ ॥ ২১৯ ॥

অতি অপরূপ তেজঃ—দেখিতে বিস্ময় ।  
 আজি কেনে হেন রূপ—কহনা নিশ্চয় ॥ ২২০ ॥  
 আশ্চ-অশ্চ যত কথা—সকল কহিল ।  
 শুনিঞা মহেশ পুনঃ আমারে গঞ্জিল ॥ ২২১ ॥  
 এইহন তুল্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া ।  
 একেলা ভুঞ্জিলা মুনি আমারে না দিয়া ॥ ২২২ ॥  
 আমা দেখিবারে পুনঃ আসিয়াছ প্রেমে ।  
 এইহন তুল্লভ মন নাহি আন কেনে ॥ ২২৩ ॥  
 শুনিঞা মহেশ-বাণী লজ্জিত হইয়া ।  
 নমিত-বয়ানে চাহে নখে নখ দিয়া ॥ ২২৪ ॥  
 আছে মহাপ্রসাদ-কণা বলি দিল সুখে ।  
 পাছু না গণিল প্রভু দিল নিজ মুখে ॥ ২২৫ ॥  
 আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশঠাকুর ।  
 পদতল-তালে মহী করে ছুরছুর ॥ ২২৬ ॥  
 প্রেম-ভরে টলমল সুমেরুপর্বত ।  
 কম্পমানা বসুমতী—চমক সর্বত্র ॥ ২২৭ ॥  
 প্রেমে যোগেশ্বর কাঁপে—আপনা পাসরে ।  
 রসাতল যায় মহী মহেশের ভরে ॥ ২২৮ ॥  
 অনন্তের কণা ঠেকে কম্পের পৃষ্ঠে ।  
 গ্রীবা বহিষ্কেনা কৃষ্ণ চাহে একদৃষ্টে ॥ ২২৯ ॥  
 বক্রগ্রীবা করি ভরে যত দিগ্বাহ ।  
 ছুছকার-নাদে ফাটে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ॥ ২৩০ ॥  
 মহেশের ভর দেবী সহিতে না পারি ।  
 আশ্বে ব্যস্তে গেলা মহেশের পুরী ॥ ২৩১ ॥  
 কাত্যায়নী স্থানে মহী কহে করযুড়ি ।  
 মহেশের নৃত্য-ভরে প্রাণ আমি ছাড়ি ॥ ২৩২ ॥  
 প্রতিকার কর যদি সৃষ্টি রাখিনারে ।  
 প্রমাদ পড়িল দেখি সকল সংসারে ॥ ২৩৩ ॥  
 পৃথিবী কাতরবাণী শুনিঞা পার্বতী ।  
 সত্বরে চলিয়া গেলা যথা পশুপতি ॥ ২৩৪ ॥  
 পূর্ণরসানেশে নাচে দেবদেবরায় ।  
 মহেশ-আবেশ ভাজে কর্কশ কথায় ॥ ২৩৫ ॥  
 সম্বিৎ হইলা প্রভু দুঃখিত হইয়া ।  
 কর্কশ-জন্মে বলে পার্বতী দেখিয়া ॥ ২৩৬ ॥

কি কৈলে কি কৈলে দেবী হেন অবিধান ।  
 এ আবেশতজ মোর মরণ সমান ॥ ২৩৭ ॥  
 তোমা বই রিপু মোর নাহি ত্রিভুবনে ।  
 এহেন আনন্দ মোর ঘুচাইলে কেনে ॥ ২৩৮ ॥  
 শুনিঞা কাতরে দেবী গোলে আরবার ।  
 পৃথিবী দেখহ প্রভু সম্মুখে তোমার ॥ ২৩৯ ॥  
 তন পদ-তল-ভরে যায় রসাতল ।  
 সৃষ্টি নষ্ট হয় - তেঞি নৈল কটু তুর ॥ ২৪০ ॥  
 অপরূপ কৈলু--দোষ ক্ষম মহাশয় ।  
 হাঙ্গিয়া মহেশ দিলা পৃথিবী-বিদায় ॥ ২৪১ ॥  
 পুনরপি পুছে দেবী পিনতি করিয়া ।  
 এক নিবেদিও প্রভু সন্দেহ নাগিয়া ॥ ২৪২ ॥  
 কৃষ্ণরসাবেশে তুমি নাচ প্রতিদিনে ।  
 আজি মহী রসাতল যায় কি কারণে ॥ ২৪৩ ॥  
 কোটি-দিনাকর-তেজঃ--কিরণ প্রচণ্ড ।  
 অতি অপরূপ তেজঃ--না ধরে তক্ষাণ্ড ॥ ২৪৪ ॥  
 আজি কেনে অপরূপ আনন্দ অনন্ত ।  
 নবিশেষ কহ মোরে প্রভু গুণবন্ত ॥ ২৪৫ ॥  
 মহেশ কহয়ে শুন আনন্দ-কাহিনী ।  
 প্রভুর প্রসাদ মোরে দিলা মহামুনি ॥ ২৪৬ ॥  
 দুর্লভ এ ত্রিজগতে--বিষ্ণু-নিবেদিত ।  
 বিশেষ অপরায়ুভ-বেদে অবিদিত ॥ ২৪৭ ॥  
 হেন মহাপ্রসাদ আমি করিলুঁ তক্ষণ ।  
 সফল জনম মোর আজি শুভক্ষণ ॥ ২৪৮ ॥  
 নারদ-প্রসাদে মহাপ্রসাদ-পরশ ।  
 কহিল মঙ্গল কথা সম্পদ সরস ॥ ২৪৯ ॥  
 শুনি ঠাকুরের বাণী কহে মহামায়া ।  
 এতদিনে জানিল তোমার যত দয়া ॥ ২৫০ ॥  
 অর্দ্ধ-অঙ্গে ধর মোরে--সকলি কপট ।  
 কৈতব-পিরিতি এবে হইল প্রকট ॥ ২৫১ ॥  
 এ হেন দুর্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া ।  
 একলা ভুক্তি লা দেব আমারে না দিয়া ॥ ২৫২ ॥  
 বজ্রায় অবশ হঞা বোলে শূলপাণি ।  
 এ ধনের তুদিকারী নহ ত ভবানী ॥ ২৫৩ ॥

শুনিঞা কৃষিলা হিয়া-- বোজে আদ্যা শক্তি  
 বৈষ্ণবী নাম মোর করি বিষ্ণুভক্তি ॥ ২৫৪ ॥  
 প্রতিজ্ঞা করিলুঁ মুঞি সভার ভিতরে ।  
 জানিব আমারে দয়া প্রভুর অন্তরে ॥ ২৫৫ ॥  
 এই মহাপ্রসাদ মুঞি দিমু জগতেরে ।  
 মোর প্রতিজ্ঞায় পাবে শৃগালকুকুরে ॥ ২৫৬ ॥  
 এছন প্রতিজ্ঞা কাত্যায়নী যবে কৈলা ।  
 শুনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ সত্তরে আইলা ॥ ২৫৭ ॥  
 সন্ত্রমে উঠিয়া দেবী কৈল পরণাম ।  
 নিবেদন কৈল দেবী সজ্জন-নয়ান ॥ ২৫৮ ॥  
 কাতর-অন্তরে কহে ছাড়িয়া মিথ্যাস ।  
 আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥ ২৫৯ ॥

বিভাস প্রাগ-- দ্বিপদী ।

গোলে পঁছ লছ-নোলে, নহ দেবী উত্তরোলে,  
 একি হ'য়ে ভোর ব্যবহার ।  
 ভোর মায়া-বন্ধে অঙ্গ, সকল সংসারখণ্ড,  
 তেঞি সৃষ্টি আঁচয়ে আমার ॥ ২৬০ ॥  
 তুমি মোর আত্মশক্তি, তুমি সে জানহ ভক্তি,  
 তুমি মোর প্রকৃতিস্বরূপা ।  
 তোমা বই আমি নহি, তুমি আমা বহি কহি,  
 যে করহ তোমারি সে রূপা ॥ ২৬১ ॥  
 হরগৌরী আরাধনে, সর্বলোক আমাজানে,  
 হর-গৌরী মোর আত্মতমু ।  
 ভোর পরসম্ম হিয়া, যুচিল সকল মায়া,  
 যুচিল স্বরূপ ভেদ ভিনু ॥ ২৬২ ॥  
 এছন প্রতিজ্ঞা ভোর, এহেন উচ্ছিষ্ট মোর,  
 অবিরোধে দিবে সভাকারে ।  
 মহাপ্রসাদের গঞ্জে, সভে হবে মুক্তবঞ্জে,  
 ঘুচাইবে নিরুদ্ধ বিচারে ॥ ২৬৩ ॥  
 শুনিঞা ঠাকুর-বাণী, পুন কহে কাত্যায়নী,  
 মোরে যদি দয়া আছে চিতে ।  
 অবশ্য উচ্ছিষ্ট দিবে, ভুক্তিবে সকল জীনে,  
 অবিরোধে পাবে ত্রিজগতে ॥ ২৬৪ ॥

পুন কহে গুণমণি, শুভ দেবী কাত্যায়নি, প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে, ঘোষণা দিবার তরে,  
 প্রতিজ্ঞা পালিব আছে কথা। কলিযুগ-অবতার-কাজে ॥ ২৭৩ ॥  
 পুরুষ-রহস্য এই, তোমাতে নিভূতে কই, সনে কলিযুগ পাঞা, পৃথীতে জনম গিয়া,  
 যুচিবে সংসার-অর চিন্তা ॥ ২৬৫ ॥ নাম-বিপর্যায়-নিজ অংশে।  
 পুরুষ-রহস্য বত, কেহ নাহি জানে তদ্ব, সেই সব লোকনাথ, সব-পারিষদ-সাথ,  
 সমুদ্রে মথিল দেবগণে। জন্ম লভিব দিপ্রবংশে ॥ ২৭৪ ॥  
 মন্দার মথন-দণ্ড, রজ্জু ফণী অমন্ত, শুনিঞা নারদ বাণী, উলসিত শূলপাণি,  
 লোম-উপজিল ঘরিয়ণে ॥ ২৬৬ ॥ উলসিত দেবী কাত্যায়নী।  
 সে মোর কল্পতরু, ষাটক ষাটএগা করু, আনন্দে ভরল পুরী, সবে বোলে হরি হরি,  
 যার বত সেই মনে বাসে। উঠিল আনন্দ-রোল-ধনি ॥ ২৭৫ ॥  
 যে ধন যে জন চাহে, সে ধন সে জন্ম পাবে, চলিল নারদমুনি, উঠিল বীণার ধনি,  
 বিনুখ না করে প্রতি আশে ॥ ২৬৭ ॥ সয়ন-ম্যুর-স্বর সঙ্গে।  
 তাহি এক দিন্য ভেজে, ঢাক তরুণর রাজে, অনিয়া নদীর পারা, শ্রবণে পুরিল পারা,  
 শ্রীচতুর্ন্য অধিষ্ঠিত দেখে। ত্রিভুব-জন্ম-মরুণে ॥ ২৭৬ ॥  
 সে মোর সহজ রূপ, কেবল করুণা-ভূপ, আপনা পাশেরে বাইতে, চিন্তে না পারে পথে-  
 আর বত সম সেই নহে ॥ ২৬৮ ॥ অনুরাগে অরুণ-বদনে।  
 বত অপতার তার, সেই সে আশ্রমাগার, না জানিল পথপ্রসঙ্গ, ভালে বিলু বিন্ধ্য ॥ ২৭৭ ॥  
 নীলা-কলা-বিন্ধ্যমের তরে। উপনীত লক্ষ্মার সদনে ॥ ২৭৭ ॥  
 পৃথিবী রহিব আমি, ত্রিজগত-নাথ-স্বামী, দেখি লক্ষ্মা অতি ভীতে, অতি-হরমিত-  
 করুণা করিব পরচারে ॥ ২৬৯ ॥ মুনিরে করিল অভ্যুত্থান।  
 কলিযুগবিশেষে, সঙ্কীর্ণন-পরকাশে, মুনি পরধাম করে, পড়িয়া চরণতলে-  
 হন আমি মনুজ-মৃত্তি। তুলি লক্ষ্মা কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২৭৮ ॥  
 তমু হ'ব হেম-গৌর, প্রতিজ্ঞা পালিব তোম, পুছিল কুশলবাণী, আগমনে দণ্ড মানি,  
 প্রচারিব পরম পীরিতি ॥ ২৭০ ॥ চির-দরশন-অনুরাগে।  
 এ মোর অন্তর হিয়া, তোমাতে কহিল ইহা, হেন লয় মোর মন, দেখি তোম স্ববদন,  
 সম্বর রাখহ নিজমনে। রহস্য কহিব মহাভাগে ॥ ২৭৯ ॥  
 সব-অবতার-সার, কলি-গোরা-অবতার, ভোর মুখোদিত-বাণী, শ্রবণে অমিয়া শুণি,  
 নিস্তারিব লোক নিজগুণে ॥ ২৭১ ॥ হিয়া জুড়াটক কহ শুনি।  
 বিষ্ণু-কাত্যায়নী-সনে, সংবাদ লক্ষ্মপুত্রাণে, কৈছন নোকের কথা, কহ পছ' গুণগাথা,  
 উৎকলখণ্ডেতে পরকাশ। কি দেখিলে কি শুনিলে তুমি ॥ ২৮০ ॥  
 রাজা সে প্রতাপরুদ্র, সর্বগুণের সমুদ্র, কথা কহে পরিপাটী, নারদের আরভটী,  
 ব্যস্ত কৈল অনেক প্রকাশ ॥ ২৭২ ॥ ক্ষুরিত অপর দোলে অঙ্গ।  
 এ কথা তোমার মনে, স্মরণ নাহিক কেনে, বাপ্প-বালমল অঁপি, অরুণ-বরণ দেখি,  
 হাসি হাসি বোলে মূনিরাজে। কথারস্ত্রে দ্বিগুণ আনন্দ ॥ ২৮১ ॥

শুন অদভুত কথা, তুমি সর্ব সৃষ্টিকর্তা,  
 তোর নাম বুলিয়ে ব্রহ্মাণ্ড ।  
 যুগ-অনুরূপ রাগে, যুগধর্ম করে লোকে,  
 কলিযুগে পাপ পরচণ্ড ॥ ২৮২ ॥  
 ছাপর-শেষের লোকে, সব দুঃখময় শোকে,  
 দেখি মোর কলিকে তরাসে ।  
 কাতর হৃদয়ে মরি, গেলু' পছ' বরাবরি,  
 শুধাইনু পরম সহসে ॥ ২৮৩ ॥  
 কলি পাপময় যুগে, নিস্তার করিব লোক,  
 কহ প্রভু কেমন উপায় ।  
 লোকগণ সে বেদহীন, সর্বলোক ধর্মক্ষীণ,  
 মোর হিয়ায় এ বড় সংশয় ॥ ২৮৪ ॥  
 শুনি এগা কাতর-বাণী, বোলে পছ' গুণমণি  
 দূর কর হৃদয়ের চিন্তা ।  
 বলি-লোক নিস্তারিব, নিজ ভক্তি প্রচারিব,  
 অন্তর করিব মো তথা ॥ ২৮৫ ॥  
 তুভু, তপ, ধর্ম, আর যত যত ধর্ম,  
 সব আরোপিয়া হরিনামে ।  
 দাশ-ময় দেখ, এক মহাশুণ লেখ,  
 মুক্তবন্ধ মোর সঙ্কীর্ণনে ॥ ২৮৬ ॥  
 বাষণা বোলহ তুমি, শিব ব্রহ্মা-আদি-ভূমি,  
 মনে জনমহ কলি পাএগা ।  
 করুণা-বিগ্রহ আমি, জনম লভিব ভূমি,  
 যুগ অনুসারে গৌর হএগা ॥ ২৮৭ ॥

( ২৮৫ চন্দ ) পাহিড়া রাগ--দীপা ॥

জয় জয় গৌরাজ্ঞচাঁদ নদীয়া-উদয় কলিকালে ॥  
 ( মুর্ছা ) না হারে আমার প্রভুর কথা শুন ।  
 এ তিন ভুলন আলো কৈল যার গুণ ॥  
 নাহারে গৌরাজ্ঞচাঁদের কথা শুন  
 আরে কি আরে হয় হয় ॥ ২৮ ॥  
 এঁছন শুনিয়া বাণী দিরিপি ঠাকুর ।  
 হৃদয়ে রূপিল প্রেম-অমিয়া-অঙ্কুর ॥ ২৮৮ ॥

গণ্ড পুলকিত আঁখি অশ্রুধারা গলে ।  
 আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্মা মুনি কৈলা কোলে ॥ ২৮৯ ॥  
 বোলয়ে বিরিপি—শুন মহামুনিবর ।  
 তোর পরসাদে আজি প্রসন্ন-অস্তর ॥ ২৯০ ॥  
 বিষয়-বিপাকে সবে মায়াবন্ধে অন্ধ ।  
 তোর পরসাদে পুনঃ হয় মুক্তবন্ধ ॥ ২৯১ ॥  
 লোক-নিস্তারণ-হেতু তোর মাত্র চিন্তা ।  
 পুরুন-বৃত্তান্ত কিছু কহি নিজবার্তা ॥ ২৯২ ॥  
 সনকাদি মুনি যত আমার নন্দনে ।  
 অস্তর প্রকাশি কিছু কহিল মো স্থানে ॥ ২৯৩ ॥  
 আমারে কহিল—তুমি প্রভু-প্রিয়পুত্র ।  
 যে কিছু পুছিয়ে তার কহ মোরে সূত্র ॥ ২৯৪ ॥  
 অচিন্ত্য অব্যয় প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম ।  
 সূক্ষ্ম সর্বৈশ্বরেশ্বর সর্বময় ধর্ম ॥ ২৯৫ ॥  
 অনন্ত, নিগুণ, নিরঞ্জন, নিরাকার ।  
 আত্ম, মধ্য, অন্ত নাহি এ বুদ্ধি বিচার ॥ ২৯৬ ॥  
 এঁছন ঠাকুর হএগা পৃথিবীতে জন্ম ।  
 অজ হএগা জন্ম নয় প্রাকৃতের ধর্ম ॥ ২৯৭ ॥  
 বন্দাবনে রাস শৈল গোপবধুসঙ্গে ।  
 কামিজম যেন কাম-রতি-রসরঙ্গে ॥ ২৯৮ ॥  
 কি নারী পুরুষ সেই আত্মা সব জানে ।  
 এঁছন রমণ তার অসন্তোষ কেনে ॥ ২৯৯ ॥  
 এঁছন সন্দেহ মোর হৃদয়ে বিশাল ।  
 তব্ব কহ চতুর্মুখ মুচাই জঞ্জাল ॥ ৩০০ ॥  
 এঁছন সন্দেহ কথা সনকাদি বৈল ।  
 শুনিএগা হৃদয়ে মোর বিস্ময় হইল ॥ ৩০১ ॥  
 অস্তর-চিন্তায় মোর মলিন বদন ।  
 মোর অগোচর এই প্রভু আচরণ ॥ ৩০২ ॥  
 নেদাস্তের পার এই কেনা জানে তব্ব ।  
 আমা হেন কত ব্রহ্মা আছে শত শত ॥ ৩০৩ ॥  
 এই মনঃকথা আমি কহিবার বেলে ।  
 হংসরূপে আসি প্রভু নৈল হেনকালে ॥ ৩০৪ ॥  
 চারি-শ্লোকে সমাধান কহিল আমারে ।  
 সেই সমাধান আমি দিল তা-সবারে ॥ ৩০৫ ॥

সন্তোষ পাইল সেই সব মহাশয় ।  
 পরিতোষে গেলা যথা যার মনে লয় ॥ ৩০৬ ॥  
 সেই চতুঃশ্লোকী মোর সব রসভাণ্ড ।  
 তার তত্ত্ব জানে হেন নাহিক ব্রহ্মাণ্ড ॥ ৩০৭ ॥  
 কথোদিন রহি ব্যাস নৈমিষ-অরণ্যে ।  
 সব বিবরিল যত ভারত-পুরাণে ॥ ৩০৮ ॥  
 না দুইল শেষ কিছু বলিবার তরে ।  
 জাড্য না ঘুঁচিল তত্ব পড়িল ফাঁপরে ॥ ৩০৯ ॥  
 মূর্চ্ছা পাইল ব্যাসদেব অরণ্য ভিতরে ।  
 জানি উপজিল দয়া ঠাকুর-অস্তরে ॥ ৩১০ ॥  
 আমাকে ডাকিয়া দিল চারিশ্লোক এই ।  
 এই পর-ধন লঞা যাহ ব্যাস ঠাঁই ॥ ৩১১ ॥  
 ব্যাস নাহি জানে মোর আচরণ-তত্ত্ব ।  
 এই শ্লোক-অনুসারে রচু ভাগবত ॥ ৩১২ ॥  
 সেই ভাগবত তুমি কহিও নারদে ।  
 তার জিহ্বায় সরস্বতী কহিন শবদে ॥ ৩১৩ ॥  
 এতেকে বলিয়ে তুমি শুন মুনিবর ।  
 যুগে যুগে তুমি মাত্র জীবে দয়া কর ॥ ৩১৪ ॥  
 জীবের নিস্তার-হেতু তুমি মহাজন ।  
 ভাগবত দিব্য শাস্ত্র—নাহি আর ধন ॥ ৩১৫ ॥  
 নির্বিষয় ভাগবত—স্বতন্ত্র পুরুষ ।  
 না বুঝিঞা শাস্ত্র-জ্ঞান করয়ে মুরুখ ॥ ৩১৬ ॥  
 হেন ভাগবতকথা কৃষ্ণ-অবতারে ।  
 গর্গমুনি বৈল নাম-করণের কালে ॥ ৩১৭ ॥  
 এবে সে স্মরণ হৈল গর্গমুনি-নাথী ;  
 চান্দিয়ুগ-অমুরূপ বরণ কাহিনী ॥ ৩১৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১০।৮।১৩ )—

“আসন্ বর্ণাঙ্গয়ো হস্ত গুহৃতোঃস্থগগং তনুঃ ।

শুক্রে রক্ততপা পীত উদানীং কৃষ্ণতাং গতাঃ ॥” ইতি ॥৩১৯॥

অন্থস্মা। অমুরূপং ( যুগে যুগে ) তনুঃ ( শরীরবাণী )  
 গুহৃতঃ ( স্বীকৃষ্ণাংশ ) অস্ত্র ( পুনোবতিনঃ স্বল্পজমীলাবতঃ  
 গোসোক-বিহারিণঃ ) হি ( নিশ্চয়ং ) শুক্রেঃ ( শুক্রঃ ) রক্তঃ  
 ( লোহিতঃ ) তপা ( এবং ) পীতঃ ( হারিদ্রঃ, ইতি ) ব্রহ্মঃ  
 ( ত্রিসংখ্যাকাঃ ) বর্ণাঃ ( বঙ্গাঃ ) আসন্, উদানীম্ ( অপূনা

দ্বাপরে 'তু' ) কৃষ্ণতাং ( কৃষ্ণবর্ণঃ ) বর্ণাঃ

( প্রাপ্তঃ ) ॥ ৩১৯ ॥

৩১

অনুবাদ। গর্গ কহিলেন,—হে নন্দ, ও

বিগ্রহপানী এই বাসক, ক্রমে অত্র যুগেতে শুক্র, বক্রী  
 পীত বর্ণে ধারণ কবিদাচিনেন। অপূনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ  
 প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩১৯ ॥

সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ লোক পরচার।

ত্রৈত্যায় অরুণ-কান্তি যজ্ঞ-নাম তার ॥ ৩২০ ॥

এবে কৃষ্ণবর্ণ এই নন্দের কুমার।

পরিশেষে পীতবর্ণ হৈন কোথা আর ॥ ৩২১ ॥

ক্রমভঙ্গ বলি শ্লোকে সন্দেহ যাহার।

চারিযুগে তিন বর্ণ এ বুদ্ধি তাহার ॥ ৩২২ ॥

শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ—চারি বর্ণ বহি।

চারিযুগ বহি আর এক যুগ নাহি ॥ ৩২৩ ॥

নহে বা বিচারি দেখ—গৌর কোন যুগে।

আশ্বে ব্যস্তে কহিলে সন্দেহ নাহি ভাজে ॥ ৩২৪ ॥

ইহার বিচার কিছু কহি তাহা শুন।

অজ্ঞ-জনেরে ইহা বুঝাব এখন ॥ ৩২৫ ॥

একাদশে এই কথা কহে ভাগবতে ।

রাজা প্রশ্ন কৈল করভাজন-মুনিতে ॥ ৩২৬ ॥

তথাহি ( শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।১২ ) রাজোবাচ—

“কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশৈঃ নৃভিঃ ।

নাম্না বা কেন বিদিতা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ॥” ইতি ॥৩২৭॥

অন্থস্মা। ভগবান্ ( সম্পূর্ণশরীরবান্ ) কস্মিন্ কালে  
 কিং বর্ণঃ ( কিস্ত্বতবর্ণবান্ ) কীদৃশৈঃ নৃভিঃ ( মানবৈঃ ) চ কেন  
 নাম্না ( অভিধানেন ) বিদিতা ( বিধানেন ) বা পূজ্যতে  
 ( অর্চ্যতে ) তদ্ ইহ ( অত্র ) উচ্যতাম্ ( বধ্যতাম্ ) ॥৩২৭॥

অনুবাদ। রাজা পরিশিষ্ট কহিলেন,—ভগবান

কোন যুগে কিপ্রকার বর্ণধারণ করেন, এবং কোন প্রকার  
 মনোবগণ কি নামে বা বিধানে তাঁহাকে পূজা করিয়া  
 থাকেন, তাহা এখানে কীভন করুন ॥ ৩২৭ ॥

কোন কালে ভগবান্ কোন বর্ণ ধরে।

কি নাম তাহার সেই হৈল কোন কালে ॥ ৩২৮ ॥

শুন অদভুত কথা কোন ধর্ম কেমন মানুষ্য।

জৌপ পূজা করে কিসে না সন্তোষ ॥ ৩৯ ॥

যুগ-অনুক

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ঃ২০-২২; আশ্বিনীজন্ম উপাচ—

কৃতং দেবী দ্বাপবকা কশ্মিপিশেনু কেশবঃ।

নানাবর্ণাভিধাকারো নারেন্য বিধিনেছতে ॥ ৩৩০ ॥

অনুবাদ। কৃতং (কৃতং) ক্রেতা, দ্বাপবং কশ্মিচ

ইতি এষ (চতুঃ যুগে) বেষবঃ (৩ঃক্রমঃ) নানাবর্ণ-  
বিধানেন (বেদবর্ণাভিধাকারেন) নানাবিধিনা (অনেক-  
বিধিনা) এব বজ্জতে (পূজাতে) ॥ ৩৩০ ॥

অনুবাদ। সত্য, ক্রেতা, দ্বাপব ও কশ্মি এই  
চারি বর্ণে কেশব নানাবর্ণবিধানে ও বজ্জিব নিয়মে পূজিত  
হইয়া থাকেন ॥ ৩৩০ ॥

কৃতং যুগচক্রপাচজ্জটিকা বক্রসাদবঃ।

কৃষ্ণাঙ্গিনোপনীত্যাফান্ বিসঙ্গু-কমণ্ডল ॥ ৩৩১ ॥

অনুবাদ। কৃতং (সত্যমগে) নানাবর্ণঃ (৩ঃ

(স্ববর্ণঃ) চক্রপাচঃ (সঙ্গচক্রসদবান্) জটিকাঃ (জটানরঃ)  
বক্রসাদবঃ (পবিশি কন্যস্ববং) কৃষ্ণাঙ্গিনোপনীত্যাফান  
(কৃষ্ণাঙ্গিনঃ কৃষ্ণসাপয়ুগাচ্চ চ উপনীতং চ অফঃ অফ-  
মাণিকা চ তান্) দণ্ডকমণ্ডল (চ) বিসঙ্গু (ধারয়ন্  
অবাস্তবদিত্ শেখঃ) ॥ ৩৩১ ॥

অনুবাদ। সত্যমগে ভগবান্ স্ববর্ণ, চতুর্ভুজ,  
জটাবান, বক্রসাদবন হইয়া রম্যমুগাচ্চ, উপনীত অফমাণিকা  
দণ্ড ও কমণ্ডল ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩১ ॥

মল্লয়াচ্চ তদা শান্তা নির্ভবণাঃ সন্দদে সমাঃ।

যচ্ছান্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥ ইতি ॥ ৩৩২ ॥

অনুবাদ। তদা (তৎকালে) সত্যমগে মল্লয়াঃ তু  
শান্তাঃ (শম্যাপ্রভঃ) নির্ভবণাঃ (শত্রুহীনতাঃ) সন্দদে  
(মিত্রাণি) সমাঃ (আসন্ ইতি শেখঃ) (তে) দেবং  
(ভগবজ্জং) তপসা শমেন (অন্তঃকরণসন্দমেন) দমেন  
(বাহ্যেক্রিয়চ্ছমেন) চ যচ্ছান্তে (পূজয়ন্তি) ॥ ৩৩২ ॥

অনুবাদ। তখন মানবগণ শান্ত, বৈরশূন্য,  
মিত্রভাবাপন্ন ও সকলের শ্রান্তি সমান ছিল। স্তোত্রাধা শম,  
দম ও তপসা দ্বারা শ্রীভগবানের যজ্ঞ করিতেন ॥ ৩ ॥

রাজাকে কহিছে মুনি—শুন না বধানে।

সত্য-আদি-যুগে লোক পূজয়ে কেমনে ॥ ৩৩ ॥

সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ—হংস নান ধরে।

চতুর্ভুজ তপোধর্ম—জটা-নাকল পরে ॥ ৩৩ ॥

দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণসার-উপনীত।

শান্ত নির্ভবর সম লোকের চরিত ॥ ৩৩ ॥

তত্র ত্রেতাযুগে (শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ঃ ২৪ঃ২৫)—

“ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণোঃসৌ চতুর্ভুজঃক্রিমেষলঃ।

শ্রিগণকেশরোয়্যা ক্রবক্রবাচ্যাপলক্ষণঃ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ। ত্রেতাযুগে (ত্রেতাযুগে) সৌ (ভগবান্)  
রক্তবর্ণঃ (মোহিতবর্ণঃ) চতুর্ভুজঃ (চতুর্ভুজঃ) ক্রিমেষলঃ  
(শ্রিগণকেশরোয়্যা ক্রবক্রবাচ্যাপলক্ষণঃ) শ্রিগণকেশঃ (স্ববর্ণ-  
বর্ণকটবান্) ক্রবায়্যা (কৌ বেদাঃ এব আয়্যা শরীরং যথ সং)  
ক্রবক্রবাচ্যাপলক্ষিতঃ (সক্ চ ক্রবচ বজ্রপাত্রবিশেষৌ তৌ  
আদী দেবাঃ তৈঃ উপলক্ষিতঃ স্ফুটিতঃ) আদীদিতি  
শেখঃ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ। ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ,  
ক্রিমেষলায়ুজ, স্ববর্ণবেশ, দেবায়্যা এবং ক্রব ও ক্রবাদি  
বসনাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩৬ ॥

তং তদা মল্লয়া দেবং সকদেবমগে ইবিস।

যচ্ছান্তি বিজয়া দেবং ধর্ম্মিণ বক্রবাদিনঃ ॥ ইতি ॥ ৩৩৭ ॥

অনুবাদ। তদা (তৎকালে) মল্লয়াঃ (মানবাঃ)  
বক্রিণাঃ (বেদগাপগাঃ) বক্রবাদিনঃ (শ্রুতিব্যাখ্যাতারাঃ  
সন্তঃ) তং দেবং (ছোতসর্গমঃ) সকদেবমগে (সকদ-  
দেবাস্মকং) ইবিস (ইবিস) বিজয়া (বেদিকা) বিজয়া  
(অজ্জন্তি) ॥ ৩৩৭ ॥

অনুবাদ। তখন মানবগণ বেদগায়ণ ও বক্রবাদী  
হইয়া বেদবিজ্ঞা দ্বারা সেই সকদেবময় শ্রীশ্রীর অর্চনা  
করিতেন ॥ ৩৩৭ ॥

দেই প্রভু ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরে।

চারি বাছ ক্রিমেষল অক্ষ-অব করে ॥ ৩৩৮ ॥

তপ্ত-হাটক-কেশ শিরের উপরে।

সর্বদেবময় প্রভু আপে যজ্ঞ করে ॥ ৩৩৯ ॥

ত্রয়ী-বেদ আত্মা তার--নাম ধরে 'যজ্ঞ'।  
বেদ-বিধিমন্তে পূজা করে ধর্মবিজ্ঞ ॥ ৩৫০ ॥

তথাহি দ্বাপবে । শ্রীমহাভাগবতে ১১ ৫১২৭, ২৮, ৩৩ )

“দ্বাপবে ভগবান শ্রামঃ পীতবাসা নিজাবুঃ ।

ত্রিবংসাদিত্তিরীক্ষশ্চ সফলৈকপথ্যাকিতঃ ॥ ৩৫১ ॥

অন্নস্বা । দ্বাপবে ( তৃতীয়যুগে ) ভগবান (নানাবংসঃ)  
শ্রামঃ ( ক্রমবর্ণঃ ) পীতবাসাঃ ( ছাদিত্তিরীক্ষমঃ ) নিজাবুঃ  
( চতুর্থাঙ্গীয়াঙ্গমঃ ) ত্রিবংসাদিভিঃ ( দক্ষিণাবর্কসোমাব্যাদি-  
ভিঃ ) অক্ষঃ ( চর্কিতঃ ) লক্ষ্যৈঃ ( বাইতঃ বর্ণস্তাদিভিঃ চ )  
উপমথিতঃ ( দৈঃ ) আনীদিত্যমঃ ॥ ৩৫১ ॥

অনুবাদ । দ্বাপবে ভগবান্ রম্যবর্ণ, পীতবাসা,  
স্বীয়ানুবান, ত্রিবংসাদি নিজে ন্যস্ত চিত্তমেন ॥ ৩৫১ ॥

তং তদা পুরুষং মর্কো মহাবায়েণপনক্ষণম্ ।

বজ্রস্ত বেদত্বাভ্যাং পবং জিত্বাহবো নৃণা ॥ ৩৫২ ॥

অন্নস্বা । হে নপ! ( রাজন্! ) তদা ( দ্বাপবে )  
পবং জিত্বাহবঃ ( পবত্বদ্বর্গনাথিনঃ ) মর্কঃ ( মৃত্যুঃ )  
তং ( প্রসিদ্ধং ) মহাবায়েণপনক্ষণম্ ( চক্রবর্তিচর্কিতঃ বিশিঃ )  
পুরুষং ( পুরুষাব্দম্ ) বেদত্বাভ্যাং ( শ্রুতিতত্ত্বাদি  
বিধানৈঃ ) বজ্রস্ত ( পুরুষস্ত ) ॥ ৩৫২ ॥

অনুবাদ । হে নপ! তখন পবত্বজ্ঞানার্থী আনব-  
গণ সেই চক্রবর্তিনক্ষণবিত্ত মহাপুরুষকে বেদ ও তত্ত্বের  
বিধানানুসারে তর্কনা বহিষ্য থাকেন ।

ইতি দ্বাপর উর্কীশ স্বর্গাৎ জগদীধবম্ ।

নানাত্বদ্বিবানেন কসাবপি যথা শৃণু ॥ ইতি ॥ ৩৫৩ ॥

অন্নস্বা । উর্কীশ! ( হে রাজন্! ) ইতি (এবং)  
জগদীধবঃ ( ভগবন্তঃ ) স্বর্গাৎ ( প্রশংসাত্তি ), (কসৌ অপি  
( চতুর্থাঙ্গুগে অপি ) নানাত্বদ্বিবানেন ( বহুতত্ত্বমার্গেণ কসৌ  
তত্ত্বদর্শস্ত এতাদৃশং যথা স্ববস্তি ) তথা ( তং ) শৃণু  
( আকর্ণয় ) ॥ ৩৫৩ ॥

অনুবাদ । হে রাজন্! জগদীধবকে দ্বাপবে  
এই প্রকার বাক্যে তব করেন । কলিযুগেও নানাত্বদ্বিবান-  
ক্রমে বেরূপে তব করেন, তথা শ্রবণ কর ॥ ৩৫৩ ॥

দ্বাপরেতে শ্রামবর্ণ ধরে ভগবান্ ।

শ্রীবেব কোস্তভ অজ্ঞ--পীত পরিধান ॥ ৩৫৪ ॥

মহারাজরাজাধিপ-লক্ষণ বিরাট

ভাগ্যবান্ লোক ভারে বেদ-তন্ত্রে ১

এইমত প্রতियুগে যুগ-অবতার ।

যে যুগে যে ধর্ম লোকে করয়ে আঁটার ॥৩

সত্য ত্রেতা দ্বাপর- তিন যুগ গেল ।

খেত রক্ত আর ক্রম বরণ হইল ॥ ৩৫৭ ॥

তিন যুগে তিন বর্ণ কহি দিল মুনি ।

মানধান হঞা শুন কলির কাহিনী ॥ ৩৫৮ ॥

তথাহি শ্রীমহাভাগবতে ( ১১।৫।৩৩ )—

“ক্রমবর্ণং দ্বিযাঃক্রমং সাজ্জোপাস্ত্রপার্দম্ ।

যতৈঃ সন্ধীর্কনপ্রায়ৈবজ্রস্তিত্তি ক্রমেপসঃ ॥” ইতি ॥ ৩৫৯ ॥

অন্নস্বা । ক্রমেপসঃ ( বৃদ্ধিমন্তঃ ) দ্বিযা ( কাস্ত্যা )  
অরমন্ ( বিছাদেদীরং ) রম্যবর্ণং ( রম্যং বর্ণম্ভিত্তি যঃ তং )  
সাজ্জোপাস্ত্রপার্দম্ ( অঙ্গে নিত্যানন্দাধিত্তৌ উপাস্ত্রানি  
ক্রীণাসাদয়ঃ অদ্যপি হরিনামাদীনি পার্দমঃ গদাপরদামৌ-  
দদ্যদৈঃ তৈঃ সহিতং ) সন্ধীর্কনপ্রায়ৈঃ ( নামগানবহুলৈঃ )  
যতৈঃ বজ্রস্তি ॥ ৩৫৯ ॥

অনুবাদ । সত্য-ক্রম-ভুগ-প্রকাশক, কান্তিতে  
গৌরবর্ণ, অঙ্গ, উপাস্ত্র, অঙ্গ ও পার্দাদিদেষ্টি হ মহাপুরুষকে  
স্ববৃদ্ধি ব্যক্তিগণ সন্ধীর্কনপ্রায় যজ্ঞে যজন করিয়া থাকেন ॥

‘ক্রম’ এই দুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে ।

‘ক্রমবর্ণ’ নাম তার কহে ভাগবতে ॥ ৩৫০ ॥

কান্তিতে ‘অক্রম’ সেই শুন সর্বজন ।

গোরা গোরা বলি গাই এই সে কারুণ ॥৩৫১॥

সাজ্জোপাস্ত্র অস্ত্র যত পারিমদ আর ।

সভার সহিত প্রভু কৈলা অবতার ॥ ৩৫২ ॥

অঙ্গে বলরাম বলি—তেঞি কহি ‘সাজ্জ’ ।

উপ-অঙ্গ আভরণ--তেঞি সে ‘উপাস্ত্র’ ॥৩৫৩॥

সুদর্শন-আদি অস্ত্র—যত পারিমদ ।

সংহতি আইলা সবে প্রহ্লাদ নারদ ॥ ৩৫৪ ॥

পূর্ব অবতারে আর দাসদাসী যত ।

সাজ্জোপাস্ত্রে অবতার—নাম লৈব কত ॥৩৫৫॥

এতেক বৈষ্ণব সব কহে অনুভবে ।

যে নাম আছিল তথা—যেবা নাম এবে ॥৩৫৬॥



শুন অদভুত কথা

তোমা মুখে ইহা জানিব কেমনে।

যুগ-অবতার করিতে নারে অধমের মনে ॥ ৩৫৭ ॥

এই ত কারণে মুনি কহিল বচন।

সেই সে জানিব ইহা—সুমেধা যে জন ॥ ৩৫৮ ॥

সঙ্কীৰ্তনপ্রায় যজ্ঞ—মর্শ্ব পরকাশ।

সুমেধা যে জন—তাতে পরম উল্লাস ॥ ৩৫৯ ॥

এতেকে কহিয়ে—ইহা না মানে যে জন।

চারিযুগে তিন বর্গ তাহার বাখান ॥ ৩৬০ ॥

কান্তি কৃষ্ণ বর্গ কৃষ্ণ—দুই হৈল এক।

আর দুই যুগের বর্গ—ইহা নাহি দেখ ॥ ৩৬১ ॥

কলি বা ছাপর দুই যুগে এক বর্গ।

দুইযুগে বর্গ এক—এই তার মর্শ্ব— ॥ ৩৬২ ॥

সত্য, ত্রেতা শ্বেত, রজ্জ দুই বর্গ আছে।

কলি ছাপরেতে এক বর্গ হৈল পাছে ॥ ৩৬৩ ॥

গর্গমুনির বাক্য কেনে বোল ক্রমভঙ্গ।

ক্রমভঙ্গ নহে—শুন আছে বড় রজ্জ ॥ ৩৬৪ ॥

ভূত, ভবিষ্য, বর্তমান কহিবার তরে।

তিন কাল কহে চারিযুগের ভিতরে ॥ ৩৬৫ ॥

সত্য, ত্রেতা বহি ছাপর বর্তমান।

ছাপরেতে কৃষ্ণ-অবতার কৃষ্ণনাম ॥ ৩৬৬ ॥

‘ইদানীং’ বলিয়া তেঞি বোলে গর্গমুনি।

ভূতকাল ভিতরে ভবিষ্যকাল গণি ॥ ৩৬৭ ॥

ভবিতব্যতা যাহার আছে ইহা জানি।

ভূতের ভিতরে তার ভবিষ্য বাখানি ॥ ৩৬৮ ॥

ভবিষ্যৎ অর্থে ভূত প্রমাণে পণ্ডিত।

নিশ্চয়তা আছে তার—এই ত ইঙ্গিত ॥ ৩৬৯ ॥

তথাপি তাহাতে ‘তথা’ শব্দ দিল মুনি।

শুক্র, রজ্জ বলি ‘তথা’ কি কাজ কাহিনী ॥ ৩৭০ ॥

‘তথা’ শব্দে পূর্ব-উক্ত শুক্র, রজ্জ যথা।

কলিযুগে পীতবর্গ হব হরি তথা ॥ ৩৭১ ॥

এবে ছাপরে এই কৃষ্ণতাকে গেল।

গর্গমুনি চারিযুগে তিন কাল কহিল ॥ ৩৭২ ॥

অবজ্ঞার বচন যেরা না লয় অবজ্ঞাতে।

কি কারণে তথা শব্দ কহে ভাগবতে ॥ ৩৭৩ ॥

এতেক কহিয়ে আমি শুন মোর বোল।

কহয়ে লোচন—কথা না ঠেঁলিহ মোর ॥ ৩৭৪ ॥

আর অপরূপ শুন শ্লোকের ব্যাখ্যান।

এইমাত্র ব্যাখ্যা ইহা পরম প্রমাণ ॥ ৩৭৫ ॥

এই ত ব্যাখ্যার আছে অপূর্ব পূর্বপক্ষ।

যুগ-অবতার কৃষ্ণ—এ বড় অশক্য ॥ ৩৭৬ ॥

আর যুগ-অবতার—অংশ কলা লিখি।

আপনেই ভগবান ভাগবত সাক্ষী ॥ ৩৭৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১।৩।২৮ )—

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ন্।

ইন্দ্রারিব্যারুহঃ লোকং মৃড়রাস্তি যুগে যুগে ॥ ৩৭৮ ॥

অনুবাদ। এতে ( পুরুষকথিতাঃ অবতারাদয়ঃ ) পুংসঃ ( পুরুষাবতারস্ত ) অংশকলাঃ চ ( অংশাংশাশ্চ )। কৃষ্ণস্ত স্বয়ং ভগবান্। ( তে অংশাবতারাঃ ) ইন্দ্রারিব্যারুহম্ ( অসুরোপদ্রুতং ) লোকং ( বিশ্বং ) যুগে যুগে ( প্রতियুগং ) মৃড়রাস্তি ( সুরধিনঃ ) কুরুস্তি ॥ ৩৭৮ ॥

অনুবাদ। পুরুষোক্ত অবতারগণ কেহ পুরুষ-অবতারের অংশ কেহ অংশের অংশ। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। অবতারগণ অসুর কর্তৃক উপদ্রুত এই বিশ্বকে যুগে যুগে সূর্যী করেন ॥ ৩৭৮ ॥

যুগ-অবতার কৃষ্ণ কহিব কেমনে।

এ বচন তবে কেনে কহে ভাগবতে ॥ ৩৭৯ ॥

বৃন্দাবন-চন্দ্র—যুগ-অবতার নহে।

পূর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ—ভাগবতে কহে ॥ ৩৮০ ॥

এই ত কারণে কিছু কহি তাহা শুন।

অবজ্ঞা না করে কেহ—কর অবধান ॥ ৩৮১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১।৮।১৩ )—

“আসন্ বর্ণাজয়ো হস্ত গৃহ্যতোঃসুয়ুগং তনুঃ।

শুক্লো বস্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥” ইতি ॥ ৩৭২ ॥

( অক্ষয় ও অমুবাদ ৩১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য )

গর্গমুনি কহিল গভীর বড় বোধে

কেমনে বুঝিব ইহা আমরা অবোধে ॥ ৩৮৩ ॥

বুদ্ধিমান্ হয় যদি জানে ভক্তজনে ।  
 বুদ্ধিমান্ লোক তাহা করয়ে প্রমাণে ॥৩৮৪॥  
 চারিযুগে চারি বর্ণ কহিলেন মুনি ।  
 ভূত, ভবিষ্য, বর্তমান ত্রিকালকাহিনী ॥৩৮৫॥  
 চারিযুগে তিন কাল কহিবারে চাহে ।  
 এই সব কথা ব্যাস এক শ্লোকে কহে ॥৩৮৬॥  
 সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর যুগ কলি ।  
 শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ চারি যুগে বলি ॥৩৮৭॥  
 চারি যুগ আছে চারি-কাল হয় যবে ।  
 আর তিন অবতার ক্রমে হয় তবে ॥ ৩৮৮ ॥  
 তবে সে কহিলে হয় যথাক্রম কথা ।  
 যথা অনতার কথা অনুসারে তথা ॥ ৩৮৯ ॥  
 এতেকে সে ক্রমভঙ্গ হেন শ্লোকে দেখে ।  
 ‘তথা’ শব্দে ভবিষ্যকাল গর্গমুনি লেখে ॥৩৯০॥  
 কেবা অবতার—আর চারি বর্ণ কার ।  
 কেবা অবতারী—কিবা বিচার ইহার ॥ ৩৯১ ॥  
 আপনেহি ভগবান্ জন্মি যত্নবংশে ।  
 পৃথিবীতে অবতার করে আর অংশে ॥ ৩৯২ ॥  
 বিশেষ্য বিশেষণ করি বাখানহ কেনে ।  
 এই সে সন্দেহ ইথে—দ্বিদা তে কারণে ॥৩৯৩॥  
 যতেক চৌযুগ—তাথে অংশ অবতার ।  
 যুগ-অনুসারে বর্ণ হ’য়ে তা’ সভার ॥ ৩৯৪ ॥  
 ধর্মসংস্থাপন অধর্মবিনাশ-নিমিত্তে ।  
 প্রতিযুগে অংশ অবতার হয় তা’তে ॥ ৩৯৫ ॥  
 আপনেই দ্বাপরে ভগবান্ হরি ।  
 অনতারশিরোমণি সভার উপরি ॥ ৩৯৬ ॥  
 এবে কৃষ্ণতাকে গেলা—গর্গমুনি কহে ।  
 শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ-বর্ণ কৃষ্ণ নহে ॥ ৩৯৭ ॥  
 প্রতি দ্বাপরে অংশ কৃষ্ণ নাম বর্ণ ।  
 তক্রপতাকে গেল প্রভু—এই শুন মর্ম ॥৩৯৮॥  
 যেন দ্বাপরে কৃষ্ণ—তেন গৌরচন্দ্র ।  
 কলি-দ্বাপর-যুগে এ দুই সতত্ত্ব ॥ ৩৯৯ ॥  
 এই দুই যুগে একবর্ণ অবতার ।  
 ব্যাস কহিলেন উদাহরণ ইহার ০০

তথাহি পুস্তংসহস্রনামস্তোত্রে—

“তমারাম্য তথা শস্তো গ্রহীষ্যামি বরং সদা ।  
 দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কদয়া মান্ববাদিসু ॥  
 স্বাগমৈঃ কল্পিতৈত্বক জনান্ মন্বিযুগান্ কুরু ।  
 মাঞ্চ গোপয় যেন শ্রাং সৃষ্টিরেবোক্তরোক্তরা ॥” ইতি ॥৪০০॥

অনুব্রহ্ম । সদা ( সততঃ ) তং শব্দং ( মহাদেবম্ )  
 আরাম্য ( পূজয়িত্বা ) তথা ( তাদৃশং ) বরম্ ( ঈশ্বিতং )  
 গ্রহীষ্যামি ( নেম্যে ) । দ্বাপরাদৌ যুগে মান্ববাদিসু  
 ( মন্ব্যাদিকুলেষু ) কাযয়া ( অংশে ন ) ভূত্বা ( অবতীর্ণ্য )  
 কল্পিতৈঃ ( কল্পনাপিসমীভূতৈঃ ) স্বাগমৈঃ ( শাস্ত্রৈঃ ) তং  
 ( ভবান্ শব্দঃ ) জনান্ ( আত্মরমোক্ষান্ ) মন্বিযুগান্  
 ( মন্বিযুগান্ ) কুরু ( বিবেচি ) ; মাঞ্চ গোপয় ( নিগূহয় )  
 যেন ( যথা ) এমা উক্তরোক্তরা ( পবম্পরা ) সৃষ্টিঃ শ্রাং  
 ( ভবেৎ ) ॥ ৪০০ ॥

অনুবাদ । আমি সতত শব্দুর আরাম্যনা করিয়া  
 এইকপ বর গ্রহণ করিব । “আশনি দ্বাপরাদি যুগে  
 অংশকমে মান্ববাদিকুলে আবিভূত হইয়া কল্পিত শাস্ত্রকারী  
 আত্মরমপ্রকৃতি জনগণকে আমা হইতে বিমুখ করিবেন এবং  
 আমাকে গোপনে রাখিবেন । যেন উক্তরোক্তরা এই সৃষ্টি  
 অঙ্গুধ থাকে ॥ ৪০০ ॥

আর কিছু কহি শুন ভগবৎগীতা !

শ্রীমুখোদিত প্রভুর নিজ নিজ কথা ॥ ৪০২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবৎগীতায়াম্ (৪০৮)—

“পরিত্রাণায় সাদ্ধনাং বিনাশায় চ হুস্ত্রতাম্ ।  
 ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” ইতি ॥ ৪০৩ ॥

অনুব্রহ্ম । সাদ্ধনাং ( মদমুশীলনপর্যাপাং ) পরি-  
 ত্রাণায় হুস্ত্রতাং ( ভক্তদোহিণ্যাং ) বিনাশায় ( সেবন-  
 বিঘ্ননাশায় ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ ) প্রতিযুগংস্মায়াং  
 সম্যগাচর্য জীবিশিষ্টপায়া যুগে যুগে ( প্রতিযুগং ) সম্ভবামি  
 ( অবতরামি ) ॥ ৪০৩ ॥

অনুবাদ । ভক্তগণের পরিত্রাণ ও ভক্তদোহি-  
 গণের বিনাশার্থ ও যুগংস্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠাপনার্থ প্রতিযুগে  
 আমি আবিভূত হই । ৪০৩ ॥

সাঁজন-পরিভ্রাণ ধর্ম-সংস্থাপন।  
 অধর্ম-বিনাশ-হেতু কহিল এ ধর্ম ॥ ৪০৪ ॥  
 যুগে-যুগে জন্ম আমি লভিয়ে আপনি।  
 এই দুই যুগে জন্ম আপনেই আমি ॥ ৪০৫ ॥  
 এক যুগ-শব্দে কহি—আর নাম যুগে।  
 বিশেষণ-বিশেষ্য করি বাখানয় লোকে ॥৪০৬॥  
 যুগ বিশেষণ যুগের— তেত্রিংশ 'যুগ' বলি।  
 এক দ্বাপর যুগ—আর যুগ কলি ॥ ৪০৭ ॥  
 যুগে যুগে চারিযুগ করি কেনে বোল।  
 পূর্ণ কৃষ্ণ অবতার— অংশ কেনে বল ॥ ৪০৮ ॥  
 সে চারি-যুগের কথা আর-ঠাই কহে।  
 তাহাও কহিব আমি—মন দেই তাহে ॥ ৪০৯ ॥

তথাহি তৈব (৪০৭)

“যদা যদা হি ধর্মশ্চ প্লাবিত ইতি ভারত।  
 অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদা স্মানং সৃজাম্যহম্ ॥” ইতি ॥ ৪০০ ॥  
 অস্বহা। তে ভারত! (বৌদ্ধেশ!) যদা যদা  
 হি ধর্মশ্চ প্লাবিত: (হানিঃ) অধর্মশ্চ পাপশ্চ অভ্যুত্থানং  
 (বুদ্ধিঃ) ভবতি, তদা অং (তদৈবগীতং বিশাখ্যং)  
 আয়ানং সৃজামি (প্রকটয়ামি) ॥ ৪০০ ॥  
 অনুবাদ। হে ভারত, যখন যখন ধর্মের প্লাবিত  
 ও অধর্মের অভ্যুদয় হয়, তখন আমি আপনাকে প্রকট  
 করি ॥ ৪০০ ॥

যে যে কালে যে যে যুগে ধর্মের হয় হানি।  
 অধর্মের অভ্যুত্থান—সে সে কালে জানি ॥  
 তদাকালে আপনাকে করিয়ে সৃজন।  
 প্রতিযুগে অবতার অংশের কারণ ॥ ৪১২ ॥  
 এতেকে কহিয়ে আমি—শুন মোর বোল।  
 কহয়ে লোচন—কথা না ঠেঁলিহ মোর ॥ ৪১২ ॥  
 কলিযুগে গোরা কৃষ্ণ জানিয়াছি আমি।  
 বিশেষ সন্দেহ মোর ঘুচাইলে তুমি ॥ ৪১৪ ॥  
 আর অপরূপ শুন কলিযুগ-ধর্ম।  
 আশ্রমে নিস্তারে লোক সঙ্কীর্্তনধর্ম ॥ ৪১৫ ॥  
 দান, ব্রত, তপো, হোম, স্নান, সংযম।  
 বাসনা বিষয় যত এ নিধি নিয়ম ॥ ৪১৬ ॥

ফলভোগশ্রুতি শুনি— সব মায়াক্ষ ॥  
 নাম-গুণ-মহিমা না জানে ছার অক্ষ ॥ ৪১৭ ॥  
 কর্মসূত্রে বন্দী জীব ভ্রমিতে ভ্রমিতে।  
 নিরুক্তি নাহিক কর্ম নাহি সঙ্কল্পিতে ॥ ৪১৮ ॥  
 প্রলয়ের কালে সব কর্মবন্ধ ঘুচে।  
 হেন বন্ধঘুচে—কৃষ্ণকথা যবে পুছে ॥ ৪১৯ ॥  
 হেন গুণসংকীর্্তন—কলিযুগধর্ম।  
 যোর পাণ্ডায় বোলে না জানিয়া ধর্ম ॥ ৪২০ ॥  
 যুগধর্ম-সংকীর্্তন ঘুচাবে কেমনে।  
 কে বা ধর্মসংস্থাপন করে প্রভু দিনে ॥ ৪২১ ॥  
 পূর্ণব-প্রতিজ্ঞা গীতায় প্রভুর বচনে।  
 প্রভু অন্তার হব যেই যে কারণে ॥ ৪২২ ॥

তথাহি (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১০।৮)

পরিভ্রাণয় মাখনং বিনাশয় চ ধর্মতাস্ম।  
 বন্ধকংস্থাপনাখার সম্ভবাম যুগে যুগে ॥” ইতি ॥ ৪২৩ ॥  
 (অবশ ও অস্বহাদ ৪০৩ শ্লোক ৫৪৮)

সাঁজন-পরিভ্রাণ অধর্ম-বিনাশ।  
 ধর্মসংস্থাপন প্রতিযুগেতে প্রকাশ ॥ ৪২৪ ॥  
 কলিযুগে সঙ্কীর্্তন ধর্ম ইহা মান।  
 কলি গোরা-অবতার কতু নহে আন ॥ ৪২৫ ॥  
 ইহা বলি কোলাকোলি করে মুমিসনে।  
 আনন্দে বিহবল ব্রহ্ম আপন না জানে ॥ ৪২৬ ॥  
 এক কহে আর উঠে গোর গুণের প্রভায়।  
 সকল ইন্দ্রিয়সুখ করিবারে চায় ॥ ৪২৭ ॥  
 আর কথা শুন প্রভুর সহশ্রেকনামে।  
 এককালে দুই নাম হৈল একঠামে ॥ ৪২৮ ॥

তথাহি মহাভারতে শান্তিপর্কণি—

স্বর্গবর্ণো হেমাঙ্গো বরাদ্ধচন্দনাস্বর্গী।  
 সন্ন্যাসকুং শমঃ শাস্তো নিঃশাণ্ডপরায়ণঃ ॥ ইতি ॥ ৪২৯ ॥  
 অস্বহা। স্বর্গবর্ণঃ (স্বর্গবং পীতবর্ণঃ বস্ত্র সঃ)  
 হেমাঙ্গঃ (হেমবৎ অঙ্গং বস্ত্র সঃ) চন্দনাস্বর্গী (চন্দনাস্বিতে  
 অঙ্গদে বিথিতে বস্ত্র সঃ) আদি যৌধ্যাং ভগবতো গৌরক্ৰম  
 প্রতিনি চকারি নামানি। সন্ন্যাসকুং (যতি স্পন্দঃ) শমঃ

(নির্বিষয়ঃ) শাস্তিঃ (কৃষ্ণকনিষ্ঠচিত্তঃ) নিষ্ঠা শাস্তি-  
পরায়ণঃ (নিষ্ঠা চিষ্টক্যাং শাস্তি চ নিষ্ঠা-শাস্তী পরঃ  
অয়নম্ আশ্রয়ো যন্ত সঃ শেষলীলায়াং ভগবতো গৌরহরে-  
নামানি চতুঃসংখ্যকানি) ॥ ৪২৯ ॥

**অনুবাদ।** সূর্যবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সৰ্ব্বজ  
সুন্দর গঠন, চন্দনমালা-শোভিত—এই চারিটা গুহু লীলায়  
লক্ষিত। সন্ন্যাস আশ্রম হরি-রহস্যলোচনা রূপ শব্দগু-  
নুক্ত হরিকীর্তনরূপ মহামুখে দৃঢ়নিষ্ঠ এবং অভক্ত নিপুত-  
কারিণী শাস্তিশক্ত মহাভাবপরায়ণ ॥ ৪২৯ ॥

**হেমগৌর-কলেনর—সুরণ ছাতি।**

সন্ন্যাসকরণ সে পরম মহামতি ॥ ৪৩০ ॥

ভবিষ্যপুরাণে শুন কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা।

কলি জনমিব তিনবার এই আজ্ঞা ॥ ৪৩১ ॥

তথাহি ভবিষ্যপুরাণে—

“অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বম ন সংশয়ঃ।

কশৌ দক্ষীণনারস্তে ভবিষ্যামি শচীস্বতঃ ॥” ইতি ॥ ৪৩২ ॥

**অনুবাদ।** কশৌ (কলিযুগে অঃ) সক্ষীণনার-  
রস্তে (সতি) শচীস্বতঃ (শচীদেবীয়াং পুত্রঃ) ভবিষ্যামি।  
অজায়ধ্বম্ অজায়ধ্বম্ অজায়ধ্বম্ সংশয়ঃ ন (ভবতি) ॥৪৩২॥

**অনুবাদ।** কলিযুগে সংক্ষীণনারস্তে আমি  
শচীস্বতরূপে জন্মগ্রহণ করিব। জন্মগ্রহণ করিব, জন্মগ্রহণ  
করিব উদ্দিষ্টয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪৩২ ॥

আর অপরূপ কথা শুন সাবদানে।

কলিযুগ-ধর্ম-মর্ম বিচারহ মনে ॥ ৪৩৩ ॥

পাপময় কলিযুগ বোলে সর্বজনে।

অধর্ম প্রকট ধর্ম ক্ষীণ আচরণে ॥ ৪৩৪ ॥

হরিনাম-সঙ্কীর্তন এই ধর্ম তার।

এই পুনঃ হরিনাম সর্বধর্মসার ॥ ৪৩৫ ॥

দান, ব্রত, তপো, হোম, জ্ঞান, জপ-ফল।

অনায়াসে মুক্তি দেই এক নাম-বল ॥ ৪৩৬ ॥

বিষয়ী বিষয়ভোগে নাম করে চিন্তা।

আগে ভোগ দেই পাছে হরিভক্তি-দাতা ॥

শ্রদ্ধাবস্ত জন যদি হরিগুণ গায়।

সব সুখ ছাড়ি প্রভু তার পাছে পায় ॥ ৪৩৭ ॥

এ হেন কৃষ্ণের নাম, গুণ, সঙ্কীর্তন।

পাপময় কলিযুগে কৈলা ধর্ম হেন ॥ ৪৩৯ ॥

যুগের স্বভাব আর যুগধর্ম কহি।

পাপময় কলিযুগে পরধর্ম এহি ॥ ৪৪০ ॥

যদি বা বলিবু পাপ দুঃশ্চক্স কারণে।

প্রকাশিলা মহাখড়্গ নামসঙ্কীর্তনে ॥ ৪৪১ ॥

সত্য-আদি প্রজা কেনে কলিজন্ম মাগে।

হরিনামপরায়ণ হৈব কলিযুগে ॥ ৪৪২ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ১১:৫:৩৮,-

“কৃতাদিনু প্রজা রাজন্ কথ্যাবিকৃতি সন্তবম্।

কশৌ বহু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরাধবঃ ॥” ইতি ॥ ৪৪৩ ॥

**অনুবাদ।** হে রাজন্, (মহারাজ,) কৃতাদিনু (সত্য-  
দ্রোহ-দ্বাপবপ্রকৃতিনু ব্যপ্য়ং) প্রজাঃ (নগঃ) কশৌ (কলি-  
যুগে) নারায়ণপরায়ণঃ (বিষ্ণুভক্তঃ) ভবিষ্যন্তি (ইত্যা-  
কাঙ্ক্ষয়া) বহু কশৌ সন্তবম্ (জন্ম) ইতি (অভিভাষতি) ॥

**অনুবাদ।** হে মহারাজ, সত্য, দ্রোহ, দ্বাপরের  
নরগণ কলিযুগে বিষ্ণুভক্ত হবাব মানসে কলিতে জন্ম-  
বাদের প্রাপনা করেন ॥ ৪৪৩ ॥

কৃষ্ণ অবতারে কেনে লঞা সর্বশক্তি।

পাপাশয়-জনে নাহি দেই প্রেমভক্তি ॥ ৪৪৪ ॥

ঐছন করুণা কহ কোন যুগে আর ॥

না ভজিতে প্রেম দেই কোন্ অবতার ॥ ৪৪৫ ॥

পাপনাশ-হেতু আছে ধর্ম, কর্ম, তীর্থ।

কি জানহ ধর্মশীল পায় হেন অর্থ ॥ ৪৪৬ ॥

এতেকে জানিল কলি সর্বযুগসার।

সঙ্কীর্তনধর্ম বহি ধর্ম নাহি আর ॥ ৪৪৭ ॥

এতেক বিচার-কথা কহিল বিরিকি।

শুনিয়া নারদ বীণা বাজায় সুসখি ॥ ৪৪৮ ॥

এহেন অমৃত ব্রজা-নারদ-সন্তাষ।

শুনিঞা আনন্দ হিয়া এ লোচনদাস ॥ ৪৪৯ ॥

সিকুড়া—বাগ।

নারদ কহেন ব্রজা কি কহিব আর।

যে কিছু কহিলা এই হৃদয় আগার ॥ ৪৫০ ॥

কৰ্ম্মপক্ষে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কল্প ।  
 দৈবে বৈষ্ণবসেবা যটে যদি অল্প ॥ ৪৫১ ॥  
 তার মহোত্তম কথা নিগূঢ় শুনিঞা ।  
 পালিয়ে পরম যত্নে সাবধান হঞা ॥ ৪৫২ ॥  
 তবে মুক্তবন্ধ হঞা কৃষ্ণপর হয় ।  
 সালোক্যাদি মুক্তি চারি অঙ্গুলি না ছোঁয় ॥  
 তার পর প্রেমভক্তি গোপিকার ভাব ।  
 কে আছেয়ে অধিকারী সে সব আলাপ ॥৪৫৪॥  
 যার রসে বশ প্রভু ত্রিজগত-নাথ ।  
 প্রাকৃতজনের যেন কুলটার সাথ ॥ ৪৫৫ ॥  
 তার প্রেমভক্তি-কথা কে কহিতে জানে ।  
 শুক্লভাজন্য উদ্ধব মাগে যার গুণে ॥ ৪৫৬ ॥

( তথাপি শ্রীভাগবতে )—

আশামহো চরণবৎসুজ্বামহং স্থাং  
 বৃন্দাবনে কিমপি শুক্ললতৌবদীনাং ।  
 যা চত্বাজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ ত্বিজা  
 ভেজুর্নুকুন্দপদবীং শ্রুতিভিক্ৰিয়গ্যাম্ ॥ ৪৫৭ ॥

অশ্বয় । অহো ! ( যত্র ) বৃন্দাবনে যাঃ ( গোপাঃ )  
 চত্বাজং ( চত্বপেন তাজ্যতে ইতি চত্বাজং ) স্বজনং ( পতি-  
 প্রভৃত্যাপ্তজনম্ ) চ আৰ্য্যপথং ( ধর্ম্মমার্গং ) ত্বিজা ( তাত্ৰ )  
 শ্রুতিভিঃ ( বেদৈঃ দিমুগ্যাম্ অদেষধীয়াং ) মুকুন্দপদবীং  
 ( মুকুন্দশু পদবীং ) ভেজুঃ ( অভজন ) । অহং ( তস্মিন্ তাসাং  
 গোপীনাং ) চরণবৎসুজ্বাং শুক্ললতৌবদীনাং ( মধো )  
 কিম্ অপি ( জন্ম ) আশাং ( বাসনাং প্রাপ্তং ) শ্রাম্  
 ভবেয়ম্ ॥ ৪৫৭ ॥

অনুবাদ । অহো ! যে বৃন্দাবনে গোপীগণ চত্বাজ-  
 পতি শ্বশুর প্রভৃতি স্বজন ও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া  
 বেদের অশেষণীয় মুকুন্দের পদপদ্ম সেবা করিয়াছিলেন,  
 আমি সেই বৃন্দাবনে গোপীগণের পদপদ্মসেবী শুক্ল-লতা  
 ওষধিবৃক্ষের মধ্যে কোন্‌ও জনমাত করিব কি ? ৪৫৭ ॥

যে প্রভুর চরণ ব্রহ্মা মহেশ ধৈয়ায় ।  
 যোগাঙ্গ, মনীন্দ্র খুঁজি উদ্দেশ না পায় ॥৪৫৮॥  
 অশেষ-লখিমী যার করে পদসেবা  
 বাক্য-অগোচর যার পদমধু প্রভা ॥৪৫৯॥

চারি বেদে যাঁহার মহত্ব নিত্য গায় ।  
 অনন্ত মহিমা গুণ —ওর নাহি পায় ॥ ৪৬০ ॥  
 শেষ মহাশয় যাঁর শয়নের শয্যা ।  
 হেন প্রভু কৈল গোপিকার পরিচর্যা ॥ ৪৬১ ॥  
 আর কত ভকত আছেয়ে শত শত ।  
 হেন রূপে বশ কৈল গোপী-অনুগত ॥ ৪৬২ ॥  
 কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা - নিগূঢ় যে প্রেমা ।  
 কোথা গোপী বনচারী ব্যতিচারী কামা ॥৪৬৩॥  
 ঐছন ভকতিতত্ত্ব বুঝিবারে চাই ।  
 পরম নিগূঢ় ভক্তি ইহা বই নাই ॥ ৪৬৪ ॥  
 হেন ভক্তি প্রচারিব কলিযুগে প্রভু ।  
 লখিমী অনন্ত বাহা নাহি শুনে কভু ॥ ৪৬৫ ॥  
 সভারে বোলহ ব্রহ্মা সব ব্রহ্মলোকে ।  
 নিজ নিজ অংশে জন্ম লহ কলিযুগে ॥ ৪৬৬ ॥  
 ইহা বলি মহামুনি অন্তর উল্লাস ।  
 চলিলা নারদ —কহে এ লোচনদাস ॥ ৪৬৭ ॥

নারদ রাগ ঐশ্বর্য্যদা ।

চলিলা নারদমুনি, বীণার গর্জ্জন শুনি,  
 লছ লছ শ্রবণ-মঞ্জল গীত না ।  
 অমিয়া সিঞ্চিল যেন, জগতজনের মন,  
 গ্রিভুবনে আনন্দ-চমকিত না ॥ ৪৬৮ ॥  
 জয় জয় হরিবোল, আনন্দে মগন ভোল,  
 ঘোষণা পড়িল তিন-লোকে না ।  
 অঙ্গ-পরিষদ-সঙ্গে, জনম লভিব সঙ্গে,  
 গোরা-অবতার কলিযুগে না ॥ ৪৬৯ ॥  
 ঐছন করুণা কর, দেখিব নয়ান মোর,  
 অমিয়া সিঞ্চিব কলেবরে না ।  
 জয় জয় জগন্নাথ, ভকতজনের সাথ,  
 নিজভক্তি করিতে প্রচার না ॥ ৪৭০ ॥  
 কলিযুগ ধনি ধনি, লোক প্রজা সব ধনি,  
 অবনী নদীয়া তার মাঝে না ।  
 ধনি মিশ্র পুরন্দর, ভবনেতে যাঁহার,  
 জনম লভিলা গোরারাজে না ॥ ৪৭১ ॥

অইহঁ ভকত সজে, হরিগুণ-গান রজে,  
 বায় শঙ্খ মৃদঙ্গ করতাল না।  
 এ ভুবন চতুর্দশ, শ্রেম-বরিষণ-রস,  
 গুণ-কীর্তন করিব পরচার না ॥ ৪৭২ ॥  
 বৃন্দাবন-গুণ-রস, প্রণয় সে সরবস,  
 আপনে আশ্বাদি দিব সতে না।  
 দেব-নাগ-নরগণে, আচঞ্চাল সবজনে,  
 পিয়াইন যাহ করি লোভে না ॥ ৪৭৩ ॥  
 আনন্দে আনন্দ গুণ, মঙ্গলে মঙ্গল শুন,  
 বৃন্দাবন-ধন-পরকাশ না।  
 সকল-ভুবনপতি, জনম লভিব ক্ষিত্তি,  
 আনন্দে ভুলিল এ লোচনদাস না ॥ ৪৭৪ ॥

বরাড়ি - প্রাগ।

মোর প্রভু রে প্রাণ রে আরে রে  
 গোরাচান্দ নায়ে হয় ॥ ৫৫  
 যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র-আদি লোকে।  
 শুনিঞা আনন্দময় নাচয়ে কৌতুকে ॥ ৪৭৫ ॥  
 নারদ আনন্দময় ভ্রময়ে কৌতুকে।  
 অঙ্কুরিত মৃততরু যেন দেখে লোকে ॥ ৪৭৬ ॥  
 হেন মতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে আচম্বিত।  
 ধর্মবিপর্যয় দেখে লোকের চরিত ॥ ৪৭৭ ॥  
 দান, ব্রত, তপস্যা ছাড়িয়া সর্বজন।  
 স্ত্রীয়েয় গোরব করে কায়-বাক্য-মন ॥ ৪৭৮ ॥  
 ইহা অনুমানি মুনি জানিল নিশ্চয়।  
 এই কলিযুগ—ইথে নাহিক সংশয় ॥ ৪৭৯ ॥  
 যা লাগিয়া তিন লোকে ঘোষণা পড়িল।  
 কারে নিবেদিব এই কলিযুগ আইল ॥ ৪৮০ ॥  
 চিন্তিত হইয়া মুনি বসিলা ধৈর্যানে।  
 আচম্বিতে শুভবাণী উঠিল গগনে ॥ ৪৮১ ॥  
 জগন্নাথ দারুভ্রঙ্গ আমি নীলাচলে।  
 লোক-নিস্তারণ-হেতু সমুদ্রের কূলে ॥ ৪৮২ ॥

পূর্ব-ব্রহ্মাস্ত্র নাহি স্মরণ যে তোর।  
 কাত্যায়নী-প্রতিজ্ঞায় আজ্ঞা পাইল মোর ॥  
 চল চল মুনি-রাজ নীলাচল-পুরী।  
 আচরিহ জগন্নাথ-আজ্ঞা-অনুসারি ॥ ৪৮৪ ॥  
 চলিলা নারদ-মুনি আনন্দ হিয়ায়।  
 উঠিল বীণার ধ্বনি—জগত জুড়ায় ॥ ৪৮৫ ॥  
 'হাহা জগন্নাথ' করি অনুরাগে ধায়।  
 দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগতরায় ॥ ৪৮৬ ॥  
 যত অবতার—তার আশ্রয়-সদন।  
 সব-কলা-রসময়—প্রসন্ন বদন ॥ ৪৮৭ ॥  
 চরণে পড়িয়া হনি বোলে কর জুড়ি।  
 রূপা কর জগন্নাথ—আইল যুগ কলি ॥ ৪৮৮ ॥  
 মহামোর-পাপেতে পড়িল সব লোকে।  
 শিশ্নোদর-পরায়ণ ভ্রাত্ত মহাশোকে ॥ ৪৮৯ ॥  
 শুনিঞা ঠাকুর কিছু হাসিয়া কহিল।  
 কর পরশিয়া তারে নিভূতে কহিল ॥ ৪৯০ ॥  
 পরম-নিগূঢ় এই কহি তোর স্থানে।  
 গোলোকে চলহ তুমি আমার বচনে ॥ ৪৯১ ॥

পাণ্ডিত্য বাগ—ত্রিপদী চন্দ।

বৈকুণ্ঠ-উপরি স্থান, গোলোক যাহার নাম,  
 শ্রীগৌরসুন্দর তাহে রাজা।  
 লখিমী-আদিক নারী, একছ পুরুষ হরি,  
 সুখময় সকল পরজা ॥ ৪৯২ ॥  
 রাধা আর কৃষ্ণিণী, এই দুই ঠাকুরাণী,  
 তার অংশে যতক নাগরী।  
 শত শত শাখা-ভক্তি, এ দৌহার ধরি শক্তি,  
 সেবা করে হঞা অনুচরী ॥ ৪৯৩ ॥  
 আর দেবী সত্যভামা, রূপে গুণে অনুপমা,  
 সব বৈদগ্ধী-রস-সীমা।  
 লীলা-বিলাস লাষণ্য, সর্ব-কলা-রস ধন্য,  
 ত্রিজগতে রমণী পরমা ॥ ৪৯৪ ॥  
 সঙ্গীত বলিয়ে যারে, তাল সঞ্চারণ করে,  
 শব্দভ্রঙ্গ জগতে বাখানে।

বলিয়ে পঞ্চম-বেদ, যে বুঝয়ে স্বরভেদ, মুক্তি পরমুক্তি আর, ভাগবত-বিচার,  
 বুদ্ধিরূপা সর্বত্র সমানে ॥ ৬৯৫ ॥ শুনিল নিগূঢ় যত কথা ।  
 পুরুষ ঠাকুর-অংশ, সকল বৈষ্ণব-বংশ, লোক-বেদ-অবিদিত, অবিদিত অবেকত,  
 রসময় রঙ্গ-নামা পুরী । বেকত দেখিব আজি তথা ॥ ৫০৪ ॥  
 ঐছন মহিমা তার, কহিতে শকতি কার, অমুরাগে ধায় মুনি, বীণার শব্দ শুনি,  
 এক-মুখে কহিতে না পারি ॥ ৬৯৬ ॥ বৈকুণ্ঠের প্রজা হরষিত ।  
 যতেক গোপিকা-গণে, রাস কৈল রন্দাবনে, বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া, আনন্দে বিহবল হঞা,  
 রাধা আগে করি করে সেবা । স্মরণ গায় গুণগীত ॥ ৫০৫ ॥  
 দ্বারকায় আছিল যত, কৃষ্ণিণীর অনুগত, দেখিল বৈকুণ্ঠনাথ, সব পারিষদ-সাথ,  
 আর যত রস-অনুভবা ॥ ৬৯৭ ॥ বসিয়াছে রঙ্গসিংহাসনে ।  
 ভক্তি বিম্ব নাহি তায়, নিরবধি যশঃ গায়, পড়িয়া চরণতলে, মুনি পরণাম করে,  
 স্তম্ভ হইয়া পরাধীন । তুলি পঁছ কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৫০৬ ॥  
 গুক্ত পুনঃ সর্বজন, প্রাকৃতজনের হেন, হাসি হাসি কহে পঁছ, কি তোর অন্তরে রছ,  
 ভকতি করয়ে যেম দীন ॥ ৬৯৮ ॥ কহ মুনি হৃদয় সত্তরে ।  
 সালোক্যাদি চারি গুক্তি, বৈকুণ্ঠনাথের শক্তি, উৎকৃষ্ট হৃদয়ে মোর, পালিব বচন তোর,  
 ভক্তিহীন আপনে স্তম্ভ । অগোচর করিব গোচরে ॥ ৫০৭ ॥  
 লখিমীসম্পদ-ময়, দীনভাব নাহি রয়, করযোড়ে বোলে মুনি, তুমি সব-অন্তর্ধামী,  
 ভকতি কেবল পরস্তম্ভ ॥ ৬৯৯ ॥ তোরে মুঞি কি বলিব আর ।  
 শর্করা সে আপনে, নিজ স্বাদ নাহি জানে, দাক্ষত্রঙ্গরূপে মোরে, যে কহিলে অন্তরে,  
 পর জনা করে উপভোগ । সেই রূপ দেখিব তোমার ॥ ৫০৮ ॥  
 ঐছন শক্তি-পদ, ভক্তিগথে দেই বাধ, পুনঃ কহে গুণমণি, নিভূতে কহিএ আমি,  
 সব পর প্রেমভক্তিযোগ ॥ ৫০০ ॥ সেই রূপ সহজস্বরূপে ।  
 বিধাতার অগোচর, সে পুরী আমার ঘর, তার মায়া ছায়া যত, অবতার শত শত,  
 দয়ার কারণে আইল এথা । আরাধয়ে পরম উদ্যোগে ॥ ৫০৯ ॥  
 শ্রীচৈতন্য সর্বেশ্বর, গৌর দীর্ঘ কলেবর, যার কায়ব্যূহ আমি, ব্যাপিত সকল ভূমি,  
 দেখিয়া ঘূচাহ মনোব্যথা ॥ ৫০১ ॥ সর্বময় বিষ্ণু--সর্ব সর্ব ।  
 যে রূপে দেখিলে তথা, সে রূপে আসিব হেথা, লক্ষ্মী মোর অনুচরী, আর যেই গুক্তি চারি,  
 গুণ-কীর্তন করিব প্রচার । তাহা আর কহিয়ে সন্দর্ভ ॥ ৫১০ ॥  
 ঘূচাব সকল দুঃখ, প্রচারিব প্রেমসুখ, যার অংশ বিষ্ণু আমি, সম্পদ হয় লখিমিনী,  
 কলিলোক করিব নিস্তার ॥ ৫০২ ॥ বৈকুণ্ঠের অংশ এ বৈকুণ্ঠ ।  
 চলিলা নারদমুনি, শুনি অপরূপ বাণী, গুক্তি-ছায়া চারি মুক্তি, সবে আবরিয়া ভক্তি,  
 বেদ-অগোচর এই কথা । সেবে নাথ সে পঁছ বৈকুণ্ঠ ॥ ৫১১ ॥  
 বৈকুণ্ঠ-উপর আর, গোলোক দেখিব যার, রাধা মাত্র প্রকৃতি, প্রেমময় আকৃতি,  
 সকল ভুবনে গুণগাঁথা ॥ ৫০৩ ॥ যার বশ পুরুষ প্রধান ।

বৈকুণ্ঠের এক ধাম, মহা বৈকুণ্ঠ যার নাম, সশাখ মঙ্গল-ঘটে, সিংহাসন-সুনিকটে,  
 তিন গুণ শক্তি সন্ধান ॥ ৫১২ ॥ বামপদাঙ্গুষ্ঠ পরশিয়া।  
 নিশ্চয় বচন মোরি, অমায়া সে গৌরহরি, রতনপ্রদীপ জলে, যেন দিবাকর করে,  
 প্রকট করুণা-কল্পতরু। আলোকিত জগত ভরিয়া ॥ ৫২১ ॥  
 চল য়নি চলি যাই, সেই মহাপ্রভু ঠাই, রাধিকা-দক্ষিণপাশে, অশুচরী করি কাছে,  
 সকস ভুবনে শিক্ষাগুরু ॥ ৫১৩ ॥ রত্ন-কলস করি করে।  
 চলিলা মুনীন্দ্ররায়, বীণা হরিগুণ গায়, বামপাশে রুক্মিণী, কাছে করি সঙ্গিনী,  
 আনন্দে অবশ অঙ্গ কাঁপে। স্বর্গ-ঘটে রত্ন-জল ভরে ॥ ৫২২ ॥  
 পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক বা, নগ্নজিতা জল ভরে, দেই মিত্রবৃন্দা-করে,  
 প্রেমবারি ছুনয়নে কাঁপে ॥ ৫১৪ ॥ মিত্রবৃন্দা সুলক্ষণা-করে।  
 প্রেমমদে মাতোয়ার, ক্ষণে হয় চমৎকার, সে দেই রুক্মিণী-হাথে, দেনী ঢালে প্রভু-মাথে,  
 ক্ষণে ডাকে গৌরাজ বলিয়া। অভিষেক সুরনদী-জলে ॥ ৫২৩ ॥  
 ক্ষণে আধ-পদ যায়, ক্ষণে ফিরি ফিরি চায়, তিলোত্তমা জল ভরে, দেই মধুপ্রিয়া-করে,  
 ক্ষণে কান্দে ক্ষণে চলে ধা'য়া ॥ ৫১৫ ॥ মধুপ্রিয়া চল্লমুখী-করে।  
 আচম্বিতে বায়ু বহে, জুড়ার সকহ দেহে, সে দেই রাধিকা-হাথে, রাই ঢালে প্রভু-মাথে,  
 কোটি চাঁদ জিনি যেন জ্যোতিঃ। অভিষেক করে গঙ্গাজলে ॥ ৫২৪ ॥  
 ত্রীপাদপদম-গন্ধে, আউলায় শরীরবন্ধে, সত্যভামা অন্তরে, দিব্য গন্ধ করি করে,  
 যে দেখিয়ে তহি কাম কাঁতি ॥ ৫১৬ ॥ দিব্য মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার।  
 অনেক মদনরায়, অনুগত কাজে ধায়, লক্ষণা সুভদ্রা, ভদ্রা সত্যভামা-পরতন্ত্রা,  
 প্রেম বিম্বু না দেখিয়ে লোক। অনুক্রমে করে দেই তার ॥ ৫২৫ ॥  
 না দিবা-রজনী জানি, না দেখিয়ে ভিনাভিনি, আর দিব্য নারী যত, চারি-পাশে শত শত,  
 সর্বজন হরিষ অশোক ॥ ৫১৭ ॥ দিব্য ভূবা দিব্য উপহার।  
 গমন নটনলীলা, বচন সঙ্গীত-কলা, রতনস্তবক করে, রহে প্রভু বরাবরে,  
 নয়ান-চাহনি আকর্ষণ। জয়জয় মঙ্গল-উচ্চার ॥ ৫২৬ ॥  
 রজ বিম্বু নাহি অঙ্গ, ভাব বিম্বু নাহি সঙ্গ, গোলোকনাথের স্নান, ইহা বহি নাহি আন,  
 রসময় দেহের গঠন ॥ ৫১৮ ॥ আগমে কহিল মহাধ্যান।  
 তনু চিদানন্দময়, ভূমি চিস্তামণি হয়, হেমগৌর কলেবর, মন্ত্র চারি-অক্ষর,  
 কল্পতরু সর্বতরু তথা। সহজ বৈকুণ্ঠনাথ শ্যাম ॥ ৫২৭ ॥  
 সুরভি যতেক সব, কামধেনু যেন নব, শ্যাম-দেহে চারি হাথ, ধরয়ে বৈকুণ্ঠনাথ,  
 উদ্ধবদির আশা গুণ-লতা ॥ ৫১৯ ॥ চারি হস্তে চারি অস্ত্র তার।  
 সবতরু কল্পক্রম, তহি এক নিরুপম, হেম-কিরণীয়া পঁছ, হেম-অঙ্গে বোলে লছ,  
 রত্নবেদী তার দুই পাশে। দ্বিভুজে শরীর শুন সার ॥ ৫২৮ ॥  
 স্বর্গ-সিংহাসন তায়, বসিয়া গৌরাজরায়, ঐছন সময় মুনি, দেখি গোরাগুণমণি,  
 সরস মধুর লছ হাঁসে ॥ ৫২০ ॥ বিভোর পড়িলা পদতলে।



অঁখি মিলিবারে নারে, পুনঃ চাহে দেখিবারে,  
সিনাইল নয়নের জলে ॥ ৫২৯ ॥

স্নান সমাপিয়া পঁছ, হাসি কহে লছ লছ,  
নারদ তুলিয়া লৈল কোলে ।

যুচিল সংশয় চিন্তা খণ্ডিল মনের ব্যথা,  
প্রভু-প্রিয় লছ লছ বোলে ॥ ৫৩০ ॥

মুনি বোলে মহাপ্রভু, হেন অপরূপ কভু,  
না দেখিল মা শুভিল আমি ।

জন্ম সফল আজি, দেখিল অমিয়রাজি,  
ধনি ধনি আপনাকে মানি ॥ ৫৩১ ॥

ব্রহ্মাদি না জানে তত্ত্ব, অবতার অবিদিত,  
অচিন্ত্য বলিয়া বলি তোমা ।

জ্যোতির্নয় বোলে কেহো, মুখে না নির্বচে সেহো,  
কহিনারে নাহিক উপমা ॥ ৫৩২ ॥

কেহ বলে পরাৎপর, প্রেমান পুরুষবর,  
বিচারে না করে নিরূপণ ।

সর্বময় তোর শক্তি, দেখিয়া না পায় মুক্তি,  
অগোচর তোর আচরণ ॥ ৫৩৩ ॥

সহস্রফণা অনন্ত, না পাঞা গুণের অন্ত,  
দ্বিজিহবা ধরিল সব মুখে ।

না পাঞা গুণের ওর, ঐছন ঠাকুর গৌর,  
কৃপাবলে দেখিলাম তোকে ॥ ৫৩৪ ॥

বে পুনঃ আরাতি করে, তুয়া-পদ অমুসারে,  
নানাবুদ্ধি নহে একমত ।

কেহ বলে সর্বব্যাপী, সূক্ষ্মবাদী সাংখ্যযোগী,  
স্থলসেবা করয়ে ভকত ॥ ৫৩৫ ॥

কেহ বেদ-অমুসারে, নিত্য ধর্ম, কর্ম করে,  
বর্ণাশ্রম-ধর্ম-অমুগত ।

ষেদাস্ত-সিদ্ধান্ত যেই, সমাপান নাহি পাই,  
না বুনিয়া কহে নানা-মত ॥ ৩৫৬ ॥

অশ্রোণ্ডে বিরোধ কেনে, ইহা নাহি অমুমানে,  
কহে পুনঃ একই অদ্বৈত ।

না বুনি তোমার মর্ম, পক্ষ ধরি করে কর্ম,  
তোর কথা সর্ব-অবিদিত ॥ ৫৩৭ ॥

এবে পদ-পরসাদে, নিরবদি প্রাণ কাঁদে,  
ছাড়ি ইহা প্রাকৃত-মুরতি ।

পুনঃ জন্মিয়ে আর, করি কৃষ্ণ-সংসার,  
আচরিয়ে এই শ্রেমভক্তি ॥ ৫৩৮ ॥

ঐছন নারদবাণী, শুনি কহে গুণমণি,  
চল চল চল মুনিরাজ ।

কলিনোক নিস্তারিব, নিজভক্তি প্রচারিব,  
জন্মিব নদিয়া-সমাজ ॥ ৫৩৯ ॥

পৃথিবী চলহ তুমি, শ্বেতদ্বীপে আছি আমি,  
বলরাম নাম সহোদর ।

অনন্ত যাহার অংশ, একাদশ রুদ্রবংশ,  
সেবা করে মহেশ ঈশ্বর ॥ ৫৪০ ॥

রেবতী-রমণী-সঙ্গে, আছয়ে বিলাস-রঙ্গে,  
ক্ষীরজলনিদি-মহী-মাঝে ।

যত অবতার হয়, সেই মাত্র সহায়,  
আগে করি—করি নিজ কাজে ॥ ৫৪১ ॥

চল চল মুনিরাজ, গোচর করহ কাজ,  
কহিও করিয়া পরবন্ধ ।

নিজ নিজ অংশ লঞা, পৃথি়িতে জন্ম গিয়া,  
সনাম ধরহ নিত্যানন্দ ॥ ৫৪২ ॥

আনন্দে নারদমুনি, শুনিঞা ঠাকুরবাণী,  
হিয়াসুখে বোলে হরিবোল ।

কহয়ে লোচনদাস, এ দৌহার সন্তান,  
শুনি উঠে আনন্দ হিল্লোল ॥ ৫৪৩ ॥

• কৃষ্ণ-ছন্দ—ধানশী রাগ ।

রাজা চরণকমল বলি যাও ।

চল চল প্রেমে বিলাও

প্রেম জগৎ মাতাবো হে ॥ ৫৪৪ ॥

নারদে বিদায় দিয়া বসিলা ঠাকুর ।

আপন অন্তর কথা তুলিলা অঙ্গুর ॥ ৫৪৪ ॥

পৃথিবীতে জন্ম লভিব যে কারণে ।

তত্ত্ব কহি—সর্বজন শুন সাবধানে ॥ ৫৪৫ ॥

নিজরূপ লঞা প্রভু কহে নিজকথা ।  
 মহামহেশ্বর করে পৃথিবীর চিন্তা ॥ ৫৪৬ ॥  
 ডাহিনে রাধিকা—বামে দেবী শ্রীকৃষ্ণিণী ।  
 তাহার অন্তরে যত প্রধান রঞ্জিণী ॥ ৫৪৭ ॥  
 তাহার অন্তরে যত প্রিয় পারিষদ ।  
 তাহার অন্তরে যত আর অনুগত ॥ ৫৪৮ ॥  
 প্রাণনাথ-প্রিয় কথা শুনিব শ্রবণে ।  
 নাথনাথ আঁখি এক সুন্দর-বদনে ॥ ৫৪৯ ॥  
 অনেক চকোর যেন একচন্দ্র-আশে ।  
 পিনই অমিয়া রাশি মখ-পরকাশে ॥ ৫৫০ ॥  
 যুগে যুগে জন্ম মোর পৃথিবীর মাঝে ।  
 সাঙ্গুজন্ম-ত্রাণ ধর্ম রাখিবার কাজে ॥ ৫৫১ ॥  
 ধর্মসংস্থাপন করি—না বুঝাই কেহো ।  
 অধিকে বাঢ়য়ে পাপ—পরমাদা মেহো ॥ ৫৫২ ॥  
 সত্যযুগ-অধিক ত্রেতায় বাঢ়ে পাপ ।  
 দ্বাপরে তাহার অধিক—এ বড় সন্তাপ ॥ ৫৫৩ ॥  
 কলি ঘোর অন্ধকার—নাহি ধর্মলেশ ।  
 করুণা বাঢ়ল দেখি সর্বজনক্লেশ ॥ ৫৫৪ ॥  
 অধর্ম-বিনাশ-হেতু মোর অবতার ।  
 অধর্ম বাঢ়য়ে পুনঃ কি কাজ আমার ॥ ৫৫৫ ॥  
 ঐছন জানিঞা দয়া উপজিন চিতে ।  
 জন্ম লভিব নিজ প্রেম প্রকাশিতে ॥ ৫৫৬ ॥  
 এমত দুর্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিয়া ।  
 বুঝাইব লোকে ধর্মাদর্শ বিচারিয়া ॥ ৫৫৭ ॥  
 নবদ্বাপে জন্ম মোর শতীর উদরে ।  
 গঙ্গার সমীপে জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥ ৫৫৮ ॥  
 আর অবতার হেন অবতার নহে ।  
 অসুর-সংহার-হেতু পৃথিবী বিজয়ে ॥ ৫৫৯ ॥  
 মহাকায়, মহাসুর, মহা-অস্ত্র মোর ।  
 মহারণে সংহার করিয়া করো চুর ॥ ৫৬০ ॥  
 এবে সর্বজন সেই হৃদয় আসুরি ।  
 খড়্গ-ছেছ নহে—অস্ত্রবলে কিবা করি ॥ ৫৬১ ॥  
 নাম, গুণ, সঙ্কীর্্তন—বৈষ্ণবের শক্তি ।  
 প্রকাশ করিব আর নিজ প্রেমভক্তি ॥ ৫৬২ ॥

এই মতে কলি-পাপ করিব সংহার ।  
 সম্ভে চল—আগে পাছে না কর বিচার ॥ ৫৬৩ ॥  
 এবে নাম-সঙ্কীর্্তন খড়্গ তীক্ষ্ণ লঞা ।  
 অস্ত্রর আসুর জীবের ফেলিব কাটিয়া ॥ ৫৬৪ ॥  
 যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম দূর দেশে যায় ।  
 মোর সেনাপতি ভক্ত বাইবে তথায় ॥ ৫৬৫ ॥  
 নিজপ্রেমে ভাসাইব এ ব্রহ্মাণ্ড সব ।  
 কভু না রাখিব দুঃখ-শোক এক-লব ॥ ৫৬৬ ॥  
 ভাসাইব স্বাবর, জন্ম দেবগণে ।  
 শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥ ৫৬৭ ॥

বরাড়ি—রাগ ।

চলিলা নারদগনি, উঠিল দীণার মনি,  
 পাণি-পদ না চলয়ে আর ।  
 বাইতে না পথ দেখে, প্রেমজলে আঁখি ঝাপে  
 টলমল যেন মাতোয়ার ॥ ৫৬৮ ॥  
 পদ দুই চারি যাই, পুনঃ পরে সেই ঠাঁই,  
 প্রভু-নাম আধ-আধ বোলে ।  
 অনেক শক্তি উঠি, ধরিয়া বরণী-কোটি,  
 নদী বহে নয়নের জলে ॥ ৫৬৯ ॥  
 ক্ষণে মহা উনমাদ, লুছঙ্কার সিংহনাদ,  
 গোরী-রূপ হ্রয়ে দেয়ান ।  
 বাহ নাহি অন্তরে, না চিনে আপনা পরে,  
 সবে এক গৌর-গেয়ান ॥ ৫৭০ ॥  
 কোটি-রবি-তেজঃ যেন, অপের কিরণ হেন,  
 নারদ চলিলা অন্তরীক্ষে ।  
 উত্তরিল সেই ঠাম, যথা প্রভু বলরাম,  
 চমক লাগিল খেতদ্বাপে ॥ ৫৭১ ॥  
 পুরী পরিসরে রহি, চমকি চৌদিকে চাহি,  
 লাখ-লাখ হিমকর ছ্যতি ।  
 বায়ু বহে মন্দমন্দ, দিব্য সুকুম-গন্ধ,  
 প্রতিদ্বারে লঙ্ঘে গজমতি ॥ ৫৭২ ॥  
 সত্ত্বগুণ সর্বলোক, নাহি জরা, মৃত্যু, শোক,  
 সর্বজন সন্তাকার বন্ধু ।

যখন যে দেখি দিঠি, সেই সর্বজন মিঠি, অঙ্কুর-পর্বত যেন, বাসি শ্বেত-সিংহাসন,  
 বলদেবময় ক্ষীরসিঙ্কু ॥ ৫৭৩ ॥ অমৃত-মধুর লছ হাসে ।  
 দেখিয়া নারদমুনি, ধনি ধনি মনে গণি, রাতা-উতপল আঁখি, চুলু চুলু হেন দেখি,  
 ধনি ধনি আপনাকে মানি । আধবাণী মুখেতে নিকষে ॥ ৫৮২ ॥  
 ত্রিজগত-নাথ স্বামী, দেখিব নয়ানে আমি, তারক ভ্রমরা আধ, আচ্ছাদিল তার সাথ,  
 কান্দিয়া পড়িব ছু-চরণে ॥ ৫৭৪ ॥ আধ উদাস ছুই আঁখি ।  
 সেই বলরামরায়, যুগে যুগে সহায়, মণি মুকুতা, প্রবাঁল, দিব্যরত্নময় হার,  
 করি কৃষ্ণ করে অবতার । অঙ্গ অলঙ্কারে নাহি লখি ॥ ৫৮৩ ॥  
 খেলায় বিবিধ খেলা, অনন্ত-বিনোদলীলা, আলিস-বালিশ করে, বাম-কর করি শিরে,  
 করি করে অশুর-সংহার ॥ ৫৭৫ ॥ ডাহিনে রেবতী-কর ধরে ।  
 সেই প্রভু বলরাম, নিজ অংশে তিন ঠাম, রেবতী তাম্বুল করে, দে -অধরে,  
 রহি করে কৃষ্ণের পীরতি । অনুরাগে বয়ান নেহারে ॥ ৫৮৪ ॥  
 আশু, মধ্য আর অন্ত, যার অংশ অনন্ত, অমুচরী-চারি-পাশে, চামর তুলায় হাসে,  
 এক-ফণার ধরি রহে ক্ষিতি ॥ ৫৭৬ ॥ কঙ্কণ-কিঙ্কিনি-ধনি শুনি ।  
 আপনে ঐশ্বর হঞা, শ্বেতদ্বীপ-মানে রঞা, কেহো বীণা বেণু বায়, কেহো বা সঙ্গীত গায়,  
 বিলাস করয়ে নানারঙ্গে । তান সঞ্চে পরম-রমণী ॥ ৫৮৫ ॥  
 সর্কোপরি পরিণাম, সেই মহাপ্রভু ঠাম, তাহার অন্তরে যত, অমুগত শত শত,  
 সেবা করে অপরূপ রঙ্গে ॥ ৫৭৭ ॥ যার যেই নিজ নিয়োজিত ।  
 গমনের কালে ছত্র, বসিতে আসনবস্ত্র, ঐহন সময়ে মুনি, করিল বীণার ধনি,  
 শয়নের কালে হয় শয্যা । ঠাকুর দেখিল আচম্বিত ॥ ৫৮৬ ॥  
 প্রলয়ে সে বটপত্র, মহারণে দিব্য অস্ত্র, বিহ্বল নারদমুনি, টলমল পড়ে ভুমি,  
 নানারূপে করে পরিচর্যা ॥ ৫৭৮ ॥ ঠাকুর তুলিয়া নিল কোলে ।  
 এক অংশে সেবা করে, আর অংশে মহী ধরে, চিরদিন-অনুরাগে, দেখিল মো মহাভাগে,  
 হেন প্রভু বলরাম মোর । তুঘিল শীতল মহা বোলে ॥ ৫৮৭ ॥  
 ত্রিজগত-অধিরাজ, দেখিব ক্ষীরোদ-মাঝ, হাসি সস্তাষণে পঁছ, কহ কোথা হইতে তুছ,  
 প্রভু-আজ্ঞা করিব গোচর ॥ ৫৭৯ ॥ রহস্ব কহিবে হেন বাসি ।  
 এই ছুই প্রভু মাত্র, যেন রাজা মহাপাত্র, কহনা কেমন কাজ, শূন্যতে হৃদয় মাঝ,  
 পৃথিবী পালয়ে একযুক্তি । আনন্দ উঠয়ে রাশি রাশি ॥ ৫৮৮ ॥  
 আর যত রুজুবংশ, সেহো যার অংশাংশ, সঙ্গমে কহয়ে মুনি, কি কহিতে জানি আমি,  
 অবতার করিবেন ক্ষিতি ॥ ৫৮০ ॥ তুমি প্রভু সর্ব-অন্তর্ধামি ।  
 হেন মনঃকথারসে, মুনি ভেল পরবশে, যে কিছু কহিতে জানি, সেই কথা অনুমানি,  
 পুরী প্রবেশিল মহানন্দে । যে জুয়ায় কর প্রভু তুমি ॥ ৫৮৯ ॥  
 দেখি ত্রিজগত-নাথ, সব-পারিষদ সাথ, কলি পাপময় যুগে, না দেখি নিস্তার লোকে,  
 অপরূপ বলরামচান্দে ॥ ৫৮১ ॥ দয়া উপাজল প্রভুচিত্তে ।

পালিব ভকতজন, আর ধর্ম সংস্থাপন,  
 জনম লভিব পৃথিবীতে ॥ ৫৯০ ॥  
 অধর্ম-বিনাশ-কাজে, আর কিবা ধর্ম আছে,  
 হেন বৃদ্ধি আকার ইঞ্জিতে ।  
 আজ্ঞা দিলা আমারে, ঘোষণা দিবার তরে,  
 শুনি লোক ভেল আনন্দিতে ॥ ৫৯১ ॥  
 রাধাভাব অন্তরে, রাধাবর্ণ বাহিরে,  
 অন্তর্কীছে রাধাময় হঞা ।  
 সঙ্কে সখা-সখীবৃন্দ, আর ভক্ত অনন্ত,  
 ত্রজ ভাবে অখিল মাতাঞা ॥ ৫৯২ ॥  
 সাজ্ঞাপাঙ্গে পারিষদে, জনমহ পৃথিবীতে,  
 স্বনাম ধরহ 'নিত্যানন্দ' ।  
 তোর অগোচর নহে, তার মর্ম কর্মদেহে,  
 কহিল যে আজ্ঞা গৌরচন্দ্র ॥ ৫৯৩ ॥  
 শুনি বলরাম-রায়, আনন্দে চৌদিকে চায়,  
 অট-অট হাসে উচনাদে ।  
 ঘন ঘন ছুছকার, প্রকাশয়ে চমৎকার,  
 আপনা পাশরে প্রেমানন্দে ॥ ৫৯৪ ॥  
 আজ্ঞা দিল নিজজনে, পৃথিবী কর গমনে,  
 প্রভু-আজ্ঞা পালিবার তরে ।  
 চলহ নারদ ভূমি, জনম লভিব ভূমি,  
 অগোচর করিব গোচরে ॥ ৫৯৫ ॥  
 ঐছন অমৃত-কথা শুন গৌর গুণ-গাথা,  
 সবজন কর অবধানে ।  
 সব-অবতার-সার, কলি-গোরা-অবতার,  
 বিচার করহ সন্তে মনে ॥ ৫৯৬ ॥  
 তৃণ ধরি দশনে, বলে, মো কাতর-মনে  
 গোরা-গুণে না করিহ হেলা ।  
 সংসারে না দিয়া মতি, কর কৃষ্ণে পীরিতি,  
 সংসার তরিতে এই ভেলা ॥ ৫৯৭ ॥  
 কভু নাহি হয় যেই, গোরা-অবতার সেই,  
 হইব পরম-পরকাশ ।  
 নির্জীবে জীবন পাবে, অন্ধে পথ বিচারিবে,  
 গুণ গায় এ লোচনদাস ॥ ৫৯৮ ॥

ভাটীয়ারী—রাগ ।

ভাই রে গাও গাও নিতাই-চৈতন্য-গুণ-গাথা ॥  
 হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈলা ।  
 নিজ-নিজ অংশে সবে জনম লভিলা ॥ ৫৯৯ ॥  
 মহেশঠাকুর সর্ব-আগে আগুয়ান ।  
 ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম—কমলাক্ষ-নাম ॥ ৬০০ ॥  
 পঢ়িয়া শুনিঞা গুণে পরবীণ হৈল ।  
 'অদ্বৈত-আচার্য্য' বলি' পদবী লভিল ॥ ৬০১ ॥  
 সেই মহামহেশ্বর সত্ত্বগুণ ধরে ।  
 তমোগুণ বলি যারে ঘোষণে সংসারে ॥ ৬০২ ॥  
 অন্তর্কীছে বিচার না করে কেহো পুনঃ ।  
 বাহ্য-আচরণ দেখি বোলে তমোগুণ ॥ ৬০৩ ॥  
 কৃষ্ণের কেবল আত্মা নামে হরিহর ।  
 পরাকৃত তমোগুণ—গুণের ভিতর ॥ ৬০৪ ॥  
 পরাকৃত ভকত বলি যেই তমোগুণী ॥  
 অধম বলিগে—অল্প জনে যবে জানি ॥ ৬০৫ ॥  
 এ কেমনে হরিহর বোল তমোগুণ ।  
 অবজ্ঞা না কর যবে গোর বোল শুন ॥ ৬০৬ ॥  
 মনে অনুমান করি করহ বিচার ।  
 এতেকে বলিয়ে—গোরা অবতার-সার ॥ ৬০৭ ॥  
 সব অবতারে তার খেলার সংহতি ।  
 বলরাম জনম লভিলা এই ক্ষিতি ॥ ৬০৮ ॥  
 ব্রাহ্মণের কুলে যুগধর্ম অনুরূপ ।  
 নিত্য আনন্দকন্দ সহজসরূপ ॥ ৬০৯ ॥  
 এক অংশে ষাঁহার সহস্র ফণা ধরে ।  
 এক ফণে মহী ধরে ষষ্টি রাখিবারে ॥ ৬১০ ॥  
 পদ্মাবতী-উদরে জনম বলরাম ।  
 পিতা হাড়ো ওঝা সে—পরমানন্দ নাম ॥ ৬১১ ॥  
 পিতা মাতা নাম থুইল—কুবের পণ্ডিত ।  
 সন্ন্যাস-আশ্রমে—নিত্যানন্দ-সুচরিত ॥ ৬১২ ॥  
 শুক্লা ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘমাসে ।  
 পৃথিবী-জনম লৈলা পরম-হরিষে ॥ ৬১৩ ॥

কাভ্যায়নী জন্ম লভিল মহী-মাঝে ।  
 সীতা-নাম ধরে নিপ্রকুলের সমাজে ॥ ৬১৪ ॥  
 অদ্বৈত-ঠাকুর-সঙ্গে একত্রে নিবাস ।  
 দোহে মিলি প্রেমভক্তি করে পরকাশ ॥ ৬১৫ ॥  
 আমি অল্পবুদ্ধি-কার কিনা তব জানি ।  
 অলতার-নির্ণয় বা কেমনে রাখানি ॥ ৬১৬ ॥  
 মহান্তের মুখে যেই শুনিঞাছি কাণে ।  
 তাহাও কহিতে নারি--সদ্বৈচ পরাণে ॥ ৬১৭ ॥  
 আমার শক্তি নাহি করিতে নির্ণয় ।  
 নাম লই এইমাত্র যাঁর যেই হয় ॥ ৬১৮ ॥  
 আগে পাছে বিচার না কর কেহ মনে ।  
 অক্ষরানুরোধে এস্থ নহে অনুক্রমে ॥ ৬১৯ ॥  
 শচীদেবী জগন্নাথমিশ্র পুরন্দর ।  
 আপনে ঠাকুর জন্ম কৈলা যার ঘর ॥ ৬২০ ॥  
 গোপীনাথ নাম কাণীমিশ্র ঠাকুর ।  
 চৈতন্য-সম্মত-পথে আনন্দ প্রচুর ॥ ৬২১ ॥  
 পণ্ডিত ত্রীগদাধর, গদাধরদাস ।  
 মুরারি, মুকুন্দ দত্ত, আর ত্রীনিবাস ॥ ৬২২ ॥  
 রায় রামানন্দ আর বাসুদেব দত্ত ।  
 হরিদাস ঠাকুর আর গোবিন্দানুগত ॥ ৬২৩ ॥  
 ঈশ্বর মানবপুরী, বিষ্ণুপুরী আর ।  
 বক্রেশ্বর, পরমানন্দপুরী শুদ্ধাচার ॥ ৬২৪ ॥  
 পণ্ডিত জগদানন্দ আর বিষ্ণুপ্রিয়া ।  
 রাঘব পণ্ডিত আদি পৃথিবী আসিয়া ॥ ৬২৫ ॥  
 রামদাস, গৌরীদাস আর ত সুন্দর ।  
 কৃষ্ণদাস, পুরুষোত্তম, ত্রীকমলাকর ॥ ৬২৬ ॥  
 কালা কৃষ্ণদাস আর উদ্ধারণ দত্ত ।  
 দ্বাদশ গোপাল ব্রজে ইহার মহত্ত্ব ॥ ৬২৭ ॥  
 পরমেশ্বর দাস আর রন্দাবন দাস ।  
 কাণীশ্বর, ত্রীল রূপ, সনাতন প্রকাশ ॥ ৬২৮ ॥  
 গোবিন্দ, মাধবঘোষ, বাসুঘোষ আর ।  
 সবে মিলি আসি কৈল পৃথিবী প্রচার ॥ ৬২৯ ॥  
 দামোদর পণ্ডিত মিলিয়া পাঁচ ভাই ।  
 জন্ম লভিলা পৃথিবীতে একঠাঞি ॥ ৬৩০ ॥

পুরন্দর পণ্ডিত আর পরমানন্দ বৈষ্ণৱ ।  
 পৃথিবী আইলা যত ছিল অস্ত আত্ম ॥ ৬৩১ ॥  
 ত্রীনরহরি দাস--ঠাকুর আমার ।  
 বিশেষ কহিল কিছু চরিত্র তাহার ॥ ৬৩২ ॥  
 তাহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি ।  
 আপন বুদ্ধির শক্তি যেই অনুমানি ॥ ৬৩৩ ॥  
 অভিমান কেহো কিছু না করিহ মনে ।  
 প্রণতি করিয়ে নিজ গুরুর চরণে ॥ ৬৩৪ ॥  
 যাঁর পদ-পরসাদে আমি হেন ছার ।  
 তোমার ঠাকুর গুণ কহোঁ তা সত্তার ॥ ৬৩৫ ॥  
 ত্রীনরহরি দাস--ঠাকুর আমার ।  
 বৈষ্ণুকুলে মহাকুল-প্রভাব যাঁহার ॥ ৬৩৬ ॥  
 অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম - কৃষ্ণময় তনু ।  
 অনুগত জনে না বুঝান প্রেম বিনু ॥ ৬৩৭ ॥  
 অসঙ্ঘ্য জীনেরে দয়া কাঁতার হৃদয় ।  
 কৃষ্ণ-অনুরাগে সদা অথির আশয় ॥ ৬৩৮ ॥  
 রাধাকৃষ্ণরসে তনু গঢ়িয়াছে যেন ।  
 ভাবের উদয় বলি যখন যেমন ॥ ৬৩৯ ॥  
 ক্ষণে রাধাকৃষ্ণ রসে নির্মল কীর্তি ।  
 শ্রীখণ্ড-ভূখণ্ড মাঝে যার অবস্থিতি ॥ ৬৪০ ॥  
 'নরহরি চৈতন্য' বলিয়া প্রভুর খ্যাতি ।  
 সে চরণ বিনু মোর আর নাহি গতি ॥ ৬৪১ ॥  
 ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রাধা ভাবের আবেশে ।  
 রাধাকৃষ্ণরস মূর্ত্তিমন্ত পরকাশে ॥ ৬৪২ ॥  
 চৈতন্য-সম্মত পথে সে শুদ্ধ বিচার ।  
 অতুল সরস ভাব সব অবতার ॥ ৬৪৩ ॥  
 সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সম্মান পীরিতি ।  
 সকল সংসারে যার নির্মল কীর্তি ॥ ৬৪৪ ॥  
 রন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যার ।  
 রাধাপ্রিয় সখী তিহোঁ মধুর ভাণ্ডার ॥ ৬৪৫ ॥  
 এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহরি ।  
 রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-ভাণ্ডারে অধিকারী ॥ ৬৪৬ ॥  
 তাঁর ভ্রাতৃপুত্র--ত্রীরঘনন্দন ঠাকুর ।  
 সকল সংসারে যশঃ ঘোষয়ে প্রচুর ॥ ৬৪৭ ॥

শ্রীমুক্তিকে লাড়ু খাওয়াইল যেই জন ।  
 তারে অল্পবুদ্ধি করে কোন্ মুঢ় জন ॥ ৬৪৮ ॥  
 সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের ভিতর ।  
 কৃষ্ণসঙ্গে যার কথা—সে কৃষ্ণ কেবল ॥ ৬৪৯ ॥  
 শ্রীমুক্তির সনে কথা যার অমূল্যত ।  
 তাহারে কেমন জান কেমন মহত্ব ॥ ৬৫০ ॥  
 যাহার চৈতন্য বৈল—মোর প্রাণ তুমি ।  
 প্রকাশ করিল যারে অভিরাম গোস্বামী ॥ ৬৫১ ॥  
 মদন বলিয়া অবতার জানাইল ।  
 চৈতন্যের কোলে সবে তেমনি দেখিল ॥ ৬৫২ ॥  
 কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগ-মনঃ মোহে ।  
 নাহি ভিন্নাভিন্ন—সব সমান-সিনেহে ॥ ৬৫৩ ॥  
 সর্বদা মধুরবাণী বোলয়ে বদনে ।  
 সর্বকাল না শুনি উৎকট-কথনে ॥ ৬৫৪ ॥  
 চাতুরী, মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য ।  
 রসময় দেহ তার এ সংসারে ধন্য ॥ ৬৫৫ ॥  
 পিতা যার মহামতি শ্রীমুকুন্দদাস ।  
 চৈতন্য-সম্মত-পথে নির্মল দিশাস ॥ ৬৫৬ ॥  
 ময়ূরের পাখা দেখি রাজ-দল্লিখানে ।  
 পড়িলেন কৃষ্ণরূপ আকর্ষিয়া মনে ॥ ৬৫৭ ॥  
 কে জানে কেমন রস চৈতন্যের সঙ্গী ।  
 জানয়ে অনন্ত-আদি—যারা অঙ্গসঙ্গী ॥ ৬৫৮ ॥  
 জীবে কি দেখিতে পায় কৃষ্ণের বৈভব ।  
 সেই জন দেখে যাতে কৃষ্ণ অনুভব ॥ ৬৫৯ ॥  
 কি কহিব আর অল্প-পারিষদ যত ।  
 পৃথিবী আইলা সন্তে—নাম নিব কত ॥ ৬৬০ ॥  
 সমুদ্রের জল যবে কলসে পরিমাণি ।  
 পৃথিবীর রেণু যবে একে একে গণি ॥ ৬৬১ ॥  
 আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি ।  
 তভু গোরা-অবতার লেখিবারে নারি ॥ ৬৬২ ॥  
 মুঞি অতি অল্পবুদ্ধি—কি কহিব আর ।  
 মুকুখ হইয়া করো বেদের বিচার ॥ ৬৬৩ ॥

অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্য রত্ন চাহে ।  
 খর্ব যেন চাঁদ ধরিবারে মেলে বাহে ॥ ৬৬৪ ॥  
 পশু মহী লজিবারে করে অহঙ্কার ।  
 ক্ষুদ্র পিপীলিকা গিরি চাহে বহিবার ॥ ৬৬৫ ॥  
 এঁহন হৃদয়ে আশা বিলাস আমার ।  
 গোরা-অবতার-কথা করিতে প্রচার ॥ ৬৬৬ ॥  
 করজোড় করি নোলোঁ—শুন সর্বজন ।  
 বাচাল করয়ে গোরাগুণে মূকজন ॥ ৬৬৭ ॥  
 নির্জিহ্ব কহয়ে সে প্রকট পটু বাণী ।  
 না পতি মুকুখ কহে ভ্রমের কাহিনী ॥ ৬৬৮ ॥  
 পৃথিবী জন্মি মহা মহা ভাগবত ।  
 কৃষ্ণের গোপত কথা করয়ে বেকত ॥ ৬৬৯ ॥  
 অকারণে করুণা করয়ে সর্বজীবে ।  
 মাতা যেন ছুরন্ত তনয় পরিষেবে ॥ ৬৭০ ॥  
 এঁহন প্রভুর দয়া দেখিয়া অগাধ ।  
 অধম হইয়া অমৃতের করো সাধ ॥ ৬৭১ ॥  
 শ্রীনরহরিদাসের দয়াময় দেহে ।  
 পাতকী দেখিয়া দয়া—অবাস সিনেহে ॥ ৬৭২ ॥  
 ছুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি ছুরাচারে ।  
 অন্যথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে ॥ ৬৭৩ ॥  
 তার দয়াবলে আর বৈষ্ণব-প্রসাদে ।  
 এই ভরসায় পুথি হইবে অবাদে ॥ ৬৭৪ ॥  
 করজোড় করি বোলোঁ কাঁতর-বয়ানে ।  
 আশ্ব নিবেদি এ মুঞি বৈষ্ণবচরণে ॥ ৬৭৫ ॥  
 মোর অধিক অধম নাহিক মহী-মাঝে ।  
 বৈষ্ণবের রূপাবলে সিদ্ধি হউক কাজে ॥ ৬৭৬ ॥  
 দশনে ধরিয়া তৃণ এ লোচনদাস ।  
 অগতি বিনতি করেঁ—পূর' মোর আশ ॥ ৬৭৭ ॥  
 সূত্রখণ্ড সায় পুথি—শুন সর্বজন ।  
 অবতার আদিখণ্ডে কহিব এখন ॥ ৬৭৮ ॥  
 সূত্রকথা সায় এবে প্রেমের বিলাস ।  
 আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ৬৭৯ ॥

ইতি শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে সূত্রখণ্ড সমাপ্ত ।

# শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

## আদিখণ্ড

### জগন্নাথ

#### কথাসার।

অদি খণ্ডে প্রথমে সপার্বদ শ্রীগৌরহরির পৃথিবীতে আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

যিনি ব্রহ্ম (কাল) সৃষ্টি (কারণ) পরব্রহ্ম নারায়ণ তিনি শচীগর্ভে আবির্ভূত হইলেন। এদিকে শচীর গর্ভ যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহার অক্ষকান্তিও সেইরূপ দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। তাহার ঐ অক্ষের অপূর্ব কান্তি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যাবিত হইয়া 'শচীর গর্ভে নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে'—এইরূপ অনুমান করিলেন। গর্ভকাল ছয় মাস পূর্ণ হইলে একদিন অষ্টৈত-আচার্য্য প্রভৃ শচী জগন্নাথগৃহে অগমনপূর্বক শচীর গর্ভবন্দনা ও প্রোক্ষণ করিলেন। ইহার কারণ তৎকালে শচী জগন্নাথও জানিতে পারিলেন না। শচীদেবী কোন কোন দিন লক্ষ্মী, শিব প্রভৃতি দেবতাগণকে তাহার উদরদন্ডে আশ্রয় বিক্ষুব্ধ বন্দনা এবং আচণ্ডালে প্রেমদাতা ভগবানের নিকট অনপিতের

রাধাকৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা করিতে দেখিতে পাইয়া আনন্দে আত্মগারা হইতেন। শচীর হৃদয় সৰ্বভূতদরায় পরিপূর্ণ হইল, ক্রমে ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হইল। পরে কাঞ্চনীপূর্ণিমার গ্রহণে ছলে হরিসংকীর্ণনের সঙ্কিত ভগবান্ গৌরচন্দ্র শচীগর্ভে সিন্ধু হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে দশ দিক আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। দেবদেবী, নরনারী সকলেই শচীনন্দনের মুখচন্দ্র দর্শনে উদ্‌গীর্ষ হইয়া শচীগৃহে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে তাহার পৃহ বৈবুষ্ঠ হইল।

জগন্নাথ মিশ্র ও নদীয়াবাসী-নরনারী (যাঁহারা দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন) সকলেই সিংহগীর্ষ গজস্কন্ধ বিশাল হৃদয় শিশুর পাদপদ্মে ধ্বজ, বজ্র অক্ষুশ এবং বিভিন্ন অঙ্গে বিবিধ অমূল্যবিক চিহ্ন দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সকলেই অনুমান করিলেন, এ শিশু নিশ্চয়ই মনু্য নহে। পরে অষ্টম দিবসে আটবলাই বিতরণ, নবম দিবসে মহোৎসব, পুত্রের প্রতি প্রতিবেশী নরনারীর ঐকান্তিকী র্তি বর্ণন করিলেন।

ধানী রাগ— দিশা।

জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ।  
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥  
প্রভু গোরাচান্দ নায়ে জয় জয় ॥

(গোরাচান্দ)

জয় জয় গদাধর শ্রীগৌরাজ নরহরি।  
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্বশক্তিধারী ॥ ১ ॥

জয় জয় অষ্টৈত-আচার্য্য মহেশ্বর ;  
জয় জয় গোরাচন্দ্রের তজ্ঞ মহাবর ॥ ২ ॥  
সবার চরণ ধূলি মস্তকে ধরিয়া।  
আদিখণ্ড-কথা কহি-- শুন মন দিয়া ॥ ৩ ॥  
সর্বনিজ জন যবে জনম লভিল।  
সাজ সাজ বলি শব্দ ঘোষণা পড়িল ॥ ৪ ॥

পৃথিবী চলিব—আর নাহিক বিলম্ব ।  
 আপনি ঠাকুর শচী-গর্ভে অবলম্ব ॥ ৫ ॥  
 জয় জয় শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ।  
 দেব, নাগ, নর দেখে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৬ ॥  
 কেহো যারে বোলে জ্যোতির্গয় সনাতন ।  
 কেহো যারে বোলে সূক্ষ্ম স্থূল নারায়ণ ॥ ৭ ॥  
 কেহো যারে বোলে স্থূল সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম ।  
 সে জন করিল শচীগর্ভে অবলম্ব ॥ ৮ ॥  
 তেজোময় বায়ুরূপ গর্ভ বাঢ়ে নিতি ।  
 দেখিয়া ত সর্বলোকের বাঢ়য়ে পীরিতি ॥ ৯ ॥  
 এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয় মাসে ।  
 শচীর উদরে মহানন্দ পরকাশে ॥ ১০ ॥  
 দিনে দিনে তেজঃ বাঢ়ে শচীর শরীরে ।  
 দেখিয়া সকল লোক হরিশ অন্তরে ॥ ১১ ॥  
 না জানিয়ে কোন্ জন আইল শচীর ঘরে ।  
 ঘরে ঘরে এই মনে সবাই বিচারে ॥ ১২ ॥  
 ছয় মাস পূর্ণ হৈলে শচীর উদর ।  
 অঙ্গের ছটায় বলমল করে ঘর ॥ ১৩ ॥  
 হেনই সময়ে এক অদ্ভুত কথা ।  
 আচম্বিতে অদ্বৈত-আচার্য আইল তথা ॥ ১৪ ॥  
 ঘরে বসি আছে জগন্নাথ দ্বিজবর্য ।  
 সন্ত্রমে উঠিল দেখি অদ্বৈত-আচার্য ॥ ১৫ ॥  
 অদ্বৈত-আচার্য গোসাঞি সর্বগুণধাম ।  
 ত্রিজগতে ধনু তার নাহিক উপাম ॥ ১৬ ॥  
 দেখি মিশ্র পুরন্দর বড়ই সন্ত্রমে ।  
 বসিতে আসন আনি দিলেন আপনে ॥ ১৭ ॥  
 চরণের ধূলি লৈল মস্তক উপর ।  
 সন্ত্রমে আচার্যে কৈল বিনয় বিস্তর ॥ ১৮ ॥  
 পাদ-প্রক্ষালনে জল দিল শচীদেবী ।  
 শচী দেখি সন্ত্রমে উঠিল অনুরাগী ॥ ১৯ ॥  
 অনুরাগে রাজা দুই কমললোচন ।  
 বাষ্প বলমল আঁখি—অরুণ বদন ॥ ২০ ॥  
 সকম্প অধরে—কণ্ঠ গদগদ-স্বর ।  
 ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল ॥ ২১ ॥

শচী-প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম ।  
 চমকিত শচীদেবী দেখি অবিধান ॥ ২২ ॥  
 জগন্নাথ সসন্দেহ—শচী সনিস্মিতা ।  
 কি কর কি কর বোলে—হৃদয়ে চুঃখিতা ॥ ২৩ ॥  
 জগন্নাথ বোলে—শুন আচার্য-গোসাঞি ।  
 তোমার চরিত্র কেহো বুঝিবারে নাঞি ॥ ২৪ ॥  
 দয়া করি কহ যদি ঘূচাও সন্দেহ ।  
 নহে বা এ চিন্তা-অগ্নি পোড়াইব দেহ ॥ ২৫ ॥  
 আচার্য কহিল—শুন মিশ্র পুরন্দর ।  
 জানিবে সকল পাছে—কহিল উত্তর ॥ ২৬ ॥  
 পূলকিত সব অঙ্গ—জানিঞা সন্দর্ভ ।  
 গন্ধ-চন্দনেতে লেপে শচীর শ্রীগর্ভ ॥ ২৭ ॥  
 সাত-প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম ।  
 না কিছু কহিলা—গেলা আপনার স্থান ॥ ২৮ ॥  
 এথা শচী-জগন্নাথ মনে অনুমানে ।  
 মোর গর্ভ-বন্দনা করিলা কি কারণে ॥ ২৯ ॥  
 আচার্য-গোসাঞি কৈল গর্ভের বন্দনা ।  
 শতগুণ তেজঃ শচী পাশরে আপনা ॥ ৩০ ॥  
 সব সুখময় দেখে—না দেখয়ে চুঃখ ।  
 সব দেবগণ দেখে আপনা-সম্মুখ ॥ ৩১ ॥  
 ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি যত দেবগণ ।  
 উদর সম্মুখ করি করয়ে স্তবন ॥ ৩২ ॥  
 জয় জয় অনন্ত, অদ্বৈত, সনাতন ।  
 জয়াচ্যুতানন্দ, নিত্যানন্দ, জনার্দন ॥ ৩৩ ॥  
 জয় সত্ত্ব, রজস্তম—প্রকৃতির পর ।  
 জয় মহাবিশু কারণ সমুদ্ভিতর ॥ ৩৪ ॥  
 জয় পরবে্যামনাথ মহিমা বিস্তার ।  
 জয় সত্ত্ব, পরসত্ত্ব, নিসুঃসত্ত্বাকার ॥ ৩৫ ॥  
 জয় গোলোকের পতি—রাধার নাগর ।  
 জয় জয় অনন্ত বৈকুণ্ঠ-অধীশ্বর ॥ ৩৬ ॥  
 জয় জয় নিশ্চিত্ত ধীর-ললিত ।  
 জয় জয় সর্বমনোহর নন্দসুত ॥ ৩৭ ॥  
 এবে কলিমুগে শচীগর্ভেতে প্রকাশ ।  
 আপনে ভুঞ্জিতে আইলা আপন-বিলাস ॥ ৩৮ ॥



জয় জয় পরানন্দ-দাতা এই প্রভু ।  
 এ হেন করুণা আর নাহি হয় কভু ॥ ৩৯ ॥  
 আপনি আপন-দাতা হৈলা কলিকালে ।  
 পাত্ৰাপাত্ৰ-বিচার না হৈব গদাধরে ॥ ৪০ ॥  
 যে প্রেম যাচিঞা করেঁ মোরা সব দেবে ।  
 না পাইল লব-লেশ গন্ধ অনুভবে ॥ ৪১ ॥  
 সে প্রেম মধুর রস আপনি খাইয়া ।  
 ভুঞ্জাইবে আচণ্ডালে - দোষ না দেখিয়া ॥ ৪২ ॥  
 তুয়া প্রেম-লব-লেশ মোরা যেন পাই ।  
 তোর সঙ্গে রাখাক্ষণ-গুণ যেন গাই ॥ ৪৩ ॥  
 জয় জয় সঙ্গীর্ভনদাতা গৌরহরি ।  
 ইহা বলি দেবগণ প্রদক্ষিণ করি ॥ ৪৪ ॥  
 চারিগুণে ব্রহ্মা করে বহুবিধ স্তুতি ।  
 তরাসিল শচীদেবী চমকিত-মতি ॥ ৪৫ ॥  
 সর্বজীবে দয়া ভেল শচীর অন্তরে ।  
 আশ্রয়জ্ঞানে দয়া করে-নাহি ভিন্ন পরে ॥ ৪৬ ॥  
 দশ মাস পূর্ণ ভেল গর্ভ দিশে দিশে ।  
 আপনা পাশরে দেবী মনের হরিষে ॥ ৪৭ ॥  
 শুভদিন শুভক্ষণ পূর্ণিমার তিথি ।  
 ফাল্গুনের শুভনিশি হিমকর জুতি ॥ ৪৮ ॥  
 রাহু চন্দ্র গরাসয়ে অধুত বেলে ।  
 উঠিল চৌদিগ ভরি হরি হরি-বোলে ॥ ৪৯ ॥  
 চৌদিগ ভরল আর দিব্য চারুগন্ধ ।  
 পরসন্ন দশদিগ--বায়ু মন্দ মন্দ ॥ ৫০ ॥  
 ষড় ঋতু উদয় ভৈ গেল সেইকালে ।  
 প্রভু-শুভজন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে ॥ ৫১ ॥  
 অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য-যানে চাহে ।  
 গৌর-অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধাঞ ॥ ৫২ ॥  
 একমাত্র শুনি ধ্বনি - হরি-হরি-বোলে ।  
 জন্মমাত্র প্রকাশ করিল প্রভু মোর ॥ ৫৩ ॥  
 শচীর অঙ্গনে ভেল নৈকুণ্ঠ-সম্পদ ।  
 আনন্দে বিভোল শচী বোলে গদগদ ॥ ৫৪ ॥  
 জগন্নাথ-পণ্ডিতেরে ডাকে হাথসানে ।  
 জনম সফল--দেখ পুত্রের দয়ানে ॥ ৫৫ ॥

পুরনারীগণ জয় জয় দেই স্থখে ।  
 আনন্দে বিভোর সবে দেখিয়া বালকে ॥ ৫৬ ॥  
 বেদ-দেব-নাগকণ্ঠা সবাই আইলা ।  
 দেখিয়া গৌরাজ জয়-জয়-ধ্বনি কৈলা ॥ ৫৭ ॥  
 গৌর-গাগরিমা-গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড ।  
 প্রতি অঙ্গ রসরাশি অমিয়া অখণ্ড ॥ ৫৮ ॥  
 দেখিতে দেখিতে সভার জুড়াইল নয়ান ।  
 সবার মনে হৈল-ব্রজ নাগরীর প্রাণ ॥ ৫৯ ॥  
 এ হেন বালক কভু দেখি নাহি শুনি ।  
 ইহা হারে দেখিয়া হিয়া করয়ে কি জানি ॥ ৬০ ॥  
 মানুষের হেন দিন না দেখিয়ে কিছু ।  
 দিব্য বিলাসিনী বোলে-জানিব ইহা পাছু ॥  
 জগন্নাথ বিভোল দেখিয়া পুত্র-মুগ্ধ ।  
 ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর-কৌতুক ॥ ৬২ ॥  
 কত চান্দ-উদয় দেখিয়া মুখখানি ।  
 প্রফুল্ল কমলদল বয়ান বাখানি ॥ ৬৩ ॥  
 উন্নত নাসিকা তিলকুসুম জিনিঞা ।  
 বলমল গোরা-অঙ্গ-কিরণ অমিঞা ॥ ৬৪ ॥  
 অধর অরুণ-আর চারু গণ্ডহ্যতি ।  
 সুন্দর চিবুক দেখি উঠয়ে পীরিতি ॥ ৬৫ ॥  
 সিংহ-গ্রীব গজ-ধ্বজ বিশাল হৃদয় ।  
 আজানুলম্বিত ভুজ-তনু রসময় ॥ ৬৬ ॥  
 বিশাল নিভম্ব-উরু-কদলীর যেন ।  
 অরুণ-কমলদল দুখানি চরণ ॥ ৬৭ ॥  
 ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ সে পঙ্কজ পদতলে ।  
 রথ, ছত্র, চামর, স্তম্ভিক জম্বুফলে ॥ ৬৮ ॥  
 উর্দ্ধরেখা ত্রিকোণ কুঞ্জর কুস্তবরে ।  
 সব-অপরূপ রূপ অমিয়া উগরে ॥ ৬৯ ॥  
 হেন অপরূপ রূপ পৃথিবীর মাঝে ।  
 মহারাজ-রাজাদিক লক্ষণ বিরাজে ॥ ৭০ ॥  
 ইন্দ্র, চন্দ্র, গন্ধর্বা, কিন্নর, দেবগণ ।  
 পৃথিবী আইলা কিবা কৌতুক কারণ ॥ ৭১ ॥  
 নয়ানে লাগিল সভার অমিয়া-অঙ্গন ।  
 চির অনুরাগে যেন প্রিয় দরশন ॥ ৭২ ॥

জন্মমাত্র বালক হইল যেই দেখা ।  
 কত কাল ছিল পুরুবের যেন সখা ॥ ৭৩ ॥  
 প্রেতি-অঞ্জে অমিয়া সঞ্চরে রাশি রাশি ।  
 নিরখিতে নয়নে হৃদয়ে কেনে বাসি ॥ ৭৪ ॥  
 বালক দেখিয়া বুক ভরল আনন্দে ।  
 আলসিত আঁখি কেনে শ্লথ নীবিবন্ধে ॥ ৭৫ ॥  
 জন্মমাত্র বালক দেখিল যেইক্ষণে ।  
 কত কোটি কাম জিনি সুন্দর বদনে ॥ ৭৬ ॥  
 হেন অনুমানি সবে দেই জয় জয় ।  
 স্বরূপে মানুষ নহে শচীর তনয় ॥ ৭৭ ॥  
 অভিমব-কামদেব শচীর নন্দন ।  
 শ্রবণে অমৃত যবে করয়ে ক্রন্দন ॥ ৭৮ ॥  
 আপনে গোলোক-নাথ কৈল অবতার ।  
 নিরীকারি নারীগণ অসুমান সার ॥ ৭৯ ॥  
 সবলোকনাথ এ অবনী-পরকাশ ।  
 আনন্দে বিভোর কহে এ লোচনদাস ॥ ৮০ ॥

মঙ্গল গুঞ্জরী—বাগ ।

( মিশ্র পুরন্দর, আনন্দে গরগর,  
 গদগদ ভেল কণ্ঠস্বরে ।  
 ইষ্ট কুঁহু, আনি অবিলম্ব,  
 পুত্র-মহোৎসব করে ॥  
 মঙ্গল করহ উৎসাহ ।  
 আনন্দে শচীর মন্দিরে  
 গোরাক্ষণ গাহ নারে হারে ॥ ক্র ॥ )  
 জয় জয় জয়, চৌদিগে সুখময়,  
 আনন্দে ভরল নগরী ।  
 কুলবধু যত, আওল শতশত,  
 বিলাইল সিন্দূর পিঠালি ॥ ৮১ ॥  
 পুত্র করি কোলে, আনন্দে প্রেমভরে,  
 গদগদ বোলে শচাদেবী  
 আশীর্ব্বাদ কর, পদধূলি দেহ বর,  
 বালক হউ চিরজীবী ॥ ৮২ ॥

বালক নহে মোর, আপন বলি বর,  
 দেহনা সব নারীগণে ।  
 অমিয়াধিক দেহ, পরিণাম বিপর্যয়,  
 নিমাই বলিয়া গুইল নামে ॥ ৮৩ ॥  
 এ অষ্ট-দিবসে, শিশুগণ সম্বোধে,  
 এ অষ্ট-কলাই বিলাই ।  
 নবরাত্রি মহোৎসব, আনন্দময় সব,  
 বাজএ আনন্দ-বাধাই ॥ ৮৪ ॥  
 বাঢ়য়ে দিনে দিনে, শচীর নন্দনে,  
 অবনী-পূর্ণিমার চান্দে ।  
 কাজরে উজোর, নয়ানযুগল,  
 গোরোচনা-তিলক-সুছান্দে ॥ ৮৫ ॥  
 এ কর-চরণ, সঘন চালন,  
 ঈষত হাসয়ে মুচকি ।  
 শচী-জগন্নাথ, দেখি অদ্ভুত,  
 নিরখে অনিমিত্র আঁখি ॥ ৮৬ ॥  
 শ্রীঅঙ্গমার্জন, করয়ে নিতি নিতি,  
 সুগন্ধি-তৈল হরিদ্রা ।  
 বদন চুম্বয়ে, হিয়া ভরি থুয়ে,  
 ধন্য শচী সূচরিতা ॥ ৮৭ ॥  
 ঐছন দিনে দিনে, বাঢ়য়ে অনুক্ষণে,  
 আনন্দ নদীয়ানগরে ।  
 কিবা দিবা-রাতি, না জানে বার-তিথি,  
 প্রেমায় আপনা পাশরে ॥ ৮৮ ॥  
 নদীয়ানগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে,  
 না জানি কি নারী-পুরুষে ।  
 বাল, বৃদ্ধ, অন্ধ, প্রেম-পরদন্ধ,  
 মাতল অতুল হরিষে ॥ ৮৯ ॥  
 শারদ-শশী জিনি, বদন অনুমানি,  
 মদন-সনে বিরাজে ।  
 যুবতী যত ছিল, উমতি সন্তে ভেল,  
 ছাড়ল গুরু-গৃহ কাজে ॥ ৯০ ॥  
 দিনে তিন-বেরি, ধায় পুরনারী,  
 বালক দেখিবার তরে ।

‘দেখি দেখি, বলি,                   সভে কোলে করি,  
 পুলক ভরল কলেবরে ॥ ৯১ ॥  
 ঐছন দিনে দিনে,                   প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,  
 আনন্দ কহিল কি যায়।  
 ॥নরহরিদাস,-                   পদ করি আশ,  
 লোচনদাস গুণ গায় ॥ ৯২ ॥  
 জগন্মালীবাণন সমাপ্ত

বাহালীল।  
 কথাসার :

ছয় মাস অতীত হইলে গৌরসুন্দরের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ সর্গাবধি সম্পূর্ণ হইল। তাঁহার আবির্ভাবে সমগ জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। বহিরা বিদগ্ধন তাঁহার নাম রাখিলেন বিশ্বস্তর। বিশ্বস্তর ক্রমে পিতার অঙ্গুলি ধরিয়া প্রাঙ্গণে হাঁটিতে আৰম্ভ করিলেন। অন্ন, কঙ্কণ, মতিহার প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত গৌরসুন্দরের অঙ্গকাঙ্ক্ষিতে কোটিচন্দ্র প্রভা মলিন হইল। অকাশে চন্দ বাহিরের তুমোনাশ করিলেও অন্তরের তুমোনাশ করিতে পারে না, কিন্তু গৌরচন্দ্রিমা অন্তর বাহিরের তুমোনাশ করিয়া থাকে।

শচীদেবী ‘স্বাস্থ্য আয় চাদ আয়’—প্রভৃতি গীত গান করিয়া পুত্রকে গুম পাড়াইতেন তৎকালে কখন নানা দেব-দেবী আসিয়া পুত্রকে বন্দনা করিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্বাসিত হইতেন, কখন দেবতাদিগের সহিত গৌরহরিকে রাখা গোবিন্দ বহিরা উদ্ধগ্ন মূর্ত্য করিতে দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। কখন পুত্রের শূন্যপদে নুপুণের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিশ্বাসিত হইতেন, কখন বা ভাবী অঙ্গুলি আশঙ্কায় অতীব চিন্তায়িত হইয়া পড়িতেন আবার পরক্ষণে পুত্রের শ্রীমুগ দেখিয়া সব বিশ্বস্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার শ্রীমুগ চুম্বন করিতেন।

এইরূপ কিছুদিন অতীত হইলে গৌরসুন্দর পেলার সঙ্গী বালকদিগের সহিত গৃহের বাহিরে বালকোচিত জীড়ায় আসক্ত হইলেন। শচীদেবী গৌরসুন্দরকে ধরিতে গেলে গৌরসুন্দর ছুটিয়া পলায়ন করিতেন কখন বা ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহে আসিয়া তথাকার দ্রব্যাদি সব নষ্ট করিয়া

ফেলিতেন। কখন মাতাকে গুটি অঙটি প্রভৃতি প্রাকৃত-বিচারের হেয় বৃথাইয়া দিরা ক্রোধের সর্কেশ্বররূপ অপ্রাকৃত-জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেন। অনন্তর উচ্ছষ্ট ভাণ্ডপূর্ণ গর্তে বসিয়া মাতাকে জ্ঞান প্রদান, মাতাকে প্রহার, তজ্জাত মাতাকে মূর্ছিত দেখাইয়া নারিকেল তল আনয়ন, নানাবিধ বালকোচিত চঞ্চলতা, বুকুর শাবক লইয়া জীড়া, বুকুর শাবক ছাড়িয়া দেওয়ার মত তার প্রতি গোব-হরির ক্রোধ করিয়া ক্রন্দন, বুকুরশাবকের দিব্য দেহে হরিকীটন করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে গমন, বুকুরের সৌভাগ্য দর্শনে ব্রহ্মাদির গৌরবন্দনা, শচীদেবী বঞ্জীপূজার জন্ত নৈবেদ্য প্রস্তুত করিলে তন্নিমিত্ত গৌরচরিত্র ক্রন্দন এবং শচীকে বাক্যচ্ছলে নিজ সর্কেশ্বর জাপন বর্ণিত হইয়াছে

শিঙ্খুড়া—সাগ।

এই মত দিনে দিনে শচীর কুমার।  
 বাঢ়য়ে শরীর যেন অম্বুতের ধার ॥ ৯৩ ॥  
 কি দিব উপমা তার—না দলে সে নারি।  
 খলবল করে প্রাণ—কহিলে সে পারি ॥ ৯৪ ॥  
 নিতি-ষোলকলা-পূর্ণ ইন্দু মুখচন্দ্র।  
 সাধে দেখিবারে দার জনমের অঙ্গ ॥ ৯৫ ॥  
 আবেশে অধরে আদ-মুচকি হাদিতে।  
 অমিয়ার সাগর যেন হিল্লোল-সহিতে ॥ ৯৬ ॥  
 রসে ডুবুড়ু রাতা নয়নযুগল।  
 কাজর-অমিয়াপক্ষে কে বান্ধ বান্ধল ॥ ৯৭ ॥  
 শচী পুণ্যবতী—জগন্নাথ ভাগ্যবান।  
 সাদরে নিরখে দৌহে পুত্রের বয়ান ॥ ৯৮ ॥  
 ক্ষণে হাসে ক্ষণে রোয়ে ক্ষণে খটি করে।  
 ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥ ৯৯ ॥  
 শচী-স্তনযুগে ছুই চরণ রাখিয়া  
 দোলে যেন মোগার লতিকা-বায়ু পাঞ্জা ॥ ১০০ ॥  
 অতি দীর্ঘ নয়ান সুন্দর অটুহাসি।  
 অধরে অমিয়ারাশি পড়ে যেন খসি ॥ ১০১ ॥  
 নামিকা শুকের ওঠ জিনি মনোহর।  
 গণ্ডুগ জ্যোতির্ময়—গঠন সোমর ॥ ১০২ ॥

এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয় মাসে।  
 নামকরণ হইল অন্নপ্রাশন-দিবসে ॥ ১০৩ ॥  
 পুত্র-মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।  
 অলঙ্কারে ভূষিত সোণার কলেবর ॥ ১০৪ ॥  
 অঙ্গদ-কঙ্কণ করে—গলে মতিহার।  
 কটি স্বর্গ-শিকলি—মগরা পায়ে আর ॥ ১০৫ ॥  
 মাড়িন-হিঙ্গুল যেন কর-পদতলে।  
 অপর বান্ধুর্নী—আঁখি রাতা-উতপনে ॥ ১০৬ ॥  
 বিজুলী মাজিন গোর। অঙ্গ ঠাণ্ড ঠাণ্ড।  
 বনমল অঙ্গতেজঃ—চাহিতে না পাই ॥ ১০৭ ॥  
 বিপ্ণপাননে ধুইল 'বিশ্বস্তর' নাম।  
 সরস্বতী-সংবাদ—এ পুরুষপ্রদান ॥ ১০৮ ॥  
 ক্ষণে পিতা-মাতা-কর-অঙ্কুলি ধরিয়।  
 অথির শরীর পড়ে পদ দুই যাঞা ॥ ১০৯ ॥  
 অনেকত আশ আশ লছ লছ বোলে।  
 চাঁদের মায়নে যেন অমিয়া উথলে ॥ ১১০ ॥  
 এইমতে দিনে দিনে আজিনা বেড়ায়।  
 যুচিল বিবিধ তাপ—জগত জুড়ায় ॥ ১১১ ॥  
 লখিমী-লালিত-পদ ধরণীর কোলে।  
 প্রেমায় পৃথিবী দেবী আপনা পাশরে ॥ ১১২ ॥  
 গগনে একলা চাঁদ—ভুমে দশ চাঁদ।  
 কিরণের তেজে সে যে আঁখি পাইল আক্ষ ॥  
 আর দশ চাঁদ কর অঙ্কুলির আগে।  
 পাতকী দেখিয়া হিয়া আক্ষিয়ার আগে ॥ ১১৪ ॥  
 শ্রীমুখ-চাঁদ কত কোটি চাঁদের রাজা।  
 জুরু কামধনু দিয়া কাম কৈল পূজা ॥ ১১৫ ॥  
 কি কহিব আর তার করুণ-চঞ্জিমা।  
 অন্তরে ভিমির কাটে—নাহি করে ক্ষমা ॥ ১১৬ ॥  
 কে কহিতে পারে তার বালক-চরিত্র।  
 নৌকিক আচারে কৈল পৃথিবী পবিত্র ॥ ১১৭ ॥  
 অগ্রজ তাহার বিশ্বরূপ মহাশয়।  
 অন্নকালে সর্বশাস্ত্র জানে গুণময় ॥ ১১৮ ॥  
 তাহার মহিমা-তত্ত্ব কে কহিতে পারে।  
 বাহার অনুজ মহাপ্রভু বিশ্বস্তরে ॥ ১১৯ ॥

দিনে দিনে করে প্রভু করুণা প্রকাশ।  
 শুনি আনন্দিত হিয়া এ লোচনদাস ॥ ১২০ ॥

বরাড়ি—বাগ।

চান্দা চান্দা চান্দা, গগন-উপরে  
 কে পাড়িয়া আনি' দিব।  
 কলঙ্ক মুছিয়া, আমার গোরার,  
 কপালে চিত্র লিখিব ॥  
 আয় আয় আয় আমার, সোণার সূত নিমাই,  
 নিন্দের লাগিয়া কান্দে।  
 আখটি করিতে, একটি বোল যেন,  
 অমিয়া অধিক লাগে ॥ ক্র ॥  
 এখন আসিবে, নিমাইর বাপ,  
 ক্ষীর-কদলক লঞা।  
 হের আসিছে বাপু, হা উ দুরন্ত রে,  
 নিন্দ বাহ আঁখি মুদিয়া ॥ ১২১ ॥  
 সোণার পদ্ম মুখ, রাতা-পদ্ম আঁখি,  
 মুদিত আদটি তারা।  
 হেন বুঝি পারা, মধুর পাথারে,  
 ডুবিল আশ ভরসা ॥ ১২২ ॥  
 পাটের গিলাপ, তাথে নেতের তুলি,  
 রচিয়া শয্যাখানি।  
 কোলে করি পুত্র, পাখালি হইয়া,  
 শুভিলা শচী ঠাকুরাণী ॥ ১২৩ ॥  
 এক স্তন মুখে, রহি রহি চাখে,  
 অঙ্কুলি নাড়য়ে আর।  
 লোচন বোলে সব, দেব-শিরোমণি,  
 বালক-রূপ-ব্যবহার ॥ ১২৪ ॥

দান্দা বাগ—দিশা।

আরে আরে হয়।

হেন অচভুত কথা, শ্রবণমঙ্গল নাম,  
 শুন গোরা-শুণ গাঁথা ॥  
 অকি আরে অকি আরে হয় ॥ ক্র ॥

আর দিন এক কথা শুন সাবদানে ।  
 আপনা প্রকাশ প্রভু কৈল যেন মনে ॥ ১২৫ ॥  
 এক গৃহে জগন্নাথ—গৃহান্তরে শচী ।  
 পুত্র কোলে করি শচী সূখে শুভি আছি ॥ ১২৬ ॥  
 শূণ্যঘরে কত মৈত্র্য-সামন্ত ভরিল ।  
 ঐছন দেখিয়া শচী তরাসিত হৈল ॥ ১২৭ ॥  
 যত দেবগণ আসি শচী-কোল হৈতে ।  
 বসাইল রত্নসিংহাসনেতে তুরিতে ॥ ১২৮ ॥  
 অভ্যৈক্য করি নানাবিধ পূজা করি ।  
 প্রতিক্ষণ করি পড়ে চরণেতে ধরি ॥ ১২৯ ॥  
 শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি সতে করে বারবার ।  
 জয়-জয়-হরিধ্বনি করিছে বিস্তার ॥ ১৩০ ॥  
 জয় জয় জগন্নাথ সভার পালন ।  
 কলিমুগে মো-সভারে করিবে পোষণ ॥ ১৩১ ॥  
 বৃন্দাবন-দন-রস দিবে মো-সভারে ।  
 নিবেদন তোমার চরণে বিশ্বস্তরে ॥ ১৩২ ॥  
 দেখি শচীমাতা বারংবার চমকিত ।  
 পুত্র, পুত্র, করি শচী ভেল মহা ভীত ॥ ১৩৩ ॥  
 আপনাকে নাহি ভয়—পুত্রগত প্রাণ ।  
 বালক পাঠাঞা দিল জগন্নাথস্থান ॥ ১৩৪ ॥  
 তোর পিতা শুভি আছে ঐ না দেবঘরে ।  
 তথা গিয়া সূখে নিজা যাহ তার কোলে ॥ ১৩৫ ॥  
 চলিলা সে বিশ্বস্তর মায়ের বচনে ।  
 নূপুরের ধ্বনি শুনি শূণ্যচরণে ॥ ১৩৬ ॥  
 বাহিরে আইলা যবে দেব-শিরোমণি ।  
 সকল দেবতা আইলা পাছে জোড়পাণি ॥ ১৩৭ ॥  
 প্রভু কহে—দেবগণ না চাহ আমারে ।  
 গাহ রাধাকৃষ্ণ-লীলা—কহিল সভারে ॥ ১৩৮ ॥  
 দেবে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম গানেতে শিশাঞা ।  
 দিলেন আনন্দে গৌরচন্দ্র যে ধরিয় ॥ ১৩৯ ॥  
 আপনি কান্দেন কান্দায়েন দেবগণে ।  
 রাধা, রাধা, গোবিন্দ, প্রভু বলিছে প্রাজ্ঞে ॥ ১৪০ ॥  
 কালিন্দী, যমুনা, বৃন্দাবন বলি ডাকে ।  
 রাধা, রাধা, বলিয়া ডাকেন মহাসুখে ॥ ১৪১ ॥

দেখিয়া পুত্রের লীলা মূর্ছা শচী হইলা ।  
 শঙ্ক শুনি জগন্নাথ অস্থিরে আইলা ॥ ১৪২ ॥  
 জগন্নাথ ডাকে—শচী কিনা ধ্বনি শুনি ।  
 উচ্চস্বরে ডাকে তরাসিত শচীরানী ॥ ১৪৩ ॥  
 বাহিরে আসিয়া দৌহে পুত্র কৈল কোলে ।  
 শূণ্য-চরণ দেখি' আপনা পাশরে ॥ ১৪৪ ॥  
 ততক্ষণে কৃষ্ণের চরিত্র মনে পড়ে ।  
 শচীদেবী কহিল যে দেখিল নিজঘরে ॥ ১৪৫ ॥  
 চারিমুখ, পাঁচমুখ-আদি যত দেবা ।  
 দিব্য-যানে আসি কৈল বালকের সেবা ॥ ১৪৬ ॥  
 প্রাজ্ঞে নাচিল পুত্র রাধাকৃষ্ণ বলি ।  
 আমিহ শুনিল স্পন্দন মনে করি ॥ ১৪৭ ॥  
 দেখিয়া তরাসে তব ঠাঞি পাঠাইল ।  
 শূণ্য-চরণে নূপুর-শব্দ শুনি ॥ ১৪৮ ॥  
 এহেন বালক দিব্য মূর্তি সৃষ্টাম ।  
 না জানি কখন কার কি হয় বিধান ॥ ১৪৯ ॥  
 সাত কণা মরি মোর এইটি ছাওয়াল ।  
 ইহার যে কিছু হৈলে—না জীব মো' আর ॥ ১৫০ ॥  
 সাত, পাঁচ নাই মোর—এই আঁখি তারা ।  
 আঙ্গুলের নড়ি যেন এই খল সারা ॥ ১৫১ ॥  
 ঘর-সরবস-দন-দেহে আত্মা তমু !  
 না রহে জীবন মোর গোরাচান্দ বিমু ॥ ১৫২ ॥  
 বিশ্ব-নিবারণ-হেতু প্রতিকার চিন্ত ।  
 বালক-মঙ্গল করু দেব আদি অন্ত ॥ ১৫৩ ॥  
 হেনমনে অনুমানে রাত্রি স্তপ্রভাতে ।  
 খেলায় শচীর স্ত বালক-সহিতে ॥ ১৫৪ ॥  
 ক্ষণে আজিনায় লুঠি ধুলায়ে ধূসর ।  
 দেখিয়া জননী বোলে বচন কাতর ॥ ১৫৫ ॥  
 সোণার পুতলী তমু বদন সূছান্দ ।  
 উপমা দিবার নারি আকাশের চান্দ ॥ ১৫৬ ॥  
 এহেন স্তম্বর গায় ধুলায়ে পড়িয়া ।  
 লুটাঞা বুলহ কেনে মায়ের মাথা খাঞা ॥ ১৫৭ ॥  
 ইহা বলি ধূলা ঝাড়ি চুম্বয়ে বদন ।  
 পুলকে পুরল অঙ্গ—অরুণ নয়ন ॥ ১৫৮ ॥

তবে আর কথো দ্বিনে শচীর নন্দন ।  
 বয়স্য় সহিতে করে বাহিরে পর্যটন ॥ ১৫৯ ॥  
 গঙ্গাতীরে তরুমূলে খেলাঞা বেড়ায় ।  
 মর্কট খেলা খেলে—একচরণে দাগুয় ॥ ১৬০ ॥  
 শুনিলেন, শচী গঙ্গাতীরে গৌরহরি ।  
 ধরিতে চলিলা শচী হাতে ছড়ি করি ॥ ১৬১ ॥  
 জানুর উপরে জানু—রহে একপদে ।  
 দেখিয়া জননী ডাকে উৎকট শব্দে ॥ ১৬২ ॥  
 মায়েরে দেখিয়া প্রভু পলাইয়া যায় ।  
 মাতিল-কুঞ্জর যেন উলটিয়া চায় ॥ ১৬৩ ॥  
 ধর ধর বলি ডাক ছাড়ে শচীরাগী ।  
 আগে আগে ধায় মোর প্রভু বিজমণি ॥ ১৬৪ ॥  
 ধরিবারে চাহে শচী ধরিতে না পারে ।  
 ধাঞা সাম্বাইল প্রভু ঘরের ভিতরে ॥ ১৬৫ ॥  
 ঘর-মধ্যে বসত ভাণ্ড ভাজন আছিল ।  
 ধর ধর করিতে সর্ব্ব আছাড়ি ভাজিলা ॥ ১৬৬ ॥  
 নাসায় অঙ্গুলি শচী দাঁড়াইয়া চাহে ।  
 হেঠ বদন করি প্রভু বিশ্বস্তর রহে ॥ ১৬৭ ॥  
 অতি বড় কম্পিত হইল লজ্জাভরে ।  
 দাঁড়াইল হেঠমুখে অশ্রু নেত্রেরে ॥ ১৬৮ ॥  
 চক্ষের উপরে যেন খঞ্জন বসিয়া ।  
 উগারয়ে গতিহার যেমন গিলিয়া ॥ ১৬৯ ॥  
 দেখি শচী গোরামুখ প্রেমে পূর্ণ হঞা ।  
 আইস কোলে করি বোলে মোর দুলালিয়া ॥  
 করে ধরি কোলে করি বোলে শচীরাগী ।  
 ঘর-সরবস যাও তোমার মিছনি ॥ ১৭১ ॥  
 এই মতে নানা লীলা করে গৌরহরি ।  
 বৃষ্ণিতে না পারে শচী পুত্রের চাতুরী ॥ ১৭২ ॥  
 লোক-বেদ অগোচর চরিত্র অপার ।  
 ঔদ্ধত্য জানিল শচী না বৃষ্ণি বেতার ॥ ১৭৩ ॥  
 স্নদৃঢ় চঞ্চল পুত্র জানিল নিমাই ।  
 দুঃখভাবে শচীদেবী সোণ্ডরে গোসাঞি ॥ ১৭৪ ॥  
 একদিন পরিণত আনি যত নারী ।  
 পুছিলেন সন্ভাকারে অনুন্নয় করি ॥ ১৭৫ ॥

কত সাধে পুত্র মোরে দিলেন গোসাঞি ।  
 ক্ষিণ্ড-মত আচরণ—বুদ্ধি কিছু নাঞি ॥ ১৭৬ ॥  
 এক করে আর বোলে—বৃষ্ণিতে না পারি ।  
 আচার পবিত্র কিছু না করে বিচারি ॥ ১৭৭ ॥  
 শুনি সন্তে কাম্বিতে লাগিলা দুঃখভরে ।  
 কোলে করি গৌরাচান্দে সন্তে মেলি পোলে ॥  
 কেনে কেনে বাপ, এত কর অমঙ্গলে ।  
 শুনি বিশ্বস্তর হৈলা অত্যন্ত চঞ্চলে ॥ ১৭৯ ॥  
 দেখি নারীগণ ব্যথা পাইল অন্তর ।  
 শচী যে কহিল তাহা দেখিল সত্তর ॥ ১৮০ ॥  
 কবে হৈতে এমন হইল পুত্র তোর ।  
 শচী বোলে—না পারি কহিতে কিছু ওর ॥ ১৮১ ॥  
 একদিন রাত্রে পুত্র ছিনু কোলে করি ।  
 আসি সব দেবতা রহিল ঘর ভরি ॥ ১৮২ ॥  
 দিব্যসিংহাসনে মোর নিগাঞি রাখিয়া ।  
 দণ্ডনৎ করে ভার্য্য চরণে পড়িয়া ॥ ১৮৩ ॥  
 জাগিয়া দেখিনু মুঞি এত চমৎকার ।  
 সেই হইতে কিবা তত্ত্ব হইল ইহার ॥ ১৮৪ ॥  
 শুনি সবে এই সত্য বলিলেন বাণী --  
 কোন দেব ইহাতে রহিল অনুমানি ॥ ১৮৫ ॥  
 সব-দেব-নামে এক যজ্ঞ আরম্ভিয়া ।  
 সব বিপ্র লঞা আইস মিশ্রেণে বলিয়া ॥ ১৮৬ ॥  
 স্বস্ত্যয়ন করি কর বালক-কল্যাণ ।  
 পূজা পাঞা দেব যেন যায় নিজস্থান ॥ ১৮৭ ॥  
 চিন্তা না করিহ শচী কহিল নিশ্চয় ।  
 পূজা পাইলে দেব ভোরে করিনে অভয় ॥ ১৮৮ ॥  
 সভারে বিদায় দিল পদধূলি লঞা ।  
 কহিলেন সব শচী মিশ্রেণে যাইয়া ॥ ১৮৯ ॥  
 শুনি মিশ্র সচিন্তিত্র দ্রব্য সব করি ।  
 যজ্ঞ করে ভ্রাক্ষণের গণকে আহরি ॥ ১৯০ ॥  
 এথা শচী গৌরচন্দ্র লঞা গঙ্গাজানে ।  
 চঞ্চল ঘটিল পুত্র—করি এই মনে ॥ ১৯১ ॥  
 শচী আগে আগে যায় বিশ্বস্তররায় ।  
 খেলিতে খেলিতে সে অশুচিদেবে যায় ॥ ১৯২ ॥

ভাস্ক ভাণ্ড পরশ করিয়া চলি যায় ।  
 দেখিয়া জন্মী দেবী করে হায় হায় ॥ ১৯৩ ॥  
 অধিক চঞ্চল পুত্র হইল আমার ।  
 স্বস্ত্যয়নের পক্ষ আর হইল বিস্তার ॥ ১৯৪ ॥  
 ছি ! ছি ! বলিয়া ডাকে--বোলে কহুন্তর ।  
 শুনিলে সদয় বাণী নোলে নিশ্চিন্তর ॥ ১৯৫ ॥  
 কি শুচি, অশুচি কিবা পক্ষ্যপক্ষ্য তত্ত্ব ।  
 না বুঝি বিচার কিছু মনয়ে জগত ॥ ১৯৬ ॥  
 বিক্রি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, আকার ।  
 জগতে যত্নেক ইহা নাহি নাহি আর ॥ ১৯৭ ॥  
 শ্রীকৃষ্ণচরণে বিদ্যু নাহি অত্র পক্ষ্য ।  
 কৃষ্ণ সর্কেশ্বরেণ্ডর--কহিল এ মক্ষ্য ॥ ১৯৮ ॥  
 ইহা শুনি শচীদেবী বিশ্বয় হইয়া ।  
 সুরনদী-স্নান কৈল গৌরাজ্ঞ কইয়া ॥ ১৯৯ ॥  
 ধরে গিয়া শচীদেবী জগদ্ধাত্তে কয় ।  
 বাবক-চরিত্র কিছু শুন মহাশয় ॥ ২০০ ॥  
 সর্বযজ্ঞনয় এই লোকের তনয় ।  
 নিশ্চয়ে জামিল--ইহা বিদ্যু বিদ্যু নয় ॥ ২০১ ॥  
 অশুচি-দেহেতে গিয়া কহে ছেন বর্জিত ।  
 না দেখিল না শুনিল নালকের কথা ॥ ২০২ ॥  
 ইহা শুনি জগদ্ধাত্ত পুত্র কোলে কৈল ।  
 চুইলে অশুচি-দেশ--সব ভাল হৈল ॥ ২০৩ ॥  
 কুলের প্রীতিগ মোর নয়নের ভার ।  
 এ দেহের অস্বাস্য তোমা নাহি নাহি মোরা ॥ ২০৪ ॥  
 ইহা বলি দেবীকে পুত্র বদন নেহাংরে ।  
 প্রেমে গরগর ভারী আপনা পাগরে ॥ ২০৫ ॥  
 অরুণ-নয়নে জন শতধারা গলে ।  
 গুলকিত সব অঙ্গ--আস-আস বোলে ॥ ২০৬ ॥  
 দৌহে দৌহা-মুখ হেরি উপজিন হাস ।  
 গৌরা-গুণ গায় স্নখে এ লোচনদাস ॥ ২০৭ ॥  
 শ্রীরাগ--দিনা ॥  
 অকি হোরে গৌরাজ্ঞ জয় জয় ॥ মূর্ত্তি ॥  
 অকি না মোর গৌরাজ্ঞ-প্রেম অমিয়া আনন্দ  
 কিনা মোর গৌরাজ্ঞ কি আরে জয় জয় ॥ ক্র ।

এইমতে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আন ।  
 বাটয়ে শরীর যেন স্নমেক স্মৃঠাম ॥ ২০৮ ॥  
 অন্তের পারা যেন বচন-মাগুরি ।  
 শুনি শচীদেবী মনে অতি কুতুহলী ॥ ২০৯ ॥  
 কথাড়লে কথা শুনিলারে চাহে রাণী ।  
 প্রভু কহে শুনিতে না পাই তোর বাণী ॥ ২১০ ॥  
 উচ্চ করি শচী ডাকে মহা কুতুহলী ।  
 শুনিতে না পাই কহে গৌরা বনমালী ॥ ২১১ ॥  
 বাৎসল্য-প্রেমেতে মুগ্ধ হেলা শচীমাতা ।  
 ক্রোধ করি ছড়ি লঞা ধায় উনমতা ॥ ২১২ ॥  
 আজি বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত ।  
 বুদ্ধকালে তুমি মোরে নাহি দিলে ভাত ॥ ২১৩ ॥  
 আর কথোদিলে সেই শচীর নন্দন ।  
 খাট করি না শুনয়ে মায়ের বচন ॥ ২১৪ ॥  
 কথিল সে শচীদেবী চাহে একজিঠে ।  
 ধাঞা পয়িবারৈ যায় ভাণে কয়ি চাটে ॥ ২১৫ ॥  
 ধাঞা নিশ্চিন্তর গেলা অশুচির স্থানে ।  
 ভাস্ক মূর্ত্তিকার ভাণ্ড বর্জয়ে যেখানে ॥ ২১৬ ॥  
 দেখিয়া জন্মী বিজ্ঞপিয়ে কয় হারি ।  
 হাঙ্গাকার করে শচী নোলে কটুবাণী ॥ ২১৭ ॥  
 অধিক নে নিশ্চিন্তর কথিল হিলায় ।  
 উপদি-উপরি ভাণ্ডে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥ ২১৮ ॥  
 কুপিত বচন শুনি করে দিগরাত ।  
 বুঝিয়া জন্মী কিছু করয়ে পীরিত ॥ ২১৯ ॥  
 আইস আইস বাপ ছাড় জুগুপ্সিত কর্ম্ম ।  
 এ নকে উচিত তোর ভ্রাজ্ঞের মক্ষ্ম ॥ ২২০ ॥  
 ভ্রাজ্ঞ-মুমার আরে কুলীনের পুত্র ।  
 শুনি কি বলিল লোকে কুৎসিত চরিত্র ॥ ২২১ ॥  
 আইস আইস বাপু স্নান কর গঙ্গাজলে ।  
 মায়ের পরাণ ফাটে চড়িয়া কোলে ॥ ২২২ ॥  
 নহে বা মরিব এই গঙ্গায় কাঁপ দিয়া ।  
 এ ঘরে ও ঘরে যেন বেড়াসি কান্দিয়া ॥ ২২৩ ॥  
 কথিত এ দশ-দাণ স্বরূপ তনু ।  
 এহেন সুন্দর গায় কালি মাখ কেনু ॥ ২২৪ ॥

অশুচি কুৎসিত স্থান ছাড় পাশু মোর ।  
 চান্দ্রের কলঙ্ক যেন গায়ে কালি তোর ॥২২৫॥  
 শুনিঞা রুশির বিশ্বস্তর গুণরাশি ।  
 বারেবারে কহৌ তোরে—তভু না বৃক্ষসি ॥২২৬॥  
 অশুচি অশুচি বসি যোনসি কুবোল ।  
 কি শুচি, অশুচি আগে রিচারহ মোর ॥ ২২৭॥  
 ইহা বলি সম্মুখে ইষ্টকা লইল হাথে ।  
 ইষ্টকা প্রহার কৈন জনমীর মাথে ॥ ২২৮ ॥  
 প্রহারে কপট মুর্ছ্য পাইলা শচীরানী ।  
 মা, মা, বলিয়া পুনঃ কায়রে আপনি ॥ ২২৯ ॥  
 কান্দনার বোন শুনি পূরনারীগণ ।  
 নিকটে যে ছিন পাঞা আইল তখন ॥ ২৩০ ॥  
 গঙ্গাজল মুখে পি না সচেতন কৈল ।  
 সংজ্ঞামাত্র 'বিশ্বস্তর' বলিয়া ডাকিল ॥ ২৩১ ॥  
 বাছ পমায়িতা শচী পুত্র কোনে কৈল ।  
 মুছিত বইয়া পুত্রিতাম পাশরিল ॥ ২৩২ ॥  
 কান্দরে যে পিতৃস্ত : জরনী দেথিয়া ।  
 তৃষ্ণি এক দিনকারী কহিল হানিয়া ॥ ২৩৩ ॥  
 চিবুকে ধরিয়া বিশ্বস্তরে বোলে বাণী :  
 নাথিকেল-ক্ষমা তই মায়ে দেহ আনি ॥ ২৩৪ ॥  
 তবে সে জীয়ায়ে শচী এই তোর মাতা ।  
 নহে না বলিল এই -শুভ মোর কথা ॥ ২৩৫ ॥  
 ইহা শুনি বিশ্বস্তর তড়িত হইলা ।  
 তখনি সুগল নারিকেল আনি দিলা ॥ ২৩৬ ॥  
 তৎকালে-গদিত-বস্ত পিঙ্ক সানানান ।  
 নারিকেল-সুগল দিল জনমীর স্থান ॥ ২৩৭ ॥  
 দেথিয়া সে নারীগণ বিশ্বয় হইল ।  
 এইক্ষণে শিশু নারিকেল কোথা পাইলা ॥২৩৮॥  
 তাহি এক দিন্য বিলাসিনী নারী আছে ।  
 লহু লহু-বোলে বিশ্বস্তরে কিছু পুছে ॥ ২৩৯ ॥  
 শিশু হঞা নারিকেল কোথা পাইলে তুমি ।  
 তোমার চরিত্র কিছু বুঝিয়াছি আমি ॥ ২৪০ ॥  
 এছন শুনিঞা বাণী বিশ্বস্তররায় ।  
 ছছকার করি' ধরে মায়ের গলায় ॥ ২৪১ ॥

সচেতন হঞা শচী পুত্র কৈল কোলে ।  
 লাখ লাখ চুম্ব দিল বদনকমলে ॥ ২৪২ ॥  
 বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন-আঁচলে ।  
 শ্রীঅক্ষমার্জ্জন কৈল সুরনদী জলে ॥ ২৪৩ ॥  
 স্নান করাইল গঙ্গাজল-অভিষেকে ।  
 অন্তর বিশ্বয় পুত্র-বদন নিয়ীখে ॥ ২৪৪ ॥  
 সমুদ্র-গন্তীর কোটি-দিনকর-ছটা ।  
 কোটি-নিশাকর তেজঃ নথ কুড়ি-গোটা ॥২৪৫॥  
 কোটি কাম যিনি রূপ—সুবলিত তমু ।  
 রঞ্জিম ভঞ্জিম আঁখি ভুরু কামধনু ॥ ২৪৬ ॥  
 সবলোকনাথ এ অননী পরকাশ ।  
 দেখিয়া জরনী পাইল অন্তরে তরাস ॥ ২৪৭ ॥  
 পুরুব-রহস্য গর্ভদারণের কালে ।  
 দেখিল দেবতা দিব্য-বানে সেই বেলে ॥ ২৪৮ ॥  
 আর যত বালক চরিতে যে যে কৈল ।  
 এখম সকল সেই স্মরণ হইল ॥ ২৪৯ ॥  
 বিশ্বয় জানিল জ্যোতির্ময় সনাতন ।  
 নির্দোষ, নিরঞ্জন, নিরাকার, নারায়ণ ॥ ২৫০ ॥  
 সর্বগয়, সর্বশক্তিধর, আত্মারাম ।  
 যোগীভ্রমণের ইহৌ ধ্যান অনুপম ॥২৫১॥  
 মোর ভাগ্য গণিবারে নারে কোন জন ।  
 ব্রহ্মা-মহেশ্বর-আদি যত দেবগণ ॥ ২৫২ ॥  
 সবর আরাধ্য এই আমার তনয় ।  
 বলিতে বলিতে কোলে কৈল গৌররায় ॥২৫৩॥  
 যেই-মাত্র শচী কোলে কৈল গৌরহরি ।  
 পুত্রভাবে শচীদেবী ঐশ্বর্য্য পাশরি ॥ ২৫৪ ॥  
 ঘরেই পাইলা শচী বিশ্বয় হইয়া ।  
 কোন্ দেব আনির্ভাব হৈল পুত্র দিয়া ॥ ২৫৫ ॥  
 এত চিন্তি রক্ষা বাঞ্চে অঙ্গে হাথ দিয়া ।  
 জনার্দন, হ্রষীকেশ, গোবিন্দ বলিয়া ॥ ২৫৬ ॥  
 শিরঃ তোর রক্ষা করু চক্রে স্মদর্শন ।  
 চক্ষু, নাসিকা, মূণ রাখুক নারায়ণ ॥ ২৫৭ ॥  
 বক্ষঃ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর ।  
 ভুজ তোর রক্ষা করু দেব গিরিধর ॥ ২৫৮ ॥





সবে এক হঞা, খেল ইহা লঞা,  
খাকিবে ঘরে আমার ॥ ২৮৫ ॥  
ইহা বলি সেই, ঋন-সুত লই, ৬  
চলিলা অপন-ঘরে ।  
নিজ ঘরে গিয়া, গলে দড়ি দিয়া,  
বান্ধিল পিণ্ডার উপরে ॥ ২৮৬ ॥  
হেন-কালে এথা, বিশ্বস্তর-মাতা,  
সমাদিয়া গৃহকাজ ।  
স্নান করিবারে, বচল নিধু, ৬  
পুরনারী ৫, ২৮৭ ॥  
তবে বিশ্বস্তর, পাঞা শূণ্য ঘর,  
ঋনের শাবক লঞা ।  
বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,  
ধূমায় ধূমর হঞা ॥ ২৮৮ ॥  
খেলিতে খেলিতে, বালক-সহিতে,  
দৌহে উপজিল দ্বন্দ্ব ।  
তবে গৌরহরি, একে পুরস্করি,  
আরেরে বলিল মন্দ ॥ ২৮৯ ॥  
নিভি-নিভি আনি, কলহ করসি,  
স্বভাব কেমন তোর ।  
হেন বুঝি তোর, চরিত্র আচার,  
ঋনের শাবক চোর ॥ ২৯০ ॥  
সেই সেই কালে, কুমিয়া অন্তরে,  
বাহিরে চলিল ধাঞা ।  
শচীর সম্মুখে, কহে বড়-ডাকে,  
কোপে গদগদ হঞা ॥ ২৯১ ॥  
শুন শুন আরে, তোর বিশ্বস্তরে,  
ঋনের শাবক লঞা ।  
ক্ষণে কোলে করে, ক্ষণে গলে ধরে,  
আপনে দেখে নাসিয়া ॥ ২৯২ ॥  
শুনি শচীরাগী, বালকের বাণী,  
সত্বরে আইল ঘরে ।  
দেখি পরভেখা, ঋনের শাবক,  
বিশ্বস্তর কোলে করে ॥ ২৯৩ ॥

শিরে কর হানি, নোলে জমনী,  
না জানি কি তোর লীলা ।  
সকল থাকিতে, অতি বিপরীতে,  
কুকুর-ছা লঞা খেল ॥ ২৯৪ ॥  
জনক তোহারি, অতি ধর্মচারী,  
তাহার তনয় তুমি ।  
কি বলিবে লোকে, ঋনের শাবকে,  
খেলাহ কি সুখ মানি ॥ ২৯৫ ॥  
ব্রাহ্মণকুমার, হেনই আচার,  
কিছুই নহিল তোর ।  
ইহা যে শুনিব, কে ভাল বলিব,  
এ গেল ছদয়ে মোর ॥ ২৯৬ ॥  
এহেন সুন্দর, মুরতি তোহার,  
পূনা মাখ কিনা সুখে ।  
বলিতে বচন, নামাহ বদন,  
আগি লাগু মোর মুখে ॥ ২৯৭ ॥  
কত চাঁদ জিনি, তোর মুখখানি,  
এ থির-বিজুরি অঙ্গ ।  
বেশ নাহি চায়, পূনা মাখ গায়,  
অনম-বালক মঙ্গ ॥ ২৯৮ ॥  
ক্রোধে শচীদেবী, দন্তে ওঠে চাপি,  
বালকেরে দেই গালি ।  
নিজঘরে যাহ, কুকুর-ছা লহ,  
মা-বাপেরে দেহ ডালি ॥ ২৯৯ ॥  
ইহা বলি সেই, পুত্র-মুখ চাই,  
ডাকেয়ে আনন্দে ভোরা ।  
আইস আইস বাপ, কোলে আসি চাপ,  
বদন চুষুই তোরা ॥ ৩০০ ॥  
ঋনের শাবক, এড়ি দেহ বাপ,  
স্নান কর গজাজলে ।  
বেলি ছুই-পহর, ফুনা মাছি তোর,  
কত ছুখ দেহ মোরে ॥ ৩০১ ॥  
নহে ঋন-সুত, বান্ধি রাখ পুত,  
স্নান করিবারে যাহ ।

বিকালে খেলিহ, কুকুর-ছা মিহ,  
এখনে ত কিছু খাই ॥ ৩০২ ॥  
এ মুখ মলিন, সোণার মলিন,  
আঙুপে যেন মৈলান।  
নাসিকার আগে, ঘর্ষবিন্দু জাগে,  
দেখিতে বিদরে প্রাণ ॥ ৩০৩ ॥  
মায়ের উদ্ভর, শুনি বিশ্বস্তর,  
হাসি' উঠি' বলে বধী।  
মোর ঋণ-সুত, জাগি যায় কথু,  
তবে জানিবে আপনি ॥ ৩০৪ ॥  
ইহা বলি হরি, মায়ের গলা পরি,  
স্নান করিবারে যায়।  
এ ধূলি ঝাড়িয়া, বদন মুছিয়া,  
গন্ধ-তৈল দিল গায় ॥ ৩০৫ ॥  
স্নান করিবারে, যায় গঙ্গাতীরে,  
বয়স করিয়া সজে।  
সুরনদীজলে, অতি সুজুহলে,  
জলক্রীড়া করে রঙ্গে ॥ ৩০৬ ॥  
সভে সভা-অঙ্গে, জল দেই রঙ্গে,  
মাড়িল কুঞ্জর যেন।  
গোরার এ ভঙ্গু, সুরেরুক জগু,  
অটল অশুভ হেন ॥ ৩০৭ ॥  
এথা শচীদেবী, মনে অনুষ্ঠনি,  
ঋণের ছা এড়ি লিল।  
নিজমাতা পাঞা, সজে গেল পাঞা,  
না জানি কোথারে গেল ॥ ৩০৮ ॥  
সেইখানে এক, আছিল বালক,  
পাঞা গেল গঙ্গাকুলে।  
শুন নিশস্তর, জমলী ভোমার,  
বান-সুত এড়ি লিলে ॥ ৩০৯ ॥  
বালক-বচন, শুনিঞা তখন,  
সহরে আইলা পাঞা।  
যেখানে থাকিত, সেই বান-সুত,  
সেখানে দেখিল গিয়া ॥ ৩১০ ॥

চারি-পানে চাহি, বান-শিশু নাহি,  
অস্তর জলিল কোপে।  
কান্দে উভরায়, গালি দেই মায়,  
ধানের শাবক-শোক ॥ ৩১১ ॥  
শুন অবোধিনি, কি কৈলি জমনি,  
এ দুঃখ দেওলি মোরে।  
পরমসুন্দর, বান-শিশুবর,  
কেমনে দিলি কাহারে ॥ ৩১২ ॥  
বোলে শচীরাগী, আমি ত না জানি,  
ঋণের দৈখি পুত্র।  
এইখানে ছিল, কে না কতি নিল,  
কেমন বালক চোর ॥ ৩১৩ ॥  
কোন্ প্রয়োজনে, করহ ক্রন্দনে,  
কুকুর শাবক-মাগি।  
করিয়া যতন, চাহি বনে-বন,  
কালি দিন আদি মাগি ॥ ৩১৪ ॥  
করহ অবধি, আপন অপখি,  
করিয়া বোল যা হোরে।  
ধানের শাবকে, আমি দিব তোকে,  
না কান্দ না কান্দ আরে ॥ ৩১৫ ॥  
এতেক বলিয়া, বরান মুছিয়া,  
পুত্র কোলে করি নিল।  
শ্রীমুখ চাহিয়া, হরষিত হঞা,  
লাখ লাখ চুম্ব দিল ॥ ৩১৬ ॥  
অঙ্গের মার্জনা, করি স্ফটপনা,  
স্নান বৈল গঙ্গাজলে।  
সন্দেশ মোদক, ফীর কদলক,  
ভক্ষণ করিল ভাল ॥ ৩১৭ ॥  
তিন খুটি মাগে, পাঁচ খুপী তাথে,  
একত্র করিয়া বান্ধি।  
নয়ানে কাজর, সুরেখা উজর,  
দিঠি এ জগত রঞ্জি ॥ ৩১৮ ॥  
রক্তপ্রান্ত দড়া, কটি দিয়া বেড়া,  
প্রপদ-অঞ্চল দোলে।

## আদিখণ্ড

মুকুতার হার, হিয়ার উপর,  
চন্দন-তিলক ভালে ॥ ৩১৯ ॥  
অক্ষয় কঙ্কণ, অমূল্য রতন,  
চরণে মগরা খাড়ু ।  
বালকের ঠায়, খেলিবারে যায়,  
হাতে করি ক্ষীর লাড়ু ॥ ৩২০ ॥  
গমন সুন্দর, জিনিঞা কুঞ্জর,  
বচন গভীর মধু ।  
বালকের মাঝে, গোরা দ্বিজরাজে,  
তারায়ে নেড়ল নিধু ॥ ৩২১ ॥  
ঐছন লীলায়, ঠাকুর খেলায়,  
দেবতা দেখিয়া হাসে ।  
মার্জ্জার, কুকুর, পরশে ঠাকুর,  
কৌতুক লোচনদাসে ॥ ৩২২ ॥  
গৌরাজ পরশে কুকুর ভাগ্যানান্ ।  
সভান ছাড়িয়া তার হইল দিব্যজ্ঞান ॥ ৩২৩ ॥  
রাধাকৃষ্ণ, গোবিন্দ বলিয়া ডাকে নাচে ।  
নদিয়ার লোক দেখি সব ধায় পাছে ॥ ৩২৪ ॥  
কুকুরের আবেশ এমন সবে দেখি ।  
পুলকিত সব অঙ্গ—অশ্রুমায়া আঁখি ॥ ৩২৫ ॥  
আচম্বিতে শাল-দেহ ছাড়ি ভাগ্যানান্ ।  
কৃষ্ণলোক হৈঞা করে গোলোকে পয়ান ॥  
আচম্বিতে দিব্য এক রথ যে আসিয়া ।  
আকাশের পথে যায় তাহারে লইয়া ॥ ৩২৬ ॥  
সুন্দরের রথ চাকর সহঅশিখর ।  
মণি-মুকুতার ঝারা করে বলমল ॥ ৩২৭ ॥  
লক্ষ লক্ষ ঘণ্টাপলি হইছে তাহাতে ।  
কাঙ্ক্ষ-করতাল তাথে বাজে যুখে যুখে ॥  
শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনি, হরিধ্বনি শুনি ।  
গন্ধর্ব্ব-কিনর গায় রাধাকৃষ্ণ-বাণী ॥ ৩২৮ ॥  
ধ্বজপতাকা সব উড়ে রথোপরে ।  
সূর্যের মণ্ডল ঢাকে—কিরণ উজ্বরে ॥ ৩২৯ ॥  
রথ-মধ্যস্থানে বসি রত্নসিংহাসনে ।  
কমনীয়-কান্তি তেঁহো অতি মনোরমে ॥ ৩৩০ ॥

দিব্য আভরণ তার অঙ্গে অঙ্গে সাজে ।  
কোটি কোটি মদন মৃচ্ছিত হয় লাজে ॥ ৩৩১ ॥  
পরমশীতল হৈল কোটিচন্দ্র জিনি ।  
রাধাকৃষ্ণ, গৌরাজ বলিয়া করে ধ্বনি ॥ ৩৩২ ॥  
সিদ্ধগণ সতে আসি চামর করিয়া ।  
চলিলা গোলোক পথে তাহারে লইয়া ॥ ৩৩৩ ॥  
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি সবে কর জুড়ি ।  
গৌরাজ-মহিমা গান সবে রথ বেড়ি ॥ ৩৩৪ ॥  
জয় জয় কৃপাসিকু শচীর নন্দন ।  
এমন করুণা প্রভু না কৈল কখন ॥ ৩৩৫ ॥  
কুকুর উদ্ধার করি গোলোকে পাঠায় ।  
দিব্য দেহ হেন কভু কেহো নাহি পায় ॥ ৩৩৬ ॥  
জয় জয় অগতির গতি গৌরহরি ।  
জয় জয় অবতার সভার উপরি ॥ ৩৩৭ ॥  
তোর করুণায় কলি-জীব নিস্তারিব ।  
আর কিনা লীলা তোর অলৌকিক হব ॥ ৩৩৮ ॥  
মোরা-সব দেব কবে হ'ব ভাগ্যানান্ ।  
পাইব তোমার পদ-প্রসাদ প্রদান ॥ ৩৩৯ ॥  
কুকুর তরিয়া যায় তোমার পরশে ।  
এমন করুণা কভু নাহি জমীকেশে ! ৩৪০ ॥  
কবে মোরা হইব এমন ভাগ্যভাগী ।  
কুকুরে কৃতার্থ কৈলে—তাই মোর মাগি ॥ ৩৪১ ॥  
নমো নমঃ অদোষ-দরশী গৌররায় ।  
নমো নমঃ তোমার সুন্দর ছুই পায় ॥ ৩৪২ ॥  
অনুপ্রজি হৈনরূপে সব দেবগণ ।  
কবে মোরা পাব গৌরচন্দ্রের চরণ ॥ ৩৪৩ ॥  
এথা গোলোকেরে আইলা মহাভাগ্যানান্ ।  
গৌরাজের লীলা অল্পব্রত তথা গান ॥ ৩৪৪ ॥  
হেন অদভূত গৌরাটাদের প্রকাশ ।  
আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস ॥ ৩৪৫ ॥

এথা শচীদেবী, মনে অনুভাবি,  
যতীব্রত করিবারে

পুরনারী যত,                      সভে করি ব্রত,  
 গিয়া দটরক্ষ-তলে ॥ ৩৫৮ ॥  
 নৈবেদ্যের সজ্জ,                      করিয়া স্নসজ্জ,  
 আঁচলে ঢাকিয়া লগ্গা।  
 ব্রত করিবারে,                      যায় বটতলে,  
 অতি হরষিত হঞা ॥ ৩৫৯ ॥  
 হেনই সময়,                      দিগন্তররায়,  
 গেলিতে খেলিতে পথে।  
 জননী দেখিয়া,                      আইলা পাইয়া,  
 কি লইয়া যাহ হাতে ॥ ৩৬০ ॥  
 বাহু পসারিয়া,                      পথ আঙুলিয়া,  
 জননী রাখিতে চায়।  
 কি কি বলি যায়,                      পরিবারে চায়,  
 আখটি করিয়া মায় ॥ ৩৬১ ॥  
 দেন-আরাধনে,                      করিয়া বতনে,  
 লইয়া নৈবেদ্যখানি।  
 দক্ষী পূজিবারে,                      মাই বটতলে  
 এইখানে খেলকু তুমি ॥ ৩৬২ ॥  
 আসিবার বেলে,                      সন্দেশ কদলে,  
 আনি দেন শুভ নাপ।  
 দেবতা পূজিব,                      এ বর মাগিব,  
 ঘুচিল অমল তাপ ॥ ৩৬৩ ॥  
 যেতক উত্তর,                      জননী অন্তর,  
 জানিঞা শ্রীদিগন্তর।  
 কহে লক্ষ্মণবানী,                      অমিয়া লবনী  
 মুখে গিলাইছে তার ॥ ৩৬৪ ॥  
 এই মনে ভোরে,                      নোলোঁ দারে দারে,  
 না বুঝসি অনোপিনি।  
 ক্ষমায়ে আমার,                      পোড়য়ে অন্তর,  
 নৈবেদ্য খাইল আমি ॥ ৩৬৫ ॥  
 ইহা বলি ধরি,                      সেই গোরহরি,  
 নৈবেদ্য ভরিল মুখে।  
 দেসিকা জননী,                      হাহাকার-বানী,  
 অন্তর জ্বলিল দুঃখে ॥ ৩৬৬ ॥

দেবতার জব্য,                      ঘৃত মধু গব্য,  
 দিগন্তর খাইল দেখি।  
 শচীর অন্তরে,                      ধক্ ধক্ করে,  
 কোপে ছলছল আঁখি ॥ ৩৬৭ ॥  
 অবোধিয়া পুত,                      বুঝাইব কত,  
 দেবতা না মান তুমি।  
 ব্রাহ্মণ-কুমার,                      হঞা ছুরাচার,  
 এ দুঃখে মরিব আমি ॥ ৩৬৮ ॥  
 শুনি গোরমণি,                      জননীর বানী,  
 অন্তর জ্বলিল কোপে।  
 কহিল সে সব,                      না বুঝসি তব,  
 কুবোল নোলসি মোকে ॥ ৩৬৯ ॥  
 শুন অনোপিনি,                      আমি সব জানি,  
 আমি তিনলোক-সার।  
 জগতে যতোক,                      আমি মাত্র এক,  
 ত্রিভুবনে নাহি আর ॥ ৩৭০ ॥  
 তরুণ্মনে যেন,                      জন-নিষেচন,  
 উপরে সিদ্ধিত শাখা।  
 শ্রী-নিষেদণ,                      ইন্দিব ঐষেচন,  
 এইচন আমার লেখা ॥ ৩৭১ ॥  
 তখনই প্রমথপ্রদানেন ( ৩৬৩ )  
 "স্বপ্ন" শব্দে নিষেচনেন  
 রূপান্তর তৎকালকৃত্যপাশাং  
 প্রাণোপগম চ বধোক্রিয়াং  
 তথৈব সন্ধ্যাতনমৃত্যুতেজ্যাং হী হা ॥ ৩৭১ ॥  
 অন্নশা ( বধা ) বাদশং ( তরোঃ ) বৃক্ষশ ( বৃক্ষ-  
 নিষেচনেন ) সমপ্রদেশ জমপ্রদানেন ( তৎকালকৃত্যপ-  
 শাখাং ) তস্য বধ্যং কুলোপবিদ্যপ্রধানভাগং বিজাঃ স্বমশাং  
 উপশাখাং শাখাতঃ জাহাঃ ক্রমহস্ততঃশাখাশং ( বাদ্যাদীকপি  
 উপযজ্ঞান্তে ) রূপান্তরং তৃষ্ণং ( বাদ্যং ) মুখং বিহার পদাদিবু  
 পথবারসেচনেন ( ন কথ্যং ) তৃষ্ণাবাং ( ভাবঃ ) প্রাণোপ-  
 গমঃ ( প্রাণোভ্যঃ আহারাদিপ্রদানেন ) চ বধা ( বধ্যং )  
 ইন্দিবানং ( নেত্রাদিবাদ্যানাং তথা মন আদ্যাস্তরাণাং  
 রূপান্তরং হীত শেখঃ ) তথৈব ( হাঃগে ) অচ্যাতেন

(ঐরুক্ষার্থনং) সর্কার্হণম্ (সর্কদেবপূজনং ভবতি,  
কবধং অচ্যুতপূজনে সর্কদেবাদীনাম্ অক্ষয়া তৃপ্তিকং-  
পদান্তে উতাপঃ) ॥ ৩৭১ ॥

অম্বুবাদ । বৃক্ষের মূল প্রদেশে জমসেচন করিলে  
যেমন তাহার স্কন্ধ, শাখা ও প্রশাখাদির পূর্ণ তৃপ্তি হইয়া  
পাকে এবং গ্রাণে খাত্তাদি উপহার দ্বারা যেরূপ সকল  
বান্দন্য তৃপ্তিভাভ করে, সেইরূপ এ মায়া অচ্যুতের পূজনেই  
নির্দিষ্ট দেবাদের পূজা হইয়া থাকে ॥ ৩৭১ ॥

ইহা বলি হরি, করিয়া চাতুরী,  
মায়ের গলায় ধরে ।

শর্টার হৃদয়, অতি সবিস্ময়,  
গেলা যজ্ঞী পূজিবারে ॥ ৩৭২ ॥

সেই যজ্ঞীদেবী, নছবিধ সেবি,  
বোলয়ে কাতরবাণী ।

আমার ছাওয়াল, বড়ই পামাল,  
এ দোষ ক্ষেমিনে অংপনি ॥ ৩৭৩ ॥

তুমি দিলে মোরে, এ খেপা কোঙরে,  
কেমনে লইবে দোষ ।

করিলে কল্যাণ, এ মোর নন্দন,  
না করিব কিছু রোষ ॥ ৩৭৪ ॥

সাত, পাঁচ নাই, এ ধন নিমাই,  
দিলে গো করুণা করি ।

বিল নাহি হয়, এ মোর তনয়,  
এ বালক দেবি তোরি ॥ ৩৭৫ ॥

এতেক বলিয়া, চরণে পড়িয়া,  
যত বন্ধ নারীগণে ।

বলিয়ে বিনতি, করিএ প্রশতি,  
আশীর্বাদ কর মনে ॥ ৩৭৬ ॥

চরণের ধূলি, দেহ নিজ বলি,  
মোর বিশ্বস্তর-শিরে

এ মোর ছাওয়াল, বড়ই চঞ্চল,  
বুদ্ধি হয় যেন স্থিরে ॥ ৩৭৭ ॥

দস্তে ভূণ ধরি, বোলে শর্টারাগী,  
সবার চরণ সেবি ।

সভে দেহ বর, মোর বিশ্বস্তর,  
পুত্র হউ চিরজীবী ॥ ৩৭৮ ॥

যজ্ঞীপূজা করি, পুত্র-করে ধরি,  
ঘরেরে চলিলা দেবী ।

জগন্নাথ-মনে, করে অনুমানে,  
মনে অল্পভব ভাবি ॥ ৩৭৯ ॥

কি কহিব আর, সর্কদেব-সার,  
পৃথিবীতে পরকাশ ।

বালকের সঙ্গে, খেলে নানারঙ্গে,  
কহয়ে লোচনদাস ॥ ৩৮০ ॥

বর্ষাভি বাগ-দীপ চন্দ ॥

তবে আর কথোদিনে, সেই শর্টানন্দনে,  
ধূলায় খেলায় রাজপথে ।

এ ধূলি ধূসর, হেমগিরি কলেরন,  
অনুগত বয়স্ম সহিতে ॥ ৩৮১ ॥

শিশু শিশু ধূলা খেলি, ক্ষণে হয় গালাগালি,  
ধূলা-রণে অজ দিগনাস ।

সমান সে বয়ঃক্রম, সভে মেলি একমর্দ,  
যস্মিন্দু খেলায় আয়াস ॥ ৩৮২ ॥

সভে মেলি খেলা খেলে, গুপ্তবেদা হেনকালে,  
সেই পথে আইলা আচম্বিত ।

তার বত নিজ জন, সঙ্গে করে গমন,  
জ্ঞানপথে বিচারে পণ্ডিত ॥ ৩৮৩ ॥

তার সনে অনুমানে, যোগশাস্ত্র বাখানে,  
কর-শিরঃ করিয়া চালন ।

দেখি বিশ্বস্তররায়, তার পাছে পাছে পায়,  
অনুসরি গমন-বচন ॥ ৩৮৪ ॥

দেখি বৈষ্ণু মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হেরি,  
পুনঃ করে যোগেশ্বর-বাথান ।

সেইমতে বিশ্বস্তরে, যোগের বাথান করে,  
যেন হাথ তেন মুখপান ॥ ৩৮৫ ॥

এইমনে বেরি বেরি, পরিহাসে গৌরহরি,  
শিশুগণ সংহতি করিয়া ।

দেখিয়া মুরারি বৈষ্ণব, নিজ আচরণে গছ,  
কুবচন কহিল রুবিয়া ॥ ৩৮৬ ॥

এছারে কে বোলে ভাল, দেখিল ত ছাওয়াল,  
মিশ্র-পুরন্দর স্মৃত এই ।

সর্বত্র শুনিএ কথা, ইহার সে গুণগাথা,  
ভাল নাম ইহার নিমাই ॥ ৩৮৭ ॥

এছন শুনিয়া বাণী, রুবিলা সে গৌরহরি,  
অনুগত রূপার কারণে ।

ক্রকৃটি বয়ন করি, বোলে বাক্‌চাতুরী,  
জানাইন ভোজনের ক্ষণে ॥ ৩৮৮ ॥

শুনি দিশম্বরবাণী, মুরারি সে মনে গুণি,  
ঘর গেলা নিশ্চিত-হিয়ায় ।

গৃহকার্য্য ব্যারত, পাশরিল আনচিত্তে,  
ইহল সে ভোজন সময় ॥ ৩৮৯ ॥

এথা দিশম্বর হরি, অঙ্গের স্নবেশ করি,  
কটিতে টানিএগা পিঙ্কে ধড়া ।

শিরে শোভে তিন ব্যুটি, গলায়ে সে রত্নকাঁঠা,  
বর্ণনগ মুকুতা দুবেটা ॥ ৩৯০ ॥

নয়ানে কাজরবেণা, পাঁচুপী নাক্কে শিখা,  
বলমল হেম-অলঙ্কার ।

চরণে মগরা খাড়ু, হাথে করি ক্ষীরলাড়ু,  
চলিলা ঠাকুর দিশম্বর ॥ ৩৯১ ॥

মুরারি গুপ্তের ঘরে, গেলা নিজ অভ্যন্তরে,  
ভোজন করিছে বৈষ্ণবাজ ।

মেঘগম্ভীর-নাদে, নিজমনি-পরসাদে,  
'মুরারি' বলিয়া দিলা ডাক ॥ ৩৯২ ॥

অর শুনি স্মারিল, দিশম্বর যে বলিল,  
গুপ্তবেণা চমকিত চিত ।

তবে সেই গৌরহরি, কি কর কি কর বলি,  
সেইখানে ইহল উপনীত ॥ ৩৯৩ ॥

হরস্ত না হও তুমি, এইখানে আছি আমি,  
ভোজন করহ বাণী দৈল ।

মধ্যভোজন-বেলা, দীরে দীরে নিয়ড়ে গেলা,  
থাল ভরি মৃত মূতিল ॥ ৩৯৪ ॥

কি কি বলি ছি ! ছি ! করি, উঠিলা সে মুরারি,  
করতালি দিয়া বোলে গোরা ।

কর শির নাড়িয়া, ভক্তিপথ ছাড়িয়া,  
যোগ বলে এই অভিপারা ॥ ৩৯৫ ॥

জ্ঞান-কর্ম্ম উপেখিয়া, কৃষ্ণ ভজ মন দিয়া,  
রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ ।

ভৌতিকে ভাহার দৃষ্টি, এ নহে ভজমপুষ্টি,  
নাহি বৃদ্ধ বুদ্ধি অতি মন্দ ॥ ৩৯৬ ॥

পরম দয়ালু হরি, তেঁহো সর্বশক্তিধারী,  
জীবেতে সম্ভবে ইকি কথা ।

তেঁহো ব্রহ্ম সনাতন, গোপীর জীবনধন,  
না ভজিয়া কেনে দেহ ব্যথা ॥ ৩৯৭ ॥

ইহা বলি গোরাগণি, কতি গেলা নাহি জানি,  
মুরারি দেখিতে নাহি পায় ।

মনে-মনে অনুমান, এই কভু নহে আন,  
সত্য পঁছ' শচীর তনয় ॥ ৩৯৮ ॥

এত অনুমান করি তবে সেই মুরারি,  
আস্তে বাস্তে চলিলা সত্তর ।

চলিতে না পারে পথে, অতি আনন্দিতচিত্তে,  
গেলা যথা মিশ্র পুরন্দর ॥ ৩৯৯ ॥

এথা শচী-জগন্নাথ মেলি, পুত্রের দুলাল করি,  
তুমি মোর সরস ধন ।

যেখানে সেখানে যাই, যথা যে বা দুঃখ পাই,  
দেখি পাশরিয়ে চান্দবদন ॥ ৪০০ ॥

ইহা বলি দৌহে মেলি, দুইগালে চুম্ব দেই,  
কোলে করিবারে টানাটানি ।

হেনকালে মুরারি, সেইখানে বরাবরি,  
আনন্দে না নিঃসরয়ে বাণী ॥ ৪০১ ॥

দেখিয়া তরস্ত হৈয়া, শচী-জগন্নাথ গিয়া,  
বৈদ্যেরে করিল অভ্যুত্থান ।

কারে কিছু না বলিল, আর সব পাশরিল,  
দেখি গোরাটাদের বয়ান ॥ ৪০২ ॥

পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক বা,  
ধারা বহে নয়ানের জলে ।

অরুণ-বরণ জাঁখি, ঐ সে প্রেমার সাক্ষী,  
 গদগদ আধ-আধ বোলে ॥ ৩৯৩ ॥  
 খির দাঁড়াইতে নারে, পড়িয়া চরণতলে,  
 পুনঃ পুনঃ করে পরণাম ।  
 দেখিয়া সে বিশ্বস্তর, মায়ের কোল-ভিতর,  
 প্রবেশিল যেনক অজান ॥ ৩৯৪ ॥  
 শচী-জগন্নাথ নোলে, অহহ! কি কৈলে কৈলে,  
 তোরে দেখি দেবতাসমান  
 আশীর্বাদযোগ্য তোরি, এ অতি বালক মোরি,  
 কি করিলে বড় অবিধান ॥ ৩৯৫ ॥  
 তোরে বলি শূদ্রস্থনি, সম্বললোকে নাপানি,  
 মোর বালকে কি কৈলে অপরাধ ।  
 মো দিয়া যে হয় হউ, বাচু শিশু-পরমাউ,  
 চিরাউ বলি' দেহ আশীর্বাদ ॥ ৩৯৬ ॥  
 ইহা বলি হাতে ধরি, প্রগতি বিনতি করি,  
 শচী তার মিশ্র পুরন্দর ।  
 হাসি' পৈল মুরারি, এনা পুত্র তোহারি,  
 দেন-দেন-দেব বিশ্বস্তর ॥ ৩৯৭ ॥  
 বালক লালিছ কাছে, ইহা ত জানিবে পাছে,  
 তোর সম নাহি ভাগ্যবান ।  
 সম্বর রাখিহ মনে, এই মোর বচনে,  
 বিশ্বস্তর সেই ভগবান ॥ ৩৯৮ ॥  
 ইহা বলি গুপ্তবেশা, না করিল আন-চর্চা,  
 চলি গেলা ছন্দ সত্বর ।  
 আনন্দে ভরল হিয়া, গোরাপদ দেখিয়া,  
 গেলা যথা আচার্যের ঘর ॥ ৩৯৯ ॥  
 অদ্বৈত-আচার্য নাম, সেই সর্বগুণধাম,  
 সেই সর্বজন শিক্ষাগুরু ।  
 পড়িয়া চরণতলে, মুরারি বিনতি করে,  
 তুমি সর্বভক্ত কল্পতরু ॥ ৪০০ ॥  
 দেখিলাঙ অদভুত, মিশ্র-পুরন্দর-সুত,  
 নিমাই পণ্ডিত বিশ্বস্তর ।  
 বাল্যক্রীড়া করে রঙ্গে, সকল শিশুর সঙ্গে,  
 চরিত্র দেখিলু লোকান্তর ॥ ৪০১ ॥

ইহা শুনি দ্বিজমণি, লুক্কান্ন করে ধ্বনি,  
 পুলকে-ভরল সব অঙ্গ ।  
 রহস্য-রহস্য এই, তোমারে নিভুতে কই,  
 সেই ব্রহ্ম রসিক শ্রীঅঙ্গ ॥ ৪০২ ॥  
 ইহা বলি' কোলাকুলি, দুজনে আনন্দে তুলি,  
 বেকত না করে বিশোয়াস ।  
 অখিল-ভুবনপতি, রূপায়ে আইলা ক্ষিতি,  
 গুণগায় এ লোচনদাস ॥ ৪০৩ ॥

শ্রীকামিনি রাগ—দিশা ॥

হরি হরি বোল চারিদিগু ভরি শুনি ।  
 হাতে তালি জয় জয় নাচে দ্বিজমণি ॥ ৪০৪ ॥  
 বয়স্ক বালক মন করি একমেলা ।  
 হরিগুণ-কীর্তন ভাল পাতিয়াছে খেলা ॥ ৪০৫ ॥  
 চৌদিকে বালক বেঢ়ি হরিহরি বোলে ।  
 আনন্দে নিভোর প্রভু ভূমে গড়ি বুলে ॥ ৪০৬ ॥  
 বোল বোল বলি ডাকে মেঘগভীর-স্বরে ।  
 আইস আইস বলিয়া বালক কোলে করে ॥  
 শ্রীঅঙ্গ পরশে বালক পাশরে আপনা ।  
 ফাঁফরে পড়িয়া দেখি বালকের কাঁদনা ॥ ৪০৮ ॥  
 আপাদমস্তকে পুলক অশ্রুধারা গলে ।  
 করতালি দিয়া বালক হরিহরি বলে ॥ ৪০৯ ॥  
 চৌদিকে বালক বেঢ়ি মাঝে গোরাসিংহ ।  
 মধুময়-কমলে যেন বেষ্টিত মত্ত ভূঙ্গ ॥ ৪১০ ॥  
 হেনকালে সেইপথে দুই চারি পণ্ডিত ।  
 বিশ্বস্তর খেলেন দেখিল আচম্বিত ॥ ৪১১ ॥  
 অপরূপ দেখি গোরা বালকের খেলা ।  
 বনফুল গাঁথিয়া সম্ভার গলে মালা ॥ ৪১২ ॥  
 হরিহরি বলে মুখে—করে করতালি ।  
 আনন্দে নাচিয়া বুলে মাঝে গোরাহরি ॥ ৪১৩ ॥  
 আপনা পাশরি পণ্ডিত সব পাইল মেলে ।  
 করতালি দিয়া তারা হরিহরি বলে ॥ ৪১৪ ॥  
 যে যায় যায় পথে—দেখি হয় ভোলা ।  
 কাঁখেতে কলসী করি চাহে নারীগুলো ॥ ৪১৫ ॥



হরি-হরি বোল শুনি জয়-জয় নাদ ।  
 শুনিঞা ধাইল কেহো দেখিবারে সাধ ॥৪১৬॥  
 এ বোল শুনিঞা শচী আইল । আচম্বিতে ।  
 দেখিল—আপন পুত্র নিমাই আনুপগুিতে ॥  
 পুত্র, পুত্র, বলি শচী নিমাই কৈল কোলে ।  
 সভারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুরবাণী বলে ॥ ৪১৮ ॥  
 এমত বেভার সুখ পগুিত-সভায় ।  
 পর-পুত্র পীগল করি উন্নত নাচায় ॥ ৪১৯ ॥  
 ককেশ-কথায় সভার হইল চেতন ।  
 কি কৈল কি কৈল বলি গণে মনে মন ॥ ৪২০ ॥  
 বিশ্বস্তরে লঞা গেল। বিশ্বস্তরের মাতা ।  
 আনন্দে লোচন কহে গোরাক্ষণগাথা ॥ ৪২১ ॥

সিদ্ধহা—বাগ ।

অকলঙ্ক কলানিধি উদয় নদিয়া ॥ ৩৫ ॥  
 এইখানে এক কথা কহিব এখন ।  
 মুরারিতে দামোদরে যে হৈল কথন ॥ ৪২২ ॥  
 মুরারিকে পুছিল পগুিত দামোদর ।  
 এক নিবেদঙ চির বেদনা অন্তর ॥ ৪২৩ ॥  
 কহ কহ গুণবৈঝা পুছো তোর ঠাঞি ।  
 কতি গেল। বিশ্বরূপ—ঠাকুরের ভাই ॥ ৪২৪ ॥  
 ভাহার চরিত্র কিছু পুছো মো সাদরে ।  
 কহয়ে মুরারি বড় হরিষ অন্তরে ॥ ৪২৫ ॥  
 শুন শুন দামোদর পগুিত প্রধান ।  
 যে জানো মো কহৌ কিছু তোর দিগ্‌মান ॥  
 বিশ্বস্তর জ্যেষ্ঠ—বিশ্বরূপ গুণধাম ।  
 কি কহিব তার গুণ-চরিত্র-বাখান ॥ ৪২৭ ॥  
 অল্পকালে সর্বশাস্ত্র জানয় সকল ।  
 অধর্ম্মে তৎপর বুদ্ধি সংসারে বিরল ॥ ৪২৮ ॥  
 অচ্ছন্দ-ছন্দয় দ্বিজ-দেব-গুরুভক্ত ।  
 পিতা-মাতার সেবা করে অতি অনুরক্ত ॥ ৪২৯ ॥  
 বেদান্ত-সিদ্ধান্ত জানে সর্বধর্ম্ম মর্ম্ম ।  
 বিযুক্তি বিমু সে না করে কোন কর্ম্ম ॥ ৪৩০ ॥

সর্বলোক-প্রিয় সে পরম মহাসিদ্ধি ।  
 অন্তরে বৈরাগ্য তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠ বুদ্ধি ॥ ৪৩১ ॥  
 সমাধ্যাগ্নি-সনে কথা—পুথি বামহাতে ।  
 জগন্নাথপিতায়ে দেখিলা রাজপথে ॥ ৪৩২ ॥  
 ষোড়শবরিয় পুত্র ভেল বয়ঃক্রম ।  
 দিবাহের ষোণ্য রূপ-বোবন-সম্পন্ন ॥ ৪৩৩ ॥  
 এই মনঃকথা পিতা হৃদয়ে করিল ।  
 বিশ্বরূপ-যোগ্য কল্যা মনে বিচারিল ॥ ৪৩৪ ॥  
 চিন্তিতে চিন্তিতে দ্বিজ আইলা নিজঘর ।  
 বিশ্বরূপ-বিভা দিব চিন্তিত অন্তর ॥ ৪৩৫ ॥  
 কথোক্ষণে বিশ্বরূপ দ্বিজ আইলা ঘর ।  
 সুবিস্মিত পিতা দেখি বুলিল অন্তর ॥ ৪৩৬ ॥  
 তবে সেইমতে বিশ্বরূপ দ্বিজবর্যা ।  
 সুবিস্মিত পিতা দেখি বুলিলেন কার্য্য ॥ ৪৩৭ ॥  
 অন্তরে জানিল—মোর দিবাহের তরে ।  
 চিন্তিত হইলা দৌহে কার্য্য করিবারে ॥ ৪৩৮ ॥  
 বিবাহ করিব আমি—নহে ত উচিত ।  
 নহে বা জননী দুঃখ পানে বিপরীত ॥ ৪৩৯ ॥  
 এইমনে অতুমনি রাত্রি-সুপ্রভাতে ।  
 বাহির হইয়া গেল। পুথি বামহাতে ॥ ৪৪০ ॥  
 গজাজল-সন্তরণ করি পার হৈলা ।  
 গত-মাত্র মহাশয় সন্ন্যাস করিলা ॥ ৪৪১ ॥

পঠমঙ্গরী—বাগ ।

তৃতীয়-প্রহর বেলা, কেনে পুত্র না আইলা,  
 পিতা মাতা চিন্তিত-হৃদয় ।  
 জগন্নাথ খোঁজ করে, চাহে প্রতি ঘরে ঘরে,  
 না পাইলা আপন তনয় ॥ ৪৪২ ॥  
 জনে জনে কানাকানি, কার্য্য হৈল জানাজানি,  
 বিশ্বরূপ-সন্ন্যাসকরণ ।  
 তো-কাণি মো-কাণি কথা, শুনি জগন্নাথ পিতা,  
 আচম্বিতে হরিল চেতন ॥ ৪৪৩ ॥  
 তবে শচীদেবী শুনি, মুচ্ছিত পড়িলা ভূমি,  
 অন্ধকার হৈল ত্রিজগত ।

বিশ্বরূপ বলি ডাকে, আইস পুত্র দেখি ভোকে,  
কি লাগিয়া হইলা বিরক্ত ॥ ৪৪৪ ॥

সে হেন স্মন্দর গা, সে হেন স্মন্দর পা,  
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে ।

গ্রহরেক ভোগ তুমি, তিলেক সহিতে নার,  
আখটি করিবে আর কাখে ॥ ৪৪৫ ॥

পড়িবারে যাও পুতে, সোয়াস্ব না পাও চিতে,  
বেলি চাহেঁ তখনে তখন ।

স্নান করিবারে যাও, ভথা স্থির নাহি পাও,  
বিশ্বরূপ আসিবে এখন ॥ ৪৪৬ ॥

তুমি মা বলিয়া ডাক, সেই ধন লাখোলাখ,  
মুখ চাঞা পাশরৈঁ আপনা ।

না জানি কি ছুঃখ পাঞা, মোর মুখে আগি দিয়া,  
সন্ন্যাস করিলি দীনপনা ॥ ৪৪৭ ॥

কতি গেলো তার পিতা, যাউ বিশ্বরূপ যথা,  
ধরিয়া আনহ পুত্র ঘরে ।

যে বলুক সে বলুক লোকে, পুত্র আনি দেহ মোকে,  
পুনঃ উপবীত দিমু তারে ॥ ৪৪৮ ॥

জগন্নাথ বোলে বাণী, শুন দেবি শচীরানী,  
স্থির কর আপন অন্তর ।

শোক না করিহ আর, মিথ্যা সব সংসার,  
বিশ্বরূপ সুপুরুষবর ॥ ৪৪৯ ॥

আমার বংশের ভাগ্য, বিশ্বরূপ পুত্র যোগ্য,  
আকুমা করিল সন্ন্যাস ।

এই আশীর্বাদ কর, সেই পথে হউক স্থির,  
সন্ন্যাস করুক অনায়াস ॥ ৪৫০ ॥

সম্পদে বিপদ যেন, না মানিহ ইহা শুন,  
শোক না করিহ অকারণ ।

একটি সন্ন্যাস করে, কোটি কুল নিস্তারে,  
বিশ্বরূপ পুরুষরতন ॥ ৪৫১ ॥

শুনি জগন্নাথবাণী, পুনঃ কহে শচীরানী,  
কি কহিলে কহ মহাশয় ।

একটি সন্ন্যাস করে, কোটি কুল নিস্তারে,  
ভাল কৈল আমার তনয় ॥ ৪৫২ ॥

শুনিঞা শচীর বাণী মিত্রপুরুন্দর ।

হিতে লাগিল কিছু সক্রোম উত্তর ॥ ৪৫৩ ॥

কি কহি-ইলে পুত্র জীবক কেমনে ।

বিশ্বস্তর ইহায় কল্যা দিবে দানে ॥ ৪৫৪ ॥

কহিল মুরারিগুপ্ত, পুত্রের বয়ান ।

শুন বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-নয়ান ॥ ৪৫৫ ॥

পুনরপি পুছে কথা, বি-কঠিন ।

কহে এই এ লোচনদাস ॥ ৪৫৬ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বস্তর হেনকালে, বসিয়া মায়ের কোঁ  
নেহারয়ে বাপের বয়ান ।

কতি গেলো মোর ভ্রাতা, শুন শুন পিতা মাতা,  
আমি ভোর করিব পালন ॥ ৪৫৭ ॥

এহেন শুনিঞা বাণী, জগন্নাথ শচীরানী,  
দৌহে মেলি পুত্র কৈল কোলে ।

দেখি বিশ্বস্তরমুখ, পাশরিল যত ছুঃখ,  
এ কথা লোচনদাস বোলে ॥ ৪৫৮ ॥

বালালীলা সমাপ্ত

পোগুলীলা

কথাসার

মুরারির যোগেশ্বরব্যাপ্য্য শরণপূর্বক গৌরহন্দর তাহাকে ( মুরারিকে ) অমুকরণ দ্বারা হাব ভাব প্রকাশ করিয়া উপহাস করিতে আরম্ভ করিলে তিনি ক্রোধে তাহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন । তাহার বিনিময়ে শ্রীমন্নহা-প্রভু যোগেশ্বর তেহস্ব ও যোগীর পরিণাম জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে মুরারির মধ্যাজ্জ্ঞানকালে তাহার ভোজন-পাত্রে মূত্র ভাগ করেন এবং কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠ উপদেশ করেন, অনন্তর গ্রহকার শ্রীমন্নহাপ্রভুর বয়স্ক বালকদিগের সহিত সঙ্কীর্তনলীলার অভিনয়, মুরারি দামোদরের কথা-প্রসঙ্গে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, শচী জগন্নাথের শোক প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া গৌরহন্দরের পোগুলীলা বর্ণনা করিতেছেন ।

যথাসময়ে গৌরহরির চূড়া করণাদি সংস্কার সুসম্পন্ন হইল । হাতে খড়্গ ও শুভদর্শে যথারীতি স্বেপ্ত হইল, তিনি

হরি-হরি বোল শুনি জয়-জয় নাদ ।  
 শুনিঞা ধাইল কেহো দেখিবারে সাধ ॥৪১৬৩॥ দ  
 এ বোল শুনিঞা শচী আইলা আচম্বিনেশ্য সঙ্গে  
 দেখিল—আপন পুত্র নিমাই আস ভগবান্‌র কণা  
 পুত্র, পুত্র, বলি শচী নিমাই নাম্য প্রয়োগ করিতে  
 সম্বারে দেখিয়া সে শ্রীনিম্নপুত্রকে ভগবান বসিয়া  
 এমত বেভার স-সম্প্রাথিত হইয়া তাহার সে ভাব অপ-  
 পন্ন-পুত্র পুত্রনরায় স্বীয় বাৎসল্যভাবে মুগ্ধ বহিলেন ।  
 কর্ণদ্বিষ্ট সময়ে গৌরহরির উপনয়ন-সংস্কার যথাবিধি  
 সম্পন্ন হইল । তৎপরে চতুর্বিগাবতারের কথা বর্ণিত  
 হইয়াছে । ষাণ্মস্যাগবসানে স্বয়ং ভগবান্‌ জেজ্ঞহ্ননন্দন  
 শ্রীকৃষ্ণের আবিভাব হয় । কদম্বগে শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাব-  
 কান্তিদারণপুস্তক শ্রীগৌরস্বন্দরকণে হরিনামদংকীভনরূপ  
 যুগলম্ম প্রচার করিবার জন্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হন,  
 তিনি প্রেমে প্রমত্ত হইয়া সর্কস্রীবের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া  
 যাচিয়া প্রেম প্রদান করিলেন, গৃহস্থধীসাকালে তিনি  
 মাতাকে একাদশী দিবসে ভ্রমভোজন-নিষেধপুস্তক জগ-  
 জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন । জগন্নাথ নিশ অস্থস্থ  
 হইলে মহুম্বাঙ্গীবনের অনিন্যতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান-  
 পুস্তক মাতাকে অনেক সাংখ্যা প্রদান করেন, জগন্নাথ  
 মিশের অপ্রকটকালে শচীদেবী স্বামীর শোক প্রকাশ  
 করিলেন । গৌরহরিও পিতার জন্ত শোক করিলেন ।  
 তৎপরে তিনি মনোযোগেব সহিত বিজ্ঞারম্ভ করিলেন ।

ধানশী—রাগ ।

এইমতে আর দিনে মিশ্র পুরন্দর ।  
 চিন্তিতে লাগিলা মনে দেখি বিশ্বস্তর ॥ ৪৫৭ ॥  
 শুভদিন শুভক্ষণ তিথি স্নানক্ষত্র ।  
 হাথে খড়ি দিল তার সময় বিচিত্র ॥ ৪৫৮ ॥  
 দিনে-দিনে পড়ে সেই জগতের গুরু ।  
 দেখি শচী-জগন্নাথ আপনা পাশরু ॥ ৪৫৯ ॥  
 এইমতে খেলা-লীলায় কথোদিন গেল ।  
 জগন্নাথ-শচী দৌহে মুক্তি করিল ॥ ৪৬০ ॥

বিশ্বস্তর-চূড়াকর্ষ করি মনে মনে ।  
 ইষ্ট-কুটুম্ব যত আনিল তখনে ॥ ৪৬১ ॥  
 চর্চিল সে শুভক্ষণ তিথি শুভদিনে ।  
 করিব ত চূড়াকর্ষ দঢ়াইল মনে ॥ ৪৬২ ॥  
 নদীয়ানগরে ঘরে ঘরে আনন্দিত ।  
 ব্রাহ্মণ-সজ্জন আনি লোকে যে পূজিত ॥৪৬৩॥  
 ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে গায়নে গায় গীত ।  
 করিল সে বজ্রবিধি যে ছিল উচিত ॥ ৪৬৪ ॥  
 জয় জয় দেই যত কুলধু-জন ।  
 সম্বাকারে দিল গন্ধ, গুণাক, চন্দন ॥ ৪৬৫ ॥  
 নানা বাজুতাণ্ড বাজে আনন্দ অপার ।  
 শঙ্খ, দুন্দুভি বাজে ভেউল কাহাল ॥ ৪৬৬ ॥  
 মৃদঙ্গ, পটাহ বাজে কাংশু, করতাল ।  
 সানাই শব্দ শুনি বড়ই রসাল ॥ ৪৬৭ ॥  
 চতুর্দিকে হরি-ধনি বাপয়ে গগন ।  
 চূড়াকর্ষ, কর্ণবেধ করিল তখন ॥ ৪৬৮ ॥  
 আনন্দিত হৈল সব নদীয়ানগরী ।  
 বিশ্বস্তর-মুগ্ধ দেখি আপনা পাশরি ॥ ৪৬৯ ॥  
 হাতে বাটে ঘাটে যেই যথা তথা যায় ।  
 দৌহে দৌহা মেলি গোরা চাঁদের গুণ গায় ॥  
 পর-পুত্র দেখি হেন করয়ে হৃদয় ।  
 শচী-জগন্নাথ ভাগ্যে এ হেন তনয় ॥ ৪৭১ ॥  
 নবদ্বীপের ভাগ্য আর সংসারের ভাগ্য ।  
 ও রূপ দেখিলে হয় নয়ানের শ্লাঘ্য ॥ ৪৭২ ॥  
 আর একদিনে গঙ্গা-বালুকায় তটে  
 বালক সহিতে ক্রীড়া করে গঙ্গাঘাটে ॥ ৪৭৩ ॥  
 বালুকায় পক্ষিগণ-পদ অনুসারি ।  
 গমন করিলা পক্ষি-পদচিহ্ন ধরি ॥ ৪৭৪ ॥  
 ইহা বলি মহাপ্রভু শ্রীগৌরান্ধচন্দ্র ।  
 বালক-সহিতে ক্রীড়া করিল নির্বন্ধ ॥ ৪৭৫ ॥  
 এই পদচিহ্ন যেই বালক ডেজায় ।  
 সেই ততক্ষণে খেলা পরাজয় পায় ॥ ৪৭৬ ॥  
 যে জনা ত আগে ধাঞা পারে ধরিবার ।  
 সেই জন খেলা জিনে কাঙ্ছে চড়ে তার ॥৪৭৭॥

তার কাছে চড়ি তার পিঠে মারে ছাট ।  
 কাঞ্চে করি লঞা যায় সঙ্কেতের ঘাট ॥ ৪৭৮ ॥  
 ইহা বলি শিশুসনে বালুকায় যায় ।  
 মহাপরিশ্রমে ঘর্ম্ম নিকলিছে গায় ॥ ৪৭৯ ॥  
 হেনকালে জগন্নাথমিশ্র পুরন্দর ।  
 স্নান করিবারে গেলা জাহ্নবীর তীর ॥ ৪৮০ ॥  
 দেখিয়া পুত্রের পেলা ক্রোধ উপজিল ।  
 পরিশ্রম দেখি' হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥ ৪৮১ ॥  
 সুরবরণপদ্ম যেন আতপেতে ম্লান ।  
 মধু নিকলয়ে যেন বদনের ঘাম ॥ ৪৮২ ॥  
 ডাকিতে ডাকিতে মিশ্র যায় পাছে পাছে ।  
 পিতা দেখি বিশ্বস্তর পাইল বড় লাজে ॥ ৪৮৩ ॥  
 লাজে মুখ নাহি তুনে—অন্তরে ভরাস ।  
 আপনি পশ্চিতে গেলা গোরাক্ষীর পাশ ॥  
 করে ধরি লঞা আইল আপন কুনার ।  
 সকল বালক গেলা ঘর আপনার ॥ ৪৮৪ ॥  
 জগন্নাথ গঙ্গাস্নান করি আইল ঘর ।  
 ঘরে আসি গোরাক্ষীকে জ্বলিয়া বিশ্বস্তর ॥  
 পাঠ সাঠ গেল ভোর অপমের হেন ।  
 কুবুদ্ধি হইয়া কেনে বুল অক্ষুণ্ণ ॥ ৪৮৫ ॥  
 ব্রাহ্মণকুমার হঞা নাহিক আচার ।  
 ইহার উচিত ফল তিত্তেছি তোমার ॥ ৪৮৬ ॥  
 ইহা বলি জগন্নাথ হাথে ছাট দরি ।  
 তর্জন করিতে শচী তার হাথে ধরি ॥ ৪৮৭ ॥  
 না মারিহ পুত্র মোর না খেলিবে আর ।  
 সর্বদা পড়িবে কাছে থাকিয়া তোমার ॥ ৪৮৮ ॥  
 বিশ্বস্তর সাক্ষাইলা জন্মীর কোলে ।  
 না খেলিব না খেলিব ধীরে ধীরে বোলে ॥ ৪৮৯ ॥  
 জগন্নাথে পাছে করি পুত্র আগোরিয়া ।  
 না মারিহ পুত্র মোর মৈল ডরাইয়া ॥ ৪৯০ ॥  
 ইহা বলি শচীদেবী পুত্র করি কোলে ।  
 বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন-অঞ্চলে ॥ ৪৯১ ॥  
 না পড়ুক পুত্র মোর হউক মুকুখ ।  
 মুরুখ হইয়া শত-বরিষ জীউক ॥ ৪৯২ ॥

শুনিঞা শচীর বানী মিশ্রপুরন্দর ।  
 কহিতে লাগিল কিছু সক্রোধ উত্তর ॥ ৪৯৩ ॥  
 মুরুখ হইলে পুত্র জীবক কেমনে ।  
 কেমনে ব্রাহ্মণ ইহায় কল্যা দিবে দানে ॥ ৪৯৪ ॥  
 তবে জগন্নাথ দেখে পুত্রের বয়ান ।  
 পিতা-পানে চাহে পুত্র তরাস-নয়ান ॥ ৪৯৫ ॥  
 অন্তরে পোড়ায় মিশ্র বাহিরে কঠিন ।  
 ফেলিল হাথের ছাট প্রেম-পরবীণ ॥ ৪৯৬ ॥  
 সজল নয়ানে পুত্র কৈল লঞা কোলে ।  
 পুত্রে বুনায় মিশ্র স্তম্ভুর পোলে ॥ ৪৯৭ ॥  
 পড়িলে শুনিলে বাছা লোকে নোলে ভাল ।  
 আমি পাটনরা দিব কদলক আর ॥ ৪৯৮ ॥  
 এইমতে আনন্দে-সানন্দে দিন গেলা ।  
 সন্ধ্যা সমাধিয়া মিশ্র শয়ন করিলা ॥ ৪৯৯ ॥  
 নিদ্রাগত হৈল—রাত্রি ভূতায়প্রহর ।  
 স্বপন দেখিয়া মিশ্র হইল কাঁপর ॥ ৫০০ ॥  
 রাত্রি সুপ্রভাতে উঠি ডাকিল সবারে ।  
 স্বপ্ন এক দেখিয়াছি কহিতো সবারে ॥ ৫০১ ॥  
 দেখিল ত এক দ্বিজ পুরুষ বিশাল ।  
 দিনকর-কিরণ বরণ উজ্জ্বল ॥ ৫০২ ॥  
 রক্ত-অলঙ্কারে সে ভূষিত দিন্য দেহ ।  
 মিরখি-না পারি—কলমন করে গেহ ॥ ৫০৩ ॥  
 বলিল আমারে মেঘ-গম্ভীর-বচনে ।  
 বিশ্বস্তর নিজপুত্র করি মান কেনে ॥ ৫০৪ ॥  
 আমি দেন ভগবান্—ইহা নাহি জান ।  
 কেবল আপন সূত করি কেনে মান ॥ ৫০৫ ॥  
 পশু না জানয়ে স্পর্শমণির পরশ ।  
 পুত্রজ্ঞানে জান মোরে—এ বড় সাহস ॥ ৫০৬ ॥  
 সর্বশাস্ত্র জানি আমি—সর্বদেব গুরু ।  
 আমা পড়াবারে কেনে হাথে ছাট ধরু ॥ ৫০৭ ॥  
 ঐছন স্বপন আজি দেখিয়াছি আমি ।  
 সেই অবদি মোর হিয়া করয়ে কি জানি ॥ ৫০৮ ॥  
 শচী অতি ক্রুৎমন আর সর্বজন ।  
 সবে নিরখয়ে বিশ্বস্তরের বদন ॥ ৫০৯ ॥

শচী-জগন্নাথ কোলে করে হিয়া ভরি।  
 আমার তনয়—বিশ্বস্তুর গৌরহরি ॥ ৫১১ ॥  
 অনন্ত মহিমা যার বেদে নাহি জানে।  
 শিব-সনকাদি যারে নাহি পায় পেয়ানে ॥ ৫১২ ॥  
 হেন মহামহত্ত্ব মহিমা জানে কেবা।  
 যোর পুত্র হইয়া জনম গৌর দেবা ॥ ৫১৪ ॥  
 বলিতে বলিতে স্নেহ বাৎসল্য হইল।  
 ঐশ্বর্য্য যতেক ভাব—সব দূরে গেল ॥ ৫১৫ ॥  
 স্বপন শুনিয়া সর্বজনৈর উল্লাস।  
 গোরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥ ৫১৬ ॥

বরাহি রাগ- দিশা ॥

মোর প্রাণ আরে গোরাটাঁদ নারে হয় ॥ ৫১৭ ॥  
 এই মনে আনন্দে-সানন্দে দিন যায়।  
 নদিয়ানগর সুখসাগরে ভাসায় ॥ ৫১৮ ॥  
 তিলেকের যত সুখ—কে কহিতে পারে।  
 শচী-জগন্নাথ-ভাগ্য লক্ষ্মণে না ধরে ॥ ৫১৯ ॥  
 একদিন নয়স্কোর সঙ্গে আচম্বিত।  
 জগন্নাথ দেখিল তনয় সুরচিত ॥ ৫২০ ॥  
 নবম-বরিষ পুত্র যোগ্য সুসময়।  
 উপবীত দিব বলি চিস্তিল হৃদয় ॥ ৫২১ ॥  
 ঘরে আসি শচীসনে যুকতি করিল।  
 দৈবজ্ঞ আনিঞা শুভদিন যে রচিল ॥ ৫২২ ॥  
 ইষ্ট-কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা।  
 আজ্ঞা কর—দিব বিশ্বস্তুরের পইতা ॥ ৫২৩ ॥  
 মিশ্র আচার্য্য আনি খ্যাত যে পণ্ডিত।  
 যজ্ঞ কর্ম্ম জানে যে জানএ বেদরীত ॥ ৫২৪ ॥  
 গুবাক, চন্দন, মালা ব্রাহ্মণের দিল।  
 শত শত কুলধু দিন্দুর পরিল ॥ ৫২৫ ॥  
 খদি, কদলক আর তৈল হরিজা।  
 প্রত্যেকে সভারে দিল শচী সূচরিতা ॥ ৫২৬ ॥  
 শঙ্খ-শব্দ ছলাছলি জয় জয়।  
 গন্ধ অধিবাস করে গোপালি সময় ॥ ৫২৭ ॥

ব্রাহ্মণে মঙ্গল পঢ়ে ভাটে রায়বার।  
 আশীর্ব্বাদ দিঞা কৈল যে বিদি আচার ॥ ৫২৮ ॥  
 রাত্রি-সুপ্রভাতে উঠি' মিশ্রপূরন্দর।  
 নাম্দীমুখ ব্রাহ্ম-বিদি করিল সুন্দর ॥ ৫২৯ ॥  
 ব্রাহ্মণ পূজিল পাণ্ড-আচমন দিয়া।  
 যজ্ঞকর্ম্ম আরস্তিনা সময় বুঝিয়া ॥ ৫৩০ ॥  
 হেথা শচীদেবী যত আইহ স্নেহ লঞা।  
 পুত্র-মহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া ॥ ৫৩১ ॥  
 তৈল, হরিজা বিশ্বস্তুর-অঙ্গে দিল।  
 গন্ধ-আমলকী দিয়া মস্তক মাজিল ॥ ৫৩২ ॥  
 অভ্যেক করাইলা সুরনদীজলে।  
 আপনা পাশরে শচী আনন্দহিল্লোলে ॥ ৫৩৩ ॥  
 শঙ্খ, চুন্দুতি বাজে ভেউর কাহাল।  
 মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কা শ্রু করতাল ॥ ৫৩৪ ॥  
 ঢাকের ছড়ছড়ি শুনি যোজনেক পথে।  
 শুনিঞা জুড়ায় হিয়া শাহিনী-শব্দে ॥ ৫৩৫ ॥  
 বীণা, বেণু, কুপিল। সন বংশীর নিদান।  
 রবান, উপাঙ্গ, পাখোয়াজ একতান ॥ ৫৩৬ ॥  
 নর্ত্তক নাচয়ে- গীত গাএ ত গায়ন।  
 শুভক্ষণ করি কৈল মস্তকমুগুন ॥ ৫৩৭ ॥  
 প্রতি-অঙ্গে অলঙ্কার ভূষণ করিল।  
 গন্ধ-মাল্য চন্দনেতে সুবেশ রচিল ॥ ৫৩৮ ॥  
 যজ্ঞস্থানে লঞা আইলা শচীর নন্দনে।  
 যথা বেদধ্বনি করে ব্রাহ্মণের গণে ॥ ৫৩৯ ॥  
 রক্তবস্ত্র উপনীত পরাইল অঙ্গে।  
 রূপ দেখি' ভুলি গেলা আপনে অনঙ্গে ॥ ৫৪০ ॥  
 বিশ্বস্তুর-কর্ণে মন্ত্র কহে তার বাপ।  
 দণ্ড করে দেপি ডরে ডরাইল পাপ ॥ ৫৪১ ॥  
 ভিক্ষা মাগয়ে প্রভু আশ্রম-আচার।  
 সম্ম্যাস-আশ্রম—সর্ব-আশ্রমের সার ॥ ৫৪২ ॥  
 যুগধর্ম্মে সম্ম্যাস করিব মনে ছিল।  
 মুগুনের কালে সেই মনেতে পড়িল ॥ ৫৪৩ ॥  
 এমন হইব বলি হইল আবেশ।  
 কলি-সর্বজনৈর আনি যুচাইব ক্লেশ ॥ ৫৪৪ ॥

পুলকিত সৰ্ব্ব অঙ্গ - আপাদ-মস্তক ।  
 কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলক ॥ ৫৪৩ ॥  
 করুণ অরুণ দুই দীঘল লোচন ।  
 বাল-দিনকর যেন অঙ্গের কিরণ ॥ ৫৪৫ ॥  
 প্রেমারম্ভে মহাদম্ভ ছঙ্কার গর্জ্জন ।  
 চমক লাগল দেখি সকল ব্রাহ্মণ ॥ ৫৪৬ ॥  
 সুদর্শন-আদি যত পণ্ডিত প্রদান ।  
 একত্র হইয়া সন্তে করে অনুমান ॥ ৫৪৭ ॥  
 সকল পণ্ডিত মিলি করয়ে বিচার ।  
 মামুষ না হয় এই শচীর কুমার ॥ ৫৪৮ ॥  
 কোন দেবতার তেজঃ জামিল নিশ্চয় ।  
 এ তেজঃ গৌনিম্ন নিলু আর কারু নয় ॥ ৫৪৯ ॥  
 আগলা কি জানি প্রভুর চরিত্র আচার ।  
 অনুমান করি সনে বুদ্ধির বিচার ॥ ৫৫০ ॥  
 একজন বোলে- শুন আমার বচন ।  
 না বুঝিয়ে এই দৃঢ় প্রভুর আচরণ ॥ ৫৫১ ॥  
 যে কিছু কহিয়ে শুন আপনার মৰ্ম্ম ।  
 লোক নিস্তারিতে প্রভু যুগে যুগে জন্ম ॥ ৫৫২ ॥  
 কত কত অবতার কার্য্য-অনুসারে ।  
 যুগের স্বভাবে সনে চারি অবতারে ॥ ৫৫৩ ॥  
 ধর্ম্মসংস্থাপন আর অধর্ম্ম বিনাশে ।  
 সাধুজন-পরিভ্রাণ-হেতু পরকাশে ॥ ৫৫৪ ॥  
 অসুর-সংহার হেতু আদি যত আর ।  
 কার্য্য-অবতার বলি এ নাম তাহার ॥ ৫৫৫ ॥  
 শ্রীরাম-আদি যত অবতার লেখি ।  
 কার্য্য-অবতার-তার কার্য্যে পাই সাক্ষী ॥ ৫৫৬ ॥  
 ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ-যজ্ঞ তার ধর্ম্ম ।  
 দুর্বাদলশ্যাম প্রভু-রাক্ষস-ক্ষয় কর্ম্ম ॥ ৫৫৭ ॥  
 সকল ত্রেতায় সে না হয় রঘুনাথ ।  
 রাবণ বধিতে খেলা বানরের সাথ ॥ ৫৫৮ ॥  
 চৌদ্দ চৌয়ুগ সে রাবণের পরমাই ।  
 কত কত ত্রেতা গেল-লেখা কর ভাই ॥ ৫৫৯ ॥  
 এতেকে বোলিয়ে-সব ত্রেতা এক নহে ।  
 কার্য্য অনুসারে বোলি যখন যে হয়ে ॥ ৫৬০ ॥

সত্যে শ্বেত, তপোধর্ম্ম হংস-নাম জানি ।  
 নৃসিংহাদি অবতার কার্য্য অনুমানি ॥ ৫৬১ ॥  
 যুগ-অনুরূপ বর্ণ ধর্ম্মসংস্থাপন ।  
 যুগ-অবতার বলি জানিয়ে সে জন ॥ ৫৬২ ॥  
 দ্বাপরে কৃষ্ণের কথা শুন এক মনে ।  
 একলা ঠাকুর সেই-নাহি অশ্রুজনে ॥ ৫৬৩ ॥  
 কার্য্য-অবতার কিবা যুগ-অবতার ।  
 সৰ্ব্ব-কলা-পূর্ণ সেই নন্দের কুমার ॥ ৫৬৪ ॥  
 পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম ভাসে বোলে সর্কাজনে ।  
 গোপিকা-লম্পট সেই জানিহ বন্দাবনে ॥ ৫৬৫ ॥  
 অবতার গিরোমণি-কৃষ্ণ-অবতার ।  
 দ্বাপর-ভিতরে এই দ্বাপর যে সার ॥ ৫৬৬ ॥  
 আর দ্বাপরে আছে অবতার দুই ।  
 কার্য্য-অবতার কিবা যুগাবতার এই ॥ ৫৬৭ ॥  
 যেই দ্বাপরে হয় কৃষ্ণ-অবতার ।  
 সেই কলিযুগে গৌরচন্দ্রের প্রচার ॥ ৫৬৮ ॥  
 যেন কৃষ্ণ-অবতার তেন গৌরচন্দ্র ।  
 এই দুই যুগ-সুপ যুগের স্বভঙ্গ ॥ ৫৬৯ ॥  
 সব দ্বাপরে নাহি কৃষ্ণের বিহার ।  
 সব কলিযুগে নাহি গৌরা-অবতার ॥ ৫৭০ ॥  
 কতক দ্বাপর, কলি, সত্য, ত্রেতা যায় ।  
 অংশ-অবতার প্রভু হয় তা-সভায় ॥ ৫৭১ ॥  
 এই দ্বাপরে আর এই কলিযুগে ।  
 কৃষ্ণ, কৃষ্ণচৈতন্য মিনে বড় ভাগে ॥ ৫৭২ ॥  
 ব্রহ্মার দিবসে অবতার একবার ।  
 দ্বাপরেতে কলিযুগে করেন বিহার ॥ ৫৭৩ ॥  
 বৈবস্বত-মঘন্তরে শ্যাম গৌর হঞা ।  
 দ্বাপরের পূজা কৈলা কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৫৭৪ ॥  
 ধন্য ধন্য কলিযুগ-যুগের উপরি ।  
 সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে সন্তে হৈলা অধিকারী ॥ ৫৭৫ ॥  
 আরে আরে দয়াল ঠাকুর গৌরচন্দ্র ।  
 সঙ্কীর্ত্তনে পার কৈল পল্ল-জড় অঙ্গ ॥ ৫৭৬ ॥  
 আমার বচনে বদি না যাই প্রতীত ।  
 যে কিছু পুছিএ-তাহা কহ সমুচিত ॥ ৫৭৭ ॥

যে যুগে যাহার যেই আছে বর্ণ ধর্ম ।  
 যুগ-অবতারে প্রভু করে সেই কর্ম ॥ ৫৭৮ ॥  
 দ্বাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ যুগ-অবতার ।  
 যুগধর্ম-আচরণে কি কৈল আচার ॥ ৫৭৯ ॥  
 দ্বাপরে পরিচর্য্যাদর্ম শাস্ত্রে কহে ।  
 কোণা ধর্মসংস্থাপন কৈল প্রভু তাহে ॥ ৫৮০ ॥  
 অবজ্ঞা না কর যবে বোল' এক বোল ।  
 যুক্তিগর কহৌ- কথা না ঠৈনিহ মোর ॥ ৫৮১ ॥  
 আপনে ঠাকুর সেই সত্বজ ইশ্বর ।  
 কার্য্য কিনা যুগধর্ম--সব তার ভার ॥ ৫৮২ ॥  
 যুগধর্মসংস্থাপন কৈল সে বা কার্য্য ।  
 সকল করিল প্রভু - বৃষ্ণিতে আশ্চর্য্য ॥ ৫৮৩ ॥  
 রাধাকৃষ্ণ-অবতার করিতে নিহার ।  
 আপনে সত্বজ রাধা প্রকৃতি-আকার ॥ ৫৮৪ ॥  
 প্রকৃতি পুঙ্খম কৌঁহে আশ্রয় তবু ।  
 দৌঁহে একতনু-- কার্য্য বুনিল তৈল তিনু ॥ ৫৮৫ ॥  
 রাধামায় পরে কৃষ্ণ-সাদ্রাংগন-কাজ ।  
 পরিচর্য্য্য করে লঞা গৌ পিনা সমাজ ॥ ৫৮৬ ॥  
 প্রেমভক্তি করে শত শত শীখা ।  
 প্রকৃতি-স্বরূপ সেই একলা রাধিকা ॥ ৫৮৭ ॥  
 কৃষ্ণ সমর্পয়ে দেহ দেহের স্তম্ভাব ।  
 নিত্যই নৃতন তার বাঢ়ে অনুরাগ ॥ ৫৮৮ ॥  
 এই পরিচর্য্য্য-ধর্ম না বুনিল কেহ ।  
 এই কথা কহে সব ভাগবত সেহ ॥ ৫৮৯ ॥  
 আপ দ্বাপরযুগে অংশে করে কর্ম ।  
 ধর্ম সংস্থাপন করে না বুঝয়ে মর্ম ॥ ৫৯০ ॥  
 ধর্ম বলি, দান, ত্রস্ত, ভূপো, ধর্ম কহি ।  
 ধর্ম করি সমর্পণা করে সবে তাহি ॥ ৫৯১ ॥  
 এই ত কারণে প্রভু প্রকাশিল নিজ ।  
 তভু না বুনিল কেহ ধর্ম্যধর্ম বীজ ॥ ৫৯২ ॥  
 কলিযুগে গৌরদেহ প্রকাশে আগনা ।  
 যুগ অবতারে কার্য্য প্রকাশয়ে প্রেমা ॥ ৫৯৩ ॥  
 রাধার বরণে অঙ্গ গৌর-অঙ্গ হঞা ।  
 রাধিকার ভাব রস অন্তরে করিয়া ॥ ৫৯৪ ॥

সেই ভাবে কান্দে এই রসিক-শেখর ।  
 বিকসিত পুলক কদম্ব কলেবর ॥ ৫৯৫ ॥  
 সেই প্রেমে গর গর মাতোয়াল হঞা ।  
 ছঙ্কার গর্জন করে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৫৯৬ ॥  
 সেই গর্জন শুনি অচেতন কলিকাল ।  
 চেতন পাইয়া সবে আনন্দ বিশাল ॥ ৫৯৭ ॥  
 তেঞি রাধাকৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে হাসে ।  
 অঙ্কার দূরে গেল পাইল প্রকাশে ॥ ৫৯৮ ॥  
 দ্বাপরে উপজে কৃষ্ণ গৌরময় তন ।  
 কলি অচেতন লোক করাইএ চেতন ॥ ৫৯৯ ॥  
 প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু কলি দীনভাব ।  
 আপনা বিলায় আপে মানে নিজ লাভ ॥ ৬০০ ॥  
 এহেন ঠাকুর কোন্ কৈল ঠাকুরাল ।  
 না ভজিলে প্রেম দেয় নাহিক বিচার ॥ ৬০১ ॥  
 এতদকে বলিয়ে যুগ-অবতার এই  
 এই পূর্ণ অবতার প্রকাশিল সেই ॥ ৬০২ ॥  
 তার কলিযুগে নারায়ণ অবতার ।  
 কৃষ্ণ ছু আখ্য নামে সে নাম তাহার ॥ ৬০৩ ॥  
 স্তম্ভপঙ্ক পাথার বরণে বর্ণ তার ।  
 তেঞি ইন্দ্রমাল্যমণি যোনে টীকাকার ॥ ৬০৪ ॥  
 এই কলিযুগে গৌরচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম ।  
 অংশ প্রবেশিল ইথে কহিল এ মর্ম ॥ ৬০৫ ॥  
 পূর্ণ পূর্ণ অবতার চৈতন্য--গোসাঞি ।  
 এহেন করুণানিধি আর কেহো নাঞি ॥ ৬০৬ ॥  
 কার্য্য অবতারে যুগ অবতারে এক ।  
 যুগ-অনুরূপ তেঞি গৌর পরতেখ ॥ ৬০৭ ॥  
 কলি পীত সঙ্কীর্ণমধর্ম শাস্ত্রে কহে ।  
 এই বিশ্বস্তর প্রভু--কভু আন নহে ॥ ৬০৮ ॥  
 নিচারি পণ্ডিত সব দট্টাইল হিয়া ।  
 আপনা সম্বরে প্রভু সে কাল বুঝিয়া ॥ ৬০৯ ॥  
 সব সম্বরিল প্রভু ভিলেকে ভখন ।  
 বিশ্বস্তর গৌরহরি উঠিল বচন ॥ ৬১০ ॥  
 সব-লোক কাণাকাণি অপরূপ কথা ।  
 সাত্তে পাঁচে অনুমানি যায় যথা তথা ॥ ৬১১ ॥

আশ্চর্য্য থাকিল কারো সন্দেহ হৃদয় ।  
 কি দেখিল বিশ্বস্তর-চরিত্র-আশয় ॥ ৬১২ ॥  
 লোকমুখে যে শুনিল বিবস্তুর-কথা ।  
 সাক্ষাৎ দেখিল এই জগত-করতা ॥ ৬১৩ ॥  
 আনন্দে ভরল পুরী—দেই জয় জয় ।  
 ধন্য গৌরাগুণগাথা এ লোচনে গায় ॥ ৬১৪ ॥

শ্রীপাণ—দিশা ॥

অকি হোরে গৌরাজ-জয় জয় ॥ মূর্ছা ॥  
 ( কিনা মোর গৌরাজপ্রেম অমিয়া আনন্দ ।  
 কিনা মোর গৌরাজ কি আরে জয় জয় ॥ প্রা ॥  
 আর একদিন প্রভু বসি নিজঘরে ।  
 আপন-অন্তর-কথা পরকাশ করে ॥ ৬১৫ ॥  
 নিজ ভেজ-অমিয়া-পুত্রিত সব দেহ ।  
 নিরাখি না পারি—বনানল করে গেহ ॥ ৬১৬ ॥  
 মায়েরে দেখিয়া বৈল—শুন মোর শোল ।  
 এক অত্যাশয় শ্রুতিও দেখিয়াছি তোর ॥ ৬১৭ ॥  
 একাদশী তিথি অন্ন না খাইহ আর ।  
 যতনে পানিহ তুমি এ বোল আমার ॥ ৬১৮ ॥  
 মেঘ-গস্তীর-সাদে কহিল মায়েরে ।  
 শুনি মাতা দবিস্মিতা সম্মত অন্তরে ॥ ৬১৯ ॥  
 সঙ্কোচ-সম্মমে প্রেমে ভরিল শরীরে ।  
 পালিব তোমার আঞ্জা—বোলে ধীরে ধীরে ॥  
 শুনিঞা মায়ের বোল সন্তোষ-হৃদয় ।  
 মর্গ শিখাইল সেই অন্তর-সদয় ॥ ৬২১ ॥  
 সেই কালে এক দ্বিজ আসি আচম্বিত ।  
 আনি দিল গুলা-পান অতি শুদ্ধচিত ॥ ৬২২ ॥  
 হাদিয়া তখনে প্রভু গুবাক খাইল ।  
 ক্ষণেক-অন্তরে পুনঃ মায়েরে ডাকিল ॥ ৬২৩ ॥  
 মায়ের কহিল প্রভু—আমি যাই গেহ ।  
 যতনে পানিহ তুমি—নিজস্বত এহ ॥ ৬২৪ ॥  
 ইহা বলি ক্ষণাৎ নিশ্চেষ্ট হঞা রহি ।  
 দণ্ড-পরগাম করে লোটাঁইয়া মহী ॥ ৬২৫ ॥

নিঃশব্দে রহিল। পুনঃ—শচী তরাসিত ।  
 গঙ্গাজল মুখে দেই হৃদয় ভরিত ॥ ৬২৬ ॥  
 ক্ষণেকে তখন প্রভু হইলা সঞ্চিত ।  
 সহজ-রূপের তেজে ঘর আলোকিত ॥ ৬২৭ ॥  
 মায়েরে কহিল প্রভু—আমি যাই গেহ ।  
 এ কথা বিচার করিবারে আছে কেহ ॥ ৬২৮ ॥  
 শ্রীমুরারি গুণবোনা প্রভুর অন্তরীণ ।  
 সর্বতত্ত্ববেত্তা সেই তকতপ্রবীণ ॥ ৬২৯ ॥  
 দামোদর পণ্ডিত পুছিল তার স্থানে ।  
 এ কথা তত্ত্ব মোরে কহ মহাজনে ॥ ৬৩০ ॥  
 কিনা মায়া কৈল প্রভু কিনা কোন শক্তি ।  
 ইহার বিচার মোরে করি নেহ মুক্তি ॥ ৬৩১ ॥  
 মুরারি কহয়ে—শুন শুন মহাশয় ।  
 আমি কি সকল জানি কৃষ্ণের আশয় ॥ ৬৩২ ॥  
 যে কিছু কহিয়ে নিজ বুদ্ধি-অনুমানে ।  
 মুক্তিবিদ্ধ হয় যদি রাখিহ পরাণে ॥ ৬৩৩ ॥  
 শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান আর দক্ষীর্ভনে ।  
 হৃদয়ে প্রবেশে প্রভু নিজ তত্ত্বজনে ॥ ৬৩৪ ॥  
 নিজ দেহ—দেহ নহে—নির্গুণ আকার ।  
 গুণে সে গুণের ভোগ আচার বিচার ॥ ৬৩৫ ॥  
 এতেকে ভকতদেহ দেহ করি মানে ।  
 স্বচ্ছন্দ-নিহার তহি সব আচরণে ॥ ৬৩৬ ॥  
 নিজপূজা-অগ্নিক ভবতপূজা মানে ।  
 পূজার সংগ্রহ তাথে জানে মনে মনে ॥ ৬৩৭ ॥  
 আপনে ঠাকুর সেই তদ্বদীল জন ।  
 লোক-আচরণে মায়া বলি দুই জন ॥ ৬৩৮ ॥  
 আপনা অগ্নিক কেনে মানয়ে ভকত ।  
 এ কথা বুঝিতে নায়ে সকল জগত ॥ ৬৩৯ ॥  
 রসময়বিগ্রহ লাবণ্যময় দেহ ।  
 সকল সম্পদ তনু মিয়মিল মেহ ॥ ৬৪০ ॥  
 নিলাস-বিনোদ-নীলা দিনে নাহি আর ।  
 নির্গুণ বলিয়া গালি দেই কোন্ ছার ॥ ৬৪১ ॥  
 মায়ায় কারণে আপে না হয় বেকত ।  
 ভক্তদেহে বিনোদ করয়ে অপিত ॥ ৬৪২ ॥



ভক্তের ভোজন, নিদ্রা, শয়ন, পিনাস।  
 ভাহাতেই কৃষ্ণসুখ হয়ে ত প্রকাশ ॥ ৬২৩ ॥  
 ভক্তজন আর-জন আচরণ এক।  
 দেহের সন্ধান এক দেখে পরতেখ ॥ ৬৪৪ ॥  
 পরতেখ দেখি যার মানুষ গেয়ানে।  
 কোথা কৃষ্ণ মানুষ নে দেখিয়ে নয়ানে ॥ ৬৪৫ ॥  
 কৃষ্ণ সর্বেশ্বরের নিগূর্ণ ব্রহ্ম।  
 মানুষ শরীরে করে প্রাকৃতের কৰ্ম্ম ॥ ৬৪৬ ॥  
 ইহা বলি নাহি মানে যে অশম জম।  
 ভক্তদেহে প্রভুদেহে জানয়ে উদ্ভম ॥ ৬৪৭ ॥  
 এই গল্পমান-কথা মোর চিত্তে লয়।  
 আপনে বুঝিয়া চিত্তে কর মে জুয়ায় ॥ ৬৪৮ ॥  
 সদা কৃষ্ণময় হনু বৈষ্ণব জাজিয়ে।  
 শ্রীবেদপুঁথ-ভাগবতেতে শুনিয়ে ॥ ৬৪৯ ॥  
 যার পদপাংগুতে পদিত্র সর্বজন।  
 গঙ্গা-আদি করি তীর্থ সভার পাবন ॥ ৬৫০ ॥  
 হেন জমার দেহে মে অশম করে দাদ।  
 না বুঝয়ে যেই—সেই করে অপরাধ ॥ ৬৫১ ॥  
 এই মত দামোদর-মুরারি-গুপতে।  
 নিবড়িল কথা—দৌহে হরষিত-চিত্তে ॥ ৬৫২ ॥  
 আপনার দেহ প্রভু দেহ নাহি গণে।  
 ভকত-জনার দেহ নিজ করি মানে ॥ ৬৫৩ ॥  
 এতক নিচারি গেল সেই দুইজনে।  
 শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥ ৬৫৪ ॥

বিভাস—পাগ। দিগা ॥

হয় হয় ॥ মূর্ছা ॥

না হারে হে হয় হয় না হারে প্রাণ হয় ॥ ক্র ॥  
 সর্বজন শুন আর অপরূপ কথা।  
 যাহা শুনিলে ঘুটবেক অন্তরের ব্যথা ॥ ৬৫৫ ॥  
 গুরুর আশ্রমে সব বেদতত্ত্ব জানি।  
 ঘরেরে আইলা জগন্নাথ দ্বিজমণি ॥ ৬৫৬ ॥  
 দৈবনির্দ্বন্দ্বেরে তার জর আইল দেহে।  
 বিপরীত জর দেখি তরাস উঠায় ॥ ৬৫৭ ॥

শরীর কান্দনা অতিব্যাকুল দেখিয়া।  
 প্রবোধ করেন প্রভু তত্ত্ব বুঝাইয়া ॥ ৬৫৮ ॥  
 মরণ সভার মাভা আছয়ে নিশ্চয়।  
 ব্রহ্মা, রুদ্র, সমুদ্র, পর্বত, হিমালয় ॥ ৬৫৯ ॥  
 ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি—কালে সর্বনাশে'।  
 মরণ লাগিয়া কেনে পাইছ তরাসে ॥ ৬৬০ ॥  
 তোর বন্ধুগণ যত আনহ এখন।  
 সতে মিলি কৃষ্ণনাম করাহ স্মরণ ॥ ৬৬১ ॥  
 বান্ধবের কার্য্য মৃত্যুকালে সত্য জানি।  
 স্মরণ করায় প্রভু দেব যতুগণি ॥ ৬৬২ ॥  
 শুনিঞা কুটুম্ব-বন্ধুজন সন আইলা।  
 প্রভুর বাড়িতে আসি মিশ্রেরে পোছিল ॥ ৬৬৩ ॥  
 পরিণত বুদ্ধি যত বন্ধুগণ ছিল।  
 কাল প্রত্যাসন্ন দেখি যুক্তি করিলা ॥ ৬৬৪ ॥  
 বিশ্বস্তুর বোলে—মা গো কি কর বিদ্বন্ধ।  
 এইক্ষণে চাহি যত ইষ্টকুটুম্ব ॥ ৬৬৫ ॥  
 ইহা বলি মানে পোয়ে ধরি' জিল তারে।  
 বন্ধুর দহিত গেলা জাহ্নবীর তীরে ॥ ৬৬৬ ॥  
 বাপের চরণ ধরি কান্দে বিশ্বস্তুর।  
 সঙ্করিতে নারে অশ্রু গদগদ-স্বর ॥ ৬৬৭ ॥  
 আমারে এড়িয়া বাপ কোথা যাহ তুমি।  
 বাপ বলি আর ডাক নাহি দিব আমি ॥ ৬৬৮ ॥  
 আজি হৈতে শূন্য হৈল এ ঘর আমার ॥  
 আর না দেখিব বাপ চরণ ভোমার ॥ ৬৬৯ ॥  
 আজি দশদিক্ শূন্য আন্ধিয়ার ঘোরে।  
 না পড়াবে যতন করি ধরি নিজ করে ॥ ৬৭০ ॥  
 এঁছন অমিঞা-বাণী শুনি জগন্নাথ।  
 সক্রুণ-কণ্ঠে নিঃস্বরে নাহি বাত ॥ ৬৭১ ॥  
 গদগদ-স্বরে বোলে—শুন বিশ্বস্তুর।  
 কহিল না হয় মোর যে ছিল অন্তর ॥ ৬৭২ ॥  
 রঘুনাথ-চরণে সপিলা মুঞি তোমা।  
 তুমি পাছে কোন কালে পাশরবে আমা ॥ ৬৭৩ ॥  
 ইহা বলি হরিহরি করয়ে স্মরণ।  
 গঙ্গাজলে নান্দাইল সকল ব্রাহ্মণ ॥ ৬৭৪ ॥

গলায় তুলিয়া দিল তুলসীর দাম ।  
 চতুর্দিকে বন্ধুগণে লয় হরিনাম ॥ ৬৭৫ ॥  
 চতুর্দিকে হয় হরিগুণ-সঙ্গীর্ষন ।  
 হেনকালে দ্বিজোত্তমের বৈকুণ্ঠে গমন ॥ ৬৭৬ ॥  
 বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ নগ-আরোহণে ।  
 ধরনী-বিদায় দেই শচীর ক্রন্দনে ॥ ৬৭৭ ॥  
 পতির চরণ পরি কান্দে লোটাইয়া ।  
 মো যাও আমারে লহ সংহতি করিয়া ॥ ৬৭৮ ॥  
 এতকাল পরি তোর সেবা কৈলুঁ মুঞি ।  
 নৈকুণ্ঠে চলিলা তুমি—আমি রইলাম ভুঞি ॥  
 শয়নে-ভোজনে মুঞি সেবা কৈলুঁ তোর ।  
 আজি দর্শনিক শূন্য অঙ্গকার মোর ॥ ৬৮০ ॥  
 অনাগিনী হৈলুঁ তোর ছোট পুত্র লঞা ।  
 নিমাই থাকিলে কোথা কার ঘুগ চাঞা ॥ ৬৮১ ॥  
 জগত তুলসী হের তনয় নিমাইঞি ।  
 সব পাশরিয়া যাহ আমার গোসাইঞি ॥ ৬৮২ ॥  
 মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ ।  
 কান্দয়ে শচীর স্নত বরয়ে নয়ন ॥ ৬৮৩ ॥  
 গজমতিহার যেন গাঁথিল সূতায় ।  
 নয়ানে গলয়ে জল বিশাল হিয়ায় ॥ ৬৮৪ ॥  
 ভক্তজন বন্ধুজন হাহাকার করে ।  
 প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংসারে ॥ ৬৮৫ ॥  
 শান্ত করাইল সন্তে মধুর-বচনে ।  
 সৃষ্টি নষ্ট হয় প্রভু তোমার ক্রন্দনে ॥ ৬৮৬ ॥  
 নারীগণে প্রণোদ করিল শচীদেবী ।  
 বিশ্বস্তুর দেখি শচী সব পাশরিবি ॥ ৬৮৭ ॥  
 আপনে সুরীর প্রভু সব সম্বরিয়া ।  
 কাল-যথোচিত কৰ্ম করিল সৎক্রিয়া ॥ ৬৮৮ ॥  
 তবে বেদবিদ্যি-মতে যে ছিল উচিত ।  
 করিল বাপের কৰ্ম কুটুম্ববেষ্টিত ॥ ৬৮৯ ॥  
 পিতৃনংসল প্রভু পিতৃমজ্জ কৈল ।  
 ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণ পূজিল ॥ ৬৯০ ॥  
 তোমাদার অন্নভাজনাদি দ্রব্য যত ।  
 ব্রাহ্মণেরে দিলা প্রভু পিতৃ-ভকত ॥ ৬৯১ ॥

জগন্নাথ-বৈকুণ্ঠগমন এই কথা ।  
 আপনে সে দ্বিজোত্তম বিশ্বস্তুর পিতা ॥ ৬৯১ ॥  
 শ্রদ্ধাদস্ত জন যদি এই কথা শুনে ।  
 বৈকুণ্ঠ চলয়ে সেই গঙ্গায় মরণে ॥ ৬৯৩ ॥  
 গোরা চাঁদ দেখি শচী ছাড়এ নিঃশ্বাস ।  
 পিতৃশূন্য পুত্র পাছে পায়েন তরাস ॥ ৬৯৪ ॥  
 বিছারমে চিত্ত যদি ডুবায় ইহার ।  
 তবে মনঃস্থখে পুত্র গোড়ায় আমার ॥ ৬৯৫ ॥  
 হেন অদভুত কথা শুন সর্কাজন ।  
 চৈতন্যচরিত্র কিছু কহয়ে লোচন ॥ ৬৯৬ ॥

ধানী রাগ—দিগা ॥

( আরে আরে হয় ॥ ধ্রু ॥ )

একদিন শচী করে পরি গৌরহরি ।  
 পড়িতে গৌরাজ দিলানিয়োজিত করি ॥ ৬৯৭ ॥  
 সকলপণ্ডিত স্থানে পুত্র সমর্পিয়া ।  
 বোলয়ে কাতরে দেবী বিনয় করিয়া ॥ ৬৯৮ ॥  
 পড়াইও মোর পুত্রে তোমরা ঠাকুর ।  
 রাখিলে আপন কাছে—না রাখিলে দূর ॥ ৬৯৯ ॥  
 পিতৃশূন্য পুত্র মোর—পীরিত করিলে ।  
 আপন তনয় হেন ইহারে জানিলে ॥ ৭০০ ॥  
 শুনিঞা পণ্ডিত সব সঙ্কোচ অন্তরে ।  
 কহিতে লাগিলা কিছু বিনয়-উত্তরে ॥ ৭০১ ॥  
 মো সন্তার ভাগ্য এতদিনে সে জানিল ।  
 কোটি-সরস্বতী-কান্ত আমরা পাইল ॥ ৭০২ ॥  
 অখিলে পড়াইলে ইহঁো নিজ-গ্রেম নাম ।  
 সর্বদোক গুরু ইহঁো সন্তার প্রদাম ॥ ৭০৩ ॥  
 আমরাহ পড়ন ইহঁার সন্নিধানে  
 নিশ্চয় জানিহঁ মাভা কহিল বচনে ॥ ৭০৪ ॥  
 শুনি শচীদেবী বৈল বিনয়-বচনে ॥  
 পুত্র সমর্পিয়া আইলা আপন-ভবনে ॥ ৭০৫ ॥  
 তবে আর কথোদিনে প্রভু বিশ্বস্তুর ।  
 পড়িবারে গেলা বিশ্বপণ্ডিতের ঘর ॥ ৭০৬ ॥

সূর্যদর্শন আর গজাদাস যে পণ্ডিতে ।  
 পড়িল। জগত-গুরু তা সত্যার হিত্তে ॥ ৭০৭ ॥  
 লোক আচরণে মায়ামাণুষ্য-বিগ্রহ ।  
 পড়য়ে পঢ়ায় বিদ্যা লোক অন্তঃগ্রহ ॥ ৭০৮ ॥  
 পণ্ডিত ত্রীসূর্যদর্শন আর একদিনে ।  
 পরিহাস করে প্রভু সতীর্থের মনে ॥ ৭০৯ ॥  
 বজ্রের কথা কহে বড়ই রসাল ।  
 অতি মনোহর হাসি—অমিয়া মিশাল ॥ ৭১০ ॥  
 এই মতে রঞ্জে রঞ্জে কথোদ্বিন গেল ।  
 বনমালী আচার্য্য দেখিব মনে কৈল ॥ ৭১১ ॥  
 তারে দেখিবারে তার আশ্রমেতে গেল ।  
 দেখিয়া প্রগতি করি মন্ত্রমে উঠিল ॥ ৭১২ ॥  
 করে ধরি তার মনে চলি যায় পথে ।  
 কৌতুক—রহস্য-কথা কহিতে কহিতে ॥ ৭১৩ ॥  
 হেনকালে বল্লভ সে আচার্য্যের কন্যা ।  
 রূপে, গুণে, শীলে সেই ত্রিজগত-দন্যা ॥ ৭১৪ ॥  
 গজান্বানে যায় সেই মণীর সহিতে ।  
 বিশ্বস্তর হরি তারে দেখে আচম্বিতে ॥ ৭১৫ ॥  
 একদৃষ্টে চাহে প্রভু সঙ্কিত আনন ।  
 দেখিয়া জানিল তার জন্মের কারণ ॥ ৭১৬ ॥  
 লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা ইচ্ছিতে বুঝিল ।  
 প্রভুপাদপদ্ম দেখি শিরে করি নিল ॥ ৭১৭ ॥  
 আচার্য্য সে বনমালী বড়ই চতুর ।  
 বুঝিল অন্তর কথা হৃদয় অকুর ॥ ৭১৮ ॥  
 আরদিন বনমালী আচার্য্য আপনে ।  
 আনন্দহৃদয়ে গেল শতীর ভবনে ॥ ৭১৯ ॥  
 হাসিয়া প্রণাম কৈল শতীর চরণে ।  
 প্রণতি করিয়া দৈল মণুবচনে ॥ ৭২০ ॥  
 তোমার গুণের যোগ্য আছে এক কন্যা ।  
 রূপে, গুণে, শীলে সেই ত্রিজগতে দন্যা ॥ ৭২১ ॥  
 বল্লভ আচার্য্য-কন্যা অতি সুচরিতা ।  
 যদি ইচ্ছা থাকে কহ ছন্দয়ের কথা ॥ ৭২২ ॥  
 তবে শতীদেবী শুনি আচার্য্য-বচন ।  
 এ অতি বাসন্য মোর পঢ়ুক প্রথম ॥ ৭২৩ ॥

পিতৃশূন্য পুত্র মোর পঢ়ুক কথোদ্বিন ।  
 তাহাতে করহ যত্ন—হউক শ্রবীণ ॥ ৭২৪ ॥  
 শুনিঞা আচার্য্য তবে সম্ভাষ না পাইল ।  
 বিরসবদন হঞা ঘরেতে চলিল ॥ ৭২৫ ॥  
 কাঁদিতে কাঁদিতে চলে ব্যাকুল অন্তরে ।  
 হা হা ‘গোরাচাঁদ’ বলি ডাকে উচ্চস্বরে ॥ ৭২৬ ॥  
 মোর ভাগ্যে মা করিলে পতিতপাবন ।  
 বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধর কি কারণ ॥ ৭২৭ ॥  
 মোর বাঞ্ছা পূর্ণ যদি না কৈলে আপনে ।  
 বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধরিবে কেমনে ॥ ৭২৮ ॥  
 জয় জয় দ্রোপদীর লজ্জা-ভয়হারী ।  
 জয় গজরাজকে কুস্তীরমুখে তারি ॥ ৭২৯ ॥  
 জয় অজামিল গণিকার ত্রাণনাতা ।  
 আমার যে ত্রাণ কর অখিলের পিতা ॥ ৭৩০ ॥  
 এথা গুরুগৃহে প্রভু জামিল অন্তরে ।  
 আচার্য্য শোকেতে যত হঞাছে কাঁতরে ॥  
 আশ্তে ব্যস্তে পুস্তক সঙ্করি ভগবান্ ।  
 গুরু সন্তানিয়া প্রভু করিল পরান ॥ ৭৩১ ॥  
 মাতল কুঞ্জর যেন গমন স্কন্দর ।  
 গৌরভনু অনকারে করে বদামল ॥ ৭৩২ ॥  
 চাঁচর বেশের বেশ অগিল মোহন ।  
 অপর বাঙ্কলী-কুল—মুকুতা দশন ॥ ৭৩৩ ॥  
 চন্দনে চটিত মনোহর অঙ্গশোভা ।  
 তনু সূক্ষ্ম বসন পিন্ধে ননোলোভা ॥ ৭৩৪ ॥  
 কত কোটি কামের নৃপতি গৌরহরি ।  
 কুলবতী কলঙ্ক পিথার দেহধারী ॥ ৭৩৫ ॥  
 আচার্য্য লাগিয়া প্রভুর তুরিতে গমন ।  
 বাঞ্ছাকল্পতরু নাম বলিএ কারণ ॥ ৭৩৬ ॥  
 আচার্য্য কাঁদিয়া তবে আইসে পথে পথে ।  
 হা হা ‘গোরাচাঁদ’ বলি’ ধায় উর্দ্ধহাথে ॥ ৭৩৭ ॥  
 হেনকালে মহাপ্রভু গুরুগৃহে হৈতে ।  
 আসিতে হইল দেখা আচার্য্য-সহিতে ॥ ৭৩৮ ॥  
 পড়িল আচার্য্য পায় দণ্ডবৎ হঞা ।  
 ভুলিলেন মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৭৩৯ ॥

নমস্কার করি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন ।  
 কোথা গিয়াছিল বৈল মধুর বচন ॥ ৭৪১ ॥  
 আচার্য্য কহয়ে--শুন শুন বিশ্বস্তর ।  
 আমি গিয়াছিলাম এই ঘরেরে তোমার ॥ ৭৪২ ॥  
 তোমার জননী দেবী অতি সুচরিতা ।  
 গোচর করিলুঁ চিন্তে যে আছিল কথা ॥ ৭৪৩ ॥  
 তোমার বিভার যোগ্যা আছে এক কন্যা ।  
 বল্লভ-আচার্য্য কন্যা সর্ব্বগুণে ধন্যা ॥ ৭৪৪ ॥  
 এ কথা তোমার মাতা শুনি শ্রদ্ধাহীন ।  
 ঘরেরে চলিলাঙ্ আমি অন্তর মলিন ॥ ৭৪৫ ॥  
 কিছু না বলিলা প্রভু শুনিঞা বচন ।  
 মুচকি হাসিয়া ঘরে করিলা গমন ॥ ৭৪৬ ॥  
 সে চাতুরী লাভণ্য মধুর মন্দ হাসি ।  
 হেরিয়া আচার্য্য মনে হঞা অশ্রুলাষী ॥ ৭৪৭ ॥  
 জানিলেন—মোর কার্য্য অবশ্য হইব ।  
 অন্তরে জানিল—প্রভু বিবাহ করিব ॥ ৭৪৮ ॥  
 ঘরেরে আইলা আচার্য্য আনন্দিত হঞা ।  
 প্রভুর চরিত্র সব হৃদয়ে ভাবিয়া ॥ ৭৪৯ ॥  
 ঘরে গিয়া জননীরে বৈল বিশ্বস্তর ।  
 বনগালী-আচার্য্যেরে কি দিলা উত্তর ॥ ৭৫০ ॥  
 বিমনা দেখিল আমি তারে পথে যাইতে ।  
 সম্ভাষে না পাইলুঁ সুখ আচার্য্যসহিতে ॥ ৭৫১ ॥  
 তার অসন্তোষ কেনে করিয়াছ তুমি ।  
 বিমনা দেখিয়া তারে দুঃখ পাইলুঁ আমি ॥ ৭৫২ ॥  
 শুনিয়া পুত্রের বাণী শচী সূচতুরা ।  
 হাঁসিত জানিঞা হৈল হৃদয় সত্তরা ॥ ৭৫৩ ॥  
 ছরায় মানুষ গেল আচার্য্য আনিবারে ।  
 সংবাদ শুনিয়া তেঁহো আইলা সত্তরে ॥ ৭৫৪ ॥  
 আনন্দে পুরিত তনু গদগদ হঞা ।  
 শচী-কাছে উপনীত প্রণত হইয়া ॥ ৭৫৫ ॥  
 দণ্ডবৎ করি লৈল চরণের ধূলি ।  
 কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বরী ॥ ৭৫৬ ॥  
 পুরুষে যে কহিলা তার করহ উদ্যোগ ।  
 বিশ্বস্তর বিভা দিব সম্ভার সন্তোষ ॥ ৭৫৭ ॥

আমার অধিক স্নেহ তোর বিশ্বস্তরে ।  
 আপনে করিবি সব—কি বলিব তোরে ॥ ৭৫৮ ॥  
 বিশ্বস্তর-বিবাহ-নিমিত্তে যে কহিল ।  
 আপনে উদ্যোগ কর কহিল তোমারে ॥ ৭৫৯ ॥  
 ইহা শুনি বনমালী আচার্য্য-উত্তম ।  
 পালিব তোমার আজ্ঞা—বলিল বচন ॥ ৭৬০ ॥  
 ইহা বলি বল্লভ-আচার্য্য-বাড়ী গেলা ।  
 বল্লভ-আচার্য্য অতি সন্ত্রমে উঠিলা ॥ ৭৬১ ॥  
 বসিতে আসন দিল বিনয় করিয়া ।  
 নিজ ভাগ্য মানি কিছু কহিল হাসিয়া ॥ ৭৬২ ॥  
 বলিল—আমার ভাগ্যে তোর আগমন ।  
 আর কিবা কার্য্য থাকে কহ ত এখন ॥ ৭৬৩ ॥  
 বল্লভ-মিশ্রের কথা শুনিঞা আচার্য্য ।  
 প্রবন্ধ করিয়া কহে হৃদয়ের কার্য্য ॥ ৭৬৪ ॥  
 সর্ব্বকাল আমারে করহ তুমি স্নেহ ।  
 স্নেহবশ হঞা মো আইলুঁ তোর গেহ ॥ ৭৬৫ ॥  
 মিশ্রপুরন্দর-সুত—শ্রীবিশ্বস্তর ।  
 কুলে, শীলে, গুণে সেই সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর ॥ ৭৬৬ ॥  
 আমি কি কহিতে পারি তার গুণ-কথা ।  
 একত্র সকল-গুণে গড়িল বিদ্যাতা ॥ ৭৬৭ ॥  
 কি কহিব তার গুণ—গায় সর্ব্বলোকে ।  
 শুনিবে তাহার গুণ সর্ব্বলোকমুখে ॥ ৭৬৮ ॥  
 তোমার কন্যার যোগ্যবর বিশ্বস্তর ।  
 কহিল সকল যদি মনে লয় তোর ॥ ৭৬৯ ॥  
 এ কথা শুনিঞা মিশ্র মনে অনুমানি ।  
 এ কথা আমার ভাগ্যে কহিলে যে তুমি ॥ ৭৭০ ॥  
 আমি ধনহীন—কিছু দিবারে না পারি ।  
 কন্যা একমাত্র মোর আছএ সুন্দরী ॥ ৭৭১ ॥  
 ইহা জানি আজ্ঞা যবে করহ আপনে ।  
 কন্যা দিব বিশ্বস্তর জামাতা রতনে ॥ ৭৭২ ॥  
 দেব-ঋষি-পিতৃলোকে করিব আনন্দে ।  
 যবে মোর কন্যা বিভা দিব গৌরচন্দ্রে ॥ ৭৭৩ ॥  
 অনেক তপের ফলে হয় হেন কর্ম্ম ।  
 তোর অধিক বন্ধু নাহি—কহিল এ মর্শ্ব ॥ ৭৭৪ ॥

এই মনঃকথা মোর রজনী-দিবস ।  
 প্রকট বদনে রহি—নহিক সাহস ॥৭৭৫ ॥  
 এইমতে দুইজনে কথা নিবড়িল ।  
 আচার্য্য শচীর স্বানে সব নিবেদিল ॥ ৭৭৬ ॥  
 শুনিঞা সে শচীদেবী বড় তুষ্ট হৈল ।  
 বনমালী আচার্য্যেরে আশীর্বাদ কৈল ॥ ৭৭৭ ॥  
 ইষ্টকুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা ।  
 আনন্দে ভরল তনু—অতি হরষিতা ॥ ৭৭৮ ॥  
 কুটুম্ব সোদর যত—সভে আজ্ঞা দিল ।  
 বিচার করিয়া সন্তে ভাল ভাল বৈল ॥ ৭৭৯ ॥  
 পোগণ্ডলীলা সমাপ্ত

কৈশোর লীলা—বিবাহ

### কথাসার

একদিন গৌরস্বন্দর পাঠ সমাপনান্তে গুরুগৃহে বসিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এমন সময় পথি মধ্যে বনমালী আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আচার্য্যের সহিত আলাপ করিয়া গৌরহরি বুঝিতে পারিলেন যে, আচার্য্য তাঁহারই বিবাহ সম্বন্ধ যোজন্যের নিমিত্ত তাঁহার মাতা শচীদেবীর নিকট গমন করিয়াছিলেন কিন্তু শচীদেবীর নিকট সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছেন। গৌরহরি আচার্য্যকে পথিমধ্যে কোন কথা না বলিয়া গৃহে গমন পূর্বক ইন্দ্রিতে শচীমাতাকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, শচীমাতা পুনরায় ঘটক বনমালী আচার্য্যকে আহ্বান করিয়া তদীয় পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ যোজন্য করিতে আদেশ করিলেন। শচীমাতার আদেশ পাইয়া বনমালী আচার্য্য বল্লভ-আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত গৌরহরির পরিণয়ের বার্তা স্থির করিলেন।

বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইলে শচীদেবী আত্মীয় ও প্রতিবেশীবর্গকে ডাকিয়া নিজ পুত্রের বিবাহের কথা জ্ঞাপন করিলে, সকলে পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন। এদিকে শচীদেবীও পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত গৃহে নানাবিধ

আয়োজন করিতে প্ররক্ত হইলেন। দেগিতে দেপিতে অধিবাসের দিন সমাগত হইল। কুলবতীগণ প্রাচীন লৌকিক-পদ্ধতি অনুসারে গাঞ্জহরিজা, জলসাহ প্রভৃতি কৃত্য যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। বৈদিক-ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইল। বল্লভাচার্য্যের গৃহেও ঐ সকল কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হইল। অনন্তর বিবাহের দিন মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া গৌরহরি বহুপরিকর সঙ্গে বল্লভাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলে, আচার্য্য প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে জামাতাকে পাণ্ড, অঘ্য দিয়া বরণ করিলেন। পরে আচার্য্য কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহমণ্ডপে আনয়ন পূর্বক গৌরহরিকে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর কুশণ্ডিকা ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি কন্ম সমাপনান্তে কন্যাকে জামাতৃ-গৃহে প্রেরণ করিলেন।

বন্দ্যড়ি রাগ—দিশা ॥

মোর প্রাণ আরে দ্বিজচাঁদ নারে হয় ॥ ১ ॥  
 তবে শচী নিজস্বত-বদন চাহিয়া ।  
 মধুরবচনে কিছু কহে ত হাসিয়া ॥ ১ ॥  
 শুন শুন বিশ্বস্তর মোর সোণার স্নত ।  
 বল্লভ-আচার্য্য-কন্যা অতি অদভূত ॥ ২ ॥  
 তোর বিবাহের যোগ্য মোর মনে লয় ।  
 তেন পুত্রবধু মোর কত ভাগ্যে হয় ॥ ৩ ॥  
 বিচার করিয়া কর বিচিত্র সময় ।  
 জব্য আহরণ কর—যে উচিত হয় ॥ ৪ ॥  
 শুনিঞা মায়ের বাণী বিশ্বস্তররায় ।  
 করিল সকল জব্য—যতেক যুয়ায় ॥ ৫ ॥  
 দৈষজ্ঞ আনিল আর উত্তম পশুিত ।  
 করিল ত শুভক্ষণ সময় অঙ্কিত ॥ ৬ ॥  
 সেই শুভদিন শুভসময় হইল ।  
 ব্রাহ্মণ-সজ্জন সব আনন্দে আইল ॥ ৭ ॥  
 আনন্দে ভরল সব নদীয়ানগরী ।  
 উথলিল প্রেমসিন্ধু আপনা পাশরি ॥ ৮ ॥  
 আইহ-সুহ লঞা শচী করে শুভকার্য্য ।  
 প্রভু-অধিবাস করে সকল আচার্য্য ॥ ৯ ॥

চতুর্দিকে বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ ।  
 শঙ্খ মৃদঙ্গ বাজে—মঙ্গল লক্ষণ ॥ ১০ ॥  
 দীপ-মালা-পতাকা-ভূষিত দিগন্তরে ।  
 স্নগন্ধি-চন্দন, মালা অতি মনোহরে ॥ ১১ ॥  
 সকল ব্রাহ্মণে প্রসূর কৈল অধিবাস ।  
 কোটি-কামরূপ দেহ কৈল পরকাশ ॥ ১২ ॥  
 বলমল করে অঙ্গ-ছটা আলোকিত ।  
 দেখিয়া ব্রাহ্মণ সব হৈল চমকিত ॥ ১৩ ॥  
 স্নগন্ধি-চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল ।  
 ঘন ঘন তাম্বুলদানে বড় তুষ্ট কৈল ॥ ১৪ ॥  
 কণ্ঠা অধিবাস করে বল্লভ-আচার্য্য ।  
 স্নমঙ্গল কর্ম কৈল লঞা দ্বিজবর্ষ্য ॥ ১৫ ॥  
 অশোচ্যে সৌরভ্য গন্ধ-মাল্য-চন্দন ।  
 অধিবাসে ভূষা কৈল জামাতা-রতন ॥ ১৬ ॥  
 অধিবাস-সমাপান রজনীর শেষে ।  
 পানী সাহিব বলি আইল উল্লাসে ॥ ১৭ ॥  
 নানাবাণ্ড একি-কালে হইল তরঙ্গ ।  
 কুলবতী সভাকার ব্রত কৈল ভঙ্গ ॥ ১৮ ॥  
 যুবতী উমতি হৈল নদীয়া-নগরে ।  
 গৌরাজ-বিবাহ-রস-সমুদ্রে-হিল্লোলে ॥ ১৯ ॥  
 যুখে যুখে নাগরী চলিল বিপ্রবধু ।  
 অবনীমণ্ডলেরে মণ্ডিত যেন বিধু ॥ ২০ ॥  
 কুরঙ্গ-নয়নী চারু কুঞ্জরগামিনী ।  
 বলমল অঙ্গভেজ মদন-দাপুনী ॥ ২১ ॥  
 কেশ-বেশ-বসন-ভূষণ অনুপাম ।  
 হেরিলে হরিতে পারে মূনির পরাণ ॥ ২২ ॥  
 হাসিতে দামিনী কাঁপে—বচনে অমিয়া ।  
 হাস পরিহাসে চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥ ২৩ ॥  
 গাইছে গৌরাজগুণ মধুর-আলাপে ।  
 স্বর-সঙ্ক-ধ্বনিতে অনঙ্গ-অঙ্গ কাঁপে ॥ ২৪ ॥  
 নাসায় বেশর শোভে মুকুতা-হিল্লোলে ।  
 নক্ষত্র পড়িছে যেন অক্ষয়মণ্ডলে ॥ ২৫ ॥  
 শচীর মন্দিরে আইলা কুলবধুগণ ।  
 সভাকারে দিলা গন্ধ, গুণাক, চন্দন ॥ ২৬ ॥

চলিলা নাগরী সমে পানী সাহিবারে ।  
 মঙ্গল আনন্দরস প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ২৭ ॥  
 ( তুড়ীরাগেণ গীয়তে )  
 সচল্লিম রজনী চন্দ্রমুখী বাল ।  
 সুস্বর সঙ্গীত গো গাইব গোরালালা ॥ ২৮ ॥  
 কে কে আগে যাইবে গো, গোরাগুণ গাইবে গো,  
 চল যাই পানী সাহিবারে ।  
 হিয়া উথলে চিত কে বা পারে ধরিবারে ॥ ২৯ ॥  
 কেহ পটুবিলাসিনী কেহ পীতনাসে ।  
 ঢুলিতে ঢুলিতে যায় গোরা অঙ্গের বাতাসে ॥  
 শচী আগে আগে করি যাব পাছে পাছে ।  
 আসিতে যাইতে গো, দাঁড়াব গোরা-কাছে ॥  
 স্নগন্ধি-চন্দন, মালা ঢাকি লহ করে ।  
 গোরা অঙ্গ পরশ করিব সেই ছলে ॥ ৩১ ॥  
 কর্পূর, তাম্বুল লেহ যত করি তাথে ।  
 করে কর ধরি গোয়ার দিব হাথে হাথে ॥ ৩২ ॥  
 আইহ-সুহ মিলিয়া কৌতুকরঙ্গ-রসে ।  
 পানী সাহিল—গুণ গায় এ লোচনদাসে ॥ ৩৩ ॥

ভাটিয়ারি—রাগ ॥

আনন্দে-সানন্দে রাত্রি সুপ্রভাতে ।  
 যথাবিধি কর্ম কৈল হরষিত-চিত্তে ॥ ৩৪ ॥  
 স্নান-দান কর্ম কৈল যে ছিল উচিত ।  
 দেবপূজা, পিতৃপূজা করিল বিহিত ॥ ৩৫ ॥  
 নাম্দীমুখশ্রীক কৈল যে বেদবিধান ।  
 সর্ব সম্পূর্ণ ভোজ্য ব্রাহ্মণেরে দান ॥ ৩৬ ॥  
 নর্ভকেরে দিল জব্য আর ভাটগণে ।  
 সভার সম্ভাষ কৈল নানাজব্যদানে ॥ ৩৭ ॥  
 জব্যকে অধিক মানে মধুরবচনে ।  
 দেখিয়া জুয়ায় হিয়া চল্লিম-বদনে ॥ ৩৮ ॥  
 প্রবোধ করিল যার যেই অনুমান ।  
 বিবাহ-উচিত প্রজু করে পুনঃ স্নান ॥ ৩৯ ॥  
 নাপিতে নাপিতক্রিয়া করিল সেকালে ।  
 শ্রীঅঙ্গ-মার্জনা করে কুলবধু-মেলে ॥ ৪০ ॥

নানাবিদ দাত্ত বাজে স্তমধুর ধ্বনি ।  
 চতুর্দিকে হলাহলি জয়জয় শুনি ॥ ৪১ ॥  
 তলে শচীদেবী লই আইহ-সুহ যত ।  
 আদরে পূজয়ে—বার যেই সমুচিত ॥ ৪২ ॥  
 সত্তারে পূজিলা গৃহাগত বন্ধু যত ।  
 বলিল সবারে শচী হৃদয় বেকত ॥ ৪৩ ॥  
 পতিহীন মুঞি ছার, পুত্র—পিতৃহীন ।  
 তো সত্তার পূজা কি করিব আমি দীন ॥ ৪৪ ॥  
 এ বোল বলিতে শচী গদগদ-ভাষ ।  
 ভিজিল আঁখির জলে হৃদয়ের বাস ॥ ৪৫ ॥  
 ঐছন কাতরবাণী শচী যবে বৈল ।  
 শুনি বিশ্বস্তর পছঁ হেট মাথা কৈল ॥ ৪৬ ॥  
 চিন্তিতে লাগিলা—মোর পিতা গেলা কোথা ।  
 পুড়িতে লাগিল হিয়া—পাইস বড় ব্যথা ॥ ৪৭ ॥  
 মুকুতা-গাথনী যেন চক্ষে পড়ে পানী ।  
 দেখিয়া তরসু হৈলা দেবী শচীরাগী ॥ ৪৮ ॥  
 আর যত কুলবধু তার পাশে ছিল ।  
 প্রভুর কান্দমা দেখি কান্দিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥  
 কেনে কেনে বাপ হেরি বিরস-বদন ।  
 এহেম মঙ্গলকার্গ্য করহ ত্রন্দন ॥ ৫০ ॥  
 সকল সংসারে মোর তুমি মাত্র ধন ।  
 তুমি বিমরিস—প্রাণ ছাড়িব এখন ॥ ৫১ ॥  
 শুনিঞা মায়ের বাণী প্রভু বিশ্বস্তর ।  
 বাপের হতানে কণ্ঠ গদগদ-স্বর ॥ ৫২ ॥  
 প্রাতঃকালে শনী যেন মলিন-বদন ।  
 নবীন-মেঘের যেন গম্ভীর গর্জন ॥ ৫৩ ॥  
 মায়েরে কহিল প্রভু—শুন মোর কথা ।  
 কি লাগিয়। এতদূর তোর মন-ব্যথা ॥ ৫৪ ॥  
 কোন্ ধন নাহি তোর—কিবা পাইলে দুঃখ ।  
 দীন একাকিনী হেন কহ অতি রুখ ॥ ৫৫ ॥  
 পিতা-অদর্শন মোর স্মৃড়াইলে তুমি ।  
 যেমন করিছে হিয়া—কি কহিব আমি ॥ ৫৬ ॥  
 একজনে দুবার দেহ গুবাক, চন্দন ।  
 নানা জব্য দেহ—তোমার যত লয় মন ॥ ৫৭ ॥

সর্বাজে লেপহ সত্তার গন্ধ-চন্দনে ।  
 যথেষ্ট করিয়া দেহ চিন্তা নাহি মনে ॥ ৫৮ ॥  
 পৃথিবীতে কেহ যাহা নাহি করে লোকে ।  
 ইচ্ছিতে করিব তাহা—কহিল তোমাকে ॥ ৫৯ ॥  
 এ-বোল শুনিঞা শচী কহে ধীরে ধীরে ।  
 মধুরবচনে শাস্ত করি বিশ্বস্তরে ॥ ৬০ ॥  
 যেন রূপে আদেশ করিল বিশ্বস্তর ।  
 তেন রূপে তুমিল সে ব্রাহ্মণ-সংকল ॥ ৬১ ॥  
 হেনকালে বল্লভ-আচার্য্য নিজঘরে ।  
 ব্রাহ্মণসহিতে দেব-পিতৃপূজা করে ॥ ৬২ ॥  
 আপন কন্যারে নানা আভরণ দিল ।  
 গন্ধ-চন্দন-মাল্যে স্তবেশ করিল ॥ ৬৩ ॥  
 শুভক্ষণ নিকট বুকিয়া দ্বিজবর ।  
 ব্রাহ্মণ পাঠাঞা দিল আনিবারে বর ॥ ৬৪ ॥  
 এথা বিশ্বস্তর পঁছ বয়স্যের সঙ্গে ।  
 অতি অদভুত নেশ করেন শ্রীঅঙ্গে ॥ ৬৫ ॥  
 গন্ধ-চন্দনে অঙ্গ করিল লেপন ।  
 ললাটে তিলক যেন চাঁদের কিরণ ॥ ৬৬ ॥  
 মকরকুণ্ডল গণ্ডে করে বলমল ।  
 মুকুতার হার শোভে হৃদয়-উপর ॥ ৬৭ ॥  
 কাজরে উজোর রাতা কমল-নয়ান ।  
 ভুরুশুগ যেন দুই কামের কামান ॥ ৬৮ ॥  
 অঙ্গদ, কঙ্কণ দিব্য রতন-অঙ্গুরী ।  
 বলমল দিব্য তেজঃ—চাহিতে না পারি ॥ ৬৯ ॥  
 দিব্যমালা পরিধান রক্ত-প্রাস্ত বাস ।  
 গন্ধে মহ-মহ করে অঙ্গের বাতাস ॥ ৭০ ॥  
 স্তূর্বর্গ-দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্দ্র ।  
 হেরি লোক নিজ হিয়া না হয় স্বতন্ত্র ॥ ৭১ ॥  
 বধুগণ বিকল হইল রূপ দেখি ।  
 রূপ দেখি নারী না নিয়ড় করে আঁধি ॥ ৭২ ॥  
 মায়ে নমস্করি প্রভু চলে শুভক্ষণে ।  
 উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয় হরিনামে ॥ ৭৩ ॥  
 দিব্য-যানে চড়ে প্রভু বয়স্ক-বেষ্টিত ।  
 সম্মুখে নাটুয়া নাচে গায়নে গায় গীত ॥ ৭৪ ॥

ব্রাহ্মণেতে বেদ পঠে ভাটে কায়বার ।  
 শিলা, বরগোঁ বাজে ভেউর কাহাল ॥ ৭৫ ॥  
 দামামা, দগড় বাজে পটাই মুদঙ্গ ।  
 দোসরি মোহরি বাজে—শুনিতে আনন্দ ॥৭৬॥  
 হরি-হরিবোল শুনি জয়জয়-নাদ ।  
 আনন্দে নদিয়ার লোক ভেল উনমাদ ॥ ৭৭ ॥  
 ঠেলাঠেলি ধায় লোক—পথ নাহি পায় ।  
 চমক লাগিল নাগরিকের সভায় ॥ ৭৮ ॥  
 কেহ কেশ নাহি বাঞ্জে—না সম্বরে বাস ।  
 দেখিবারে ধায়াদাই—ঘন বহে শ্বাস ॥ ৭৯ ॥  
 কাণাকাণি সানাসানি নাহি আর লাজ ।  
 ডাকাডাকি ধায় সব নদীয়া-সমাজ ॥ ৮০ ॥  
 গরনী গরব সব দূরে তেয়গিঞা ।  
 গৌরাজ দেখিতে ধায় উলসিত হঞা ॥ ৮১ ॥  
 অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্যমানে চাহে ।  
 গোর-অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধায় ॥ ৮২ ॥  
 সুরবধুগণ বিগম্বর মুখ চাহে ।  
 চতুর্দিকে দিব্য নারী সুরমল গায় ॥ ৮৩ ॥

বিহাগড়া—রাগ ।

জয়-জয়-ধ্বনি, চৌদিকে শুনি,  
 গৌরাজটাঁদের বিবাহ রে ।  
 কুলবধু মেলি, দেই ছলাছলি,  
 আনন্দে মঙ্গল গাহরে ॥ ৮৪ ॥  
 কেশ বেশ কর, পাটশাড়ী পর,  
 কাজর দেহ নয়ানে ।  
 শ্রীবিখম্বর বিহা, সবজন মেলি,  
 সাজিয়া করল পয়ানে ॥ ৮৪ ॥  
 হার কেয়ুর, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,  
 নুপুর পরহ না বাট ।  
 অলকা নিকটে, সিঙ্কুর ললাটে,  
 চন্দনবিশু তার হেঠ ॥ ৮৫ ॥  
 তাম্বুল অধরে, তাম্বুল বাম করে,  
 লীলায় ঢুলি ঢুলি যায় ।

দেখি বিখম্বর, যেন পাঁচশর,  
 ধৈর্য ধরিতে না পায় ॥ ৮৬ ॥  
 নানা বাদ্য বাজে, শত শব্দ গাজে,  
 মুদঙ্গ পটাই কাহাল ।  
 আনন্দে ছন্দুভি, বাজয়ে ডিগুিমি,  
 মুহরি বাজয়ে রসাল ॥ ৮৭ ॥  
 বীণাক বিলাস, বেণু মন্দভাব,  
 রবার উপাজ পাখোয়াজে ।  
 নদিয়ানগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে,  
 মঙ্গল-বাধাই বাজে ॥ ৮৮ ॥  
 গৌরচন্দ্র মুখ, দেখি সবলোক,  
 আনন্দ নদীয়া-সমাজ ।  
 কোটি কাম জিনি, সেরূপ বাখানি,  
 নিরখি না রহে লাজ ॥ ৮৯ ॥  
 ফুল কবরী, চীর না সম্বরি,  
 ধারে উনমত-বেশ ।  
 পাশরি পতি-সুত, বদন সুবে কত,  
 হিয়া-পরি ফেলে কেশ ॥ ৯০ ॥  
 ধনি ধনি ধনি, কহয়ে রমণী,  
 আন না শুনিয়া বাণী  
 চৌদিকে হাটে-বাটে, নাগরীয়া ঠাটে,  
 দেখিতে করল উঠানি ॥ ৯১ ॥  
 কেহ বীণা বায়, কেহ গীত গায়,  
 কেহ ধারে উল্লাসে ।  
 চৌদিকে জয় জয়, মঙ্গল বিজয়,  
 কহয়ে লোচনদাসে ॥ ৯২ ॥

ভাটিয়ারী রাগ—দিশা ॥

দেখ মন অপরূপ  
 পরাগ-পুতলী নবদীপে ॥ মুচ্ছা ॥  
 হেনমতে বল্লভ আচার্য্য বাটী গিয়া ।  
 জয় জয় শব্দ হৈল আকাশ মুড়িয়া ॥ ৯৩ ॥  
 শত শত দীপ জলে—উজ্জল পৃথিবী ।  
 বলমল করে তাহে গোরা-অঙ্গের ছবি ॥ ৯৪ ॥



তবে ত বল্লভমিশ্র পাণ্ডু অর্ঘ্য দিয়া ।  
 ঘরেরে আনিল বর মঙ্গল করিয়া ॥ ৯২ ॥  
 তবে সেই মহাপ্রভু ছোড়লাতে গিয়া ।  
 দাণ্ডাইলা পীঠোপরি উলসিত হঞা ॥ ৯৬ ॥  
 পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র জিনিঞা বদন ।  
 তাহাতে মধুর হাসি—অমিয়া-মিলন ॥ ৯৭ ॥  
 ওপত-কাঞ্চন যেন অঙ্গের কিরণ ।  
 স্নমেরু পর্বত যেন দেহের গঠন ॥ ৯৮ ॥  
 অঙ্গদ, কঙ্কণ ভুজে রতন-অঙ্গুরি ।  
 অঙ্গণ-কমল করতল ঝলমলি ॥ ৯৯ ॥  
 সুদিব্য মালভীমালা দোলে গোরা-অঙ্গে ।  
 স্নমেরু উপরে নেন গঙ্গার তরঙ্গে ॥ ১০০ ॥  
 মুকুটের নিকটে ললাট ভাল সাজে ।  
 কাম-কোটি কাতর—দেখিয়া রহে লাজে ॥ ১০১ ॥  
 শ্রবণে কুণ্ডল দোলে—কি দিব তুলনা ।  
 দূর কৈল মানিনীর মানের বাসনা ॥ ১০২ ॥  
 হেনমতে মহাপ্রভু ছোড়লাতে আছে ।  
 বর উরথিতে তথা আইওগণ কাছে ॥ ১০৩ ॥  
 করিল নিচিহ্ন বেশ—পরে দিব্যবাস ।  
 হাতেতে উজ্জল দীপ—অস্তর উল্লাস ॥ ১০৪ ॥  
 আইওগণ আগে—পাছে কঙ্কার জননী ।  
 বর উরথিতে ধনী চলিলা আপুনি ॥ ১০৫ ॥  
 সাত প্রদক্ষিণ করি সাত-দীপ-হাতে ।  
 চরণে ঢালিল দধি হরমিত-চিত্তে ॥ ১০৬ ॥  
 বর উরথিয়া সন্তে চলিলা আনয় ।  
 শুভক্ষণ হৈল সেই গোবুলি-সময় ॥ ১০৭ ॥  
 তবে সেই বল্লভ-আচার্য্য দ্বিজবর ।  
 কহ্যা আনিবারে আঙ্গা করিল সঙ্কর ॥ ১০৮ ॥  
 গুণঠিত সিংহাসন-মাঝে রূপবতী ।  
 অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি ॥ ১০৯ ॥  
 রতনপ্রদীপ জলে তার চারি পাশে ।  
 বদন জিতল পূর্ণচন্দ্রপরকাশে ॥ ১১০ ॥  
 সর্ব অঙ্গে অলঙ্কার রতন-কাঞ্চনে ।  
 অঙ্ক কার দূরে গেল তাহার কিরণে ॥ ১১১ ॥

প্রভু প্রদক্ষিণ করি ফিরে সাতবার ।  
 করজোড় করি শিরে করে নমস্কার ॥ ১১২ ॥  
 অন্তঃপট ঘুচাইল দোঁহে দোঁহা দেখি ।  
 দোঁহে দোঁহা দেখি দোঁহার নাচয়ে ছু' আখি ॥  
 চন্দ্র রোহিণী যেন একত্র মিলন ।  
 অশ্লোশ্রো করয়ে দোঁহে কুসুমের রণ ॥ ১১৪ ॥  
 যেন হরপার্বতী—দোঁহে হৈলা মেলা ।  
 ছামুনি নাড়িল দোঁহে আনন্দে বিভোলা ॥ ১১৫ ॥  
 চতুর্দিকে জয়ধ্বনি হরি হরি-নাদ ।  
 নাচয়ে সকল লোক হরিষে উদ্ভাদ ॥ ১১৬ ॥  
 তবে সে কমলাপতি গিংশস্তর পছ' ।  
 একত্রে বসিলা নামপাশে করি বহু ॥ ১১৭ ॥  
 লজ্জা-নত্রমুখী সে বসিলা পছ' কাছে ।  
 জামাতা পূজয়ে মিশ্র—যে বিধান আছে ॥ ১১৮ ॥  
 যার পাদপদ্মে ব্রহ্মা পাণ্ডু নিবেদিয়া ।  
 সৃষ্টির করতা হৈল প্রসাদ পাইয়া ॥ ১১৯ ॥  
 যে পদ হইতে গঙ্গা আইলা মহীতলে ।  
 সর্বলোক মুক্তিপদ পাইল সেকালে ॥ ১২০ ॥  
 যাহারে ত্রিপাদ-ভূমি উৎসর্গিল বলি ।  
 তাহার মস্তকে দিলা পাদপদ্ম-ধূলি ॥ ১২১ ॥  
 যে পদ জপিয়া যোগী হৈলা মহেশ্বর ।  
 যেই পদ আনন্দে কমলা-দেবী সেবে ॥ ১২২ ॥  
 তাহা হইতে বিষ্ণু যার অংশ অবতার ।  
 যার অংশ আদিবরাহ পৃথিবী উদ্ধার ॥ ১২৩ ॥  
 যার অংশ মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহাদি ।  
 হিরণ্যকশিপু-বামন-শ্লেচ্ছ প্রভৃতি ॥ ১২৪ ॥  
 পরশুরাম-ভৃগুরাম-বৌদ্ধ-ব্যাসমুনি ।  
 অষ্টাদশপুরাণ যাহার মুখে শুনি ॥ ১২৫ ॥  
 এই শুন গুণ-গাথা দশ অবতার ।  
 যুগে যুগে অবতার জীব-ভরাবার ॥ ১২৬ ॥  
 সে প্রভু হইলা বল্লভাচার্য্যের জামাতা ।  
 ত্রিভুবনে যাহার ভাগ্যের নাহি কথা ॥ ১২৭ ॥  
 গোরাঙ্গের গুণগাথা অমৃতের খণ্ড ।  
 যে কথা শুনিলে ঘুচে অস্তর-পাষণ্ড ॥ ১২৮ ॥

হেন সে পদারবিন্দে পাশ্চ দেই মিশ্র ।  
 যার আরাধনে ঘুচে সংসার-ভমিষ্র ॥ ১২৯ ॥  
 মহেন্দ্র যাহারে দিল নৃপ-সিংহাসন ।  
 হেন জনে দেই মিশ্র বিষ্টর-আসন ॥ ১৩০ ॥  
 যে প্রভু বসন পরে দিব্য-পীতবাস ।  
 তাহারে বসন দেই—শুনিতে তরাস ॥ ১৩১ ॥  
 এই মনে ক্রমে ক্রমে যে বিধি আছিল ।  
 যজ্ঞ আদি যত কৰ্ম্ম সব নিবড়িল ॥ ১৩২ ॥  
 বল্লভ আচার্য্য হেন নাহি ভাগ্যবান্ ।  
 আপনে বৈকুণ্ঠনাথ লৈল কন্ঠাদান ॥ ১৩৩ ॥  
 কি কহিব বল্লভমিশ্রের ভাগ্যরাশি ।  
 যার ঘরে কৈলা প্রভু এ পঞ্চ-গরাসি ॥ ১৩৪ ॥  
 কন্ঠা-বরে একগৃহে ভোজন করিল ।  
 শত শত কুলবধু বাসরে মিলিল ॥ ১৩৫ ॥  
 যুখে যুখে তরুণী আইল প্রভু-কাছে ।  
 বেড়িয়া রহিল বিশ্বস্তর আগে পাছে ॥ ১৩৬ ॥  
 সে চন্দ্র-বদন-হাস্ত উদয় দেখিয়া ।  
 লজ্জা-তিমির সভার গেল পলাইয়া ॥ ১৩৭ ॥  
 নাম-বিপর্য্যয় কেহ করে বাসরঘরে ।  
 বিশ্বস্তরগুণে ভোরা—পরিহাস করে ॥ ১৩৮ ॥  
 কেহ বোলে—বিশ্বস্তর শুন মোর বোল ।  
 গুয়াখানি দেহ লক্ষ্মী নিদে হইল ভোর ॥ ১৩৯ ॥  
 আপনে তুলিয়া দেহ লখিমী-বদনে ।  
 দেখুক সকল সখী হরষিত-মনে ॥ ১৪০ ॥  
 কেহ বোলে—হেন ভাগ্যবতী কে বা আছে ।  
 বিশ্বস্তর হেন পতি মিলিয়াছে কাছে ॥ ১৪১ ॥  
 কোন্ তপঃ কৈল, কোন্ কৈল ব্রত-দান ।  
 দেব-আরাধনে কিবা সাধিল গেয়ান ॥ ১৪২ ॥  
 কোন্ সতী পতিব্রতা আছে পৃথিবীতে ।  
 বিশ্বস্তর-রূপ দেখি স্থির করু চিতে ॥ ১৪৩ ॥  
 মদন-সদন জিনি বদন সুন্দর ।  
 মানিনীর মানস-রতন-বর-চোর ॥ ১৪৪ ॥  
 ভূজদণ্ড অখণ্ড যে কামদণ্ড জিনি ।  
 সাধ করে নিজবুকে ধরিতে রমণী ॥ ১৪৫ ॥

লখিমী এ সব অঙ্গ বিলাস করিব ।  
 আমরা ইহার কবে পরশ পাইব ॥ ১৪৬ ॥  
 এই আমাদের আশা—হ'ব ইহার দাসী ।  
 ক'বে সে সেবিব মোরা শ্রীগৌরাজ-শশী ॥ ১৪৭ ॥

বরাড়ী—রাগ ।

( মোর প্রাণ আরে গোরচাঁদ আরে হয় ॥ ক্র )  
 এইমনে রঞ্জে চঞ্জে প্রভাত হইল ।  
 প্রাতঃক্রিয়া কৈল প্রভু যে বিধি আছিল ॥ ১৪৮ ॥  
 বিবাহের পর দিনে কুণ্ডিকা-কৰ্ম্ম ।  
 ব্রাহ্মণ ভোজন করে ব্রাহ্মণের ধৰ্ম্ম ॥ ১৪৯ ॥  
 সকল করিল প্রভু সে দিন তথায় ।  
 অপর দিনে ঘর যাব—কহিল কথায় ॥ ১৫০ ॥  
 ঘরেরে চলিল প্রভু আনন্দিত মনে ।  
 পরিজনে পূজা করে রজতকাঞ্চনে ॥ ১৫১ ॥  
 একাসনে বৈশে প্রভু লক্ষ্মী বামপাশে ।  
 চৌদিকে বেড়িল নারীগণ তার কাছে ॥ ১৫২ ॥  
 বল্লভমিশ্রের হিয়া হরিষ-বিষাদ ।  
 স্বাত্রাকালে করে কন্ঠা-বরে আশীর্বাদ ॥ ১৫৩ ॥  
 দুর্বা, ধাণ্ড, গন্ধ, মাল্য, গুবাক, চন্দন ।  
 জামাতারে দিয়া কিছু করে নিবেদন ॥ ১৫৪ ॥  
 ধনহীন আমি ছার—নাহি করি ভাগ্য ।  
 কি দিব তোমারে দান—কিবা ভোর যোগ্য ॥  
 কেবল আপনাগুণে কৈলে অনুগ্রহ ।  
 ধন্য করাইলে করি কন্ঠাপরিগ্রহ ॥ ১৫৬ ॥  
 তোরে কি বলিব প্রভু কি আছে যোগ্যতা ।  
 আপনার নিজগুণে আমার জামাতা ॥ ১৫৭ ॥  
 তোমার অভয় পাদ-পদ্যেতে শরণ ।  
 লভিলে না দিবে দুঃখ আমারে শমন ॥ ১৫৮ ॥  
 দেব-পিতৃগণ মোরে প্রসন্ন হইল ।  
 যখন তোমারে নিজ কন্ঠা সমর্পিল ॥ ১৫৯ ॥  
 যে পদ ধ্যেয়ানে পূজে ব্রহ্মা-শিব-আদি ।  
 সে পদ পূজিল বিষ্ণুসামে যথাবিধি ॥ ১৬০ ॥

আর কিছু নিবেদিয়ে শুন বিশ্বস্তর ।  
 এ বোল বলিতে কর্তে গদগদস্বর ॥ ১৬১ ॥  
 ছলছল করে আঁখি করুণার জলে ।  
 লক্ষ্মী-কর ধরি দিল বিশ্বস্তর-করে ॥ ১৬২ ॥  
 আজি হৈতে লক্ষ্মী তোরে কৈলুঁ সমর্পণ ।  
 জানিঞা করিবে ইহার ভরণ-পালন ॥ ১৬৩ ॥  
 মোর ঘরে ছিলা লক্ষ্মী ঘরের ঐশ্বরী ।  
 আজি হৈতে তোর দাসী কুলের বহুরী ॥ ১৬৪ ॥  
 মোর ঘরে ছিন এই স্বরূপ-আচারে ।  
 আখটি করিয়া মায়ে করিত আহারে ॥ ১৬৫ ॥  
 মোর ঘরে আছিল এ মা-বাপের কোলে ।  
 যথা তথা হৈতে আইলে পরেসিয়া গেলে ॥  
 সভার দুলালী লক্ষ্মী—আমি অপুত্রকা ॥  
 ঘরমধ্যে সবে মোর এইটি নালিকা ॥ ১৬৬ ॥  
 আমি কি বলিব—এই তোর নিজজন ।  
 মোহে মুগ্ধ হঞা বলি যতেক বচন ॥ ১৬৮ ॥  
 এই যে বলিল সেই আমি মূঢ়মতি ।  
 কি করিব মোর মায়া ভূমি যার পতি ॥ ১৬৯ ॥  
 জিজ্ঞাসনে নাহি লক্ষ্মীসম ভাগ্যবতী ।  
 আমি যত বলি সেই এ মোহ-পীরিতি ॥ ১৭০ ॥  
 এতেক বলিয়া মিশ্র কৈল সম্বরণ ।  
 ঢল ঢল সক্রম অরুণনয়ন ॥ ১৭১ ॥  
 চলিল সেই বিশ্বস্তর নিজপ্রিয়া বামে ।  
 লক্ষ্মীর সহিত চড়ে মনুষ্যের যানে ॥ ১৭২ ॥  
 শঙ্খ-দ্রুমুভি বাজে—জয়-জয়-রোল ।  
 নানাবিধ বাজ্ঞ বাজে আনন্দহিলোল ॥ ১৭৩ ॥  
 ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার ।  
 সম্মুখে নাট্টয়া নাচে—আনন্দ অপার ॥ ১৭৪ ॥  
 বয়স্ক-সেষ্টিত প্রভু চলি যায় পথে ।  
 অন্তরীক্ষে দেবগণ চলে দিব্যরথে ॥ ১৭৫ ॥  
 এথা শচী আনন্দিত আইহ-সুহ লৈয়া ।  
 পুত্র-মহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া ॥ ১৭৬ ॥  
 সশাখ মঙ্গলঘট পাতিল দুয়ারে ।  
 নারিকেল-ফল দিল তাহার উপরে ॥ ১৭৭ ॥

নির্মল-সজ্জ আর মৃত-বাতি জলে ।  
 ঘরে আঁইলা প্রভু সেই শুভকালে ॥ ১৭৮ ॥  
 বিশ্বস্তর-নির্মল-করে নারীগণ ।  
 জয় জয় ছলাছলি সুগীত নাচন ॥ ১৭৯ ॥  
 নানাবিধ বাজ্ঞ বাজে আনন্দ অপার ।  
 সর্বস্বথময় হৈল শচীর আগার ॥ ১৮০ ॥  
 উঠিল মঙ্গলধ্বনি আনন্দ বিশেষ ।  
 লক্ষ্মী-কর ধরি নিজগৃহে পরবেশ ॥ ১৮১ ॥  
 পুত্র আর বধু কোলে করে শচীদেবী ।  
 দুর্বা-ধাত্য দিয়া বোলে—হও চিরঞ্জীবী ॥ ১৮২ ॥  
 পুত্রমুখে চুম্ব দেই বধুপানে চাঞা ।  
 বধুমুখে চুম্ব দেই পুত্র নিরখিয়া ॥ ১৮৩ ॥  
 সর্বস্বথময় হৈল শচীর আবাস ।  
 গোরাগুণ গায় স্মখে এ লোচনদাস ॥ ১৮৪ ॥

কৈশোরশীলা—প্রভুর বঙ্গবিজয়  
 কথাসার

একদিন শ্রীমদ্রাজ্যপ্রভু দিবা-অবসানে বসন্তগণ-নাঙ্গ  
 গঙ্গা দর্শনার্থ গমন করিলে, গঙ্গদেবী স্বীয় অতীন্দ্রদেবেকে  
 দর্শনপৃষ্ণক প্রেমে উচ্ছলিত হইয়া, অহরাগভরে পুনঃ পুনঃ  
 তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে লাগিলেন । তৎকালে যে সকল  
 আচার্যা, মিশ্র, ভট্ট প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ গঙ্গাতীরে  
 সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে গঙ্গার স্তব স্তুতি করিতেছিলে,  
 তাহারা অকস্মাৎ গঙ্গার এইরূপ জলবুদ্ধি দর্শনে বিস্ময়াগ্ন  
 হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এখন সময় গঙ্গার ভক্ত কোন  
 এক ব্রাহ্মণ গঙ্গার রূপায় শ্রীমদ্রাজ্যপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান  
 বখিয়া জানিতে পারেন । গঙ্গার এইরূপ জলবুদ্ধির  
 কারণ বর্ণন করিতে গিয়া প্রভুকার একটা পৌরাণিক  
 ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই—কোন  
 সময় দেবর্ষি নারদ মহাদেব ও গণেশের সহিত ত্রি-  
 গুণগান কীর্তন করিতেছিলেন, এখন সময় ভগবান  
 শ্রীহরি তথায় উপস্থিত হন । তৎকালে স্বীয় কীর্তনশ্রবণে  
 ভগবানের শ্রীঅঙ্গ হইতে যে স্বেদ নির্গত হইয়াছিল, তাহাই  
 জলব্রহ্ম গঙ্গা ।

গঙ্গার জ্ঞান পয়ানটাকেও রূপা কাঁচবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ গৌরচন্দ্রি দন উপাভবচলে বন্দদেশে গমনের বাসনা করিগেন। অনন্তর দানবশায় ও বন্দদেশাসীর প্রতি অগার করুণা প্রদর্শন করিয়া নবজাগে প্রত্যাগমন করেন; তৎপূর্বেই গঙ্গাদেবী প্রভুবিবহ-সর্পদংশনে অপ্রকট হন, তজ্জন্ম শর্চাদেবী রূপে প্রকাশ বদিয়ে, গৌরচন্দ্রি মাতাকে সাধনা করিতে গিয়া স্বীয় পোছর অবস্থায়োচিত ও অল্পর-নিমোহন-সীমান-সাবন-উদ্দেশ্যে গঙ্গাদেবীকে প্রজের ধনরা ও তৎকর্তার অভিশপ্তা ফলরা মড়াগোকে স্বীয় পরীক্ষণে আবির্ভূত বসিয়া বসন করায়ছেন। যতই গঙ্গাপ্রসাদেী ভগবানের বন্দনাদির্নী শর্চা।

প্রীগণ্য।

ভাল দেখ অপরূপ প্রাণপুণ্ডরী নবদ্রীপে  
আরে হয় ॥ ৩০ ॥  
আর দ্বিমে এক কথা শুন সর্কর্জন।  
বিন্দুস্তর-গুণ-মাখা মিতুই নৃহন ॥ ১ ॥  
গঙ্গা দেখিনারে গেলা বয়স্কুর মেলা।  
দিন-অবসানে সম্ভা হইল রম্য-বেলা ॥ ২ ॥  
গঙ্গার ঢুকলে যত লোকগ-সজ্জন।  
গঙ্গা নমস্করি নিতি করয়ে স্তবন ॥ ৩ ॥  
কাঁখে কুম্ভ করি যায় পুরনারীগণ।  
নিরিথয়ে গঙ্গাদেবী—বেকত বদন ॥ ৪ ॥  
মিশ্র আচার্য ভট্ট—পণ্ডিত অপার।  
কত কত দন্দনীল উত্তম-আচার ॥ ৫ ॥  
সর্কর্জন দাগুইয়া দেখে গঙ্গাকূলে।  
গঙ্গার নির্মল জল শোভে নানা কূলে ॥ ৬ ॥  
গঙ্গ, চন্দন, মালা, দিব্য কদলক।  
যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ পূজয়ে বালক ॥ ৭ ॥  
ত্রৈলোক্যপানী গঙ্গা বহে মহাবেগে।  
আপনা না ধরে গঙ্গা প্রভু অমুরাগে ॥ ৮ ॥  
উথলিল গঙ্গাদেবী—বাটিল সলিল।  
কুল কুল শব্দে পঁছ-অঙ্গ পরশিল ॥ ৯ ॥

পুনঃ পরনের আশে বাঢ়ে গঙ্গাদেবী।  
সন্দেহ লাগিল লোকে—মনে মনে ভাবি ॥১০॥  
প্রতিদিন দেখি গঙ্গা যেমন তেমন।  
আজি অপরূপ তেজঃ—শুনিএ গর্জ্জন ॥ ১১ ॥  
মেঘ-বরিষণ নাহি—বাঢ়য়ে সলিল।  
খরতর স্রোতো বহে—নীর উথলিল ॥ ১২ ॥  
এই মনে অনুমান করে সর্কর্জন।  
গঙ্গার শুকত এক আছয়ে লোকগ ॥ ১৩ ॥  
গঙ্গার প্রসাদে তার অন্তর নির্মল।  
ভুত, ভবিষ্যৎ বিপ্র জানয়ে সকল ॥ ১৪ ॥  
গঙ্গা-মহোৎসব দেখি বাঢ়য়ে উল্লাস।  
চিন্তিতে-চিন্তিতে তাহে ভেল পরকাশ ॥ ১৫ ॥  
বিন্দুস্তর মহাপ্রভু বয়স্কুরে নেষ্টিত।  
গঙ্গার সমীপে রয়ে দেখে আচম্বিত ॥ ১৬ ॥  
গঙ্গা নিরিথয়ে প্রভু বড় অমুরাগে।  
দ্বিগুণ হইল দেখ—অঙ্কের পুলকে ॥ ১৭ ॥  
করুণা-অরুণ ছলছল করে আঁখি।  
দেখিয়া পাইল বিপ্র অন্তরের সাক্ষা ॥ ১৮ ॥  
এই সেই ভগবান্—কভু নহে আন।  
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা প্রভু-বিচ্যমান ॥ ১৯ ॥  
প্রভুর নিকটে গিয়া দাগুইয়া দেখে।  
অবশ হঞাছে প্রভু গঙ্গা-অমুরাগে ॥ ২০ ॥  
গঙ্গার জ্ঞয় প্রভু জানে মনে মনে।  
আগুসরি করে গঙ্গা কর-পরশনে ॥ ২১ ॥  
কর-পরশনে গঙ্গার না পূরিল আশ।  
চেউ-ছলে করে গঙ্গা চরণ-সন্তায় ॥ ২২ ॥  
আবেশ হইয়া প্রভু বোলে হরিবোল।  
অবশ হইয়া নিজজনে দেই কোল ॥ ২৩ ॥  
অরুণ-বরণ ভেল প্রেমার আরম্ভ।  
কদম্ব-কেশর জিনি পুলক-বদম্ব ॥ ২৪ ॥  
প্রভু-অমুরাগে গঙ্গা হিয়ামাবে রহে।  
শত দারা জল আঁখি-সাগরেতে বহে ॥ ২৫ ॥  
লোমে লোমে বহে নীর—লোক বোলে ঘর্ম্ম।  
উথলিল প্রেমসিদ্ধ জবময় ব্রহ্ম ॥ ২৬ ॥

ଟୋଦିବେ ସକଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତ୍ତ ଦେଲେ ।  
 ଉତ୍ତଳିଲ ପ୍ରେମସିନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦ-ହିଲୋଲେ ॥ ୨୧ ॥  
 ଚମତ୍କୃତ ହେଲ ସବ ନଦୀୟା-ସମାଜ ।  
 ଗଞ୍ଜାର ଭକତ ଦିପ୍ତ ଜାମିଲେକ ଆଜ ॥ ୨୮ ॥  
 ମେହି ଭଗବାନୁ ପ୍ରଭୁ ଦିକ୍ଷୁତ୍ର ଦେବ ।  
 ହିଁ ଦେଖି ବାଟେ ଗଞ୍ଜା ଓହି ଅନୁଭବ ॥ ୨୯ ॥  
 ଚରଣେ ପଢ଼ିଆ ଦିପ୍ତ କରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ।  
 ଏତଦିବେ ଗଞ୍ଜା ମୋରେ କୈଳ ପରମାଦ ॥ ୩୦ ॥  
 ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର, ଯୁଗୀନ୍ଦ୍ର ବାହା ନା ପାଏ ନେତ୍ରାନ୍ତେ ।  
 ହେନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦେଖିଲ ନୟାନ୍ତେ ॥ ୩୧ ॥  
 ଭ୍ରମେ ଗଢ଼ାପଢ଼ି ବାସ କାନ୍ଦେ ଆର୍ତ୍ତନାଦେ ।  
 ଆପନା ପାଶରେ ଦିପ୍ତ ପ୍ରେମାର ଆନନ୍ଦେ ॥ ୩୨ ॥  
 ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗେ ସର୍ବଜନ ଘାଣ୍ଡାହିଁ ନାହିଁ ।  
 ଦେବତ-ବଦନେ ଦିପ୍ତ ପୂର୍ବକଥା କହେ ॥ ୩୩ ॥  
 ଅପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖି ଚିଲିଲା ଠାକୁର ।  
 ନିଜସ୍ଵରେ ଗେଲା ହିଆ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଫୁର ॥ ୩୪ ॥  
 ଆଦିକଥା କହେ ଦିପ୍ତ—ଶୁଣେ ସର୍ବଜନ ।  
 ମେଗନେ ହୁଇଲ ଗଞ୍ଜାଦେବୀର ଜନମ ॥ ୩୫ ॥  
 ଏଥିନେ ବା ଗଞ୍ଜାଦେବୀ ବାଟେ ଯେ କାରଣେ ।  
 ସକଳ କହିଲେ—ସଭେ ଶୁଣ ସାଧନାମେ ॥ ୩୬ ॥  
 ପୂର୍ବେ ଏକକାଳେ ମହାମହେଶ ଠାକୁର ।  
 କୃଷ୍ଣଶୁଣ ଗାୟ ଗଞ୍ଜା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଫୁର ॥ ୩୭ ॥  
 ନାରଦଠାକୁର ଗାୟ—ଗଣେଶ ବାଦକ ।  
 ପୁଲକେ ପୁରିତ ଅଞ୍ଜ ଆତ୍ମାଦ ମନ୍ତକ ॥ ୩୮ ॥  
 ସଞ୍ଜିତ-ସୁତାନ ଭିନେ ଗାୟ ଏକମେଲେ ।  
 ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ ଭେଦିଲ ଶବ୍ଦ-ବ୍ରହ୍ମେଣ ହିଲୋଲେ ॥ ୩୯ ॥  
 ଏକେ ମେ ମହେଶ—ଆରେ କୃଷ୍ଣେର ଆଦେଶ ।  
 ନାରଦେର ବୀଣା—ତାହେ ବାଦକ ଗଣେଶ ॥ ୪୦ ॥  
 ଅଧିର ହୁଇଁଲା ପ୍ରଭୁ ଅହିଲା ମେହି ଠାକୁର ।  
 ମହେଶ, ନାରଦ ଭିଲି ଯଦା ଶୁଣ ଗାହି ॥ ୪୧ ॥  
 କହିଲ—ବା ଗାଂଶୁ ଶୁଣ—ଶୁଣ ହେ ମହେଶ ।  
 ତୋ ସଭାର ଗାନ-ତନ୍ତ୍ର ନା ବୁଝେ ବିଶେଷ ॥ ୪୨ ॥  
 ତୋମାର ସଞ୍ଜିତ-ଗାନେ ଗାନ୍ତି ରହେ ଦେହ ।  
 ଆଉଁଟାୟ ଶରୀରବନ୍ଧ ଜନମୟ ନେହ ॥ ୪୩ ॥

ଶୁନିଏଣ ଠାକୁରବାଣୀ ହାସୟେ ମହେଶ ।  
 ଗାହିଲା ଦେଖିବ ତନ୍ତ୍ର ହିଁର ବିଶେଷ ॥ ୪୪ ॥  
 ହିଁ ବାଲି ଗାୟ ଶୁଣ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲାସ ।  
 ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ ଭବିଲ ଶବ୍ଦେ ଏ ଭୂମି ଆକାଶ ॥ ୪୫ ॥  
 ଜ୍ଵଳିଲା ଶରୀର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀଣ ହେଲ ତନ ।  
 ତରାମେ ମହେଶ କୈଳ ଗାନ-ସମ୍ପରଣ ॥ ୪୬ ॥  
 ସମ୍ପରଣ କୈଳ ଗାନ—ଧିର ହେଲ ଗତି ।  
 ମେହ ସେ କାରୁଣ୍ୟ-ଜଳ ଲୋକେ ଆଛେ ଧ୍ୟାନ୍ତି ॥ ୪୭ ॥  
 ମେହି ଜନକଙ୍କ-ନାଭ କରୁଣାର ଜଳ ।  
 ତୀର୍ଥରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯୋଷୟେ ସକଳ ॥ ୪୮ ॥  
 ଧୂଳି ଧୂଳି ଏହି ସମ୍ଭାବ ଚିତ୍ତର ।  
 କରୁଣୁ କରୁଣୁ ତୋହା ବାଧିଲ ମେ ଜଳ ॥ ୪୯ ॥  
 ଆছিল ତ' ବନ୍ଧିରାଜ ପ୍ରଭୁର ଭକତ ।  
 ତାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଗି' ଚିତ୍ତେଲ ବେଦତ ॥ ୫୦ ॥  
 ତ୍ରିପାଦ ପୁଣିତେ ପ୍ରଭୁ ଲାଗିଲ ପୁଣିନୀ ।  
 ଦ୍ଵିଧୁମ୍ଵଳ ହୋଇତେ ପ୍ରଭୁ ଦିପାଦ-ପଦବୀ ॥ ୫୧ ॥  
 ଆର ପାଦ ଦିବ ଧରିଲ ଶାଖାର ଉପର ।  
 ଓହଲ କୁମ୍ଭୀରୁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ହୟ ଆର ॥ ୫୨ ॥  
 ଆର ଜପକ୍ରମ ଶୁଣ ତ୍ରିପାଦ ଯକ୍ଷିଣୀ ।  
 ତ୍ରିଜଗତେ ସର୍ବ ହେନ ବାହାର ବକ୍ରଣୀ ॥ ୫୩ ॥  
 ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ ଭବିଲ ମେହି ପଦସଂ-ଆଗେ ।  
 ମେହି ଜନେ ପାଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଦିଲ ଅନୁରାଗେ ॥ ୫୪ ॥  
 ପ୍ରଭୁ-ପୀନାନ୍ତୁଜ-ଜଳ-ପୂଜରେ ମଞ୍ଚକେ ।  
 ତ୍ରିପାଦସମ୍ଭନ୍ଦା ଗଞ୍ଜା ଚୈତ୍ରିକ ବଲେ ଲୋକେ ॥ ୫୫ ॥  
 ହେନହି ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଦିକ୍ଷୁତ୍ର ।  
 ଦେଖି ସକଳ ଲୋକ ନୟାନଗୋଚର ॥ ୫୬ ॥  
 ଦେଖି ଗଞ୍ଜାଦେବୀ ପୂର୍ବ-ସୋଂରଣ ହେଲ ।  
 ଶ୍ରେମ-ଅନୁରାଗେ ଗଞ୍ଜା ବାଢ଼ିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୫୭ ॥  
 ଗଞ୍ଜାପାନେ ଚାହେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁରାଗ-ଦିତେ ।  
 ଅସ୍ତ-ଅଧିକ ଗୋରା-ଅଞ୍ଜ ଲାଗେ ମିତେ ॥ ୫୮ ॥  
 ଚରଣପରଶେ ପୁନଃ ତରଞ୍ଜେର ଛଲେ ।  
 ଅନୁଭବେ ଜାନିଲ ମୋ କହିଲ ସଦାରେ ॥ ୫୯ ॥  
 ଶୁନିଏଣ ସକଳ ଲୋକେର ବାତ୍ତଲ ଉଲ୍ଲାସ ।  
 ଗୋରାଶୁଣ ଗାୟ ସୁଖେ ଏ ଲୋଚନଦାସ ॥ ୬୦ ॥

শানশা বাগা দিশা ॥

আরে আমার গোরাপদ-কমল-মাদুরী ।

ভকত-ভ্রমরা উড়ি পড়ে ঘুরি ঘুরি ॥

আরে আরে হয় ॥ মুর্ছা ॥

হেন অদভুত কথা শ্রবণ মঙ্গল নামরে

শুন গোরাগুণ গান ।

এইমতে কতদিন গোড়াইলা স্বখে ।

বাক্সল সহিতে প্রভু আনন্দ-কৌতুকে ॥ ৬১ ॥

এক দিন মনে মনে কৈল আচম্বিত ।

পূর্বদেশে যাব আমি সর্বলোক-হিত ॥ ৬২ ॥

পাণ্ডব-বর্জিত দেশ—সর্বলোককে গায় ।

গঙ্গা তরণা গঙ্গা নহে—এই খ্যাতি ভার ॥ ৬৩ ॥

আমার পরশে পদ্মাবতী হৈল দয়ালু ।

সর্বলোক গ্রামা নিলু সা জানিল অলু ॥ ৬৪ ॥

ঐচ্ছন যুগতি প্রভু মনে অণুমানে ।

মায়েরে কহিল—যাব পন উপার্জনে ॥ ৬৫ ॥

যাত্রা করি যাব প্রভু—সঙ্গে নিজজন ।

চটফট করে শচীমায়ের পরাণ ॥ ৬৬ ॥

কাতর জুদয়ে শচী কহয়ে পুত্রেরে ।

এক নিবেদন মুঞি কহিঞ তোমায়ে ॥ ৬৭ ॥

পন-উপার্জনে দূরদেশে যাবে তুমি ।

তোমা না দেখিলে সে কেমনে জানি' আমি ॥

জন নিলু যেন মান না পরে পরাণ ।

তোমা নিলু আমার কেমন সমাপান ॥ ৬৯ ॥

তোমার মুখ-চন্দ্র-রূপ মনেতে ভাবিয়া ।

মরি যাব বাপ হের তোমা না দেখিয়া ॥ ৭০ ॥

মায়ের বচন শুনি প্রভু দামোদর ।

বিনয় করিয়া কৈল প্রবেশ-উত্তর ॥ ৭১ ॥

আমার বিচ্ছেদে ডর না ভাবিহ তুমি ।

নিকটে তোমার ঠাঞি আসিব যে আমি ॥৭২॥

লক্ষ্মীরে কহিল প্রভু হাসিয়া উত্তর ।

মাতার সেবায় তুমি হইবে তৎপর ॥ ৭৩ ॥

মায়ে যত বৈল—কিছু না শুনিল পছ' ।

শুভযাত্রা করি যাব হাসি লছ লছ ॥ ৭৪ ॥

চলিল সে মহাপ্রভু সঙ্গে নিজজন ।

কৌতুকে ভ্রমরে প্রভু আনন্দিত মন ॥ ৭৫ ॥

যেখানে সেখানে যাব প্রভু নিশ্চল ।

দেখিয়া সেখানের লোক হইল দীক্ষর ॥ ৭৬ ॥

সে রূপ দেখিতে কারু না লেউটে আঁখি ।

কেহ বোলে এইরূপ অহনিশি দেখি ॥ ৭৭ ॥

পুরনারীগণ বোলে দেখিয়া বদন ।

সফল জনম আজি সফল নয়ন ॥ ৭৮ ॥

কোন ভাগ্যবতী-মায়ে পরিচ উদরে ।

কভু নাহি দেখি হেন সুন্দর শরীরে ॥ ৭৯ ॥

হরগৌরা আরাধিয়া কোন ভাগ্যবতী ।

হেনরূপে তেন স্তম্বে মিমিত্রাছে পতি ॥ ৮০ ॥

নদীন-কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ ।

সুন্দর-পর্বত জিনি দেহের গঠন ॥ ৮১ ॥

সহজ-রূপের নাহি তুলনে তুলনা ।

মঙ্গলুত্র অতিশয় তাহাতে শোভনা ॥ ৮২ ॥

মরি যাই হেরিয়া সুন্দর মুখের হাসি ।

প্রেমবতী রূপে রহল তেঁহো পশি ॥ ৮৩ ॥

কোন ভাগ্যবতী কৃষ্ণের রসতরুজাতা ।

অনুমানি কহে সেই নিখ্যাস দারতা ॥ ৮৪ ॥

দীপল সুন্দর আঁখি—পুণ্ডরীক জিনি ।

অপরূপ তাহে চাকু সুন্দর চাহনি ॥ ৮৫ ॥

দেখি যেন ত্রীরাশিবল্লভ হেন ঠাঙ্গ ।

হাদার বরণ অঙ্গ দেখি নিত্যান ॥ ৮৬ ॥

পদ্মাবতী-স্নান কৈল যে আছিল বিদি ।

চরণ-পরশে গঙ্গা-সম ভেল নদী ॥ ৮৭ ॥

পদ্মাবতী মহাবেগা পুঞ্জিন-সংযুতা ।

কুস্তীর-কন্দুপ-নীনে অতি সুশোভিতা ॥ ৮৮ ॥

ব্রাহ্মণ-সঙ্জন সব বৈসে তার তটে ।

দিন্য পুরুষ-নারী স্নান করে ঘাটে ॥ ৮৯ ॥

নিশ্চল-অঙ্গানে পূতা তেল পদ্মাবতী ।

সর্বলোক-পাপ হরে স্নান করি তথি ॥ ৯০ ॥

প্রেমলক্তি হয় কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে ।

স্নান কবে কভু যদি দৈবকন না নিন্দে ॥ ৯১ ॥

সেই পদ্মাবতী-তটবাসী মত জন ।  
 গৌরচন্দ্র দেখি প্লাবিত করিল নয়ন ॥ ১২ ॥  
 সেই পদ্মাবতী তীরে ভ্রমে গৌরহরি ।  
 সে দেশ ভকত হৈল শ্রীচরণ ধরি' ॥ ১৩ ॥  
 শীতল চরণ পাঞা পরনী শীতল ।  
 পুলকিত হৈলা দেবী—গেল অমঙ্গল ॥ ১৪ ॥  
 সে দেশ ভারিল আগে বহু যত্ন করি ।  
 পাণ্ডব-বর্জিত দেশ দূর কৈল হরি ॥ ১৫ ॥  
 চণ্ডাল, পতিত কিবা সম্ভজন, দুর্জ্ঞান ।  
 সভারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম ॥ ১৬ ॥  
 শুচি বা অশুচি কিবা আচার, বিচার ।  
 না মানিল—সভারে করিল ভবপার ॥ ১৭ ॥  
 নাম-সংস্কীর্ণন প্রভু নৌকা সাজাইয়া ।  
 পার কৈল সব জীবে আপনি যাচিয়া ॥ ১৮ ॥  
 যে জন পলায়—তারে ধরি কোলে করি ।  
 কাণ্ডারীর রূপে পার করে গৌরহরি ॥ ১৯ ॥  
 এহেন করুণা নাহি শুনি কোন যুগে ।  
 কোন্ অবতারে কোথা কে বা পাপ মাগে ॥  
 সভারে পবিত্র কৈল সম-ভাব করি ।  
 রাধাকৃষ্ণপ্রেমের করিল অধিকারী ॥ ১০১ ॥  
 বিদ্যাদান কৈল প্রভু অশেষ-বিশেষে ।  
 পণ্ডিত হইল সভে দিন পক্ষ-মাসে ॥ ১০২ ॥  
 দয়ার সাগর প্রভু সর্বলোকপতি ।  
 করুণা প্রকাশি' লোকে শুদ্ধ কৈল মতি ॥ ১০৩ ॥  
 এইমতে আছে প্রভু সজ্জন-সমাজে ।  
 এথা লক্ষ্মী শচীদেবী নবদ্বীপে আছে ॥ ১০৪ ॥  
 পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী—পতিগতপ্রাপ ।  
 আনন্দে শচীর সেবা করয়ে বিধান ॥ ১০৫ ॥  
 দেবতার সজ্জ করে গৃহ সন্মার্জন ।  
 ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য, গন্ধ, মাল্য, চন্দন ॥ ১০৬ ॥  
 সকল সংস্করি' দেই দেবতার ঘরে ।  
 বধুর শীলতায় শচী আপনা পাশরে ॥ ১০৭ ॥  
 বশ ভেল শচীদেবী বধুর চরিতে ।  
 পুলকিত বধু শচীমাতার পীরিতে ॥ ১০৮ ॥

বিভাস বাগ

এইমত আছে শচী লক্ষ্মীর সহিত ।  
 দৈবের নিরীক্ষ তাহা না যায় খণ্ডিত ॥ ১০৯ ॥  
 প্রভু না দেখিয়া লক্ষ্মী কাতর-অস্তর ।  
 প্রভুর বিরহ তাঁর স্ফুরে নিরস্তর ॥ ১১০ ॥  
 বিরহ হৈল মূর্ত্তি সর্পের আকার ।  
 লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা জানিল অস্তর ॥ ১১১ ॥  
 দংশিলেক মহাসর্প লক্ষ্মীর চরণে ।  
 অস্তব্যস্ত হইয়া শচী গুণে' মনে মনে ॥ ১১২ ॥  
 দংশন-জ্বালায় লক্ষ্মী করে ছটফট ।  
 দেখি' শচীদেবী পাইল পরমসঙ্গট ॥ ১১৩ ॥  
 ডাকিয়া আনিল ওণা—জানে নানা মন্ত্র ।  
 জিজ্ঞাসা করিল নানা ঔষদের তন্ত্র ॥ ১১৪ ॥  
 অনেক যতন কৈল—না লেউটে দিষ ।  
 বড় ভয় পাইলা শচী হইল নিমরিষ ॥ ১১৫ ॥  
 প্রাপ্তিকাল দেখি' সভে ছাড়িল যতন ।  
 গজাজলে নামাইল শ্রীহরি-স্মরণ ॥ ১১৬ ॥  
 গলায় তুলিয়া দিল তুলসীর দাম ।  
 চৌদিগে সকল লোক লয় হরিনাম ॥ ১১৭ ॥  
 লক্ষ্মী গেলা প্রভুস্থানে—না জানিল লোক ।  
 পরম অদ্ভুত সভে দেখে পরতেখ ॥ ১১৮ ॥  
 আকাশের পথে রথ আনিল গন্ধর্ক ।  
 হরি বলি' দেহ ছাড়ি' লক্ষ্মী গেলা স্বর্গ ॥ ১১৯ ॥  
 লক্ষ্মী-অংশ কোন শক্তি বৈকুণ্ঠ চলিল ।  
 দেখিয়া সকল লোক পরমবিহ্বল ॥ ১২০ ॥  
 ইন্দ্রপুরী গেলা লক্ষ্মী আপন আলায় ।  
 পরম লখিমী-দ্রুতি সর্ব লক্ষ্মীময় ॥ ১২১ ॥  
 তবে শচীদেবী এথা কান্দয়ে দুঃখিতা ।  
 গুণ বিনাইয়া কান্দে স্ত্রীগণ-বেষ্টিতা ॥ ১২২ ॥  
 নয়নে গলয়ে জল—ভিজিে হিয়াবাস ।  
 শিরে কর হানি ছাড়ে তপত নিঃশ্বাস ॥ ১২৩ ॥  
 সর্বগুণে, শীলে বহুলক্ষ্মী লক্ষ্মীসমা ।  
 নদীয়ানগরে নাহি দিনারে উপমা ॥ ১২৪ ॥

কেমনে ঘরে ঘরে যাব একেশ্বরী আমি ।  
 কি লাগিয়া মোরে দয়া পাশরিলে তুমি ॥ ১২৫  
 দেব-আরাধন সজ্জ থাকিল পড়িয়া ।  
 আমার শুভ্রাযা কেনে গেলা ত ছাড়িয়া ॥১২৬॥  
 আজি হৈতে শূন্য হৈল মোর গৃহবাস ।  
 বিভা কৈলা বিশ্বস্তর না গেলা ত পাশ ॥ ১২৭ ॥  
 আরে রে পাপিষ্ঠ সর্প ! কোথা তুই ছিলি ।  
 আমারে না ধাইলি কেনে—জী'ত বধু খা'লি ॥  
 মোর সেবা করিবারে বধু নিয়োজিয়া ।  
 বিদেশে চলিল পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া ॥ ১২৯ ॥  
 কেমনে বা পুত্রমুখ চাহিব অভাগী ।  
 কি করিব প্রাণ পোড়ে বৃকে না দেখি' ॥ ১৩০  
 এতেক বিলাপ দেখি' যত বন্ধুগণ ।  
 সতে বোলে—শচীদেবি কর সম্বরণ ॥ ১৩১ ॥  
 যার যে নির্বন্ধ আছে—ঘুচাইবে কেহ ।  
 সকল সংসার মিথ্যা এই সব দেহ ॥ ১৩২ ॥  
 তোমাতে কে বুঝাইব—তুমি সব জান ।  
 জানিঞা শুনিঞা কেনে প্রবোধ না মান ॥১৩৩  
 শরীর ধরিয়া কেহো মৃত্যু না এড়ায় ।  
 লক্ষাদি দেবতা যত তারা মৃত্যু পায় ॥ ১৩৪ ॥  
 কেহো আগে কেহো পাছে—মরণ সভার ।  
 জন্ম, মরণমাত্র সভার ব্যভার ॥ ১৩৫ ॥  
 সত্য এক বস্তু কৃষ্ণ—বেদে মাত্র জানি ।  
 হেন কৃষ্ণ যে না ভজে—সেই মূঢ়খনি ॥ ১৩৬ ॥  
 ইহা বলি প্রবোধিয়া সব বন্ধুজন ।  
 হরি বলি' সতে মিলি সম্বরে ক্রন্দন ॥ ১৩৭ ॥  
 তবে সব-জন মিলি' যে বিধি আছিল ।  
 করিয়া সৎক্রিয়া সতে ঘরে চলিল ॥১৩৮॥  
 কান্দিতে কান্দিতে শচী নিজঘর গেলা ।  
 প্রবোধ করিলা তারে বন্ধুগণ মেল্যা ॥ ১৩৯ ॥  
 তবে ওথা কথোদিন রহি বিশ্বস্তর ।  
 ঘরে চালাইল প্রভু আনন্দ-অন্তর ॥ ১৪০ ॥  
 রজত, কাঞ্চন, খন্ড, মুকুতা, প্রবাল ।  
 সকলদৈব-পূজা করিল অপার ॥ ১৪১ ॥

ঘরে আঁইল প্রভু নানা ধন লঞা ।  
 মাতৃস্থানে দিল ধন হরষিত হঞা ॥ ১৪২ ॥  
 নমস্কার করি প্রভু নেহারে নদন ।  
 বিরসবদন শচী না কহে বচন ॥ ১৪৩ ॥  
 পুনরপি পদধূলা লয় বিশ্বস্তর ।  
 মলিনবদন দেখি কহিল উত্তর ॥ ১৪৪ ॥  
 যে কিছু আনিল ধন মায়ে নিবেদিয়া ।  
 দীরি দীরি কহে প্রভু নিশ্চিত হইয়া ॥ ১৪৫ ॥  
 কেনে হেন দেখি তোমার মলিনবদন ।  
 তোমাতে মলিন দেখি' পোড়ে মোর মন ॥১৪৬॥  
 এ বোল শুনিঞা শচী গদগদ-ভাষ ।  
 বরয়ে আঁখির নীর—ভিজে হিয়া বাস ॥ ১৪৭ ॥  
 কহিতে না পারে কিছু—সকলুণ কর্তৃ ।  
 কহিল—আমার বধু গেলা ত বৈকুণ্ঠ ॥ ১৪৮ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু বিরস অন্তর ।  
 ছলছল করে আঁখি করুণার জল ॥ ১৪৯ ॥  
 মায়ে কহিল প্রভু—শুনহ বচন ।  
 পূর্বকথা কহি তার জন্মের কারণ ॥ ১৫০ ॥  
 ইন্দের অঙ্গুরা নৃত্য করে এক-কালে ।  
 দৈবের নির্বন্ধ—পদস্থলন হৈল তারে ॥ ১৫১ ॥  
 ভালভঙ্গ হৈল—শাপ দিল সুরেশ্বরে ।  
 পৃথিবীতে জন্ম' গিয়া মনুষ্যের ঘরে ॥ ১৫২ ॥  
 শাপ দিয়া পুনঃ দয়া ভেল দেবরাজে ।  
 ছুঃখ না পাইব তুমি—হৈব বড় কাজে ॥ ১৫৩ ॥  
 পৃথিবীতে অবতার হইবে ঐশ্বর ।  
 তার বধু হৈবা তুমি—এই দিল বর ॥ ১৫৪ ॥  
 তবে ত আসিবে তুমি এই ইন্দ্রপুরী ।  
 কহিল সকল—সেই ইন্দের স্তম্বরী ॥ ১৫৫ ॥  
 শোক না করিহ আর—শুন মোর মাতা ।  
 নির্বন্ধ না ঘূচে যেই লিখিল নিধাতা ॥ ১৫৬ ॥  
 পুত্রের বচন শচী শুনি সাবধানে ।  
 না করিল শোক কিছু না করিলা মনে ॥ ১৫৭ ॥  
 প্রবোধ পাইয়া শচী করে অন্ত-চিন্তা ।  
 ভক্তগণসঙ্গে বসি কহে নিজকথা ॥ ১৫৮ ॥



এ বোল বলিয়া নিশ্চয় পাইল চিন্তা :  
 আত্মসম্ভোপন করে—কহে নানা কথা ৫৯॥  
 কহয়ে লোচনদাস—শুনহ বিচিত্র।  
 লক্ষ্মী-স্বর্গ-আরোহণ গৌরাজ্জচিত্র ॥ ১৬০ ॥

কৈশোরলীলা—প্রভুর দ্বিতীয় বিবাহ

কথাসার

চিহ্নিত স্বকামিনী শ্রীদেবী যক্ষ্মীপ্রবাব প্রেমকামীলা  
 মনবদেব পল কিছু দিবস গত হইবে, শ্যামাশ্রমী প্রভু  
 বিশ্বম্ভবের পুনরায় বিবাহ দিবস নিমিত্ত উদ্দিগ্ন হইলেন  
 এবং কাশাশ্রমদ্বিকে সনাতন-পণ্ডিতের কণ্ঠার সচিত্র  
 মঙ্গল স্থির কারবার নিমিত্ত পণ্ডিতের বাড়ীতে প্রেরণ  
 করিলেন। কাশাশ্রম বিপ্র সনাতন-পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত  
 হইয়া, বিশ্বম্ভবের সচিত্র নিরুপায়ার পরিণয়-বাহ্য উপস্থাপন  
 করিলে, সনাতন পণ্ডিত পরমানন্দে বিশ্বম্ভবকে নিজ কন্যা  
 সম্প্রদান করিতে অর্পণকার করিলেন। গণক ডাকিয়া  
 বিবাহের দিন ও লগ্ন স্থির করা হইল; বিবাহের পূর্ব-দিনসে  
 নৌকিকী ও বৈদিকীক্রিয়া রথপ্রপাল্লবানী যথাসীত  
 স্মরণীয় হইল। পূর্বের গায় গায়-ভরজা প্রভৃতি কার্য  
 যথানিয়ম সম্পন্ন হইল। বিবাহের দিন মহা সমারোহে  
 বিবাহ কাশা পুস্তকের মতই হইয়া গেল। বিবাহের পর  
 সনাতন বিপ্র নিজ কণ্ঠকে ছামাশ্রমী সহ উদ্গৃহে প্রেরণ  
 করিলেন।

শ্রীরাগ—দিশা ॥

দ্বিজকুলটাদ গৌরামণি রে।  
 নদীয়া আনন্দ হরি উঠে নানা পলি রে ॥  
 অকি হোরে গৌরাজ্জ জয় জয় ॥ ১ ॥  
 হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।  
 আনন্দে গোঁড়ায় দিন শচীর কোণ্ডর ॥ ১ ॥  
 স্মৃখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে।  
 শচীর হৃদয়ে দুঃখ ভেল আচম্বিতে ॥ ২ ॥

বধুশূন্য গৃহ দেখি' বড় পাইল চিন্তা।  
 বিশ্বম্ভর-বিভা দিব—এই মনঃকথা ॥ ৩ ॥  
 মনে অনুমান করি করিল নিশ্চয়।  
 আছে একখানি কণ্ঠা—যদি ভাগ্যে হয় ॥ ৪ ॥  
 কাশীনাথ-নামে দ্বিজ দেখিল সম্মুখে।  
 অন্তর কহিল শচী নিভুতে তাহাকে ॥ ৫ ॥  
 সনাতন-পণ্ডিতের ঘর যাহ তুমি।  
 প্রবন্ধ করিয়া কহ—যে কহিলে আমি ॥ ৬ ॥  
 সর্ব-গুণ-শীলে এই আমার তনয়।  
 তার কণ্ঠা-যোগ্য বর—যদি মনে লয় ॥ ৭ ॥  
 এতেক বচন শচী দ্বিজের কহিল।  
 শুনি কাশীনাথ দ্বিজ সত্ত্বরে চলিলা ॥ ৮ ॥  
 পণ্ডিত শ্রীসনাতন আছে বিজঘরে।  
 কাশীনাথ দ্বিজোত্তম গেল। তথাকারে ॥ ৯ ॥  
 আইস, আইস বলি দিল আসন বসিতে।  
 কি কাজে আইলা—কহে হাসিতে হাসিতে ॥  
 কাশীনাথ কহে—শুন শুন হে পণ্ডিত।  
 কহিব সকল কথা যে হয় উচিত ॥ ১১ ॥  
 তুমি সর্বশাস্ত্র জান—ধন্য পৃথিবীতে।  
 কি আছে যে যত গুণ তোর অবিদিতে ॥ ১২ ॥  
 পরমধার্মিক তুমি বিষুপরায়ণ।  
 নিজধর্মপরায়ণ বলিয়ে ব্রাহ্মণ ॥ ১৩ ॥  
 ঐছন জানিএই শচী—বিশ্বম্ভর-মাতা।  
 ডাকিয়া কহিল মোরে অন্তরের কথা ॥ ১৪ ॥  
 পাঠাইয়া দিল মোরে তোমা-বঙ্গাবর।  
 অবধান করি শুন যে কহি উত্তর ॥ ১৫ ॥  
 আপন বলিয়া তোরে কহি নিজধর্ম।  
 আপনে বুঝিয়া কর—যে যুগায় কর্ম ॥ ১৬ ॥  
 তোমার কণ্ঠার যোগ্য বর—বিশ্বম্ভর।  
 কহিল সকল কথা—যে দেহ উত্তর ॥ ১৭ ॥  
 শুনি সনাতন মিশ্র মনে অনুমানি।  
 বন্ধুর সহিত কথা দড়াইল বাণী ॥ ১৮ ॥  
 কাশীনাথ-পণ্ডিতেরে কহে সনাতন।  
 আপন অন্তর কহি শুন মহাজন ॥ ১৯ ॥

এই মনঃকথা মোর রজনী দিবস ।  
 প্রকটবদনে কহি--নাহিক সাহস ॥ ২০ ॥  
 আজি শুভদিন-পরসন্ন ভেল বিধি ।  
 জামাতা হইব বিশ্বস্তর গুণনিধি ॥ ২১ ॥  
 আপনার ভাগ্যতত্ত্ব জানিল মো তনে ।  
 আপনে সে শচীদেবী আজ্ঞা কৈল যবে ॥ ২২ ॥  
 মোর ভাগ্য-সম ভাগ্য কাহার হইব ।  
 পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দে কন্যা সমর্পিব ॥ ২৩ ॥  
 সদা যার পাদপদ্ম পূজে ব্রহ্মা-শিব ।  
 সে চরণে কন্যা দিয়া আমিহ অন্বেষ ॥ ২৪ ॥  
 আশুসরি কাশীনাথ চলে দ্বিজোত্তম ।  
 কহিল--কহিও শচীদেবীর চরণে ॥ ২৫ ॥  
 সময়-নির্ভয় করি পাঠাব ব্রাহ্মণ ।  
 শুভকার্য্য-অনুপক্ষে করিহ যতন ॥ ২৬ ॥  
 পণ্ডিত শ্রীসনাতন কহিল উত্তর ।  
 কাশীনাথ দ্বিজোত্তম চলিল। সত্বর ॥ ২৭ ॥  
 শচীর চরণে আমি কৈল পরণাম ।  
 কহিল সকল কথা ছার বিছিন্নমান ॥ ২৮ ॥  
 অতি হরমিতা শচী উত্তর পাইয়া ।  
 পুত্র নিবাহের কার্য্য করেন হাসিয়া ॥ ২৯ ॥  
 নানাজব্য আহরণ করে শচী ধন্য ।  
 কোন কোন ছলে দেখিবারে যায় কন্যা ॥ ৩০ ॥  
 তবে সেই সনাতন--পণ্ডিত-উত্তম ।  
 কথোদিন রহি তথা পাঠাইল ব্রাহ্মণ ॥ ৩১ ॥  
 শচীর চরণে মোর বলিহ বচন ।  
 গোচরিহ পুরুবে যে কহিল ব্রাহ্মণ ॥ ৩২ ॥  
 মোর ভাগ্যে আজ্ঞা যদি কবে সেই কথা ।  
 সত্বরে আসিহ কার্য্য করি যেন এথা ॥ ৩৩ ॥  
 পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দে শ্রীশচীনন্দন ।  
 কন্যা দিয়া সংসারে হইব বিমোচন ॥ ৩৪ ॥  
 শুনিঞা চলিল। নিপ্র শচীর ভবনে ।  
 সকল কহিল গিয়া শচীর চরণে ॥ ৩৫ ॥  
 পণ্ডিত শ্রীসনাতন পাঠাইল মোরে ।  
 নিজ মন্ত্ৰ-নিবেদন করিতে তোমারে ॥ ৩৬ ॥

তার ভাগ্যে আজ্ঞা যদি কর তুমি ধন্য ।  
 তোর পুত্র বিশ্বস্তরে দেই নিজকন্যা ॥ ৩৭ ॥  
 ভাল ভাল বলি শচী অতি হৃষ্টচিত ।  
 আমার সম্মত কার্য্য - করহ তুরিত ॥ ৩৮ ॥  
 এ বোল শুনিঞা দ্বিজ অতি হৃষ্টমনে ।  
 কহিতে লাগিল। কিছু মধুরবচনে ॥ ৩৯ ॥  
 বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বস্তর-হেন পতি পাব ।  
 বিষ্ণুপ্রিয়া-নাম তার যথার্থ হইব ॥ ৪০ ॥  
 শ্রীকৃষ্ণেরে পতি যেন পাইল কৃষ্ণিণী ।  
 ঐছন হইব সেই হয়। অনুমানি ॥ ৪১ ॥  
 এ বোল শুনিঞা শচী অতি হরমিতা ।  
 ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া পণ্ডিতেরে-কথা ॥ ৪২ ॥  
 পণ্ডিত শ্রীসনাতন বড় তুষ্ট হৈলা ।  
 নিবাহ-উচিত জব্য করিতে লাগিলা ॥ ৪৩ ॥  
 নানাজব্য অলঙ্কার করে মহামতি ।  
 অধিবাস করিবারে করিল যুগতি ॥ ৪৪ ॥  
 গণক আনিঞা বলে বচন পিনয় ।  
 বিষ্ণুপ্রিয়া-বিভা দিব--করহ সময় ॥ ৪৫ ॥  
 গণক কহিল--শুন শুন হে পণ্ডিত ।  
 আসিতে দেখিল বিশ্বস্তর আচম্বিত ॥ ৪৬ ॥  
 ভারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন ।  
 কৌতুকে তাহারে আনি যে বৈল বচন ॥ ৪৭ ॥  
 কালি শুভ অধিবাস হইব তোমার ।  
 নিবাহ হইব শুন বচন আমার ॥ ৪৮ ॥  
 এ বোল শুনিঞা তেহে কহিল উত্তর ।  
 কহ কোথা কার বিভা--কে বা কন্যা পর ॥ ৪৯ ॥  
 আমার সাক্ষাতে কথা কহিল কখন ।  
 বুঝিয়া কার্য্যের গতি--কর আচরণ ॥ ৫০ ॥  
 গণকের মুখে এত শুনিঞা বচন ।  
 দৈর্ঘ্য অবলম্বি কিছু না বৈল তখন ॥ ৫১ ॥  
 সনাতন পণ্ডিত সে--চরিত্র উদার ।  
 বন্ধুগণ লঞা করে অনুমান সার ॥ ৫২ ॥  
 নানা জব্য কৈল নানা কৈল অলঙ্কার ।  
 কাহারে কি দোষ দিব--করম আমার ॥ ৫৩ ॥

আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি।  
 অকারণে আদর ছাড়িলা গৌরহরি ॥ ৫৪ ॥  
 অন্তরে জন্মিল দুঃখ--করিল উদগার।  
 হৃদয়ে সন্ত ও কহে ব্রাহ্মণী তাহার ॥ ৫৫ ॥  
 কুলজা, সুলজ্জা, কুলবর্তী, পণ্ডিত্রতা।  
 সর্ব-গুণ-শীলা সেই দিব্যুর শুকতা ॥ ৫৬ ॥  
 আমি-দুঃখ দেখিয়া পাইল বড় দুঃখ।  
 লজ্জা পরিহরি কহে আমার সম্মুখ ॥ ৫৭ ॥  
 আপনে যে বিশ্বস্তর না করিল বাজ।  
 তোমারে কি দোষ নিবে অদ্বৈতমাজ ॥ ৫৮ ॥  
 আপনে সে না করিল দিব্যস্তর হরি।  
 তোমার শক্তি কিবা করিবারে পারি ॥ ৫৯ ॥  
 স্বতন্ত্র পুরুষ সেই সভার ঐশ্বর।  
 ব্রহ্ম-রুদ্ৰ-ইন্দ্র আমি যাহার কিঙ্কর ॥ ৬০ ॥  
 সে জন কেমনে হইবে তোমার জামাতা।  
 শাস্ত কর মম--স্মার কৃষ্ণের বারতা ॥ ৬১ ॥  
 শক্তি সম্ভবে নাহি দুঃখ অকারণ।  
 বলিতে উরাঙ্ক--দুঃখ ঘূচাহ এখন ॥ ৬২ ॥  
 এতেক বচন যদি তার প্রিয়া বৈল।  
 পণ্ডিত শ্রীসনাতন দুঃখ সম্ভরিল ॥ ৬৩ ॥  
 বান্দব-সহিত এই যুক্তি নিয়ড়িল।  
 আমার কি দোষ--বিশ্বস্তর না করিল ॥ ৬৪ ॥  
 ইহা বলি করে কিছু না বলিল বাণী।  
 অন্তর-দুঃখিত হৈলা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ॥ ৬৫ ॥  
 অনস্তর-চিন্তিত পুনঃ খেদ উপজিল।  
 হা হা বিশ্বস্তর দেব মোরে লজ্জা দিন ॥ ৬৬ ॥  
 জয় জয় জ্যোপদীর লজ্জা-ভয়-হারি।  
 জয় জয় গজকে কুস্তীরমুখে তারি ॥ ৬৭ ॥  
 পাণ্ডবের পরিত্রাণ কুস্তিগী-জীবন।  
 জয় জয় অহল্যা দুষ্কৃতি-বিমোচন ॥ ৬৮ ॥  
 এইমত বহু স্তব কৈল নিপ্রবর।  
 জানিল গৌরাজ প্রভু জগৎ ঐশ্বর ॥ ৬৯ ॥  
 তবৈত সকল কথা শুনি বিশ্বস্তর।  
 কেনে হেন বৈল দুঃখ ভাবিল অন্তর ॥ ৭০ ॥

আমার ভকত দৌহে দুঃখ পাইল চিতে।  
 কৌতুকে কহিল কথা হাসিতে হাসিতে ॥ ৭১ ॥  
 প্রিয় একজন ছিন বয়স্যের মাঝে।  
 নিভূতে কহিল তারে যত মনে আছে ॥ ৭২ ॥  
 কোন কথাছিলে যাহ পণ্ডিতের ঘর।  
 আমি নাহি জানি--হেন কহিও উত্তর ॥ ৭৩ ॥  
 কৌতুক-রভসে আমি গণকে কহিল।  
 না বুঝিয়া কার্য কেনে অবহেলা কৈল ॥ ৭৪ ॥  
 কার্য-অবহেলা ভাহে নাহিক অমিক।  
 সে দোহার চিত্তে দুঃখ--এ নহে উচিত ॥ ৭৫ ॥  
 মায়ে যে বলিল ভাহে কি আছেয়ে কথা।  
 তাহার উপরে আর কে করে অন্যথা ॥ ৭৬ ॥  
 মিছা কার্যাক্রান্তি--মিছা দুঃখ ভাণ চিতে।  
 করহ বিভার কার্য--যে হয় উচিত ॥ ৭৭ ॥  
 এতেক লিখাঞা প্রভু ব্রাহ্মণ পাঠাইল।  
 সনাতন পণ্ডিতেরে সকল কহিল ॥ ৭৮ ॥

গ্রামকেশি রাগ--দিশ।

হরি, রাম, নারায়ণ শচীর ছানান হেমগোরা ॥ ৭৯ ॥  
 তবে ত পণ্ডিত অতি হরষিত মনে।  
 আনন্দে করয়ে শুভদিন শুভক্ষণে ॥ ৭৯ ॥  
 এথা প্রভু বিশ্বস্তর ঐছন জানিঞা।  
 শুভদিন করে ঘরে গণক আনিঞা ॥ ৮০ ॥  
 চর্চিয়া করিল দিন সময় বিচিত্র।  
 শুভকাল শুভলগ্ন তিথি স্নানক্রম ॥ ৮১ ॥  
 অধিবাস-কালে সাধু, ব্রাহ্মণ, সজ্জন।  
 মিলিয়া করিল প্রভুর শুভ প্রয়োজন ॥ ৮২ ॥  
 আনন্দিত শচীদেবী আইহ-সুহ লঞা।  
 পুত্র-মহোৎসব করে নানাদ্রব্য দিয়া ॥ ৮৩ ॥  
 তৈল, হরিদ্রা আর ললাটে সিন্দূর।  
 খদি, কদলক আর সন্দেশ, তাম্বুল ॥ ৮৪ ॥  
 আনন্দে মঙ্গল গায় যত আইহগণ।  
 প্রভু-অধিবাস করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥ ৮৫ ॥

ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে - বাজে শুভশঙ্ক ।  
 নানাবিধ বাজ্য বাজে পটাহ মুদঙ্গ ॥ ৮৭ ॥  
 চৌদিকেতে কুলবধু দেই জয় জয় ।  
 প্রভু-অধিবাস হৈল উত্তম সময় ॥ ৮৮ ॥  
 গন্ধ-চন্দন-মাণ্যে পূজিল ব্রাহ্মণ ।  
 কর্পূর' তাম্বুল আর ভুরি বিভুষণ ॥ ৮৯ ॥  
 হেনকালে পণ্ডিত শ্রীমুত সনাতন ।  
 অতিশ্রদ্ধায়ুত সেই উলসিত-মন ॥ ৯০ ॥  
 ব্রাহ্মণ পাঠাইল আর বিপ্রসাপরীগণ ।  
 জামাতার অধিবাস করিবার মন ॥ ৯১ ॥  
 আপনে আপন-কন্যা-অধিবাস করে ।  
 বলমল করে অঙ্গ রত্ন-অলঙ্কারে ॥ ৯২ ॥  
 দেবপূজা পিতৃপূজা করে যথানিধি ।  
 অধিবাস-কালে জয় জয় নিরবধি ॥ ৯৩ ॥  
 ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে - বাজে শুভশঙ্ক ।  
 আনন্দে ছন্দুভি বাজে বাজয়ে মুদঙ্গ ॥ ৯৪ ॥  
 হেনমনে ছুইজনের অধিবাস হৈল ।  
 তার-পর-দিনে প্রভু প্রভাতে উঠিল ॥ ৯৫ ॥  
 প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান ।  
 মাঙ্গামুখ-শ্রাদ্ধ কৈল যে ছিল বিধান ॥ ৯৬ ॥  
 দেবপূজা পিতৃপূজা করি সমাধান ।  
 বিবাহ-উচিত প্রভু করে পুনঃ স্নান ॥ ৯৭ ॥  
 নাপিতে নাপি ভিক্ষয়া করিল তখন ।  
 অঙ্গ-উদ্বর্ত্তন করে কুলবধুগণ ॥ ৯৮ ॥  
 মদিয়া নগরে ভেল আনন্দ উৎসাহ ।  
 সর্কী সুমঙ্গল বিশ্বস্তরের দিবাহ ॥ ৯৯ ॥  
 তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বস্তরায় ।  
 অঙ্গের সুরেশ করে যতেক জুয়ায় ॥ ১০০ ॥  
 দিব্য রত্ন-অলঙ্কার রক্তপ্রান্ত-বাস ।  
 মহ-মহ করে গোরা-অঙ্গের বাতাস ॥ ১০১ ॥  
 সহজে শ্রীঅঙ্গ-গন্ধ -আরে দিব্য-গন্ধ ।  
 চন্দন-তিলক ভালে শ্রীমুখচন্দ্র ॥ ১০২ ॥  
 নখ চন্দ্র শোভা করে অঙ্গুলে অঙ্গুরী ।  
 বলমল অঙ্গতেজঃ চাহিতে না পারি ॥ ১০৩ ॥

অতি সুকোমল রাঙা অপর-দিক্ক ।  
 শ্রবণে শোভয়ে গণ্ড কুসুম কঙ্ক ॥ ১০৪ ॥  
 অঙ্গদ, কঙ্কণ করে চরণে নৃপূর ।  
 দেখিয়া নাগরী হিয়া করে ছুর ছুর ॥ ১০৫ ॥  
 পণ্ডিত শ্রীসনাতন এথা নিজ ঘরে ।  
 নিজ কন্যা ভূষা করে রত্ন অলঙ্কারে ॥ ১০৬ ॥  
 গন্ধ চন্দন, মাণ্যে করাইল বেশ ।  
 বিনা বেশে অঙ্গছটায় আলো কৈলদেশ ॥ ১০৭ ॥  
 বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখনান্ সোণা ।  
 বলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা ॥ ১০৮ ॥  
 ফণিধর জিনি বেনী মুনিমম-মোহে ।  
 কপালে সিন্দূর সে তুলনা দিব কাছে ॥ ১০৯ ॥  
 ভুরুভঙ্গ অনঙ্গ সারঙ্গ মনোহর ।  
 শুক ওষ্ঠ জিনি নামা পরম সুন্দর ॥ ১১০ ॥  
 কুরঙ্গনয়ন জিনি নয়নযুগল ।  
 গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর ॥ ১১১ ॥  
 অপর বাঁধুনি জিনি অমুপম-শোভা ।  
 দশন-মতিম জিনি বলমল আঁভা ॥ ১১২ ॥  
 কক্ষুর্কণ জিনিয়া জগদ্বন্দনোহারি ।  
 সিংহগ্রীব জিনিয়া সুন্দর প্রাণানারী ॥ ১১৩ ॥  
 বাহুযুগল কনক-মৃগাল-শোভা জিনি ।  
 করতল রাতা-পরা জিনি অরুমানি ॥ ১১৪ ॥  
 অঙ্গুলি চম্পককলি জিনি মনোহর ।  
 নখ-চন্দ্র জিনি শোভা অতি বলমল ॥ ১১৫ ॥  
 বক্ষঃস্থল পরিসর সুমেরু জিনিয়া ।  
 কেশরী জিনিয়া মাজা অতি সে ক্ষীণিয়া ॥ ১১৬ ॥  
 কামদেব রথচক্র জিনিয়া নিতম্ব ।  
 উরুযুগ জিনি রাম-কদলক-স্তম্ব ॥ ১১৭ ॥  
 ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গড়িল বিদাভা ।  
 ডগমগ করে কর পদপদ্ম-রাতা ॥ ১১৮ ॥  
 নখচন্দ্র পাঁতি জিনি অকলঙ্ক-চাঁদে ।  
 তাহার কিরণে আঁখি পাইল জন্ম অঙ্গে ॥ ১১৯ ॥  
 গন্ধ, চন্দন, মাণ্যে করাইল বেশ ।  
 বিনি বেশে অঙ্গছটা আলো করে দেশ ॥ ১২০ ॥

ত্রৈলোক্য-মোহিনী জিনি কল্যা পার্বতী ।  
 অঙ্গ অলঙ্কারে বলমল করে ক্ষিতি ॥ ১২১ ॥  
 হেনকালে শুভ লগ্ন সময় বুঝিয়া ।  
 বর আনিবারে বিপ্র দিল পাঠাইয়া ॥ ১২২ ॥  
 ব্রাহ্মণ প্রভুর আগে দাড়াইয়া রহে ।  
 পাঠাইল দ্বিজ মোরে সবিনয় কহে ॥ ১২৩ ॥  
 অঙ্গ বলমল তেজঃ দেখিয়া ব্রাহ্মণ ।  
 আপনাকে গচ্ছ মানৈ ধন্স সনাতন ॥ ১২৪ ॥  
 কহিল প্রভুর আগে শুন বিশ্বম্ভর ।  
 নিকট হইল লগ্ন চলহ সত্বর ॥ ১২৫ ॥  
 আমি কি কহিভে জানি তোমার সম্মুখে ।  
 তুমি দেব ভগবান্ দেখি পরভেকে ॥ ১২৬ ॥  
 তবে সেই শুভক্ষণে বিশ্বম্ভর পছ ।  
 চলিলা মনুষ্যমানে হাসে লছ লছ ॥ ১২৭ ॥  
 আইও সুও লঞা শচী আশীর্বাদ করে ।  
 মাতৃ পদধূলি-প্রভু লই নিজ শিরে ॥ ১২৮ ॥  
 শঙ্ক, দুশ্শুভি বাজে ভেউর কাহাল ।  
 দণ্ডিম মুহুরি বাজে ডিণ্ডিম রসাল ॥ ১২৯ ॥  
 বীণা, বেণু, বিলাস, রবাব, উপাঙ্গ ।  
 মিলিয়া বাজয়ে সব পাখোয়াজ রঙ্গ ॥ ১৩০ ॥  
 পড়াহ, মৃদঙ্গ বাজে কাংশ্য, করতাল ।  
 শিঙ্গা, রবাব বাজে সহিনী মিশাল ॥ ১৩১ ॥  
 নানানাদি বাজ বাজে নাম নাহি জানি ।  
 সম্মুখে নাটুয়া নাচে শুনি বেদধ্বনি ॥ ১৩২ ॥  
 গায়নেতে গীত গায় ভাটে কায়বার ।  
 বয়স্বে বেষ্টিত প্রভু কৈল আশুসার ॥ ১৩৩ ॥  
 নদীয়ানগরে ঘরে ঘরে পড়ে সারা ।  
 দেখিবারে ধায় লোক দিয়া বাছ নাড়া ॥ ১৩৪ ॥

বিধাগড়:—রাগ ।

পাট শাড়ি পর,  
 কানর ছান্দে বান্দে খোপা ।

নেতের কাঁচুলী,

মুকুতা বান্ধিয়া,  
 পিঠে ফেলে রাজা ধূপা ॥ ১৩৫ ॥  
 ধনি ধনি ধনি,  
 আনন্দ-পাথারে নীত ।  
 বিশ্বম্ভর-বিভা,  
 চল দেখি যাঞা,  
 গাব স্নগঙ্গল গীত ॥ ১৩৬ ॥  
 কেহোত কাপড়,  
 শ্রবণে গঙ্গরাজ টাঁপা ।  
 গজেশ্বরগমনে,  
 চলিতে না জানে,  
 কুরঙ্গ দিঠে চাহে বাঁকা ॥ ১৩৭ ॥  
 অঞ্জে রঞ্জিত,  
 চঞ্চল ভারক যোর ।  
 গোরারূপ পঙ্কে,  
 পঙ্কিল আলমে,  
 আর না চলিব তোর ॥ ১৩৮ ॥  
 নগরে নগরে,  
 ধাইল ধনি শুনিয়া ।  
 চিকুরে চিরুণী,  
 চলল ভরুণী,  
 চির না সম্বরে তুলিয়া ॥ ১৩৯ ॥  
 নবীন যুবতী,  
 ছাড়ি পতি-মতি,  
 ছাড়ি কুমবন্ধু জন ।  
 বসন-ভূষণ,  
 না সম্বরে হেন,  
 সতত উনমত হেন ॥ ১৪০ ॥  
 খির খিজুরী,  
 যেমন গমন,  
 গমন মরাল-বধু ।  
 সারি সারি সারি,  
 হাত ধরাধরি,  
 যেমন শারদ-বিধু ॥ ১৪১ ॥  
 এ নারী, পুরুষ,  
 ধায় এক মুখ,  
 কেহ কাহে নাহি মানে ।  
 ঠেলাঠেলি পথ,  
 ধায় উনমত,  
 দেখিতে গৌরান্দবদনে ॥ ১৪২ ॥  
 বাল, রক্ত, অঙ্গ,  
 পঙ্কুর ভঙ্কুর,  
 আতুর দেখয়ে সাধে ।

কেহ কেহ বন্ধু, করে কর দিয়া, সেইত শ্রীঅজ গন্ধে, আইও মরে উনমাদে,  
 ধায় চির নাহি বাঞ্ছে ॥ ১৪৩ ॥ হিয়া রাখে অনেক যতনে ॥ ১৫১ ॥

মদন বেদন, বদন দেখিয়া, সাত প্রদক্ষিণ করাঞা, গোরানাঞ্জে উরযিয়া,  
 অধীর দেখিতে নারী। দধি চালে চরণারবিন্দে।

পশু পক্ষী সব, গৌরাঙ্গ দেখিয়া, ঘর চলিবার বেলে, গৌরা-মুখে নেহালে,  
 রহে সন্তে সারি সারি ॥ ১৪৪ ॥ পালটিতে নারে অজ গন্ধে ॥ ১৫২ ॥

বয়স্বে বেষ্টিত, দিব্য অলঙ্কৃত, পশুিও শ্রীসনাতন, করে বর-বরণ,  
 মুকুট-নিকট ললাটে। দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার।

লোচন বলে হরি, ভুলল নাগরী দিব্য গন্ধ চন্দন, অঙ্গে করে লেপন,  
 যুটল হৃদয়-কপাটে ॥ ১৪৫ ॥ গলে দিল মালতির মাল ॥ ১৫৩ ॥

বরাড়ি রাগ—পূলাপেলাজাত। স্নেনেরু-স্নন্দর তনু, তাহে স্নরধুনী জনু,  
 হেনমতে বিশ্বস্তর, গেলা পশুিতের ঘর, দ্বিধা হইয়া বহে ছুই ধারা।  
 দ্বিজবর আনন্দপাথার। দেখিয়া পশুিত ভা, পুলকিত সব গা,  
 পাণ্ড, অর্ঘ্য লইঞা করে, গেলা প্রভু বরাবরে, গৌরা-অঙ্গে মালতির মালা ॥ ১৫৪ ॥

তবে পাণ্ড, অর্ঘ্য দিয়া, গৌরচন্দ্র থুইল লৈয়া, তবে সেই সনাতন, মিশ্র দ্বিজ-রতন,  
 দাণ্ডাইল ছোড়লা ভিতরে। কল্যা আনিবারে আজ্ঞা দিল।

সব জনে হরি বলে, শত শত দীপ জলে, রত্নসিংহাসনে বসি, ত্রৈলোক্য-রূপসী,  
 তাহে জিনি গৌর কলেবরে ॥ ১৪৭ ॥ অঙ্গ-ছটায় বিজুরী পড়িল ॥ ১৫৫ ॥

উলসিত আইওগণ, ছলাছলি ঘনে ঘন, প্রভুর নিকটে আনি, জগ-মন-মোহিনী,  
 শঙ্খ, দুন্দুভি বাজ্ঞ বাজে। বিষ্ণুপ্রিয়া মহানক্ষী-নামা।

হেতা আইওগণ মেলি, কেহ পাট শাড়ী পরি, তরল নয়ান বন্ধ, হেরি মুখ গৌরাঙ্গ,  
 প্রভু প্রদক্ষিণ হেতু সাজে ॥ ১৪৮ ॥ মন্দমন্দ হাসি অনুপমা ॥ ১৫৬ ॥

নির্মল্লন সজ্জ করি, আইওগণ আশুসারি, প্রভু-প্রদক্ষিণ করি, সাতবার চৌদিকে ফিরি,  
 আশুসরে কল্যার জননী। করজোড়ে করে নমস্কার।

ভূমেতে না পড়ে পা, উলসিত সব গা, অন্তঃপট ঘুচাইল, চারি-চক্ষে দেখা হৈল,  
 দেখি বিশ্বস্তর গুণমণি ॥ ১৪৯ ॥ দোহে করে কুসুমবিহার ॥ ১৫৭ ॥

মনে ভাবে গৌরহরি, হিয়ার মাঝারে ভরি, উঠিল আনন্দ-রোল, সন্তে হরি হরি বোল,  
 হৃদয়ে উঠয়ে কত সাধা। ছামুনি নাড়িল কল্যা বর।

বিষ্ণুপ্রিয়া মোর স্নতা, হইব অনুরূপতা, সন্তে বলে ধনি ধনি, যেন চান্দ-রোহিনী,  
 ভাবিয়া সে মনে দিল বাধা ॥ ১৫০ ॥ কেহ বলে পার্বতী-শঙ্কর ॥ ১৫৮ ॥

একে আইওরূপে চলে, রতন প্রদীপ করে, তনে বিশ্বস্তর পছ, মুচকি হাসিয়া লছ,  
 ভাবিয়া সে মনে দিল বাধা ॥ ১৫০ ॥ বসিলা উত্তম সিংহাসনে।

একে আইওরূপে চলে, রতন প্রদীপ করে, সনাতন দ্বিজবরে, কল্যা সম্প্রদান করে,  
 তাহে গৌরা অঞ্জের কিরণে। পদাঙ্গুজে কৈল সমর্পণে ॥ ১৫৯ ॥

যদানিদি যে আছিল, নানাভ্রব্য দান দিল, শিরে দেই দুর্কা দান, করে শুভ কল্যাণ,  
 একত্র বসিলা দুইজনে । চিরজীবি আশীর্বাদ-বাণী ॥ ১৬৮ ॥  
 বিনাহ-অন্তরে দৌহে, সনাতন-দ্বিজগৃহে, তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তরল হইল হিয়া,  
 একবারে করিলা ভোজনে ॥ ১৬৯ ॥ মুখ চাহে জনক জননী ।  
 উলসিত আইহগণ, যুক্তি করে মনে মন, সক্রুণ-কণ্ঠস্বরে, আত্মনিবেদন করে,  
 করে করি' ভাস্কুল, কপূর । অমুনয়-সবিনয় বাণী ॥ ১৬৯ ॥  
 দেখিব নয়ান ভরি, শ্রীগৌরাজ্ঞচাঁন্দ হরি, সনাতন দ্বিজবর, বোলে হিয়া কাতর,  
 বাসঘরে বসিল ঠাকুর ॥ ১৬১ ॥ তোরে আমি কি বলিতে জানি ।  
 বিশ্বস্তর বিষ্ণুপ্রিয়া, বাসরে বসিল গিয়া, আপনার নিজগুণে, লৈলে মোর কল্যাণানে,  
 আইহগণে মনে অনুমানে । তোর যোগ্য কিবা দিব আমি ॥ ১৭০ ॥  
 এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বস্তর হঞা, আর নিবেদিয়ে কথা, তুমি মোর জামাতা,  
 পৃথিবীতে কৈল অবধানে ॥ ১৬২ ॥ দয়্য আমি—আমার আলয় ।  
 নানাবিদ জানে কলা, করে করি দিব্যমালা, দত্ত মোর বিষ্ণুপ্রিয়া, তোর পদপদ্ম পাঞা,  
 তুলি দেই বিশ্বস্তর গলে । ইহা বলি গদগদ হয় ॥ ১৭১ ॥  
 হিয়া অশ্রুলাস করে, যে আছিল অন্তরে, বাস্প-ছাছপ অঁাখি, অরুণ-বদনা দেখি,  
 মনঃকথা—বিকাইনু তোরে ॥ ১৬৩ ॥ গদগদ আদ-আদ বোলে ।  
 কেহো গন্ধ-চন্দন, অঙ্গে করে লেপন, বিষ্ণুপ্রিয়া-কর লঞা, বিশ্বস্তর-করে দিয়া,  
 পরশিতে বাঢ়ে উনমাদ । ঢল ঢল নয়নের জলে ॥ ১৭২ ॥  
 করি নানা পরসঙ্গে, লোলি' পড়য়ে অঙ্গে, তবে পছ শুভক্ষণে, চট্টলা মক্ষুষ্য-যানে,  
 পুরাইল জনমের সাধ ॥ ১৬৪ ॥ সর্বজন-হৃদয়-উল্লাস  
 (কেহো) বাটা ভরি ভাস্কুলে, দেই প্রভু পদমূলে, নানাবিদ বাদ্য বাজে, শঙ্খ, মৃদঙ্গ গাজে,  
 করে সেই কুসুম-অঞ্জলি হরিধনি পরশে আকাশ ॥ ১৭৩ ॥  
 তার মনঃকথা এই, জন্ম জন্ম প্রভু তুঞি, সম্মুখে নাড়িয়া নাচে, যার যে বা গুণ আছে,  
 আত্ম সমর্পয়ে ইহা বলি ॥ ১৬৫ ॥ সব সেইক্ষণে পরকাশ ।  
 এইমতে রজনী, গোড়াইলা গুণমণি, প্রভু যায় চতুর্দোলে, জয় জয় লোকে বোলে,  
 আইহগণ ভাগ্যের প্রকাশে । উস্ত্রিলা আপন আবাস ॥ ১৭৪ ॥  
 প্রভাতে উঠিয়া নিদি, কৈল প্রভু গুণনিদি, শর্চা উলসিত হঞা, নির্মল্লনসজ্জ লঞা,  
 কুশণ্ডিকা-কর্ম্ম সে-দিবসে ॥ ১৬৬ ॥ আইহগণ সাহতি করিয়া ।  
 তার-পর-দিনে পছ', বসিলা ত বানে বহু, জয় জয় মঙ্গল পঢ়ে, সর্বলোক হরি বোলে,  
 ঘরেরে চলিব—বৈল বাণী । নানাভ্রব্য ফেলায় নিছিয়া ॥ ১৭৫ ॥  
 পরিজনে পূজা করে, যার যেই দ্রব্য ছলে, সম্মুখে মঙ্গলঘট, কায়বার পঢ়ে ভাট,  
 জয় জয় হৈল শঙ্খ-ধনি ॥ ১৬৭ ॥ বেদধনি করয়ে ব্রাহ্মণে ।  
 গুবাক. চন্দন, মালা. করে দিয়া দৌহে গেলা, বিষ্ণুপ্রিয়ার কর ধরি, বিশ্বস্তর গৌরহরি,  
 সনাতন-ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী । গৃহে প্রবেশয়ে শুভক্ষণে ॥ ১৭৬ ॥

প্রেমানন্দে গরগর, কোলে করি বিশ্বস্তর,  
চুম্ব দেই সে চাঁদ বদনে ।

আনন্দে বিভোল হঞা, আইহগণ-মানো গিয়া,  
বধুকোলে শচীর নাচনে ॥ ১৭০ ॥

আপন না ধরে স্মখে, নানাজব্য দেই লোকে,  
তুষ্ট হৈলা যত সর্বজন ।

বিশ্বস্তর বিষ্ণুপ্রিয়া, এক-মেলি দেখিয়া,  
গোরাগুণ কহয়ে লোচন ॥ ১৭৬ ॥

দ্বিতীয় বিবাহলীলা বর্ণন সমাপ্ত

কৈশোরলীলা—প্রভুর গয়া-যাত্রা

### কথাসার

কিছুদিন পরে গৌবহুন্দর অব্যয়নন্দীয়া সমাপ্ত করিয়া  
অধ্যাপনা কাম্যে ব্যাপৃত হইলেন। পরে পিতার উদ্দেশে  
পিতৃ-প্রদান ছলে গয়ায় শ্রুত-বিজয় করেন। পথে যাবতীয়  
পশু পক্ষীদিগকে দর্শন দিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় চরণে  
আকুট এবং প্রাক্ষণের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন শিক্ষা দিবার  
নিমিত্ত বিপ্র পাদোদক পান করিয়া স্বীয় ব্যাধি মুক্ত হওয়ার  
ধীলাভনয় করেন এবং কৃষ্ণ-ভজন-রহিত ব্যক্তি কখনও  
ব্রাহ্মণ হইতে পাবে না, ইহাও শিক্ষা দেন। অনন্তর  
গয়ায় গমন পূর্বক দেব-পূজা, পিতৃ-পূজা করিয়া বিষ্ণু-  
পদ দর্শনার্থ গমন করিলেন তথায় ভক্ত-প্রবর ঈশ্বরপুরীর  
মাহাত্ম সাক্ষাৎকার হয় এবং তাঁহাকে কৃপা করিবার নিমিত্ত  
তাঁহার নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করেন, ঈশ্বরপুরীর নিকট  
কৃষ্ণমন্ত্র পাইবামাত্র প্রভুর ভাবোদয় হয় এবং তিনি বিষ্ণু-  
পদ দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হন। বিষ্ণুপদ দর্শন করিয়া শ্রীময়হা-  
প্রভু প্রেমাবেশে হাশ্ব, নৃত্য-গীতাদি প্রেম-চিহ্ন প্রকাশ  
করিলেন এবং তথায় কয়েক দিন মাতা থাকিয়া গৃহে  
প্রত্যাগমন করেন।

বরাড়ি রাগ—দিশা ॥

মোর প্রাণ আরে রে দ্বিজচান্দ নায়ে হয় ॥ ১ ॥

তবে সেই মহাপ্রভু আনন্দ-কৌতুকে ।

স্মখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে ॥ ১ ॥

মদম্বীপপুরবাসী যতেক ব্রাহ্মণ ।

ধন্য ধন্য করি সন্তে সন্তারে কখন ॥ ২ ॥

লৌকিক-সৎক্রিয়াবিধি পঢ়ে শিষ্যগণ ।

আপনি পঢ়ায় প্রভু পুরুষ-রতন ॥ ৩ ॥

বৃহস্পতি জিনি কনি কাশ্যরস জানে ।

আপনি ঈশ্বর—স্তুতি কি বলি বচনে ॥ ৪ ॥

শিষ্যের মহিমা কে বা কহিবারে পারি ।

আপনে পঢ়ায় যারে জগতের গুরু ॥ ৫ ॥

কোটি-সরস্বতী-কান্ত প্রভু বিশ্বস্তরে ।

নিষ্ঠারসে কৃপা করে পণ্ডিত সকলে ॥ ৬ ॥

এইমতে লোকশিক্ষা করে বিশ্বস্তর ।

গয়া করিবারে যাব—করিলা অন্তর ॥ ৭ ॥

পিতৃ-পিণ্ডদান দিব গয়াশিরোপরি ।

গদাধর আর বিষ্ণুপদে নমস্কারি ॥ ৮ ॥

এত বলি শুভযাত্রা করিলা ঠাকুর ।

সংহতি চলিলা বিপ্রগণ মহাকুল ॥ ৯ ॥

শচীর অন্তর পোড়ে—গদগদ ভাষ ।

পুত্রের নিকটে গিয়া ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥ ১০ ॥

প্রবাসে যাইবে তুমি শুন বিশ্বস্তর ।

তোমা না দেখিলে অক্ষয় মোর ঘর ॥ ১১ ॥

আক্ষলের ল'ড় মোর নয়ানের তার ।

এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥ ১২ ॥

পিতৃগণ-নিস্তার করিতে যাবে তুমি ।

আপনা লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি ॥ ১৩ ॥

এতেক বচন যবে বৈল শচীমাতা ।

মধুরবচনে তার প্রনোদিল কথা ॥ ১৪ ॥

তোমার নিকটে যেন আছি নিরস্তর ।

এমন জানিবে মাতা কহিল উত্তর ॥ ১৫ ॥

পুত্র পিণ্ড লাগি' প্রয়োজন সর্বলোকে ।

মোরে কৃপা-আজ্ঞা কর—না করিহ শোকে ॥



চলিলা ত নিখস্তর গয়া করিবারে ।  
 সংহতি চলিহ নিপ্র হরিম অন্তরে ॥ ১৭  
 যে পথে চলয়ে প্রভু শরীর নন্দন ।  
 সে পথের লোক দেখি' জুড়ায় নয়ন ১৮ ॥  
 বাল, বন্ধ, পঙ্কু জড় ধায় দেখিবারে ।  
 পশু পক্ষী ধায় সব—অশ্রু নেত্রে ঝরে ॥ ১৯ ॥  
 কুলবধু ধায় সব কুলভ্যাগ করি' ।  
 সতে বোলে—হের-দেখ ব্রজের শ্রীহরি ॥ ২০ ॥  
 ইহা বলি ধায় লোক না বাঙ্কয়ে কেশ ।  
 উন্নত করিল প্রভু ভ্রমি সর্বদেশ ॥ ২১ ॥  
 সর্বপথে এই মতে সর্বলোক ধায় ।  
 সর্বলোকে প্রেম-রস-মাগরে ভাসায় ॥ ২২ ॥  
 পথে যাইতে একঠাঞি দেখে গৌরহরি ।  
 কুরঙ্গ-কুরঙ্গে কেলি করে এক মেলি ॥ ২৩ ॥  
 মুগের কোতুক দেখি ভেল কুতুহল ।  
 প্রাকৃতলোকের মত হাসে খল খল ॥ ২৪ ॥  
 লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধে মত্ত পশুগণ ।  
 কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত সর্বজম ॥ ২৫ ॥  
 সঙ্গিগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান্ ।  
 যে'বুদ্ধি পশুতে সে মানুষে বিচ্যমান ॥ ২৬ ॥  
 কৃষ্ণজ্ঞান নাঞি মাত্র পশুর শরীরে ।  
 মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ—পশু বলি তারে ॥ ২৭ ॥  
 এত বুঝাইয়া প্রভু জগতের গুরু ।  
 চলিলা পথেতে প্রভু বাঙ্কাকল্পতরু ॥ ২৮ ॥  
 ওনে সেই চিরনামে আছে এক নদী ।  
 স্নানদান কৈল প্রভু যে আছিল বিদী ॥ ২৯ ॥  
 দেব পূজা পিতৃপূজা করি হরষিতে ।  
 মন্দরে উঠিলা প্রভু দেবতা দেখিতে ॥ ৩০ ॥  
 দেবতা দেখিয়া প্রভু নামিলা সত্তর ।  
 পর্কাত নিকটে বাসা—ব্রাহ্মণের ঘর ॥ ৩১ ॥  
 হেনকালে নিখস্তর-সঙ্কর ব্রাহ্মণ ।  
 সে-দেশের বিপ্র দেখি দোষে' তার মন ॥ ৩২ ॥  
 দেশ-আচরণ তারা করে যথানিদি ।  
 দেখিয়া ব্রাহ্মণে তার নাহি বিপ্রবুদ্ধি ॥ ৩৩ ॥

ব্রাহ্মণে অবজ্ঞা দেখি প্রভু নিখস্তর ।  
 প্রকাশিব দ্বিজভক্তি—করিলা অন্তর ॥ ৩৪ ॥  
 আচম্বিতে প্রভুদেহে আইল মহাজর ।  
 জর দেখি ত্রাস পাইল সভার অন্তর ॥ ৩৫ ॥  
 বলিলা ঠাকুর—শুন শুন সর্বজন ।  
 দেব-পিতৃকার্যে বিঘ্ন ভেল কি-কাবণ ॥ ৩৬ ॥  
 না জানি কি মোর দোষে সঙ্গিগণ-দোষে ।  
 শ্রেয়ঃকার্যে বিঘ্ন হয়—বড় অসন্তোষে ॥ ৩৭ ॥  
 সর্ববিঘ্ন-নিবারণ আছয়ে উপা' ।  
 বিপ্রপাদোদক মোরে দেহ ত জুরায় ॥ ৩৮ ॥  
 বিপ্রপাদোদক খাইলে সর্বপাপ হরে ।  
 এখনে ঘুচিব জর কি করিতে পারে ॥ ৩৯ ॥  
 সেইখানে সেইদেখী আছিল ব্রাহ্মণ ।  
 আপনে উঠিয়া তার পাখালে চরণ ॥ ৪০ ॥  
 বিপ্রপাদোদক-পান কৈল নিখস্তর ।  
 প্রকাশিল দ্বিজভক্তি পনাইল জর ॥ ৪১ ॥  
 সঙ্কর সে দ্বিজবর বোলে চাটুবাণী ।  
 আমার অন্তর-দোষে দুঃখ পাইলে তুমি' ॥ ৪২ ॥  
 কুৎসিত আচার দেখি মোর মন দোষে' ।  
 মোর মন-দোষে তুমি পাইলে অসন্তোষে ॥  
 এখনে ব্রাহ্মণভক্তি প্রকাশিলে তুমি ।  
 অপরাধ কৈলু—দোষ ক্ষমিবে আপন ॥ ৪৪ ॥  
 তুমি সে ব্রাহ্মণ্য দ্বিজভক্তি-অধিকারী ।  
 ভৃগুয়নি-পদ চিহ্ন নিজবক্ষে ধরি ॥ ৪৫ ॥  
 নিজভক্তি-মহিমা প্রকাশ নিজমুখে ।  
 জগতের নিস্তার করহ এইরূপে ॥ ৪৬ ॥  
 জয় নিখস্তরপ্রিয় জয় দ্বিজরাজ ।  
 তোমায় সেবিলে সিদ্ধ হয় সব কাজ ॥ ৪৭ ॥  
 নম দ্বিজবল্লভ দয়ালু গৌরহরি ।  
 নম ধর্মসংস্থাপন সর্ব অধিকারী ॥ ৪৮ ॥  
 সঙ্গীর এতেক বাক্য শুনি নিখস্তর ।  
 ক্ষমা কৈলা সভাকার দোষ বহুতর ॥ ৪৯ ॥  
 ইহার পূজয়ে মধুসূদন ঠাকুর ।  
 এ সকল ভ্যজ্য নহে—না ভাবিহ দূর ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত ।

পুরাণে প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত ॥ ৫১ ॥

তথাহি—

‘চণ্ডালোহপি মুনঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ

বিষ্ণুভক্তিবিশীনস্ত দ্বিজোহপি স্বপচাপমঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ । বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ ( বিষ্ণোরভ্যুতঃ ভক্তঃ )

চণ্ডাশঃ অপি ( চণ্ডাশকুলোদ্ধৃতোহপি ) মুনঃ শ্রেষ্ঠঃ তু  
( পরমঃ ) বিষ্ণুভক্তিবিশীনঃ দ্বিজঃ ( ব্রাহ্মণকুলোদ্ধৃতঃ ) অপি  
স্বপচাপমঃ ( চণ্ডালাদপি অমঃ ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ । বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ চণ্ডাশ-কুলোদ্ধৃত  
ব্যক্তিঃ ব্রাহ্মণ-মনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিষ্ণুভক্তিশূণ্য  
ব্রাহ্মণঃ চণ্ডাল অপেক্ষাও নিরুপে ॥ ৫২ ॥

ইহা বলি সজ্জের ব্রাহ্মণে তুষ্টি হইয়া ।

দোষ ক্ষমাইলা তারে প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫৩ ॥

এইমতে প্রভু দ্বিজভক্তি প্রকাশিয়া ।

পুনঃপুনঃ নদী-তীরে উত্তরিল গিয়া ॥ ৫৪ ॥

স্নান-দেবার্চন তথি করিলা তখন ।

পিতৃকার্য্য সমাধিয়া করিলা গমন ॥ ৫৫ ॥

ভাবে ত উত্তম তীর্থ—রাজগিরি নাম ।

লক্ষকুণ্ডে গিয়া প্রভু কৈল স্নানদান ॥ ৫৬ ॥

দেবপূজা পিতৃপূজা কৈলা সেই ঠায় ।

বিষ্ণুপদ দেখিবারে চলিলা স্বরায় ॥ ৫৭ ॥

যাইতে দেখিল পথে এক ন্যাসিবর ।

মহাভাগবত—নাম পুরী যে ঐশ্বর ॥ ৫৮ ॥

প্রণাম করিয়া তারে বৈল বিশ্বস্তর—

বড় ভাগ্যে দেখিল এ চরণযুগল ॥ ৫৯ ॥

চরণে পড়িয়া বোলে বচন কাতর ।

করণ অরণ অঁখি করে ছলছল ॥ ৬০ ॥

কেমনে তরিল এই সংসার সাগরে ।

কৃষ্ণপাদাম্বুজ-ভক্তি দেহ ত আমারে ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণদীক্ষা বিষ্ণু দেহ অকারণ দেখি ।

পুরাণে এ সব বাক্য সাধুমুখে সাক্ষী ॥ ৬২ ॥

ঐছন শুনিঞা বাণী পুরী যে ঐশ্বর ।

নিভূতে কহিলা তারে মহামন্ত্রবর ॥ ৬৩ ॥

গোপীনাথ মহামন্ত্র পায়। বিশ্বস্তর ।

পুলকিত সব অঙ্গ—হরিষ অস্তর ॥ ৬৪ ॥

নয়নে গলয়ে নীর—পুলকিত অঙ্গ ।

রাধা রাধা বলি স্নখ বাঢ়িল তঃ স্ন ॥ ৬৫ ॥

ব্রজের যতেক—সব মনে হৈল ।

বিশেষে মাধুর্য্যরসে মন ডুবাইল ॥ ৬৬ ॥

রাধাভাবে অবশ হইয়া কলেবর ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অস্তি উচ্চৈশ্বর ॥ ৬৭ ॥

বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন বলি ডাকে হামে ।

কালিন্দী যমুনা বলি গরজে উল্লাসে ॥ ৬৮ ॥

ক্ষণে ডাকে বলরাম শ্রীনাথ সূদাম !

ক্ষণে নন্দ যশোদা বলিয়া করে নাম ॥ ৬৯ ॥

ধবলি সাঙলি বলি গরজে গম্ভীর ।

ক্ষণে সখী বলি প্রভু পড়য়ে অস্তির ॥ ৭০ ॥

ক্ষণে দাসভাণে তুণ দশনে পরিয়া ।

ক্ষণে অহঙ্কার করে আমি বে বলিয়া ॥ ৭১ ॥

ধরিলুঁ পর্কভ আমি মাধিনুঁ অঘাসুর ।

মারিলুঁ পুতনা-আদি যতে চ অস্তর ॥ ৭২ ॥

ক্ষণে যে ত্রিভঙ্গ হঞা বংশীমুখে রহে ।

ক্ষণে চমকিত হঞা চৌদিকে ত চাহে ॥ ৭৩ ॥

নয়নে গলয়ে নীর—গদগদ ভাসা ।

মধুর বচনে করে গুরুর সস্তাষ ॥ ৭৪ ॥

তোমার প্রমাদে সুই হইলু কুসার্থ ।

আজি হৈতে দেহ মন্দ্য তৈগেল যথার্থ ॥ ৭৫ ॥

গুরুভক্তি প্রকাশিয়া চলিলা ত প্রভু ।

ফল্গুনামা নদী দেখি হাসে লছ লছ ॥ ৭৬ ॥

পূর্ব সত্তরণ হইল হরিষ-বিষাদে ।

সীতা সত্তরিয়া হইল পরম প্রমাদে ॥ ৭৭ ॥

দেব পূজা, পিতৃ-পূজা, কৈল স্নানদান ।

প্রৈত-শিলায় পিণ্ডদান করিলা বিদান ॥ ৭৮ ॥

ব্রাহ্মণেরে দিল ধন পিতার উদ্দেশে ।

উদীচী করিয়া কৈল দক্ষিণ-মানসে ॥ ৭৯ ॥

উত্তর মানস করি জিহবা-লোল তীর্থ ।

দেব পিতৃ-পূজা করি নিলাইল অর্থ ॥ ৮০ ॥

তবে গয়া উত্তরিল অতি দ্রষ্টমনে ।  
 দেখিতে বাটিল আস্তি বিষ্ণুর-চরণে ॥ ৮১ ॥  
 ষোড়শ বেদিকা প্রভু পিণ্ডদান করে ।  
 উৎকর্থা বাটিল বিষ্ণুপদ দেখিবারে ॥ ৮২ ॥  
 সর্বকার্য সমাধিয়া চলিল। হরিতে ।  
 বিষ্ণুপদ দেখিবারে হরযিত চিতে ॥ ৮৩ ॥  
 বিষ্ণুপদ-চিহ্ন আমি দেখিব নয়নে ।  
 হরিশে অন্তর কথা কহে মনে মনে ॥ ৮৪ ॥  
 এতভানি উত্তরিল। বিষ্ণুপদে আসি ।  
 পরম-আনন্দে দণ্ডবৎ করি বসি ॥ ৮৫ ॥  
 নোলয়ে গৌরাজ শুন শুন সর্বজন ।  
 কেমন করয়ে বিষ্ণুপদ দেখি মন ॥ ৮৬ ॥  
 বিষ্ণুপদ-চিহ্ন আমি দেখিল নয়নে ।  
 দেখিয়া ত প্রেমোদয় না হইল কেনে ৮৭ ॥  
 ইহা বলি মহাপ্রভু পাখালে বিষ্ণুপদ ।  
 অভিষেক করি কৈল হিয়ার-প্রদাদ ॥ ৮৮ ॥  
 ভক্তি প্রকাশিয়া প্রভু বিশ্বস্তর হরি ।  
 প্রকাশ করয়ে গৌরা শুন-অধিকারী ॥ ৮৯ ॥  
 কম্প-পুলক ভেল প্রেমার আরম্ভ ।  
 নয়নে গসয়ে দায়ী ফণে হয় স্তম্ভ ॥ ৯০ ॥  
 নিভোল হইলা প্রভু পাদাজ দেখিয়া ।  
 প্রেমে মহা-মহোৎসবে বলয়ে নাচিয়া ॥ ৯১ ॥  
 গয়া-শিবে পিণ্ডদান পাদাজ উপর ।  
 আনন্দে নাচয়ে সঙ্গে ব্রাহ্মণ সকল ॥ ৯২ ॥  
 আর দিনে মনঃ কথা দড়াইল চিতে ।  
 মধুপুরী যাত্রা প্রভু কৈল আচম্বিতে ॥ ৯৩ ॥  
 সঙ্গে ব্রাহ্মণগণে কহিল বচন ।  
 বৃন্দাবন দরশনে করহ গমন ॥ ৯৪ ॥  
 শুনিয়া সঙ্গতিগণ কুণ্ঠিত হইলা ।  
 যাইতে নারিব ব্যয় অল্প হইলা ॥ ৯৫ ॥  
 প্রভু কহে ভক্ষ-সঙ্গে মনুষ্যের জন্ম ।  
 না বুঝি বিকল হঞা করে কত কৰ্ম্ম ॥ ৯৬ ॥  
 সার্থক মনুষ্য-জন্ম কৃষ্ণ যদি ভজে ।  
 না ভিজলে কৃষ্ণ, হুঃখ-সাগরেতে মজে ॥ ৯৭ ॥

এইমত বুঝাইয়া প্রভু গৌরহরি ।  
 গয়া হইতে বৃন্দাবন প্রভু যাত্রা করি ॥ ৯৮ ॥  
 সঙ্গিগণ সঙ্গে করি চলিল। আপনি ।  
 হেনকালে উঠি গেল আকাশেতে বাণী ॥ ৯৯ ॥  
 মূতন মেঘের যেন গভীর গর্জজন ।  
 বিশ্বস্তর সম্বোধিয়া কহিল বচন ॥ ১০০ ॥  
 শুন শুন মহাপ্রভু অহে বিশ্বস্তর ।  
 না যাইবে বৃন্দাবন যাহ নিজ ঘর ॥ ১০১ ॥  
 সম্ম্যাস করিয়া তীর্থ করিলে পর্যটন ।  
 সময়ের বশ হইঞা যাবে বৃন্দাবন ॥ ১০২ ॥  
 এইমত দৈববাণী শুমি নিজ কর্ণে ।  
 গমন-নিরোধ কৈল সঙ্গে ব্রাহ্মণে ॥ ১০৩ ॥  
 লেউটিয়া মহাপ্রভু ঘরেতে চলিল।  
 ক্রমে ক্রমে পনব্রজে নদীয়া আইলা ॥ ১০৪ ॥  
 নমস্কার করি শচী মায়ের চরণে ।  
 ঘরেতে বিদায় দিল। যত সঙ্গিগণে ॥ ১০৫ ॥  
 পুণ কৌলে করি শচী আনন্দিত মনে ।  
 হরিশে প্রেমার নীর ঝরে ছন্নয়নে ॥ ১০৬ ॥  
 পুলকিত সব অঙ্গ কম্প কলেবর ।  
 আনন্দে পাইল সব নদীয়া নগর ॥ ১০৭ ॥  
 বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়া মানো আনন্দ হিল্লোল ।  
 দরিতে না পারে অঙ্গ স্নেহের নাহি ওর ॥ ১০৮ ॥  
 আনন্দে আইলা প্রভু আপন আবাস ।  
 গৌরাগুণ গায় স্নেহে এ লোচনদাস ॥ ১০৯ ॥

বরাড়ি রাগ ।

দ্বিজচাঁদ ( মুর্ছা ) না আরে হারে হয় ॥  
 নবদ্বীপ চরিত্র সে অপরূপ কথা ।  
 অমিয়া মাখিল গৌরাচাঁদ গুণগাথা ॥ ১১০ ॥  
 লোকবেদ অগোচর নদীয়া চরিত ।  
 শ্রবণ মঙ্গল হয় সভার পিরিত ॥ ১১১ ॥  
 শিব শোক নারদ এ লখিমী অনন্ত ।  
 যার মতে আপনাকে মানে ভাগ্যবন্ত ॥ ১১২ ॥

আমি ছার কি বলিব অতি বুদ্ধিহীন ।  
 ভালমন্দ নাহি জ্ঞান নাহি নিশা দিন ॥ ১১৩ ॥  
 পশুর চরিতে মোর আচরণ একে ।  
 তাহাতে অধম বলি লিখিয়ে আমাকে ॥১১৪॥  
 সব অবতার সার গোরা অবতার ।  
 তাহাতে নদীয়াপুর প্রেমের প্রচার ॥ ১১৫ ॥  
 প্রণতি করিয়া বোলু বৈষ্ণব চরণে ।  
 কৃপা কর গোরাগুণ বল মো বদনে ॥ ১১৬ ॥  
 অধম বলিয়া ঘৃণা না করিবা মোরে ।  
 পতিভের প্রাণ লোক চলে তো সভারে ॥১১৭॥  
 নিজগুণে দয়া করি কর পরসাদ ।  
 গোরাগুণ গাও মুখে বড় লাগে সাধ ॥ ১১৮ ॥

গৌররপদ কমলে মো করি পরগতি ।  
 তিলেক করুণা—দিঠে কর অবগতি ॥ ১১৯ ॥  
 শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার ।  
 এই তো ভরসা গুণ বলি যে তোমার ॥ ১২০ ॥  
 নহে বা অধমাদম মুঞি পাপ ছার ।  
 ভব গুণ কহিবারে কিবা অধিকার ॥ ১২১ ॥  
 অধিকারী নহ মুঞি কর পরসাদ ।  
 তোম গুণ কহিবারে বড় লাগে সাধ ॥ ১২২ ॥  
 যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য ।  
 সাবধানে গুণ কথা নদীয়া রহস্য ॥ ১২৩ ॥  
 জানি বা না জানি কহি বড় প্রতি আশে ।  
 আদিখণ্ড সার কহে এ লোচন দাসে ॥ ১২৪ ॥

ইতি শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

আদিখণ্ড সম্পূর্ণ ।



# শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

## মধ্যখণ্ড।

প্রভুর প্রেমদান-লীলা।

### কথাসার

গ্রন্থকার শ্রীমন্ন্যপ্রভু অন্যান্যপনা-লীলায় বীহাৰা চান ছিলেন, তাঁহাদের ভাণ্ডার প্রশংসা করিয়া শচীমাতার প্রতি প্রভুর অন্তঃপ্রদান লীলা বর্ণন করিয়াছেন। একদিন শ্রীমন্ন্যপ্রভু নিজগৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ শ্রীমতী রাবিকাব মাপুর-বিরহভাবে স্বয়ং বিভোর হইয়া হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন শুনিয়া শচীদেবী তথায় উপস্থিত হইয়া গোরসুন্দরের নিকট প্রেমভিষণ করিলে, গোবিন্দসুন্দর তাঁহাকে প্রেম দান করেন। অনন্তর শুক্লাধর ব্রহ্মচারীর গৃহে মতঃ-প্রেম-প্রকাশ-লীলাভিনয় করেন। তৎকালে বাহুস্মৃতি-রহিত হইয়া সর্ষদা “হা কৃষ্ণ” বলিয়া ক্রন্দন করিতেন, কেহ কৃষ্ণ নাম কীৰ্ত্তন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে মুহুৰ্ত্ত হইতেন। ক্ষণে ক্ষণে সর্ষদা অষ্ট-নাত্তিকভাবের উদয় হইত এবং নৃত্য, গীত, বিলুপ্ত প্রভৃতি অমুভাবকম প্রকাশ পাইত। গোরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভক্তির ও ভক্তের মহিমা প্রকাশ করিয়া-ছেন, তাই তিনি সর্ষাবতার-শিবোমাণি।

শ্রীমন্ন্যপ্রভু প্রেমপ্রচারলীলা আরম্ভ করিলে, গদাপন-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ এবং নানাদেশ-বিদেশগত ভক্তগণ সকলে একত্র সংবেত হইলেন। গোরহরির রূপায় সকলে মহা প্রেমে উন্মত্ত। একদিন প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাহার

অন্যত্র ভ্রাতৃগণের সহিত গমন কবিত্তেচেন, এমন সময় হঠাৎ কৃষ্ণের বংশাঙ্গনি শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী গাঙ্কলিকার সে দশা হইয়াছিল, সেই দশা প্রাপ্ত হইয়া উন্মাদের ভ্রায় অটুহাত ক্রন্দন, মৌনভাবাবগদন, দৈন্ত প্রভৃতি অমুভাব-মকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল—“হে বিশ্বম্ভব! তুমি স্বয়ং ভগবান্, প্রেম প্রচারার্থ অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ”। মুরারির গৃহে প্রভু বরাত-রূপ প্রকাশ করিলে, মুরারি স্তব করিয়া প্রভু-মল্লিধানে প্রেম প্রার্থনা করেন, প্রভু তাহার প্রতি গোপাগোপীগণ-সেবিত ব্রহ্মক্ৰন্দনের উপাসনা করিতে বলেন। মুরাবি রাম-চন্দ্রের মুষ্টি দর্শন কবিত্তে উচ্চা কবিলে, প্রভু তাঁহাকে সেইরূপ প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণনাম-মাতঃস্বয় কীৰ্ত্তন করিলেন। অনন্তর গোরসমীপে ব্রহ্মাদি দেবভাগণের আগমনপূৰ্ব্বক প্রেমপ্রার্থনা, গোররূপায় তাহাদের প্রেম প্রাপ্তি ও ‘হা রাদে’, ‘হা গোবিন্দ,’ বলিয়া নৃত্য, শুক্লাধর ব্রহ্মচারীর প্রতি, রূপা গদাপনের অঙ্গে নিজ অঙ্গমাতা প্রদান, গোর-গদাপন-যুগল রূপের অপূৰ্ব্ব লাবণ্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

কবণ—শ্রীরাগ।

জয় নরহরি-গদাপন-প্রাণনাথ।

রূপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ১ ॥

আদিখণ্ড সায়—মধ্যখণ্ডের আরম্ভ।

যা শুনিলে প্রেমধন পাবে অবিলম্ব ॥ ২ ॥

মধ্যখণ্ডকথা কহি অমৃতের সার।

নদিয়াবিহার যাপে প্রেমার প্রচার ॥ ৩ ॥

জগাই-মাধাই পাণী যাহে উদ্ধারিলা ।  
 লক্ষ্মার দুর্লভ প্রেম বারে তারে দিল ॥ ৪ ॥  
 হরিনামসঙ্কীর্তন যাহাতে প্রকাশ ।  
 পতিত-উদ্ধার হেতু যাহাতে সম্ভাস ॥ ৫ ॥  
 কহিব এ সব কথা—অমৃতের খণ্ড ।  
 যা শুনিলে যুচে জীবের অন্তর-পায়ণ্ড ॥ ৬ ॥  
 নদিয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিত-চিত্তে ।  
 স্মৃখে নিবসয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহিতে ॥ ৭ ॥  
 নবদ্বীপবাসী যত লাক্ষণকুমার ।  
 সৎকুলসম্ভব তারা অতি শুদ্ধাচার ॥ ৮ ॥  
 বড়ই স্মৃতি তারা দত্ত তিনলোকে ।  
 আপনে ঠাকুর বিজ্ঞান দিল থাকে ॥ ৯ ॥  
 সব শিষ্যগণে একদিন গৌরহরি ।  
 বলিল সভারে প্রভু অনুগ্রহ করি ॥ ১০ ॥  
 পঢ় এক সত্য বস্তু—কৃষ্ণের চরণ ।  
 সেই বিজ্ঞা-যাথে হরিভক্তির লক্ষণ ॥ ১১ ॥  
 তাহা বিদ্যু-অবিজ্ঞা সকল শাস্ত্রে কহে ।  
 রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে কেহো সঙ্গী নহে ॥ ১২ ॥  
 বিজ্ঞা-কুল-ধনমদে কৃষ্ণ নাহি পায় ।  
 ভক্তিতে সে অনায়াসে পাই যতুরায় ॥ ১৩ ॥  
 ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ দেখহ বিচারি ।  
 এত কহি শ্লোক পঢ়ে শাস্ত্র-অনুসারি ॥ ১৪ ॥

তথ্য—

( ১. জীবলাং পুং দক্ষিণাত্য ) কাঁববাক্যম্ ।

\*\*ব্যাপ্ত্যচরণং প্রবস্ত চ বয়ো বিদ্যা গাজ্জস্ত কা,  
 কুদ্যায়াঃ কিম্ নাম রূপমদিকং কিং তৎ স্তদাম্মে পনম ।  
 বংশঃ কো বিদ্ববস্ত যাদবগতে রুদ্রস্ত কিং পৌরুষং  
 ভক্ত্যা তুম্যাত্ত কেবলং নচ শুভৈর্ভক্তিপ্রয়ো মাধবঃ ॥

তবস্বশ্র । ব্যাপ্ত ( কিরাতস্ত ) অচরণং ( আচরণঃ  
 ঋগ্ভৃৎঃ স্তি মক্ষত্র যোজ্যম্ ), প্রবস্ত চ বয়ো ( জন্মাবধিকালঃ  
 কিনিতিশেষঃ ), গাজ্জস্ত বিজ্ঞা ( শাস্ত্রজ্ঞানং ) কা ( কিষ্কু-  
 তম ), বিদ্ববস্ত ( দাশ্যাম্বস্ত যুপিষ্টিবস্তাস্ত ) বংশঃ ( কুল-  
 মধ্যাদা ) কঃ ( কথন্তুতঃ ), যাদবগতেঃ ( যদ্ববংশোদ্ভূতা-

নামদিপস্ত ) উগ্রস্ত ( উগ্রসেনাপ্যস্ত ) পৌরুষং ( পুরুষত্বং  
 বীণ্যম্ কিম্ ), কুদ্যায়াঃ ( কংদচেষ্টাঃ নাম প্রসিদ্ধং )  
 অদিকং রূপং ( সৌন্দর্য্যোতিষ্যং ) কিম্, স্তদামঃ ( তুরাম-  
 বিপ্রস্ত ) দনং ( ক্রোধং ) বা কিম্ ( আসীৎ, অতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ  
 তেনাতুম্যৎ, ন হি ন হি যতঃ ) ভক্তিপ্রিয়ঃ ( ভক্তি-  
 উৎসাহে প্রিয়া যস্ত সঃ তাদৃশঃ ) মাধবঃ ( লক্ষ্মীশঃ )  
 কেবলং ভক্ত্যা ( এব ) তুম্যাত্ত ( তুম্যাত্তি ) ন চ শুভৈঃ  
 ( বিভাদিভিঃ তুম্যাত্তি শেষঃ ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । ব্যাধেব কি আচার ছিল, প্রবেরই  
 বা বয়স কত ছিল, বিদ্বরের কি বংশমধ্যাদা ছিল, যদ্বপতি  
 উগ্রসেনেরই বা কি পৌরুষ ছিল, কুদ্যার কি অদিক রূপ  
 ছিল এবং স্তদামা বিপ্রের বা কত দন ছিল? অতএব  
 ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাষ্ট তুই হন, অসংখ্যগুণে  
 তুই নহেন ॥ ১৫ ॥

এইমতে শিষ্যগণে পড়ায় ঠাকুর ।

প্রকাশিব নিজপ্রেম আনন্দ প্রচুর ॥ ১৬ ॥

একদিন নিজগৃহে আছয়ে শুইয়া ।

কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কান্দে বিহ্বল হইয়া ॥ ১৭ ॥

রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রভু ডাকে ।

মাথুর-দিরহে হাথ মারে নিজবুকে ॥ ১৮ ॥

আরে রে অক্রুর ! মোর কৃষ্ণ লঞা গেলি ।

ইহা বলি কান্দি প্রভু করিয়া বিকুলি ॥ ১৯ ॥

কুব্জা কুৎসিত-মতি কৃষ্ণ নিল মোর ।

শঠরতি লম্পট যুবতী-মন-চোর ॥ ২০ ॥

ইহা বলি কান্দে প্রভু গরজে লক্ষ্মার ।

পুলকে আকুল-অঙ্গ—ভাব চমৎকার ॥ ২১ ॥

বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বস্তরে পুছে— ।

কি লাগিয়া কান্দ বাপ দুঃখে তোর কিসে ॥ ২২ ॥

মায়ের বচন শুনি না দিয়া উত্তর ।

রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে নিভোর ॥ ২৩ ॥

তবে সেই শচীদেবী মনেমনে গণে ।

কৃষ্ণ-অনুগ্রহ প্রেম জানিল লক্ষণে ॥ ২৪ ॥

বড় ভাগ্যবতী শচী সর্বতত্ত্ব জানে ।

পুত্রের সম্মুখে কহে মধুরবচনে—২৫ ॥

শুন শুন আরে বাপ ! মোর সোণার সূত ।  
 জগত-দুর্লভ তোর দেখেঁ অদভূত ॥ ২৬ ॥  
 যথা তথা যাও তুমি পাও যে বা ধন ।  
 আনিঞা আমার ঠাঞি কর সমর্পণ ॥ ২৭ ॥  
 গয়াতে পাইলে কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন ।  
 দেবতা-দুর্লভ বস্তু অমূল্য রতন ॥ ২৮ ॥  
 আমা প্রতি কভু যদি দয়া থাকে চিতে ।  
 দেহ কৃষ্ণপ্রেমধন—উরাঙ্ চাহিতে ॥ ২৯ ॥  
 এতেক বচন যদি শচীদেবী বৈল ।  
 হৃদয় দরবে প্রভু চাহিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥  
 নৈষ্কব-প্রসাদে প্রেম পাবে মাতা তুমি ।  
 নিশ্চয় জানিহ কথা কহিলাম আমি ॥ ৩১ ॥  
 এ বোল শুনিঞা শচী অতি হৃষ্টচিত ।  
 তখনে পাইল প্রেমভক্তি আচম্বিত ॥ ৩২ ॥  
 পুলকিত সব অঙ্গ—কম্প কলেবর ।  
 নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥ ৩৩ ॥  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ, বলি' ডাকে হৃদয়-উল্লাস ।  
 কহয়ে লোচন গোরা প্রথম প্রকাশ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাগ—দিশা ।

তবে নিশ্চন্তর পছঁ প্রেমে গরগর ।  
 আছয়ে ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচারী শুক্রাশ্বর ॥ ৩৫ ॥  
 তার ঘরে কান্দে প্রভু প্রেমায় বিভোর ।  
 নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥ ৩৬ ॥  
 নাসিকায় বহে ম্লেচ্ছা আঁত নিরন্তর ।  
 নিরবধি ফেলে তাহা বিপ্র শুক্রাশ্বর ॥ ৩৭ ॥  
 ভূমেতে লুটাঞা কান্দে রজনী, দিবস ।  
 সঙ্ক্যার সময়ে প্রসন্ন করয়ে বিবশ ॥ ৩৮ ॥  
 দিবসে পুছয়ে প্রভু—কত রাত্রি যায় ।  
 সব-জন কহে—দিবা,—রাত্রি নাহি হয় ॥ ৩৯ ॥  
 তবে সেইমত প্রভু প্রেমাতে বিবশ ।  
 রোদন করয়ে পুনঃ আনন্দে অবশ ॥ ৪০ ॥  
 প্রহরেক রাত্রি গেলে—দিন বলি পুছে ।  
 দিন নাহি হয়—কহে কাঁছে যত আছে ॥ ৪১ ॥

প্রেমায় বিভোর—নাহি জানে দিবা-রাত্রি ।  
 কারো মুখে কৃষ্ণনাম শুনি' পড়ে ক্ষিতি ॥ ৪২ ॥  
 কৃষ্ণ-গুণ-নাম-গীত কেহো যদি গায় ।  
 শুনিঞা তখনি কান্দে ভূমেতে লুটায় ॥ ৪৩ ॥  
 ক্ষণে দণ্ডবৎ করি করে পরণাম ।  
 ক্ষণে উচ্চস্বর করি গায় কৃষ্ণনাম ॥ ৪৪ ॥  
 সকরুণ কর্তৃ ক্ষণে কম্প কলেবর ।  
 পুলকিত অঙ্গ জিনি কদম্বকেশর ॥ ৪৫ ॥  
 নিরন্তর পরবশ—ক্ষণেকে প্রনোদে ।  
 সেইক্ষণে স্নান-দান জন-অমুরোদে ॥ ৪৬ ॥  
 সেইকালে পূজা করে অঙ্গ-নিবেদন ।  
 ভোজন করয়ে মহাপ্রসাদ তখন ॥ ৪৭ ॥  
 হেনমতে আনন্দে-কৌতুকে দিন যায় ।  
 সকল রজনী নিজসুখে নাচে গায় ॥ ৪৮ ॥  
 হেনমতে কৌতুকে সে রজনী-দিবস ।  
 লোক শিক্ষা করে প্রভু ভুঞ্জে প্রেমরস ॥ ৪৯ ॥  
 আপনে আপনরস করে আশ্বাদন ।  
 মুখ্য এই হেতু কথা শুন সর্বজন ॥ ৫০ ॥  
 জীব-উদ্ধারণ-হেতু গোণ করি মানি ।  
 এইহেতু অবতার বলি শিরোমণি ॥ ৫১ ॥  
 সব অবতারাবলি দেহেতে প্রকাশ ।  
 সব অবতার সঙ্গী—সঙ্গে সব দাস ॥ ৫২ ॥  
 নবদ্বীপে উদয় করিল গৌরচন্দ্র ।  
 দূর কৈল জগজন-হৃদয়ের অঙ্গ ॥ ৫৩ ॥  
 করুণা-কিরণে কলিযুগ হৈল আলা ।  
 ঘুচিল সকল লোকের হৃদয়ের জালা ॥ ৫৪ ॥  
 ভকত-চকোর সব আসিমুগ্নীকরণ ।  
 প্রেমায়ুত-পান করি' গভাই ভুলিলা ॥ ৫৫ ॥  
 মিলিলেন গদাধর-পণ্ডিত গোসাঞি ।  
 নরহরি মিলিয়া রহিলা তার ঠাঞি ॥ ৫৬ ॥  
 শ্রীনিবাস, মুরারি, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর ।  
 শ্রীধরপণ্ডিত—নবদ্বীপে যার ঘর ॥ ৫৭ ॥  
 শ্রীমান্ সঞ্জয় পণ্ডিত ধনঞ্জয় ।  
 শুক্রাশ্বর নীলাশ্বর-আদি মহাশয় ॥ ৫৮ ॥



শ্রীরামপণ্ডিত আর মহেশপণ্ডিত ।  
 হরিদাস-নন্দন-আচার্য্য স্মৃতিরত ॥ ৫৯ ॥  
 রুদ্রপণ্ডিত আর পণ্ডিতদামোদর ।  
 অনেক মিলিলা সে গৌরাজ-অমুচর ॥ ৬০ ॥  
 নামক্রমে লিখন না হয় তা-সভার ।  
 সম্বরণ নহে গ্রন্থ হয় ত অপার ॥ ৬১ ॥  
 নানাদেশে যতেক আছিল ভক্তগণ ।  
 সবেই মিলিলা আসি প্রভুর চরণ ॥ ৬২ ॥  
 মহাপ্রেমে উন্নত হইলা ভক্তগণ ।  
 মাতাইলা সবলোকে দিয়া প্রেমদন ॥ ৬৩ ॥  
 সমভাবে সব-জীনে করুণা করিয়া ।  
 ভক্তসঙ্গে বুলে গোরা প্রেমবিনোদিয়া ॥ ৬৪ ॥  
 তবে সেই বিশ্বস্তর আর এক দিনে ।  
 শ্রীবাসপণ্ডিত আর ভার ভাতৃগণে ॥ ৬৫ ॥  
 এ-সব-সহিতে প্রভু পথে চলি যায় ।  
 শুনয়ে বংশীর ধনি—না জানি কে গায় ॥ ৬৬ ॥  
 গান্ধর্ব্বার ভানে বংশীধনি যে শুনিঞা ।  
 কান্দিয়া কান্দিয়া বুলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ ৬৭ ॥  
 বিভোর হইয়া ভুমে দণ্ডবৎ করে ।  
 রোদন করয়ে নানানিধ প্রেমভরে ॥ ৬৮ ॥  
 অবশ হইল প্রভু নির্ভর-আবেশে ।  
 নিজজনে আশীর্বাদ করে—অট্ট হাসে ॥ ৬৯ ॥  
 শিষ্যগণ সনে ক্ষণে অলৌকিক কহে ।  
 ক্ষণে উনমাদ ক্ষণে নিঃশব্দে রহে ॥ ৭০ ॥  
 শ্রীবাসপণ্ডিত আর রাম নারায়ণ ।  
 মুকুন্দ-সহিত গেলা শ্রীবাসভবন ॥ ৭১ ॥  
 চৌদিকে-গুপ্ত দিলা লোক—মাঝে গৌরহরি ।  
 মদে মাভোয়াল খেন কিশোর-কিশোরী ॥ ৭২ ॥  
 ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে ভূমিতে লোটায় ।  
 হরিহরি বলি' ডাকে কান্দে উচরায় ॥ ৭৩ ॥  
 রাত্রিদিনে প্রেমানন্দে পুলকিত তনু ।  
 আন-পরসঙ্গ নাহি কৃষ্ণকথা বিম্বু ॥ ৭৪ ॥  
 এক-কালে নিজঘরে আছে প্রেমে ভোরা ।  
 রোদন করয়ে আঁখে সাত-পাঁচ-ধারা ॥ ৭৫ ॥

কি করিব—কোথা যাব—কেমন উপায় ।  
 শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি কোন মতে হয় ॥ ৭৬ ॥  
 ইহা বলি' রোদন করয়ে আর্তনাদে ।  
 কাতরবচন শুনি সর্বলোক কান্দে ॥ ৭৭ ॥  
 হেনকালে দৈববাণী উঠিল সাদরে— ।  
 আপনে দেখর তুমি শুন বিশ্বস্তরে ॥ ৭৮ ॥  
 প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈলে অবতার ।  
 নিজ-করুণায় প্রেমা করিবে প্রচার ॥ ৭৯ ॥  
 দন্দসংস্থাপন ক্ষিত্তি করিবে কীর্তন ।  
 খেদ না করিহ—কর কৃষ্ণসংকীর্তন ॥ ৮০ ॥  
 তোমার প্রমাদে কলি নিস্তাঙ্গিব লোক ।  
 নিজ-প্রেম দিয়া সব ঘুচাইব শোক ॥ ৮১ ॥  
 সংশয় নাহিক ইথে—শুনহ বচন ।  
 খেদ দূর করি' কর নিজ সন্ধীর্তন ॥ ৮২ ॥  
 এতেক বচন যবে দৈবমুখে শুনি ।  
 অস্তর হরিষ—কিছু না কহিল বাণী ॥ ৮৩ ॥  
 তারপর দিনে শুন অপরূপ কথা ।  
 অমিয়া-মাখিল বিশ্বস্তর-গুণ-গাথা ॥ ৮৪ ॥  
 মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা একদিন ।  
 গুণ পুলকিত সব আবেশের চিন ॥ ৮৫ ॥  
 দেবতার ঘরমধ্যে প্রবেশ করিল ।  
 আবেশে বিভোল কিছু কহিতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥  
 প্রেম-নীর-ধারা বহে নয়ান-সাগরে ।  
 সুরধুনীধারা যেন সুরমেরুশিখরে ॥ ৮৭ ॥  
 কহে সব লোক—হের দেখে অপরূপ ।  
 পর্ব্বত-আকার এক বরাহ সম্মুখ ॥ ৮৮ ॥  
 মহানেগে আইসে হের দেখহ বরাহে ।  
 দন্ত সারি' আইসে মোরে মারিবারে চাহে ॥ ৮৯ ॥  
 দুই দন্ত সারি' মোরে মারিবে শূকর ।  
 ইহা বলি প্রবেশিলা দেবতার ঘর ॥ ৯০ ॥  
 বরাহ-আবেশ পুনঃ হইলা তখন ।  
 কর-চরণেতে মহী করে পর্য্যটন ॥ ৯১ ॥  
 বর্জুল আকার—রাস্তা-বরণ লোচন ।  
 মহা পরাক্রম মহা হৃদ্ধার-গর্জন ॥ ৯২ ॥

সেইখানেে ছিল এক পিতলের পাত্র ।  
 উর্ধ্বমুখে দশনে ধরিল ক্ষণমাত্র ॥ ৯৩ ॥  
 পিতলের পাত্র ছাড়ি' বিকশে বয়ান ।  
 মুরারিকে পুছে নিজ-স্বরূপ আখ্যান ॥ ৯৪ ॥  
 বেদ-উচ্চারণ-রূপ ধরি ভগবান্ ।  
 বসিয়ে কহয়ে প্রভু পুরুষ-প্রদান ॥ ৯৫ ॥  
 কহ ত স্বরূপ মোর কি জানহ তুমি ।  
 মুরারি কহয়ে—প্রভু কি জানিয়ে আমি ॥৯৬॥  
 দণ্ডবৎ করি' ভুমে পড়িল মুরারি ।  
 সয়ন্তু না জানে প্রভু চরিত্র তোহারি ॥  
 ইহা বলি পড়িল গীতার এক শ্লোক ।  
 প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি—শুন সর্বলোক ॥ ৯৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারায়ং ( ১০।১৫ )

স্বয়মেবাদানান্নানং বেথ হং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ইতি ॥ ৯৯ ॥

অন্বয়ঃ । ( হে ) পুরুষোত্তম ! ( সর্বপুরুষেশ্বর )  
 ভূতভাবন ! ( সর্বপ্রাণিজনক ) ভূতেশ ! ( সর্বপ্রাণিনিয়ন্তঃ )  
 দেবদেব ! ( সর্বারাধাণামপি দেবানামাধাণা ) জগৎপতে !  
 ( হিতাভিতোপদেশেন জীবিকার্পণেন চ বিশ্বপালক ) হং  
 স্বয়ম্ আয়ান্না ( স্বৈর্নৈব জ্ঞানেন ) এল আয়ান্নানং ( নিঃস্বঃ  
 হং ) বেথ ( জানাসি অস্তঃ কোহপি জাতুমশক্তঃ ) ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ । হে পুরুষোত্তম ! ভূতজনক ! ভূত-  
 মকলের নিয়ামক ! দেবদেব ! জগৎপতে ! আপনি কেবল  
 নিজ-চিহ্নিত্তি দ্বারা আপন স্বরূপ জ্ঞাত আছেন । ( অত্বে  
 কেহই জানিতে সমর্থ নহে ) ॥ ৯৯ ॥

আপনে আপনা তুমি জাম মহাপ্রভু ।  
 তোমা বহি তোমারে না জানে আর কেছ ॥১০০  
 তবে সেই পুনরপি কহে গৌরহরি ।  
 বেদের শক্তি আমা কি জানিতে পারি ॥১০১॥  
 মুরারি কহয়ে পুনঃ কাতরবচন ।  
 তোর তত্ত্ব শাহি জানে সহস্রবদন ॥ ১০২ ॥  
 বেদে কি জানিব তোর আচরণ-তত্ত্ব ।  
 কেহো নাহি জানে প্রভু তোমার মহত্ত্ব ॥১০৩॥

ইহা শুনি পুনঃ কহে গৌর ভগবান্ ।  
 আমারে বিড়ম্বে' বেদ—শুনহ আখ্যান ॥১০৪॥

তথাহি ষ্ঠেতাঋতরোপনিষদি ( ৩।১২ )—

অপাণিপাদো জ্বনো গ্রহীতা

পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেদং ন হি তত্ত্ব বেত্তা

তমাচরগ্রাং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ইতি ॥ ১০৫ ॥

অন্বয়ঃ । সঃ ( পরমেশঃ ) অপাণি পাদঃ ( প্রাকৃত-  
 করচরণাদি শূচ্যঃ তথাপি ) জ্বনঃ ( বেগদান্ ) গ্রহীতা  
 ( গ্রাহকঃ চ, অপ্রাকৃততত্ত্বদক্ষমুক্তহাং ইতি সর্ষক বোধ্যম )  
 অচক্ষুঃ ( প্রাকৃতযোচনারিহিতনোহপি ) পশুতি ( যবমোকমাত )  
 অকর্ণঃ ( প্রাকৃতশ্রবণেন্দ্রিয়-শৃণোতাপি ) শৃণোতি ( যাকর্ণনতি )  
 সঃ বেদং ( সর্ববেদগায়ং বস্তু ) বেত্তি ( জানতি ) তত্ত্ব  
 বেত্তা ( বেদকঃ ) ন চ অস্তি ( কশিচিদিতি শেষঃ ) । তঃ  
 ( পরমেশম্ ) অগ্রাং ( সর্ষকশ্রেষ্ঠং ) মহাত্ত্বং পুরুষং ( মহা-  
 পুরুষম্ ) আছঃ ( কপরস্তি ) ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ । সেই পরমেশ্বর প্রাকৃততত্ত্বদক্ষমুক্তহিত  
 হইয়াও বেগদান্ ও গ্রহণকারী, নেদারহীন হইয়াও ব্রহ্মা,  
 কর্ণরহিত হইয়াও শ্রোতা । তিনিই সকল জ্ঞের বস্তুকে  
 জানেন, কিন্তু তাঁহাব জ্ঞাত কেহই নাহি । অক্ষিপণ  
 তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ॥ ১০৫ ॥

বেদে কহে--আমি কর এ চরণ শূচ্য ।  
 হেন বিড়ম্বনা মোরে নাহি করে অশ্রু ॥ ১০৬ ॥  
 ইহা বলি হাসে প্রভু প্রসন্নবদন ।  
 নাহি জানে বেদ আমা—কহিল কথন ॥ ১০৭ ॥  
 তবে ত কহিল বৈষ্ণু করি পরণাম ।  
 করুণা করহ প্রভু দেহ প্রেমদান ॥ ১০৮ ॥  
 ঠাকুর কহিলা পুনঃ—শুনহ মুরারি ।  
 আমারে পীরিত্তি কর—এই প্রেমা তোরি ॥  
 ভজিবে পরমব্রহ্ম—নরাকৃতি তমু ।  
 ইন্দ্রনীল-বরণ—ত্রিভঙ্গ—করে বেণু ॥ ১১০ ॥  
 নবগোরোচনাগর্ভ গর্ভভঙ্গ-ত্যাতি ।  
 বৃষভানুসুতা নাম—মূল যে প্রকৃতি ॥ ১১১

নব বরাজনা কত বল্লণী-বল্লণে ।  
 সমর্পিবে নিজ তনু—নন্দশ্রুতে পাবে ॥ ১১২ ॥  
 চিন্তামণি-ভুমি রত্নমন্দির সুন্দর ।  
 কল্পবৃক্ষ রত্ন-নেদী আসন উপর ॥ ১১৩ ॥  
 কামধেনুগণ তথা অচিন্ত্যপ্রভাব ।  
 অভীষ্ট করয়ে পূর্ণ - করয়ে যে ভাব ॥ ১১৪ ॥  
 তার অঙ্গ-ছটা -নিরাকার ব্রহ্ম বলি' ।  
 জানিবে এ সব তত্ত্ব কৃষ্ণের মাধুরী ॥ ১১৫ ॥  
 এইমতে সব-ভক্তে বলিল ঠাকুর ।  
 শুনিঞা সভার হিয়া-আনন্দ প্রচুর ॥ ১১৬ ॥  
 শুনিঞা মুরারি কহে প্রভুর চরণে ।  
 রঘুনাথ রূপ প্রভু দেখিব নয়নে ॥ ১১৭ ॥  
 এতেক কহিতে মাত্র দেখে সেইক্ষণে ।  
 দূর্বাদলশ্যাম রাম জানকী-জীবনে ॥ ১১৮ ॥  
 লক্ষ্মণ-ভরত আর শক্রয়াদি যত ।  
 দেখিয়া মুরারি হইল আনন্দে পূরিত ॥ ১১৯ ॥  
 বাহু দূরে গেল—ভ্রমে পড়ি গড়ি যায় ।  
 পদ্মহস্ত দিয়া প্রভু শাস্ত কৈল ভায় ॥ ১২০ ॥  
 বর দিল—প্রেমে পরিপূর্ণ হও তুমি ।  
 তুমি হনুমান সেই রামচন্দ্র আমি ॥ ১২১ ॥  
 এ বোল বলিয়া প্রভু চলিল মন্দিরে ।  
 আর-দিনে ত্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘরে ॥ ১২২ ॥  
 সব নিজগণ যত সংহতি করিয়া ।  
 বসিয়া কহয়ে নিজ-প্রেম প্রকাশিয়া ॥ ১২৩ ॥  
 হরিহরি বলি' ভাকে অন্তরে কৌতুক ।  
 নিজ জন্মে কহে—শুন শুন অপরূপ ॥ ১২৪ ॥  
 সেই রাধাকৃষ্ণ পাবে কলিতে যেমতে ।  
 সে কথা কহিঞে তোরা শুন একচিন্তে ॥ ১২৫ ॥  
 ইহা বলি' নারদীয় পট্টিন এক শ্লোক ।  
 ইহার মর্ম্ম-ব্যাখ্যা নাহি জানে লোক ॥ ১২৬ ॥

তথাহি ( বৃহন্নারদীয়ে ৩৮।১২৬ )—

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্ ।  
 কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিবস্তুথা ॥ ইতি ॥ ১২৭ ॥  
 অম্বস্ব । হরেঃ ( শ্রীকৃষ্ণ ) নাম ( অভিনায়ক ) ,

হরেঃ নাম, হরেঃ নাম ( দার্ঢ্যায় বিরক্তিঃ ) এব ( নিশ্চয়ং )  
 কেবলম্ ( ন তু অগ্ৰং কিমপি স্ত্রীবাণাং মুক্তিকারণম্ )  
 কলৌ ( কলিমুগে ) অগ্ৰাণা ( অগ্ৰপ্রকারা ) গতিঃ ( উপায়ঃ  
 সত্যে সমাধিঃ, ত্রেতায়াং বঙ্কঃ, দ্বাপরে পরিচর্যা, তদ্বৎ )  
 নাস্তি এব ( নিশ্চিতং হি ন বিদ্যতে ) নাস্তি এব, নাস্তি  
 এব ( অত্যাশ্ব-অস্বীকার-প্রতিপাদনে একক্ৰম্ এব ) ॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ । কলিমুগে শ্রীহরিনাম—একমাত্র শ্রীহরি-  
 নাম—কেবল শ্রীহরিনাম ; তদ্বিন্ন আর গতি নাই, গতি নাই,  
 গতি নাই ॥ ১২৭ ॥

নামরূপী,—নাম—এক আদি যে পুরুষ ।

কলি মূর্ত্তিমন্ত আছে—না জানে মুকুথ ॥ ১২৮ ॥

নামরূপী ভগবান্ জানিবে কেবল ।

দ্বিদা যুতাইতে ব্যাস বোলে তিনবার ॥ ১২৯ ॥

তিনবার বহি আর আছে একবার ।

তুরাশয় পাপী জীব জন্ম বুঝাবার ॥ ১৩০ ॥

হরিনামমাত্র হইয় কৈবল্য ভাষার ।

কেবল—কৈবল্য অর্থ জানিবে বিচার ॥ ১৩১ ॥

নামমাত্র নামাভাস স্পষ্টার্থ ইহার ।

কৈবল্য সে মুখ্য হইয় শাস্ত্রপরচার ॥ ১৩২ ॥

নামাভাসে মোক্ষ হয় সত্য শাস্ত্রবাণী ।

নামোদয় প্রেমানন্দ পুরাণে বাখানি ॥ ১৩৩ ॥

ইহা বহি আন দেব নামে যেই জন্ম ।

তার গতি নাহি—তিনবার এ বচন ॥ ১৩৪ ॥

গো-গোপী-গোপাল-সঙ্ঘে ধ্যান হরিনাম ।

জানিবে এ সব অর্থ বেদের প্রমাণ ॥ ১৩৫ ॥

এতেক বলিল গোরা বরাহ-আবেশে ।

নামসঙ্কীর্্তন করে নাচে প্রেমাবেশে ॥ ১৩৬ ॥

যে শুনয়ে গোরাগুণ নদিয়াবিহার ।

অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেম উপজে তাহার ॥ ১৩৭ ॥

দর্শনে দরিয়া তুণ কহয়ে লোচন ।

গৌরপদ বিলু মোর অঞ্জ নাহি ধন ॥ ১৩৮ ॥

ধানার্শা—বাগ ।

নবদ্বীপে নিতুই পূর্ণিমাটাদ গোরা ।  
 প্রকাশয়ে নিজ-প্রেম-অগ্নিয়ার ধারা ॥ ১৩৯ ॥  
 পিবই চরণামৃত ভকত-চকোরা ।  
 অবাধ করুণা প্রেমা প্রকাশয়ে গোরা ॥ ১৪০ ॥  
 আর এক-দিনে কথা শুন অপরূপ ।  
 নিজঘরে বসি তেজঃ কোটি-কাম-রূপ ॥ ১৪১ ॥  
 সিংহগ্রীব, কম্বুকর্ণ, কমললোচন ।  
 কহয়ে প্রকট ঘন গম্ভীর বচন ॥ ১৪২ ॥  
 এ ঘরে কি দেখি চারি-পাঁচ-ছয়-মুখ ।  
 দেখিতে নাচয়ে মোর অন্তর-কৌতুক ৪৩ ॥  
 শ্রীনিবাস-পশুিত আছিল প্রভু-কাছে ।  
 শুনিয়া উত্তর দিল যে নিধান আছে ১৪৪  
 তোমা দেখিবারে সব দেব-আগমন ।  
 ব্রহ্মা-আদি চারি, পাঁচ, ছয় যে বদন ১৪৫ ॥  
 প্রেমার সমুদ্র তুমি দেহ প্রেমধন ।  
 তোরে প্রেমধন মাগে সব দেবগণ ॥ ১৪৬ ॥  
 তবে সেই মহাপ্রভু বসি দিন্যাসনে ।  
 এক ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ—পদ আর জনে ॥ ১৪৭ ॥  
 শ্রীনিবাস-আদি করি যত ভক্তজন ।  
 চরণে পড়িয়া তারা করয়ে রোদন ॥ ১৪৮ ॥  
 বর মাগেঁ তোঁর পদাম্বুজ-মধু-প্রেমা ।  
 দেহ ত আমারে প্রভু করুণার সীমা ॥ ১৪৯ ॥  
 তবে নিশ্চিন্ত প্রভু বোলে মেঘনাদে— ।  
 লেহ ত সভারে দিল প্রেম-পরসাদে ॥ ১৫০ ॥  
 তৎকাল হইল প্রেম সব দেবতার ।  
 ভাবময় শরীর হইল চমৎকার ॥ ১৫১ ॥  
 হা রাধাগোবিন্দ, বলি নাচে দেবগণ ।  
 দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরষিতমন ॥ ১৫২ ॥  
 দেবগণ নাচে দেবীগণ করি সজে ।  
 অশ্রু, পুলক, স্বেদ—প্রেমার তরঙ্গে ॥ ৫৩  
 ক্ষণে ভূমে গড়ি' বায় চরণে পড়িয়া ।  
 ক্ষণে উভরায়ে নাচে হরিবোল বলিয়া ১৫৪

ক্ষণে স্তব করে গৌরগোবিন্দ বলিয়া ।  
 ক্ষণে দণ্ডন করে চরণে পড়িয়া ॥ ১৫৫ ॥  
 ক্ষণে পদ মস্তকে ধরিয়া দেবগণ ।  
 বর মাগে—তোঁর পদে রছ মোঁর মন ॥ ১৫৬ ॥  
 তথাস্ত বলিয়া প্রভু বোলে বার বার— ।  
 প্রেমধন পরিপূর্ণ হউ তো-সভার ॥ ১৫৭ ॥  
 দেবগণ প্রেম পাই গেলা নিজস্থান ।  
 দেখিয়া সকল ভক্ত আনন্দিতমন ॥ ১৫৮ ॥  
 এতেক নচন বৈল ভকতলসল ।  
 করুণা-প্রকাশ দেখি' বোলে শুক্লাক্ষর ॥ ১৫৯ ॥  
 শুক্লাক্ষর ব্রহ্মচারী—বড়ই পবিত্র ।  
 তীর্থপূত-কলেনর—মধুরচরিত্র ॥ ১৬০ ॥  
 প্রভু-আগে কহে কথা -নাহি করে ভয় ।  
 প্রেম-লোভে কহে কথা -বঁত মনে লয় ॥ ১৬১ ॥  
 শুন শুন অহে অহে প্রভু গৌর ভগবান্ ।  
 এতদিনে হৈল মোঁর প্রমদ-নয়ান ॥ ১৬২ ॥  
 নানা-তীর্থ-পর্যটন করিয়াছি আমি ।  
 অনেক যন্ত্রণা দুঃখ—কিছুই না জানি ॥ ১৬৩ ॥  
 মধুপুরী, দ্বারাবতী কৈলুঁ পর্যটন ।  
 তুঃপিত হএগাছি আমি—দেহ প্রেমধন ॥ ১৬৪ ॥  
 এ বোল শুনিএগ প্রভু কহিল উত্তর— ।  
 মোঁর এক বোল তুমি শুন শুক্লাক্ষর ॥ ১৬৫ ॥  
 সে বনে কতক আছে শৃগাল-কুকুর ।  
 আমার কি হৈল তাথে—কহিল ঠাকুর ॥ ১৬৬ ॥  
 হুঃয়ে যাবত কৃষ্ণ উদয় না করে ।  
 তাবত তীর্থের অনুগ্রহ নাহি তারে ॥ ১৬৭ ॥  
 কৃষ্ণপ্রেম বিনু ধর্ম কেহো কিছু নহে ।  
 পঢ়িয়া দেখহ ইহা শাস্ত্রে সব কহে ॥ ১৬৮ ॥

তথাঃ—

শ্রীমৎ স্মানপরঃ কণী পবনভুঙ্মেবোহপি পণাশনঃ ।  
 শব্দে ভ্রাম্যতি চক্রিগৌবপি বাক্যে ধ্যানে সদা তিষ্ঠতি ।  
 গন্তে তিষ্ঠতি মুষিকোহপি গগনে সিংহঃ সদা বস্ত্তে ।  
 তেষাং ফলমস্তি হস্ত তপসা সদ্ব্যবসিদ্ধিঃ বিনা ॥ ১৬৯ ॥

**অন্নস্ব।** যৌনঃ ( মংসঃ ) স্নানপথঃ ( নিত্যস্নানী , সদা জলবাসিত্বাং ) , ফণী ( সর্পঃ ) পবনভুক্ ( বাতশী ) , মেঘঃ ( তেড়কঃ ) অপি পর্ণশনঃ ( পত্রভোজী ) , চক্রিণোঃ ( তৈলকানবর্ষীবদ্ধঃ ) অপি শশ্বং ( নিরস্তবং ) ভ্রাম্যতি ( তৈলযন্ত্রাকর্ষণপবিত্বাং ) বকঃ ( ক্রোধঃ ) সদা ( সন্দাদা ) ধ্যানে ( মৌনব্রতে ) তিষ্ঠতি ( বিজতে ) , মুসিকঃ ( আগুঃ ) অপি গতে ( গহ্বরে ) তিষ্ঠতি , সিংহঃ ( পশুরাজঃ ) সদা ( অন্যায়তং ) গহনে ( অরণ্যে ) বর্ধতে ( নিবসতি ) , হস্ত ! এতেবাং ( মীনাদীনাং ) সদ্ধাবসিদ্ধিং ( মনঃসুধিঃ ) বিনা তপসা ( তপশ্চর্যা ) ফলম্ অস্তি ( কিমিত্যাব্যাহার্যম্ ) ॥১৬৯॥

**অনুবাদ।** মংস স্নানপথায়ণ, সর্প পবনাশী, মেঘ পত্রভোজী, তৈলকের বর্ষীবদ্ধ ও সন্দাদা ভ্রমণশীল, বক সততই ধ্যানমগ্ন, মুসিক ও গড়বাগী এবং সিংহ সন্দাদা অরণ্যচর; হস্তরাং তাপসের সঙ্গ আচরণ উক্ত প্রাণি-শুধিতে বর্ধমান। কিন্তু ভাবশুদ্ধি ব্যতিরেকে তপস্তায় ফল কোথায় হইয়া থাকে ? ॥ ১৬৯ ॥

নারদপঞ্চবাৎস্রে, প্রথমৈকরাত্রে ( ২৬ )—

আরাধিতো যদি হরিঃতপসা ততঃ কিং

নারাধিতো যদি হরিঃতপসা ততঃ কিম্ ।

অস্তর্কর্ত্তিগদি হরিতপসা ততঃ কিং

নাস্তর্কর্ত্তিগদি হরিঃতপসা ততঃ কিম্ ॥ ১৭০ ॥

**অন্নস্ব।** হরিঃ যদি আরাধিতঃ ( পূজিতঃ ) ততঃ ( তর্তি ) তপসা ( তপ আচরণেন ) কিম্ ( ফলমিতি শেষঃ , তদাচরণং নিরর্থকং প্রাগেব ঋক্ষফলত্বাং ) , যদি হরিঃ ( কৃষ্ণঃ ) ন আরাধিতঃ ( পূজিতঃ ) ততঃ ( তদা ) তপসা ( তপশ্চর্যা ) কিম্ ( ফলমিতি শেষঃ , তপঃ ফলং তদারা-ধনমেব অনাদৃতত্বাং ) , অস্তঃ ( হৃদয়ে ) বহিঃ ( বহিঃসিদ্ধম-গ্রাহ্যে বস্তুনিচয়ে ) যদি হরিঃ ( অতুভূতং ) ততঃ তপসা কিম্ ( শ্রেষ্ঠভাগবতস্ত তস্ত তাদৃশদেহক্লেশেন অলমিত্যর্থঃ ) , অস্তঃ বহিঃ হরিঃ যদি ন ( ভবেৎ ) ততঃ তপসা ( তপো-রূপং ক্লেশাদিসহনং বিভ্রম্নমেব তপশ্চর্যাফল-হরিঃপ্রেমাসক্লেঃ ইত্যর্থঃ ) ॥ ১৭০ ॥

**অনুবাদ।** হরি যাহা কর্তৃক আরাধিত হন, তাঁহার আর তপস্তায় প্রয়োজন কি ? যিনি হরির আরাধনা

করেন নাই, তাঁহারও তপস্তায় প্রয়োজন নাই। যাহার অন্তরে বা বাহিরে শ্রীহরি বিরাগ করেন, তাঁহারও তপস্তায় কি আবশ্যক ? আবার হৃদয়ে বা বাহ্যে কৃত্রাপি যাহার শ্রীহরি স্মৃতি হয় নাই, তাঁহারও তপস্তা নিরর্থক ॥ ১৭০ ॥

এ বোল শুনিঞা বিপ্র ভূমেতে পড়িল ।

কাতর হইয়া কান্দে—আরতি বাড়িল ॥ ১৭১ ॥

অনুগত-আর্তি প্রভু সঙ্ঘিলারে নারে ।

করণ অরণ ভেল গৌর-কলেবরে ॥ ১৭২ ॥

প্রেম দিল প্রেম দিল, ডাকে আর্জুনাদে ।

শুক্লাক্ষর বিপ্র পাইল প্রেম-পরসাদে ॥ ১৭৩ ॥

তৎকালে পাইল প্রেম—কম্পকলেবর ।

পুলকিত ভেল অঙ্গ—নয়নেতে জল ॥ ১৭৪ ॥

হরিশে করয়ে গুণ-নাম সঙ্কীর্ণন ।

দেখিয়া সকল লোক অতি হৃষ্টমন ॥ ১৭৫ ॥

পণ্ডিত শ্রীগদাধর—সর্বগুণধাম ।

প্রভু কাছে থাকে নিরস্তর লয় নাম ॥ ১৭৬ ॥

রজনী শুতিয়া ছিলা প্রভুর সংহতি ।

পরিতোষে বৈল প্রভু দেখিয়া আরতি—॥১৭৭॥

পাইবে দুর্লভ প্রেম রজনী-প্রভাতে ।

মনোরথ সিদ্ধি হৈল বৈষ্ণব-প্রসাদে ॥ ১৭৮ ॥

ইহা বলি' অঙ্গমালা দিলা তার গলে ।

প্রভাতে আইলা সতে প্রভু দেখিবারে ॥১৭৯॥

সভারে কহিল প্রভু রজনীচরিত ।

কথা ছলে প্রেম লভে গদাধরপণ্ডিত ॥ ১৮০ ॥

অতি হৃষ্টমনে স্নান করি গঙ্গাজলে ।

প্রেমায় অবশ তনু টলমল করে ॥ ১৮১ ॥

জগন্নাথদেব-পূজা করিলা বিধানে ।

পুনঃ পূজা করে নিজ-প্রভু-বিষমানে ॥ ১৮২ ॥

সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন ।

দিব্যমালা গলে দিয়া করয়ে স্তবন ॥ ১৮৩ ॥

এইমত প্রতিদিন করে পরিচর্যা ।

শয়নমন্দিরে করে শয়নের শয্যা ॥ ১৮৪ ॥

চরণ-নিকটে নিতি করয়ে শয়ন ।

নিরস্তর শ্রদ্ধাভক্তি-পর তার মন ॥ ১৮৫ ॥

প্রভুর সম্মুখে কহে অমৃতবচন ।  
 শুনি বিশ্বস্তর প্রভু আনন্দিতমন ॥ ১৮৬ ॥  
 তাহার অমৃত-বাণী সিঞ্চিল অন্তর ।  
 নাচিবারে যায় প্রভু ধরি' তার কর ॥ ৮৭ ॥  
 নরহরি-ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া ।  
 শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস-বিনোদিয়া ॥ ১৮৮ ॥  
 গৌরদেহে শ্যাম ভনু দেখে ভক্তগণ ।  
 গদাধর রাধারূপ হইলা তখন ॥ ১৮৯ ॥  
 মধুমতি নরহরি হৈলা সেইকালে ।  
 দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরিহরি বোলে ॥ ১৯০ ॥  
 বৃন্দাবন প্রকাশ হইল সেইস্থানে ।  
 গো-গোপী গোপাল-সঙ্গে শচীরনন্দনে ॥ ১৯১ ॥  
 পূর্বে সখা সঙ্গীগণ যেরূপে আছিল ।  
 রস-আস্বাদনে প্রভু সঙ্গে ভক্ত হৈলা ॥ ১৯২ ॥  
 অভিনব-কামদেব শ্রীরঘুনন্দন ।  
 অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন ॥ ১৯৩ ॥  
 তার সব পূর্ব দেহ ধরি' প্রভু-কাছে ।  
 আনরণ-ক্রমে তারা প্রভু বেড়ি' নাচে ॥ ১৯৪ ॥  
 দেখি' অল্য-অবতার-সঙ্গী সব কাঁদে ।  
 নবদীপে উদয় করিল ব্রজচাঁদে ॥ ১৯৫ ॥  
 ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর করি' সঙ্গে ।  
 ক্ষণে শ্যামলীলা রাগা-রাসরস-রঙ্গে ॥ ১৯৬ ॥  
 চমৎকার লীলা দেখি' সব ভক্তগণ ।  
 হরিহরি জয় জয় বোলে ঘনে ঘন ॥ ১৯৭ ॥  
 দিন-অবসান—সন্ধ্যা রম্য দিগন্তর ।  
 আচম্বিতে মেঘারম্ভ গগন-মণ্ডল ॥ ১৯৮ ॥  
 ঘন ঘন গরজে গন্তীর-নিমাদে ।  
 দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদে ॥ ১৯৯ ॥  
 বিস্ম উপসন্ন দেখি' সন্তেই দ্বঃখিত ।  
 কেমনে ঘুচয়ে বিস্ম চিন্তাপর-চিত ॥ ২০০ ॥  
 মেঘগণ প্রেম-পরসাদ নিতে আইলা ।  
 গৌরলীলা দেখি' প্রেমে গর্জিতে লাগিলা ॥  
 তবে মহাপ্রভু সে মন্দিরা করি' করে ।  
 নাম-গুণ-সংকীৰ্ত্তন করে উচ্চস্বরে ॥ ২০২ ॥

দেবলোক কৃতার্থ করিব হেন মনে ।  
 উর্ধ্বমুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে ॥ ২০৩ ॥  
 দূরে গেল মেঘগণ—প্রকাশ আকাশ ।  
 হরিষে বৈষ্ণবগণের বাঢ়িল উল্লাস ॥ ২০৪ ॥  
 নিরমন ভেল শশি-রঞ্জিত রজনী ।  
 অমুগত গুণ গায়—নাচয়ে আপনি ॥ ২০৫ ॥  
 মেঘগণ নিজরূপ ধরি' প্রভু-কাছে ।  
 নাচিয়া বুলয়ে তারা ভক্ত পাছে পাছে ॥ ২০৬ ॥  
 সেই প্রেম বিচার না করে গৌরহরি ।  
 মেঘে কি বলিব—দিল ত্রিজগৎ ভরি' ॥ ২০৭ ॥  
 আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ-সনে ।  
 সতার আবেশে নাচে শচীর নন্দনে ॥ ২০৮ ॥  
 প্রেমার আবেশে নাচে মহানটরাজে ।  
 পদাম্বুজ মুখর মঞ্জীর ঘন বাজে ॥ ২০৯ ॥  
 বিপ্রসাপ্তীগণ জয় জয় দেই স্মুখে ।  
 আকাশেতে দেবগণ দেখয়ে কৌতুকে ॥ ২১০ ॥  
 প্রেমায় বিভোল সব নাচে ভক্তগণ ।  
 না জানি কি কৈল তপঃ কতক জনম ॥ ২১১ ॥  
 তাহার কারণে নাচে ঠাকুরের সনে ।  
 আমোদ করয়ে তারা প্রেম হেন ধনে ॥ ২১২ ॥  
 করুণায় ছাইল প্রভু এ ভুমি আকাশ' ।  
 শুনি' আনন্দিত কহে এ লোচনদাস ॥ ২১৩ ॥

মুকুন্দের প্রতি কৃপা

কথাসার

গ্রন্থকার শ্রীমন্নহাপ্রভুর অপরূপ রূপলাবণ্য বর্ণন করিয়া  
 আত্মবৃক্ষ-রোপণ-লীলা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন অর্থাৎ একদিন  
 শ্রীমন্নহাপ্রভু ভক্তগণ সমক্ষে একটা আত্ম-বীজ রোপণ  
 করিলেন, দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ ঐ বীজ অঙ্কুরিত  
 ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত এবং মুকুলিত হইল, গাছে আত্ম-  
 ফল ধরিল. সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিপক হইল, ভক্তগণ তাহা  
 ভগবানকে নিবেদন করিয়া সকলে মিলায়া প্রসাদ পাইলেন,  
 পরে দেখিলেন,—সে সকল আর কিছুই নাই, সব বিনষ্ট  
 হইয়া গিয়াছে, তখন শ্রীমন্নহাপ্রভু ঐ বৃক্ষের দৃষ্টান্তে

সংসারের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন পূর্বক মারা ভয় করিবার উপায়  
ও মুকুন্দদত্তকে মাধুর্যময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার  
শেষে এবং অধ্যাত্ম-চর্চা পরিত্যাগপূর্বক ভগবৎস্বভাবোপদেশ  
করিয়েন। মুরারিস্তম্ভ শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট তৎকথা  
প্রার্থনা করিলে, প্রভু তাঁহার প্রতি আশীর্বাদ প্রদান  
করেন। শ্রীধাম ও শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টাব  
প্রিয়-পাত্র, ইহাদের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তগণ সঙ্গে  
কীৰ্ত্তনানন্দে বিহার করিতেন। একদিন কোন এক  
অবোধ লাক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুক্তি মায়িক বসিবে, তাহা শ্রবণ  
করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত সবারে গম্ভীর-স্বান করেন।

গামগড়া—রাগ।

সুমেরুশিখরে জন্ম, সুন্দর দীঘল তনু,  
প্রেমভরে করে টলমল।

পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা,  
রাঙা ছুটি আঁখি করে ছল ছল ॥

আনন্দিত নদিয়ানগর।

ভাল রঙ্গে নাচে শচীর কোঙর ॥ ৫ ॥

শ্রীনিবাস চারি ভাই, আনন্দে মঙ্গল গাই,  
হরিদাস হরিহরি বোলে।

কিশোরী-কিশোর যেন, গোরাগুণ-গরজন,  
হুঙ্কার প্রেমার হিল্লোলে ॥ ১ ॥

মুরারি মুকুন্দদত্ত, গুণ গায় অবিরত,  
উলসিত পুলকিত গায়।

প্রেম-মকরন্দ-আশে, পদ-অরবিন্দ-পাশে,  
যেন মত্তভ্রমর বেড়ায় ॥ ২ ॥

চৌদিগে জয় বোল, মানে নাচে হেমগৌর,  
আনন্দে নিভোর জনা-জনা।

যে-দিগে সে-দিগে চাহি, আনন্দিত সব-ঠাঞি  
দশদিগে প্রেমের কাঁদনা ॥ ৩ ॥

কেহো কেহো দুই মেলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি,  
কেহো যশোগানে হয় ভাট।

পড়িয়া চরণতলে, পণ্ডিত গোসাঞি বোলে,  
পসারিলা অপরূপ হাট ॥ ৪ ॥

সোণার মুকুতা জন্ম, পুলকে গাঁথিল তনু,  
অনুরাগে এ রাজা বদন।

রসের আলসে হাসে, লস-লস আলসে,  
প্রকাশয়ে অন্তরের ধন ॥ ৫ ॥

ক্ষণে অলৌকিক বোলে, যেন মদ-মাতোয়ালে,  
ক্ষণে বোলে—মুঞি ভগবান্।

ক্ষণে পরণাম করে, ক্ষণে আশীর্বাদ বোলে,  
ক্ষণে নিজজনে দেই বর দান ॥ ৬ ॥

প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু, যা নাহি দেখয়ে কতু,  
সমুদ্রীপে মাগিল তরাস।

কি নারী, পুরুষ সব, দেখি' গৌরা অনুভব,  
প্রেমে ডুলি গেল এ লোচনদাস ॥ ৭ ॥

তবজাঙ্ক—ধানশা রাগ।

কেমন বিধাতা সে, গৌরাজ সুন্দর দে,  
গটল আপন তনু পরিয়া।

কেমন কঠিন সে, দারু-পাষণ-অস্তরে,  
রূপ দেখ্যা না গেল মিলিয়া ॥ ৫ ॥

অমিয়া মথিয়া কেবা, নবনী তুলিল গো,  
তাহাতে গটল গৌরা-দেহ।

জগৎ ছানিঞা কেবা, রস নিজাড়িছে গো,  
এক কৈল সুবুই স্নেহ ॥ ৮ ॥

অনুরাগের দধিখানি, প্রেমার সাঁচন দিয়া,  
কেবা পাতিয়াছে আঁখি দুটি।

তাহাতে অধিক মছ, লছ লছ কথা গো,  
হাসিয়া বোলয়ে গুটী গুটী ॥ ৯ ॥

অথও-পীযুষধারা, কে না আউটিল গো,  
সোণার বরণ হৈল চিনি।

সে চিনি মারিয়া কেবা, ফেণি তুলিল গো,  
হেন বাসো গৌরা-অঙ্গখানি ॥ ১০ ॥

বিজুরী বাঁটিয়া কে বা, গাখানি মাজিল গো,  
চান্দে মাজিল মুখখানি।

লাবণ্য বাঁটিয়া কে বা, চিত্র-নিরমাণ কৈল,  
অপরূপ রূপের বলনি ॥ ১১ ॥

সকল পূর্ণিমাৰ চান্দে, বিকল হইয়া কান্দে,  
কর-পদ-পত্নমের গন্ধে ।

কুড়িটা নখের ছটা, জগৎ আলা কৈল গো,  
আঁখি পাইল জনমের আন্ধে ॥ ১২ ॥

এমন বিনোদিয়া গোরা, কোথাও দেখিয়ে নাই,  
অপরূপ প্রেমার বিনোদে ।

পুরুষ প্রকৃতি-ভাবে, কান্দিয়া নিকল গো,  
নারী-কেমনে প্রাণ বান্ধে ॥ ১৩ ॥

সকল রসের রসে, বিলাস হৃদয়খানি,  
কে না গঢ়াইল রঙ্গ দিয়া ।

মদন বাঁটিয়া কে না, বদন গড়িল গো,  
বিনি-ভাবে মো মলুঁ কান্দিয়া ॥ ১৪ ॥

ইশ্বের মনুক আনি, গোরার কপালে গো,  
কে না দিল চন্দনের-রেখা ।

ওরূপ স্বরূপে যত, কুলের কামিনী গো,  
ছুইহাথ করিতে চাহে পাখা ॥ ১৫ ॥

রঞ্জের মন্দিরখানি, নানারঙ্গ দিয়া গো,  
গঢ়াইল বড় অনুরন্ধে ।

নীলাবিনোদকলা, ভাবের বিলাস গো,  
মদন-বেদনা 'ভাবি' কান্দে ॥ ১৬ ॥

না চাহে আঁখির কোণে, সদাই সম্ভার মনে,  
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায় ।

আঁখির পিয়াস দেখি', মুখে লালস গো,  
আলসল জরজর গায় ॥ ১৭ ॥

কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্কু ধায় উত্ত-রড়ে,  
গুণ গায় অন্তর-পাষণ্ড ।

ধূলায়ে লোটাঞা কান্দে, কেহো স্থির নাহি বান্ধে,  
গোরাগুণ অমিয়া অখণ্ড ॥ ১৮ ॥

ধাওরে ধাওরে বলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি,  
কেহো নাচে অট্ট অট্ট হাসে ।

সুশীলা কুলের বহু, সে বোলে সকল বাউ,  
গোরা-গুণ-রূপের বাভাসে ॥ ১৯ ॥

নদিয়ানগর-বধু, হেরি' গোরা-মুখবিধু,  
বরবর নয়নে সদাই ।

অনুরাগে বুক ভরে, পুলকিত কলেবরে,  
মনমাঝে সদাই জাগাই ॥ ২০ ॥

যোগীশ্বর, মুনীশ্বর কিবা, মনে গণে রাত্রি-দিবা,  
গোরাগুণে লাগি' গেল ধাক্কা ।

অখিল-ভুবনপতি, ধূলায় লোটাঞা কান্দে,  
সদাই সোওরে রাধা-রাধা ॥ ২১ ॥

লখিমী-বিলাস ছাড়ি', প্রেম-অভিলাষী গো,  
অনুরাগে রাজা দুটি আঁখি ।

রাধার ধ্যেয়ানে হিয়া, বেকত না হয় গো,  
ওই গোরা তনু তার সাখী ॥ ২২ ॥

দেখরে দেখরে লোক, হেন প্রেম অপরূপ,  
ত্রিজগদ্-নাথ-নাথ হঞা ।

অকিঞ্চনজন-সঙ্গে, কি জানি কি ধন মাঙ্গে,  
কিবা সুখে বুলয়ে নাচিয়া ॥ ২৩ ॥

জয় রে জয় রে জয়, হেন প্রেমরসালয়,  
ভাজি' বিলাইল গোরায়ায় ।

নির্জীবে জীবন পাইল, পঙ্কু গিরি ডিঙ্গাইল,  
আনন্দে লোচনদাসে গায় ॥ ২৪ ॥

বরাড়ি রাগ—দিশ:

হরি রাম নারায়ণ শচীর ছুলাল গোরা ॥ ধ্রু ॥  
আর-দিনে আর কথা শুন অদভুত ।

নিতুই নূতন প্রকাশয়ে শচীশ্রুত ॥ ২৫ ॥

অতি অপরূপ কথা—লোকে অবিদিত ।

অধমজনের মনে না হয় প্রতীত ॥ ২৬ ॥

কেবল নিগূঢ় প্রকাশয়ে ঠাকুরাল ।

নিজজনে কহে—দেখ মিছা এ সংসার ॥ ১৭ ॥

ইহা বলি' আন-পরসঙ্গে কহে আন ।

পাশরিল সবলোক লয় হরিনাম ॥ ২৮ ॥

নিজ-নাম-সঙ্ঘীর্তনে মাতল অন্তর ।

ভূমিতে লুটাঞা কান্দে—প্রেম পরবল ॥ ২৯ ॥

আচম্বিতে উঠি' কহে দিয়া করতালি ।

নিজজনে প্রকাশয়ে নিজ-ঠাকুরালি ॥ ৩০ ॥



দেখ দেখ আত্মনীজ আরোপিল আমি ।  
 আমার অর্জিত তরু হইবে আপনি ॥ ৩১ ॥  
 তখনে কহয়ে সবজনে আচম্বিত ।  
 এখনি রোপিল নীজ তেল অঙ্কুরিত ॥ ৩২ ॥  
 দেখিতে দেখিতে তেল তরু মুঞ্জরিত ।  
 হইল উত্তম শাখা তরু মুকুলিত ॥ ৩৩ ॥  
 দেখ দেখ সব-লোক অপরূপ আর ।  
 মুকুলিত হৈল হের তরুটা আমার ॥ ৩৪ ॥  
 তখনি হইল ফল—পাকিল সেকালে ।  
 অঙ্কুলি হেলাএগা প্রভু দেখায় সভারে ॥ ৩৫ ॥  
 পাড়িয়া আনিল ফল—দেখে সব লোকে ।  
 নিবেদন করি' দিল ঐশ্বর সম্মুখে ॥ ৩৬ ॥  
 তিলেকে সকল সেই না দেখিয়ে কিছু ।  
 ফলমাত্র আছে—গাছ মিছা হৈল পাছু ॥ ৩৭ ॥  
 ঐছে মায়া দেখাইল—কহে সর্বলোকে ।  
 ইহা জামি' না মরিহ এ সংসার-শোকে ॥ ৩৮ ॥  
 মোর মায়াবলে সৃষ্টি সকল সংসার ।  
 না বুঝি' সকল লোক নোলে আপনার ॥ ৩৯ ॥  
 মোর মায়া-দড়ি কেনা ছি' ডিয়ারে পারে ।  
 সবে এক পথ আছে মায়া জিনিপারে ॥ ৪০ ॥  
 যত যত দেহ-কর্ম-কর্ম করে লোকে ।  
 সর্বকর্ম আরোপণ করে যদি মোকে ॥ ৪১ ॥  
 তবে দেহ-সমর্পণ কৃষ্ণপদে হয় ।  
 কর্মাকর্ম-শুভাশুভ-বন্ধ নাহি হয় ॥ ৪২ ॥  
 এ ভক্তি পরম তত্ত্ব—সমর্পণ গণি ।  
 সমর্পিতে কৃষ্ণে—ভেদ না রহে আপনি ॥ ৪৩ ॥  
 সব সমর্পিলে—কৃষ্ণ পাই সর্বথায় ।  
 সকল পুরাণে, গীতা, ভাগবতে গায় ॥ ৪৪ ॥  
 নহে বা সকল এই হয় অনর্থক ।  
 ঐশ্বরে অর্পিলে সব সংসার সার্থক ॥ ৪৫ ॥  
 হেন অদভুত গোরাটাদের প্রকাশ ।  
 শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস ॥ ৪৬ ॥

শ্রীবাগ ।

অকি হোরে গৌরাজ জয় জয় ॥ ৪৭ ॥  
 হেনই সময়ে বৈষ্ণ মুকুন্দ দেখিয়া ।  
 কহিলেন—মহাপ্রভু মুচকি হাসিয়া ॥ ৪৭ ॥  
 তুমি নাকি ব্রহ্মবিজ্ঞা মান—ইহা শুনি ।  
 ভাল ত মুকুন্দদত্ত তোমারে বাখানি ॥ ৪৮ ॥  
 ইহা বলি' এই শ্লোক পঢ়িল ঠাকুর ।  
 শুনিতে সভার হিয়া করে ছুরছুর ॥ ৪৯ ॥

তথাপি—

(কবিকর্ণপুরকৃতচৈতন্যচরিতামৃতকাব্যধৃতং বচনম্ ৬৩৬)

রমন্তে যোগিনো-নন্তে সত্যানন্দে চিদাম্বনি ।

ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ইতি ॥ ৫০ ॥

অম্বয়। যোগিনঃ (তপস্বিনঃ) অনন্তে (নাশ্তি  
 অন্তম্ আত্মনবসানং চ বশ্চ স ত্যাম্বন্) সত্যানন্দে চিদাম্বনি  
 (সচ্চিদানন্দরূপে জ্ঞানানন্দরূপবিগ্রহে) রমন্তে (বিহ-  
 রন্তি, সদা তদনুশীলনেণ শাব্যতন্ত্রয়মুভবন্তি) ইতি  
 (অতএব) রামপদেন (রাম ইত্যাক্ষরদ্বয়াকনাম্মা) অসৌ  
 (ইতি) পরং ব্রহ্ম অভিধীয়তে (উচ্যতে) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। যোগীগণ অনন্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহে  
 সদা রমণ বা বিহার করেন। এই তেহু 'রাম' এই পদে  
 পরব্রহ্ম অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

তবে পুনঃ ভগবান্ সেই গৌরহরি ।  
 বৈদ্যেরে কহিল কিছু অনুগ্রহ করি' ॥ ৫১ ॥  
 চতুর্ভুজ ভজন তুমি বড় করি' মান ।  
 দ্বিভুজ ধ্যেয়ানে তো'র অলপ গেয়ান ॥ ৫২ ॥  
 সকল সম্পদে চাহ আপনার হিত ।  
 দ্বিভুজ ভজহ কৃষ্ণে মজাইয়া চিত ॥ ৫৩ ॥  
 কৃষ্ণের প্রকাশ নারায়ণ—শাজ্জে কহে ।  
 নারায়ণ হইতে কৃষ্ণ—হেন বাক্য নহে ॥ ৫৪ ॥  
 ঐছন করুণ-বাণী কহে বিশ্বস্তর ।  
 শুনিএগা সাদর বৈষ্ণ প্রণতকঙ্কর ॥ ৫৫ ॥  
 সুরনদী-জলে জ্ঞান করি' করে' কাম ।  
 নৈষ্ণব-চরণ-গুলি প্রসাদপ্রধান ॥ ৫৬ ॥

তোর পাদপদ্ম মোর শিরে রত্ন ছত্র।  
 দাস্য-অভিষেক কর—এই চাহেঁ মাত্র ॥ ৫৭ ॥  
 আমি কি জানিয়ে প্রভু নিজ ভাল-গন্দ।  
 নিরন্তর অন্তরে বাহিরে মদ-অন্ধ ॥ ৫৮ ॥  
 নিজগুণে করুণা করহ প্রভু বনে।  
 নিজদাস্যে প্রসাদ করহ মোরে তনে ॥ ৫৬ ॥  
 তুমি সর্বেশ্বরের বিগ্রহ আনন্দ।  
 সেই নন্দমুখ তুমি অবতারকন্দ ॥ ৬০ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু অন্তর-সন্তোষে।  
 পদ-অরবিন্দ তার মস্তকে পরশে ॥ ৬১ ॥  
 সর্কাস্ত্রে পুনক ভেল—সজন-লোচন।  
 গদগদ-ভাস নৈছ প্রেমার লক্ষণ ॥ ৬২ ॥  
 গদগদস্বরে স্তব করিল বিস্তর।  
 জয় মহামহেশ্বর কারণের পর ॥ ৬৩ ॥  
 তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বস্তর হরি।  
 কহিতে নাগিনী কিছু দেখিয়া মুরারি ॥ ৬৩ ॥  
 শুন শুন অহে বৈষ্ণব আশার বচন।  
 এড় গীতা-অপ্যায় চরচা তোর মন ॥ ৬৫ ॥  
 জীবার বাসনা যদি থাকয়ে তোমার।  
 কৃষ্ণপ্রেমানন্দে যদি ইচ্ছা থাকে আর ॥ ৬৬ ॥  
 \*অপ্যায়-চরচা তবে কর পরিত্যাগ।  
 গুণসঙ্কীর্ণন কর কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ ৬৭ ॥  
 নটবরশেখর সুন্দর শ্যামতনু।  
 ইন্দনীলমণিকান্তি করে বর-নেণু ॥ ৬৮ ॥  
 পীতাম্বরপর বনমালা যার গলে।  
 সে প্রভুকে নাহি ভজ গোপীগণ-মৈলে ॥ ৬৯ ॥  
 শুনিঞা মুরারিনৈছ প্রভু-আজ্ঞাবাগী।  
 কাতর হইয়া কান্দে পড়িয়া পরগী ॥ ৭০ ॥  
 প্রভুর চরণে করে বিনয় বিস্তার।  
 লজ্ববাবে নারি প্রভু সংসার দুস্তর ॥ ৭১ ॥  
 ব্রহ্মা, মহেশ্বর কিবা লখিমী অনন্ত।  
 জিনিতে না পারে মায়া কেবল ছরন্ত ॥ ৭২ ॥  
 পরম শ্রবণ মায়া কে জিনিতে পারে।  
 তোমার প্রসাদ বিনা—শুন বিশ্বস্তরে ॥ ৭৩ ॥

আমি মহাপদ—কিবা শক্তি আমার।  
 সংসার জিনিঞা পদ ভজিতে তোমার ॥ ৭৪ ॥  
 দুঃখিত দেখিয়া যদি দয়া কর মোরে।  
 করুণাবিগ্রহ প্রভু ভজ মো তোমাগে ॥ ৭৫ ॥  
 এতকাল আচিল গুপত প্রেমদন।  
 প্রকট করিলা প্রভু করুণা-কারণ ॥ ৭৬ ॥  
 তোমার পদারবিন্দ-গন্দরন্দ-প্রেম।  
 পিনউ আমায় মন মধুকর যেন ॥ ৭৭ ॥  
 এইবর দেহ মোরে করুণাসাগর।  
 ঘৃণা না করিহ মোরে—মো অতি পামর ॥ ৭৮ ॥  
 ঐছন কাতরবাগী শুনিঞা ঠাকুর।  
 করুণা বাটিল হিয়া আনন্দে প্রচুর ॥ ৭৯ ॥  
 হাসিয়া কহিল প্রভু—শুনহ মুরারি।  
 অচিরে অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে তৌহারি ॥ ৮০ ॥  
 তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর।  
 অতি মহাশুদ্ধমতি ভক্ত সুচতুর ॥ ৮১ ॥  
 কৃষ্ণসেবা করে নিতি লঞা ভাতৃগণ।  
 সর্বভাবে ভজে বিশ্বস্তরের চরণ ॥ ৮২ ॥  
 নাম-গুণ-সঙ্কীর্ণন করে নিতি-নিতি।  
 অমুজ রামের সনে বড়ই পীরিতি ॥ ৮৩ ॥  
 জ্যেষ্ঠসেবা-পরায়ণ শ্রীরাম পণ্ডিত।  
 দুই ভাই মিলি গায় হরিগুণগীত ॥ ৮৪ ॥  
 শ্রীনিবাস শ্রীরাম—প্রভুর—প্রিয় দুইজন।  
 তার সনে ক্রীড়া করে আনন্দিত মন ॥ ৮৫ ॥  
 তার ঘরে নাচে প্রভু তাসভার সনে।  
 কপিল ঠাকুর যেন নেট' ঋষিগণে ॥ ৮৬ ॥  
 হেনমতে আনন্দে কোতুকে দিন যায়।  
 শতশত শিষ্যগণ আপনে পঢ়ায় ॥ ৮৭ ॥  
 শিষ্যে শিষ্য মিলি' তারা করে অনুমান।  
 আছিল তাহাতে এক বড় আগেয়ান ॥ ৮৮ ॥  
 'শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে যারে সেই মায়া এক।  
 অনোধ ব্রাহ্মণ পুত্র ইহ বলিলেক ॥ ৮৯ ॥  
 শুনিঞা ঠাকুর দুই-কর দিল কাণে।  
 তখন চলিলা প্রভু সুরনদী-স্নানে ॥ ৯০ ॥

সবসনে শিষ্যবর্গ সনে গঙ্গাস্নান ।  
সপুলক ঘন ঘন লয় হরিনাম ॥ ৯১ ॥  
পাপিষ্ঠ অধম ছার পাষণ্ড চরিত্র ।  
দুর্কচনে কর্ণ মোর কৈল অপবিত্র ॥ ৯২ ॥  
ইহা বলি' ঘন ঘন লয় হরিনাম ।  
কহয়ে লোচন—গোরা সর্বগুণধাম ॥ ৯৩ ॥

### অদ্বৈতভক্ত-কথন

একদিন শ্রীমদ্রামপ্রভু শ্রীমদপ্রভু ভক্তবৃন্দগণ কীর্তন করিতে করিতে শ্রীমদ অদ্বৈতপ্রভুকে দর্শন করিবান চলে। মন্দির গৃহে উপস্থিত হইলে, অদ্বৈতপ্রভু শ্রীমদ্রামপ্রভুর চরণে নিপতিত হইলেন, মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে প্রেমামিঙ্গন প্রদানপূর্বক কথোপকথনপ্রসঙ্গে কালকালে একমাত্র ভক্তিরই প্রাধান্য কীর্তন করেন। জটনৈক পাষণ্ডী লোককে দেখিয়া কীর্তনবিবক্ষণী মনে করিয়া শ্রীমদ পণ্ডিত শক্তিচ তত্ত্বাস শ্রীমদ্রামপ্রভুর ইচ্ছাস সেই প্রাক্কর মায়া-মোহিত হন। পবে অদ্বৈতগৃহে কীর্তনলাস্য ও ভোজন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক শ্রীমদ্রামপ্রভু মদ্যাস্ত অসদাশ্রিত্য ব্যাঘা করণে প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করেন।

শ্রীমদ অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভু নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীমদ্রামপ্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, তখন শ্রীমদ্রামপ্রভু শ্রীমদগৃহে গাণ্ড বিনাশার্পণীয় অঙ্গ গদার পূজা করিতেছিলেন, আচার্য্যপ্রভুকে শ্রীমদ্রামপ্রভু অতীত অর্পিত হইয়া “অদ্বৈতের ইচ্ছাতেই ভগবানের অবতার”— এই কথা লোকসমক্ষে কীর্তনপূর্বক পটায় আরোহণ করিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে নৃত্য কীর্তন করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীমদপণ্ডিত অদ্বৈততত্ত্ব বিজ্ঞান করিলে, শ্রীমদ্রামপ্রভু অদ্বৈততত্ত্ব কীর্তন করিয়া সকলকে ভগবদ্ভজন উপদেশ করেন।

ভাটিগারি—প্রাগ ।

হরি নারায়ণ শচীর দুলাল গোরাচান্দ ।  
বান্ধল জীবের মন দিয়া প্রেমফাঁন্দ ॥ ৫৫ ॥  
আর অপরূপ কথা কহিব এখন ।  
সানদানে শুন সন্তে ছাড়ি' আন মন ॥ ১ ॥

গোরাগুণ কহিতে পুলক বাক্যে গায় ।  
অখণ্ড-পীযুষ গোরা-গুণের প্রভায় ॥ ২ ॥  
শ্রীনিবাস-আদি করি শিষ্যবর্গ সঙ্গে ।  
অদ্বৈত-আচার্য্য দেখিবারে ভেল রঙ্গে ॥  
কেহো গীত গায় কেহো লয় হরিনাম ।  
হরিহরি-বোল বোলে—নাহিক উপাম ॥ ৪ ॥  
আপনে ঠাকুর নাচে—ভক্তগণ গায় ।  
আপনা না জানে তারা প্রেম-পরভায় ॥ ৫ ॥  
আপাদ-মস্তক পূর্বক—রাজ্য ছুই অঁাখি ।  
টলনল করে সব গোয়া মুখ দেখি ॥ ৬ ॥  
মালসাট মায়ে প্রভু হৃদয়কার নাড়ে ।  
ভূমিতে লোটাঞা সব পারিষদ কান্দে ॥ ৭ ॥  
এইমতে আনন্দে চলিয়া যায় পথে ।  
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি দেখিবার চিতে ॥  
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি দেখিলা ত গিয়া ।  
দণ্ডপরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ৯ ॥  
সঙ্গমে আচার্য্য-গোসাঞি পড়ি' না চরণে ।  
বিস্তর বিনয় করে কাঁতরনচনে ॥ ১০ ॥  
আমা হেন কোটি অদ্বৈতের শিরোমণি ।  
প্রণতি করিয়া বোলে লোটাঞা পরণী ॥ ১১ ॥  
অছোছো দৌঁহারে দৌঁহে আনিঙ্গন করে ।  
দৌঁহারে সিঞ্চিল দৌঁহে নয়নের জলে ॥  
আসনে বসিয়া প্রভু কহে নিজকথা ।  
মনোহর পাপহর প্রেমভক্তিদাতা ॥ ১৩ ॥  
শুনিয়া আচার্য্য-গোসাঞি বোলেন বচন ।  
পাষণ্ডীকে গালি দিতে রাঙা ছুলোচন ॥ ১৪ ॥  
পাষণ্ডী বোলয়ে—কলিযুগে ভক্তি নাই ।  
সে চক্ষে দেখুক মোর চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ১৫ ॥  
এ বোল শুনিঞা প্রভু ক্ষুরিত-অধর ।  
কহিতে লাগিল। মেঘগম্ভীর উত্তর ॥ ১৬ ॥  
ভক্তি নাহি কলিযুগে—আছে আর কি ?  
ভক্তিমাত্র আছে—তেঞি সংসারেতে জি ॥ ১৭ ॥  
'কলিযুগে ভক্তি নাহি' যে বোলে বচন ।  
নিরর্থক জন্ম তার—শুন সর্বজন ॥ ১৮ ॥

কলিযুগে কৃষ্ণভক্তি পরসন্ন মায়া ।  
 কলিযুগ হেন কোন যুগে নাহি দয়া ॥ ১৯ ॥  
 হেনই সময়ে সে পণ্ডিত শ্রীবাস ।  
 কহিতে লাগিলা কিছু অন্তরে তরাস ॥ ২০ ॥  
 সম্মুখে দেখহ প্রভু পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ ।  
 কৃষ্ণমহোৎসবে বাধা দিবেক এখন ॥ ২১ ॥  
 এই মহাপাষণ্ড এ অতি দুরাচার ।  
 বিদ্যা-অভিমানে করে মহা-অহঙ্কার ॥ ২২ ॥  
 তনে মহাপ্রভু কথা কহিল তাহারে ।  
 এথা না আসিব এই দুষ্ট দুরাচারে ॥ ২৩ ॥  
 না আইল ব্রাহ্মণ সেই মায়াবিমোহিত ।  
 ক্রোড়া করে মহাপ্রভু আনন্দিতচিত ॥ ২৪ ॥  
 শ্রীনিবাস-ভুজে এক ভুজ আরোপিয়া ।  
 গদাধর কর ধরি' বাগ-কর দিয়া ॥ ২৫ ॥  
 নরহরি-অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া ।  
 শ্রীরঘুনন্দনমুখ কাম্বয়ে হেরিয়া ॥ ২৬ ॥  
 শ্রীরামপণ্ডিত-অঙ্গে দিয়া পাদমুজ ।  
 ক্রোড়া করে মহাপ্রভু আচার্য্য-সম্মুখ ॥ ২৭ ॥  
 চৌদিকে বৈষ্ণব করে গুণসঙ্কীর্ণন ।  
 মধ্যতে নাচেন প্রভু শটীর নন্দন ॥ ২৮ ॥  
 যেন রাসমহোৎসবে শ্বেতি' গোপীগণ ।  
 কীর্তনের মানো এইমত সুশোভন ॥ ২৯ ॥  
 এইমনে কথোক্ষণে নৃত্য-অবসানে ।  
 হরনিত অদ্বৈত-আচার্য্য সীতা-সনে ॥ ৩০ ॥  
 তবে তার ঘরে প্রভু ভোজন করিল ।  
 সুগন্ধি চন্দন, মালা শ্রীঅঙ্গ লেপিল ॥ ৩১ ॥  
 অদ্বৈত-আচার্য্য ধন্য আপনা মানিল ।  
 আমারে প্রভুর দয়া এবে সে জানিল ॥ ৩২ ॥  
 অদ্বৈতের গণ কাম্বে চরণে পড়িয়া ।  
 বিশ্বস্তর কোলে করে সভারে তুলিয়া ॥ ৩৩ ॥  
 নিজনামগুণে প্রভু নাচিয়া গাইয়া ।  
 ঘরেরে আইলা প্রভু নিজজন লঞা ॥ ৩৪ ॥  
 হেনমতে দিনে দিনে বাঢ়ে পরকাশ ।  
 শুনিঞা আনন্দ হিয়া এ লোচনদাস ॥ ৩৫ ॥

বরাড়ি—বাগ ।

নিছনি যাও গোরাক্ষরের বালাই লঞা ।  
 বিলাইল প্রেমধন জগৎ ভরিয়া ॥ ৩৬ ॥  
 তবে সেই মহাপ্রভু বসি' নিজঘরে ।  
 অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা কহয়ে ঈশ্বরে ॥ ৩৭ ॥  
 একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী সৃষ্টিরূপস্থিতি ।  
 আপনি সে এক আত্মা-রূপে আছে ক্ষিতি ॥  
 ইহা বলি' হস্ত মেলি' পুনঃ করে মুষ্টি ।  
 দেখায় সভারে এইমত মোর সৃষ্টি ॥ ৩৮ ॥  
 পুনঃ কহে—তব সত্ত্বামাত্র স্বরূপিণ ।  
 ভাবের আবেশ তাথে শুন সর্বজন ॥ ৩৯ ॥  
 তথাপি সক্রমে সেই করিয়ে যতন ।  
 এক জ্ঞান বিনে মুক্ত নহে এ কারণ ॥ ৪০ ॥  
 বিষম সংসারবন্ধ জিনিতে না পারে ।  
 মুক্তবন্ধ হয়—যদি একজ্ঞান করে ॥ ৪১ ॥  
 মুক্তি বিম্বু কৃষ্ণ জ্ঞান নাহি হয় কভু ।  
 এতেক বলিয়া শুন জ্ঞানগম্য প্রভু ॥ ৪২ ॥  
 হের দেখ মোর করে এ পাঁচ অঙ্গুলি ।  
 মধুতে মিশ্রিত এক—সুগা-কর চারি ॥ ৪৩ ॥  
 দুর্গন্ধ লাগিয়া তাহা না চাহে নয়নে ।  
 একাঙ্গুলি মধু—জিহ্বা লিহায় যতনে ॥ ৪৪ ॥  
 এক অব্যয় সেই ভগবান্ মাত্র ।  
 ইহা বলি' মুক্ত হইবারে নাহি পাত্র ॥ ৪৫ ॥  
 এইমনে জ্ঞানযোগ কহে নানাবিধি ।  
 ক্ষণেকে রহিলা নিশবদে গুণনিধি ॥ ৪৬ ॥  
 দয়া করি পুনঃ কহে সর্বতত্ত্বসায় ।  
 শ্রীকৃষ্ণভক্তি নিবে কিছু নাহি আর ॥ ৪৭ ॥  
 জ্ঞানগম্য কৃষ্ণ—ইহা বুঝাইল সভারে ।  
 কৃষ্ণ-পাদাম্বুজপ্রেম ভক্তি সর্বসারে ॥ ৪৮ ॥  
 “এই জ্ঞান হইলে হয় কৃষ্ণে দৃঢ়মতি ।  
 মতি দৃঢ় হইলে হয় ভক্তি অহৈতুকী ॥ ৪৯ ॥  
 কৃষ্ণ-পাদাম্বুজ-ধ্যান করিল তখন ।  
 হরিহরি বলি পাদাম্বুজ-সঙ্করণ ॥ ৫০ ॥

রাধা সঙ্গে চিদানন্দ শ্যামতিরিভঙ্গী ।  
 মদন-মোহন নটবর বহুরঙ্গী ॥ ৫১ ॥  
 রুদ্দাবন-মাঝে নব-রতন-মন্দিরে ।  
 বল্লবসুন্দরী সব বেড়ি' মনোহরে ॥ ৫২ ॥  
 কোকিল, ময়ূর, সারী, শুক, অলিকূলে ।  
 প্রফুল্লিত রুদ্দাবন শোভে নানাফুলে ॥ ৫৩ ॥  
 চিস্তামণি-ভূমি কল্পতরুগণ যত ।  
 কামধেনুগণ যেন সুরভিগণযুত ॥ ৫৪ ॥  
 যমুনা দোষ্টিত মনোহর অতি শোভা ।  
 সে রসলাবণ্য দেখি' লক্ষ্মী মনোলোভা ॥ ৫৫ ॥  
 উঠিল প্রেমের ধারা বহে ছুন্নয়ানে ।  
 পুলকিত কলেবর—অরুণ নয়ানে ॥ ৫৬ ॥  
 ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে নাচে গায় ।  
 কহিল সবারে প্রভু গদগদভাষায় ॥ ৫৭ ॥  
 ঐছন আমার যেই যেই ভক্তগণ ।  
 নিজগুণে পবিত্র করয়ে ত্রিভুবন ॥ ৫৮ ॥  
 ইহা বলি' ছুষ্ট হঞা নিজভক্ত-সনে ।  
 নাচায় সভারে প্রভু নাচয়ে আপনে ॥ ৫৯ ॥  
 এইমনে সুখে নিবসয়ে নবদ্বীপে ।  
 নিজভক্তগণ মেলি গঙ্গার সমীপে ॥ ৬০ ॥  
 অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি তবে আর দিনে  
 নবদ্বীপে আইলা বিশ্বস্তর-দরশনে ॥ ৬১ ॥  
 গিয়াছিল মহাপ্রভু শ্রীনিবাস-ঘরে ।  
 আগমন চাহি' আচার্য্য স্নানপূজা করে ॥ ৬২ ॥  
 শ্রীনিবাস-ঘরে প্রভু আনন্দিত মনে ।  
 দণ্ডাগ্রে পুষ্প দিয়া কহিল বদনে— ॥ ৬৩ ॥  
 গদাপূজা কৈল এই ছুষ্ট নাশিবারে ।  
 আমার ভকতহিংসা যেই যেই করে ॥ ৬৪ ॥  
 ইহাতে শাসিব আমি সেই সেই জন ।  
 সভা-বিঘ্নমানে প্রভু কহিল বচন ॥ ৬৫ ॥  
 মোর ভক্ত-দেবী এক আছে ছুষ্টজন ।  
 কুঠব্যাপি হইবে তার অনেক জনম ॥ ৬৬ ॥  
 পৈশাচ-নরকে বাস করাইব আমি ।  
 বিড়্‌ভুজ শূকর সেই হইবে আপনি ॥ ৬৭ ॥

তাহার শিষ্যের আমি করাইব দণ্ড ।  
 আমার গদায় সব নাশিব পাষণ্ড ॥ ৬৮ ॥  
 বনেরে যাইব বলি' ছিল মোর মন ।  
 এথাই আমার সেই হৈল মহাবন ॥ ৬৯ ॥  
 ব্যাঘ্রসদৃশ কেহো—কেহো বা পাষণ ।  
 বৃক্ষের সদৃশ কেহো তুণের সমান ॥ ৭০ ॥  
 পশুর সমান করি গণি' কোনজন ।  
 এতেক বলিয়ে—মোরে এই মহাবন ॥ ৭১ ॥  
 অদ্বৈত-আচার্য্য এথা আইল ইহা শুনি ।  
 এথা না আইলা—তথা যাইব আপনি ॥ ৭২ ॥  
 হেনই সময়ে আচার্য্য আইলা আচম্বিত ।  
 প্রভুর সম্মুখে গিয়া হৈলা উপনীত ॥ ৭৩ ॥  
 পাদাস্বজ-সম্মিলকটে উপায়ন দিয়া ।  
 দণ্ডপরধাম করে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ৭৪ ॥  
 তার কর ধরি' প্রভু বোলয়ে বচন ।  
 এথা আগমন মোর তোমার কারণ ॥ ৭৫ ॥  
 মোর পাদপদ্ম নিজ মস্তকে ধরিয়া ।  
 তুলসী-মঞ্জরী দিয়া পূজিলে কান্দিয়া ॥ ৭৬ ॥  
 ভাগবতচিত্ত তুমি ছুঙ্কারে আনিলা ।  
 তোমার পীরিত লাগি' মোরে সভে পাইলা ॥  
 ইহা বলি' মহাপ্রভু খটায় বসিলা ।  
 'নাচহ' বলিয়া আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিলা ॥ ৭৮ ॥  
 তবে সেই অদ্বৈত-আচার্য্য দ্বিজবর ।  
 দশ-অবতার গীতে নাচিলা বিস্তর ॥ ৭৯ ॥  
 শ্রীমসপণ্ডিত-আদি যত ভক্তগণ ।  
 আনন্দে বিভোর—করে গুণ-সঙ্কীর্তন ॥ ৮০ ॥  
 তা দেখিয়া মহাপ্রভু গৌর ভগবান্ ।  
 ছুষ্ট হইয়া বৈল তারে প্রসন্নবয়ান— ॥ ৮১ ॥  
 এ তোর বালক সব প্রেম মাগে মোরে ।  
 দিব প্রেমভক্তিমান—কহিল তোমারে ॥ ৮২ ॥  
 এ বোল শুনিঞা তুষ্ট হইলা আচার্য্য ।  
 অন্তরে জানিল মোর দিঙ্ক হৈল কার্য্য ॥ ৮৩ ॥  
 আচার্য্য কহয়ে—প্রভু শুমহ বচন ।  
 এই-সব জন তোর পদপরাষণ ॥ ৮৪ ॥

ভকতবৎসল তুমি করুণাসাগর ।  
 প্রেমধন দিয়া নিজ ভক্ত রক্ষা কর ॥ ৮৫ ॥  
 তবে সেই সব জন প্রভুপাশে গিয়া ।  
 বসিলা আসন করি' ঠাকুর বেঢ়িয়া ॥ ৮৬ ॥  
 সচন্দ্রিকা রজনী—শোভিত দিগন্তুর ।  
 আচার্য্য দেখিয়া পুনঃ কহিল উত্তর—॥৮৭॥  
 কমলাক্ষ তুমি মোর পরম ভকত ।  
 তোমার লাগিয়া আইনু—হৈনু বেকত ॥৮৮॥  
 মোর গুণ-নৃত্য-গীতে হও তুমি সুখী ।  
 সর্বজন ভক্তিপর হউ ইহা দেখি ॥ ৮৯ ॥  
 এ বোল শুনিঞা সেই শ্রীবাসপণ্ডিত ।  
 কহয়ে ঠাকুর-আগে পরসন্ন-চিত ॥ ৯০ ॥  
 এক নিবেদন করৌ—শুন মোর বোল ।  
 কহিতে ডরাঙ-পুনঃ চিত উত্তরোল ॥ ৯১ ॥  
 একটি সন্দেহ পুছৌ স্বনয়র কার্য্য ।  
 তোমার কি ভক্ত এই অদ্বৈত আচার্য্য ॥৯২॥  
 ইহা শুনি' ক্রোধমুখ গৌর ভগবান্ ।  
 ভৎসিতে লাগিলা ক্রোধে অকুণনয়ান ॥ ৯৩ ॥  
 উদ্ধব অক্রুর—মোর প্রিয় ছুইজন ।  
 আচার্য্য বাসহ তুমি তা-সভাকে নূন ॥ ৯৪ ॥  
 ভারতবরষে এই আচার্য্য সমান ।  
 আমার ভকত আছে—হেন কোন জন ॥ ৯৫ ॥  
 এতেক বলিয়ে তুমি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ ।  
 আচার্য্য সমান মোর ভক্ত নাহি আন ॥৯৬॥  
 বৈষ্ণবের রাজা সেই—মোর আত্মা বলি ।  
 জগতের কর্তা—ভারিবারে আইলা কলি ॥৯৭॥  
 শাস্ত্রে মহাবিশু বলি করে নিরূপণ ।  
 সে জন অদ্বৈত ভক্ত অবতার জান ॥৯৮॥  
 এতেক কহিয়ে আমি সুদৃঢ়বচন ।  
 আচার্য্যের স্তুতি, ভক্তি কর সর্বক্ষণ ॥৯৯॥  
 এবোল শুনিঞা বিপ্র অন্তরে তরাস ।  
 নিশবদে রহে বিপ্র—মুখে নাহি ভাষ ॥ ১০০ ॥  
 তবে সেই গৌরহরি বোলে পুনর্বার ।  
 অধ্যাত্ম-চরচা তোরা না করিবি আর ॥ ১০১ ॥

যদি বা অধ্যাত্মাদে দেখি শুনি তোমা ।  
 তবে পুনঃ তো-সভারে নাহি দিব প্রেমা ॥১০২॥  
 জ্ঞান-কর্ম্ম উপেখিলে কৃষ্ণপ্রেমা হয় ।  
 ইহা জানি জ্ঞানকর্ম্ম না কর আশ্রয় ॥ ১০৩ ॥  
 এ বোল শুনিঞা কহে শ্রীবাসপণ্ডিত ।  
 এই বর দেহ—তাহা পাশরউ চিত ॥ ১০৪ ॥  
 মুরারি কহিল—আমি অধ্যাত্ম না জানি ।  
 প্রভু কহে—কমলাক্ষ হৈতে জান তুমি ॥১০৫॥  
 শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণচন্দ্রে কর দৃঢ়ভক্তি ।  
 ভক্তিরস-নিকটে চেটিকা হয় মুক্তি ॥ ১০৬ ॥  
 এ বোল শুনিঞা সতে আনন্দিত মন ।  
 অন্তরে করিল—আজ্ঞা করিব পালন ॥ ১০৭ ॥  
 হরি-হর-পাদাম্বুজ-মধুমত্ত তারা ।  
 আনন্দে নাচয়ে তারা দেবতার পারা ॥ ১০৮ ॥  
 হেন অপরূপ কথা নদীয়া-বিহার ।  
 কহিল লোচন—গৌরা-প্রেমার প্রচার ॥১০৯॥

সিদ্ধড়া রাগ

অকুণ-কমল আঁখি, তারক ভ্রমরপাখী,  
 ডুবুডুবু করুণা-মকরন্দ ।  
 বদন পূর্ণিমার চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,  
 তাহে কত প্রেমার আরম্ভ ॥ ১১০ ॥  
 আনন্দ নদিয়াপুরে, টলমল প্রেমার সুরে,  
 শচীর ছুলাল চান্দ নাচে ।  
 জয় জয় মঙ্গল পড়ে, দেখিয়া চমক লাগে,  
 মদনমোহন নটরাজে ॥ ( ক্র )  
 পুলক ভরিল গায়, ঘর্ম্ম বিন্দু-বিন্দু ভায়,  
 লোমচক্রে সোনার কদম্ব ।  
 প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রাতঃকালের ভানু  
 আদবাণী রাখে কল্ককর্ণ ॥ ১১১ ॥  
 শ্রীপাদপদ্মগঞ্জে, নেড়ি দশ নখ চান্দে,  
 উপরে কনক-বন্ধ রাজে ।  
 যখন ভাতিয়া চলে, দিজুরী ঝলমল করে,  
 চমকিত অমর-সমাজে ॥ ১১২ ॥

সমুদ্রীপা মহীমাবে, তাহে নবদ্বীপ সাজে,  
 তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ।  
 তাহে নব গৌরহরি, হরি-গুণকীর্তন করি,  
 আনন্দিত এ ভূমি-আকাশ ॥ ১১৩ ॥  
 সিংহের শাবক যেন, গম্ভীর গর্জজন ঘন,  
 ছঙ্কার-হিলোল প্রেম-গিঞ্জু।  
 হরিহরি-বোল বোলে, জগত পড়িল ভোলে,  
 দু-কুল খাইল কুলবধু ॥ ১১৪ ॥  
 অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর দীপ হেন,  
 তাহে লীলা বেশের নিলাস।  
 কোটি কুমুদপল্লু, জিনিঞা বিনোদ তনু,  
 তাহে কর প্রেমার প্রকাশ ॥ ১১৫ ॥  
 লাখলাখ পূর্ণিয়ার চান্দে, জিনিঞা বদন-ছান্দে,  
 তাহে চাকু চন্দন-চন্দ্রিমা।  
 নয়ান-অঞ্চল চলে, নব্বার অমিয়া নরে,  
 জনম-মুগ্ধে পায় প্রেমা ॥ ১১৬ ॥  
 মাতিল-কুঞ্জর গতি, ভানে গরগর অতি,  
 ক্ষণে সেই চমকিয়া চায়।  
 কামিনীমোহন বেশ, হেরিয়া ভুলিল দেশ  
 মদন বেদন হেরি পায় ॥ ১১৭ ॥  
 কি দিব উপমা তার, করুণাবিগ্রহ-সার  
 হেন রূপে মোর গোরারায়।  
 প্রেমায় নদীয়া-লোকে, নাহি নিশিদিশি তাকে,  
 আনন্দে লোচনদাসে গায় ॥ ১১৮ ॥

নিত্যানন্দ মিলন।

কথাসার।

একদিন শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে তাঁহার নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া নিজেই “ভক্তির আবাস—শ্রীবাস”— এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিখেন। পরে প্রভুর আদেশে মুরারি ‘রঘুবীরাষ্টক’ পাঠ করিলে শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু তাঁহার কপালে ‘রামদাস’ নাম গণিয়া তাঁহার অভীষ্ট রামরূপ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু শ্রীরাম পণ্ডিতকে তদীয়

ভাতা পরমভাগবত শ্রীবাসের সেবা করিবার অল্প উপদেশ করিয়া তন্ত্রবৃন্দকে শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু প্রভুর অন্বেষণে প্রেরণ করেন। শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু নন্দন আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতেছেন জানিয়া মহাপ্রভু সপরিবারে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মতিত মিলিত হইলেন এবং সর্ব-সমন্বয়ে নিত্যানন্দপ্রভুর মাহিমা কীৰ্ত্তন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-মাতের উপায় কীৰ্ত্তন করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু প্রভুর ভিক্ষা গ্রহণ কালে শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু তাঁহাকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন।

(মোর প্রাণ আরেরে গোরার্টাদ আরে হয় ॥ক্রম॥)  
 তলে নিজঘরে প্রভু বসি দিব্যাসনে।  
 চৌদিকে নেড়িয়া, আছে নিজভক্তজনে ॥ ১ ॥  
 শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু করিল এ উক্তি—  
 তোমার নামের তুমি কি জান ব্যুৎপত্তি ॥২॥  
 শ্রীভকতির তুমি কেবল-আবাস।  
 এতেক বলিয়ে তোর নাম সে ‘শ্রীবাস’ ॥ ৩ ॥  
 তবে ত কহিল প্রভু দেখি গোপীনাথ—  
 আমার ভকত তুমি বুন মোর সাথ ॥ ৪ ॥  
 মুরারি দেখিয়া প্রভু বোলে পুনর্ব্বার।  
 পঢ়হ আপন শ্লোক শুনিব তোমার ॥ ৫ ॥  
 এ বোল শুনিঞা সেই মুরারি চতুর।  
 পঢ়য়ে কবিত্ত নিজ—শুনয়ে ঠাকুর ॥ ৬ ॥

তথাহি (মুরারিগুণ্ডমুখ্যতঃশ্রীচৈতন্যচরিতে,

দ্বিতীয়প্রক্রমে মগ্ধমসর্গে—

“রাজৎকীর্তি-মণিদীপিতদীপিতাশ-

মুগ্ধদ্রহস্যভিকবিপ্রতিমে বহন্তম্।

ধে কুণ্ডলোৎসরহিতেশুমানবজুং

রামং জগদ্রয়গুরুং সততংভজামি ॥ ৭ ॥

অনুব্র। রাজৎকীর্তি মণিদীপিতদীপিতাশং (রাজৎ শোভমানং উজ্জলং যং কীর্তিঃ মুকুটং তৎস্থিতঃ মণিঃ তত্ত দীপিতঃ রশ্মিঃ তয়া দীপিতা উজ্জলীকৃত্য আশা যন্ত সঃ তং) উগ্ধদ্রহস্যভিকবিপ্রতিমে (উগ্ধো যৌ ব্রহ্মপাতঃ দেবগুরুঃ কবিঃ গুণাচার্য্যশ্চ তৌ প্রতিমা

তুলাং যশু তাদৃশে) যে কুণ্ডলে (কর্ণভূষণে) বহন্তঃ  
(ধারয়ন্তঃ) অঙ্গবহিতেন্দ্রসমানবক্রুং (কলঙ্কশূণ্যচন্দ্রবৎ  
প্রতীয়মানঃ বক্রুং মুখং যশু তং) জগজ্জয়গুরুং (ত্রিজগৎ-  
পূজ্যং) রামং (দাশরথিং) সততং (নিরন্তরং) ভজামি  
(সেবে) ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।** বাহ্যর দীপ্তিমান্ মুকুটস্থিত মণিব  
মালা দিক্‌সমুহ উদ্ভাসিত হইতেছে, যিনি ব্রহ্মস্পতি ও  
শুক্ৰতুলা উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়াছেন এবং  
বাহ্যর পদন-মণ্ডল কলঙ্করহিত চন্দ্রতুলা, সেই ত্রিজগৎের  
গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

উজ্জ্বলিতাকরমণীচিবিবোধিতাক্ষ-  
নেত্রং স্তবিশদশনচ্ছদচাকনাশং ।  
শুভ্রাং শুবশিগপিনিজ্জিতচাচাকনাশং  
রামং জগজ্জয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৮ ॥

**অবস্থা।** উজ্জ্বলিতাকরমণীচিবিবোধিতাক্ষনেত্রং  
(উজ্জ্বল উপাচ্ছন্নং যঃ বিভাকরং স্বয়ং তস্য মণীচিভিঃ  
কিবধৈঃ বিবোধিতং বিকসিতং যে অক্সে পদ্মে তদ্বৎ  
নোত্র যশু সঃ তং) স্তবিশদশনচ্ছদচাকনাশং (স্তবিশং  
শোভনং দিবক্ষয়ং তদ্বৎ স্তবিশে দশনচ্ছদৌ গুষ্ঠাদৌ  
চ চাকনী নাসা চ যশু সঃ তং) শুভ্রাং শুবশিগপিনিজ্জিত  
চাকনাশং (শুভ্রাং শুভ্রঃ চন্দ্রঃ তস্য রশ্ময়ঃ কিরণাঃ ছোয়াং স্বা  
ইত্য যাবৎ তেবাং পবিনিজ্জিতঃ তিরস্কৃতঃ চাকঃ মনো-  
হরঃ হাসঃ যশু সঃ তং) জগজ্জয়গুরুং (ত্রিভুবনবন্দনীঃ)  
রামং সততং ভজামি ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।** বাহ্যর নেত্রযুগল উদীয়মান স্বর্ষ্যের  
কিরণে বিকসিত পদ্মযুগলতুলা আনন্দদায়ক, বাহ্যর  
গুণদ্বয় বিষতুলা এবং নাসিকা মনোহারিনী, বাহ্যর  
মনোহর হাস চন্দ্রকিরণকেও নিন্দা করে, সেই ত্রিভুবন  
গুরু রামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥

এইমতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি ।  
মুরারি-মস্তকে পদ দিলা ত আপনি ॥ ৯ ॥  
'রামদাস' বলি নাম লিখিলা কপালে ।  
মোর পরসাদে তুমি 'রামদাস' হৈলে ॥ ১০ ॥

রঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জীয় ।  
মুঞি তোঁর রঘুনাথ—জানিহ নিশ্চয় ॥ ১১ ॥  
ইহা বলি রাম-রূপ দেখাইল তারে ।  
জানকী-সহিত সাজোপাত্র সব মেলে ॥ ১২ ॥  
স্তব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে ।  
জয় জয় রঘুবীর শচীর কোঙরে ॥ ১৩ ॥  
বারবার উঠে পড়ে লোটাঞা ধরণী ।  
বহুবিধ স্তব করে অনুন্নয়নাণী ॥ ১৪ ॥  
মুরারিকে রূপা করি বলিলা বচন—  
আমার ভক্তি বিমু না জানিহ আন ॥ ১৫ ॥  
যদি তোঁর ইষ্ট আমি হই রঘুনাথ ।  
তথাপিহ রস আমাদিহ রামানাথ ॥ ১৬ ॥  
সঙ্কীর্্তনধর্ম্মে রামাকৃষ্ণ গাও বাইয়া ।  
করিবে আমাতে ভক্তি—শুন মন দিয়া ॥ ১৭ ॥  
ইহা বলি শ্লোক এক পঢ়িলেক নিজ ।  
মোর এক শ্লোক শুন আনিবাস দ্বিজ ॥ ১৮ ॥

তথাহি—

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ।  
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তিমমোজ্জিতা ॥” ১৯ ॥

**অবস্থা।** (হে) উদ্ধব! মম (মাং প্রতি)  
উজ্জিতা (বদ্ধিতা) ভক্তিঃ যথা মাং সাধয়তি (বশীকরোতি)  
যোগঃ (পরমাত্মসমাধিঃ) ন, সাংখ্যঃ (বস্তুতত্ত্বপ্রতিপাদকং  
শাস্ত্রং) ন, ধর্ম্মং ন, স্বাধ্যায়ঃ (বেদপ্রবচনং) ন,  
তপঃ (তপশ্চা, ভগবৎ সমাধিঃ) ন, ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ) ন,  
(তথা সাধয়তীতি শেষঃ) ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ।** হে উদ্ধব! আমার প্রতি বদ্ধিত  
ভক্তি বেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়, যোগ,  
সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপশ্চা, সন্ন্যাস প্রভৃতি তুজপ  
সাধন করিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

পড়িয়া কহিল— শুন সব নিজজন ।  
তোমরা করিহ এইমত আচরণ ॥ ২০ ॥  
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের কথা অনুসরি ।  
করিহ আমাতে ভক্তি—সুখ পাবে বড়ি ॥ ২১ ॥



শ্রীরামপণ্ডিত শুন আমার বচন ।  
 তোমার জ্যেষ্ঠের সেবা—আমার অর্চন ॥২২॥  
 এতক জানিঞা কর শ্রীনাগের সেবা ।  
 ইহা হইতে পাবে তুমি মোর পদ প্রভা ॥২৩॥  
 এতক কহিল প্রভু ভকত নৎসল ।  
 করুণ-অকুণ আঁপি করে ছলছল ॥ ২৪ ॥  
 তবে সেই শ্রীনাগ-পণ্ডিত চতুর ।  
 নিবেদন কৈল দুহু—ভুঞ্জয়ে ঠাকুর ॥ ২৫ ॥  
 গন্ধ চন্দন মালা সুনাসিত পূগ ।  
 ধূপ দীপ নিবেদন করিল সম্মুখ ॥ ২৬ ॥  
 গ্রহণ করিল প্রভু আনন্দিত মনে ।  
 অবশেষ দিল যত নিজভুক্তজনে ॥ ২৭ ॥  
 এইমতে কৌতুকে সকল নিশা গেল ।  
 প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ঘরেরে চলিল ॥ ২৮ ॥  
 স্নান-দেবার্চনা সভে কৈলা নিজঘরে ।  
 পুনরপি গেলা পাদাম্বুজ দেখিবারে ॥ ২৯ ॥  
 হাসিয়া কহিল প্রভু-শুন অদভুত ।  
 আইলা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অদ্বুত ॥ ৩০ ॥  
 তাহার মহিমা-তত্ত্ব কে কহিতে জানে ।  
 বড় পুণ্য ভাগ্য আজি দেখিব চরণে ॥ ৩১ ॥  
 হেন রাম নারায়ণ মুরারি মুকুন্দ ।  
 সত্বরে জানহ—কোথা আছে নিত্যানন্দ ॥৩২॥  
 হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল ।  
 সত্বরে চলিয়া গ্রাম-দক্ষিণে চাহিল ॥ ৩৩ ॥  
 বিচার করিয়া লাগ না পাইল তার ।  
 পাদাম্বুজ-সম্মিলকটে আইলা আর-বার ॥৩৪॥  
 করজোড় করি কহে ঠাকুরের আগে—  
 বিচার করিয়া প্রভু না পাইল লাগে ॥ ৩৫ ॥  
 পুনরপি কহে প্রভু—শুন সর্বজন ।  
 বিচার করহ সভে আপন-আশ্রম ॥ ৩৬ ॥  
 প্রভুর আজ্ঞায় সভে চলিল সত্বর ।  
 একে-একে সভে গেলা আপনার ঘর ॥ ৩৭ ॥  
 সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করি একত্র হইয়া ।  
 প্রভুবিদ্যমানে সভে মিলিলা আসিয়া ॥ ৩৮ ॥

পথে যাইতে 'মুরারি' বলিয়া ডাকে পছ ।  
 না দেখিলে অবধূত—বলি হাসে লছ ॥ ৩৯ ॥  
 নন্দন-আচার্য্য-ঘরে আছে মহাশয় ।  
 আমিহ যাইব তথা—কহিল নিশ্চয় ॥ ৪০ ॥  
 এ নোল শুনিঞা সবে হরষিত হঞা ।  
 চলিলা ঠাকুর সঙ্গে জয়জয় দিয়া ॥ ৪১ ॥  
 পথে যাইতে ঘনঘন হরি-হরি বোলে ।  
 গণ্ড পুনকিত-কণ্ঠ গদগদ রোলে ॥ ৪২ ॥  
 নয়নে গলয়ে নীর সাত-পাঁচ-ধারা ।  
 চলিতে না পারে প্রেমে সোণার কিশোরা ॥  
 ক্ষণে সিংহপরাক্রমে পদ চারি যায় ।  
 মন্ত করিবর হেন উলটি না চায় ॥ ৪৪ ॥  
 নব-জলধরে যেন গম্ভীর নিনাদ ।  
 ঘনঘন ছলছল—আনন্দ-উন্মাদ ॥ ৪৫ ॥  
 এইমনে আনন্দে-সানন্দে চলি যায় ।  
 দেখিল ত অবধূত নিত্যানন্দরায় ॥ ৪৬ ॥  
 আরক্ত গৌরাজ্জকান্তি পরম-সুন্দর ।  
 বলমল অলঙ্কারে অঙ্গ মনোহর ॥ ৪৭ ॥  
 কটিতে গীতবাস বিরাজিত শোভা ।  
 শিরে লটপটি পাগ চম্পকের আভা ॥৪৮॥  
 চলিতে নূপুর পদে ঝনঝনি শূনি ।  
 কুরঙ্গ-নয়নী-চিত্ত-তরল-সঙ্কানী ॥ ৪৯ ॥  
 হাসিতে বিজুরী যেন খসিয়া পড়িছে ।  
 কামিনী আপন লাজ তাহাতেই দিছে ॥৫০॥  
 মেঘ জিনি গরজে গম্ভীরশব্দ শূনি ।  
 কলি-মন্তহাখীর দমন সিংহধ্বনি ॥ ৫১ ॥  
 'মাতল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর ।  
 প্রসন্নবদনে প্রেমধারা নিরন্তর ॥ ৫২ ॥  
 পুলকে আকুল তনু প্রেমে ডগমগি ।  
 কম্প-স্নেদ-আদি ভাবে রস-অমুরাগী ॥ ৫৩ ॥  
 কলিদর্পদমন কনকদণ্ড করে ।  
 রাভা-উতপল করতল মনোহরে ॥ ৫৪ ॥  
 অঙ্গদ কঙ্কণ হার কেয়ুর কিঙ্কিণী ।  
 গণ্ডযুগে কুণ্ডল—যেমন দিনমণি ॥ ৫৫ ॥

পড়িতে পড়িতে উঠে বলিয়া 'সাস্তান' ।  
 সভাকে পুছয়ে—কাঁহা কানাঞা গোয়াল ॥৫৬॥  
 অলৌকিক বাল্যভাবে ক্ষণে কান্দে হাসে ।  
 'মধু দেহ' বলি ক্ষণে রেবতী প্রশংসে ॥ ৫৭ ॥  
 ক্ষণে মুগ-পদ করি লাফে-লাফে যায় ।  
 এক বোলে আর করে—বুঝনে তা যায় ॥৫৮॥  
 অঙ্গের সৌরভে যত যুবতীর গণ ।  
 কুলনভীমদ তাঁরা ছাড়িল। তখন ॥ ৫৯ ॥  
 ভূমিতে পড়িয়া প্রভু পরণাম করে ।  
 করিল মঙ্গলস্তুতি মধুর-অক্ষরে ॥ ৬০ ॥  
 পড়িলেন প্রভুপদে নিত্যানন্দরায় ।  
 দৌহার চরণ ধরিলারে দৌহে চায় ॥ ৬১ ॥  
 দৌহে আলিঙ্গন করে কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ।  
 কতি ছিল, বলি হাসে শ্রীমুখ চাহিয়া ॥ ৬২ ॥  
 সকল অবনী আমি ফিরিয়া আইলুঁ ।  
 কোথাহ তোমার লাগি মুঞি না পাইলুঁ ॥ ৬৩ ॥  
 শুনিলাম—গোড়দেশে নবদ্বীপপুরে ।  
 লুকাঞা আছে তথা নন্দের কুমারে ॥ ৬৪ ॥  
 চোর ধরিবারে মুঞি আইলাম এথা ।  
 ধরিলাম চোর—আজি পলাইবা কোথা ॥ ৬৫ ॥  
 ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কান্দে নাচে ।  
 গৌরাজ্ঞ আনন্দে নাচে নিত্যানন্দ-কাছে ॥ ৬৬ ॥  
 কলিদর্প-দমন পাইল নিত্যানন্দ ।  
 তারিনু পতিত পঙ্গু জড় আদি অক্ষ ॥ ৬৭ ॥  
 নিত্যানন্দ-প্রতাপে পবিত্র ত্রিভুবন ।  
 না জানে পাষণ্ডী দুরাচার মুঢ় জন ॥ ৬৮ ॥  
 সভাই পড়িবে পাছে নিত্যানন্দ-ফান্দে ।  
 এই কথা কহিলেন প্রভু গোরাচান্দে ॥ ৬৯ ॥  
 হরিগুণসঙ্কীর্ণন করয়ে আনন্দে ।  
 আপনে নাচয়ে সঙ্গে নাচে নিত্যানন্দে ॥ ৭০ ॥  
 নৃত্য সম্বরিয়া সে বসিলা দুইজনে ।  
 আনন্দিত সবজন দেখয়ে নয়নে ॥ ৭১ ॥  
 তবে নিত্যানন্দ-পদ-অরবিন্দ-ধূলি ।  
 আপনে আনিঞা দিল ভক্ত-শিরোপরি ॥ ৭২ ॥

নিত্যানন্দপদধূলি পাঞা ভক্তগণ ।  
 প্রেমে গরগরচিত্ত—বরয়ে নয়ন ॥ ৭৩ ॥  
 এইমতে কৌতুকে আছিল কথোক্ষণ ।  
 ঘরেরে চলিলা প্রভু শচী নন্দন ॥ ৭৪ ॥  
 পথে যাইতে কহে নিত্যানন্দের মতিমা ।  
 ত্রিজগতে দিতে নাঞি ইহার উপমা ॥ ৭৫ ॥  
 শুন শুন সর্বজন আমার বচন ।  
 কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি এই নহে সাধারণ ॥ ৭৬ ॥  
 আগে জ্ঞান হয় তবে উপজে ভক্তি ।  
 তবে সে জনমে সর্বভোগে বিরক্তি ॥ ৭৭ ॥  
 এই মনে ক্রমে ক্রমে বাঢ়ে অমুদিন ।  
 কৃষ্ণ-অমুরাগ বাঢ়ে—হয় পরবীণ ॥ ৭৮ ॥  
 আর দিনে মহাপ্রভু আপনার ঘরে ।  
 আমন্ত্রণ দিল নিত্যানন্দ স্যামিবরে ॥ ৭৯ ॥  
 ভিক্ষা অনন্তরে অঙ্গে লেপিল চন্দনে ।  
 দিব্য-মালা নিবেদিল পূজার বিধানে ॥ ৮০ ॥  
 নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়াইল নয়ান ।  
 পিরিতি-পাগল হঞা নেহারে বয়ান ॥ ৮১ ॥  
 প্রভু বোলে—নিজপুত্র বলিয়া জানিবে ।  
 আমারে অধিক করি ইহারে পালিবে ॥ ৮২ ॥  
 পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ-মুখ চাহে ।  
 মোর পুত্র তুমি হৈলা—শচীদেবী কহে ॥ ৮৩ ॥  
 মোর বিশ্বস্তরে কৃপা করিবে আপনে ।  
 আজি হৈতে তোরা দুই আমার নন্দনে ॥ ৮৪ ॥  
 বলিতে বলিতে শচীর অশ্রুনেত্রে ঝরে ।  
 পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে ॥ ৮৫ ॥  
 নিত্যানন্দ মাতৃভাবে শচীর চরণে ।  
 দণ্ডনত করি বোঝে মধুরবচনে ॥ ৮৬ ॥  
 যে কহিলে মাতা তুমি—সব সত্য হয় ।  
 তব পুত্র হই আমি—জানিহ নিশ্চয় ॥ ৮৭ ॥  
 পুত্র-অপরাধ কিছু না লইবে মাতা ।  
 তব পুত্র বটি মুঞি—জানিবে সর্বথা ॥ ৮৮ ॥  
 নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাঞা শচীরাগী ।  
 নয়নে গলয়ে জল-গদগদ বাণী ॥ ৮৯ ॥

এইমতে স্নেহরসে সন্তে গরগর ।  
 দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়াইল অস্তর ॥ ৯০ ॥  
 আর দিন শ্রীবাস পণ্ডিত ভিক্ষা দিল ।  
 তাহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল ॥ ৯১ ॥  
 অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঞি ।  
 ভিক্ষা করি সেই দিন বঞ্চিলা তথাই ॥ ৯২ ॥  
 সেইক্ষণে মহাপ্রভু গৌর ভগবান্ ।  
 শ্রীবাস-অঙ্গনে গেলা প্রসন্ন-বয়ান ॥ ৯৩ ॥  
 দেবালয় প্রবেশিয়া নৈসে দিব্যাসনে ।  
 কহিল আমারে এই দেখহ নয়নে ॥ ৯৪ ॥  
 এ বোল শুনিঞা নিত্যানন্দ চ্যাসিবর ।  
 সাদরে নিরিখে বিশ্বস্তর-কলেবর ॥ ৯৫ ॥  
 তব্ব না জানিল কিছু বিশেষ তাহার ।  
 কি কাজ কহিল প্রভু ইজিত-আকার ॥ ৯৬ ॥  
 তনে পুনরপি মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ।  
 নিজজন দেখি কিছু কহিল উত্তর ॥ ৯৭ ॥  
 সবজন হও এই মন্দির বাহিরে ।  
 মন্দির বাহির হৈল আজ্ঞা পালিবারে ॥ ৯৮ ॥  
 অবশেষ কথা কি কহে আপনার ।  
 নিভূতে কহয়ে—মর্ম্ব কে জানিবে তার ॥ ৯৯ ॥  
 কহিল—আমারে এই দেখহ আপনে ।  
 আমার কারণে তুমি কৈলে পরিশ্রমে ॥ ১০০ ॥  
 যড়ভুজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে ।  
 তবে চতুর্ভুজ রূপ দুই ভুজ ভবে ॥ ১০১ ॥  
 দেখিয়া এছন্ন রূপ—অতি অদভুত ।  
 পূর্ব স্মরণিলা নিত্যানন্দ অবধূত ॥ ১০২ ॥  
 দেখিল—আমার প্রভু প্রকাশ হইল ।  
 এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইল ॥ ১০৩ ॥  
 রাম, কৃষ্ণ, গৌরাজ দেখিয়া দিব্য তনু ।  
 পশ্চাৎ দেখিল- নব-কৈশোর রূপাকানু ॥ ১০৪ ॥  
 হরিশে নাচয়ে প্রভু আনন্দ অপার ।  
 দিগবিদিগ নাহি—প্রেমের পাথার ॥ ১০৫ ॥  
 হেন অদভুত কথা শুন সর্বজন ।  
 গৌরা-গুণগাথা কহে এ দাল লোচন ॥ ১০৬ ॥

অদ্বৈত হরিদাস মিলন

### কথাসার

একদিন আচরিতে রাধি তৃতীয় প্রহরে শ্রীমম্বাহা  
 প্রভু বোদন কবিত্তে আরম্ভ করিলে শ্রীশচীদেবী ভীতা  
 হৃদয়া ওৎসর্গীপে আগমন পূজক ক্রন্দনের কারণে ভিক্ষাসা  
 করিলে মহাপ্রভু যাতার নিকট স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শন বৃত্তান্ত  
 বর্ণিলেন ।

শ্রীমম্বাহা নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর ষড়ভুজাদিরূপ দর্শনে  
 বিস্ময় হইলে প্রভুর আদেশে ভক্তগণ তাঁহাকে অদ্বৈত  
 গৃহে লইয়া যান এবং তথায় মমানন্দে ছুটদিন বাপন  
 করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করেন । পবন ভাগবত  
 মুরারি শ্রীমম্বাহাপ্রভুর নিকট অদ্বৈত গৃহে নিত্যানন্দপ্রভুর  
 অদ্বৈত প্রেম চেষ্টা বর্ণন করিলে শ্রীমম্বাহাপ্রভু আনন্দে  
 হস্ত করিলেন । শ্রীমদ্বৈতপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে  
 শ্রীমম্বাহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া তাঁহার পূজা করিলে বৈষ্ণবগণ  
 আনন্দে নৃত্য করেন । মাকুব হরিদাস আশ্রিয়া ভক্ত-  
 গণে মিলিত হইলে শ্রীমম্বাহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা  
 করেন । অনন্তর প্রভুর নিকট হইতে নিত্যানন্দপ্রভুর  
 বিদায় গ্রহণ, নিত্যানন্দপ্রভুর কোপীন লনবা শ্রীমম্বাহা-  
 প্রভুর বিতরণ, মহাপ্রভু দত্ত নিত্যানন্দ কোপীন সহীবা  
 ভক্তগণের মস্তকে বন্দন, নৃত্য কবিত্তে করিতে শ্রীমম্বাহা-  
 প্রভুর অস্তস্থানে ভক্তগণের বিন্যাস, প্রভুর পুনবাগমন,  
 ওজ্জ্বলিত ভক্তগণের অসীম আনন্দ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে ।

গোরার পূরুপ পড়্যাছে মনে

তেঞি গৌরা কান্দে রে ॥ ১ ॥

আর অপরূপ কথা কহিব এখন ।

না দেখিল না শুনিল গৌরা আচরণ ॥ ১ ॥

সকল লোকের নাথ ক্ষিত্তি অদতার ।

ভাগ্য কবি না মানহ ইহা আপনার ॥ ২ ॥

চাতুরী না ঘুচে ছার পাষণ্ডি-হিয়ায় ।

জড়িত অস্তর তার এ বিষ্ণুমায়ায় ॥ ৩ ॥

নির্মল হইবে—যবে শুনে গৌরাগুণ ।

ঔবব্যাধি নাশিবারে এই সে কারণ ॥ ৪ ॥

একদিন রাত্রি যায় তৃতীয়প্রহর ।  
 আচম্বিতে রোদন করয়ে বিশ্বস্তর ॥ ৫ ॥  
 বিস্মিত হইয়া শচী পুছেন পুজেরে ।  
 কি কারণে কাম্ধ বাপ কহ না আমাংরে ॥ ৬ ॥  
 তোমার কাম্ধনা শুনি পোড়য়ে শরীর ।  
 শরিতে না পারোঁ হিয়া—বুকে বাজে তীর ॥ ৭ ॥  
 শুনিঞা মায়ের বাণী নিঃশব্দে রহে ।  
 শয্যাগ্ন বসিয়া যে দেখিল সপ্ন কহে ॥ ৮ ॥  
 নবীন নীরদ-কান্তি দেখিল পুরুখে ।  
 ময়ূরপাখার চাঁড়া অভূত ময়ূখে ॥ ৯ ॥  
 কঙ্কণ কেয়ূর হার চরণে নৃপূর ।  
 ললাটে চন্দনচাঁদ কিরণ প্রান্তর ॥ ১০ ॥  
 পীতবস্ত্র পরিধান—বাণী বামকরে ।  
 দেখিলুঁ সুন্দর এক হরিশ অন্তরে ॥ ১১ ॥  
 রোদন করয়ে আঁখি গলে অশ্রুধার ।  
 না কহিও—কেহো যেন না শুনে আর ॥ ১২ ॥  
 ঐছন পচন শুনি' শচী আনন্দিতা ।  
 বিশ্বস্তর মুখেদিত অস্ত্রের কথা ॥ ১৩ ॥  
 বিশ্বস্তর পুনকপূরিত মন দেহ ।  
 ঝলমল করে অঙ্গ-ছটা সব গেহ ॥ ১৪ ॥  
 হেনকালে নিত্যানন্দ অবধূত রায় ।  
 শ্রীনিবাস-ঘর হৈতে মিলিল তথায় ॥ ১৫ ॥  
 আসিয়া দেখিল প্রভুর সুন্দর শরীর ।  
 তেজোময় মহাবাহু এ নাতি গস্তার ॥ ১৬ ॥  
 দক্ষিণ করেছে গদা—বামকরে বেণু ।  
 করতলে পদ্ম—বামকরতলে ধনু ॥ ১৭ ॥  
 তপতকাঞ্চন-কান্তি হৃদয়ে কৌস্তভ ।  
 মকরকুণ্ডল দুই শোভে গণ্ডমুগ ॥ ১৮ ॥  
 মরকতদ্যুতি হার শোভয়ে গলায় ।  
 অদভূত বেশ দেখি' অবধূত রায় ॥ ১৯ ॥  
 চতুর্ভূজ দেখি'—ধনু মুরলিকা নাই ।  
 সেইমত রূপ সব—বর চারি বাই ॥ ২০ ॥  
 ক্ষণেক অন্তরে দেখে দ্বিভুজ-আকার ।  
 লোক-অনুগ্রহ রূপ চরিত্র ভাহার ॥ ২১ ॥

এ রূপ দেখিনাসিয়া অবধূতরায় ।  
 নিজজনে আলিঙ্গন দিয়া নাচে গায় ॥ ২২ ॥  
 আবেশে নাচেন সেই বিলশ হইয়া ।  
 প্রেম-মহাজলনিদি প্রবেশ করিয়া ॥ ২৩ ॥  
 শ্রীনিবাস, নারায়ণ, শ্রীরাম, মুরারি ।  
 ইহা সঙ্গে তোমরা চলহ জনা চারি ॥ ২৪ ॥  
 অদ্বৈত-আচার্য্য-বাড়ী যাব অবধূত ।  
 ইহা জানাইহ—ইহোঁ বড় অদভূত ॥ ২৫ ॥  
 হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল ।  
 শুনি' সবজন-হিয়া আনন্দিত হৈল ॥ ২৬ ॥  
 নিত্যানন্দসঙ্গে সবে চলিলা সত্বর ।  
 আনন্দহৃদয়ে গেলা আচার্য্যের ঘর ॥ ২৭ ॥  
 পরণাম করি' কথা কহিল সকল ।  
 শুনিঞা আচার্য্য সুখে নাচয়ে নিঃস্বল ॥ ২৮ ॥  
 দৌহে দৌহা আলিঙ্গন করয়ে আনন্দে ।  
 আচার্য্য নাচয়ে সুখে নাচি নিত্যানন্দে ॥ ২৯ ॥  
 আনন্দ-সমুদ্রে সুখে ডুবিলা নির্ভরে ।  
 ঘন ঘন ছছকার উঠয়ে হিল্লোলে ॥ ৩০ ॥  
 দৌহে গুপ্তকথা কহে গৌরাজ্জরিত ।  
 শুনিত্তে কহিতে দৌহে উনমত-চিত ॥ ৩১ ॥  
 এইমত আনন্দে আছিল দিন দুই ।  
 আনন্দে বৈষ্ণব সব গৌরা গুণ গাই ॥ ৩২ ॥  
 অদ্বৈতচরণে পুনঃ নিবেদন করি' ।  
 চলিলা সত্বরে দেখিবারে গৌরহরি ॥ ৩৩ ॥  
 প্রভুর সম্মুখে আসি' পরণাম করি' ।  
 করযোড় করি' সব কহয়ে মুরারি ॥ ৩৪ ॥  
 আচার্য্যের ঘরে যত ভৈগেল রহস্য ।  
 শুনি' আনন্দিত প্রভু উপজিল হাস্য ॥ ৩৫ ॥  
 তার-পর-দিনে পুনঃ আপনে আচার্য্য ।  
 পাদাম্বুজ দেখিতে আইলা দ্বিজবর্য্য ॥ ৩৬ ॥  
 শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘরে মহাপছ ।  
 দেবতার ঘর মধ্য বসি' হানে লছ ॥ ৩৭ ॥  
 দিব্যাসনে পছ' বসিয়াছে মহাসুখে ।  
 ঝলমল করে ঘর অঙ্গের ছটাকে ॥ ৩৮ ॥

উপভকাক্ষন যেন শ্রীঅঙ্গের ছবি ।  
 প্রেমার অরুণ যেন প্রভাতের রবি ॥ ৩৯ ॥  
 দিব্য অলঙ্কার, মালা, সুগন্ধি-চন্দন ।  
 পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি সুন্দর বদন ॥ ৪০ ॥  
 গদাধর, নরহরি দুইদিগে রহে ।  
 শ্রীরঘুনন্দন যে শ্রীমুখচন্দ্র চাহে ॥ ৪১ ॥  
 চৌদিগে বেঢ়িয়া ভক্তগণ তার পাশে ।  
 নক্ষত্র বেঢ়িল যেন দ্বিজরাজ হাসে ॥ ৪২ ॥  
 নিত্যানন্দ বসিয়া সম্মুখে প্রেমানন্দে ।  
 বদন হেরিয়া ঘন ঘন হাসে কান্দে ॥ ৪৩ ॥  
 হেনই সময় দেখি' আচার্য্য দ্বিজচাঁদ ।  
 ঘন ঘন হৃদয় ছাড়ে সিংহনাদ ॥ ৪৪ ॥  
 পুলকে ভরিল অঙ্গ আপাদ-মস্তক ।  
 ব্রহ্মাণ্ডে না পরে তার অন্তরকৌতুক ॥ ৪৫ ॥  
 নিবেদন কৈল দ্বিজ নানা উপায়ন ।  
 পাদাম্বুজে দিল নব্য দিব্য যে বসন ॥ ৪৬ ॥  
 তুঙ্গসীমঞ্জরী দিয়া পূজিল চরণ ।  
 সুগন্ধি মানতীর মালা, সুগন্ধি চন্দন ॥ ৪৭ ॥  
 দণ্ডপরগাম করে ভূমিতে পড়িয়া ।  
 আপনে সে মহাপ্রভু তুলিলা ধরিয়া ॥ ৪৮ ॥  
 পূজা পরিগ্রহ করি' গৌর ভগবান্ ।  
 অবশেষে দিল নিজ ভক্তগণে দান ॥ ৪৯ ॥  
 সেই বস্ত্র অলঙ্কার শোভয়ে শ্রীঅঙ্গে ।  
 হরিহরি বলি' নাচে তা সভার সঙ্গে ॥ ৫০ ॥  
 অদ্বৈত-আচার্য্য আর নিত্যানন্দরায় ।  
 শ্রীনিবাস, মুরারি, মুকুন্দ গুণগায় ॥ ৫১ ॥  
 সকল বৈষ্ণব মেলি' আনন্দ উল্লাসে ।  
 আপনা পাসরে সভে রসের আবেশে ॥ ৫২ ॥  
 সভে সভা পরশংসে—বোলে ধন্য ধন্য ।  
 তুচ্ছ করি' মানে সুখ কৈবল্য নির্বাণ ॥ ৫৩ ॥  
 দিবানিশি না জানয়ে প্রেমানন্দ-সুখে ।  
 নিয়ত বিহ্বল তারা অন্তরকৌতুকে ॥ ৫৪ ॥  
 সূর্য্যোদয়ে নৃত্যরঙ্গ—হয়ে ত রজনী ।  
 সঙ্ক্যায় নাচয়ে সে অবধি দিমমণি ॥ ৫৫ ॥

হেমমনে রাজিদিনে প্রেমানন্দে ভোরা ।  
 নৃত্য-অবসানে সভে আজ্ঞা দিল গোরা ॥ ৫৬ ॥  
 স্নান দেবার্চনা সভে কর নিজ ঘরে ।  
 পুনরপি আইস সভে ভোজন-অন্তরে ॥ ৫৭ ॥  
 সেইমত সর্বজন ক্রিয়া সমাধিয়া ।  
 পাদাম্বুজ-সম্মুখে মিলিলা আসিয়া ॥ ৫৮ ॥  
 হেনই সময়ে মহাশয় হরিদাস ।  
 কৃষ্ণনামে নিরন্তর অন্তর-উল্লাস ॥ ৫৯ ॥  
 কৃষ্ণ-পাদাম্বুজ-মুময়মন্ত ভূঙ্গ ।  
 রসের আবেশে হয় তরুণিম সিংহ ॥ ৬০ ॥  
 আচম্বিতে নবদ্বীপে মিলিলা আসিয়া ।  
 আইস আইস বলি' প্রভু সম্ভাষে হাসিয়া ॥ ৬১ ॥  
 নির্ভর-প্রেমায় কৈল গাঢ় আলিঙ্গন ।  
 আদেশিলা মহাপ্রভু বসিতে আসন ॥ ৬২ ॥  
 চতুর সে হরিদাস পরগাম করে ।  
 আপনে ঠাকুর তার কর ধরি' তুলে ॥ ৬৩ ॥  
 সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপিল তাহার ।  
 অঙ্গের প্রসাদি-মালা দিল আপনার ॥ ৬৪ ॥  
 ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন ঠাকুর ।  
 ভোজন করিল মহাপ্রসাদ প্রচুর ॥ ৬৫ ॥  
 এইমতে হরিদাস গুণ-সঙ্গীর্ভন ।  
 বিলসয়ে মহাপ্রভু আনন্দিত মন ॥ ৬৬ ॥  
 হরিদাস, অদ্বৈত-আচার্য্য, নিত্যানন্দ ।  
 শ্রীনিবাস-আদি যত নিজজনবৃন্দ ॥ ৬৭ ॥  
 প্রেমানন্দ কৌতুকে গোড়াইল দিনরাতি ।  
 আচার্য্যে বিদায় দিল—ঘর যাহ আজি ॥ ৬৮ ॥  
 আজ্ঞা পাই অদ্বৈত-আচার্য্য ঘর গেলা ।  
 যে দেখিল যে শুনিল—সেই সুখে ভোলা ॥  
 তবে সেই নিত্যানন্দ অবধূতরায় ।  
 প্রভুবিদ্যমানে তেঁহো করিলা বিদায় ॥ ৭০ ॥  
 তার সঙ্গে অনুব্রজি চলিলা ঠাকুর ।  
 প্রেমে পানটিতে নারে—গেলা বহুদূর ॥ ৭১ ॥  
 ছাড়িয়া যাইতে নারে অবধূতরায় ।  
 প্রভুবিদ্যমানে তেঁহো করিলা বিদায় ॥ ৭২ ॥

বিদায়সময়ে প্রভু কহে এক বাণী—  
 এ সভারে দেহ ত কৌপীন একখানি ॥ ৭৩ ॥  
 প্রভুর বচনে সে ঠাকুর অবমুত ।  
 সভাকারে দিলেন কৌপীন অদভুত ॥ ৭৪ ॥  
 আপনে কৌপীন প্রভু নিল ত হাসিয়া ।  
 নিজভক্তজনে দিল সভারে বাঁটিয়া ॥ ৭৫ ॥  
 কৌপীনপ্রসাদ তারা পাইয়া কৌতুকে ।  
 আনন্দ করিয়া সন্তে বাঞ্ছিল মস্তকে ॥ ৭৬ ॥  
 নিত্যানন্দ-পাদান্বুজে করিয়া বিদায় ।  
 প্রভুর সংহতি তারা নিজঘরে যায় ॥ ৭৭ ॥  
 ঘরেরে আইলা সন্তে চুঃখিতহৃদয় ।  
 বাষ্প-ছলছল আঁখি বসিলা আলয় ॥ ৭৮ ॥  
 কথোক্ষণে সন্তে স্নান-দেবার্চন করি ।  
 সন্ধ্যাকালে আইলা দেখিবারে গৌরহরি ॥  
 নিত্যানন্দ আইলা আচার্য্যগোসাঞির স্থানে  
 হরিষে গৌরাজ্ঞ-কথা কহে রাত্রিদিনে ॥ ৮০ ॥  
 তার-পর-দিনে এক কথা শুন সন্তে ।  
 শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি পাবে তবে ॥ ৮১ ॥  
 লোক-বেদ-অগোচর অপরূপ কথা ।  
 অমৃতের সার এই গৌরা-গুণগাথা ॥ ৮২ ॥  
 দেখি' নিজজন প্রভু আলিঙ্গন দিয়া ।  
 আপনার গুণ শুনি' বুলয়ে নাটিয়া ॥ ৮৩ ॥  
 চতুর্দিকে সর্বজন স্তখে নাচে গায় ।  
 আনন্দে বিভোর মাঝে নাচে গৌরারায় ॥  
 আচম্বিতে শ্রীনিবাস কর ধরি' করে ।  
 কতি গেলা নাহি জানি প্রভু নিশ্চলরে ॥ ৮৫ ॥  
 চতুর্দিকে সবজন নাচিতে গাইতে ।  
 মধ্যে মহাপ্রভু নাই—না পাই দেখিতে ॥ ৮৬ ॥  
 সবজন উপজিল অন্তরে তরাস ।  
 কান্দয়ে সকল লোক গুণয়ে ছতাশ ॥ ৮৭ ॥  
 ভূমিতে লোটাঞা কান্দে—শ্বর নাহি বাঞ্ছে ।  
 নদীয়ার লোক সব গুণ ঝুরি কান্দে ॥ ৮৮ ॥  
 ধাওয়াধাই সবলোক—চাহে ঘরে ঘরে ।  
 আঁখি মেলিবারে নারে নয়ানের জলে ॥ ৮৯ ॥

বিস খাই সবজন মরিব আমরা ।  
 কি লাগিয়া কতি গেলা মোর প্রভু গৌরা ॥৯০  
 এতেক বিলাপ করে সব নিজজন ।  
 শুনিঞা ধাইল শচী হঞা অচেতন ॥ ৯১ ॥  
 বসন সঙ্ঘরে নাহি—নাহি বাঞ্ছে চুলি ।  
 বুকে কর হানি ধায় উন্মত্ত পাগলী ॥ ৯২ ॥  
 বাপ ! বাপ ! ডাক ডাকে বলি' বিশ্বস্তর ।  
 ঘরেরে আইস—বেলা দ্বিতীয় প্রহর ॥ ৯৩ ॥  
 কুলের প্রদীপ মোর নদিয়ার চান্দ ।  
 নয়ানের তারা মোর কেবা কৈল আন্ধ ॥ ৯৪ ॥  
 সর্বজন আরতি দেখিয়া বিপরীত ।  
 ভকতবৎসল প্রভু আইলা আচম্বিত ॥ ৯৫ ॥  
 ঘোর অন্ধকারে যেন সূর্য্যের উদয় ।  
 প্রকাশ করিল প্রভু বৈষ্ণব-হৃদয় ॥ ৯৬ ॥  
 চরণে পড়িয়া কেহ কান্দে আর্তনাদে ।  
 শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো নাচে উনমাদে ॥ ৯৭ ॥  
 কেহো বোলে—মহাপ্রভু তোর পদ বিনে ।  
 অন্ধকার দশদিগ্—না দেখি নয়নে ॥ ৯৮ ॥  
 উন্মত্তি পাগলী শচী পুত্র কোলে করে ।  
 লক্ষ লক্ষ চুষ দেই বদনকমলে ॥ ৯৯ ॥  
 আন্ধলের লাড়ি মোর ছু-আঁখির তারা ।  
 এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥  
 শূণ্য হইয়াছিল মোর সকল সংসার ।  
 গৌরাচান্দ-উদয়ে ঘুচিল অন্ধকার ॥ ১০১ ॥  
 মুরারি, মুকুন্দদত্ত আর হরিদাস ।  
 বিনয় কহিয়া কহে—শুন শ্রীনিবাস ॥ ১০২ ॥  
 তোমা বহি নাহিক প্রভুর প্রিয়দাস ।  
 তোমার প্রসাদে এই চরণ-প্রকাশ ॥ ১০৩ ॥  
 আমি-সব তোমারে বা কি কহিতে জানি ।  
 আপন বলিয়া দয়া করিবে আপনি ॥ ১০৪ ॥  
 ইহা বলি' সন্তে মেলি' হরিগুণ গায় ।  
 পীরতি-পাগল হঞা নাচে গৌরারায় ॥ ১০৫ ॥  
 হেন অদভুত কথা শুন সবজন ।  
 নবদ্বীপে পরচার পীরতি রতন ॥ ১০৬ ॥

ত্রিজগতে ছুর্ত প্রভুর প্রেমভক্তি ।  
 হেনজন কেবা আছে লাভদারে শক্তি ॥ ১০৭ ॥  
 লখিমী, অনন্ত কিবা শিব, সমাতন ।  
 যে প্রেমভক্তির কেহো না জানে মরম ॥ ১০৮ ॥  
 হেন প্রেমভক্তি প্রভু করে পরকাশ ।  
 আনন্দহৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ১০৯ ॥

ভক্তগণসহ বিহার ও জগাই-মাধাই উদ্ধার

### কথাসার

একদিন শ্রীমদ্বৈতপ্রভু শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ-প্রমথ ভক্তগণসহ প্রেমানন্দে বিহার করিতেছেন, এমন সময় প্রেমোন্মত্ত শ্রীমদ্বৈতানন্দপ্রভু তথায় আসিয়া উগ্ৰাহৃত হইলেন। ভক্তগণ শ্রীমদ্বৈতপ্রভুর আদেশে শ্রীমদ্বৈতানন্দ-প্রভুর পাদোদক নিজ নিজ মতকে ধারণ করিয়া প্রেমানন্দে তাঁহার স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন, ঠাকুর হরিদাস ও আসিয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তৎকালে শ্রীমদ্বৈতপ্রভু তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীমদ্বৈতপ্রভু ভক্তগণ সহ গায়ত্রীস্থান পুস্তক তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন এবং তাঁহাকে ভোজন করাইয়া তাঁহার নিকট পাত্রপাত্র-নির্দেশে প্রেমপ্রচারের কথা জ্ঞাপন করিলেন ও নিজ-ভক্তগণের প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া শ্রীনাম-প্রেম বিতরণ করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু ভক্তগণ জগাই মাধাই নামক দুইজন মহাপাপাচারী ব্রাহ্মণের ভয়ে শ্রীনাম-প্রচার করিতে অস্বীকার করিলে, শ্রীমদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং শ্রীনামে মহাস্বাস্থ্য মাধেয়-নানাতায়ে মহাপাপী অজামিলের উদ্ধার প্রভৃতি ভক্তসমক্ষে কীর্তন করিয়া ঐ ৩ই ব্রাহ্মণকুমারের উদ্ধার নিমিত্ত স্বয়ং ভক্তগণ সঙ্গে যুদ্ধ, কপটত্যা-সংযোগে কীর্তন করিতে করিতে নগর ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভক্তগণ শ্রীমদ্বৈতপ্রভুর কথায় আনন্দিত হইয়া সকলে একত্রে মিলিত হইয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। চারি দিক হরিনামধ্বনিতে মুগ্ধিত হইল।

কীর্তন শুনিয়া জগাই মাধাই অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীমদ্বৈতপ্রভুর প্রতি নানাপ্রকার কুবচন প্রয়োগ করিয়া

অবশেষে কদম্বীর কাণদ্বারা প্রভু নিত্যানন্দের মস্তকে আঘাত করিল। শ্রীমদ্বৈতপ্রভু নিজ ভক্তের অপমান ও ক্রোধ সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ দুই জনের বিনাশকামনায় স্বদর্শনকে আহ্বান করিলেন। শ্রীমদ্বৈতানন্দ প্রভু জগাই মাধাইয়ের সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাদের প্রাণ ভিক্ষা করিলে শ্রীমদ্বৈতপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুর ইচ্ছায় তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের প্রতি রূপা-দৃষ্টিপাত করিলেন। শ্রীমদ্বৈতানন্দের জগাই মাধাই উদ্ধার পাইয়া পরমভাগবত হইলেন। অনন্তর প্রভু ঠাকুর নিত্যানন্দেব ও শ্রীমদ্বৈত-প্রভুর কারুণ্য-মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

দানন্দ—বাগ ।

নদীয়মানারে ওকি ও না অপরূপ ।

সোণার গৌরাজ নাচে বড় অপরূপ ॥

কি আরে রে হয় ॥ ১ ॥

হেনরূপে নবদ্বীপে নিহরে ঠাকুর ।

আপনা পাশরি প্রেম প্রকাশে প্রচুর ॥ ১ ॥

সতজ হইয়া হ'য়ে ভকত-অধীন ।

সভারে যাচয়ে প্রেমা যেন মহাদীন ॥ ২ ॥

লীলাগতি চলে প্রভু লোক-অলঙ্কিত ।

তার নিজজন জানে তাহার ইঞ্জিত ॥ ৩ ॥

শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ।

ইঞ্জিত বুঝিয়া গায়--বাচে প্রেমানন্দ ॥ ৪ ॥

আনন্দে বিহ্বল নিজগণে নাচে গায় ।

হেনকালে আইলা পুনঃ অবধূতরায় ॥ ৫ ॥

অবধূত আইলা বলি' পড়ে জয় জয় ।

আনন্দে সকল লোক স্তম্ভল গায় ॥ ৬ ॥

মত্ত করিবর যেন গমন মন্তর ।

হরিহরি-ধ্বনি শুনি' অবশ অন্তর ॥ ৭ ॥

পথ আগোলিয়া চলে অঙ্গ হেলাইয়া ।

পদ দুই গিয়া রহে চৌদিগে চাহিয়া ॥ ৮ ॥

পুলকিত সব অঙ্গ—আপাদ-মস্তক ।

কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক ॥ ৯ ॥

বক্র গ্রীবা ছু-ভিত নেহালে রাজা অঁখি ।  
 ক্ষণে উনগাদে ধায় উচনাতে ডাকি ॥ ১০ ॥  
 এইমত শত শত লোক পাছে ধায় ।  
 আনন্দে বিভোর গেলা যথা গোরারায় ॥ ১১ ॥  
 নিত্যানন্দ দেখি' প্রভু গৌরানন্দন ।  
 দৃঢ় আলিঙ্গন করে—প্রেমে গরগর ॥ ১২ ॥  
 দোহার নয়নে ঝরে প্রেমানন্দ-নীর ।  
 আনন্দে বিভোর দৌহে অগির-শরীর ॥ ১৩ ॥  
 আনন্দে নাচয়ে ছুঁহে সঙ্গে নিজজন ।  
 রুঞ্চ-বলরাম-সঙ্গে যেন শিশুগণ ॥ ১৪ ॥  
 নৃত্য-অবসানে প্রভু কহিল সভারে ।  
 নিত্যানন্দ-পাদপ্রক্ষালন করিবারে ॥ ১৫ ॥  
 নিত্যানন্দ-পাদোদক লহ শিরোপরি ।  
 পাইবে পরম-প্রেমা-আনন্দ-লহরী ॥ ১৬ ॥  
 হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল ।  
 শুনিঞা সবার হিয়া-আনন্দ বাঢ়িল ॥ ১৭ ॥  
 একে চাহে—আরে পাই প্রভু-আজ্ঞাবাগী ।  
 মন্তকে ধরিল পাদপ্রক্ষালন-পানী ॥ ১৮ ॥  
 তবে অনদৌতপ্রভু প্রভু-আজ্ঞা শুনি ।  
 রঞ্জিম-সয়ানে চলহল করে পানী ॥ ১৯ ॥  
 উঠিয়া আনন্দে সবজন করি' কোলে ।  
 উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দহিল্লোলে ॥ ২০ ॥  
 প্রেমায় বিহ্বল মতে করয়ে ক্রন্দন ।  
 হৃদয়ে পরয়ে অবধূতের-চরণ ॥ ২১ ॥  
 প্রেমমহামহোৎসব নাটিল অপার ।  
 অন্তরে ঝলমল করে—বাহুতে বিকার ॥ ২২ ॥  
 ঐছন দেখিয়া প্রভু গৌর ভগবান্ ।  
 অন্তর-সন্তোষে চাহে প্রসন্নবয়ান ॥ ২৩ ॥  
 সবজন স্থব করে বেটি' চারিপাশে ।  
 হেনকালে আচম্বিতে আইলা হরিদাসে ॥ ২৪ ॥  
 শুদ্ধ অঙ্কুর গণি ভটিক গলায় ।  
 হেমগণি মুঞ্জীর রাজা পায় ॥ ২৫ ॥  
 পুলকিত সব অঙ্গ—সজল-নয়ন ।  
 প্রেমে টলমল তনু—ছঙ্কার গর্জন ॥ ২৬ ॥

নির্ভর প্রেমায় নাচে প্রভুর সম্মুখে ।  
 ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার প্রেমানন্দসুখে ॥ ২৭ ॥  
 পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় গৃহদ্যবহারে ।  
 আদেশিল আপনে ভোজন করিবারে ॥ ২৮ ॥  
 হেনকালে অর্ধত আচার্য্য আচম্বিত ।  
 প্রভুর নিকটে আসি' হৈল উপনীত ॥ ২৯ ॥  
 ঠাকুর উঠিয়া কৈল বন্দন তাঁহার ।  
 সবজন উঠিয়া করিলা নমস্কার ॥ ৩০ ॥  
 নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান্ হঞা ।  
 দণ্ডবৎ করে প্রভুর চরণে পড়িয়া ॥ ৩১ ॥  
 চতুর্মুখে স্থব করে বেদ উচ্চারিয়া ।  
 সাম্য হও বলি' প্রভু তোলৈ কোলে লঞা ॥ ৩২ ॥  
 সাম্য হঞা হরিদাস নাচে কাঁদে হাসে ।  
 দিগ্বিদিগ্ নাহি—প্রেমানন্দে ভাসে ॥ ৩৩ ॥  
 সন্নম পাইল তবে আচার্য্যগোসাঞি ।  
 আজ্ঞা শিরে করি অন্ন ভূঞ্জিলা তথাই ॥ ৩৪ ॥  
 হেনমতে সব-নিজজন-সঙ্গে পছ ।  
 নিভূতে বসিয়া ঘরে হাসে লছলছ ॥ ৩৫ ॥  
 নিজ-জন-সঙ্গে পছ নিজকথা কহে ।  
 যে কারণে কৈল প্রভু পৃথিবী-বিজয়ে ॥ ৩৬ ॥  
 নিজ-ভাব-আস্পাদন অদর্শবিনাশ ।  
 ধর্মসংস্থাপন নামকীর্্ত্তনপ্রকাশ ॥ ৩৭ ॥  
 দেশে দেশে প্রকাশ করিব ঘরে ঘরে ।  
 ব্রজভাব—দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গারে ॥ ৩৮ ॥  
 ভূঞ্জাব অদিক রামাক্ষয়-প্রেমধন ।  
 আপনি ভূঞ্জিগু—ভূঞ্জাইগু ত্রিভুবন ॥ ৩৯ ॥  
 সুরাসুরগণে দিমু এই প্রেমধন ।  
 চণ্ডাল যবন মূর্খ স্ত্রী বালক জন ॥ ৪০ ॥  
 বৃন্দাবনসুখ আমি নদীয়া আনিঞা ।  
 দেশে দেশে ভূঞ্জাইব তো সভারে লঞা ॥ ৪১ ॥  
 অতি অপরূপ কথা নদীয়াবিহার ।  
 একত্র এ সব কথা করিব প্রচার ॥ ৪২ ॥  
 গদাধর, নরহরি বৈসে দুইপাশে ।  
 শ্রীরঘুনন্দন পদনিকটে বিলাসে ॥ ৪৩ ॥



অর্ধেত-আচার্য্য আর নিত্যানন্দরায় ।  
 আপনে ঠাকুর নিজগুণগাথা গায় ॥৪৪॥  
 মুরারি, মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস ।  
 হরিদাস-আদি যত প্রেমার আবাস ॥৪৫॥  
 শুক্রাশ্বর, বক্রেশ্বর, শ্রীমান্ সঞ্জয় ।  
 শ্রীধরপণ্ডিত-আদি যত মহাশয় ॥৪৬॥  
 একজন মহিমা করিতে জানে কেবা ।  
 আপনি অবনী অবতরে গৌরদেবা ॥৪৭॥  
 উপমা দিবারে নাহি নদীয়া-প্রকাশ ।  
 আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস ॥৪৮॥

শ্রীরাগ—‘দশা ॥

প্রাণ গোরাটাঁদ মোর ॥ মুর্ছা ॥

না হারে হারে আরে হয় ।

হরি রাম নারায়ণ শচীর দুলাল হেমগোরা ॥৩৯॥

কহিব অপূর্ব কথা শুন সর্বজন ।  
 শুনিলে সকল পাপ হয় বিমোচন ॥৪৯॥  
 নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আপন আবাসে ।  
 শিষ্যগণসঙ্গে আছে বিনোদবিনাসে ॥৫০॥  
 নিজভক্তগণ-সব করি’ এক মেলি ।  
 নিজগুণ সঙ্কীর্ণনে প্রেমানন্দে ভুলি ॥৫১॥  
 হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সভাকারে ।  
 এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে ॥৫২॥  
 নবদ্বীপে বাল, বৃদ্ধ লৈসে যত জন ।  
 চণ্ডাল দুর্গতি আর সজ্জন-দুর্জ্জন ॥৫৩॥  
 সভারে শিখাও হরিনাম গাঙ্গ করি ।  
 অনায়াসে সবলোক যাউ ভব তরি’ ॥৫৪॥  
 শুনিঞা সকল ভক্ত কহিল প্রভুরে—  
 না পারিব হরিনাম দিতে ঘরে ঘরে ॥৫৫॥  
 সেই নবদ্বীপে এক আছয়ে ছুরন্ত ।  
 অতি ছুরাচার সেই—পাপে নাহি অন্ত ॥৫৬॥  
 মহাপাপী ব্রাহ্ম সে আছে দুই ভাই ।  
 নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই ॥৫৭॥  
 ব্রাহ্মণী, যবনী, গুর্কীজনা নাহি এড়ে ।  
 সুরাপান পাইলে সকল কর্ম ছাড়ে ॥৫৮॥

দেব-গুরু ব্রাহ্মণের হিংসা নিরন্তর ।  
 বাহির হইলে বিনা বধে না যায় ঘর ॥৫৯॥  
 ব্রহ্মবধ, গোবধ, স্ত্রীবধ শত শত ।  
 লিখিতে না পারি—পাপ করিয়াছে কত ॥৬০॥  
 গঙ্গাকূলে বৈসে—গঙ্গাস্নান নাহি করে ।  
 দেবতা পূজয়ে নাহি আজন্ম-ভিতরে ॥৬১॥  
 নিরন্তর অজ্ঞান-বাক্বে করে দণ্ড ।  
 কৃষ্ণগুণসঙ্কীর্ণনে পরমপাষণ্ড ॥৬২॥  
 একদিন আছে প্রভু নিজজন-মেলে ।  
 কথার প্রসঙ্গে তার কথা হেনকালে ॥৬৩॥  
 কহিল সকল লোক প্রভুবিশ্বামানে ।  
 শুনিঞা ঝষিল প্রভু, গুণে মনে মনে ॥৬৪॥  
 অরুণ বরণ ভেল রাজা দুই আঁখি ।  
 যে কহিলে তোমরা অন্তরে পাই সাক্ষী ॥৬৫॥  
 অজামিলনামে পাপী আছিল ব্রাহ্মণ ।  
 মরিবার বেলে নাম লৈল ‘নারায়ণ’ ॥৬৬॥  
 পুত্রস্নেহে ‘নারায়ণ’ নাম লৈল সেই ।  
 বৈকুণ্ঠ পাইল দ্বিজ পাঞা দিব্যদেহ ॥৬৭॥  
 তাহাকে অধিক পাপী জগাই মাধাই ।  
 উহার নিস্তার হবে কেমন উপায় ॥৬৮॥  
 তাহার লাগিয়া মোর অন্তর কাতর ।  
 যে কিছু কহিয়ে—সভে শুনহ উত্তর ॥৬৯॥  
 হরিনামসংকীর্ণন কলিযুগধর্ম ।  
 নামগুণ-সঙ্কীর্ণনে সাধিব সব-কর্ম ॥৭০॥  
 আনহ যেখানে যেই আছে বন্ধুজন ।  
 মিলিয়া সকল লোক কর সঙ্কীর্ণন ॥৭১॥  
 গায়ন বায় সে মৃদঙ্গ করতাল ।  
 উচ্চস্বরে কর নাম কীর্ণন রসাল ॥৭২॥  
 নগরে বেড়ব আমি কীর্ণন করিয়া ।  
 আইল সকল লোক এ বোল শুনিঞা ॥৭৩॥  
 অর্ধেত-আচার্য্য আর তাঁর নিজজন ।  
 অবধূত নিত্যানন্দ প্রসন্নবদন ॥৭৪॥  
 হরিদাস, শ্রীনিবাস মিলি’ চারি ভাই ।  
 মুরারি মুকুন্দদত্ত পণ্ডিত গদাই ॥৭৫॥

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর শুক্লাক্ষর ।  
 সবজন মিলি আইলা ঠাকুরের ঘর ॥৭৬॥  
 যেখানে আছিল ভক্তগণ যত যত ।  
 প্রভুর আজ্ঞায় সবে ভৈগেল একত্র ॥৭৭॥  
 একত্র হইয়া সবে সঙ্কীৰ্তন করি ।  
 বিজয় কিরিলি প্রভু বিশ্বস্তর হরি ॥৭৮॥  
 নদিয়ানগরে ভেল আনন্দহিলোল ।  
 গগনে উঠিয়া লাগে হরিহরি বোল ॥৭৯॥  
 নিজঘরে শুভিয়াছে জগাই মাপাই ।  
 নিজমদে মত্ত—নিজা যায় দুই ভাই ॥৮০॥  
 সেই পথে কীৰ্তন করিয়া প্রভু যায় ।  
 নদিয়ার লোক সব দেখিবারে ধায় ॥৮১॥  
 করতল-মৃদঙ্গাদি কীৰ্তনের রোনে ।  
 চতুর্দিকে শুনি মাত্র হরিহরিবোলে ॥৮২॥  
 জাগিল সে দুইভাই কীৰ্তনের রোলে ।  
 মুখ তুলি' চাহে—ক্রোধে ধরু ধরু বোলে ॥৮৩॥  
 রাজা দু-নয়ন করি' চাহে ক্রোধ-দিঠি ।  
 কি না ধরনি শুনি' কর্ণে—মাইল যেন জাঠি ॥  
 হৃদয়ের শেল যেন একটি শব্দ ।  
 জিতে সাধ থাকে যদি—হউ নিঃশব্দ ॥৮৫॥  
 তাহার কাছের লোক কহে তার আগে—  
 সম্বরণ কর গোমাঞিও ক্রোধ কর কাথে ॥  
 আজ্ঞা কইলে বাব এখন নিষেধ করিব ।  
 কাহার শকতি আর এ পথে আসিব ॥৮৭॥  
 জগন্নাথসুত দ্বিজ নিমাইপণ্ডিত ।  
 কীৰ্তন করয়ে সব-ব্রাহ্মণ-বেষ্টিত ॥৮৮॥  
 নিষেধ করহ—তারা যাউ অন্তপথে ।  
 নিঃশব্দে রহ—যদি সাধ থাকে জিতে ॥৮৯॥  
 মিছা গোল করি' বুলে—নাহি চিনে মূল ।  
 মোর হাতে হারাইবে জাতি, প্রাণ, কুল ॥৯০॥  
 ইহা বলি' পাঠাইল আপনার দূত ।  
 কহিল ঠাকুর-আগে—শুনে শচীসুত ॥৯১॥  
 অধিক করয়ে হরিনাম-সঙ্কীৰ্তন ।  
 বাছ তুলি' হরিহরি বোলে ঘনে ঘন ॥৯২॥

দ্বিগুণ করিয়া প্রেমা বাঢ়ায় উল্লাস ।  
 'হরিহরি বোল'-ধ্বনি পরশে আকাশ ॥৯৩॥  
 পাপিষ্ঠ হৃদয় তাহা সহিবারে নারে ।  
 চলিলা সে দুই ভাই বাহির-দুয়ারে ॥৯৪॥  
 ক্রোধে রাজা আঁখি তার অরুণ-বদন ।  
 পড়িতে পড়িতে যায় অঙ্গের বসন ॥৯৫॥  
 টলবল করি' যায়—ক্রোধে অচেতন ।  
 থাক থাক করি' বোলে তর্জ্জন গর্জ্জন ॥৯৬॥  
 সম্মুখে দাঁড়াঞা তারা চারিপানে চায় ।  
 আপনা চিনিয়া যাহ—বড়-ডাকে কয় ॥৯৭॥  
 আরে রে ! বামনা তোর জিতে লাগে শনি ।  
 ইহা বলি দুর্ভাগ্য-বচনে পাড়ে গালি ॥৯৮॥  
 ক্রোধ দেখি' নদিয়ার লোক তরাসিত ।  
 চারিপানে চাহি' সবে হৈল ভিতাভিত ॥৯৯॥  
 অদ্বৈত-আচার্য্য-গোমাঞি আর নিত্যানন্দ ।  
 হরিদাস, শ্রীনিবাস, মুরারি, মুকুন্দ ॥১০০॥  
 আপনে ঠাকুর সেই বিশ্বস্তররায় ।  
 নিজগণ সঙ্গে করি' হরিগুণ গায় ॥১০১॥  
 হরিগুণ গায় সুখে—নাহি অবসাদ ।  
 জগাই মাপাই ক্রোধে করে পরমাদ ॥১০২॥  
 ক্রোধে দুই ভাই ধায় করে করি' দণ্ড ।  
 সম্মুখে পাইল ভাঙ্গা কুম্ভ একখণ্ড ॥১০৩॥  
 কলসীর কাণা সে ফেলিয়া মারে ক্রোধে ।  
 নির্ভয়ে বাজিল নিত্যানন্দের মস্তকে ॥১০৪॥  
 নির্ভরে বাজিল কাণা—রক্ত পড়ে ধারে ।  
 দেখি' সর্বনিজজন হাহাকার করে ॥১০৫॥  
 দেখিয়া ঠাকুর চিন্তে বড় পাইল দুখ ।  
 ডাকিয়া কহিল সেই পাপিষ্ঠ-সম্মুখ ॥১০৬॥  
 তোমরা দৌহারাদিক ছুরাচার নাহি ।  
 পাপ বলি' যার নাম সঞ্চারণে মহী ॥১০৭॥  
 সকল করিলা মাত্র—নাহি কর এক ।  
 এখনে করিলে সেই দেখ পরতেখ ॥১০৮॥  
 ইহা বলি' মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কাছে ।  
 আপন বসন তার শিরে বান্ধিয়াছে ॥১০৯॥

নিত্যানন্দ শ্রীপাদের জানেন মহত্ত্ব ।  
 ভূমিতে পড়য়ে পাছে তাহার রকত ॥১১০॥  
 পৃথিবীর অমঙ্গল জানি' পাছে হয় ।  
 মস্তকে বাঞ্ছিত বস্ত্র প্রভু এই ভয় ॥১১১॥  
 ক্রোধ করি' সুদর্শনে ডাকে গৌরীহারি ।  
 দাণ্ডাইলা সুদর্শন করযোড় করি' ॥১১২॥  
 কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বর ।  
 জয় জয় মহাপ্রভু শটীর কোঙর ॥১১৩॥  
 প্রভু বোলে জগাই-মাদাইরে সংহার ।  
 নিত্যানন্দ মারি' ব্যথা দিলেক অন্তর ॥১১৪॥  
 শুনি' সুদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া ।  
 জগাই মাদাই-পানে চলিলা ধাইয়া ॥১১৫॥  
 দেখিলেন জগাই মাদাই সুদর্শন ।  
 কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ—তরাগিত মন ॥১১৬॥  
 সুদর্শন দেখি' নিত্যানন্দ প্রভু হাসে ।  
 কি করিল ভগবান্ ঐশ্বর্যপ্রকাশে ॥১১৭॥  
 করুণাতে উদ্ধার করিব ত্রিভুবন ।  
 দীনহীন পতিত পামর দুইজম ॥১১৮॥  
 জগাই মাদাই ভারি' দীনবন্ধু হব ।  
 পতিতপাবন নামের গরিমা রাখিব ॥১১৯॥  
 ইহা বলি' নিত্যানন্দ চরণে পরিয়া ।  
 কহিলেন প্রভু-পাদে বিনয় করিয়া- ॥১২০॥  
 এ দুই পতিত প্রভু মোরে কর দান ।  
 পতিতপাবন-নাম থাকুক ব্যাখ্যান ॥১২১॥  
 আর আর মুগ্ধে দৈত্য করিলে সংহার ।  
 সশরীরে এই দুই করহ উদ্ধার ॥১২২॥  
 শুনি' নিত্যানন্দ-বাণী প্রভু দয়াময় ।  
 দণ্ড দণ্ড নিত্যানন্দ রোহিণী-তনয় ॥ ১২৩ ॥  
 তোর বশ মুঞি হঙ্—সর্বশাস্ত্রে কহে ।  
 যে ভূমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে ॥ ১২৪ ॥  
 একবার 'নিত্যানন্দ' বোলে জয় পরি' ।  
 সে জন পবিত্র—হৈল সে লোক আমারি ॥  
 ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজজন লঞা ।  
 জগাই মাদাই রহে নিশ্চিত হইয়া ॥ ১২৬ ॥

মহাপ্রভুর দরশন সংকীর্তন-শব্দে ।  
 নিশ্চিত হইয়া রহে—চাহে এক স্তব্দে ॥ ১২৭ ॥  
 মনে মনে অনুমান করয়ে অন্তর ।  
 বিচার করয়ে মহাপ্রভুর উত্তর ॥ ১২৮ ॥  
 হেন পাপ কৈলু যাহা মুঞি নাহি করে' ।  
 যাহা নাহি করে'—তাহা সন্ন্যাসিরে মারে ॥  
 গুণিতে গুণিতে তার অন্তর নির্মল ।  
 দেখ দেখ মহাপ্রভুর করুণার বল ॥ ১৩০ ॥  
 কাতর হইয়া দৌহে পায় উর্দ্ধমুখে ।  
 চমক লাগিল দেখি' নদিয়ার লোকে ॥ ১৩১ ॥  
 মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া হৈল উপনাত ।  
 ঠাকুর ! ঠাকুর ! বলি' ডাকে নিপরীত ॥ ১৩২ ॥  
 নিজজন মেলি' প্রভু বদিসাছে ঘরে ।  
 কে মোরে ডাকয়ে দেখ বাহির দুয়ারে ॥ ১৩৩ ॥  
 এখনে আমার ঠাঞি আনহ মুরারি ।  
 আজ্ঞা পাঞা দৌহাতের আনিলা কোলে করি  
 প্রভুকে দেখিয়া তার অতি আর্তনাদে ।  
 চরণে পড়িয়া ভূমি দুই ভাই কান্দে ॥ ১৩৪ ॥  
 পতিতপাবন তুনি করুণার সিদ্ধি ।  
 সর্বলোকনাথ যে বিশেষ দীনবন্ধু ॥ ১৩৫ ॥  
 করুণাসাগর প্রভু সদয়হৃদয় ।  
 আর্তজন-আর্তি দেখি' তখনি জবয় ॥ ১৩৬ ॥  
 তুলিয়া পুছিল—শুণ জগাই মাদাই ।  
 কি কারণে কান্দ কেনে আইলা মোরা ঠাঞি  
 নবদ্বীপে একাগ্র ঠাকুর দুইজম ।  
 চতুর হইয়া কেনে কান্দহ এখন ॥ ১৩৭ ॥  
 এ বোল শুনিলা বোলে জগাই মাদাই ।  
 তোমার রূপায় গোর। আইনু তোর ঠাঞি ॥  
 গোবদ, শ্রীবদ-পাপ করিয়াছি কত ।  
 লেখা-জোখা নাহি নরবদ কৈলু কত ॥ ১৪১ ॥  
 দিক্ জাউ অংমার নদিয়ার ঠাকুরাল ।  
 গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা এ দেহ আমার ॥ ১৪২ ॥  
 ব্রাহ্মণী, যবনী, গুরুব্রহ্মণা নাহি এড়ি ।  
 চণ্ডালিনী-আদি করি কাছকে না ছাড়ি ॥ ১৪৩ ॥

হিংসা বহি নাহি করি জগতের লোকে ।  
 দেবকর্ষ, পিতৃকর্ষ নাহি বাসো মোকে ॥১৪৪॥  
 তোর ঠাই আমি ছার আর কিবা বলি ।  
 যত পাপ কৈলুঁ তত শিরে নাহি চুলি ॥ ১৪৫ ॥  
 অজামিলনামে পাপী বোলে সর্বজন ।  
 আমারে অধিক নহে—কহিল বচন ॥ ১৪৬ ॥  
 নিস্তার করিব তার—নাম নারায়ণে ।  
 আমা নিস্তারিতে নারে আসিয়া আপনে ॥  
 আমার নিস্তার নাহি—মো জান আপনা ।  
 আমারে কি শুণে তুমি করিবে করুণা ॥১৪৮॥  
 এতেক কাতর বাণী শুনিঞা ঠাকুর ।  
 অকৈতব শুনি—দয়া বাঢ়িল প্রুর ॥ ১৪৯ ॥  
 আর্জনার আন্তি দেখি' ঠাকুরের আন্তি ।  
 করুণাবিগ্রহ আরে দয়াময় মূর্ত্তি ॥ ১৫০ ॥  
 করুণাসাগর করে করুণাপ্রকাশ ।  
 করে পরি' লঞা গেলা জাহ্নবীর পাশ ॥১৫১॥  
 ধাইল নদীয়ার লোক দেখিতে কৌতুক ।  
 প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু অতি অপরূপ ॥ ১৫২ ॥  
 ব্রাহ্মণসজ্জন সব দাগুইয়া চাহে ।  
 সভা-বিদ্যমানে প্রভু দয়াবাণী কহে— ॥১৫৩॥  
 তোর পাপ-পরিগ্রহ করিব ত আমি ।  
 আপনে আপন পাপ উৎসর্গহ তুমি ॥ ১৫৪ ॥  
 ইহা বলি' হাত পাতে তুলসীর ভরে ।  
 তুলসী না দেই তার ছুই তাই ডরে ॥ ১৫৫ ॥  
 দয়া করি' পুনঃ কহে গৌর ভগবান্— ।  
 জগাই মাধাই তোরা পাপ দে রে দান ॥১৫৬॥  
 জগাই মাধাই বোলে—শুন প্রভু তুমি ।  
 আমার যতেক পাপ লিখিতে না জানি ॥১৫৭॥  
 আমি মহাপ্রাপ্য পাপাশয় পাপ ।  
 তোরে পাপ দিতে হিয়া ডরে মোর কাঁপ ॥  
 এ বোল শুনিঞা আঁখি করে ছল ছল ।  
 মেঘের গম্বীর-নাদে বোলে হরিবোল ॥১৫৯॥  
 পুনরপি পাপদান চাহি' কর পাতে ।  
 জগাই মাধাই সে তুলসী দিল হাতে ॥ ১৬০ ॥

চৌদিগে ভেল ধনি—হরিহরি বোল ।  
 জগাই মাধাই বলি' প্রভু দেই কোল ॥ ১৬১ ॥  
 নিস্তারিলা দুইভাই জগাই মাধাই ।  
 এহেন পাতকী প্রভু পরশিতে পাই ॥ ১৬২ ॥  
 প্রেমে গদগদ স্বর—আধ-আধ-বোলে ।  
 বসন ভিজিয়া গেল নয়ানের জলে ॥ ১৬৩ ॥  
 পুলকে ভরিল অঙ্গ—কম্প কলেবরে ।  
 চরণে পড়িয়া ভূমে কহয়ে কাতরে ॥ ১৬৪ ॥  
 এহেন ঠাকুর আর আছে কোন জন ।  
 দয়ার সাগর মহা-পতিতপানন ॥ ১৬৫ ॥  
 জগাই-মাধাই হেন পাতকী নিস্তারে ।  
 শ্রীঅঙ্গ-পরশে তারা নাচে প্রেমভরে ॥ ১৬৬ ॥  
 জগাই-মাধাই-পাপ-পরিগ্রহ করি' ।  
 আপনে নাচয়ে প্রভু বিশ্বস্তর হরি ॥ ১৬৭ ॥  
 এ হেন করুণানিধি কে আছে ঠাকুর ।  
 দোষ না দেখয়ে—স্নেহ করে এ তনুর ॥ ১৬৮ ॥  
 জীবের উদ্ধার করি' নাচয়ে উল্লাসে ।  
 এ বড় ভরসা বাঞ্চে এ লোচন দাসে ॥ ১৬৯ ॥

মহাপ্রভুর ভগবদ্ভাবে বিচিত্র নীলা

কথাসার

একদিন শ্রীমন্ন্যহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে আনন্দে বিহার  
 করিতেছেন, এমন সময় বনমালী নামক অনৈক পুরুষদেহ-  
 বাদী দরিদ্র ব্রাহ্মণ সপুত্র তথায উপস্থিত হইলে শ্রীমন্ন্যহা-  
 প্রভু তাহাদের প্রতি রূপাদৃষ্টিপাত করেন । তাহাতে তাহারা  
 হঠাৎ প্রেম্যানন্দে মত্ত হইয়া সংকীর্ণন আরম্ভ করিলে,  
 শ্রীমন্ন্যহাপ্রভুকেই সেই স্থলে শ্রীমন্নন্দরূপে দর্শন করিয়া  
 পরমানন্দে মূর্চ্ছিত হন এবং চেতনপ্রাপ্ত হইয়া প্রেমদাতা  
 শ্রীমন্ন্যহাপ্রভুর স্তব করতঃ বৈদিককর্ষ ত্যাগ করাইয়া সর্ব-  
 জীবকে প্রেম দান করিতেছেন বলিয়া শ্রীমন্ন্যহাপ্রভুকে  
 'নবীন বিধাতা' বলিয়া সম্বোধন করেন ।

তারপর একদিন শ্রীবাস-গুণে বিষ্ণুসংস্রনাম-স্তোত্র  
 শাণ করিয়া হঠাৎ নৃসিংহাবেশে পঙ্কন করেন, তাহাতে

সকল শোকে ভীত হইয়া চতুর্দিকে পদাধিতে আরম্ভ করিলে  
নিজ নৃসিংহভাবাবেশ সংবরণ করেন। অত্র একদিন এক  
শিবভক্ত শিবগুণগান কবিত্তে আরম্ভ করিলে, গৌরহৃদয়  
স্বীয় ভক্ত শিবের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া অতীব রুচি হইয়া তাঁহার  
থকের উপর আবেগে পূস্কক শিবাবেশে নৃত্য করেন।

অপর একদিবস এক ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু চরণ স্পর্শ  
করায় শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু অতীব চম্পিত হইয়া গঙ্গায় ঝপ প্রদান  
করিলে, ভক্তগণ পরিয়া তাঁহাকে তীরে উত্তোলন করেন  
এবং নানাপ্রকার স্তবস্তুতি দ্বারা শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর সন্তোষ  
বিধান করেন।

পরে শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর “ছন্দভ মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া  
সকলেপ্রই হরিভজন করা কর্তব্য, ভজন বিনা মনুষ্য-দেহ-  
ধারণের কোন মার্গকতা নাই”—ইত্যাদি উপদেশ প্রদান  
পূস্কক মুকন্দকে আশির্কন প্রদান, মৃন্দেব নিজ দৈত্য-জাগন,  
নিজগণবদ্বপ প্রকাশ, ত্রিবাণ পাপিত কর্তৃক গঙ্গাজলে  
অভিসেক, অদৈত জাচার্য-প্রমথ ভক্তগণ-সঙ্গে দেবাময়-  
মার্জন প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর প্রকৃতির গৌর-  
গুণ কীর্ত্তন করিয়া সক্ষর্যাবকে গৌরভজন উপদেশ  
করিয়াছেন।

ধানশা—বাগ।

প্রভু রে বিজটাদ ॥

জগৎ-উদ্ধার লাগি পাতে নানা কাঁদ ॥ আরে হয় ॥

গদাপর, গৌরাজ, নরহরি জয় জয়।

শুনিলে গৌরাজ-গুণ প্রেম লভ্য হয় ॥ ১ ॥

আর-দিনে আর অপরূপ কথা শুন।

নবদ্বীপে প্রকাশ পরম মহাধন ॥ ২ ॥

নিজগৃহে বাক্য সহিতে আছে পছঁ।

প্রকাশয়ে বদনকমলে কথা লছ ॥ ৩ ॥

অগ্নিমানদীর ধারা বহে অনিলার।

সিনাইল ভকত—বেকত মাতোয়াল ॥ ৪ ॥

এইমানে আছে পছঁ আনন্দ-কৌতুকে।

আচম্বিতে আইল তথা এক ভিক্ষুকে ॥ ৫ ॥

বনমালী নাম তার—পুত্র এক সঙ্গে।

বিপ্রকুলে জন্ম—বৈসে পূর্বদেশবঙ্গে ॥ ৬ ॥

দেখিল ত বিশ্বস্তর ভকতবেষ্টিত।

পুত্রের সহিত বিপ্র ভেল আনন্দিত ॥ ৭ ॥

পুত্রের সহিত বিপ্র অনুমান করে।

কহিতে না পারে—কণ্ঠ গদগদস্বরে ॥ ৮ ॥

ভালই হইল—আমি ভৈগেলুঁ দরিদ্র।

দরিদ্র লাগিয়া আইলুঁ—ভৈগেলুঁ পবিত্র ॥ ৯ ॥

নিশ্চয় জানিলুঁ বিশ্বস্তর ভগবান্।

অনুভবে জানিলুঁ এ কজু নহে আন ॥ ১০ ॥

জন্ম সফল আজি ভেল হেন বাসি।

দেখিলুঁ মো বিশ্বস্তর গৌর গুণরাশি ॥ ১১ ॥

দেখিতে নয়ান হিয়া জুড়াইল আমার।

নিভাইল দুরন্ত দারিদ্র্য-জানা ছার ॥ ১২ ॥

অমিয়-আহারে যেন সন্তোষ অন্তর।

গৌরচন্দ্র দেখিয়া সিঞ্চিল কলবর ॥ ১৩ ॥

তবে গৌর ভগবান্ দেখিয়া তাহারে।

করুণনয়নে চাহে ব্রাহ্মণ-দৌহারে ॥ ১৪ ॥

সুখে হরিগুণ গায় সে দৌহার সনে।

প্রভুর প্রসাদে তারা পাইল প্রেমমনে ॥ ১৫ ॥

আনন্দে নাচয়ে বিপ্র—নাচে তার পুত্র।

তিলেকে ঘুচিল তার এ সংসারসূত্র ॥ ১৬ ॥

হেন মহাপ্রভু গোরা করুণার গিঙ্কু।

ইহার অধিক আর নাহি দানবন্ধু ॥ ১৭ ॥

তার-পর-দিন প্রভু সংকীর্ত্তন-মাবে।

নাচয়ে ঠাকুর বিশ্বস্তর নটরাজে ॥ ১৮ ॥

হেনকালে সে দুই ব্রাহ্মণ আচম্বিত।

দেখিল বালক এক—চিত চমকিত ॥ ১৯ ॥

গৌরশরীরে প্রভু ভেল শ্যামতনু।

কটিপীতপটা শোভে—করে বর-বেণু ॥ ২০ ॥

ময়ূর পাখার চূড়া ঘন উড়ে বায়।

সেইরূপ দেখি' যত অনুগত গায় ॥ ২১ ॥

রাধাসঙ্গে রন্দাবনে বিপিনের মাঝে।

দেখিলেন শ্যামতনু নটবররাজে ॥ ২২ ॥

যমুনা তথাই দেখে গোবর্দ্ধনগিরি।

বছলা, ভাণ্ডীর, মধুবন আদি করি ॥ ২৩ ॥

গো, গোপী, গোপাল দেখে আর বনতাল ।  
 মবদ্বীপে দেখিলেন মদনগোপাল ॥ ২৪ ॥  
 দেখিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িল লাক্ষণ ।  
 পুলকে আকুল অঙ্গ—সজল নয়ন ॥ ২৫ ॥  
 ঘনঘন ছুছকার মারে মালসাট ।  
 এই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি' পাতিলেক হাট ॥ ২৬ ॥  
 দেখিয়া ঠাকুর পুনঃ নৃত্য সম্বলিল ।  
 ধরু ধরু বলি' পুনঃ লাক্ষণে ধরিল ॥ ২৭ ॥  
 শুন সবজন এই গোরা-গুণগাথা ।  
 করুণা প্রকাশে এই নবীন বিধাতা ॥ ২৮ ॥  
 কৰ্ম্মবন্ধ ঘুচাইয়া প্রেমধন দেই ।  
 ঐছন ঠাকুর আর আছে কোন ঠাঁই ॥ ২৯ ॥  
 সংসারের বহি স্বজে আপন সংসার ।  
 সবিসয়া প্রেমভক্তি বিষয়ের পার ॥ ৩০ ॥  
 দিব্য মালা, চন্দন, প্রসাদ পরে নিভি ।  
 মমতা নাহিক—সব জনেই পীরিত্তি ॥ ৩১ ॥  
 নিঃসঙ্গ হইয়া সঙ্গ নিনে নাহি জীয়ে ।  
 অকৰ্ম্ম হইয়া কৰ্ম্ম করয়ে দিদিএ ॥ ৩২ ॥  
 বেদের নিচার বিধি যে আছে উচিত ।  
 সকল করয়ে সেই কার্য্যে বিপরীত ॥ ৩৩ ॥  
 ঐছন প্রকাশে নিজ প্রেমভক্তিধন ।  
 এতেকে বলিয়ে 'নব বিধাতা রতন' ॥ ৩৪ ॥  
 এ হেন করুণাসিন্ধু নোর গোরারায় ।  
 অনায়াসে সবজন পর-ধন পায় ॥ ৩৫ ॥  
 ঐছন ঠাকুর আর নাহি প্রেমদাতা ।  
 কহয়ে লোচন—ভজ নবীন বিধাতা ॥ ৩৬ ॥

গোরা-রূপ যে দেখিয়াছে একবার  
 পাশরিতে নারে আর ॥  
 ঝুরি মরে জনম অবধি রে ॥ ৩৭ ॥  
 তবে আর-এক-দিন শুন অপরূপ ।  
 শ্রীবাসপণ্ডিত ঘরে জানন্দকৌতুক ॥ ৩৭ ॥

পিতৃকৰ্ম্ম করে সেই শ্রীবাসপণ্ডিত ।  
 শুনয়ে সহস্রনাম অতি শুদ্ধচিত ॥ ৩৮ ॥  
 হেনকালে সেই ঠাঁঞি গেলা গৌরহরি ।  
 শুনয়ে সহস্রনাম মনোরথ পূরি ॥ ৩৯ ॥  
 শুনিতে শুনিতে ভেল লুসিংহ-আবেশ ।  
 ক্রোধে রাক্ষা ছুনয়ান—উর্ধ্ব ভেল কেশ ॥৪০॥  
 পুলকিত সব অঙ্গ—অরুণ বরণ ।  
 ঘন ঘন ছুছকার সিংহের গর্জ্জন ॥ ৪১ ॥  
 আচম্বিতে গদা লঞা ধাইল সত্তর ।  
 দেখিয়া সকল লোক কাঁপিল অস্তর ॥ ৪২ ॥  
 পলায় সকল লোক—না বাক্কে কেশ ।  
 সহিতে না পারে প্রভুর ক্রোধ-আবেশ ॥ ৪৩ ॥  
 পলায়নপর লোক দেখি' নরহরি ।  
 ক্ষণেকে ছাড়িল গদা আবেশ সম্বরি ॥ ৪৪ ॥  
 সর্ব-অবতার-দীজ শচীর নন্দন ।  
 যখনে যে পড়ে মনে—হয় ত' তেমন ॥ ৪৫ ॥  
 সব সম্বরিয়া প্রভু বসিলা আসনে ।  
 বিন্মিত হইয়া কিছু বলিলা বচনে— ॥ ৪৬ ॥  
 না জানি কি অপরাধ ভৈগেল আমার ।  
 কিনা চিতে অনুমান ভেল তো-সবার ॥ ৪৭ ॥  
 এ বোল শুনিলে সবে বলিলা বচন—  
 কি তোমার অপরাধ—কি কহ কখন ॥ ৪৮ ॥  
 শ্রীবাস কহিল তোমা দেখিল যে জন ।  
 তাহার হইল সব বন্ধ-নিমোচন ॥ ৪৯ ॥  
 তার-পর-দিনে কথা শুন সব জন ।  
 আচম্বিতে আইল এক শিবের গায়ন ॥ ৫০ ॥  
 নমস্কার করি' গৌরহরির চরণে ।  
 মহেশের গুণ গায় আনন্দিত-মনে ॥ ৫১ ॥  
 শিব ! শিব ! বলি' ডাকে পরম উল্লাস ।  
 শিবের ভক্তি তার দেহে পরকাশ ॥ ৫২ ॥  
 শনি' আনন্দিত মন ভৈগেল ঠাকুর ।  
 শিবগুণ শনি' সুখ বাটিল প্রচুর ॥ ৫৩ ॥  
 শিবের আবেশে নৃত্য করয়ে তখন ।  
 আপনা পাশরে সুখে শিবের গায়ন ॥ ৫৪ ॥

তার সম ভাগ্যান্ নাহি কোন জন ।  
 আপনে ঠাকুর কৈল ক্ষে আরোহণ ॥ ৫৫ ॥  
 ক্ষে করি' আনন্দে সে নাচয়ে গায়ন ।  
 আবেশে হইল প্রভুর রকত-লোচন ॥ ৫৬ ॥  
 শিবের আদেশে কহে শিবের কথন ।  
 ঋটক উদ্ধর— মুখে শিঙ্গার গর্জন ॥ ৫৭ ॥  
 'রাম কৃষ্ণ' বলিয়া সে ডাকে কঁাদে হাসে ।  
 ক্ষণেকে কঁাদয়ে গোরা শিবের আবেশে ॥ ৫৮ ॥  
 শ্রীবাসপশুত সেই সব তত্ত্ব জানে ।  
 শিবস্তব পড়ে সেই সাবধান মনে ॥ ৫৯ ॥  
 পড়য়ে মহিম্ব-স্তব শ্রীমুকুন্দ দত্ত ।  
 আনন্দে নাচয়ে তারা— জানে সব তত্ত্ব ॥ ৬০ ॥  
 গায়নের কাক হৈতে নাছিল ঠাকুর ।  
 হরিপরায়ণ হরি গায়েন প্রচুর ॥ ৬১ ॥  
 আনন্দে নাচয়ে যেন মদে মাতোয়ার ।  
 হরিগুণ গায় সুখে আনন্দ-পাথার ॥ ৬২ ॥  
 করুণাসমুদ্র করে করুণাপ্রকাশ ।  
 শুনিতে আনন্দে তোরা এ লোচনদাস ॥ ৬৩ ॥

দিশা ।

আমার গৌরাজের গুণে কেবা নাহি কান্দে ।  
 অখিল জীবের মন প্রেম দিয়া বাঞ্চে ॥ ৬৪ ॥  
 আর অপরূপ শুন তার পরদিনে ।  
 বাঞ্ছব সহিত প্রভু নৃত্য-অবসানে ॥ ৬৪ ॥  
 ভূমিতে পড়িয়া প্রভু দণ্ডবৎ করে ।  
 আনন্দে সকল লোক হরি হরি বোলে ॥ ৬৫ ॥  
 হেনই সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ।  
 প্রভু পদাম্বুজ ধুলি লইল হাসিয়া ॥ ৬৬ ॥  
 দেখি' গৌর ভগবান্ সত্বরে উঠিলা ।  
 ব্রাহ্মণ চরিত দেখি' দুঃখিত হইলা ॥ ৬৭ ॥  
 মহা-অনুতাপ করি' বিরসবদন ।  
 অসন্তোষে নাসিকায় নিঃশ্বাস জঘন ॥ ৬৮ ॥

সত্বর উঠিয়া প্রভু ধাইল আচম্বিতে ।  
 জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিলেন তুরিতে ॥ ৬৯ ॥  
 জলে মগ্ন হৈল প্রভু—না পাই দেখিতে ।  
 সব নিজজন ঝাঁপ দিল পাছে তাথে ॥ ৭০ ॥  
 নদিয়ার লোক সব গণিল প্রমাদ ।  
 কান্দয়ে সকল লোক করয়ে বিষাদ ॥ ৭১ ॥  
 পুত্র! পুত্র! করি' ধায় শচী তার মাতা ।  
 ঝাঁপ দিতে চাহে বিশ্বস্তর হরি যথা ॥ ৭২ ॥  
 উন্নতী পাগলী শচী কান্দে উত্তরায় ।  
 হাকান্দ কান্দনা কান্দে—ভূমিতে লোটায়ে ॥  
 ঐছন প্রমাদ দেখি' অবধূতরায় ।  
 প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায় ॥ ৭৪ ॥  
 জলে মগ্ন হৈয়া প্রভুর পরিলেন হাথে ।  
 পরিয়া তুলিল গঙ্গাকূলে আচম্বিতে ॥ ৭৫ ॥  
 দেখিয়া সকল লোক অতি আনন্দিত ।  
 সব নিজজন কান্দে পাইয়া সন্মিত ॥ ৭৬ ॥  
 শচীদেবী কান্দে কোলে করি' বিশ্বস্তর ।  
 শ্রীনিবাস, মুরারী, মুকুন্দ, শুক্লাক্ষর ॥ ৭৭ ॥  
 হরিদাস-আদি যত যত নিজ জন ।  
 গৌর-মুখ দেখি' কান্দে তরাসিত মন ॥ ৭৮ ॥  
 আর সবজন দুঃখ পাঞাছে বিস্তর ।  
 গৌর-মুখ দেখি' সুখে সতে গেলা ঘর ॥ ৭৯ ॥  
 তবে সবজন মিলি' প্রভু বিশ্বস্তর ।  
 মুরারিগুণ্ডের ঘর গেলা ত সত্বর ॥ ৮০ ॥  
 ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু চলিলা তুরিতে ।  
 বিজয়-মিশ্রের ঘর গেলা আচম্বিতে ॥ ৮১ ॥  
 রজনী বঞ্চিয়া প্রভু উঠিলা প্রভাতে ।  
 গঙ্গার উত্তর-কূলে গেলা আচম্বিতে ॥ ৮২ ॥  
 ভ্রমণ করয়ে—তার না বুঝিয়ে মন ।  
 তরাস পাইলা সঙ্গে ছিলা যতজন ॥ ৮৩ ॥  
 ব্রাহ্মণসজ্জন আর যত নিজজন ।  
 সতে মিলি' নিবেদিল বিনয়-বচন ॥ ৮৪ ॥  
 পরসম্ম হও প্রভু গৌরগুণনিধি ।  
 কাতরে কহয়ে এই সব অপরাধী ॥ ৮৫ ॥

কৃপা কর মহাপ্রভু ছাড় অতি রোষ ।  
 এমন কতক নিবে মেনকেন্দ্র দোষ ॥ ৮৬ ॥  
 করুণাসাগর প্রভু করুণাবিগ্রহ ।  
 করুণায় অবতার লোক অনুগ্রহ ॥ ৮৭ ॥  
 এমন বিমুখ কেনে হও ত আপনে ।  
 আমরা কি জানি তোর চিত-আচরণে ॥ ৮৮ ॥  
 ঘরেরে আইস প্রভু ঘুচাই প্রমাদ ।  
 নিজ অনুগত দেখি' করহ প্রসাদ ॥ ৮৯ ॥  
 এতক বিনয় যবে কৈল নিজজনে ।  
 সদয় হৃদয় প্রভু জ্বলিতা তখনে ॥ ৯০ ॥  
 ঘরেরে আইলা প্রভু আনন্দিত-মনে ।  
 নিজগুণ গায় নিজ-অনুগত-মনে ॥ ৯১ ॥  
 নদিয়ানগরে তেল আনন্দ উল্লাস ।  
 গৌরাগুণ গায় স্নুখে এ লোচনদাস ॥ ৯২ ॥

বরাড়ি রাগ— দিশা ॥

হয় রে হয় আরে হয় ॥ মূর্ছা ॥  
 নিছনি যাইরে গৌরাক্রপের নালাই লইয়া ।  
 বিলাইল প্রেমধন জগত ভরিয়া ॥ ১ ॥  
 শোক ছাড়ি' হৃষ্টমনে তবে গৌরহরি ।  
 নিজজন সঙ্গে গেলা শ্রীলাসের বাড়ী ॥ ২ ॥  
 শ্রীনিবাস-হরিদাস- আদি যত জন ।  
 বসিয়া ঠাকুর কাছে নিরীখে বদন ॥ ৩ ॥  
 হেনকালে মহাপ্রভু সভা-সম্মিধানে ।  
 কহয়ে অন্তরকথা—শুনে সর্ব্বজনে ॥ ৪ ॥  
 ধন, জন, যৌবন—সকল অকারণ ।  
 না ভজিলু' কৃষ্ণকর্ম্ম হেন দেহ পাঞা ॥ ৫ ॥  
 নিরন্তর দগধে সংসারে মোর হিয়া ।  
 না করিলু' কৃষ্ণকর্ম্ম হেন দেহ পাঞা ॥ ৬ ॥  
 সংসারে দুর্নভ এই মানুষ-নারীর ।  
 কৃষ্ণ ভজিবারে কি বা পুরুষ নারীর ॥ ৭ ॥  
 কৃষ্ণ না ভজিলে এই মিছা সব দেহ ।  
 পতি, স্নাত, পিতা, মাতা মিছা সব গেহ ॥ ৮ ॥

মায়েরে ছাড়িয়া আমি যাব দিগন্তর ।  
 কহিল সভারে এই মরম-উত্তর ॥ ১০০ ॥  
 সব-লোকে বোলে আমি বিরুদ্ধ করিয়ে ।  
 মুরারি কহয়ে—ইহা শুনিতে মরিয়ে ॥ ১০১ ॥  
 কেহ না বোলয়ে ইহা শুন মহাপ্রভু ।  
 আমরা ত কারো মুখে নাহি শুনি কভু ॥ ১০২ ॥  
 এ বোল শুনিঞা সেই গৌর ভগবান্ ।  
 মুরারি ধরিয়া দিল আলিঙ্গন-দান ॥ ১০৩ ॥  
 মুরারি করিয়া কোলে সান্তাইলা ঘরে ।  
 প্রভু-আলিঙ্গনে বৈষ্ঠ আপনা পাশরে ॥ ১০৪ ॥  
 পুলকিত সব অঙ্গ আপাদমস্তক ।  
 পঢ়িলা ত প্রাচীন আছিল এক শ্লোক ॥ ১০৫ ॥

তথাহি ( শ্রীমদ্বাগবতে ১০৮১১৬ )—

বাহং দরিদ্রঃ পার্শ্বায়ান্ কৃষ্ণঃ শ্রীমিকেশ্বরঃ ।

ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহভ্যাং পরিরান্তঃ ॥ ১০৬ ॥

অনুব্রহ্ম । পার্শ্বায়ান্ (মহাপাপঃ) দরিদ্রঃ (অকিঞ্চনঃ)

অহং ( শ্রীদামা বিপ্রঃ ) কৃষ্ণঃ ( ব্রহ্ম বন্ধু ) শ্রীমিকেশ্বরঃ

(সম্বৈষ্ণবগ্যাপূর্ণঃ) কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ (আবয়োমহদন্তরং বিদ্যতে ইত্যর্থঃ)

ব্রহ্মবন্ধুঃ (ব্রাহ্মণকুমাধমঃ) ইতি (হেদং কৃষ্ণা) অহং বাহভ্যাং

( ভ্রূভ্যাভ্যাং ) পরিরান্তঃ ( আশ্রিতঃ ) স্ম ( আশ্রিতঃ ) ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ । শ্রীদামা বিপ্র বধিগোত্র, হায় !

কোথায় আমি পাপাত্মা দরিদ্র, আশ্রিত কোথায় সেই

সম্বৈষ্ণবগ্যাপূর্ণ কৃষ্ণব্রহ্ম । আমি ব্রাহ্মণধর্ম বলিয়াই ভগবান্

কর্তৃক বাহুয় দ্বারা আশ্রিত হইলাম ॥ ১০৬ ॥

এ বোল শুনিঞা সে প্রকাশে ঠাকুরাল ।

কোটি রবি-কিরণ বরণ উজ্জয়ার ॥ ১০৭ ॥

আসনে-বসিয়া কহে বচন মধুর ।

এই আমি চিদানন্দ—না ভাবিহ দূর ॥ ১০৮ ॥

এ বোল শুনিঞা সতে আনন্দ বিহ্বল ।

পুলকে ভরিল সতে সব কলেবর ॥ ১০৯ ॥

শ্রীবাসপণ্ডিত সেই উত্তম-আচার ।

গঙ্গাজলে অভিষেক করয়ে তাহার ॥ ১১০ ॥

অভিষেক করি' পূজা করি' যথানিধি ।

তাহার পূজায় তুষ্ট হৈলা গুণনিধি ॥ ১১১ ॥



আনন্দে সকল লোক হরিগুণ গায় ।  
 ভকত-বদন হেরি' নাচে গোরারায় ॥ ১১২ ॥  
 নরহরি-পাদপদ্ম ধরি' শিরোপরি ।  
 কহয়ে লোচনদাস গৌরাজমাধুরী ॥ ১১৩ ॥  
 তার-পর-দিনে কথা অপূর্বকথন ।  
 সাবধানে শুন সভে কহিব এখন ॥ ১১৪ ॥  
 শিখায়ে সকল লোকে লোক-শিক্ষাগুরু ।  
 করুণাসাগর প্রেমভক্তি-কল্পতরু ॥ ১১৫ ॥  
 নিজজন বুঝাবারে করে যত কার্য্য ।  
 সংহতি করিয়া আদি অদ্বৈত-আচার্য্য ॥ ১১৬ ॥  
 শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ।  
 গদাধর, শুক্লাধর, রাম আদি অন্ত ॥ ১১৭ ॥  
 নরহরি, রঘুনন্দন, শ্রীমুকুন্দদাস ।  
 বাসুঘোষ, জগদানন্দ আদি সর্ব দাস ॥ ১১৮ ॥  
 যতেক ভকত সব সংহতি করিয়া ।  
 দেবালয়ে যায় প্রভু আনন্দিত হইয়া ॥ ১১৯ ॥  
 নেত-ধটী পরিধান—কাঞ্চে ত কোদাল ।  
 করে সন্ন্যাসার্জনী করি' সভার মিশাল ॥ ১২০ ॥  
 সজ্জের যতেক জন ধরে সেই বেশ ।  
 হাতে ঝাঁটা কাঞ্চে কোদাল উভ বাঞ্চে কেশ ॥  
 দেবালয়-মার্জনা করিতে যায় প্রভু ।  
 হেন অদভূত কথা নাহি শুনি কভু ॥ ১২২ ॥  
 কৃষ্ণের হৃদিপ হইয়া বুলে দ্বারে দ্বারে ।  
 সকল বৈষ্ণব মেলি' সন্ন্যাসার্জনা করে ॥ ১২৩ ॥  
 এইমতে লোকশিক্ষা করায়ৈ ঠাকুর ।  
 ভজহ সকল লোক—যে হও চতুর ॥ ১২৪ ॥  
 প্রেমভক্তি-দাতা আর নাহি কোন জন ।  
 জানিঞা ভজহ শ্রীগৌরাজচরণ ॥ ১২৫ ॥  
 যুগে যুগে কত কত অবতার আছে ।  
 ভজিলে সে ভজে—তঁার অনুরূপ আছে ॥ ১২৬ ॥  
 আর কেহো নাহি করে হেন ঠাকুরাল ।  
 ভক্তি বুঝাবারে করে কাঞ্চে ত কোদাল ॥  
 না ভজিলে ভজে হেন জন কোন যুগে ।  
 ঘরে ঘরে বুলে কেবা নিজভক্তি যাগে ॥ ১২৮ ॥

ভজিলে-সে ভজে সেই বড়ই ঠাকুর ।  
 ভজ্তে সে কহয়ে ইহা আনে কহে দূর ॥ ১২৯ ॥  
 বিচার না করে পাত্রাপাত্র কোন দেশে ।  
 বৃন্দাবনধন দিয়া সভারে সম্বোধে ॥ ১৩০ ॥  
 ধর্ম্মাধর্ম্মপর প্রেম যাচই সভারে ।  
 তারিল সভারে প্রভু শচীর কুমারে ॥ ১৩১ ॥  
 ব্রহ্মা, মহেশ্বর কিবা লখিমী, অনন্ত ।  
 আপন বলিতে নারে এ হেন দুরন্ত ॥ ১৩২ ॥  
 না ভজিলে নিজবোলে নাহিক ঠাকুর ।  
 এই সে কারণে গৌরাগুণে মনঝুর ॥ ১৩৩ ॥  
 গৌরাগুণ ভজ ভাই না করিহ হেলা ।  
 সংসার তরিতে মাত্র সবে এই ভেলা ॥ ১৩৪ ॥  
 এ হেন ঠাকুর কেহো না হইব আর ।  
 কহয়ে লোচন সবে গৌরা-অবতার ॥ ১৩৫ ॥

কুষ্ঠব্যাদির পাপমোচন ও বলদেবাবেশ

### কথাসান্ন

একদিন শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমাবেশে গমন  
 করিতোছেন, এমন সময় সেই পথে এক কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত  
 ব্রাহ্মণ নিজ উদ্ধারের জন্য শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর নিকট নিবেদন  
 করিলে, শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু প্রথমে তাকে বৈষ্ণবপরাণী  
 বলিয়া উপেক্ষা করিলেন, পরে তাকে শ্রীমদ পণ্ডিতের  
 নিকট নিজ অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন,  
 অপশেষে তাহাকে বৈষ্ণবপরাণ হইতে মুক্ত করিয়া প্রেম  
 প্রদান করেন ।

গৌরমুন্দরের নৃত্য দর্শনাভিলাষী জনৈক ব্রাহ্মণকে  
 শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু গৌরভক্তগণ বাপা প্রদান করায় তাঁহার মনোভীষ্ট  
 পূর্ণ হয় নাই, তজ্জগ তিনি একদিন শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুকে গঙ্গায়  
 নান করিতে দেখিয়া ক্রোধপূর্বক তাঁহার প্রতি “তোমার  
 সংসারমুখ বিনষ্ট হইক” বলিয়া শাপ প্রদান করিলে, শ্রীমদ্ব্যাস-  
 প্রভু আনন্দের সহিত বিপ্র-শাপ গ্রহণ করিলেন । তাহাতে  
 বিপ্রের চৈতন্যোদয় হইলে, তিনি ভীত হইয়া শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর

জ্ঞতি করিগে শ্রীমন্নহাপ্রভু “বিপ্রেয় শাপ তাঁহার নিম্ন  
অভিপ্রেত” — ইহা জানাইয়া বিপ্রেকে সাধুনা প্রদান কবেন ।

অনন্তর শ্রীমন্নহাপ্রভুর বলনাম-আবেশে ‘মধু দেহ’  
বলিয়া চীৎকার, ভক্তসঙ্গে কীৰ্ত্তন করিতে শ্রীমদ্বৈতাচার্য্য-  
ভবনে গমন, তৎপর দিবস বগদেব-ভাসে মুচ্ছিত হইলে  
গদাপর-আগমনে ভাব-সংবরণ, আচার্য্যরঙ্গ-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের  
আগমন, শ্রীবাসাদি ভক্তগণের শ্রীমন্নহাপ্রভুকে বগদেবরূপে  
দর্শন, ভক্তগণ-সঙ্গে স্নানার্থ গঙ্গায় গমন প্রভৃতি বিচিত্র  
বীণা বর্ণিত হইয়াছে ।

### হরি রাম নারায়ণ

শচীর ছুলাল হেমগোরা ॥ক্রা॥

আর অপরূপ শুন গৌরান্ধচরিত ।  
শুনিলে পাইবে ইথে বড়ই পীরিত ॥ ১ ॥  
নিজজনসনে পছ পথে চলি' যায় ।  
কৃষ্ণকথারসে অঙ্গ আবেশে ছুলায় ॥ ২ ॥  
সেই পথে ছিল কুষ্ঠব্যাদি একজনে ।  
বিনয় করিয়া কহে প্রভুর চরণে ॥ ৩ ॥  
ভূমিতে পড়িয়া সেই পরণাম করে ।  
কাতর হইয়া কিছু সলিনয়ে বোলে -- ॥ ৪ ॥  
সবলোকে বোলে প্রভু ভূমি জনার্দন ।  
ভূমি সে পুরুষোত্তম ভূমি সনাতন ॥ ৫ ॥  
ভূমি দেবদেবেশ্বর, ত্রিজগৎ-বন্ধু ।  
আমারে উদ্ধার কর করুণার সিন্ধু ॥ ৬ ॥  
পতিতপাবন শূনি' আইলু' তোর ঠাঁঞি ।  
তারহ আমারে তুমি সভার গোসাঁঞি ॥ ৭ ॥  
ওহে অকিঞ্চননাথ শচীর ছুলাল ।  
তারহ আমারে প্রভু গৌরান্ধ গোপাল ॥ ৮ ॥  
আমার অধিক পাপী নাহি ত্রিভুবনে ।  
ছুঃসহ এ কুষ্ঠব্যাদি কর পরিত্রাণে ॥ ৯ ॥  
এ বোল শূনিঞা প্রভু কৃষিলা অন্তর ।  
ক্রোধদৃষ্টে চাহে কুষ্ঠব্যাদির উপর ॥ ১০ ॥  
ঠাকুর কহয়ে—শুন পাপ ছুরাচার ।  
বৈষ্ণবের নিন্দা তুমি কৈলে কেনে ছার ॥ ১১ ॥

সংসারে যতেক জীব - সে-ই মোর মিত্র ।  
বৈষ্ণবের দ্বেষ করে—সে-ই মোর শত্রু ॥ ১২ ॥  
আপন নিন্দায় আমি কভু নাহি চুঃখী ।  
শ্রীবাসপণ্ডিত-নিন্দায় কেমনে হব সুখী ॥ ১৩ ॥  
অকথ্যবচন তুঞ্জি কহিলি তাহারে ।  
শতজন্ম ভুঞ্জিলেহ না ঘুচিব তোরে ॥ ১৪ ॥  
বৈষ্ণবের অপরাধ করে যেই জন ।  
তার পরিত্রাণ আমি না করি কখন ॥ ১৫ ॥  
বাহিরে পরাণ দেখ এই মোর দেহ ।  
বৈষ্ণব অন্তরে প্রাণ—নাহিক সন্দেহ ॥ ১৬ ॥  
বৈষ্ণবের সেবা করে মোরে করে দ্বেষ ।  
তার পরিত্রাণ করি ঘুচাইয়ে ক্লেণ ॥ ১৭ ॥  
বৈষ্ণবের হিংসা করে যেই মুঢ় জন ।  
নরকে পড়য়ে—তার নাহিক শরণ ॥ ১৮ ॥  
ভূমি সে পাতকী মহাপামর ছরন্ত ।  
কত কাল নরক ভুঞ্জিবি—নাহি অন্ত ॥ ১৯ ॥  
এ বোল শূনিঞা কুষ্ঠব্যাদি পড়ি' কান্দে ।  
আকুল হইয়া কান্দে—স্থির নাহি বাঞ্জে ॥ ২০ ॥  
ভকত বুলিয়া রূপা আর অবতারে ।  
এবে সে পামর প্রভু কলিতে ঘরে ঘরে ॥ ২১ ॥  
যে তোমারে না ভজিবে—তাহারে মারিবে ।  
পতিতপাবন-নাম কেমনে ধরিবে ॥ ২২ ॥  
জয় বিশ্বস্তর নাম সভার কল্যাণ ।  
জয় মহাবাহু ধর্ম্মসেতু অপিতান ॥ ২৩ ॥  
তোরে সেতুবন্ধে লোক হলে ভব-পার ।  
আমারে না ফেল প্রভু শচীর কুমার ॥ ২৪ ॥  
দেখিয়া করুণা যদি হঞাছে হৃদয় ।  
তথাপি বৈষ্ণববশ—স্বতন্ত্রতা নয় ॥ ২৫ ॥  
ইহা জানি' গেলা প্রভু শ্রীবাস-আলয় ।  
বসিয়া সকল কথা কহে মহাশয়— ॥ ২৬ ॥  
পথেতে দেখিল কুষ্ঠব্যাদি একজন ।  
অপরাধ ভুঞ্জিব সে অনেক জনম ॥ ২৭ ॥  
তোর অপরাধে সে গলিত সর্ব্বদেহ ।  
তাহারে দেখিয়া মোর না উঠিল নেহ ॥ ২৮ ॥

'পরিত্রাণ কর' বলি' ডাকে কুষ্ঠব্যাদি ।  
 কে করিলে পরিত্রাণ তোর অপরাধী ॥ ২৯ ॥  
 যদি বা আপনে তুমি দয়া-দিঠে চায় ।  
 তনে সে নিস্তারে পাপী তোমার রূপায় ॥ ৩০ ॥  
 এ বোল শুনিঞা তবে ত্রীবাস-পণ্ডিত ।  
 হাসিতে লাগিল প্রভুর শুনিঞা চরিত ॥ ৩১ ॥  
 মুঞি মহাপ্রাণময় মোরে হেন বোল ।  
 মোর ছলে পাতকীর পরিত্রাণ কর ॥ ৩২ ॥  
 মোর ঠাঞি তার দোষ ঘুচিল সর্বধখা ।  
 প্রসন্ন হইলু' আমি ঘুচু তার ব্যথা ॥ ৩৩ ॥  
 এ বোল শুনিয়া প্রভু করে হরি-নাদ ।  
 নিস্তারিল কুষ্ঠব্যাদি হৈল পরসাদ ॥ ৩৪ ॥  
 তথা গঙ্গাভীরে সেইক্ষণে কুষ্ঠব্যাদি ।  
 পাইল ত্রীবাসরূপা-পরম-ওষধি ॥ ৩৫ ॥  
 দিব্যদেহ সেইক্ষণে হইল তাহার ।  
 গৌরাজ বলিয়া ধায় আরতি-বিধার ॥ ৩৬ ॥  
 কোথা গেল গৌরচন্দ্র অন্তরের চান্দ ।  
 এমন কে তারে' ভবব্যাদি মহা-আন্ধ ॥ ৩৭ ॥  
 এথা গৌরচন্দ্র ত্রীনিবাস-ঘর হৈতে ।  
 কুষ্ঠব্যাদি দেখিবারে চলিল তুরিতে ॥ ৩৮ ॥  
 পথে কুষ্ঠব্যাদি সনে হৈল দরশন ।  
 ধরিয়া পড়িল ভূমি প্রভুরচরণ ॥ ৩৯ ॥  
 তুলিয়া তাহারে প্রভু করিল আলিঙ্গনে ।  
 ব্রহ্মার ছল'ত প্রেম দিলা সেইক্ষণে ॥ ৪০ ॥  
 হাসে কান্দে নাচে গায় গড়াগড়ি যায় ।  
 গদাধর-বন্ধু বলি' নাচিয়া বেড়ায় ॥ ৪১ ॥  
 সব ভক্ত আনন্দিত হৈল তা দেখিয়া ।  
 চমৎকার হৈল দেখি' সকল নদিয়া ॥ ৪২ ॥  
 শুন সর্বজন বিশ্বস্তরের চরিত ।  
 শুনিলে সে প্রেমভক্তি পাইবে তুরিত ॥ ৪৩ ॥  
 অতি অপক্লপ এই নদিয়া প্রকাশ ।  
 শুনিলে আনন্দে ভোরা এ লোচনদাস ॥ ৪৪ ॥  
 তবে আর-একদিন প্রভু নৃত্য করে ।  
 আছিল ত একজন ব্রাহ্মণ ছয়ারে ॥ ৪৫ ॥

হেনই সময়ে আইল আর এক ব্রাহ্মণ ।  
 গৌরচন্দ্র নৃত্য করে—দেখিবারে মন ॥ ৪৬ ॥  
 দ্বারেতে যে ছিল তারে না দিল যাইতে ।  
 দ্বঃখিত হইল বিপ্র না পাঞা দেখিতে ॥ ৪৭ ॥  
 দ্বঃখিত হইয়া বিপ্র নিজ ঘরে গেল ।  
 আনন্দে নাচিল প্রভু—কিছু না জানিল ॥ ৪৮ ॥  
 তার-পর-দিনে প্রভু-গঙ্গাস্নান-কালে ।  
 আচম্বিতে সেই দ্বিজ দেখিল প্রভুরে ॥ ৪৯ ॥  
 দেখিলেক গঙ্গাস্নানে প্রভু বিশ্বস্তর ।  
 ক্রোধদৃষ্টে চাহে বিপ্র—কাঁপে কলেবর ॥ ৫০ ॥  
 প্রভুকে দেখিয়া বোলে সক্রোধ বচন— ।  
 তোর ঘরে গেলে' তোরে দেখিবারে মন ॥ ৫১ ॥  
 তোর নৃত্য দেখিবারে বড় ছিল সাধ ।  
 পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এক তাতে দিল বান ॥ ৫২ ॥  
 না দিল যাইতে মোরে বাহির-দুয়ারে ।  
 তেমনি বাহির তুমি হইবে সংসারে ॥ ৫৩ ॥  
 ইহা বলি' উপবীত ছিণ্ডিলেক ক্রোধে ।  
 ক্রোধে অচেতন বিপ্র—নাহি পরাণে ॥ ৫৪ ॥  
 দ্বারের বাহির কৈল—আমি নাহি সহি ।  
 শাপ দিল—ইউ তুমি সংসারের বহি ॥ ৫৫ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু হরিশ অন্তর ।  
 ব্রাহ্মণের শাপ মোরে বড় হৈল বর ॥ ৫৬ ॥  
 শাপ স্বাকায় যবে কৈল ভগবান্ ।  
 শুনিঞা ব্রাহ্মণ ভয় পাইল বড় মন ॥ ৫৭ ॥  
 আমি কি করিল প্রভু যে বোলাইলে তুমি ।  
 তুমি-সর্ব-পরিপূর্ণ সর্ব-অন্তর্ঘামী ॥ ৫৮ ॥  
 কুতর্কের গণ সব নিস্তার করিবে ।  
 সন্ন্যাস করিয়া তা'সভারে প্রেম দিবে ॥ ৫৯ ॥  
 সন্ন্যাসী বলিয়া 'গুরু' তোমারে বলিবে ।  
 সেই নম্রভাবে প্রেম তা'সভারে দিবে ॥ ৬০ ॥  
 পরম চতুরশিরোমণি গৌরহরি ।  
 দিলাইবে পূর্ব প্রেম-ভাগ্য উঘাড়ি ॥ ৬১ ॥  
 তোনার প্রতিজ্ঞা এই—ব্রহ্মাণ্ড ডুবাবে ।  
 দুর্জন সৃজন সভা—কারে না রাখিবে ॥ ৬২ ॥

আগি সে বঞ্চিত হৈলু তোর প্রেম-বাণে ।  
 কি হইবে মোর গতি পতিতপাননে ॥ ৬৩ ॥  
 শুনি' প্রভু বোলে—শাপ নহে মোর বর ।  
 মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলে—নাহি তোর ডর ॥  
 শুনিঞা পড়িলা নিপ্র প্রভুর চরণে ।  
 তুলিয়া ত মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৬৫ ॥  
 প্রভু-আলিঙ্গনে নিপ্র প্রেমায় আকুল ।  
 গরগর রুম্বুপ্রেমে হইলা তরল ॥ ৬৬ ॥  
 নিপ্রের মানসপূর্ণ ক'ল ভগবান্ ।  
 ব্রহ্মার চুল্ল'ভ প্রেম তারে দিল দাম ॥ ৬৭ ॥  
 হেন চিত্র লীলা করে গোবিন্দসুন্দর ।  
 বৃষ্ণিতে না পারে ছুটে-অন্তর পান্নর ॥ ৬৮ ॥  
 ইহা বলি' মহাপ্রভু অন্তর উল্লাসে ।  
 গৌরাগুণ গায় স্তবে এ লোচনদাসে ॥ ৬৯ ॥

মহাপ্রভুর বিবিধাবশেষে প্রেম বিস্তরণ

### কথাসান্ন

শ্রীমদ্বাচস্পতি কবি-কীৰ্ত্তন এং বন্যাবশেষে সঙ্গত-  
 সঙ্গে নৃত্য কবিমেন; অনন্তর শিব, শুক, নারদ ও  
 মনবাঁদি ঋষিগণ যে সঙ্গীত-নৃত্যে ভগবানের আরাধনা  
 করেন, সেই সঙ্গীত-নৃত্যে সঙ্গশাস্ত্রের সাবসম্ম, কলিঙ্গের এই  
 সঙ্গীত-নৃত্যই একমাত্র অবলম্বনী, এই ধর্ম প্রাতি জীবের  
 দ্বাবে দ্বাবে বিস্তরণ করিবার জন্য যোগ্যতর গৌরবীর অবতারণ,  
 স্মৃতিবাং শ্রীমদ্বাচস্পতি অষ্টোত্তাশাস্ত্র-ভক্তবৃন্দকে নাম-  
 সঙ্গীত-প্রচার করিতে আদেশ করিয়া নিজজন-সঙ্গে  
 গোপীদিগের কথা কীৰ্ত্তন কবিত্তে করিতে গোপীভাবাবিষ্ট  
 হইয়া আচার্য চন্দ্রশেখরের ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন,  
 শ্রীমদ্বাচস্পতি নারদভাবাবেশে আবিষ্ট হইলেন, ভাবাবেশে  
 শ্রীমদ্বাচস্পতি সঙ্গসমক্ষে গদাধর গণ্ডিতের মতিমা কীৰ্ত্তন  
 করিয়া তান যে ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি ভক্তবৃন্দের এবং  
 সঙ্গীতদেবী আরাধ্যা শ্রীমতা প্রানিকা ইহাও জ্ঞাপন  
 করিলেন। ঠাকুর হরিদাসও তৎকালে তাঁহাদের সঙ্গিত  
 মিলিত হইলেন। সঙ্গ বৈষ্ণবগণ নাম-প্রেম-সঙ্গীতনে

হমেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি গোপীভাবে রম্যমান  
 কারতে কবিত্তে হর্ষাং ব্রহ্মাভাবে প্রমত্ত হইলেন। তৎকালে  
 ভক্তগণ তাঁহাকে লক্ষ্মীকপে দর্শন করিয়া লক্ষ্মীপ স্তব  
 করিলেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি লক্ষ্মীর আবেশে স্বীয় দাশপ্রেম  
 বিস্তরণ করিলেন, হেনকালে এক ব্রাহ্মণ আনিয়া শ্রীমদ্বাচ-  
 স্পতিকে 'প্রভু' বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে আচ্ছান কারণে, শ্রীমদ্বাচ-  
 স্পতি লক্ষ্মীভাব পরিত্যাগ পুস্তক ছেঁড়পড়াবাবিঃ হইয়া  
 লক্ষ্মীভাবে প্রেম বিস্তরণ করিলেন।

বিভাস যোগ—দিশ ।

জয় জয় গৌরান্ধচান্দ

নদিয়া-উনয় কলিকালে ॥ মূর্চ্ছা ॥  
 না হারে আমার প্রভু কথ্য শুন ।  
 এ তিন ভুবন আলো কৈল যার গুণ ॥  
 না হারে গৌরান্ধচান্দের কথা শুন ॥  
 কি আরে হয় ॥ ১ ॥  
 আর কথা কহি—শুন বড় অপকুপ ।  
 নদিয়ানগরে নিতি নূতন কোঁতুক ॥ ১ ॥  
 নিজঘরে বৈসে প্রভু আনন্দিত মন ।  
 চৌদিগে বেঢ়িয়া বৈসে সব নিজজন ॥ ২ ॥  
 আচম্বিতে এক ধর্ম উচ্চৈঃস্বরে গগনে ।  
 মধু দেহ বলি' ডাকে এ মেঘ-নিঃস্বনে ॥ ৩ ॥  
 সেইক্ষণে ধরে প্রভু হল্যুধ-রূপ ।  
 নীলবসন শ্বেতপর্ক্বতস্বরূপ ॥ ৪ ॥  
 সুন্দর চরণ আর পদ্মলোচনে ।  
 আশ্চর্য্য দেখিয়া সব ছুটে হৈলা মনে ॥ ৫ ॥  
 সর্বজন-প্রেমদাতা প্রেম বিলময় ।  
 আপন আবেশ ধরি' নাচে মহাশয় ॥ ৬ ॥  
 হরি নাম গায় সব-নিজ-জন-সনে ।  
 সেইমনে গেলা অদ্বৈত-মুরারির স্থানে ॥ ৭ ॥  
 তথা গিয়া কহে প্রভু গদগদভাষ ।  
 মধু দেহ দেহ বলি' অট্ট-অট্ট হাস ॥ ৮ ॥  
 দেহের বরণ যেন বাল-দীননাথ ।  
 মধু দেহ দেহ বলি' ঘন পাতে হাথ ॥ ৯ ॥

ତୋରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଜନ କରିয়া ନିଜକରେ ।  
 ଗନ୍ଧୁପାନ କରି' ତୋଳେ ରସେର ଉଦ୍‌ଗାରେ ॥ ୧୦ ॥  
 ଟଳବଳ କରି' ନାଚେ ପ୍ରେମେ ଗାତୋରାଳ ।  
 ହେଉ-ହେଉ କରି' ତୋଳେ ରସେର ଉଦ୍‌ଗାର ॥ ୧୧ ॥  
 ଛ଼ଣେ ପଢ଼େ, ଛ଼ଣେ ଓଠେ, ଛ଼ଣେ କାନ୍ଦେ ହାସେ ।  
 ଅଧର ଗିଠାହି' ଛ଼ଣେ ଅଟୁ-ଅଟୁ ହାସେ ॥ ୧୨ ॥  
 ଦେଖିଯା ସକଳ ଲୋକ କରରେ ସ୍ତବନ ।  
 'ହଲଧର' ବଳି' କେହୋ ଧରରେ ଚରଣ ॥ ୧୩ ॥  
 ତବେ ମେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ବଳରାମ ।  
 କହରେ ଅଭୂତ-କଥା ଅତି ଅନୁପାମ ॥ ୧୪ ॥  
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାହିଁସେ ଆମି—ବଳେ ହେର ସୁଖୀ ।  
 ଅଦ୍ଭୁତ ସୁପେୟ ଗଧୁ ଆମି' ଦେହ ଦେଖି ॥ ୧୫ ॥  
 ମେହିଖାନେ ଶ୍ରୀ ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ ଦାଢ଼ାଝିଆ ।  
 ହିଁ ଗନ୍ଧ' ବଳି' କେଲେ ଅଜ୍ଞୁଲେ ଚୈନିଆ ॥ ୧୬ ॥  
 ଅଜ୍ଞୁଲି-ହେଲ୍ୟାସ ବିପ୍ର ପଢ଼େ ବନ୍ଧୁଚୂର ।  
 ଲଞ୍ଜା ସେ ପାହିଲ ବିପ୍ର ଫେବିଲ ଠାକୁର ॥ ୧୭ ॥  
 ପ୍ରଭାତେ ଆବେଶ ଭେଳ ସାୟାହୁ-ସମୟ ।  
 ଲୀଳାବଳରାମ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ ମହାଶୟ ॥ ୧୮ ॥  
 ନରହରି ପାଦପଦ୍ମ ଶିରେର ଭୂଷଣ ।  
 ଅଳ୍ପ ଗୋରାଖୁଣ୍ଡ କହେ ଏ ଦାସ ଲୋଚନ ॥ ୧୯ ॥  
 ତାର ପରଦିନେ ଶୁଭ ଅପରୂପ ଆର ।  
 ନାଚରେ ଠାକୁର ବଳଦେବ ବ୍ୟବହାର ॥ ୨୦ ॥  
 ଆଚନ୍ଦ୍ରିତେ ପରିତାପ କରି' ପାହିଲ ମୋହ ।  
 ବଳରାମ-ସ୍ମରଣେ ନୟନେ ବହେ ଲୋହ ॥ ୨୧ ॥  
 ଭୂମିତେ ଲୋଟାୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଳ୍ମକେଶ ।  
 ଗୁଠେ ଜଳ ଦେହି ସବ-ଜନ ପାୟ କ୍ଳେଶ ॥ ୨୨ ॥  
 ଛ଼ଣେକେ ହିଁଲ ସଂଜ୍ଞା ଗଦାଧର ଦେଖି' ।  
 କହିଲ କାତରବାଣୀ ହିଁଜ୍ଞିତ ସେ ଲଖି ॥ ୨୩ ॥  
 ତୁମି ସେ ଆମାର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାଣସମ ଜାନି ।  
 ତୋର ପ୍ରେମେ ବଶ ଆମି ଶୁନ ଛିଜ୍ଞଗଣି ॥ ୨୪ ॥  
 ତୋର ନାଥ ଗୁଣ୍ଡେ ହଃ—ତୁମି ମୋର ପ୍ରାଣ ।  
 ଗଦାହିର ଗୋରାହୁ ବୋଲେ କର ଅବଧାନ ॥ ୨୫ ॥  
 ମୋର ଯତ୍ନ ଭାବ—ତୋଥେ ନହେ ଅଗୋଚର ।  
 ଆମାର ଅନ୍ତରଶକ୍ତି ତୋର କଳେବର ॥ ୨୬ ॥

ରାତ୍ରିଦିନ ମୋର ସଞ୍ଜ ଭିଲେକ ନା ଛାଡ଼ ।  
 ତୋମା ନିନେ ମୋର କଥା ଜାଣେ କେ ବା ଦଢ଼ ॥ ୨୭ ॥  
 ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଯତ ନୈଷ୍ଠ୍ୟ ସେ ଜନ ।  
 ଆନନ୍ଦ ସଭାରେ—ଆମି ଦେଖିବ ଏଥନ ॥ ୨୮ ॥  
 ଆଜ୍ଞା ପାହିଆ ଗଦାଧରପାଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ।  
 ଆନିଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟରତ୍ନ-ଆଦି ଯତ ଆରେ ॥ ୨୯ ॥  
 ଆସିଆ ଦେଖିଲ ଯତ ମହୋତ୍ତମଜନ ।  
 ବିଭୋର ହିଁଲ ସତ୍ତ୍ଵେ ସଜ୍ଞଲୋଚନ ॥ ୩୦ ॥  
 କହିଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟରତ୍ନ ଧନ୍ଧୁର ବଚନ— ।  
 କହନା ଆପନେ ବାପ ହିଁହାର କାରଣ ॥ ୩୧ ॥  
 ଶୁନିଣ୍ଡା ତାହାର ବାଣୀ କହେ ନିଷ୍ଠୁର ।  
 କହିତେ ନା ପାରେ—କର୍ତ୍ତ୍ତ୍ଵ ଗଦଗନ୍ଧସର ॥ ୩୨ ॥  
 ଅତି ସୁବିହ୍ଵଳ କହେ ଆଧ ଆଗ-ବୋଲେ ।  
 ଶ୍ଵେତଗିରି ହଲ୍ୟାୟୁ ଦେଖିଲ ଯୋ କୋଲେ ॥ ୩୩ ॥  
 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୋଖକ ସୂର୍ଯ୍ୟାସମ ଗନ ପ୍ରଭା ।  
 ବଳଗନ କରେ ଅତି ଅନନ୍ଦାର ଆଭା ॥ ୩୪ ॥  
 କହିତେ କହିତେ ପ୍ରଭୁ ମେହି ପୁନର୍କାର ।  
 ବଳଦେବ ଦେଖି' ଶ୍ଵେତପର୍ବତ-ଆକାର ॥ ୩୫ ॥  
 ତବେ ମେହି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଷ୍ଠୁରରାୟ ।  
 ମେହିଗତେ ତଦାନେଶେ ପୁମଃ ନାଚେ ଗାୟ ॥ ୩୬ ॥  
 ସକଳ ନୈଷ୍ଠ୍ୟଜନ ଆନନ୍ଦେ ବିହ୍ଵଳ ।  
 ବଳରାମ-ପ୍ରେମେ ସତ୍ତ୍ଵେ କରେ ଟଳବଳ ॥ ୩୭ ॥  
 ଆନନ୍ଦେ ଭରଣ ସଭାର ଦିଗ୍‌ଗିଦିକେ ।  
 ତୁହିଦିନ ଭେଳ ପ୍ରଭୁର ଆବେଶ ନା ଭାଙ୍ଗେ ॥ ୩୮ ॥  
 ତବେ ତାରପର-ଦିନେ ନୃତ୍ୟର ସମୟ ।  
 ଚୌଦିଗେ ବେଢ଼ିଲ ସବ ଭକ୍ତ ମହାଶୟ ॥ ୩୯ ॥  
 ପଦର୍ତ୍ତନ-ତାଳେ ମଝି ଟଳବଳ କରେ ।  
 ତୁଳାୟ ଭରଣ ଅଧି—ଆଧ-ଆଧ ବୋଲେ ॥ ୪୦ ॥  
 ମନ୍ତ୍ର କରିବର ଯେନ ଗମନ ମନ୍ତ୍ରର ।  
 ଚଳିତେ ନା ପାରେ—ପ୍ରେମେ ଶୈଶେଳ ନିର୍ଭର ॥ ୪୧ ॥  
 ହେନ ପଞ୍ଚ' ଆବେଶ—ଅବଶ ଭେଳ ସଞ୍ଜୀ ।  
 ନାଚରେ ବିହ୍ଵଳ ବଳରାମ-ରଞ୍ଜେ ରଞ୍ଜୀ ॥ ୪୨ ॥  
 ନାଚିତେ ଗାହିତେ ଭେଳ ସାୟାହୁ-ସମୟ ।  
 ଆଚନ୍ଦ୍ରିତେ ବୟାନେ ବାଞ୍ଚୁଣୀଗଞ୍ଜ କୟ ॥ ୪୩ ॥

বারুণীর দিব্যগঞ্জে ভেল আমোদিত ।  
 চৌদিগে নেহারে লোক হৈয়া চমকিত ॥ ৪৪ ॥  
 দশদিগ্ আমোদিত বারুণীর গঞ্জে ।  
 মাতল ভকত অতি প্রেম উনমাদে ॥ ৪৫ ॥  
 হেনকালে শ্রীশাসপণ্ডিত দ্বিজবর্ষা ।  
 দেখিলেন—শুন তার অনুভাব কার্য্য ॥ ৪৬ ॥  
 আচক্ষিতে দিব্য দিব্য পুরুষরতন ।  
 সেইখানে দিব্য-বেশে হৈল উপসন্ন ॥ ৪৭ ॥  
 কারো এক কর্ণে পদ্ম—কমল-লোচন ।  
 এক বে কুণ্ডল কর্ণে—নীলিম বসন ॥ ৪৮ ॥  
 গীত বস্ত্র—পাগড়ি বাক্সিয়া লটপটি ।  
 কহিতে না পারি রূপ বেশ পরিপাঠী ॥ ৪৯ ॥  
 বনমালী নাম এক ব্রাহ্মণ তথাই :  
 কহিব তাহার কথা—শুন সব তাই ॥ ৫০ ॥  
 দেখিলেক কাঞ্চন-নির্মিত কলেবর ।  
 রত্ন-বিভূষিত যেন সুরেশ্বর-শিখর ॥ ৫১ ॥  
 দেখি' অতি স্তম্ভ মন তরু পুন্দরিত ।  
 দেখিয়া সকল লোক ভেল চমকিত ॥ ৫২ ॥  
 হলায়ুধ-বেশে নাচে তিন-লোক-নাথ ।  
 সকল ভকত মেলি' নাচে তার সাথ ॥ ৫৩ ॥  
 অন্তরীক্ষে দেবগণ হরষিত-মনে ।  
 সন্তোষহৃদয়ে গেল নিজনিজ স্থানে ॥ ৫৪ ॥  
 এইমনে গোড়াইয়া সব দিবানিশি ।  
 সুরনদীশ্রানে প্রভু যার হাসি' হাসি' ॥ ৫৫ ॥  
 সকল বৈষ্ণবগণ করি' এক-মেনে ।  
 করয়ে মার্জ্জন স্নান সুরনদীজলে ॥ ৫৬ ॥  
 নিজজন-সঙ্গে পছ' হাস-পরিহাসে ।  
 কৌতুকে করয়ে ক্রীড়া ভা'সভার রসে ॥ ৫৭ ॥  
 স্নান সমাপিয়া প্রভু উঠিলা সত্বর ।  
 প্রভু নমস্করি সভে গেলা নিজঘর ॥ ৫৮ ॥  
 নিজালয় গিয়া প্রভু আছে মহাসুখে ।  
 প্রভাতে আইলা সভে প্রভুর সন্মুখে ॥ ৫৯ ॥  
 কহিলা ত মহাপ্রভু শুন এক বাণী ।  
 গদগদ কহিতে বেকত আদখানি ॥ ৬০ ॥

বরাহঠাকুর মোরে আলিঙ্গন দিল ।  
 হলায়ুধ মোর হিয়া প্রবেশ করিল ॥ ৬১ ॥  
 নয়ানে অঞ্জলি মোর মুরলীবদন ।  
 কহিল অমৃত কথা—শুন নিজজন ॥ ৬২ ॥  
 কহিল ত মহাপ্রভু শ্রীশাস দেখিয়া ।  
 মোর বাঁশী দেহ—চাহে শ্রীহস্ত পাতিয়া ॥ ৬৩ ॥  
 তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর ।  
 কহিল তাঁহারে তেঁহ ভক্ত সূচকুর ॥ ৬৪ ॥  
 শুন শুন মহাপ্রভু এই তোর ঘরে ।  
 রাখিল ভীষ্মক-বন্দ্য মুরলী তোমারে ॥ ৬৫ ॥  
 কপাট লাগিল রাত্রে ঘরের ছুরারে ।  
 এখনি পাইবা বাঁশী—কহিল তোমারে ॥ ৬৬ ॥  
 এই মনে ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ-কৌতুক ।  
 নদীরানিত্য এই বড় অপরূপ ॥ ৬৭ ॥  
 যে যে জানে কৃষ্ণরস—সে জানে মরম ।  
 নদীয়া নিহার-কথা যত বড় মন ॥ ৬৮ ॥  
 যে না জানে—তারে আশি করিয়ে বিনতি ।  
 হেলা না করিহ দেহ গোরাগুণে মতি ॥ ৬৯ ॥  
 মন দিয়া চাহ তাই কি আছে ইহাতে ।  
 ত্রিজগত-নাথ কৃষ্ণ লাগি' পাবে হাথে ॥ ৭০ ॥  
 না ভিজিলে 'নাহি নাহি নাহিক নিস্তার' ।  
 এ লোচন দাস ইহা নোলে বারবার ॥ ৭১ ॥  
 তার-পর-দিনে প্রভু বসি' দিব্যামলে ।  
 কহিতে লাগিলা কিছু সব ভক্তগণে ॥ ৭২ ॥  
 মোর এই সংকীৰ্ত্তন বস্ত্রের মহিমা ।  
 সব শাস্ত্রে কহে ইহার মহিমা গরিমা ॥ ৭৩ ॥  
 সর্কদর্শসার এই সংকীৰ্ত্তন দর্শ্য ।  
 বিশেষ জানিলে কনিযুগে এই কর্ম্ম ॥ ৭৪ ॥  
 পঞ্চম সে বেদ হৈতে প্রকাশ ইহার ।  
 শিব তেঁই পঞ্চমুখে গায় অনিবার ॥ ৭৫ ॥  
 নারদ বীণায় গাই বুলয়ে নাচিয়া ।  
 শুক-সনকাদি হস্ত বুলয়ে গাইয়া ॥ ৭৬ ॥  
 বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এই বেদ লঞা ।  
 গোপী-সঙ্গে নাচি বুলে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৭৭ ॥

নিত্য বৃন্দাবনে স্থিতি পঞ্চম জানিবে ।  
 ত্রেণ্ড শিব গান করে মহাপ্রেমভাবে ॥ ৭৮ ॥  
 তথাপি গাইয়া শিব ওর না পাইল ।  
 হেন বেদ কলিমুগে প্রকাশ হইল ॥ ৭৯ ॥  
 গানে যেই করে সেই প্রনোদ হইয়া ।  
 গানরূপে বেদের উচ্চারে মহাদয়া ॥ ৮০ ॥  
 সব-লোক-কর্ণ-গর্ভ-কুণ্ড-পরিসর ।  
 জিহবা—শ্রব, ধ্বনি রস—স্বত মনোহর ॥ ৮১ ॥  
 অন্তরে প্রদীপ্ত হঞা ভাব-অগ্নি জ্বলে ।  
 অগ্নি-শিখা—পুলকাক্ষ, কম্প কলেনরে ॥ ৮২ ॥  
 সৰ্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া সব জন নাচে ।  
 সালোক্যাদি মুক্তি তার কিরে পাছে পাছে ॥  
 কদাচ না দেগে দেই নয়ানের কোণে ।  
 নাচিয়া বুলয়ে কৃষ্ণ-রস-আস্বাদনে ॥ ৮৪ ॥  
 সে যজ্ঞ বেঢ়িয়া রহে বৈষ্ণব আচার্য্য ।  
 জানিবে কীর্ত্তন-যজ্ঞ—সৰ্ব্বযজ্ঞ-আর্য্য ॥ ৮৫ ॥  
 ইহাতে জন্মিল এই প্রেম মহাদান ।  
 ইহার গৃহস্থ—নিত্যানন্দ-আবরণ ॥ ৮৬ ॥  
 গদাপরপাণ্ডিত এই প্রেমের গৃহিণী ।  
 এই তত্ত্ব জানিবে সকল ভক্তমণি ॥ ৮৭ ॥  
 অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি আমারে আনিঞা  
 সঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞ স্থাপে' সুদৃঢ় হইয়া ॥ ৮৮ ॥  
 শ্রীনিবাস-নরহরি-আদি ভক্তগণ ।  
 তো'সভারে লঞা মোর যজ্ঞের স্থাপন ॥ ৮৯ ॥  
 এই যজ্ঞ কলিকালে দেহ ঘরে ঘরে ।  
 তরুণ সকল লোক পতিত পামরে ॥ ৯০ ॥  
 এ বোল শুনিঞা ভক্ত কান্দিয়া কান্দিয়া ।  
 প্রভুর চরণে পড়ে চলিয়া চলিয়া ॥ ৯১ ॥  
 সভারে করিলা কোলে গৌর ভগবান্ ।  
 শুনি আনন্দিত কথা এ লোচন গান ॥ ৯২ ॥

বরাড়ি বাগ—পূনা পেথা—ছাত ॥

আর অপরূপ কথা, শুন গোরা-গুণ গাথা,  
 লোক-দেব-অগোচর বাণী ।

আবেশের বশে করে, ভক্তিযোগ-পরচারে,  
 করুণাবিগ্রহ গুণমণি ॥ ৯৩ ॥  
 শুন কথা মন দিয়া, আন-কথা তেয়াগিয়া  
 আর সব কহিবার বেলা ।  
 নিজজন সঙ্গে করি, শ্রীল বিশ্বস্তর হরি,  
 শ্রীচন্দ্রশেখর-বাড়ী গেলা ॥ ৯৪ ॥  
 কথা-পরসঙ্গে কথা, গোপিকার গুণগাথা,  
 কহিতে সে গদগদ ভাস ।  
 অরুণ নয়ান ভেল, দুখনানে ঝরে নীর,  
 রসাবেশে রসের প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥  
 কমলা যাহার পদ, সেনাকরে উনমত,  
 হেন প্রভু গোপিকার তরে ।  
 পরসঙ্গে হয় ভোরা, হেন ভক্তি কৈল তারা,  
 কথা মাত্র সে আবেশ পরে ॥ ৯৬ ॥  
 তবে বিশ্বস্তর হরি, গোপিকার বেশ পরি',  
 শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য-ঘরে ।  
 নাচয়ে আনন্দ ভোলা, শ্রীবাস হেনই বেলা,  
 নারদ-আবেশ ভেল তারে ॥ ৯৭ ॥  
 প্রভুরে প্রণাম করে, বিনয়-বচনে বোলে,  
 'দাস' করি' জানিহ আমারে ।  
 এমন কহিয়া বাণী, তবে সেই মহামুনি,  
 গদাপর-পাণ্ডিতে বোলে ॥ ৯৮ ॥  
 শুনহ গোপিকা ভূমি, যে কিছু কহিয়ে আমি,  
 তোর পূর্বকথা কিছু জান ।  
 অপূর্ব কহিয়ে আমি, জগতে দুর্লভ ভূমি,  
 তোর কথা শুন সাবধান ॥ ৯৯ ॥  
 শুন তো-সভার কথা, আমি কহি গুণগাথা,  
 গোকুলে জন্মিলা জনে জনে ।  
 ছাড়ি' নিজ পতিব্রত, সেবা কৈল অবিরত,  
 অভিমত পাঞা বৃন্দাবনে ॥ ১০০ ॥  
 প্রদান প্রকৃতি ভূমি, কৃষ্ণশক্তি রাপা ভূমি,  
 কি জানি তা কহিবারে আমি ॥ ১০১ ॥  
 রমণীর শিরোমণি, কৃষ্ণপ্রেম-সোহাগিনী,  
 তোর তত্ত্ব কি বলিতে জানি ॥ ১০২ ॥

ঐছন করিলে ভক্তি, কেহো নহে সমমুক্তি, রূপে আলোকিত মহী, সম্মুখে দাণ্ডারা চাহি,  
 পরম নিগূঢ় তিন-লোকে । প্রভু-অংশে জন্ম মহাতেজঃ ॥ ১১১ ॥  
 লক্ষ্মী, মহেশ্বর, দেবা, লখিমী অনন্ত কিবা, হরিহরি বলি' ডাকে, চমক লাগিল লোকে,  
 তাকে দিক্ পরসাদ তোকে ॥ ১০৩ ॥ আনন্দে নাচয়ে প্রেমহরে ।  
 প্রহ্লাদ-নারদাদিক, সনা তন আদি শুক, পুনকিত সব গা, আপাদ-মস্তক গা,  
 না জানয়ে তোর ভক্তি-লেশ । প্রেমদারি ছুময়ানে করে ॥ ১১২ ॥  
 ত্রৈলোক্য-লখিমী-পতি, চাহে তোর পীরতি, নিশ্চন্দর-শ্রীচরণে, দেহারই যনে যনে,  
 স-অঙ্গে পরয়ে বর-বেশ ॥ ১০৪ ॥ প্রহ্লাদার মারে মালসাট ।  
 লখিমী যাহার দাসী, তোর প্রেম প্রতি-আশী, সকল বৈষ্ণব মিলি', প্রেমের পসার ডালি,  
 ক্রময়ে ধরয়ে অনুরাগ । পসারিল অপরূপ হাট ॥ ১১৩ ॥  
 সকল-ভুবনপতি, ভুলাইলা সে পীরতি, সকল বৈষ্ণবগণে, অতি আনন্দিত মনে,  
 ধনি ধনি হৌহারি সোহাগ ॥ ১০৫ ॥ প্রেমের সাগরে দিল ডুব ।  
 ভোরা সে জমিনি তর, প্রভু-গর্ভ-মহত্ব, সকল বৈষ্ণব মিলি', আপনে শ্রীগৌর-হরি,  
 পীরতি বাকিলি ভালমতে । প্রকাশয়ে সংসারের সুখ ॥ ১১৪ ॥  
 উদ্ধব-অক্রু :-আদি, সবে তোর পদসৈনি, এখনে কহিব শুন, সাবধানে সবজন,  
 অসুগহ না ছাড়িহ চিতে ॥ ১০৬ ॥ গোপিকা আবেশ-বশ প্রভু ।  
 এতেক কহিন বাণী, শ্রীনিবাস দ্বিজগণি, হৃদয়ে কাঁটলি পরে, শঙ্ক-কঙ্কণ করে,  
 শুনি আনন্দিত সবজন । ছুটি আঁখি রসে ডুবুড়বু ॥ ১১৫ ॥  
 সকল বৈষ্ণব মিলি', সবে করে কোলাকুলি, পটু সে বামন পাড়ে, নৃপূর চরণে পরে,  
 দেখি নিশ্চন্দর চরণ ॥ ১০৭ ॥ ধূর্তে পাই কীৰ্ত্তি মাকাখানি ।  
 নাচয়ে আনন্দে ভোরা, প্রেমে গরগর তারা, রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা দিবার কাঁহে,  
 হেনকালে আইলা হরিদাস । গোপীনেশে ঠাকুর আপনি ॥ ১১৬ ॥  
 দণ্ড এক করি' করে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া বোলে, অলৌকিক অঙ্গতেজে, বায়ু বহে মলয়জে,  
 গুণ গায় পরম উল্লাস ॥ ১০৮ ॥ তুঁহি নব মালভীর মালা ।  
 হরিগুণ সংকীর্্তন, কর ভাই অনুক্ষণ, সুমেক্ষণিখরে যেন, সুরধ্বনী-জন হেন,  
 ইহ বলি' অটু-অটু হাসে । গোরা-অঙ্গে বহে ছুই ধারা ॥ ১১৭ ॥  
 হরিগুণগানে ভোরা, ছুময়ানে বহে ধারা, সকল বৈষ্ণব-মাথে, নাচে মহানটরাজে,  
 আনন্দে ফিরয়ে চারি-পাশে ॥ ১০৯ ॥ রসের আবেশে ভাব ধরে ।  
 শুনি হরিদাস-বাণী, সকল বৈষ্ণবগণি, এমন করিতে পুন, লখিমী পড়িল মন,  
 অম্মতে নিঞ্চল্য সব গা । সে আবেশে গেলা দেব ঘরে ॥ ১১৮ ॥  
 হরষেতে নাচে গায়, মাকে নাচে গোরারায়, ঘরে শাস্ত্রাইল আর্ন্তো' দিপ্য চতুর্ভূজ-মুর্ন্তো,  
 কান্দিয়া ধরয়ে রাজ্য পা ॥ ১১০ ॥ দেখি' দাঁড়াইল তার কাছে ।  
 তবে সর্বগুণধাম, অদ্বৈত-আচার্য্য নাম, আপ-নয়ানে চায়, আপ-পদ চলি' বায়,  
 আইলা সব বৈষ্ণবের রাজা । বসনে ঢাকিল আঁখি পাছে ॥ ১১৯ ॥



তবে সব নিজজনে, পড়ি' তার শ্রীচরণে, হেনকালে শচীদেবী' আপনে শ্রীপাদসেবী,  
 নিনয়-বচনে করে স্তুতি । প্রেমানন্দে ভেল পরতন্ত্র ॥ ১২৮ ॥  
 শ্রী-স্তব পঢ়ে কেহো, আনন্দে বিভোর সেহো, তবে সেই কাভ্যায়নী, সর্বজন কাছে আনি,  
 বর মাগে—দেহ প্রেমভক্তি ॥ ১২০ ॥ নিজ স্মৃত করি হেন মানে ।  
 সর্বজন স্তব করে, শুনি' সেই সেইকালে, মাতৃস্নেহ করে লোকে, সর্বজন দেখি' তাকে,  
 আত্মাশক্তি পড়ি' গেল মনে । প্রেমজলে ভরে ছু-নয়ানে ॥ ১২৯ ॥  
 সেই ত আবেশ ধরে, সর্বজন চমৎকারে, হেনকালে সেইক্ষণে, আসি' এক ব্রাহ্মণে,  
 স্তব পঢ়ে কত সুরগণে ॥ ১২১ ॥ প্রভু বলি' ডাকি উচ্চনাদে ।  
 তবে স্তব কৈল সভে, সুররুত মহাস্তবে, আর্ভজন-আর্ভি দেখি', ছলছল করে আঁখি,  
 তুষ্ট হঞা বোলে আত্মাশক্তি । ভইগেল ঈশ্বর উদ্গাদে ॥ ১৩০ ॥  
 দেবতা আসনে বসি', কহে লছ লছ হাসি, আপনি ঈশ্বর হঞা, নিজপ্রেম প্রকাশিঞা,  
 দেখিবারে আইলু' প্রেমভক্তি ॥ ১২২ ॥ নিজগুণে করে ঠাকুরাল ।  
 তো-সভার নৃত্যগীতে, আইলু' দেখিবার চিতে, সবজন বেরি বেরি, দণ্ডপরগাম করি',  
 কহিলু আপন অভিলাষ দেখি' ঈশ্বর-আবেশ পুনর্বার ॥ ১৩১ ॥  
 এ বোল শুনিঞা পুনঃ, কহে সেই সব জন, এই মনে সব নিশে, গোড়াইয়া রসাবেশে,  
 নিজভক্তি কর পরকাশ ॥ ১২৩ ॥ প্রভাতে চলিলা নিজঘরে ।  
 এ বর মাজিল যবে, আত্মাশক্তি বোলে তবে, যত জন সঙ্গে যায়, দেখে যেন গোরারায়,  
 শুন শুন শুন সবজনে । কেবল প্রচণ্ড দণ্ড ধরে ॥ ১৩২ ॥  
 আমি চণ্ডী পরচণ্ড, তোমারও হবে দণ্ড, হেনমতে গৌরহরি, করুণা প্রকাশ করি',  
 এই বর দিল সর্বজনে ॥ ১২৪ ॥ অখিল ভুবনে এককর্তা ।  
 এ বোল শুনিঞা তবে, পরগাম করে সভে, করুণাকারণ আসি', দীনভাব পরকাশি',  
 দণ্ডবৎ ভুমিতে পড়িয়া । আপি করে পৃথিবীর চিন্তা ॥ ১৩৩ ॥  
 তবে সেই ঈশ্বরী, হরিদাস-করে ধরি', হেন অপরূপ কথা, শুনিঞা সংসার-ব্যথা,  
 কোলে বসাইল সে হাসিয়া ॥ ১২৫ ॥ না ঘুচয়ে যাহার অন্তরে ।  
 বসিয়া তাহার কোলে, হরিদাস ঘন দোলে, না ঘুচিব কোনকালে, যে ইথি সংশয় ধরে,  
 পাঁচ-বরিষের যেন শিশু । তারে দিক্ নাহিক পামরে ॥ ১৩৪ ॥  
 আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে, আনন্দিত সবজনে, মুক্তি' অনুভব শাস্ত্র, তিনে কহে এইমাত্র,  
 হরিয় পাইল পক্ষ পশু ॥ ১২৬ ॥ সাক্ষাতে না দেখি পরচার ।  
 এইক্ষণে একজন, কহেন এই বচন, বিচার না করে ইহা, না ছিল সে হৈলসিয়া,  
 মুরারিকে চাহ দয়া-দিঠি । কেমনে তার হইব নিস্তার ॥ ১৩৫ ॥  
 এ তোমার নিজদাস, এ বোল শুনিঞা হাস, গোরা-অবতার হেন, করুণা প্রকাশ যেন,  
 অমিয়া-অধিক মছ মিঠি ॥ ১২৭ ॥ নাহি হয় না হইব আর ।  
 নয়ান করুণাজলে, প্রেম ছলছল করে, যে বলু সে বলু লোকে, অনুভব কহি তাকে,  
 করুণ অরুণ মুখচন্দ্র । মনে মনে করুক বিচার ॥ ১৩৬ ॥

এইমাত্র গোর চিন্তা, অন্তরে অন্তর-ব্যাথা,  
হেন অবতার যায় পাছে ।  
তা লাগি' কান্দয়ে হিয়া, কাহারে কহিব ইহা,  
শুণ গায় এ লোচন দাসে ॥ ১৩৭ ॥

সন্ন্যাসের পূর্বাবস্থা

কথাসার

শ্রীমন্নগাপ্রভু শ্রীমাস পণ্ডিতের প্রাণে চাণ্ডীমুণ্ডের ধর্ম  
কীর্তন কবিতা কামিনীগে নাম সংকীর্তন পাঠীত অগাধ  
দর্শনের শক্তিধীনতা প্রকাশ কবিতা ব্রজভাবে কোথায়  
বন্দাবন, কোথায় বলিষ্ঠা, কোথায় গোবিন্দন বসিয়া ব্যাকুল  
হইলেন। অনন্তর মনোবীণ কথায় শ্রীমন্নগাপ্রভু শাস্ত্রভাব  
অবলম্বনপূর্বক পুস্তকের জায় বৈষ্ণব-সঙ্গে সঙ্গীত-রঙ্গে  
বিশ্রাম কবিতা লাগিলেন, পরে এ-দিন মানস নিকট যুগে  
সন্ন্যাসময় প্রার্থনা কথা জ্ঞাপন কবিলেন। কিছুদিন পরে  
শ্রীমন্নগাপ্রভু গৃহে কেশব ভারতীয় আগমন হইলে  
প্রভু তাঁহাকে যথেষ্ট সংস্কার কবিলেন। সন্ন্যাসিনীর  
শ্রীমন্নগাপ্রভু রূপবিনয়ভাব প্রবল হইল। শ্রীমন্নগাপ্রভু  
সন্ন্যাস গ্রহণ কবিলেন, ভক্তগণ ইহা জানিতে পারিয়া  
তাঁহার ভাবি বিচাশঙ্কায় অর্থাৎ কান্ত হইয়া বিস্ময়  
করিতে আরম্ভ কবিলেন প্রভু তাঁহাদের নিকট মনোবর্জীবনের  
কর্তব্যতা, সংসারমুখের হেতু কীর্তন কার্য তাঁহাদিগকে  
স্বাধীন প্রদান করিলেন।

বগাড়ি--রাগ ।

গোর প্রাণ আরে গোরাচান্দ নাহে হয় ॥ ১ ॥  
কহিব অপূর্ব কথা লোক-অগোচর ।  
কভু নাহি দেখি শুনি জগত-ভিতর ॥ ১ ॥  
ভিলেক সন্দেহ কেহো কর জানি' চিতে ।  
প্রকাশ করিল প্রভু সব-লোক-হিতে ॥ ২ ॥  
চন্দ্রশেখরের বাড়ী নাচিয়া গাহিয়া ।  
ঘরেতে আইলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া ॥ ৩ ॥  
আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য ।  
তাহার বাড়ীর কথা কহিব আশ্চর্য্য ॥ ৪ ॥

নাচিয়া আইল প্রভু-তাহার ছটাকে ।  
উদয় করিল যেন চান্দ লাখে লাখে ॥ ৫ ॥  
অভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক ।  
চাহিতে না পারি যেন চৌদিকে তড়িত ॥ ৬ ॥  
হৃদয়-আহ্লাদ করে-দেখি' হেন সাধ ।  
আঁখি মেলিবারে নারি--তেজে করে আঁধ ॥ ৭ ॥  
চমক লাগিল সে নদিয়াপুর-জনে ।  
কিবা অপরূপ সে দেখিল এতদিনে ॥ ৮ ॥  
আসিয়া বৈষ্ণবজনে পুছে সবজন ।  
কি জান সন্দর্ভ-কথা কহনা কখন ॥ ৯ ॥  
সকল বৈষ্ণব বোলে-আমরা কি জানি ।  
নাচিয়া আইলা বিশ্বস্তুর গুণমণি ॥ ১০ ॥  
এই মাত্র জানি, কিছু না জানিয়ে আর ।  
লোক-বেদ-অগোচর চরিত্র উহার ॥ ১১ ॥  
সাত-দিন অধিচ্ছিন্ন ছিল তেজোরাশি ।  
শেজের ছটায় নাহি জানি দিবানিশি ॥ ১২ ॥  
নিত্যই নূতন অতি আনন্দের কর্ম ।  
প্রকাশয়ে শচীসুত কল্পনার ধর্ম ॥ ১৩ ॥  
তার-পর-দিনে শ্রীমিনাস দ্বিজবর ।  
পুছয়ে ঠাকুর-আগে হৃদয় উত্তর ॥ ১৪ ॥  
কলিযুগে হরিনামগুণ-সংকীর্তন ।  
পূর্ণ ফল বোলে কেনে আর যুগে নূতন ॥ ১৫ ॥  
শুনিঞা ঠাকুর কহে-শুন শ্রীমিনাস ।  
ভাল কথা শুগাইলে-কহিব বিশেষ ॥ ১৬ ॥  
সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম দ্যানমাত্র সাধি' ।  
ত্রৈত্যায় সাধয়ে যজ্ঞধর্ম উদারধী ॥ ১৭ ॥  
দ্বাপরে কৃষ্ণের পূজা কহিল এ মর্ম ।  
কলিযুগে শক্ত কেহো নহে এই কর্ম ॥ ১৮ ॥  
আপনে ঠাকুর নামরূপী ভগবান্ ।  
কলিযুগে সর্ব শক্তিময় হরিনাম ॥ ১৯ ॥  
সত্য আদি তিনযুগে যত মহাজন ।  
ধ্যান যজ্ঞার্চনাবিধি সেবে নারায়ণ ॥ ২০ ॥  
পাপ কলিযুগে লোক ছুরন্তচরিত ।  
এই ত কারণে দয়া ভেল বিপরীত ॥ ২১ ॥

আপনে ঠাকুর নিজ সংকীৰ্ত্তনরূপে ।  
 অনায়াসে সৰ্বসিদ্ধি সাধি' কলিমুগে ॥ ২২ ॥  
 সত্য আদি যুগে যাহা সাধি' মহাদুখে ।  
 প্রভুর কৃপাতে স্বপে সাধি কলিমুগে ॥ ২৩ ॥  
 নরহরি-পাদপদ্ম করি' শিরোপরি ।  
 কহয়ে লোচনদাস গৌরাজ্জমাগুরী ॥ ২৪ ॥  
 এই মতে আনন্দে সানন্দে দিন যায় ।  
 আচম্বিতে দেখে টেঠে প্রভুর ছিয়ায় ॥ ২৫ ॥  
 নারিল নারিল এথা থাকিবারে হামি ।  
 দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবনভূমি ॥ ২৬ ॥  
 কতি মোর কানিন্দী, মমুনা, বৃন্দাবন ।  
 কতি মোর বহুলা, ভাণ্ডীর, গোবর্দ্ধন ॥ ২৭ ॥  
 কতি গেলা আরে মোর ললিতাদি রাধা ।  
 কতি গেলা আরে মোর এ নন্দ, যশোদা ॥ ২৮ ॥  
 শ্রীদাম, সুদাম মোর রহিলা কোথায় ।  
 ধননী সাওনী বলি' অল্পুরাগে গায় ॥ ২৯ ॥  
 ক্ষণে দন্তে ভুগ করে ককণা করিয়া ।  
 ফুকরি ফুকরি কান্দে চৌদিগে চাহিয়া ॥ ৩০ ॥  
 এ ভব-সংসার কাল কেমনে ছাড়িব ।  
 স্নে নন্দ-নন্দন-পদ কোথা গেলে পাব ॥ ৩১ ॥  
 ইহা বলি' ছিগিল গমার উপনীত ।  
 কৃষ্ণের নিরহে ছুঃখ ভেল বিপরীত ॥ ৩২ ॥  
 হরিহরি বলি' ডাকে- ছাড়য়ে নিঃপ্রাণ ।  
 অশ্রুধারা গলে--কিছু না কহে বিশেষ ॥ ৩৩ ॥  
 পুলকে পূরিত অঙ্গ অক্ষয় বরণ ।  
 দেখিয়া মুরারী কিছু কহয়ে বচন-- ॥ ৩৪ ॥  
 শুন শুন মহাপ্রভু গৌর ভগবান্ ।  
 তোমারে অশক্য কিছু নাহি পরিণাম ॥ ৩৫ ॥  
 থাকিতে চলিতে তুমি পারহ সৰ্বথা ।  
 তথাপি আমার পোলে না দিনে অন্তথা ॥ ৩৬ ॥  
 তুমি যদি এখনে চলিবে দেশান্তর ।  
 সতন্ত্র হইব সব বৈষ্ণব-অন্তর ॥ ৩৭ ॥  
 সতন্ত্রে করিব কার্য্য যার মনে লয় ।  
 পুনঃ প্রবেশিব সবে সংসার-আলয় ॥ ৩৮ ॥

যতেক করিলে নাথ কিছুই না হৈল ।  
 নিশ্চয় করিয়া এই তোমারে কহিল ॥ ৩৯ ॥  
 এ বোল শুনিয়া প্রভু নিঃশব্দে রহি ।  
 খণ্ডিতে নারিলেন মুরারী যাহা কহি ॥ ৪০ ॥  
 তবে আর কণোদিন গেল ত কৌতুকে ।  
 নয়ান ভরিয়া দেখে নদিয়ার নোকে ॥ ৪১ ॥  
 জননাব হৃদয় নয়ন স্পন্দ করি' ।  
 বিমুগ্ধপ্রাণসঙ্গে ক্রীড়া করে গৌরহরি ॥ ৪২ ॥  
 স্বজন-সাক্ষব সঙ্গে আছে মহাস্বপে ।  
 সত্য সন্তোষ যত আছে অবদ্বাপে ॥ ৪৩ ॥  
 সকল-বৈষ্ণব-মনে কীৰ্ত্তন-বিনাম ।  
 পুরনারীগণ দেখি' কেলায় হানাস ॥ ৪৪ ॥  
 ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত রূপ-তাহে নাগরিমা ।  
 বিনোদ-বিনাস-নীলা লাগণের সীমা ॥ ৪৫ ॥  
 আর তাহে কলমল অলঙ্কার-শোভা ।  
 বৃন্দ-বিলম্বিত-কেশে মানতার গাভা ॥ ৪৬ ॥  
 চন্দনগুলক পরিপাটী মনোহর ।  
 রক্তপ্রান্ত বাস--বেশ বৈলোক্য-সুন্দর ॥ ৪৭ ॥  
 নিজ পরিজন আর পুরজন সব ।  
 মনেই দেখয়ে যাই বেই অচ্যুতন ॥ ৪৮ ॥  
 হেমনতে মিজজন-সঙ্গে আছে পছ' ।  
 সপ্ন কহে সত্যকারে হামি' লজ লজ ॥ ৪৯ ॥  
 শুন সর্বজন্ম সপ্ন দেখিব রজমা ।  
 আচম্বিতে মোর ঠাঁই আইনা দ্বিজমণি ॥ ৫০ ॥  
 মোর কর্ণে কহিল সম্যাস-মত্র এক ।  
 এখন আমার মনে আছে পরতেক ॥ ৫১ ॥  
 যাবৎ হৃদয়ে মোর প্রবেশিল মন্ত্র ।  
 সে অবধি মোর হিয়া না হয় সতন্ত্র ॥ ৫২ ॥  
 কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয়প্রাণনাথ ।  
 তাহারে ছাড়িয়া বা সাধি-কোন কাজ ॥ ৫৩ ॥  
 ইন্দ্রনীলমণি জিনি পরমসুন্দর ।  
 মোর বক্ষঃস্থলে বসি' হাসে নিরস্তর ॥ ৫৪ ॥  
 শুনিঞা মুরারীশুশ্র কহিল উত্তর-- ।  
 সে মন্ত্রের বধীসমাস তুমি কর ॥ ৫৫ ॥

এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিল বচন— ।  
 তোমার বচনে মোর স্থির নহে মন ॥ ৫৬ ॥  
 যত স্থির করি—তত উঠয়ে রোদন ।  
 না বলিহ মোরে কিছু—শুভ বচন ॥ ৫৭ ॥  
 শব্দ-শক্তি করে হেন—কি করিব আমি ।  
 লজ্জিতে না পারি পুনঃ যত কহ তুমি ॥ ৫৮ ॥  
 এ বোল শুনিঞা সন্তে অন্তঃ চিন্তিত ।  
 কহয়ে লোচনদাস হৃদয় ব্যথিত ॥ ৫৯ ॥  
 আর কথোদিনে শ্রীকেশবভারতী ।  
 আইলা সন্ন্যাসী-বর অতি শুদ্ধমতি ॥ ৬০ ॥  
 মহাতেজ ন্যাসিবর মহা ভাগবত ।  
 পূর্বজন্মার্জিত কত পুণ্যের পরিত ॥ ৬১ ॥  
 আচম্বিতে আসিয়া দেখিলা বিশ্বস্তর ।  
 বিশ্বস্তর দেখি হৃষ্ট হৈলা ন্যাসিবর ॥ ৬২ ॥  
 উঠিয়া ঠাকুর করে চরণ-বন্দন ।  
 সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রেমে বারে ছায়ন ॥ ৬৩ ॥  
 প্রভু-অঙ্গ নিরখিয়ে সেই ন্যাসিবরাজ ।  
 মহাবুদ্ধি ন্যাসিবর বুঝিলেন কাজ ॥ ৬৪ ॥  
 কেশবভারতীগোদাঞি কহিল বচন— ।  
 তুমি শুক প্রহ্লাদ কি—হেন লয় মন ॥ ৬৫ ॥  
 এ বোল শুনিঞা পুন প্রভু বিশ্বস্তর ।  
 কান্দয়ে দ্বিগুণ করে নয়নের জল ॥ ৬৬ ॥  
 তবে পুনঃ কহে ন্যাসী বিশ্বিত হইয়া ।  
 অনুমান কার মনে নিশ্চয় করিয়া ॥ ৬৭ ॥  
 তুমি প্রভু ভগবান—জামিল নিশ্চয় ।  
 সর্ব-লোক-প্রাণ তুমি—নাহিক সংশয় ॥ ৬৮ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু করয়ে রোদন ।  
 কতদিনে পাব আমি কৃষ্ণের চরণ ॥ ৬৯ ॥  
 তোর কৃষ্ণে অনুরাগ অতি বড় হয় ।  
 তে-কারণে যথাতথা দেখ কৃষ্ণময় ॥ ৭০ ॥  
 কতদিনে কৃষ্ণ মুঞি দেখিবারে পাব ।  
 তোমার এমন বেশ কবে মোর হব ॥ ৭১ ॥  
 কৃষ্ণের উদ্দেশে মুঞি দেশেদেশে যাব ।  
 কোথা গেলে প্রাণনাথ কৃষ্ণ মুঞি পাব ॥ ৭২ ॥

সন্ন্যাসীর বেথু কথা কহি বিশ্বস্তর ।  
 দণ্ডবত হঞা প্রভু যাম নিজঘর ॥ ৭৩ ॥  
 শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু কহিল উত্তর— ।  
 সন্ন্যাসিকে লঞা তুমি যাহ নিজঘর ॥ ৭৪ ॥  
 প্রভুর বচন শুনি শ্রীবাস ঠাকুর ।  
 সন্ন্যাসী লইয়া ভিক্ষা দিলেন প্রচুর ॥ ৭৫ ॥  
 ভিক্ষা করি সে-দিন দক্ষিণা ন্যাসিবর ।  
 যথাস্থানে প্রভাতে চলিলা যতীশ্বর ॥ ৭৬ ॥  
 প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস প্রভুর নিকটে ।  
 সন্ন্যাসি-বিজয়-কথা কহে করপুটে ॥ ৭৭ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু কাতর-অন্তর ।  
 সন্ন্যাসিকে মনে করি গেলা নিজঘর ॥ ৭৮ ॥  
 ঘরে গিয়া মনে মনে অসুখাম করি ।  
 দঢ়াইলা—সন্ন্যাস করিব গৌর হরি ॥ ৭৯ ॥  
 ইঞ্জিত-আকারে তাহা বুঝিলা মুকুন্দ ।  
 প্রভু রাখিবারে করে প্রচার-প্রাঙ্গ ॥ ৮০ ॥  
 আইলেন—যথা আছে সব ভক্তগণ ।  
 কাঁদিয়া কহিল সব ভক্তের চরণ ॥ ৮১ ॥  
 শুন শুন সবজন আমার উত্তর ।  
 সন্ন্যাস করিব এই প্রভু বিশ্বস্তর ॥ ৮২ ॥  
 যাবত থাকয়ে—দেখ নয়ন ভরিয়া ।  
 শ্রীমুখের কথা শুন অবগণ পুরিয়া ॥ ৮৩ ॥  
 ছাড়িয়া যাইব প্রভু নিজ গৃহবাস ।  
 জমনী ছাড়িব আর নিজ সব দাস ॥ ৮৪ ॥  
 এ বোল শুনিঞা সন্তে ব্যথিত-হিয়ায় ।  
 যুক্তি করিয়া মনে চিন্তয়ে উপায় ॥ ৮৫ ॥  
 স্বতন্ত্র ঐশ্বর না রহিব কারু বশে ।  
 ইহা বলি ভক্ত সব পড়িলা তরাসে ॥ ৮৬ ॥  
 ভুগিতে পড়িয়া কান্দে—ধূলায় ধূসর ।  
 প্রাণনাথ আরে মোর প্রভু বিশ্বস্তর ॥ ৮৭ ॥  
 হা হা মহাপ্রভু কোথা যাইবে এড়িয়া ।  
 মো-সভারে কলিসর্পে খাইবে ধরিয়া ॥ ৮৮ ॥  
 কলি-ভয়ে তোর প্রভু লইলু শরণ ।  
 তোর ভয়ে কলিসর্পে না লজ্জ্য এখন ॥ ৮৯ ॥

হেনকালে আসি তথা প্রভু বিশ্বস্তর ।  
 শ্রীদাস পণ্ডিত দেখি কহিল উত্তর ॥ ৯  
 শুন শুন ওহে দ্বিজ প্রিয় শ্রীনিবাস ।  
 এক কথা কহি— যদি না পাও তরাস ৯১ ॥  
 প্রেম-উপার্জনে আশি যাব দেশান্তর ।  
 তো-সভারে আনি দিব—শুন দ্বিজবর ॥ ৯২ ॥  
 সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূরদেশ ।  
 ধন-উপার্জন লাগি করে নানা ক্লেশ ॥ ৯৩ ॥  
 আনিএগা বান্ধবগণে করয়ে পোষণ ।  
 আশিহ ঐছন আনি দিব প্রেমধন ॥ ৯৪ ॥  
 এ বোল শুনিএগা কহে শ্রীদাস পণ্ডিত ।  
 তোমা না দেখিয়া প্রভু কি কাজ জীবিত ॥ ৯৫ ॥  
 জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ ।  
 দেহান্তরে করি তার শ্রীক-তর্পণ ॥ ৯৬ ॥  
 যে জীয়ে—তাহারে তুমি দিও প্রেমধন ।  
 তোমা না দেখিলে হলে সভার মরণ ॥ ৯৭ ॥  
 মুকুন্দ কহয়ে—প্রভু পোড়য়ে শরীর ।  
 অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির ॥ ৯৮ ॥  
 মোরা সব অধম ছুরস্তু ছুরাচার ।  
 তুমি শঠ খলমতি—বুঝিল নেতার ॥ ৯৯ ॥  
 অচতুর-গণ মোরা না বুঝিয়া তোরে ।  
 শরণ লইলু সর্ব ছাড়িয়া সংসারে ॥ ১০০ ॥  
 ধর্ম কর্ম ছাড়ি তোর পদ কৈলুঁ জারে ।  
 পতিত করিয়া কেনে ছাড়ি মো-সভারে ॥ ১০১ ॥  
 পতিত-পাবন তুমি শান্ত্রেতে জানিএগা ।  
 শরণ লইলু সর্ব ধর্মেরে ছাড়িয়া ॥ ১০২ ॥  
 এখনে ছড়িয়া যাই মো-সভারে তুমি ।  
 এ নহে উচিত প্রভু—নিবেদিল আমি ॥ ১০৩ ॥  
 খল-মতি না বুঝিয়া লইলুঁ শরণ ।  
 বজর-অস্তর তোর হৃদয় কঠিন ॥ ১০৪ ॥  
 বাহিরে কমল-রস সুগন্ধি পাইয়া ।  
 অন্তরেহ এই মত—ছিল মোর হিয়া ॥ ১০৫ ॥  
 এখন জানিল—তোর কঠিন অন্তর ।  
 বিষকুস্ত পয় যেন তাহার উপর ॥ ১০৬ ॥

কাষ্ঠের মোদক যেন কর্পূর ছাইয়া ।  
 গিলিতে না পারে যেন তাহা না বুঝিয়া ॥ ১০৮ ॥  
 তুমি দেশান্তরে যাবে—কি কাজ জীবনে ।  
 সভারে গিঠুর তুমি হৈলা কি কারণে ॥ ১০৮ ॥  
 ভিল এক তোর মুখ না দেখিলে মরি ।  
 কান্দিতে-কান্দিতে কিছু কহয়ে মুরারি ॥ ১০৯ ॥  
 শুন শুন বিশ্বস্তর গৌর ভগবান ।  
 অধম মুরারি বোলে—কর অবদান ॥ ১১০ ॥  
 রোপিলে অপূর্ব বৃক্ষ অঙ্গুলি ধরিয়া ।  
 বাড়াইলে দিবামিশি সিক্কিয়া কুঁড়িয়া ॥ ১১১ ॥  
 তিলেতিলে রাখিলে ঢাকিলে বহুযত্নে ।  
 বান্ধিলে তরুর মূল দিয়া নানারত্নে ॥ ১১২ ॥  
 ফল ফুল কালে গাছ ফেলাই কাটিয়া ।  
 মরিব আমরা-সব হৃদয় কাটিয়া ॥ ১১৩ ॥  
 নিরস্তর দিবামিশি আন নাহি জানি ।  
 স্বপনেহ দেখেঁ তোর চাঁদমুখখানি ॥ ১১৪ ॥  
 সংসার-বাসনা মোর নিয়ড় না হয় ।  
 জগত-দুর্লভ তব চরণের বায় ॥ ১১৫ ॥  
 তুমি দেশান্তরে যাবে সভারে এড়িয়া ।  
 খাইব সংসার-ব্যাস্রে সভারে ধরিয়া ॥ ১১৬ ॥  
 দয়া করি নিদারুণ হৈলে কি কারণে ।  
 ইহা বলি সবে মেলি পড়িলা চরণে ॥ ১১৭ ॥  
 ওহে দীনদন্ধু প্রভু অমাগের নাথ ।  
 পতিত-ভারণ ওহে তুমি জগন্নাথ ॥ ১১৮ ॥  
 কেহো দন্তে তৃণ ধরি কাতর বচনে ।  
 কেহো উল্কে বাছ তুলি ডাকে ঘনেঘনে ॥ ১১৯ ॥  
 প্রভু কহে—তোমরা আমার নিজ-দাস ।  
 তো-সভারে কহি শুন আপন বিশ্বাস ॥ ১২০ ॥  
 কহিতে আরস্ত-মাত্র গদগদ স্বর ।  
 অরুণ-কমল-আঁখি করে ছলছল ॥ ১২১ ॥  
 সকরুণ কণ্ঠে আধ-আধ বাণী কহে ।  
 সম্বরিতে নারে ক্ষণে নিশবদে রহে ॥ ১২২ ॥  
 আমার বিচ্ছেদ-ভয়ে তোমরা কাঁত্তর ।  
 মোর কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল কলেবর ॥ ১২৩ ॥

আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেহ দুখ ।  
 কেমন শিক্তি কর মোরে তোরা লোক ॥  
 ক্রমের নিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর ।  
 দগধ ইন্দিয়—দেহে ভেল মহাজ্বর ॥ ১২৫ ॥  
 অগ্নি হেন লাগে মোর সে-হেন জননী ।  
 দিষ গিশাইল যেন ভো-সভার বাণী ॥ ১২৬ ॥  
 কৃষ্ণ-বিনু জীবন—জীবনে নাহি লেখি ।  
 কি কাজ এ ছার জীবে যেন পশু পাখী ॥ ১২৭ ॥  
 মড়ার নে-হেন সর্ব্ব অবয়ব আছে ।  
 জীবকে জায়ায় যেন লতা পাতা গাছে ॥ ১২৮ ॥  
 কৃষ্ণ বিনু মর্দকর্ম্ম, দ্বিজ—বেদহীন ।  
 পতি-বিনু যুগতী যেন, জল-বিনু গীন ॥ ১২৯ ॥  
 ধনহীন গৃহারস্ত্রে কিছু নাহি কাজ ।  
 বিছা হীন নৈসে যেন বিদ্বান সমাজ ॥ ১৩০ ॥  
 ক্রমের নিরহে মোর মক্ষক প্রাণ ।  
 আর যত বোল, তাহা না সান্ত্বায়ৈ কাণ ॥ ১৩১ ॥  
 পরিয়া যোগীর বেশ যাব দেশে দেশে ।  
 যথা গেলে পাণ্ড প্রাণনাথের উদ্দেশ্যে ॥ ১৩২ ॥  
 ইহা বলি কান্দে প্রভু পরণী পড়িয়া ।  
 নিজ-অঙ্গ-উপনীত ফেলিল ছিড়িয়া ॥ ১৩৩ ॥  
 কৃষ্ণকৃষ্ণ বলি ডাকে অতি আর্দ্রনাথে ।  
 সক্রুণ-স্বরে 'প্রাণনাথ' বলি কান্দে ॥ ১৩৪ ॥

বিভাস রাগ—তজ্জাবন্ধ ।

( না হারে আরে হয় ॥ দিশা ॥ )

শুন সবজন, সংসার দারুণ,  
 সংশয় করিল মোরে ।  
 বিষম বিষম, যেন বিষময়,  
 গুপতে অন্তর পোড়ে ॥ ১৩৫ ॥  
 যতেন্দ্রিয়গণ, বলিলে আপন,  
 বাসনা না ছাড়ে কেহো ।  
 নিত্যই নৃতন, করাই ভোজন,  
 তবু না লেউটে সেহো ॥ ১৩৬ ॥

লোভ মোহ কাম, কেহো নহে মৃদন,  
 মদ অভিমান ক্রোধে ।  
 চিত চুরি করি, আছয়ে সম্বর,  
 তিলেক নাহি প্রবোধে ॥ ১৩৭ ॥  
 বাহিরে বাক্যে, ভ্রমাই মায়ায়ে,  
 আশ্রয় এ জাতি কুলে ।  
 কৃষ্ণ পাশরিয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া,  
 পাপ দুর্কাসনা মূলে ॥ ১৩৮ ॥  
 জগতে যতেক দেখে অপরূপ,  
 কৃষ্ণ-আবরক সভে ।  
 তবহঁ যতন, মাশুষ-জনম,  
 শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে যবে ॥ ১৩৯ ॥  
 মানুষ-জনম, দুর্লভ জানিয়ে,  
 কৃষ্ণ ভজিবার তরে ।  
 হেন দেহ পাণ্ডা, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া,  
 মরিয়ে মিছা-সংসারে ॥ ১৪০ ॥  
 শুন সবজন, কহিলু মরম,  
 আশীর্বাদ কর মোরে ।  
 কৃষ্ণে রতি হউ, এ দুঃখ পানাউ,  
 এ বর মাগো সভারে ॥ ১৪১ ॥  
 কৃষ্ণের চরিত, গাঙ অবিরত,  
 বদনে লাগয়ে সাধে ।  
 শ্রীমুখ-কমলে, নয়ান-যুগলে,  
 হিয়া বাক্য ছিরিপদে ॥ ১৪২ ॥  
 কি কহিব হিয়া, কৃষ্ণ না দেখিয়া,  
 মরমে নিরহ জালা ।  
 সংসার-সাগরে পড়িয়া পাথারে  
 চিত বিয়াকুল ভেলা ॥ ১৪৩ ॥  
 সে-ই পিতা মাতা, সে-ই দেবতা,  
 সে-ই গুরু বন্ধু-জনে ।  
 সে-ই সে শুনায়ে, কৃষ্ণ কথা কহে,  
 ভজায়ৈ কৃষ্ণ চরণে ॥ ১৪৪ ॥  
 তোমরা বাক্য, পরম নৈষণ  
 দয়া না-ছাড়িহ চিতে ।

সম্মাস করিব, প্রেম বিথারিব, এ বোল শুনিঞা, সে পঁছ হাসিয়া,  
 সব তো'সভার হিতে ॥ ১৪৫ ॥ সভারে করিলা কোলে ।  
 এতেক উত্তর, কহি বিশ্বস্তর, প্রেম প্রকাশিয়া, সভা সম্বোধিয়া,  
 ভুমে গড়াগড়ি বুলি । প্রবেশ বচনে বোলে ॥ ১৪৬ ॥  
 ধুলায় ধূসর, গৌর-কলেনর, শুন সবজন, কহিয়ে বচন,  
 লোটায়ে মুকল-চুলি ॥ ১৪৭ ॥ সন্দেহ না কর কেহো ।  
 হরি হরি বোল, ডাকে উতরোল, যথা-তথা-যাই, তো-সবার ঠাই  
 সঘন নিশ্বাস নাশা । আছিয়ে জানহ এহো ॥ ১৪৮ ॥  
 অঙ্গের পুসক, আপাদ মস্তক, তবে বিশ্বস্তর, গেলা নিজ ঘর,  
 গদগদ আদ ভাষা ॥ ১৪৯ ॥ সভারে বিদায় দিয়া ।  
 ক্ষণেকে রোদন, ক্ষণেকে বেদন, সম্মাস হৃদয়ে, সকল করয়ে,  
 ক্ষণে চমকিত চাহে । জমনী না জানে ইহা ॥ ১৫০ ॥  
 ক্ষণে হাপ-কাঁপ, কলেনর কাঁপ, শচীর অন্তরে, ধক্ধক্ করে,  
 ক্ষণে উঠে কৃষ্ণবিরহে ॥ ১৫১ ॥ সোয়াথ না পায় চিতে ।  
 ক্ষণে উতরোলী, বৃন্দাবন বলি, লোচন বোলে হেন, প্রেয়ার সাগর,  
 ক্ষণে রাধা বলি ডাকে । কেমনে চাহে ছাড়িতে ॥ ১৫২ ॥  
 মালসাট মারি, বোলে হরিহরি, শচীমাতার শোক  
 ক্ষণে হাত মারে বুক ॥ ১৫৩ ॥ কথাসার

দেখি সবজন, গুণে' মনেমন, শচীমাতার শোক  
 অন্তর কাতর হঞা । কথাসার  
 কি বলিব আরে, দুখের পাথারে, শচীমাতার শোক  
 পড়িল যেহেন গিয়া ॥ ১৫০ ॥  
 কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি, শচীমাতার শোক  
 অন্তর ভূমি সর্বথা ।  
 লোক বুঝানারে, করুণা প্রচারে, শচীমাতার শোক  
 ভাবহ বিরহ-বেথা ॥ ১৫১ ॥  
 ভূমি যে করিবে, নিজ-মন-সুখে, শচীমাতার শোক  
 তাহে কি বলিব আনে ।  
 ভূমি সব জান, যে কর বিধান, শচীমাতার শোক  
 কি হয়ে জীব-পরানে ॥ ১৫২ ॥  
 মোরা-সব জীব, না জানি কি হব, শচীমাতার শোক  
 কীট-পিপালিকা হেন ।  
 ভূমি দয়াসিদ্ধ, সব-লোক-বন্ধু, শচীমাতার শোক  
 বুঝিয়া করহ যেন ॥ ১৫৩ ॥ ।

শচীমাতার শোক  
 কথাসার

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবন্ধেই সম্মাসগ্রহণ করিবেন লোকযুগে  
 এই কথা শ্রবণ করিয়া শচীমাতার শোকে অদীর উঠিয়া কেমন  
 করিতে করিতে প্রভুকে যৌবনাবস্থায় সম্মাস-দম্বাবস্থায়ের  
 পরিবর্তে গাহস্থ-দম্বপানন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে,  
 শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবন্ধে তাঁহাকে প্রবের উপাধান ও মাতার প্রবেশ  
 প্রতি কৃষ্ণভজনোপদেশ শ্রবণ করাইয়া মাদ্বনা প্রদান  
 করিলেন এবং কৃষ্ণ বাস্তব জীবের অত কোন গতি  
 নাই; সতরাং যিনি কৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ করেন,  
 তিনিই প্রকৃত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধুজন ও বাঁচার  
 অহং মন অভিমান প্রমত্ত তাঁহাকে অত্যন্ত মৃত; কৃষ্ণ  
 ভজনই মনুষ্য-জীবনের মার্গকতা—এই সকল কথা কীর্তন-  
 পুস্তক তাঁহাকে মায়িক-জীবের চাস পুত্রের প্রতি আনন্দিক  
 পরিভ্যাগ করিতে উপদেশ করিয়া তিনি তাঁহাকে অতের  
 পুত্রের মত রক্ত-স্বপ্নাদি মায়িকবস্ত্র প্রদান করিবান

পরিবর্ধে সপ্নসম্পদ্বয় নিতা কৃষ্ণ পোষ প্রদান করিবেন—  
সংকল্প করিবেন। জনস্তব গৌরহরি সাতাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে  
দর্শন প্রদান করিয়া শচীমাতার শোক অপনোদন করিবেন।

আচরী রাগ—দিশা।

এই মনে অমুজানে জানাজানি কথা।  
সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচীমাতা ॥ ১ ॥  
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মণ্ডক-উপর।  
অচেতন হৈলা শচী মুচ্ছিত অন্তর ॥ ২ ॥  
উন্নতী পাগলী শচী বেড়ায় চৌদিকে।  
যারে দেখে তারে পুছে সব নবদ্বীপে ॥ ৩ ॥  
নিশ্চয় জানিল—পুত্র করিল সন্ন্যাস।  
বিশ্বস্তরের কাছে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ ৪ ॥  
তুমি মাত্র পুত্র মোর দেহে এক আঁখি।  
তোরে না দেখিলে অন্ধকার-ময় দেখি ॥ ৫ ॥  
লোকমুখে শুনি বাপু করিবে সন্ন্যাস।  
মোর মৃগে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ ॥ ৬ ॥  
একাকিনী অনাখিনী—আর কেহো নাহি।  
সকল পাণ্ডরি এক ভোর মুখ চাহি ॥ ৭ ॥  
নয়নের ভারী মোর কুলের প্রদীপ।  
তোমা পুত্র ভাগ্যভী বোলে নবদ্বীপ ॥ ৮ ॥  
না যুচাই আরে পুত্র মোর অহঙ্কার।  
তুমি না থাকিলে লোকে হন ছারখার ॥ ৯ ॥  
ভাগ্য মানে যেন জন দেখে মোর মুখ।  
এখন আমাদের দেখি হইব বিমুখ ॥ ১০ ॥  
তুমি হেন পুত্র মোর এ সংসারে দণ্ড।  
তোমা না দেখিলে মোর সকলি অরণ্য ॥ ১১ ॥  
দুখ দিয়া অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি।  
গজ্ঞার প্রবেশ করি মরি যাব আমি ॥ ১২ ॥  
এহেন কোমল-পায়েরে কেমনে হাঁটিবে।  
ক্ষুধায় তৃণায় অন্ন কাহারে মাগিবে ॥ ১৩ ॥  
নীর পুতনী তনু--রৌদ্রেতে মিলায়।  
কেমনে সহিব হই এ দুখিনী মায় ॥ ১৪ ॥

হাপুত্রির পুত্র মোর সোণার নিমাই।  
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোনঠাই ॥ ১৫ ॥  
দিশ খাঞা মরি যাব তোর বিছামানে।  
তোমার সন্ন্যাস যেন না শুনিযে কাণে ॥ ১৬ ॥  
আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশে।  
আগুনি জালিয়া তাথে করিব প্রবেশে ॥ ১৭ ॥  
সর্বজীবে দয়া তোর—মোরে অকরণ।  
না জানি কি লাগি মোরে বিদাতা দারুণ ॥ ১৮ ॥  
রূপে গুণে শীলে পুত্র ত্রি-জগত-দন্ত।  
কামিনী-মোহন বেশ—কেশের লাবণ্য ॥ ১৯ ॥  
স্কন্ধ-বিলম্বিত কেশে মালতী বান্ধিয়া।  
জুড়ায় পরাগ মোর সে বেশ দেখিয়া ॥ ২০ ॥  
বয়স্ক বেষ্টিত তুমি চলি যাহ পথে।  
দেখিয়া জুড়ায় হিয়া—পুঁথি নামহাথে ॥ ২১ ॥  
কেমনে ছাড়িয়া বাপু নিজ সঙ্গিগণ।  
না করিলে তা-সভা-সহিত সঙ্কীর্ণন ॥ ২২ ॥  
সে-হেন সুন্দর বেশে না নাচিবে আর।  
যাহা দেখি মোহ পায় সকল সংসার ॥ ২৩ ॥  
কেমনে বা জীবে তোর নিজ-প্রিয়জন।  
সভারে মারিয়া তোর সন্ন্যাস-করণ ॥ ২৪ ॥  
আগেত মরিব আমি তবে বিষ্ণুপ্রিয়।  
মরিবে ভকত সব বুক-বিদরিয়া ॥ ২৫ ॥  
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস।  
অদ্বৈত-আচার্য্য-আদি আর হরিদাস ॥ ২৬ ॥  
গদাধর নরহরি শ্রীরঘুসুন্দর।  
বাসুদেব ঘোষ নকেশ্বর শ্রীরাম ॥ ২৭ ॥  
মরিব সকল লোক না দেখিয়া তোমা।  
এ সব দেখিয়া বাপু চিন্তে দেহ ক্ষমা ॥ ২৮ ॥  
পিতৃহীন পুত্র তুমি—দিল দুই বিভা।  
অপত্য সম্ভতি কিছু না দেখিল হই ॥ ২৯ ॥  
তরুণ-বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।  
গৃহস্থ-আশ্রমে থাকি সাধ সব কর্ম্ম ॥ ৩০ ॥  
কাম ক্রোধ লোভ মোহ যৌবনে প্রবল।  
সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল ॥ ৩১ ॥



মনের নিরুক্তি কলিকালে নাহি হয় ।  
মনের চাক্ষুণ্যে সন্ন্যাসের ধর্মক্ষয় ৩২ ॥  
গৃহি-জন মনঃপাপে নাহি হয় বন্ধ ।  
সন্ন্যাসীর ধর্ম যায় মনোজয়শুদ্ধ ॥ ৩৩ ॥  
এতেক বচন যদি শচীদেবী বৈল ।  
শুনিঞা প্রবোধ-বাণী মায়েরে কহিল ॥ ৩৪ ॥

যথা—রাগ

চান্দ-মুখের বচন অমিয়া ।  
রূপ গঢ়ল কেমন বিদি মৈরজ ধরিয়া ॥ ৩৫ ॥  
ক্রবেরে বৈষ্ণব কৈল ক্রবের জননী ।  
কহিয়ে সে রস শুন অপূর্ব কাহিনী ॥ ৩৫ ॥

তথাহি—

ব্যাপস্যাচরণং ক্রবস্য চ বয়ো বিছা গজেক্সনা কা  
বৃজ্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং বিস্তং স্তদায়ো পনম্ ।  
বংশঃ কো বিহরস্য যাদবপতেকুগ্রস্য কিং পৌকয়ং  
ভক্ত্যা তুয্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাদবঃ ॥৩৬॥  
অশ্রয় । ব্যাপস্ত অচরণং, ক্রবস্ত বয়ঃ চ, গজেক্সস্ত কা  
বিছা, (অভূৎ ন কথকন) বৃজ্জায়াঃ নাম রূপং অধিকং  
কিমু, স্তদায়ঃ কিং তং পনং, বিহরস্ত বঃ বংশঃ (কুল-  
মর্ধ্যাদা) যাদবপতেঃ উগ্রস্ত কিং পৌকয়ং, ভক্তিপ্রিয়ঃ  
মাদবঃ কেবলং ভক্ত্যা তুয্যতি, ন চ গুণৈঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ । ব্যাপের আচরণ, ক্রবের বয়স, গজেক্সের  
বিছা কি ছিল? বৃজ্জার নাম, রূপ ও বয়সের সৌন্দর্য্যাদিক্য  
কি ছিল? স্তদায়ের কি পন ছিল? বিহরের বংশ-মর্ধ্যাদা  
কি ছিল? যাদবপতি উগ্রসেনের কি পৌকয় ছিল? ভক্তি-প্রিয় মাদব কেবল ভক্তির দ্বারা সম্বৃত্ত হন, প্রাকৃত  
গুণের দ্বারা হন না ।

শুন মাতা ক্রব-কথা এক-মন-চিত্তে ।  
অতি উচ্চ পদ ক্রব পাইল যেনমতে ॥ ৩৭ ॥  
ব্রহ্মার মানসপুত্র-স্বায়ম্বুর মনু ।  
মহাতেজ পরাক্রম যেন ব্রহ্মতনু ॥ ৩৮ ॥  
তার দুই পুত্র—প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ ।  
দুহে মহারাজা হৈল ব্রহ্মার প্রসাদ ॥ ৩৯ ॥

উত্তানপাদ মহারাজা দুই বিভা করি ।  
সুরুচি সুনীতি নামে দুইত সুনন্দরী ॥ ৪০ ॥  
উত্তমাদি সাত পুত্র সুরুচির হৈল ।  
সুনীতির গর্ভে মাত্র ক্রবের জন্ম হৈল ॥ ৪১ ॥  
স্বামীতে সৌভাগ্য হৈল উত্তমের মাতা ।  
ক্রবের জননী হৈল স্বামিতে দুর্ভাগা ॥ ৪২ ॥  
পাট মহারানী হৈল সুরুচি সুনন্দরী ।  
ক্রবের জননী গিয়া-তার সেবা করি ॥ ৪৩ ॥  
ক্রবের মায়ের দুঃখ কহনে না যায় ।  
সে দুঃখে পাথর ভাসে সমুদ্রে শুখায় ॥ ৪৪ ॥  
আঁকাড়ি-চাউলের অন্ন আলোণা ব্যঞ্জন ।  
ক্রবের মায়েরে দেয় করিতে ভোজন ॥ ৪৫ ॥  
পাঁচ বৎসর যখন ক্রবের বয়স ।  
দুঃখী হঞা ক্রবের মাতা পায় নানা ক্লেশ ॥৪৬॥  
একদিন সুরুচি-সহিত মহারাজ ।  
নানারসে আছে উচ্চ সিংহাসন মাঝ ॥ ৪৭ ॥  
উত্তমাদি সাত ভাই মা-বাপের সঙ্গে ।  
রত্নময়-সিংহাসনে আছে নানারজে ॥ ৪৮ ॥  
পাঁচ-বৎসরের ক্রব শিশুগণ সঙ্গে ।  
ধূলায় ধূসর খেলা খেলায় নানারজে ॥ ৪৯ ॥  
বাপের কোলে দেখিল ভাই মাতাজনে ।  
তা দেখিয়া উঠে ক্রব রত্ন-সিংহাসনে ॥ ৫০ ॥  
সিংহাসনে উঠিয়া বাপের কোলে বাইতে ।  
ক্রবের সতাই ঠেলি পেলিলেন ভূমিতে ॥৫১॥  
ভূমিতে পড়িয়া ক্রব কান্দিতে লাগিল ।  
স্ত্রীর বশ হঞা রাজা কিছু না বলিল ॥ ৫২ ॥  
ভূমিতে পড়িয়া ক্রব কান্দে অভিমানে ।  
মা দুর্ভাগা বাপের, ইহা নাহি জানে ॥ ৫৩ ॥  
ক্রবের সতাই বোলে—কান্দ অকারণে ।  
দাসীর পুত্র হঞা উঠ—রত্ন-সিংহাসনে ॥ ৫৪ ॥  
জন্মেজন্মে তোমার-মা কৃষ্ণ নাহি ভজে । ।  
রত্নময়-সিংহাসনে উঠ কোন্ লাজে ॥ ৫৫ ॥  
অভাগীরপুত্র, তোর মা অর্দৈক্ষবী ।  
রত্নসিংহাসনে কোথা বসিবারে পাবি? ৫৬ ॥

এতেক কহিল যদি কনের সতাই ।  
 কান্দিতে কান্দিতে কব গেল মায়ের ঠাঞি ॥  
 মায়েরে কহিল—মোরে সতাই মারিল ।  
 সিংহাসন হৈতে মোরে ঠেঁসিয়া পেলিল ॥৫৮॥  
 সতাই বোলে—তোর মা কহে নাহি ভজে ।  
 রত্নময়-সিংহাসনে বৈস কোন্ লাজে ॥ ৫৯ ॥  
 আর এক অদ্ভুত অভিপ্রায় বাসি ।  
 এতকাল নাহি জানি—তুমি তার দাসী ॥ ৬০ ॥  
 এ বোল শুনিয়া কান্দে কনের জমনী ।  
 কৃষ্ণ নাহি ভজি বাপু মুঞি অভাগিনী ॥ ৬১ ॥  
 জনমে-জনমে আমি কৃষ্ণ নাহি ভাবি ।  
 কৃষ্ণের সেনক আমি, তাহা নাহি নেবি ॥ ৬২ ॥  
 না কান্দ না কান্দ বাছা দুর্ভাগীর বেটা ।  
 দাসীপুত্র বলিয়া সতাই দিলে খোঁটা ॥ ৬৩ ॥  
 ক্রম কান্দি মাএ বোলে প্রবোধ-বচন ।  
 গোরাগুণ গায় সুখে এ দাস লোচন ॥ ৬৪ ॥

সিক্কড়া ।

অভাগীর উদরে পুত্র, জন্ম হৈল তোর ক্রম,  
 কৃষ্ণসেবা নাহি করি আমি ।  
 বাপের দুঃখাল নহ, সিংহাসনে চড়িতে চাহ,  
 হতভাগা না জন্মিলে তুমি ॥ ৬৫ ॥  
 না কান্দ না কান্দ ক্রম, তোরে কহি অনুভব,  
 শুন শুন আমার বচন ।  
 তোমার সতাই পূর্বে, কৃষ্ণ আরাধিয়াছিল,  
 সৌভাগ্য হইল তে কারণ ॥ ৬৬ ॥  
 কৃষ্ণের চরণ ভজে, সিংহাসন কিসে লাগে,  
 যাহা চাহ তাহা তুমি পাবে ।  
 মিছা অভিমান তেজ, কৃষ্ণের চরণ ভজ,  
 অনায়াসে সব তুমি পাবে ॥ ৬৭ ॥  
 তুমি হেন মোর বেটা, সংসার জুড়ে খোঁটা,  
 কেমনে চড়িবে বাপের কোলে ।  
 আমি জন্ম অভাগিনী, এ বোল শুনিয়া রাগী,  
 ভাসিতে লাগিল অশ্রুজলে ॥ ৬৮ ॥

আরে ক্রম শুন শুন আমার বচন ॥  
 তোর দুঃখবিমোচন, করিতে না পারে আন,  
 বিনে এক কমললোচন ॥ ৬৯ ॥  
 ব্রহ্মা আদি দেব যত, কৃষ্ণসেবা করি কত,  
 উচ্চপদ লৈল স্বর্গভূমি ।  
 তুমি যদি কৃষ্ণভজ, সিংহাসন কোন পদ,  
 ত্রৈলোক্যপুজিত হবে তুমি ॥ ৭০ ॥  
 মাএর বচন শুনি ক্রম মনে মনে শুণি,  
 কোথা পাব কৃষ্ণের উদ্দেশ ।  
 মধুবনে কৃষ্ণ পাবে তথ্যে কেমনে যাবে,  
 তোরে আমি করি উপদেশ ॥ ৭১ ॥  
 উত্তানপাদের পুত্র, যদি হও তোর সুহ,  
 সেই সিংহাসন যদি পাও ।  
 তবে ক্রম নাম ধরোঁ তোমাকে সৌভাগ্য করেঁ ।  
 সেই সিংহাসন যদি লেও ॥ ৭২ ॥  
 মায়ের চরণধূলি, শিরেতে ভূষণ করি,  
 শুভক্ষণে যাত্রা করি লড়ে ।  
 শ্রীকৃষ্ণচরণে ধ্যান, মনে করি অমুমান,  
 স্বর্গে জয়জয়কার পড়ে ॥ ৭৩ ॥

সুই রাগ ।

তুমি মোরে কহ উপদেশ ।  
 কোথা গেলে পাব শ্যামবন্ধুর উদ্দেশ ॥ ৬৬ ॥  
 আর অপরূপ কথা শুন সর্বজন ।  
 প্রভু বোলেন—গচীমাতা করেন শ্রবণ ॥ ৭৪ ॥  
 মায়ের চরণধূলি শিরেতে বন্দিয়া ।  
 মায়েরে প্রবোধ দেন কান্দিয়া কান্দিয়া ॥৭৫॥  
 চলিলেন মধুবন ক্রমমহাশয় ।  
 কৃষ্ণ ভক্তি উচ্চপদ করিঞা হৃদয় ॥ ৭৬ ॥  
 পথশ্রমে ক্রম যদি ক্ষুধায় পীড়িত ।  
 মধুময় পাকা ফল পায় আচম্বিত ॥ ৭৭ ॥  
 তৃষ্ণায় পীড়িত হঞা ক্রম চলি যায় ।  
 সুবাসিত গন্ধ জন পথ মধ্যে পায় ॥ ৭৮ ॥  
 দেখি সব দেবগণে লাগে চমৎকার ।

না জানি এই কব কার লবে অধিকার ॥ ১৯ ॥  
 পথে যাইতে নারদ ধ্রুবের লাগি পাইল।  
 মধুরবচনে কিছু কহিতে লাগিল ॥ ৮০ ॥  
 খেলার সময় তুমি রাজার নন্দন।  
 দীন-অভিমান চিত্তে কর অকারণ ॥ ৮১ ॥  
 এখন বন বাবানে তোমারে নহে বিদ্য।  
 বদ্ধকালে ভজিহ গোবিন্দ গুণবিদ্যি ॥ ৮২ ॥  
 ধ্রুব বোলো বদ্ধকালে কৃষ্ণ সেবোঁ বিদ্য।  
 যুগ্মকালে মরিলে কেমন তার বিদ্যি ॥ ৮৩ ॥  
 ইহা শুনি মহামুনি হরষিত হৈলা।  
 দ্বাদশ অক্ষর-মন্ত্র ধ্রুবেরে কহিলা ॥ ৮৪ ॥  
 পূর্বে কৃষ্ণ না ভজিয়া পাইল এত দুখ।  
 সতাইর বাক্যনাথে বিদ্ধ হৈল বুক ॥ ৮৫ ॥  
 তুমি বড় দয়ালু - সুপ্রি় অভাগিয়া।  
 দুখ দূর কর কৃষ্ণ-উপদেশ দিয়া ॥ ৮৬ ॥  
 হেন পদ লৈব কৃষ্ণ-সেবার প্রভাবে।  
 যাহা নাহি পায় মোর বাপ বড়বাপে ॥ ৮৭ ॥  
 মধুরনে বাহ ধ্রুব কালিন্দীর তীরে।  
 স্থস্থির আসন করি বসি রহ স্থিরে ॥ ৮৮ ॥  
 বীজমন্ত্র সদা তুমি করহ লছায়।  
 ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ৮৯ ॥  
 এই মন্ত্র সদা তুমি করিহ জপ।  
 সাতচন্দ্রের মাঝে পাবে অন্তঃস্ব ॥ ৯০ ॥  
 দীক্ষা-শিক্ষা পাঞা কব হরিষ হইলা।  
 প্রণাম করিয়া বন্দ্যবনমেরে চলিলা ॥ ৯১ ॥  
 কথোকদিনসে আসি মুনন পাইল।  
 কল্পতরু বন্ধ দেখি অশিক্ষা ছাড়ি ব ॥ ৯২ ॥  
 উত্তানপাদের বেটা মধুরন পায়।  
 আনন্দে লোটনদাস গোরাগুণ গায় ॥ ৯৩ ॥

সিদ্ধহা সাগ।

হরিএ মহাশয় গোবিন্দচরণে শরণ লৈব।  
 ও-রাজাচরণের অনেক মাধুরী এবে নে জানিলুঁ  
 মূবন দেখি ধ্রুবের আনন্দ নাছিল।  
 তীর্থ-উপবাস করি' রজমা বঞ্চিল ॥ ৯৪ ॥

প্রাতঃস্নান করি' কব মন্ত্রজপ করে।  
 না পাইল ক্ষুধাতৃষ্ণা—ভাসে অশ্রুজলে ॥৯৫॥  
 পাঁচ সাত-দিনে এক-বদরি-ভগ্নণ।  
 পক্ষান্তরে জনহিন্দু তুলসীস্পর্শন ॥ ৯৬ ॥  
 একান্ত ত্রিশ ত্রিশ কাল উপবাসে।  
 পারণা আহার কব করে একমাসে ॥ ৯৭ ॥  
 উর্দ্ধবাহু করপুটে একপায়ে ভর।  
 মন্ত্র জপ করে কব দ্বাদশ-অক্ষর ॥ ৯৮ ॥  
 কালিন্দীর জলে উর্দ্ধ চরণ-সুগলে।  
 গ্রীষ্মে তপ করে চারিদিগে অগ্নিববে ॥ ৯৯ ॥  
 শীতকালে কালিন্দীর জলে পড়ি' রহে।  
 বর্ষাতে মঞ্চেতে ভাতে এত দুখ সহে ॥ ১০০ ॥  
 ভাবিতে ভাবিতে ধ্রুবের লাগিল সমাদি।  
 ত্রিভঙ্গ রহিলা কৃষ্ণ-দর্শন আদি ॥ ১০১ ॥  
 ইন্দ্র-আদি দেবগণে লাগে চমৎকার।  
 না জানি এ কব কার লবে অধিকার ॥ ১০২ ॥  
 ব্রহ্মা বোলো—পাছে লয় মোর অধিকার।  
 ব্রহ্ম-পদ লভে কব জানি প্রতিকার ॥ ১০৩ ॥  
 কুবের বক্রণ বোলো—মোর পদ লবে।  
 কৃষ্ণ দিবেন ই' জানি অনুভবে ॥ ১০৪ ॥  
 ইন্দ্র বোলেন—কব মোর পদ লবে।  
 তরুণে কৃষ্ণচন্দ্র রূপা করি দিব ॥ ১০৫ ॥  
 ইন্দ্র বোলো—মোর পদ সন্ভার অভিনাষ।  
 মোর পদ লবে কব করিয়া উদাস ॥ ১০৬ ॥  
 সর্বদেবগণে বোলো উচ্চাসনে আমি।  
 মোর পদ লবে কব বড় পরিশ্রমা ॥ ১০৭ ॥  
 ধ্রুবের উৎকট তপ ভঙ্গ করিবারে।  
 ব্রহ্মা আদি দেবগণে নানা-মুক্তি করে ॥ ১০৮ ॥  
 ত্রিভঙ্গে আছেন কব একমনচিত্তে।  
 ইন্দ্র-আদি লঞা ব্রহ্মা গেলা পরীক্ষিতে ॥ ১০৯ ॥  
 ধ্রুবের কর্ণমূলে কেহো ডাকে উচ্চ-রোলে—  
 মরিতে আইলো কব,—মরিবার ভরে ? ১১০ ॥  
 আর কেহো বোলো—কব মৈল তোর বাপ।  
 কেহো বোলো—আরে কব যার কালসাপ ॥ ১১১ ॥

আর কেহ বোলে—ঋব মৈল তোর মা ।  
 কেহো বোলে—ঋব ঝাট পলাইয়া যা ॥ ১১২ ॥  
 আর কেহো বোলে—ঋব দাবাগ্নি আইল ।  
 কেহো বোলে—অহো ! ঋব মইল মইল ॥ ১১৩ ॥  
 ইন্দ্র হস্তী লঞা ঋবের বুকৈ দিল দাঁত ।  
 শুণ্ডে মেড়াইয়া আনে ঋবের আঁত ॥ ১১৪ ॥  
 বায়ু অঙ্গাগর হঞা ঋবেরে গিলিল ।  
 সূর্য্য ব্যাঘ্র-রূপ ধরি' ঋবের রক্ত পিল ॥ ১১৫ ॥  
 নাগ পাশে বান্ধি' ঋবে অনলে ফেলিল ।  
 চন্দ্র দুবাইল ঋবে কালিন্দীর জল ॥ ১১৬ ॥  
 জিহবার কৃষ্ণের নাম রটিল বাহার ।  
 কোটি-সর্প-দংশনে কি করিবে ডাহার ॥ ১১৭ ॥  
 ত্রিভুজ-পেয়াল কেহ ভাঙ্গিতে নাগিয়া ।  
 ব্রহ্ম-আদি দেবগণ গেল পলাইয়া ॥ ১১৮ ॥  
 একমনে ভাবে ঋব প্রভুর চরণ ।  
 আনন্দে গাইয়া গুণ এ দাম লোচন ॥ ১১৯ ॥

যথা রাম ।

রাঙাচরণে শরণ লইল গোপাল এ দীন দরাল ॥  
 ভোগার নাম পশ্চিমপালন ।  
 জয় রে জয় রে জয় অসমতারণ ॥ ১২০ ॥  
 আর অপরূপ কথা শুন সর্ব্বজন ।  
 নারদ কৃষ্ণের কিছু কহিব বচন ॥ ১২১ ॥  
 বৈকুণ্ঠে কমলা-সনে রত্নসিংহাসনে ।  
 নারদের বীণাগীত শুনে তিনজনে ॥ ১২২ ॥  
 ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ নারদেরে কহে—।  
 আজি কেন বীণাগীতে মন নাহি রহে ? ১২৩ ॥  
 নারদ বোলেন—শুন কমললোচন ।  
 যে কারণে বীণাগীতে নাহি রহে মন ॥ ১২৪ ॥  
 ভোগার ভকতে মোর হরি নিল মন ।  
 মনের দরিদ্র নাথ তুমি সর্ব্বকাল ॥ ১২৫ ॥  
 নারদের বোল শুনি' কমললোচন ।  
 কহ মোরে কোন ভক্ত করেন স্মরণ ॥ ১২৬ ॥

উত্তানপাদের নেটা বড় মহামতি ।  
 স্বামিতে দুর্ভগা তার মাতাতে স্মৃতি ॥ ১২৭ ॥  
 ঋবের সতাই তার নাম স্মরুতি ।  
 স্বামিগঞ্জে নানারঞ্জে সিংহাসনে বসি ॥ ১২৮ ॥  
 উত্তমাদি সাঙ ভাই মা-বাপের সঙ্গে ।  
 রত্নসিংহাসনে বসি' হামে খেলে রঞ্জে ॥ ১২৯ ॥  
 বাপের কোলে দেখিলেন ভাই দাত্তজনে ।  
 তা' দেখিয়া উঠে ঋব রত্নসিংহাসনে ॥ ১৩০ ॥  
 সিংহাসনে উঠিয়া বাপের কোলে যাইতে ।  
 ঋবের সতাই ঠেলি' ফেলিল ভুমিতে ॥ ১৩১ ॥  
 ভুমিতে পড়িয়া ঋব কাঙ্ক্ষিতে লাগিল ।  
 জীৱ বশ হঞা রাজা কিছু না বলিল ॥ ১৩২ ॥  
 সতাইর বোলে ঋব পড়িল সন্দটে ।  
 মধুননে তপ করে কালিন্দী নিকটে ॥ ১৩৩ ॥  
 নারদের বোল শুনি' কমললোচন ।  
 ঈষৎ হাসিয়া বোলে মধুর বচন ॥ ১৩৪ ॥  
 অদীক্ষিতজনের অপরাধ নাহি করি ।  
 অদীক্ষিতজনের অপরাধ নাহি ধরি ॥ ১৩৫ ॥  
 আমারে ভাবিলে যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া ।  
 মধুননে তপঃ করে মাতা পিতা ছাড়িয়া ॥ ১৩৬ ॥  
 বৈষ্ণবীর গর্ভে কতু অনৈষ্ণব ।  
 বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী হৈলে সব দুঃখ সহে ॥ ১৩৭ ॥  
 বৈষ্ণবপ্রতিজ্ঞা আমি অবশ্য করিব ।  
 যেই বর চাহে ঋব সে-ই বর দিব ॥ ১৩৮ ॥  
 প্রেমভক্তি ডোরে বান্ধিয়াছে ভক্তজন ।  
 না পারি রহিতে ভক্তি বান্ধি ভক্তজন ।  
 না পারি রহিতে ভক্ত করিলে স্মরণ ॥ ১৩৯ ॥  
 নারদ বোলেন—ঋব অদীক্ষিত নহে ।  
 তুমি কৃপা কর গিয়া দাবানল দহে ॥ ১৪০ ॥  
 নারদের মুখে শুনি' কমললোচন ।  
 গরুড়ে চড়িয়া আইলা সেই মধুবন ॥ ১৪১ ॥  
 ঋবেরে কহিল কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া—।  
 বর দিতে আইলাঙ্ ভোগার বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণের আঙ্গা শুনি' আনন্দ বাড়িল ।  
 ধ্যান ভাঙ্গি' জোড়হস্তে সম্মুখে রছিল ॥ ১৪৩ ॥  
 ধ্রুব বোলে মহাপ্রভু কি বর মাগিব ।  
 মোরে রূপা কর—তোমার মহিমা বাড়িব ॥  
 প্রভু বোলে—তোমার কার্য অবশ্য করিব ।  
 যেই পদ চাহ তুমি সে-ই পদ দিব ॥ ১৪৫ ॥  
 সম্প্রতি কহ কেনে আইলা মধুবনে ।  
 সত্তমাএ বসিতে না দিল সিংহাসনে ॥ ১৪৬ ॥  
 বড় উচ্চপদ যদি তোরে নাহি দিব ।  
 বাঞ্ছাকল্পভরু নাম কেমনে পাবিব ॥ ১৪৭ ॥  
 ধ্রুব বোলে—উচ্চপদ তৃণ হেন বাসি ।  
 তোমার ভক্ত মহিলে সব ভস্মরাশি ॥ ১৪৮ ॥  
 কৃষ্ণ বোলে—সব সিংহাসন দিব আমি ।  
 ত্রিজগতে উচ্চপদে থাক গিয়া তুমি ॥ ১৪৯ ॥  
 উত্তানপাদের নেটা তুমি হবে রাজা ।  
 আগার মহিমা পানে তোমার সব প্রজা ॥ ১৫০ ॥  
 সত্তার উপরে ঋষি-বাসস্থানমণ্ডল ।  
 ধ্রুবলোক বসে যেহু কহিল সকল ॥ ১৫১ ॥  
 এই বর দিয়া কৃষ্ণ হইয়া অন্তর্জ্ঞান ।  
 বিশ্বকর্ক' বেলোক করিল নির্মাণ ॥ ১৫২ ॥  
 এই বর পাঞা ধ্রুব করিলা গমন ।  
 গোরাগুণ গায় সূখে এ দাস লোচন ॥ ১৫৩ ॥

যথা রাগ ।

আইস রে শ্রাণের গৌর গোপাল ॥ ধ্রুব ॥  
 কৃষ্ণ-আঙ্গা শুনি' ধ্রুব দেশেই চলিল ।  
 এথা সে উত্তানপাদের নৈরাগ্য বাড়িল ॥ ১৫৪ ॥  
 ধ্রুবের সতাই কামে—ধ্রুব কোথা গেল ।  
 মুঞি অভাগিনী পুত্র তৈলিঞা ফেলিল ॥ ১৫৫ ॥  
 রাজা বোলে—ছিল মোর পুত্রদ-দেখা ।  
 কতদিনে হবে আর ধ্রুব-সনে দেখা ॥ ১৫৬ ॥  
 রাজা বোলে ধ্রুবের মা তুমি পাটরাণী ।  
 আজি হৈতে তোমার দাসী সকল সতিনী ॥ ১৫৭ ॥

পুত্র না দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া ।  
 ভ্রুমিতে পড়িয়া আছে মূর্ছিত হইয়া ॥ ১৫৮ ॥  
 হেনকালে নারদ দেখিয়া আচম্বিত ।  
 উঠিলেন মহারাজ অন্তরে চিন্তিত ॥ ১৫৯ ॥  
 পাণ্ড, অর্ঘ্য দিয়া দিল আসন বসিতে ।  
 আপন অন্তরকথা লাগিল কহিতে— ॥ ১৬০ ॥  
 পাঁচপছরের এক বালক আমার ছিল ।  
 না জানিএ সে বালক কোথাকারে গেল ॥ ১৬১ ॥  
 নারদ বোলেন—ধ্রুবের অনেক সঙ্কট ।  
 কৃষ্ণ হস্তি পাঞা আইল দেশের নিকট ॥ ১৬২ ॥

বলং পবিৎ জননী কৃতার্ণা

বহুকরা সা বসতিশ্চ ধন্যা ।

স্বর্গে স্থিতাত্তর পিতৃবোধগা ধন্য

যত্নাঃ স্ততো বৈষ্ণবনাম নোকে ॥ ১৬৩ ॥

যত্নাঃ পিতৃঃ পুত্রঃ পুত্রিণী সা বিদীয়তে ।

অবৈষ্ণবশতপুত্র-জননী শূকরী মম ॥ ১৬৪ ॥

অনুব্রু । যত্নাঃ স্ততাঃ ( পুত্রঃ ) নোকে (ইহলোকে)

বৈষ্ণবনাম ( বৈষ্ণব ভক্তি নামা গ্যাঃ ) সা জননী কৃতার্ণা  
 ( ভবতি ), ( তত্নাঃ ) কৃষ্ণ চ পবিব্রুং, বহুকরা ( পুত্রিণী )  
 বসতিঃ ( বাস-স্থানং ) চ ধন্যা ( ভবতি ), স্বর্গে স্থিতাঃ ( দেবতাঃ )  
 তত্নাঃ পিতরঃ আপি ধন্যাঃ । যত্নাঃ ( সন্ধির্বাঃ ) বৈষ্ণবঃ  
 পুত্রঃ অস্তি সা পুত্রিণী ( পুত্রবর্তী ) বিদীয়তে, অবৈষ্ণব-শত-  
 পুত্র-জননী শূকরী মম : ( তুয়া ভবতি ) ॥ ১৬৩-১৬৪ ॥

অনুব্রু । ইহলোকে যাতার পুত্র বৈষ্ণব বলিয়া

খ্যাতি লাভ করিয়াছেন সেই জননী ধন্য, যাতার কৃপা  
 পবিত্র, পুত্রিণী এবং যাতার বসতিস্থল ধন্য । স্বর্গে  
 স্থিত দেবলোক ও পিতৃলোক ও ধন্য । যাতার পুত্র বৈষ্ণব  
 তিনিই যথার্থ পুত্রবর্তী, শত অবৈষ্ণব পুত্রের জননী  
 শূকরীতুম্যা ॥ ১৬৩-১৬৪ ॥

যার বংশে বৈষ্ণব হ'এ একজনে ।

পিতৃ-মাতৃ-শশুর-কুল উদ্ধারণে ॥ ১৬৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভজি' আইল তোমার বালক ।

জানিয়া সে বংশে তোমার ধ্রুব তিলক ॥ ১৬৬ ॥

নারদের বোলে রাজা হরিশ মনোরথে ।  
 চুয়া-চন্দনের ছড়া দিল রাজপথে ॥ ১৬৭ ॥  
 খদি, দদি, মঙ্গল, দুর্কা, কুঙ্কুম, কস্তুরি ।  
 সূক্ষ্ম পুষ্প উজ্জ্বল, দাঁপ জলে সারি সারি ॥ ১৬৮ ॥  
 হারা-উদ্দেশে রাজা অনুব্রজী পায় ।  
 কথোদূরে গিয়া তবে কনের লাগি' পায় ॥ ১৬৯ ॥  
 ক্রমবধে দেখিঞা রাজা প্রাণ পাইল বোলে ।  
 লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া পুত্র কৈল কোলে ॥ ১৭০ ॥  
 ক্রমবধে আনিঞা পুত্রঃ সমে কৈল রাজা ।  
 হাতে হাতে সমর্পিল পাত্র আর প্রজা ॥ ১৭১ ॥  
 ক্রমবধে তরে রাজ্য দিঞা রাজা গেল বনে ।  
 কথো দিল রাজ্য কৈল আনন্দিত মনে ॥ ১৭২ ॥  
 বলে, দাপে নানাদেশ নিল একে একে ।  
 চলিলাসর রাজ্য বৈল নিষ্কটকে ॥ ১৭৩ ॥  
 দেন-গন্ধর্ব-মধ্যে নানা বিক্রম করি' ।  
 মাকে সঙ্গে লঞা গব গেলো গবপুরী ॥ ১৭৪ ॥  
 শর্তী বোলে—আমিহ যাইব তোমার সঙ্গে ।  
 থাকিব তোমার সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥ ১৭৫ ॥  
 তুমি হেন সোণার পুত্র যাণে মুড় মুড়ি ।  
 মুঞি মুণ্ড মুড়াইয়া হইমু নাড়ি ॥ ১৭৬ ॥  
 রক্তবস্ত্র পরিদ—কুণ্ডল দিমু কাণে ।  
 যোগিনী হইয়া আমি যাব তোমার সনে ॥ ১৭৭ ॥  
 মাএর বচনে প্রভু অন্তব্যস্ত হৈলা ।  
 কি দিব প্রবোধ বলি' চিন্তিতে লাগিলা ॥ ১৭৮ ॥  
 সর্বজ্ঞ শিরোমণি শচীর নন্দন ।  
 মাএরে প্রবোধ করে এ দাস লোচন ॥ ১৭৯ ॥

বরাড়ি রাগ - দিশা ॥

হেন অদভূত কথা শ্রবণ-মঙ্গল নাম রে ।  
 শুন গোরা-গুণ-গাথা শচীর দুলাল টাঁদ রে ॥ ১ ॥  
 অন্তব্যস্ত নহ—শুন আমার বচন ।  
 মিছা-কাজে দুঃখ চিন্তে কর কি কারণ ॥ ১৮০ ॥  
 বারে বারে কহি' তোরে—নাহি অবধানে ।  
 মিছা কর লোভ, মোহ, ক্রোধ, অভিমানে ॥

কে তুমি তোমার পুত্র - কে বা কার বাপ ।  
 মিছা 'তোর মোর' করি' কর অনুতাপ ॥ ১৮২ ॥  
 কি নারী, পুরুষ আর কেবা কার পতি ।  
 শ্রীকৃষ্ণচরণে নিম্ন আর নাহি গতি ॥ ১৮৩ ॥  
 সে-ই পিতা, সে-ই মাতা, সে-ই বন্ধুজন ।  
 সে-ই হর্ষা, সে-ই কর্ষা, সে-ই মাত্র মন ॥ ১৮৪ ॥  
 তা নিম্ন সকল মিছা—কহিল এ তত্ত্ব ।  
 তা নিম্ন সকল মিছা যতক জগত ॥ ১৮৫ ॥  
 বিষ্ণুমায়াবন্ধে সব লোক স্তম্বিত ।  
 নিজ মদ অহঙ্কারে কেবল গীড়িত ॥ ১৮৬ ॥  
 নিজ ভাল ভাল বলি' যেই করে কর্ম ।  
 পরকালে বন্দী হয় সেই সব ধর্ম ॥ ১৮৭ ॥  
 কর্মসূত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে জমিয়া ।  
 আপনা না জানে মুঢ় কৃষ্ণ পাশরিয়া ॥ ১৮৮ ॥  
 চতুর্দশলোক মধ্যে মনুষ্যের জন্ম ।  
 দুগ্ন ভ করিয়া জানি'—কহিল এ মর্ষ ॥ ১৮৯ ॥  
 নিযমনিপাক ইথে আছয়ে অপার ।  
 ক্ষণেক ভঙ্গুর এই অনিত্য সংসার ॥ ১৯০ ॥  
 তবছ দুগ্ন ভ জানি মনুষ্য-শরীর ।  
 শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে মায়ায় হৈয়ে স্থির ॥ ১৯১ ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মাত্র এই সব দেহ ।  
 মুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণে করে নেহ ॥ ১৯২ ॥  
 পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব ।  
 শ্রীকৃষ্ণচরণে হৈলে কত হয় লাভ ॥ ১৯৩ ॥  
 সংসারে আরতি করে মরিবার তরে ।  
 শ্রীকৃষ্ণে আরতি করে ভব তরিবারে ॥ ১৯৪ ॥  
 সে-ই সে পরমবন্ধু, সে-ই মাতা-পিতা ।  
 শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা ॥ ১৯৫ ॥  
 কৃষ্ণের বিরহে মোর অন্তর কাতর ।  
 চরণে পড়িয়া বলি' স্তনন উত্তর ॥ ১৯৬ ॥  
 বিস্তর পীরতি মোরে করিয়াছ তুমি ।  
 তোমার আজ্ঞায় শুদ্ধচিত্ত হই আমি ॥ ১৯৭ ॥  
 আমার নিস্তার হয় তোর পরিত্রাণ ।  
 শ্রীকৃষ্ণচরণে ভজ—ছাড় পুত্রজ্ঞান ॥ ১৯৮ ॥

সন্ন্যাস করিব, কৃষ্ণপ্রেমার কারণে ।  
 দেশে দেশে হৈতে আনি দিব প্রেম ধনে ॥১৯৯  
 আনের তনয় আনে রজত-সুন্দর ।  
 খাইলে বিনাশ পায়—নহে পরধর্ম ॥ ২০০ ॥  
 ধন-উপার্জন ক'রে আনে বড় দুঃখ ।  
 ধনই যাউক কিবা আপনি মরুক ॥ ২০১ ॥  
 আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন ।  
 সবল-সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ ॥ ২০২ ॥  
 ই হোকাকৈ, পরনোকৈ অবিনাশী প্রেমা ।  
 আশ্রা দেহ বেদনী মা—চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥২০৩  
 সকল জন্মে পিতা, মাতা সন্তে পায় ।  
 কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে বুঝি হিয়ায় ॥ ২০৪ ॥  
 মনুষ্য-জন্মে কৃষ্ণ গুরু সন্তে জানি ।  
 যেই গুরু নাহি করে—পশু পক্ষ মানি ॥ ২০৫ ॥  
 ইহা শুনি শচীদেবী বিস্মিত হিয়ায় ।  
 বিশ্বস্তর-মুখপদ্ম একদৃষ্টে চায় ॥ ২০৬ ॥  
 চতুর্দশলোকনাথ মায়া কৈল দূর ।  
 সর্বজীবে দেখে শচী এক সম্মতুল ॥ ২০৭ ॥  
 সেইক্ষণে বিশ্বস্তরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল ।  
 'আপন তনয়' বলি' মায়া দূর কৈল ॥ ২০৮ ॥  
 ননমেঘ জিনি' দু্যতি শ্যামকলেবর ।  
 ত্রিভঙ্গ, মুরুলীগর, বরপীতাম্বর ॥ ২০৯ ॥  
 গোপ, গোপী, গোপালের সনে বৃন্দাবনে ।  
 দেখিল আপন পুত্র চাকিত তখনে ॥ ২১০ ॥  
 দেখি' শচী চমৎকাব হইলা অন্তরে ।  
 পুলকে আকুল অঙ্গ—কম্প কলেবরে ॥ ২১১ ॥  
 স্নেহ নাহি ছাড়ে শচী আপন সম্বন্ধ ।  
 কৃষ্ণ হঞা পুত্র হৈলা ভাগ্যের নির্বন্ধ ॥ ২১২ ॥  
 জগত-দুঃখ ভ কৃষ্ণ আমার তনয় ।  
 কারু বশ নহে—মোর শক্ত্যে কিবা হয় ॥  
 এত অমুমানি শচী কহিল বচন— ।  
 স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষরতন ॥ ২১৪ ॥  
 মোর ভাগ্যে বর্তদিন ছিল মোর বশে ।  
 এখন আপন-সুখে করহ সন্ন্যাসে ॥ ২১৫ ॥

এক নিবেদন মোর আছে তোর ঠাই ।  
 ঐছন সম্পদ মোর কি লাগিয়া যায় ॥ ২১৬ ॥  
 ইহা বলি' স্করণে ভেল কণ্ঠস্বর ।  
 সাত পাঁচ দারা গলে নয়নের জল ॥ ২১৭ ॥  
 ফুকরি ফুকরি কান্দে শচী স্মৃতিত। ।  
 মায়ের কান্দনে প্রজ্বলি হৈল মাথা ॥২১৮॥  
 পুনরপি মুখ তুমি' কহে বিশ্বস্তর— ।  
 শুন গো জননী তুমি আমার উত্তর ॥ ২১৯ ॥  
 যে নিন দেখেছ তুমি চাহ অকুরাগে ।  
 সেইক্ষণে আমা তুমি দেখিনারে পানে ॥২২০  
 এ নোল শুনিঞা শচী করয়ে ক্রন্দন ।  
 ব্যথিত-হৃদয়ে কহে এ দাস নৌচন ॥ ২২১ ॥

বিকৃপিয়া বিলাপ

কথাসার

শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—এই কথা শুনিয়া  
 বিকৃপিয়াদেবী শোকে অর্থাৎ হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলেন,  
 শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে কান্দনের কারণ বিদ্যমান করিলেন ।  
 বিকৃপিয়াদেবীও শ্রীমহাপ্রভুর চরণে স্বীয় ছঃস নিবেদন  
 করিলে, তিনি তাঁহাকে নামাপ্রদান করিয়া দাব্যে সাঙ্গনা  
 প্রদান করিয়া অবশেষে রত্নমণ্ডল-গঠিত দেহে গতিবুদ্ধি  
 ছঃসের কারণ, কৃষ্ণই জীবমাত্রেরই নিত্য প্রাণপতি, এই  
 সকল তত্ত্বোপদেশ দিয়া বিকৃপিয়াদেবীকে স্বীয় চতুর্ভুজ  
 নারায়ণমূর্তি প্রদর্শন করিলেন ।

পবদিন শ্রীনিবাস, মুরাপি প্রভৃতি ভক্তরত্ন শ্রীমহাপ্রভু-  
 প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎস্মরণে আগমন  
 পূর্বক ছঃস প্রকাশ করিয়া প্রভু নঙ্গে বাইবার প্রস্তাব  
 করিলে, গৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে তত্ত্বোপদেশ করিয়া সাঙ্গনা  
 প্রদান করিলেন ।

বরাড়ি বাগ—ধূমকেলাজাত ॥

করণা-চন্দ ।

ভলে দেবী শচীরানী, কহে মন-কাহিনী,  
 হিয়া-দুঃখে বিরস-বদন ।

মুখে না নিঃসরে বাণী, ছু-নয়ানে ঝরে পানী,  
 দে'খি বিস্মুপ্রিয়া অচেতন ॥ ১ ॥  
 সুধাইতে নারে কথা, অন্তরে মরম-বেথা,  
 লোকমুখে শুনি' ঘানাঘুনা ।  
 ইঞ্জিতে বুলিল কাজ, পাড়িম অকাল-বাজ,  
 চেতন হরিল সেই দীনা ॥ ২ ॥  
 বিস্মুপ্রিয়া মনে শুণে, প্রভু দিন-অবসানে,  
 ঘরেণে আইলা হরমিতে ।  
 করিয়া ভোজন-পান, স্তম্বে শয়নায় শয়ান,  
 বিস্মুপ্রিয়া আইলা তুরিতে ॥ ৩ ॥  
 চরণকমল-পাশে, নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে,  
 কেহোরয়ে কাভর-বয়ান ।  
 ক্ষময়-উপরে গুণা, নাকে ভুজলতা দিয়া,  
 প্রিয়-প্রাণনাথের চরণে ॥ ৪ ॥  
 ছুনয়ানে বহে নীর, ত্রিভুজ হিয়ার চীর,  
 চরণ বাহিয়া পড়ে পারা ।  
 চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,  
 প্রিয়ায় পুছে অতিপারি ॥ ৫ ॥  
 মোর প্রিয়া-প্রিয়া তুমি, কান্দে কি কারণে জানি,  
 কহ দেখি ইহার উত্তর ।  
 গুণা উরু উপর, চিবুকে দক্ষিণ কর,  
 পুছে কিছু মধুর অক্ষর ॥ ৬ ॥  
 কান্দে ছেদী বিস্মুপ্রিয়া, নিদ্রিয়া যায় হিয়া,  
 পুছিতে না কহে কিছু বাণী ।  
 অন্তরে গুণের প্রাণ, দেহে নাহি সন্নিধান,  
 নয়ানে বরয়ে মাত্র পানী ॥ ৭ ॥  
 পুনঃ পুনঃ পুছে পছ', স্মৃতি না দেই তুচ্ছ,  
 কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া ।  
 প্রভু সব কলা জানে, পুছে নানা-বিদানে,  
 অঙ্গবাসে বয়ান মুছিয়া ॥ ৮ ॥  
 নানারঙ্গ পরথাণ, করিয়া বাঢ়ায় ভাব,  
 যে কথায় পাষণ মাজরে ।  
 প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি', বিস্মুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী,  
 কহে কিছু গদগদ-স্বরে ॥ ৯ ॥

শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত,  
 সন্ন্যাস করিলে নাকি তুমি ।  
 লোকমুখে শুনি' ইহা, বিদ্রিভে চাহে হিয়া,  
 আশুপিতে প্রবেশিব আমি ॥ ১০ ॥  
 তো' লাগি' জীবন ধন, রূপ নবযৌবন,  
 বেশ-বিন্যাস-ভাব-কলা ।  
 তুমি যবে ছাড়ি' যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে,  
 হিয়া পোড়ে যেন বিষজালা ॥ ১১ ॥  
 দিক্ জাতি মোর দেহে, এক ভিনেমেও ভোহে,  
 কেমনে হাটিয়া যাবে পথে ।  
 শিরীষকুসুম যেন, স্নেকোমল চরণ,  
 পরশিতে ডর লাগে হাতে ॥ ১২ ॥  
 ভূমিতে তাঁড়াও যবে, ডরে প্রাণ হালে তবে,  
 সিঁকিয়া পড়য়ে সব গায় ।  
 অরণ্যকণ্টক-বনে, কোথা যাবে কোন্‌খানে  
 কেমনে হাটিবে রাজা-পায় ॥ ১৩ ॥  
 সুধাময় মুখ-ইন্দু, তাহে যক্ষ বিন্দু বিন্দু,  
 অলপ-আয়াস মাত্র দেখি ।  
 বরিষা-বাদল-বেলা, ক্ষণে বারি ক্ষণে ক্ষরা,  
 সন্ন্যাসকরণ মহাভ্রুখো ॥ ১৪ ॥  
 তোমার চরণ দিনি, তার কিছু নাহি জানি,  
 আমারে ফেলাই কার ঠায় ।  
 ধর্ম-ভয় নাহি তোরা, শর্চী বন্ধ আগমরা,  
 কেমনে ছাড়িলে তেন মায় ॥ ১৫ ॥  
 মুরারি-মুকুন্দদত্ত, হেন সব ভকত,  
 শ্রীনিবাস আয় হরিদাস ।  
 অদ্বৈত-আচার্য আদি, ছাড়িয়া কি কার্য সাধি,  
 কেমনে বা করিলে সন্ন্যাস ॥ ১৬ ॥  
 তুমি প্রভু প্রেমরাশি, জগজনে হেন বাসি,  
 নিপন্নিত চরিত আশয় ।  
 তুমি দেশান্তরে যাবে, শুনিলে মরিলে মনে,  
 আরজিলে অপবশময় ॥ ১৭ ॥  
 কি কহিব মুঞি ছার, মুঞি ভোর সংসার,  
 সন্ন্যাস কলহ মোর ডরে ।



তোমার নিছনি লঞা, মরো মুঞি বিষ খাঞা,  
 স্মৃথে নিবসহ নিজঘরে ॥ ১৮ ॥

প্রভু না যাইহ দেশান্তরে, কেহো নাহি এসংসারে  
 বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া ।

কহিতে না পারে কথা, অন্তরে মরম ব্যথা,  
 কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া ॥ ১৯ ॥

শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া-বাণী, তবে সেই গৌরমণি,  
 হাসিয়া তুলিয়া নিল কোলে ।

বসনে মুছিয়া মুখ, করে নানা কৌতুক,  
 মিছাতুঃখ না ভাবিহ বোলে ॥ ২০ ॥

আমি তোরে ছাড়িয়া, সম্ম্যাস করিব গিঞা,  
 এ কথা বা কে কহিল তোকে ।

যে করি সে করি যবে, তোমারে কহিব তবে,  
 এখনে না মর মিছাশোকে ॥ ২১ ॥

ইহা বলি' গৌরহরি' আশ্লেষ-চুম্বন করি,  
 নানা রস-কৌতুক-বিহারে ।

অনন্ত বিনোদ প্রেমা, লীলা-লাবণ্যের সীমা,  
 বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে ॥ ২২ ॥

বিনোদ-বিনাস-রসে, ভৈগেল রজনীশেষে,  
 পুনঃ কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া ।

হিয়ায় আশুনি আছে, তে-কারণে পুনঃ পুছে,  
 প্রিয়-প্রাণনাথ-মুখ চাঞা ॥ ২৩ ॥

প্রভু-কর বুকু দিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,  
 মিছা না কহিও মোর ডরে ।

হেন অসুমান করি, যত কহ—চাতুরী,  
 পলাইবে মোর অগোচরে ॥ ২৪ ॥

তুমি নিজবশ প্রভু, পরবশ নহ কভু,  
 যে করহ আপনার স্মৃথে ।

সম্ম্যাস করিবে তুমি, কি বলিতে পারি আমি,  
 নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে ॥ ২৫ ॥

এ বোল শুনিঞা পঁছ, মুচকি হাসিয়া লছ,  
 কহে শুন মোর প্রিয়-প্রিয়া ।

কিছু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে তোর হিতে,  
 সাবধানে শুন মন দিয়া ॥ ২৬ ॥

জগতে যতক দেখ, মিছা করি' সব লেখ,  
 সত্য এক সবে ভগবান্ ।

সত্য আর বৈষ্ণব, তা-বিনে যতক সব,  
 মিছা করি' করহ গেয়ান ॥ ২৭ ॥

মিছা স্মৃত, পতি, নারী, পিতা মাতা যত বলি,  
 পরিণামে কেবা বা কাহার ।

শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি, আর ত কুট্টম নাহি,  
 যত দেখ এ মায়া তাহার ॥ ২৮ ॥

কিবা নারী, পুরুষ, সত্কারি সে আত্মা এক,  
 মিছা মায়াবন্ধে রহে দুই ।

শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,  
 এই কথা না বুনয়ে কোই ॥ ২৯ ॥

রক্ত-রেতঃ-সম্মিলনে, জন্ম নির্ধা-হৃত্ত-স্থানে,  
 ভূমে পড়ে হঞা অগেয়ান ।

বাল, যুগা, বন্ধ হঞা, নানাভুঃখে কষ্ট পাঞা,  
 দেহে গেহে করে অভিমান ॥ ৩০ ॥

বন্ধু করি যারে পালি, তারা সব দেই গালি,  
 অহিমাণে বন্ধকাল বধে ।

শ্রবণ নয়ান-আন্ধে, বিমাদ ভাবিয়া কান্দে,  
 তভু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি' এ সংসারে,  
 মায়াবন্ধে পাশরে আপনা ।

অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিজপ্রভু পাশরিয়া,  
 শেষে মরে নরকযন্ত্রণা ॥ ৩২ ॥

তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,  
 মিছা শোক না করিহ চিতে ।

এ তোরে কহিলু' কথা, দূর কর আন-চিন্তা,  
 মন-দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥ ৩৩ ॥

আপনি ঈশ্বর হঞা, দূর করে নিজ-মায়া,  
 বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্নচিত ।

দূরে গেল দুঃখ-শোক, আনন্দে ভরল বুক,  
 চতুর্ভূজ দেখে আচম্বিত ॥ ৩৪ ॥

তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভূজ দেখিয়া,  
 পতি বুঝি নাহি ছাড়ে তভু ।

পড়িয়া চরণ তলে, প্রণতি মিনতি করে,  
 এক নিবেদন শুন প্রভু ॥ ৩৫ ॥  
 মো অতি অদম ছার, জনমিল এ সংসার,  
 তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি ।  
 এহেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়াছিলু তোর,  
 কি লাগিয়া ভেল অপোগতি ॥ ৩৬ ॥  
 ইহা বলি' বিষ্ণুপ্রিয়া, কান্দে উত্তরোলি হঞা,  
 অধিক বাচল পরমাদ ।  
 প্রিয়জন আর্তি দেখি', ছল ছল করে আঁখি,  
 কোলে করি' করিলা প্রসাদ ॥ ৩৭ ॥  
 শুন দেনী বিষ্ণুপ্রিয়া, এ তোরে কহিল হিয়া,  
 মখনে যে তুমি মনে কর ।  
 আমি যথা তথা মাই, আছিয়ে তোমার ঠাই,  
 সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ় ॥ ৩৮ ॥  
 কৃষ্ণ-আজ্ঞাবাগী শুনি', বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণি,  
 স্বল্প ঐশ্বর তুমি প্রভু ।  
 নিজস্বখে কর কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ,  
 প্রত্যুত্তর না দিলেক তভু ॥ ৩৯ ॥  
 বিষ্ণুপ্রিয়া হেঠমুখী, ছলছল করে আঁখি,  
 দেখি' প্রভু সরস সম্ভাষে ।  
 প্রভু-আচরণ-কথা, শুনিতে লাগয়ে ব্যথা,  
 গুণ গায় এ লোচনদাসে ॥ ৪০ ॥  
 বরাড়ি রাগ—দিশা ॥  
 মোর প্রাণ আরে দ্বিজটাঁড় নাহে হয় ॥  
 মদননোহন গোরা-রূপের মাধুরী ।  
 সদাই জাগিছে রূপের বাসাই লঞা মরি ॥৪১॥  
 এইমনে অনুমানে দিন-রাজি যায় ।  
 আগুন জ্বলিল যেন সভার হিয়ায় ॥ ৪১ ॥  
 সকল ভকতগণ একত্র হইয়া ।  
 গোরা গুণগাথা কহে মরমে কান্দিয়া ॥ ৪২ ॥  
 শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া দৌহে কান্দে দিবানিশি ।  
 দশদিক্ অঙ্ককার—শূন্য হেন বাসি ॥ ৪৩ ॥  
 পুরজন পরিজন সোয়াথ না পায় ।  
 ছটফট করি' সব নগরে বেড়ায় ॥ ৪৪ ॥

হেনই সময়ে শ্রীনিবাস দ্বিজরায় ।  
 কাতরহৃদয়ে কিছু প্রভুরে শুধায়—॥ ৪৫ ॥  
 এক নিবেদন আছে—কহিতে ডরাও ।  
 আজ্ঞা পাইলে প্রভু-সঙ্গে মুঞি চলি যাও ॥৪৬॥  
 আর যে বা পারে সেহ চলি' যাউ ।  
 তোমা না দেখিলে কেহো না রাখিলে জাঁউ ॥  
 আগে ত মরিল আমি—শুন বিশ্বস্তর ।  
 আপন-অন্তরে-কথা কহিল গোচর ॥ ৪৮ ॥  
 এ বোল শুনিঞা পঁছ লছ-লছ হাস ।  
 যে কিছু কহিবে তাহা শুন শ্রীনিবাস ॥ ৪৯ ॥  
 আমার বিচ্ছেদ লাগি' না পানে তরাস ।  
 কভু না ছাড়িব আমি তোমা-সভার পাশ ॥  
 বিশেষে তোমার ঘরে কৃষ্ণের মন্দিরে ।  
 নিরন্তর আছি আমি—মন কর স্থিরে ॥৫১॥  
 প্রবোধবচন বলি' তুমিল তাহারে ।  
 মুরারিগুপ্তের ঘরে গেলা সন্ধ্যাকালে ॥ ৫২ ॥  
 হরিদাস সঙ্গে করি' মুরারি-মন্দিরে ।  
 নিভূতে কহয়ে তারে দেবতার ঘরে ॥ ৫৩ ॥  
 শুনহ মুরারি তুমি আমার বচন ।  
 মোর প্রিয়-প্রাণ তুমি—কহি তে-কারণ ॥৫৪॥  
 কহিল উত্তম কথা -শুন সাবদানে ।  
 উপদেশ কহি—তোর হিতের কারণে ॥ ৫৫ ॥  
 অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি ত্রিজগতে দত্ত ।  
 তারাদিক বন্ধু মোর নাহি আর অন্ত ॥ ৫৬ ॥  
 আপনে ঐশ্বর-অংশ—অখিলের গুরু ।  
 যে চাহে আপনা হিত—তার সেবা করু ॥৫৭॥  
 জগতের হিত সেই নৈষধবের রাজা ।  
 পরম ভকতি করি' করু তার পূজা ॥ ৫৮ ॥  
 তার দেহে পূজা পাইলে কৃষ্ণপূজা পায় ।  
 নিভূতে কহিল তোরে—রাখিলে হিয়ায় ॥৫৯॥  
 আমি আর গদাপরপণ্ডিত-গোসাঞি ।  
 নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, রামাই ॥ ৬০ ॥  
 জানিবে আমার দেহ এ সব সহিতে ।  
 অন্তর কহিল তোরে—রাখিহ হিয়াতে ॥ ৬১ ॥

এ বোল শুনিঞা সে মুরারি নৈত্তরাজ ।  
 অন্তরে জানিল প্রভুর অন্তরের কাজ ॥ ৬২ ॥  
 কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর পড়িল চরণে ।  
 নিশ্চয় জানিলা প্রভুর সন্ন্যাসকরণে ॥ ৬২ ॥  
 হরিদাসচরণে করিয়া নমস্কার ।  
 আত্মসমর্পণ করে বিনয় অপার ॥ ৬৪ ॥  
 মুরারিকান্দনা প্রভু শুনিত্তে কাতর ।  
 আশ্রয় ব্যস্তে উঠিয়া চিনিলা নিজঘর ॥ ৬৫ ॥  
 মুরারিকে প্রলোভ করিলা এই বাণী—  
 ভোনার নি হটে নিরস্তর আছি আমি ॥ ৬৬ ॥  
 সন্ন্যাস করিব—তার আছেয়ে বিলম্ব ।  
 পরিধামে যে कहিল— এই অবলম্ব ॥ ৬৭ ॥  
 এ লোল বলিয়া প্রভু নিজঘরে যায় ।  
 কাতর অন্তরে কথা এ লোচন যায় ॥ ৬৮ ॥

প্রভুর সন্ন্যাস  
 কথাসার

ভক্তগণকে হস্তোপদেশ দ্বারা সাঙ্ঘ্যনা প্রদান করিয়া  
 তাৎপর্যবসী শ্রীমদ্রাধাপ্রভু প্রাকৃতিক্যাবলম্বনান্তে সন্ন্যাসের  
 উদ্দেশে সম্ভবে গঙ্গা পার হইয়া কণ্টকনগরে কেশব-  
 ভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এদিকে শরীনার্থ্য,  
 বিস্ময়প্রিয়া, প্রভু-বিরহে অচেতন হইয়া পড়িলেন।  
 শ্রীমদ্রাধাপ্রভু শরী ও বিস্ময়প্রিয়াকে সাঙ্ঘ্যনা প্রদানপূর্বক  
 চল্লিশের আচায়া, দামোদর পাণ্ডিত্রপ্রথমা ভক্তবৃন্দ সঙ্গে  
 লইয়া প্রভুর উপদেশে কণ্টকনগরে কেশব ভারতীর নিকট  
 উপস্থিত হইলেন।

শ্রীমদ্রাধাপ্রভু কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসপ্রার্থনা  
 করিলে, ভারতী প্রথমে তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে অস্বীকার  
 করায় প্রভু তাঁহাকে হস্তোপদেশ দিলেন, তান কেশব-  
 ভারতী তাঁহাকে অগদগুণ স্বরূপ ভগবান জানিয়া সন্ন্যাস-  
 মন্ত্র প্রদান করিতে সীত হইলেন। শ্রীমদ্রাধাপ্রভু তাঁহার  
 জন্মের ভার জানিতে পারিয়া, কোন হাথে অগ্র কেশব-

ভারতীর কণে সন্ন্যাসের মন্ত্র প্রদান করিলে—ভারতী  
 তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে স্বীকৃত হইলেন। কণ্টকনগরের  
 অবিবাগী শিশু, বাথক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুংখ সকলেই  
 প্রভুর সন্ন্যাস দর্শনে জর্জর শোক প্রকাশ করিলে।  
 শ্রীমদ্রাধাপ্রভু তাঁহাদিগকে সাঙ্ঘ্যনা প্রদান করিয়া ভক্তা-  
 বেশে তাহাদিগের নিকট কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিলেন।  
 শ্রীমদ্রাধাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ নামমন্ত্র প্রদান করিয়া সর্বস্বীবেব  
 চেতনের বৃত্ত উন্মোচিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার  
 সন্ন্যাসের নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অতঃপর শ্রীমদ্রাধাপ্রভু  
 সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক রাত্রেদেগে তিন দিন প্রোমাবেশে বাথ-  
 জ্ঞান শূন্য হইয়া ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পিত হইয়াছে।

করণশ্রী—গাথ।

প্রভুরে গৌরাগে আরে হয়।

গৌরাটাঁদ নাহারে হয় ॥ ৬৯ ॥

প্রাতঃকালে উঠি' প্রভু প্রাতঃক্রিয়া করি।

'সন্ন্যাস করিব' দঢ়াইন গৌরহরি ॥ ১ ॥

কণ্টক নগরে আছে ভারতীগোসাঞি।

সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই ॥ ২ ॥

একান্ত করিয়া মনে কৈল বিদম্বর।

যাত্রাকালে লইল দক্ষিণনামার অঙ্গ ॥ ৩ ॥

চলিলা ত মহাপ্রভু গঙ্গার জলীপে।

গঙ্গানতরণে যাব ছাড়ি' নদীপে ॥ ৪ ॥

গঙ্গা অক্ষয়ী অবদীপ ছাড়ি' যাবে।

বজর মেঘ সজার মাধায়ে ॥ ৫ ॥

কিনা দিন-মাগে যেন রনি কুকাইন।

সন্ন্যাসের তেজি' হুংসগণ কোথা গেল ॥ ৬ ॥

কিনা দেহ তেজি' প্রাণ গেস আচম্বিতে।

ভ্রমর ছাড়িল যেন পল্লের পীরিতে ॥ ৭ ॥

বিচ্ছেদ-বিয়োগময় হৈল নবদীপে।

শোকের পর্ষিত যেন সন্ডাকারে চাপে ॥ ৮ ॥

নিজজন পরিজন শচী বিস্ময়প্রিয়া।

মূর্ছিত হইয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ ৯ ॥

শচীদেবী কান্দে ফোলে করি' বিস্ময়প্রিয়া।

বিস্ময়প্রিয়া ঝরা যেন রহিলা পড়িয়া ॥ ১০ ॥

অবয়ব আছে—প্রাণ গেল ত ছাড়িয়া ।  
 শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভূমি লোটাঁইয়া ॥১১॥  
 শচীদেবী কান্দে ডাকে নিমাই বলিয়া ।  
 আগুনে পুড়িল যেন ধক্‌ধক্‌ হিয়া ॥ ১২ ॥  
 দশদিক্‌ শূন্য হৈল অন্ধকারময় ।  
 কেমনে বন্ধিব মুঞি ঘর ঘোরময় ॥ ১৩ ॥  
 গিলিবারে আইসে মোরে এ ঘরকরণ ।  
 বিষ যেন লাগে ইষ্টকুটুম্বচন ॥ ১৪ ॥  
 মা বলিয়া আর মোরে না ডাকিলে কেহো ।  
 আমারে নাহিক বম—পাশরিল মেহো ॥ ১৫ ॥  
 কিবা দুঃখ পাই পুত্র ছাড়িল আমারে ।  
 হাপুতি করিয়া মোরে গেলা কোথাকারে ॥  
 হায় হায় নিদারুণ নিমাই হইয়া ।  
 কোন্‌ দেশে গেলা পুত্র—কে দিলে আনিঞা ॥  
 বুক ফাটে—ভোর বাপ সোঙ্‌রি মাধুরী ।  
 মা বলিয়া আর না ডাকিল গৌরহরি ॥ ১৮ ॥  
 অনাথিনী করিয়া কোণারে গেলে বাপ ।  
 মনে ছিল—জননীনে দিব আমি তাপ ॥ ১৯ ॥  
 পঢ়িয়া শুনিঞা পুত্র ইচ্ছাই নিখিনা ।  
 অনাথিনী অভাগিনী মায়েরে করিলা ॥ ২০ ॥  
 কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি পলাইয়া গেলা ।  
 ভকত-সভার প্রেম কিছু না গণিলা ॥ ২১ ॥  
 বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে—হিয়া নাহিক সম্বিত ।  
 ক্লেণে উঠে, ক্লেণে পড়ে—উনমত-চিত ॥ ২২ ॥  
 বসন না দেয় গায়ে—না বান্ধয়ে ঢুলি ।  
 হাকান্দ কান্দনা কান্দে—উন্মতি পাগলী ॥২৩॥  
 প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিয়া ।  
 জ্ঞানহ আগুনি—তাথে মরিব পুড়িয়া ॥ ২৪ ॥  
 গুণ বিনাইতে নারে—মরয়ে মরমে ।  
 সবে এক বোল বোলে—যে ছিল করমে ॥২৫॥  
 অমিয়া-অধিক প্রভু ভোর বত গুণ ।  
 এখনে সকল সেই ভৈগেল আগুন ॥ ২৬ ॥  
 রহস্য-বিনোদ-কথা কহিবারে নারে ।  
 হিয়ার পোড়নে কান্দে অতি-আর্ত-স্বরে ॥২৭॥

চৌদিগে ভকত মরে অন্তর-যন্ত্রণা ।  
 কি কহিব সম্বরিতে না পারে আপনা ॥ ২৮ ॥  
 অনেক শক্তি সম্ভে বোলে দীরে দীরে ।  
 কি দিব প্রবোধ জোরে—প্রাণ কর স্থিরে ॥২৯॥  
 যে দেখিলে যে শুনিলে এতকাল ধরি' ।  
 প্রাণ স্থির কর—সেই সব মনে করি' ॥ ৩০ ॥  
 কি জানহ ভগবান্‌ কার আপনার ।  
 শুনিয়াছ যত যত পূর্ব অবতার ॥ ৩১ ॥  
 লোক-বেদ-অগোচর চরিত্র তাহার ।  
 বড়ভাগ্য নাম ধরে সম্বন্ধ তোমার ॥ ৩২ ॥  
 যারে যেই আজ্ঞা কৈলা—থাক সেইমতে ।  
 সেই আজ্ঞা পালন করহ দৃঢ় চিতে ॥ ৩৩ ॥  
 এতক বচন যবে বৈল ভক্তগণ ।  
 শুনিঞা কাতর হিয়া—সম্বরে ক্রন্দন ॥ ৩৪ ॥  
 তবে নিত্যানন্দ লঞা সব ভক্তগণ ।  
 যুক্তি করে—কোথা গেলে পান দর্শন ॥৩৫॥  
 কেহো বোলে—যত তীর্থ করি' গমন ।  
 যথা গেলে গৌরাট্টাদের পান দর্শন ॥৩৬॥  
 কেহো বোলে—বন্দাবন যাব বারণদী ।  
 নীলাচলে যাব যথা থাকয়ে সন্ন্যাসী ॥ ৩৭ ॥  
 কাঞ্চন-নগরে আছে ভারতী গোসাঞি ।  
 সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই ॥ ৩৮ ॥  
 এই বাক্য কভু প্রভুর মুখে শুনিয়াছি ।  
 সত্য করি' এই বাক্য দঢ় নাহি বুনি ॥ ৩৯ ॥  
 মিথ্যা-বাক্যে সব লোক পাইল তথারে ।  
 আগে আমি তব্ব জানি' কহিব সভারে ॥ ৪০ ॥  
 ধীর ভক্ত জনকথো দেহ মোর সঙ্গে ।  
 ধরিয়া আনিব মোর প্রভু সে গৌরাজে ॥৪১॥  
 তবে সব ভক্তগণ মনে অনুমানে ।  
 মুখ্য মুখ্য জনকথো দিল তার সনে ॥ ৪২ ॥  
 শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, পণ্ডিত দামোদর ।  
 বক্রেশ্বর-আদি করি' চলিলা সম্বর ॥ ৪৩ ॥  
 এই সব লঞা নিত্যানন্দ চলি' যায় ।  
 প্রবোধিয়া শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় ॥ ৪৪ ॥

এথা গৌরহরি শীঘ্র চলিয়া সত্বর ।  
 কোটি-কুঞ্জর মত্ত গমন সুন্দর ॥ ৪৫ ॥  
 বরবর নয়নে বরয়ে প্রেমদারা ।  
 পুলকে আকুল অঙ্গ মোগার কিশোরা ॥৪৬॥  
 উর্দ্ধবাস কেশ প্রভু করিয়া বন্ধন ।  
 মথুরার মল্ল যেন করিয়াছে গমন ॥ ৪৭ ॥  
 রাধার বিরহভাবে হইয়া আকুল ।  
 কোথা রাধা গেলা মোর কোথায় গোকুল ॥  
 সে গমন ক্ষণে ক্ষণে মস্তুর হইয়া ।  
 মালসাট মারে ক্ষণে চৌদ্দিগে চাহিয়া ॥৪৯॥  
 এইমতে প্রেমগোশে চলি' যায় পথে ।  
 অখিজের গুরু মোর প্রভু জগন্নাথে ॥ ৫০ ॥  
 কাঞ্চন-নগরে আইল প্রভু বিশ্বস্তর ।  
 যথা আছে কেশবভারতী ন্যাসিনর ॥ ৫১ ॥  
 পরমভক্তি করি' পরণাম করে ।  
 উঠিয়া সম্মুখে ন্যাসী নারায়ণ স্মরে' ॥ ৫২ ॥  
 বড় ভাগ্য মানি' দৌহে সরস সম্ভাষ ।  
 বিশ্বস্তর নোলে—মোরে করাহ সম্ভাস ॥৫৩॥  
 এইমনে দুইজনে আছে এক কালে ।  
 আইলা নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরাদি-মেলে ॥৫৪॥  
 সম্ভাসীকে নমস্করি' প্রভু নমস্করে ।  
 হাসিয়া কহয়ে প্রভু—ভাল হৈল আইলে ॥৫৫॥  
 তোমার গমনে মোর সকলি মঙ্গল ।  
 সম্ভাস হইব মোর জনম সফল ॥ ৫৬ ॥  
 এ বোল বলিয়া পুনঃ ভারতী সম্ভাষে ।  
 প্রণতি মিনতি করে সম্ভাসের আশে ॥ ৫৭ ॥  
 ভারতী কহয়ে—শুন শুন বিশ্বস্তর ।  
 তোমাতে সম্ভাস দিতে কাঁপয়ে অন্তর ॥৫৮॥  
 এহেন সুন্দর তনু—তরুণ বয়স ।  
 জনম অবধি নাহি জানি দুঃখ-ক্লেশ ॥ ৫৯ ॥  
 অপত্য-সন্ততি নাহি হয়ে ত তোমার ।  
 তোমাতে সম্ভাস দিতে না হয় আমার ॥৬০॥  
 পক্ষাশের উর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি ।  
 তবে সে সম্ভাস দিতে ভোরে হয় যুক্তি ॥৬১॥

এ বোল শুনিঞা প্রভু কহে লছ-বাণী—  
 তোমার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে জানি ॥  
 মায়া না করিহ মোরে শুন ন্যাসিমুনি ।  
 ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব কেবা জানে তোমা বিনি ॥ ৬৩ ॥  
 সংসারে দুর্লভ এই মানুষের জন্ম ।  
 তাহাতে দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি পরধর্ম্ম ॥ ৬৪ ॥  
 বড়ই দুর্লভ তাহে ভক্তজন-সঙ্গ ।  
 মানুষের এ দেহাতলেকে হয় ভঙ্গ ॥ ৬৫ ॥  
 বিলম্ব করিতে এই দেহ যায় যনে ।  
 তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ হ'নে কবে ॥ ৬৬ ॥  
 মায়া না করিহ মোরে করাহ সম্ভাস ।  
 তোর পরমাদে যুঁঞে হও কৃষ্ণদাস ॥ ৬৭ ॥  
 ইহা বলি' করুণ-অকুণ দু-নয়ান ।  
 চল চল করে অশ্রু-কাতর বয়ান ॥ ৬৮ ॥  
 শুদ্ধার-গর্জনে সিংহ জিনি' পরাক্রম ।  
 ভাবগয় সব দেহ—অতি সুলক্ষণ ॥ ৬৯ ॥  
 'হরি হরি' বলি' ডাকে মেঘের গর্জনে ।  
 অপিরাম প্রেমধারি করে দু-নয়ানে ॥ ৭০ ॥  
 ত্রিভঙ্গ হইয়া 'বংশী বংশী' বলি' ডাকে ।  
 ক্ষণে রাসমণ্ডলী বলিয়া রঙ্গ নাঁকে ॥ ৭১ ॥  
 গোবর্দ্ধন, রাধাকৃষ্ণ বলি' ডাকে হাসে ।  
 চমৎকার হৈল ন্যাসী অন্তর-তরাসে ॥ ৭২ ॥  
 অন্তরে চিন্তিয়া কিছু নোলে ন্যাসিরাজ ।  
 অন্তরে জানিল—মোর ভাল নহে কাজ ॥৭৩॥  
 জগতের গুরু এই জগতের নাথ ।  
 'গুরু' বলি' আমারে করিব জোড়-হাত ॥৭৪॥  
 এত অনুমানি ন্যাসী কহিল উত্তর ।  
 সম্ভাস করিবে যদি—যাহ নিজ-ঘর ॥ ৭৫ ॥  
 সাক্ষাতে জননী-ঠাঞি হইবে বিদায় ।  
 তোর পত্নী স্মৃতিরতা—যাবে তার ঠায় ॥ ৭৬ ॥  
 সাক্ষাতে সভার ঠাঞি বিদায় হইয়া ।  
 আসিবে আমার ঠাই—সভারে বুঝাঞা ॥৭৭॥  
 মনে আছে—গোরাচাঁদে করিয়া বিদায় ।  
 আসন ছাড়িয়া আমি যাব অণু ঠায় ॥ ৭৮ ॥

অন্তর্যামী ভগবান্ এ মন জানিঞা ।  
 পালিব তোমার আঙ্কা—বলিল হাসিয়া ॥৭৯॥  
 চলিলেন মহাপ্রভু নবদ্বীপ-পুরে ।  
 দেখিয়া ভাবিল স্ম্যাসী আপন অন্তরে ॥৮০॥  
 যার লোমকূপে ত্রক্ষাণ্ডের গণ বৈসে ।  
 তারে পলাইয়া আমি যান কোন্ দেশে ॥৮১॥  
 ভ্রান্তমতি আমি কিছু দেখিয়া না দেখি ।  
 সভার জীবন এই সর্বজন-সার্থী ॥ ৮২ ॥  
 ইহা ভাবি' সন্ন্যাসী ডাকিয়া গৌরহরি ।  
 বলিতে লাগিল কিছু অনুনয় করি' ॥ ৮৩ ॥  
 আর এক বোল বোলোঁ—শুন বিশ্বস্তর ।  
 তোমাতে সন্ন্যাস দিতে বড় লাগে ডর ॥৮৪॥  
 তুমি জগতের গুরু—কে গুরু তোমার ।  
 মিছা বিড়ম্বনা কেনে করহ আমার ॥ ৮৫ ॥  
 এ বোল শুনিয়া কান্দে বিশ্বস্তররায় ।  
 আরতি করিয়া ধরে সন্ন্যাসীর পায় ॥ ৮৬ ॥  
 প্রণত-জনেতে কেনে বোল চূর্কচন ।  
 মরিলে কি ছাড়ি আমি তোমার চরণ ॥৮৭॥  
 মোরে বত বোল—মোর বুদ্ধিবার মন ।  
 এক নিবেদন আছে—শুনহ বচন ॥ ৮৮ ॥  
 একদিন রাত্রিশেষে দেখিখুঁ স্বপন ।  
 সন্ন্যাসের মন্ত্র মোরে কহিল ব্রাহ্মণ ॥ ৮৯ ॥  
 দেখ দেখি এই বটে হয় কিবা নহে ।  
 ইহা বলি' ভারতীয় কর্ণে মন্ত্র কহে ॥ ৯০ ॥  
 ইহা বলি সন্ন্যাসীর কর্ণে কহে মন্ত্র ।  
 প্রকারে হইলা গুরু আপনি স্বস্তম্ভ ॥ ৯১ ॥  
 বুলিল সকল কাজ ভারতীগোসাঞি ।  
 সন্ন্যাস করাব তোরে—শুনহ নিমাঞি ॥৯২॥  
 এ বোল শুনিয়া প্রভু নাচয়ে আনন্দে ।  
 'হরি হরি' বোলয়ে গভীর-সেঘনাদে ॥ ৯৩ ॥  
 গৌর-শরীরে ভেল পুলক সারি সারি ।  
 অমিয়া পসারে যেন অঙ্গের মধুরী ॥ ৯৪ ॥  
 অরুণ-নয়নে জল ঝরে অনিবার ।  
 দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার ॥ ৯৫ ॥

কাঞ্চন-নগরের লোক দেখিবারে পায় ।  
 যে দেখয়ে—তার হিয়া-নয়ন জুড়ায় ॥ ৯৬ ॥  
 কিবা ব্রহ্ম, কিবা অক্ষ, কি নারী, পুরুথ ।  
 কিবা সে পণ্ডিতজন এ গণ্ড-মুরুথ ॥ ৯৭ ॥  
 শিশুগণ পায় আর কুলের যুবতী ।  
 নিজ ছায়া নাহি চিনে হেন রূপবতী ॥ ৯৮ ॥  
 কাঁখে কুম্ভ করি' কেহো দাঁড়াইয়া চাহে ।  
 নড়িতে না পারে—সেহ নড়ি মরি' মায়ে ॥৯৯॥  
 পশু সে আতুর কিবা গর্ভবতী নারী ।  
 ত্রীঅঙ্গ দেখিয়া সন্ন্যাসীরে পাড়ে গালি ॥১০০॥  
 মন্ডা মন্ডা করি' লোক বাখানয়ে রূপ ।  
 এতকালে দেখিল এ অতি অপরূপ ॥ ১০১ ॥  
 মন্ডা মন্ডা জননী মরিল গুত্র গর্ভে ।  
 দেবকীসমান সেই শুনিয়াছি পূর্বে ॥১০২॥  
 কোন্ ভাগ্যবতী হেন পায়াদ্বিজ পতি ।  
 ত্রৈলোক্যে তাঁহার সম নাহি ভাগ্যবতী ॥১০৩॥  
 রূপ দেখি' নিজ আঁখি পালটিতে নারি ।  
 ইহার সন্ন্যাস কিবা সহিবারে পারি ॥১০৪॥  
 কেমনে বা জীনে' সে ইঁহায় জননী ।  
 এ কথা শুনিলে মাত্র মরিলে রমণী ॥ ১০৫ ॥  
 এত অনুমান করি' কান্দে সা লোক ।  
 ডাকিয়া কহয়ে প্রভু—না করিহ শোক ॥১০৬॥  
 আশীর্বাদ কর মোরে—শুন মাতা-পিতা ।  
 সাধ লাগে—কৃষ্ণের চরণে দেও মাথা ॥১০৭॥  
 যার যেই নিজ পতি—সেই তাহা চাহে ।  
 তার চিত্ত বান্ধিবারে করয়ে উপায়ে ॥১০৮॥  
 রূপ, যৌবন বত এ রস-নাভণ্য ।  
 নিজ পতি ভজিলে সে সব হয় ধন্য ॥ ১০৯ ॥  
 মনে মনে কর—এ সভার অনুভব ।  
 পতি বিম্বু যুবতীর মিছা হয় সব ॥ ১১০ ॥  
 কৃষ্ণপদ বিম্বু মোর নাহি অন্ম গতি ।  
 নিজ অঙ্গ দিয়া মো ভজিল প্রাণপতি ॥১১১ ॥  
 ইহা বলি' মহাপ্রভু করিয়ে রোদন ।  
 ক্রণেক অন্তরে সব কৈল সন্দরণ ॥ ১১২ ॥

পুনরপি শ্যাসিনরে করয়ে প্রণাম ।  
 আপন অন্তরকথা মাগয়ে বিধান ॥ ১১৩ ॥  
 তার পর-দিনে প্রভু গুরু-আজ্ঞা লঞা ।  
 সম্ম্যাস-বিধান—কর্ম করয়ে হাসিয়া ॥১১৪॥  
 করিল সকল কর্ম—যে ছিল নিহিত ।  
 ‘সম্ম্যাস করিব’ বলি’ আনন্দিত চিত ॥১১৫॥  
 আপনে আচার্য্য-রত্ন কৃষ্ণ-পূজা করে ।  
 চৌদিগে বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে ॥১১৬॥  
 গুরুর সম্মুখে রহে পুটাঞ্জলি করি’ ।  
 মাগয়ে সম্ম্যাস-মন্ত্র পরণাম করি’ ॥ ১১৭ ॥  
 মুগুন করিল প্রভু—শুন তার কথা ।  
 যা শুনিলে সভার হৃদয়ে লাগে ব্যথা ॥১১৮॥  
 সকল বৈষ্ণবজনে লাগে হিয়া কাঁপ ।  
 মুগুনের কালে বস্ত্র মুখে দেই কাঁপ ॥১১৯॥  
 কমলা-লালিত কেশ ত্রৈলোক্যসুন্দর ।  
 মালার সহিত নাশে এ গজকন্দর ॥ ১২০ ॥  
 পুরুষে চূড়ার বেশে মোহিল জগত ।  
 যাহার দেখ্যানে জীয়ে সকল ভকত ॥ ১২১ ॥  
 গোপবধু যাহা লাগি’ ছাড়িলেক লাজ ।  
 জাতি-কুল-শীল-ভয়ে পাড়িলেক বাজ ॥১২২॥  
 যার গুণগানে শিব, বিরিঞ্চি, নারদ ।  
 আপনারে ধন্য মানে সকল সম্পদ ॥ ১২৩ ॥  
 হেন কেশ মুগুন করিতে চাহে পছঁ ।  
 কান্দয়ে সকল লোক—না তুলয়ে মুছ ॥১২৪॥  
 নাপিত না দেই হাথ শিরের উপরে ।  
 তরাসে তাহার অঙ্গ করে থর-থরে ॥ ১২৫ ॥  
 কণ্টক-নগরের লোক এ নারী-পুরুষে ।  
 ফুকরি ফুলসি কান্দে সক্রুণ ভাষে ॥ ১২৬ ॥  
 নাপিত কহয়ে—প্রভু নিবেদী চরণে ।  
 তোর শিরে হাথ দিব কাহার পরাণে ॥১২৭॥  
 আমার শক্তি নাহি করিতে মুগুন ।  
 সুন্দর কুঞ্চিত কেশ ত্রৈলোক্য-মোহন ॥১২৮॥  
 দেখিতে শীতল হয় হৃদয়-নয়ন ।  
 যে কর সে কর প্রভু না কর মুগুন ॥ ১২৯ ॥

এরূপ মানুষ নাই জগত-ভিতর ।  
 তুমি সর্বলোকনাথ—জানিল অন্তর ॥১৩০॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু অসন্তোষ পায় ।  
 বুঝিয়া নাপিত কাজ অন্তরে ডরায় ॥১৩১॥  
 পুনঃ নিবেদন করে অন্তরে কাতর ।  
 কেমনে বা হাথ দিব এ শির-উপর ॥ ১৩২ ॥  
 অপরাধ লাগি’ মোর ডরে হালে গা ।  
 তোর শিরে হাথ দিয়া ছোব কার পা ॥১৩৩॥  
 কার পায় হাথ দিয়া করিব নিজরুত্তি ।  
 অধম নাপিত মুঞি হঙ্ক ছার জাতি ॥ ১৩৪ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু সদয়-হৃদয় ।  
 না করিহ রুত্তি তুমি—ঠাকুর কহয় ॥ ১৩৫ ॥  
 কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম স্থখে গোড়াইবে ।  
 অন্তকালে বাস তোর মোর লোকে হবে ॥১৩৬॥  
 মুগুনের কালে সে নাপিতে বর পায় ।  
 কাতর-হৃদয়ে এ লোচন দাস গায় ॥ ১৩৭ ॥

পূর্বনী সিদ্ধি—প্রাণ ।

মুগুন করিল প্রভু দেখি’ শুভক্ষণে ।  
 সম্ম্যাস করয়ে শুভদিনে সংক্রমণে ॥ ১৩৮ ॥  
 মকর লেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে ।  
 সম্ম্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেনকালে ॥১৩৯॥  
 চৌদিগে বৈষ্ণবগণ করে সঙ্কীর্ণনে ।  
 মন্ত্র কহে শ্যাসী বিশ্বস্তরের শ্রবণে ॥ ১৪০ ॥  
 মন্ত্র পাঞা বিশ্বস্তর পুলকিত-অঙ্গ ।  
 শতগুণ বাঢ়ে কৃষ্ণপ্রেমার তরঙ্গ ॥ ১৪১ ॥  
 অরুণ-নয়নে জল বারে অনিবার ।  
 ক্ষণে মালসাট মারে—ছাড়ে ছছকার ॥১৪২॥  
 ‘সম্ম্যাস করিল’ ইহা বলিয়া উল্লাস ।  
 পুনঃ পুনঃ প্রেমানন্দে অট্ট-অট্ট হাস ॥ ১৪৩ ॥  
 হেনই সময় কহে ভারতী-গোসাঞি—  
 কি নাম তোমার হব—শুনহ নিম্নাঞি ॥১৪৪॥

যতেক বৈষ্ণবগণ ছিল সেইখানে ।  
 সন্তে মিলি স্মাসিবর করে অনুমানে ॥১৪৫॥  
 বুদ্ধি-অনুসারে কহে—যার নেই মনে ।  
 হেনকালে শুভবাণী উঠিল গগনে ॥ ১৪৬ ॥  
 ধনি শুনি' সর্বলোক হৈল চমৎকার ।  
 'ত্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম করহ ইহার ॥ ১৪৭ ॥  
 নিজারূপা মহামায়া দেনী ভগবতী ।  
 আচ্ছাদিল সর্বজন--ছন্ন ভেল মতি ॥১৪৮॥  
 যতেক করয়ে সব নি'দের স্পনে ।  
 আপনে ঠাকুর সভার করায় চেতনে ॥১৪৯॥  
 আপনেই কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বুঝায় সভারে ।  
 'ত্রীকৃষ্ণচৈতন্য' তেঞি বলিয়ে ই'হারে ॥১৫০॥  
 এতেক নচন যনে দৈবমুখে শুনি ।  
 আনন্দিত সর্বলোক করে হরিপরনি ॥১৫১॥  
 গুরুর আজ্ঞায় প্রভু সেদিন তথাই ।  
 গুরুভক্তি করি' সুখে বধিলা গোসাঞি ॥১৫২॥  
 রজনী বৈষ্ণব-মিলে করে সঙ্কীৰ্ত্তন ।  
 গুরুর সংহতি বৃত্ত্য করয়ে মোহন ॥ ১৫৩ ॥  
 কেশবভারতী নাচে প্রেমানন্দ-সুখে ।  
 ঠাকুর নাচয়ে—হরি বোলে সর্বলোকে ॥১৫৪॥  
 প্রেমানন্দে পূর্ণ দৌঁহে পাশরে আপনা ।  
 ব্রহ্ম-সুখ অল্প করি' মানয়ে দু'জনা ॥ ১৫৫ ॥  
 এইমনে আনন্দে সানন্দে রাত্রি যায় ।  
 প্রভাতে উঠিয়া প্রভু মাগেন বিদায় ॥১৫৬॥  
 গুরু প্রদক্ষিণ করি' করয়ে প্রণাম ।  
 নীলাচল যাই যদি পাই সন্ধিধান ॥ ১৫৭ ॥  
 গুরুর চরণে আজ্ঞা মাগয়ে ঠাকুর ।  
 কেশবভারতীর হিয়া করে ছুর-ছুর ॥ ১৫৮ ॥  
 ছল ছল করে আঁখি করুণার জলে ।  
 বিদায়-সময়ে গোরাক্টাদে করে কোলে ॥১৫৯॥  
 স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি আপনার সুখে ।  
 করুণা-কারণে পদব্রজে বুল লোকে ॥ ১৬০ ॥  
 গুরুভক্তি লওয়াবারে কর নিদিকর্ম ।  
 সংস্থাপন করিবারে সঙ্কীৰ্ত্তন-ধর্ম ॥ ১৬১ ॥

সর্বলোক নিস্তারিতে করুণাপ্রকাশ ।  
 আশা বিড়ম্বিতে কৈলে এই ত সন্ন্যাস ॥১৬২॥  
 আমার নিস্তার যেন হয় বিশ্বস্তর ।  
 এই মোর নাক্য তুমি পালিহ অন্তর ॥ ১৬৩ ॥  
 চরণ-পরশ করি' চলিল ঠাকুর ।  
 পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাটিল প্রচুর ॥১৬৪॥  
 কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলি' ডাকে প্রেমার উল্লাস ।  
 ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে অটু-অটু হাস ॥১৬৫॥  
 বুক বাঁধে পাড়ে পারা নয়নের জলে ।  
 সুরনদীদারা বেল সুরমেরু-শিখরে ॥ ১৬৬ ॥  
 কদম্বকেশর জিনি' নিপুল-পুলক ।  
 কণ্টকিত সর্ব অঙ্গ আপাদমস্তক ॥ ১৬৭ ॥  
 মত্ত করিবর যেন রঞ্জে চলি' যায় ।  
 নির্ভর প্রেমায় ক্ষণে কৃষ্ণ বলি' গায় ॥১৬৮॥  
 ক্ষণেকে পড়য়ে ভূমি—রহে স্তব্ধ হঞা ।  
 ক্ষণে লক্ষ দিয়া উঠে হরিবোল বলিয়া ॥১৬৯॥  
 ক্ষণে গোপিকার ভাব—ক্ষণে দাস্য ভাব ।  
 ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে--ক্ষণে শীঘ্র ধাব ॥১৭০॥  
 এইমনে দিব্যরাত্রি না জানে আনন্দে ।  
 রাঢ়দেশে না শুনিলা কৃষ্ণনাম-গন্ধে ॥১৭১॥  
 কৃষ্ণনাম না শুনিঞা খেদ উঠে চিত্তে ।  
 নিশ্চয় করিল জগে প্রবেশ করিতে ॥১৭২॥  
 দেখি' সব ভক্তগণ করে অনুতাপ ।  
 গৌরাজ্জ গোনোকে যায়—কি হবে রে বাপ ॥  
 তবে নিত্যানন্দপ্রভু বোলে বীরদাপে ।  
 রাখিল চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে ॥১৭৪॥  
 সেইখানে শিশুগণ গোদন চরায় ।  
 নিত্যানন্দপ্রভু তার প্রবেশে হিয়ায় ॥১৭৫॥  
 নিশ্চয় করিয়া গেলা জনের সমীপ ।  
 হরি বলি' এক শিশু ডাকে আচম্বিত ॥১৭৬॥  
 তাহা শুনি' লেউটি আইনা গৌরহরি ।  
 বোল বোল বোলে ডাকে শিশু-হস্ত ধরি ॥১৭৭॥  
 তোমারে করুণ কৃপা প্রভু ভগবান্ ।  
 কৃতার্থ করিলে শুনাইয়া হরি-নাম ॥ ১৭৮ ॥



প্রেমানন্দে ভাসে প্রভু আনন্দিত হিয়া ।  
 ভিক্ষা করিল। প্রভু কথোদূর গিয়া ॥ ১৭৯ ॥  
 হেনমতে দিবানিশি নাহি জানে স্মৃথে ।  
 তিন দিন বহি' অল্পজল দিলা মুখে ॥ ১৮০ ॥  
 হেনমনে প্রেমানন্দে দিনরাতি যায় ।  
 শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যে দিলেন বিদায় ॥ ১৮১ ॥  
 কহিল ঠাকুর—পুনঃ হৈব দরশন ।  
 অচিরে হইবে দেখা—না হও বিমন ॥ ১৮২ ॥  
 এ বোল বলিয়া প্রভু চলিল। সত্তর ।  
 কান্দিতে কান্দিতে যায় শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ ১৮৩ ॥  
 হেথা নবদ্বীপবাসী একমুখে রহে ।  
 শ্রীচন্দ্রশেখর আসি' কিবা বার্তা কহে ॥ ১৮৪ ॥  
 কহয়ে লোচন—হা কহনে না যায় ।  
 শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য নবদ্বীপ পায় ॥ ১৮৫ ॥

প্রভুর শাস্তিপুরে আগমন

কথাসার

চন্দ্রশেখর আচার্য্য নদীয়ায় প্রত্যাগমন করিলে,  
 তাঁহাকে দেখিয়া শর্চা ও বিষ্ণুপ্রিয়ায় শোকানল আবণ্ড  
 দ্বিগুণ উদ্দীপ্ত হইল; তাঁহারা নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে  
 করিতে আচার্য্যের নিকট শ্রীমন্নামপ্রভুর কথা স্মরণ  
 করিতে লাগিলেন। এদিকে অন্তর্ধানী ভগবান্ গৌরহর  
 নদিয়াবাসীর আর্ন্তিতে তাঁহাদিগকে দেখা দিবার উদ্দেশে  
 শাস্তিপুরে আগমন করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ-  
 প্রভুর দ্বারা নদিয়াবাসীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নদীয়ায় উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে  
 দেখিয়া বিরহকাতর নদীয়াবাসিগণের দেহে প্রাণের সঞ্চারণ  
 হইল। শর্চাদেবী ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে প্রভু  
 নিত্যানন্দ তাঁহাকে সান্বনাপ্রদানপূর্ব্বক শ্রীমন্নামপ্রভু  
 শাস্তিপুর আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিলেন। প্রভুর আগমন-  
 বার্তা শুনিয়া নদীয়াবাসী সকলে পরমানন্দে শ্রীমদধৈত

প্রভুর ভবনে শ্রীমন্নামপ্রভুর চরণ-সমীপে উপস্থিত হইলে,  
 প্রভুও তাঁহাদিগকে যথাযথ আদর করিলেন; এইরূপে  
 পরমানন্দে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল।

করণশ্রী—রাগ ॥

অকি আরে রে আরে হয় ॥ ১ ॥  
 নবদ্বীপে প্রবেশিতে আচার্য্য-শেখর ।  
 নয়নে গলয়ে জলধারা নিরন্তর ॥ ১ ॥  
 নবদ্বীপবাসী যত তাহারে দেখিয়া ।  
 অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ ধক্ধক্ হিয়া ॥ ২ ॥  
 সকস বৈষ্ণব আসি' মিশিলা সেখানে ।  
 সম্বরিতে নারে অশ্রু—কাতর বয়ানে ॥ ৩ ॥  
 পুছিতে না পারে কিছু—মুখে নাহি রায়ে ।  
 শুনি' শর্চাদেবী আউদড়-চুলে ধায়ে ॥ ৪ ॥  
 'আচার্য্য' বলিয়া ডাকে উন্নতি পাগলী ।  
 না দেখিয়া গৌরাজে হইলা উতরোলি ॥ ৫ ॥  
 আমার নিমাই কোথা খুঞ্জা আইলে ভুমি ।  
 কেমনে মুড়িলে মাথা কোন দেশ ভুমি ॥ ৬ ॥  
 কোন্ ছার সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুণ ।  
 বিশ্বস্তরে মন্ত্র দিতে না হইল করুণ ॥ ৭ ॥  
 সে হেন স্তম্ভর কেশ-লাবণ্য দেখিয়া ।  
 কোন ছার নাপিত সে নিদারুণ হিয়া ॥ ৮ ॥  
 কেমন পাপিষ্ঠ তেন কেশে দিল খুর ।  
 কেমনে বা জিল সে নিদয়া নিঠুর ॥ ৯ ॥  
 আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল ।  
 মস্তক মুড়াঞা বাছা কেমন বা হৈল ॥ ১০ ॥  
 আর না দেখিব পুত্র বদন তোমার ।  
 অন্ধকার হৈল মোর সকল সংসার ॥ ১১ ॥  
 রক্ষন করিয়া আর নাহি দিব ভাত ।  
 সে হেন শ্রীঅঙ্গে আর নাহি দিব হাত ॥ ১২ ॥  
 স্তম্ভর-বদনে চুম্ব না দিব মো আর ।  
 ক্ষুধার সময় কেবা বুঝিবে তোমার ॥ ১৩ ॥  
 এতেক বিলাপ যবে শর্চাদেবী কৈল ।  
 বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিত জনকথো গেল ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে ।  
 পশু-পক্ষি-লতা-তরু এ পাষণ্ড বুরে ॥ ১৫ ॥  
 হায় ! হায় ! কিবা দৈব হইল আমারে ।  
 গৌর বিষ্ণু আমার সকল আক্ষিয়ারে ॥ ১৬ ॥  
 সে হস্ত, লাভণ্য দেহ না দেখিব আর ।  
 না শুনিব বচনচাতুরী সুধাসার ॥ ১৭ ॥  
 অনাথিনী করিয়া কোথাকারে গেলা তুমি ।  
 স্মরণিব তুয়া গুণ—নিবেদিয়ে আমি ॥ ১৮ ॥  
 কোন্ ভাগ্যবতী সে না তোমারে দেখিয়া ।  
 নিম্নিল কতক মোরে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৯ ॥  
 কোন্ অভাগিনী-কোল ছাড়িয়া আইলা ।  
 খণ্ডিত্তী অভাগিনী কেনে না মরিলা ॥ ২০ ॥  
 পূজিল তোমার মুখ অনঙ্গ-নয়নে ।  
 কেমনে ধরিব হিয়া তোমা-অদর্শনে ॥ ২১ ॥  
 বিচ্ছেদে মরিল তোর যত বর-নারী ।  
 আমি অভাগিনী দেহ এত কাল ধরি ॥ ২২ ॥  
 মরি মরি গৌরান্ধসুন্দর কতি গেলা ।  
 আমি নারী অনাথিনী সহজে অবলা ॥ ২৩ ॥  
 কোন দেশে যাব—লাগি' পাব কোন ঠাঞি ।  
 যাইতে না দিব কেহো—মরিব এথাই ॥ ২৪ ॥  
 মায়ে অনাথিনী করি' গেলা কোন দেশে ।  
 কেমনে বঞ্চিব তেঁহ তোমার ছতাশে ॥ ২৫ ॥  
 পাঁপাশ্চ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায় ।  
 ভূমিতে লোটাঞা দেবী করে হায় হায় ॥ ২৬ ॥  
 নিরহ-অনল-শ্বাস বহে অনিবার ।  
 অধর শুথায়—কম্প হয় কলেবর ॥ ২৭ ॥  
 কেশ-বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া ।  
 ক্ষণে ক্ষীণ হয় অঙ্গ রহে ত ফুলিয়া ॥ ২৮ ॥  
 ক্ষণে মূর্ছা পায় রাজা-চরণ-দেয়ানে ।  
 সম্বদন পায় ক্ষণে অনেক যতনে ॥ ২৯ ॥  
 প্রভু ! প্রভু ! বলি' ডাকে ক্ষণে আৰ্ত্তনাদে ।  
 বিষ্ণুপ্রিয়া-কান্দনাতে সবজন কান্দে ॥ ৩০ ॥  
 প্রবোধ করিতে যেই যেই জন গেল ।  
 বিষ্ণুপ্রিয়া দেখি' হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

সবজন বোলে—হের শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া ।  
 কি দিব প্রবোধ তোরে—স্থির কর হিয়া ॥ ৩২ ॥  
 তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাজ ।  
 বুকিয়া প্রবোধ দেহ নিজ-হিয়া-মান ॥ ৩৩ ॥  
 প্রবোধিয়া সব ভক্ত একত্র হইয়া ।  
 বিচার করয়ে গোরান্দাদের লাগিয়া ॥ ৩৪ ॥  
 সম্ম্যাস করিল মো-সভারে দুঃখ দিয়া ।  
 এখানে ছাড়িয়া গেলা নিদারুণ হৈয়া ॥ ৩৫ ॥  
 রহিব কেমনে তাঁহা ছাড়িয়া আমরা ।  
 নিদারুণ মো-সভারে ছাড়িলেন গোরা ॥ ৩৬ ॥  
 তারোদিক দয়াল তাহার বড় নাম ।  
 নাম হৈতে তারে পাই—এই মুখ্য কাম ॥ ৩৭ ॥  
 তার বাক্য আছে পূর্ব মো-সভার তরে ।  
 নাম যেই লয়—সে পাইব আমারে ॥ ৩৮ ॥  
 এত চিন্তি' নাম লৈতে বসিলা সভাই ।  
 শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই ॥ ৩৯ ॥  
 কি বালক, বন্ধ কিবা, যুবক-যুবতী ।  
 নাম লৈতে বসিলা গৌরান্ধ করি গতি ॥ ৪০ ॥  
 নামপাশে বাঙ্কিল গৌরান্ধ মন্তসিংহ ।  
 দাণ্ডাইলা মহাপ্রভু—গতি হৈল ভঙ্গ ॥ ৪১ ॥  
 নিত্যানন্দ-অঙ্গ হেলিয়া রহিলা ।  
 অঙ্গ-নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥ ৪২ ॥  
 যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজি তুমি ।  
 শান্তিপুরে সভারে দেখিয়ে যেন আমি ॥ ৪৩ ॥  
 শুনি নিত্যানন্দ মনে আনন্দ হইল ।  
 লেখা দিব সভাকারে—এই সভ্য কৈল ॥ ৪৪ ॥  
 কহয়ে লোচনদাস কাতর-হিয়ায় ।  
 তবে প্রভু গোরান্দাদ করিলা বিজয় ॥ ৪৫ ॥  
 শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে চলি' যায় ।  
 হাসিয়া ঠাকুর তারে দিলেন বিদায় ॥ ৪৬ ॥  
 নবদ্বীপ যাহ তুমি—শুনহ বচন ।  
 নদিয়ানগরে মোর যত বন্ধুজন ॥ ৪৭ ॥  
 সভারে কহিও মোরে 'নারায়ণ'-বাণী ।  
 অদ্বৈত-আচার্য্য-ঘরে উত্তরিব আমি ॥ ৪৮ ॥

সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে ।  
 একত্রে হইবে দেখা আচার্য্যের ঘরে ॥ ৬৯ ॥  
 ইহা বলি' মহাপ্রভু চলিলা সত্বরে ।  
 নিত্যানন্দ যান তবে নদিয়ানগর ॥ ৫০ ॥  
 নদিয়ানগরের লোক জীরন্তুতে মরা ।  
 কাটিলে কুটিলে রক্ত-মাংস নাহি তারা ॥ ৫১ ॥  
 উদরে নাহিক অন্ন--টলমল তনু ।  
 সর্ব্ব অঙ্গকার তারা গোরাটাদ পিন্মু ॥ ৫২ ॥  
 আচক্ষিতে নিত্যানন্দ নদিয়ানগরে ।  
 গায়ে বল হৈল--সভে পাইলা সত্বরে ॥ ৫৩ ॥  
 চলিতে না পারে পথে টলমল করে ।  
 দেখিতে না পায় পথ নয়ানের জলে ॥ ৫৪ ॥  
 সকল বৈষ্ণব কান্দে পড়িয়া চরণে ।  
 পুছিতে না পারে কিছু নীরব-বদনে ॥ ৫৫ ॥  
 শচী অতি উনমতি পায় উর্দ্ধমুখে ।  
 এ ভূমি-আকাশ শচীর জুড়িলেক দুঃখে ॥ ৫৬ ॥  
 আর্ন্তনাদে ডাকে শচী--আরে অবশুত ।  
 কোথা যুগ্মে আশি নোর নিমাই সোণার স্রুত  
 ইহা বলি' কান্দে শচী বুকু কর হাসে ।  
 টলমল করে,--নাহি চাহে পথপানে ॥ ৫৮ ॥  
 শচী দেখি' অভ্যুত্থান করিলা ঠাকুর ।  
 শচী কহে--মোর পুত্র আইসে কতদূর ॥ ৫৯ ॥  
 নিত্যানন্দ কহে--খেদ না করিহ চিতে ।  
 আমারে পাঠাইল তোমা-সভাকারে নিতে ।  
 অদ্বৈত-আচার্য্য-ঘরে রহিব ঠাকুর ।  
 খেদ না করিহ--দেখা হইব অদূর ॥ ৬১ ॥  
 চলহ সকল লোক প্রভু দেখিবারে ।  
 সেইমনে সেইক্ষণে সর্ব্বজন চলে ॥ ৬২ ॥  
 আবাল-বৃদ্ধ, যুবতী, মুক, দীর জন ।  
 মূর্খ কিবা তপস্বী--চলিলা সর্ব্বজন ॥ ৬৩ ॥  
 শচী আগে আগে পায় গায়ে হৈল বল ।  
 আনন্দে চলিয়া যায় বৈষ্ণবসকল ॥ ৬৪ ॥  
 অদ্বৈত-আচার্য্য-ঘরে উত্তরিল গিয়া ।  
 ভাস্কিন কাঁকালি তাঁহা প্রভু না দেখিয়া ॥ ৬৫ ॥

অদ্বৈত-আচার্য্যে কথা পুছে নিত্যানন্দ-- ।  
 তোমার আশ্রমে প্রভু করিলা নির্ব্বন্ধ ॥ ৬৬ ॥  
 আমারে পাঠাঞা দিন এ সভারে নিতে ।  
 আর কিছু না আশি কি আছেয়ে চিতে ॥ ৬৭ ॥  
 ইহা বলি' দৌহে মেরি' করে কোলাকুলি ।  
 গৌরান্ধসঙ্ঘাস শুনি' অদ্বৈত বিকলা ॥ ৬৮ ॥  
 মুঞি অভাগিরা সঙ্গ না পাইল তার ।  
 কবে টাঁদমুখ মো দেখিব আরবার ॥ ৬৯ ॥  
 শচী উনমতি পুছে তখনি-তখন ।  
 সবজন বোলে--প্রভু আসিব এখন ॥ ৭০ ॥  
 উৎকণ্ঠা বাঢ়িল সবজনার হৃদয় ।  
 আইলা ত মহাপ্রভু হেনই সময় ॥ ৭১ ॥  
 আছিল-অধিক কোড়িগুণ দেহ-ছটা ।  
 আর তাহে উজ্জল চন্দন-দীর্ঘ-কোঁটা ॥ ৭২ ॥  
 গোরা-গায়ে অরুণ-বসন উজ্জয়ার ।  
 প্রাতঃকালের সূর্য্য যিনি বরণ তাহার ॥ ৭৩ ॥  
 দণ্ড-করে আইসে প্রভু সিংহের গমনে ।  
 দেখিয়া সকল লোক পড়িয়া চরণে ॥ ৭৪ ॥  
 হিয়া জুড়াইল দেখি' অঙ্গের ছটাক ।  
 পাশরিল সর্ব্বলোক দুঃখ লাখে লাখ ॥ ৭৫ ॥  
 প্রেমায় ভরিল হিয়া--নাহি শোক দুঃখ ।  
 একদৃষ্টে চাহেই শচী বিগ্ৰহরমুখ ॥ ৭৬ ॥  
 যতেক আছিল দুঃখ--কিছু নাহি চিতে ।  
 অমিয়া-সিঞ্চিল মুখ দেখিতে দেখিতে ॥ ৭৭ ॥  
 অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি আনন্দ-হিয়ায় ।  
 দিব্যাসনে বসাইলা প্রভু গোরারায় ॥ ৭৮ ॥  
 পাদপ্রক্ষালন করি' মুছিয়া বসান ।  
 পাদোদক-পান কৈল সব নিজজনে ॥ ৭৯ ॥  
 জয়জয়-ধ্বনি শুনি হরি-হরি-বোল ।  
 সকল বৈষ্ণব-হিয়া আনন্দহিল্লোল ॥ ৮০ ॥  
 তেজঃ দেখি' আনন্দিত হৈলা হরিদাস ।  
 মুরারি, মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস ॥ ৮১ ॥  
 দণ্ড-পরগাম করে ভূমিতে পড়িয়া ।  
 ছল ছল করে আঁখি বদন দেখিয়া ॥ ৮২ ॥

আনন্দ-গদগদ স্বর—অল্প পুলকিত।  
 মহীল-শরীরে জীউ আইল আচম্বিত ॥ ৮৩ ॥  
 হেনমনে নিজজনে দেখি' গোরারায়।  
 রূপাদিঠে চাহে—দয়া বাঢ়িল হিয়ায় ॥ ৮৪ ॥  
 কারে নিজ করে প্রভু পরশন করে।  
 হাসিয়া সম্ভাষে' কাহো কোলি চাপি' ধরে ॥  
 যার যেই অভিমত করয়ে ঠাকুর।  
 সভার অন্তরে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর ॥ ৮৬ ॥  
 হৃষ্ট হৈলা সবজন—দূরে গেলা শোক।  
 আনন্দে মঙ্গলধনি হরি নোলে লোক ॥ ৮৭ ॥  
 অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি ভক্ত সূচতুর।  
 তাহার আশ্রমে শিক্ষা করিলা ঠাকুর ॥ ৮৮ ॥  
 আর সব জন—বার যেই অনুরূপ।  
 ভোজন করিলা সতে আনন্দ কোতুক ॥ ৮৯ ॥  
 সম্মাস করিলা প্রভু—কারো নাহি মনে।  
 আনন্দে গোঁড়ায় দিনরাত্রি সঙ্কীর্ণনে ॥ ৯০ ॥  
 সঙ্কীর্ণনে ভোর। প্রভু নিজ-গুণ গায়।  
 আনন্দহৃদয়ে আপে নাচয়ে নাচয় ॥ ৯১ ॥  
 সর্বভক্তগণ নাচে প্রেম-রস-রঞ্জে।  
 অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে নিজপুত্র-সঙ্গে ॥ ৯২ ॥  
 সভার হৃদয়ে প্রেম নাঢ়িল অপার।  
 অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্বিক-বিকার ॥ ৯৩ ॥  
 সভার হৃদয়ে ভেল আনন্দ উল্লাস।  
 ঐচন শুনিঞা সুখী এ লোচনদাস ॥ ৯৪ ॥

প্রভুর নীলাচল গমন ও দণ্ডভঙ্গ লীলা-

### কথাসার

শ্রীমদ্বৈতপ্রভু ভক্তগণকে নিরন্তর হরিনাম-সংকীর্ণন দ্বারা সঙ্কীর্ণনের উপকার সাধন করিতে উপদেশ কথায় নীলাচলে গমনোচ্ছত হইলে, ঠাকুর হারদাস প্রভু-পদতলে পড়িয়া স্বীয় দৈহ্য-কাতর্য নিবেদন করিলেন। অগত্য ভক্তগণ স্বীয় ও শচী, বিষ্ণু প্রিয়ায় ১২য় নিবেদন করিতে কবিত্তে প্রভু পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আপত্ত করিলে, প্রভু

ঠাছাদিগকে এবং শচীদেবীকে সম্বরণ বচনে মাতৃনা-প্রদান করিয়া প্রেমাবেশে “রাম রাধন বাম রাধন বাম রাধন রক্ষ মাগ” প্রকৃতি শ্লোক পড়িতে পড়িতে নীলাচলভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর শ্রীমদ্বৈতপ্রভু শ্রীমদিগ আনন্দ প্রভু হস্তে দণ্ড রাখিয়া প্রেমাবেশে গমন করিতে উদ্ভিষ্টেন, এমন সময় নিত্যানন্দ-প্রভু তাহার দণ্ড ভঙ্গ করিলে, গৌরতর্পণ ইত্যাদি প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।

ভাটিগাথি রাগ—দিন।

ভায়্যা আরে আরে গোরা-গোসাঞির মহিমা-  
 গুণ গাহিও ॥ মুচ্ছা ॥  
 আরে ভায়্যা প্রাণ-ভায়্যা সংসারবাসনা রে ছাড়িহ  
 জগতে যাবৎ কাল জীয় এমাপ্রভুর  
 চরণ না ছাড়িহ ॥ ১ ॥

এইমতে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল।  
 প্রাতঃক্রিয়া করি' প্রভু আসনে বসিল ॥ ১ ॥  
 দণ্ড-করে যেন সর্বরাজ্যের ঈশ্বর।  
 অরুণ বসন অঙ্গে করে বালমল ॥ ২ ॥  
 যত নিজজন কাছে আছয়ে বসিয়া।  
 হাসি' হাসি' কহে প্রভু সভা সম্বোধিয়া--॥ ৩ ॥  
 শ্রীনিবাস আদি করি' যত ভক্তগণ।  
 আপন আশ্রমে সতে করহ গমন ॥ ৪ ॥  
 নীলাচল যাব জগন্নাথ দেখিবারে।  
 প্রসন্নবদনে প্রভু যদি দয়া করে ॥ ৫ ॥  
 তোমরা থাকিবেন—আজ্ঞা করিবে পালন।  
 নিরন্তর দিবা-নিশি করিবে কীর্ণন ॥ ৬ ॥  
 হরিনাম ভক্তসেবা করিবে স্থাপন।  
 এই ধর্ম করি' যেন তরে' সর্বজন ॥ ৭ ॥  
 নির্মৎসর-অন্তর হইবে সর্বজন।  
 সতে সভাকার মন কর আরাধন ॥ ৮ ॥  
 এ বোল বলিয়া প্রভু উঠিলা সত্বরে।  
 বাছ বেড়ি' সভাকারে আলিঙ্গন করে ॥ ৯ ॥  
 • প্রেম-জলে ছু-নয়ান করে ছলছল।  
 সকলুণ কণ্ঠ ভেল গদগদ স্বর ॥ ১০ ॥

হেনই সময়ে সেই প্রভু হরিদাস ।  
 দন্তে ভূগ ধরি' পড়ে পাদাম্বুজ-পাশ ॥ ১১ ॥  
 অতি আর্তনাদে কান্দে সক্রমণ স্বরে ।  
 শুনিত্তে সকল-লোক-হৃদয় বিদরে ॥ ১২ ॥  
 ব্যথিত হইল প্রভু সজন-নয়ন ।  
 কাতর-অন্তর কিছু কহিছে বচন— ॥ ১৩ ॥  
 এইমত ভাগ্য মোর হলে কহুদিনে ।  
 পড়িয়া কান্দিল জগন্নাথের চরণে ॥ ১৪ ॥  
 কহিল কাতর কথা পাদাম্বুজ পাশে ।  
 সফল করিব আঁখি শ্রীমুখ দেখিয়া ॥ ১৫ ॥  
 এ বোল বনিত্তে চারিপাশে ভক্তগণ ।  
 ভূমিতে পড়িয়া মতে করয়ে রোদন ॥ ১৬ ॥  
 চেতন হরিল শচী কান্দিত্তে না পায় ।  
 মরিগারে চাহে নিজ পুত্রের গলায় ॥ ১৭ ॥  
 কেহো পায়ে ধরি' কান্দে আউদড়-চুলি ।  
 অনেক যতনে তলে আপনা সম্বরি ॥ ১৮ ॥  
 শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, যুকুন্দ ।  
 প্রভুরে কহিত্তে কিছু করে অরুবন্ধ ॥ ১৯ ॥  
 স্তব্ধ ঠাকুর ভূমি—মো সব অদীন ।  
 দীন ছুরাচার পাপী—তাহে ভক্তিহীন ॥ ২০ ॥  
 কি বলিত্তে পারি প্রভু করিলা সন্ন্যাস ।  
 এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ সব দাস ॥ ২১ ॥  
 একেশ্বর কেমনে হাট্টিয়া যাবে পথে ।  
 ক্ষুণ্ণায়-ভৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে ॥ ২২ ॥  
 শচীর ছলনাল ভূমি দুল্লিল-চরিত ।  
 দু'খানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত ॥ ২৩ ॥  
 ভক্ত-জন-নয়ন-অমিয়া দিঠিপাতে ।  
 এ দেহ প্রেমার তরু নাড়ে হাথে হাথে ॥ ২৪ ॥  
 অনেক আছিল প্রেমফল প্রতি আশে ।  
 সন্ন্যাস করিয়া শূন্য করাইল আশে ॥ ২৫ ॥  
 পাপিষ্ঠ শরীরে প্রাণ না যায় ছাড়িয়া ।  
 ঘরে চলি' যাব তোরে বিদায় করিয়া ॥ ২৬ ॥  
 এখনে চলিয়া যাব মো সব অদম ।  
 তোর ধর্ম নহে—তুমি পতিতপাবন ॥ ২৭ ॥

করুণা-কর্দমে তনু গড়িয়াছে বিদি ।  
 বিনোদ-বিনাস-সীলা দিয়া নানা নিদি ॥ ২৮ ॥  
 কেবল পরম প্রেমা—তাহে জীবন্যাস ।  
 ত্রৈলোক্য-অভূত রূপ করিয়া প্রকাশ ॥ ২৯ ॥  
 উপমা দিবার নাহি ত্রৈলোক্য-ভিতর ।  
 তোমার নিষ্ঠুর বাণী—জগত কাতর ॥ ৩০ ॥  
 এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে ।  
 আপনে রুইয়া রক্ষ—কাট' কেনে মূলে ॥ ৩১ ॥  
 যে যায়—তাহারে লহ সংহতি করিয়া ।  
 নহে বা মরিব সমে আগুণে পুড়িয়া ॥ ৩২ ॥  
 হের দেখে তোর মাতা শচী অমাখিনী ।  
 সহিতে না পারি' উহার বিনানিয়া-বাণী ॥ ৩৩ ॥  
 বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পুখিনী বিদরে ।  
 শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগর বাজারে ॥ ৩৪ ॥  
 শূন্য যেম লাগে সর্ব নৈষ্কণ্টকের ঘর ।  
 সভারে সভার বাড়ী যোজন-অন্তর ॥ ৩৫ ॥  
 যেখানে বসিয়া প্রভু কহিলে নিজকথা ।  
 দেখিলে মরিব- আর নাহি যাব তথা ॥ ৩৬ ॥  
 রহস্য-বিনোদ কথা না শুনিব আর ।  
 না দেখিব নৃত্যবেশ—প্রেমার প্রচার ॥ ৩৭ ॥  
 নাচিবার বেলে আর না করিব কোলে ।  
 না দেখিব অরুণ-নয়নে প্রেম-জলে ॥ ৩৮ ॥  
 ছুঙ্কার-শঙ্কামৃত না শুনিব আর ।  
 কে মোর রোদিল কর্ণ-নয়ান-দুয়ার ॥ ৩৯ ॥  
 কেমনে না দেখি' জীব' তোর মুখচন্দ্র ।  
 নয়ান থাকিতে কেনা করাইল অন্ধ ॥ ৪০ ॥  
 না দিহ বিদায় প্রভু—যাব তোর সঙ্গে ।  
 তোমার নিষ্ঠুর বাণী পোড়ে সব অঙ্গে ॥ ৪১ ॥  
 আহিড়ী ঘণ্টার রব যেমন করিয়া ।  
 কাছে মৃগী আইসে—তারে মারয়ে ধরিয়া ॥  
 তেমতি তোমার প্রেম বুলিল এখন ।  
 লোভ দেখাইয়া পাছে মার' কি-কারণ ॥ ৪২ ॥  
 তোমার বিচ্ছেদে ভক্ত সতাই মরিবে ।  
 ভক্ত-বৎসল নাম কেমনে ধরিবে ॥ ৪৪ ॥

শচীরে পিদায় দিবে করি' কোন্ মুক্তি ।  
 তাহার সমীপে ইহা কহে কোন্ ব্যক্তি ॥ ৪৫ ॥  
 বিষ্ণুপ্রিয়া মরিব শবদমাত্র শুনি' ।  
 এ কথার সঙ্ঘদান করহ আপনি ॥ ৪৬ ॥  
 এতেক বচন যবে উক্তগণ নৈল ।  
 অন্তর-করণ প্রভু হাসিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥  
 শুনহ সকল ভক্ত বচন প্রচুর ।  
 কোনকালে-তো-সভারে নহিব নির্ভুর ॥ ৪৮ ॥  
 নীলাচলে বাস আমি করিব সর্বথা ।  
 সর্বদা আসিবে যাবে--দেখা পাবে তথা ॥ ৪৯ ॥  
 আছিল-অধিক প্রেমা নাটিল অপার ।  
 হরিনাম সঙ্কীৰ্তনে ভাসিব সংসার ॥ ৫০ ॥  
 কাহার হৃদয়ে না রাখিব দুঃখ-শোক ।  
 সঙ্কীৰ্তন-সমুদ্রে ডবাব সর্বলোক ॥ ৫১ ॥  
 কিনা বিষ্ণুপ্রিয়া কিনা মোর মাতা শচী ।  
 যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি ॥  
 এ বোল শুনিঞা সভে পড়িয়া চরণে ।  
 সত্য কর প্রভু সেই কহিলা বচনে ॥ ৫৩ ॥  
 সত্য সত্য সত্য প্রভু বোলে বারবার ।  
 নীলাচল-বাস সত্য হইব আমার ॥ ৫৪ ॥  
 শচীদেবী দাঁড়াইতে নারে স্থির হৈয়া ।  
 দাঁড়াইলা ছু-জনার হাথে ত পরিয়া ॥ ৫৫ ॥  
 নিদারুণ হৈয়া কোথাকারে যাবে তুমি ।  
 তোমা না দেখিলে বাপ মরি' যাব আমি ॥ ৫৬ ॥  
 সভে তোর বদন দেখিব কতবার ।  
 আমি অভাগিনী মুখ না দেখিব আর ॥ ৫৭ ॥  
 সভার প্রবোধ বাছা করিলে আপনে ।  
 আমার প্রবোধ বাপ হইব কেমনে ॥ ৫৮ ॥  
 আমার দ্বিতীয় কেহো নাহি এ সংসারে ।  
 বিষ্ণুপ্রিয়া শেলমাত্র বৃকের ভিতরে ॥ ৫৯ ॥  
 হাসিয়া কহেন প্রভু সক্রোধ-হিয়া— ।  
 মিছা-শোকে মর পূৰ্ব-জ্ঞান পাশরিয়া ॥ ৬০ ॥  
 চলি' যাহ—শোক কিছু না করিহ চিতে ।  
 নিশ্চেষ্ট সর হই রহ সভার সহিতে ॥ ৬১ ॥

দণ্ডনত করি' প্রভু মাগের চরণে ।  
 প্রবোধ করিল প্রভু কথার বিদানে ॥ ৬২ ॥  
 মায়ে প্রনোদিয়া প্রভু বোলে হরিনোলে ।  
 সহরে চলিলা—উঠে কান্দনের বোল ॥ ৬৩ ॥  
 অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে চলি' যায় ।  
 দণ্ড-দুই গিয়া প্রভু পাছুপানে চায় ॥ ৬৪ ॥  
 দাঁড়াইলা মহাপ্রভু আচার্য্য-বিলম্বে ।  
 উত্তরিল আচার্য্য কাঁকালি অবলম্বে ॥ ৬৫ ॥  
 নয়ান বিরস—মধ্ব বিন্দু বিন্দু তায় ।  
 কাতর-অন্তরে কিছু প্রভুরে সুধায়— ॥ ৬৬ ॥  
 তুমি পরদেশে যাবে--এই মোর দুঃখ ।  
 তাহাতেই আর এক পোড়ে মোর বুক ॥ ৬৭ ॥  
 আপন অন্তর কথা কহিল গোচর ।  
 নিশ্চয় কহিবে প্রভু ইহার উত্তর ॥ ৬৮ ॥  
 তোর নিজজন যত তোমার বিচ্ছেদে ।  
 কান্দয়ে কাতর হঞা পদ-অরবিন্দে ॥ ৬৯ ॥  
 আমার পাপিষ্ঠ হিয়া না দরবে কেনে ।  
 এ কাঠ-কঠিন—অশ্রু নাহিক নয়ানে ॥ ৭০ ॥  
 আমার অধিক আর ছুরাচার নাহি ।  
 তোমার বিচ্ছেদে হিয়ায় প্রেমা উঠে নাহি ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু হাসি' কৈল কোলে ।  
 কহিব ইহার তত্ত্ব—শুন মোর বোলে ॥ ৭২ ॥  
 তোমার প্রেমায়া আমি ছাড়িতে না পারি ।  
 তে-কারণে তোর প্রেমা গাঁঠিতে সম্মরি ॥ ৭৩ ॥  
 ইহা বলি' আউলাইল বসনের গ্রাম্বি ।  
 প্রেমার বিভোর সে আচার্য্য মনে চিন্তি' ॥  
 নয়নসাগরে বহে সাত পাঁচ-দারা ।  
 নির্ভর প্রেমায়া সম্বোধন নাহি তারা ॥ ৭৫ ॥  
 আস্তে-ব্যস্তে সম্বরণ করিলা ঠাকুর ।  
 সম্বরণ কৈল তবে আচার্য্য চতুর ॥ ৭৬ ॥  
 এই ত কারণে তোর প্রেমা উঠে নাই ।  
 তোমার প্রেমায়া আমি চলিতে না পাই ॥ ৭৭ ॥  
 তোর প্রেমার বশ আমি- শুনহ আচার্য্য ।  
 পূৰ্ব্ব সৌগ্ৰণ কর- বিথারহ কার্য্য ॥ ৭৮ ॥

এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর ।  
সকল বৈষ্ণব গেলা আপনার ঘর ॥ ৭৯  
কহয়ে লোচনদাস গোলা-ঠাকুরাল ।  
সম্মাস নহেক—বুকে রাহি' গেল শাল ॥ ৮০

তান্ত্রিকানি—রাগ ।

সত্বারে নিদায় দিয়া চলিলা ঠাকুর ।  
শৃঙ্খাকার কৈল সব নবদ্বীপপুর ॥ ৮১ ॥  
পশুিত শ্রীগদাধর, অবধূতরায় ।  
নরহরি-আদি কথোজন সঙ্গে যায় ॥ ৮২ ॥  
শ্রীনিলাস, মুরারি, মুকুন্দ, দামোদর ।  
এই নিজজন-সঙ্গে চলিলা ঈশ্বর ॥ ৮৩ ॥  
জগন্নাথ দোলেতে দেখিব মনে করি' ।  
সত্বরে চলিলা প্রভু বলি' হরিহরি ॥ ৮৪ ॥  
প্রেমায় নিভোল প্রভু চলি' যায় পথে ।  
টলমল করে তম্বু—না পারে হাঁটিতে ॥ ৮৫ ॥  
ক্ষণে শীঘ্রগতি যায় নিঃসংসারক্রমে ।  
ক্ষণে ছলছল দেই ডাকে হরিনামে ॥ ৮৬ ॥  
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় সক্রুণ কান্দে ।  
ক্ষণে মালসাটী মারে প্রেমার উন্মাদে ॥ ৮৭ ॥  
অক্রুণ-নয়ানে জলধারা অনিবার ।  
বিপুল-পুলকে সে ঢাকিল কলেবর ॥ ৮৮ ॥  
ক্ষণেকে মন্ত্রগতি—অলৌকিক কহে ।  
ক্ষণে অট্ট হাসে—দাঁড়াইয়া রহে ॥ ৮৯ ॥  
যদি বা কখন ভক্ষ্য উপসন্ন হয় ।  
'নিবেদিত নহে' বলি' কিছুই না লয় ॥ ৯০ ॥  
অনেক যতনে ছুই তিনে করে ভিক্ষা ।  
লোক-অমুগ্রহ সে প্রকাশে লোকশিক্ষা ॥  
সব-নিশি জাগরণ—লয় হরিনাম ।  
ডাকিয়া পড়য়ে এই শ্লোক গুণধাম ॥ ৯২ ॥

তথ্যঃ—

“রাম রাঘব বাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং ।  
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পার্হি মাং” ॥৯৩॥

এই শ্লোক স্তম্ভরস্বরে গায় পঁছ ।  
প্রেমার আনন্দে গদগদ ভাবে লছ ॥ ৯৪ ॥  
দোলে জগন্নাথ দেখিবারে যাত্রিগণ ।  
প্রভুসঙ্গে যায় তারা আনন্দিত-মন ॥৯৫॥  
এককালে একঠাঞি যাত্রিক-সমূহ ।  
পথে রহিয়াছে দানী পাপিষ্ঠ দুঃখ ॥ ৯৬ ॥  
অনেক যজ্ঞা ছুঃখ দিছে তা-সভারে ।  
আগাইয়াছিল প্রভু লেউটে সত্বরে ॥ ৯৭ ॥  
অবধূত গদাধরপশুিত নিস্ময় ।  
কি কারণে পুনঃ লেউটিয়া প্রভু যায় ॥ ৯৮ ॥  
চিস্তিতে চিস্তিতে তারা যায় পাছে পাছে ।  
কথোদূরে দেখে—দানী যাত্রী বাকিয়াছে ॥  
কারণ দেখিয়া তারা ভেল চমকিত ।  
পুলক-ভয়ল অঙ্গ—অতি আনন্দিত ॥ ১০০ ॥  
যাত্রিকে দেখিয়া প্রভু বিরস-বদন ।  
দ্বরায় চলিলা মন্তসিংহের গমন ॥ ১০১ ॥  
প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায় ।  
ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোল পায় ॥  
দীন বনজন্তু যেন দক্ষ দাবানলে ।  
সন্তপ্ত হইয়া পড়ে জাহ্নবীর জলে ॥ ১০২ ॥  
প্রভুর চরণে পড়ি' কান্দে যাত্রিগণ ।  
দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানীগণে মনে মন—॥১০৪॥  
এরূপ মানুষ নাহি জগত-ভিতর ।  
এই নীলাচলচন্দ্র জানিল অন্তর ॥ ১০৫ ॥  
ইহা-সভাকারে আমি দিছুঁ এত ছুঃখ ।  
কি করয়ে জানি' মোর ডরে কাঁপে বুক ॥১০৬॥  
এতেক চিস্তিয়া মনে দেই মহাদানী ।  
প্রভুর চরণে পড়ি' বোলে কাকু-বাণী—॥১০৭॥  
ছাড়িল যাত্রিকগণ—না সাধিব দান ।  
অস্তুরে জানিল প্রভু—তুমি ভগবান ॥ ১০৮ ॥  
ইহা বলি' চরণে পড়িয়া সেই কান্দে ।  
তাহার মাথাতে দিল চরণারবিন্দে ॥ ১০৯ ॥  
কম্প-গদগদ-স্বরে নানা শব্দ করে—।  
বিষয়ী বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে ॥ ১১০ ॥

এ বোল শুনিঞা প্রভু মুচকি হাসিয়া।  
 সুখে চলি' যান যাত্রিগণ ছাড়াইয়া ॥ ১১১ ॥  
 হেনই সময়ে কথোদূরে আর দানী।  
 ডাকিতে ডাকিতে আইসে উভ করি' পাণি ॥  
 দেখিয়া ঠাকুর তাহে উভ কৈল বাই।  
 হাথসানে সেই দানী রহে সেই ঠাঞি ॥ ১১৩ ॥  
 নরনার নয়ন—পুলক কলবর।  
 হরে-কৃষ্ণ-নাম সেই বোলে নিরন্তর ॥ ১১৪ ॥  
 দেখি' নিত্যানন্দ-গদাপরের উল্লাস।  
 গৌরাক্ষ-চরিত্র কহে এ লোচনদাস ॥ ১১৫ ॥

দ্বিতীয় বাণ—দিশা।

ভাই রে গাও গাও গোরাগোসাঞির গুণ  
 শুনি। মূর্চ্ছা ॥ অহো অহো অহো গৌরাক্ষ-  
 চরণকমল কর ইচ্ছা। জগতে বতেক দেখ,  
 আপনা করিয়া লেখ, হো হো হো হো  
 হো হো রে ভাই রে, নে পুনঃ সকল  
 কাল মিছা, ভাই রে গাও  
 গাও শুনি ॥ ১১৬ ॥

এইমনে গোরান্দ চলি' যায় পথে।  
 যেখানে যে দেবস্থল দেখিতে দেখিতে ॥ ১১৬ ॥  
 রহি' রহি' যায় প্রভু প্রতি গ্রামে গ্রামে।  
 নর্তন করিয়া যার দেবতার স্থানে ॥ ১১৭ ॥  
 এক অদভূত কথা শুন তার মাঝে।  
 যে করিলা নিত্যানন্দ অবধূতরাজে ॥ ১১৮ ॥  
 নিত্যানন্দ করে দণ্ড দিয়া গৌরহরি।  
 কিছু আগাইলা নিত্যানন্দ পাছু করি' ॥ ১১৯ ॥  
 প্রেমায় বিহ্বল প্রভু যায় মহাবেগে।  
 আপনা পাশরে কৃষ্ণপ্রেম অমুরাগে ॥ ১২০ ॥  
 গদাপর-আদি যত গণ সঙ্গে যায়।  
 দেখি' নিত্যানন্দ আরো দূরে পাছু হয় ॥ ১২১ ॥  
 গুণিতে গুণিতে প্রভু যায় ধীরে ধীরে।  
 মোর নিশ্চয়ানে প্রভু দণ্ড ধরে করে ॥ ১২২ ॥

সে হেন সুন্দর বাঁশী ত্রৈলোক্য-মোহন।  
 ছাড়িয়া পরিল দণ্ড—সহিন কেমন ॥ ১২৩ ॥  
 সম্মাস করিল প্রভু মুণ্ডাইল মাথা।  
 জন্মানধি রহিল দারুণ এই লখা ॥ ১২৪ ॥  
 চিন্তিতে চিন্তিতে দুঃখ বাড়িল বিস্তর।  
 ভাজিলেন গুণে দণ্ড উরুর উপর ॥ ১২৫ ॥  
 ভগ্ন দণ্ড তুলিয়া ফেলিল লঞা জলে।  
 প্রভুর তরাসে পাছু ধীরে ধীরে চলে ॥ ১২৬ ॥  
 কথোক্ষণে একত্র হইলা দুইজনে।  
 সুধাইল প্রভু—দণ্ড না দেখিয়ে কেনে ॥ ১২৭ ॥  
 প্রভুর সঙ্কোচে কিছু না দেয় উত্তর।  
 বিস্ময় লাগিল প্রভু চিন্তয়ে অন্তর ॥ ১২৮ ॥  
 পুনরপি পুছে প্রভু—দণ্ড হইলে কোথা।  
 দণ্ড না দেখিয়া হিয়ায় লাগে বড় ব্যথা ॥ ১২৯ ॥  
 এ বোল শুনিঞা কহে নিত্যানন্দরায়।  
 ভোর করে দণ্ড দেখি' পোড়োঁ মো হিয়ায় ॥  
 সম্মাস করিলে একে মুড়াইলে মুণ্ড।  
 ভাহার অধিক দুঃখ—কাজে কর দণ্ড ॥ ১৩০ ॥  
 সহিতে না পারি ভাজি' ফেলাইল জলে।  
 যে কর সে কর—গদগদ-ভাষে বোলে ॥ ১৩১ ॥  
 এ বোল শুনিয়া প্রভু ভৈগেল দুঃখিত।  
 কৃষিয়া কহিল—সব কর বিপরীত ॥ ১৩২ ॥  
 মোর দণ্ডে বৈসে মোর যত দেবগণ।  
 হেন দণ্ড ভাজি' কি সাধিলে প্রয়োজন ॥ ১৩৩ ॥  
 তুমি সদা উনমত—বুদ্ধি স্থির নয়।  
 বাতুলের প্রায় রীতি—বালক আশয় ॥ ১৩৪ ॥  
 পাণ্ডিত্য-ধর্মেতে পক্ষী নহ কদাচিত।  
 আশ্রম ছাড়াও—কার্য্য কর বিপরীত ॥ ১৩৫ ॥  
 দেবতা-আশ্রম পীড়া নাহি জান দোষ।  
 কিছু যদি বলি'—তবে কর মহারোষ ॥ ১৩৬ ॥  
 এ বোল শুনিঞা নিত্যানন্দ পঁছ হাসে।  
 প্রভুরে কহয়ে কিছু গদগদ-ভাষে ॥ ১৩৭ ॥  
 দেবতা-আশ্রম-পীড়া নাহি করি আমি।  
 ভাল কৈল,—গন্দ কৈল,—সব জান তুমি ॥ ১৩৮ ॥



তোর দণ্ডে নৈসে তোর যত দেবগণ ।  
 কাঙ্ক্ষে করি' লঞা যাহ সহিব কেমন ॥১৪০॥  
 তুমি তার ভাল কর, আমি করি মন্দ ।  
 কি কারণে তোর সনে করিব আর দ্বন্দ্ব ॥১৪১॥  
 অপরাধ কৈলু—দোষ ক্ষম একবার ।  
 তোর নামে নিস্তারয়ে সকল সংসার ॥১৪২॥  
 তোর অধিক পতিত-পাবন নাম তোর ।  
 এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন মোর ॥ ১৪৩ ॥  
 নামমাত্র নিস্তারয়ে জগতের লোক ।  
 সম্ম্যাস করিলে ভক্তগণে বড় শোক ॥ ১৪৪ ॥  
 সে হেন বিনোদ-চূড়া মুণ্ডাইলে মাথা ।  
 ভক্তজন হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা ॥ ১৪৫ ॥  
 মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর ইহা দেখি' ।  
 হয় নয় পুছ—সর্বভক্ত ইহার সাথী ॥ ১৪৬ ॥  
 ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড ভক্তগণ দুঃখে ।  
 দণ্ড নহে শেল যেন ছিল মোর বুকে ॥১৪৭॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু না দিল উত্তর ।  
 বিরস-বদন কিছু হরিষ অন্তর ॥ ১৪৮ ॥  
 নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সব রস জানে ।  
 ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড এ লোচন গানে ॥১৪৯॥

সার্বভৌম-সম্মিলন

কথাসার

শ্রীমহাপ্রভু পঞ্চমধ্যে তমোলুক টয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও  
 শ্রীমধুসূদন দর্শনপুস্তক করে কদিনের মধ্যে রেমুণায় আসিয়া  
 উপস্থিত হইলেন । তথায় উদ্ধব-স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপালদেব-  
 দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে বহু নৃত্য-গীতাস্ত্র মেই রাত্রি  
 তথায় অতিবাহিত করিলেন । পরদিন তথা হইতে  
 বৈতরণীতে স্নানান্তে বরাহদেব-দর্শনপুস্তক যাজপুর গ্রামে  
 গিয়া তথায় বহু শিব-লিঙ্গ দেখিয়া আনন্দে বিরজা দর্শন  
 করিলেন । তথায় প্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া নাভিগয়া  
 হইয়া মহাপূণ্যস্থান শিবের নগরে আগমন করিলেন ; তথা-  
 কার দানী মকুলের প্রতি অত্যাচার করায়, গৌরহবি দানী-

গণের অনিপাতিকে বাঞ্ছিতে স্বপ্নে শ্রীরোদশারীকপে দর্শন  
 দিয়া স্বীয় ভক্তের প্রতি অত্যাচার জ্ঞাত তিরস্কার করিলে,  
 দানীস্বব ভীত হইয়া প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিল ।  
 তদনন্তর প্রভু সেই স্থান হইতে একাক্ষকাননে আসিয়া  
 উপস্থিত হইলেন, এই স্থানে এক কোটা শিবলিঙ্গ বর্তমান ।  
 প্রভু মহেশপাকর্তী দেখিয়া বহু শিবস্ততি পাঠ করতঃ,  
 সেহ রাত্রি তথায় যাপন করিলেন । অনন্তর মূবার দামো-  
 দরের কথা-প্রসঙ্গে শিব-প্রসাদ বৈষ্ণবেব আদরণায় কি না—  
 এতদ্বিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসায় অতন্ত্র-পূজিত শিব-নিম্নাশয়  
 অগ্রহণায়-সিদ্ধাস্ত স্থাপিত হইয়াছে ।

পরে কপোতেশ্বর হইয়া ভার্গবী নদীতে উপস্থিত হইয়া  
 তথায় স্নানান্তে কিরুদুর গমন করিয়া প্রভু শ্রীজগন্নাথ-  
 দেবের মন্দিরের চূড়া দেখিয়া প্রেমে মুগ্ধিত হইয়া গাড়িলেন,  
 বাহু হইলে পুনবায় নানা স্তব-স্তুতি করিতে কাবতে নীচা-  
 চলে বাস্তদেব সাক্ষভৌমের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।  
 সাক্ষভৌম তাঁহার আকৃতি ও মহাভাব-দর্শনে তাঁহাকে  
 ভগবান বলিয়া অমুমান করিলেন এবং তাঁহাকে জগন্নাথ-  
 দর্শনে লইয়া যাহবার জ্ঞান নিজ পুস্তকে আদেশ কাবলেন ।  
 ঐমহাপ্রভু গকড়-স্বস্তব পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-  
 দেব দর্শনান্তে ভক্ত-সঙ্গে প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলে,  
 ভক্তগণ তাঁহাকে তথা হইতে পুনরায় সাক্ষভৌম-গৃহে  
 লইয়া আসিলেন ।

অনন্তর প্রভুর নিকট সাক্ষভৌমের গবিচয় জিজ্ঞাসা,  
 মহাপ্রসাদ-সেবন, প্রসাদ-মাহাত্ম্য কীর্তন, পুনবায় সন্ধ্যায়  
 শ্রীজগন্নাথ-দর্শন, সাক্ষভৌমের প্রভুর সন্ন্যাস-সংরক্ষণ-চিন্তা,  
 প্রভুর সাক্ষভৌমকে প্রাণ, সাক্ষভৌমকে যড়-ভুজ-মুগ্ধতে  
 দর্শন দর্শন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে ।

ভাটীয়ারী রাগ—দিনা ।

ভাইয়া গাও রে ওরে ওরে গোরা-গোসাঞির  
 মহিমাগুণ গাইহ ॥ মুর্ছ ॥  
 আরে ভায়্যা প্রাণভায়্যা সংসারবাসনা না করিহ  
 জগতে যাবত-কাল জীয়ে ॥  
 মহাপ্রভুর চরণ না ছাড়িহ ॥ ধ্রু ॥

তনে সেই মহাপ্রভু চলি' ধায় পথে ।  
 তগোলুকে উত্তরিল মহা পুণ্যক্ষেত্রে ॥ ১ ॥  
 ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান দেখি' শ্রীমধুসূদন ।  
 প্রেমায় অনণ প্রভু আনন্দিত মন ॥ ২ ॥  
 এইমনে কথোদিন পথে চলি' যায় ।  
 উত্তরিল মহাপ্রভু গ্রাম রেমুণার ॥ ৩ ॥  
 মহাপুরী-রেমুণাতে আছেয়ে গোপাল ।  
 দেখিবারে ধায় প্রভু আনন্দ অপার ॥ ৪ ॥  
 পূর্বে পারাণসী তীর্থে উদ্ধব-স্থাপিত ।  
 ব্রাহ্মণেরে রূপা-ছলে এথা আচম্বিত ॥ ৫ ॥  
 ইহা বলি' পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার ।  
 'উদ্ধবের প্রভু' বলি' করে হৃৎকার ॥ ৬ ॥  
 নয়ন সফল আজি - দেখিল ঠাকুর ।  
 উদ্ধব-সম্মুখে প্রেমা বাঢ়িল প্রচর ॥ ৭ ॥  
 'উদ্ধব উদ্ধব' বলি' ডাকে আর্জনাঙ্গে ।  
 প্রেমায় নিহবল ক্ষণে ভ্রমে পড়ি' কাঁদে ॥ ৮ ॥  
 অকণ-নয়ানে নীর ঝরে অনিবার ।  
 পূনকে পূরিল অঙ্গ কম্প বারে বার ॥ ৯ ॥  
 'উদ্ধবের প্রভু' বলি' প্রদক্ষিণ করি' ।  
 নিজজন-সঙ্গে নাচে বোলে হরি হরি ॥ ১০ ॥  
 উথলিল প্রেমানন্দ - বাঢ়িল উল্লাস ।  
 প্রেমায় ছাইল সব এ ভূমি-আকাশ ॥ ১১ ॥  
 আনন্দে দেবতা সব ধায় অন্তরাক্ষে ।  
 অনিমিখ-অঁখি-তার। প্রভুকে নিরীখে ॥ ১২ ॥  
 সহস্র-নয়ানে ইন্দ্র চাহে একদিঠে ।  
 অমৃত-অদিক গোরা-অঙ্গ লাগে মিঠে ॥ ১৩ ॥  
 হেনই সময়ে সেই মুরতি গোপাল ।  
 মস্তক-উপরে পুষ্প-মুকুট ভাহার ॥ ১৪ ॥  
 আচম্বিতে মস্তকের মুকুট খসিতে ।  
 ভূমিতে পড়িলামাত্র তুলি' লৈল হাতে ॥ ১৫ ॥  
 চৌদিকে দৈবসংগণ হরি হরি বোলে ।  
 আকাশ পরশে হেন প্রেমার হিল্লোলে ॥ ১৬ ॥  
 দেখিলেন দেবরাজ প্রভু বিশ্বস্তর ।  
 অদ্ভুত দেখিয়া কান্দে প্রণতকঙ্কর ॥ ১৭ ॥

দিনান্তে নাচয়ে প্রভু - নাহিক বিরাম ।  
 সন্ধ্যার সময়ে ভেল নৃত্য-অবসান ॥ ১৮ ॥  
 নানা উপহারজন্য ক্রমেষ নিবেদিত ।  
 প্রভুর সম্মুখে বিপ্র কৈল উপনীত ॥ ১৯ ॥  
 আনন্দিত মহাপ্রভু লঞা নিজজন ।  
 সন্তোমে করিল মহাপ্রসাদ-ভোজন ॥ ২০ ॥  
 রজনী গোড়ায় ক্রমকথার আনন্দে ।  
 প্রভাতে চলিলা নিজজন লঞা সঙ্গে ॥ ২১ ॥  
 এইমত প্রভু পথে সাইতে সাইতে ।  
 নদী-বৈতরণী তটে গেল। আচম্বিতে ॥ ২২ ॥  
 স্নানপান কৈলা নদী পতিতপাবনী ।  
 আর তাহে স্নান কৈল ঠাকুর আপনি ॥ ২৩ ॥  
 তনে চলি' যায় সেই পরম চতুর ।  
 দেখিবারে বাঢ়ে সাধ বরাহঠাকুর ॥ ২৪ ॥  
 যাহা দেখি' সর্বলোক উদ্ধারে' ছু-কুল ।  
 'তনে চলি' যায় প্রভু গ্রাম সাজপুর ॥ ২৫ ॥  
 যাহা বজ্র কৈলা ব্রহ্মা লঞা দেবগণ ।  
 ব্রাহ্মণেরে দিল গ্রাম করিয়া শাসন ॥ ২৬ ॥  
 মহাপাপী নর যদি সেই গ্রামে মরে ।  
 সর্বপাপে মুক্ত হৈয়া শিবরূপ ধরে ॥ ২৭ ॥  
 শত শত আছে তাহে মহেশের নিজ ।  
 তাহা নমস্করি' যায় গৌরগোবিন্দ ॥ ২৮ ॥  
 আনন্দহৃদয়ে যায় নিরজ। দেখিতে ।  
 নিরজ। মহিমা কে বা পারয়ে কহিতে ॥ ২৯ ॥  
 কোটিকোটী পাতক নাশয়ে দরশনে ।  
 নিরজ। দেখিল প্রভু হরষিত-মনে ॥ ৩০ ॥  
 নিরজ।কে নমস্করি' কহিল বচন--  
 দেহ প্রেমভক্তি মোরে ক্রমেষের চরণ ॥ ৩১ ॥  
 এইমত মহাপ্রভু পথে চলি' যায় ।  
 পিতৃপিণ্ডদান কৈল এ নাভিগয়ায় ॥ ৩২ ॥  
 ব্রহ্মকুণ্ড-জলে স্নান কৈল হরষিতে ।  
 দেবকার্য্য সমাধিয়া চলিলা তুরিতে ॥ ৩৩ ॥  
 মহাপুণ্যস্থান সেই শিবের নগর ।  
 দেখিতে দেখিতে প্রভু ভৈগেল নির্ভর ॥ ৩৪ ॥

কহিতে না পারি সে নগর-পরিপাটি ।  
 ত্রিলোচন-আদি করি আছে লিঙ্গ-কোটি ॥ ৫৫ ॥  
 হেনই সময়ে সেই শ্রীমুকুন্দ দত্ত ।  
 প্রভু সাক্ষাতে কহে—যে জানয়ে তত্ত্ব— ॥ ৬৥  
 এই হইতে দানীকে নাহিক আর ভয় ।  
 আমি সর্ব জানি ছুই যে যেখানে রয় ॥ ৩৭ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু মুচকি হাসয়ে ।  
 কি বলিব তোরে মুঞি তুমি মহাশয়ে ॥ ৩৮ ॥  
 আমি ত সন্ন্যাস-পদ করিয়াছি আশ্রয় ।  
 দানী কি করিব মোর—কহ ত নিশ্চয় ॥ ৩৯ ॥  
 শুনিঞা মুকুন্দ কিছু ভয় না পাইল ।  
 তছু দুঃখ দেয় প্রভু তোমারে কহিল ॥ ৪০ ॥  
 শুনিঞা ঠাকুর বোলে—শুনহ মুকুন্দ ।  
 রাখিবে আমার দেহ সকল কুটুম্ব ॥ ৪১ ॥

তথ্যঃ শাস্ত্রশব্দকে চা —

বৈষ্ণব যন্ত পিতা তস্য চ জননী শাস্ত্রশব্দঃ গেহিনী,  
 মতঃ স্তম্ভবয়ং দবা চ ভাগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ ।  
 শয্যা ভূমিতঃ দিশোঃপ বসনং জ্ঞানামৃতং সন্ন্যাসঃ,  
 মটকশক্তি কুটুম্বিনো বদ মথ্যে কস্মাদ্বয়ং যোগিনঃ ॥১২৭॥

অন্থস্য । বৈষ্ণব যন্ত ( জননী ) পিতা ( পিতৃবকপঃ )  
 তস্য চ ( যন্ত ) জননী ( মাতৃবকপঃ ) , চিবঃ শাস্ত্রঃ ( যন্ত )  
 গেহিনী ( ভাগ্যবকপঃ ) , অথং মতঃ ( যন্ত ) স্তম্ভঃ ( পুংঃ )  
 ভাগিনী চ ( যন্ত ) দবা ( মনঃসংযমঃ ) যন্ত ( ভ্রাতা )  
 স্ককপঃ , ভূমিতঃ ( যন্ত ) শয্যা , অপি ( চ ) বসনং ( যন্ত )  
 দিশঃ , ভোগিনঃ ( যন্ত ) জ্ঞানামৃতং , মে মথ্যে , যন্ত এতে  
 ( পুরোক্তাঃ ) কুটুম্বিনঃ ( মাতৃঋগঃ ) যোগিনঃ ( সন্ন্যাসিনঃ )  
 কস্মাদ্ ভয়ং ( ভিত্তি ন কু শ্চিদ্ভিত্তাঃ তৎ বদ ( কৃষ্ণি ) ॥১২৭॥

বংশুলাদ । বৈষ্ণব যন্তঃ পিতা, তস্য যন্তঃ  
 জননী, চিব-শাস্ত্র যন্তঃ গেহিনী, মতঃ যন্তঃ পুং,  
 দবা যন্তঃ ভাগিনী-স্ককপী, মনঃসংযমঃ যন্তঃ ভ্রাতা-  
 স্ককপ, পৃথীকঃ যন্তঃ শয্যা ও দিকসমূহ যন্তঃ বসন,  
 এবং জ্ঞানামৃতঃ যন্তঃ আত্মা; তে মথ্যে! বদ দান, ভাগ্য  
 যন্তঃ আত্মা নতঃ আত্ম ভয় কোথাং? ॥ ৪২ ॥

শুনিঞা মুকুন্দ ভয় না পাইল চিত্তে ।  
 কহিল তাহারে প্রভু হাসিতে হাসিতে— ॥৪৩॥  
 এতদূর প্রতিপালি' আনিলে আশ্বারে ।  
 ইহা বলি' চলি' গেলা শিক্ষা করিবারে ॥ ৪৪ ॥  
 গদাপর-আদি শরি' যত সঙ্গীগণ ।  
 ঠাঞি ঠাঞি গেলা করিবারে শিক্ষাটন ॥৪৫॥  
 হেনকালে এক দানী রাখে তা'সভারে ।  
 মহাক্রোধ করি' দানী বাক্কে মুকুন্দেরে ॥ ৪৬ ॥  
 সারাদিন রাখিয়াছি—ক্রোধ নাহি পড়ে ।  
 অনেক বচনে প্রবোধিল সক্ষ্যাকালে ॥৪৭॥  
 তা সভার আছিল কমল একখণ্ড ।  
 কাড়িয়া লইল সেই পাপিষ্ঠ পায়ণ্ড ॥ ৪৮ ॥  
 সক্ষ্যাকালে সভে শিক্ষা করি' স্থানে স্থানে ।  
 সন্তেত মগুপে সন্তে আই' গা জনে জনে ॥৪৯॥  
 সেই ত মগুপে আগে আছেন ঠাকুর ।  
 দেখি' সর্বজন-হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ ৫০ ॥  
 চরণে পড়িয়া কান্দে শ্রীমুকুন্দ দত্ত ।  
 আজিহো না জানি' প্রভু তোমার মহত্ত্ব ॥৫১॥  
 তোমার সম্মুখে বৈল নাহি দানি-ভয়া ।  
 তাহার লাগিয়া মোর এতদূর হয় ॥ ৫২ ॥  
 জানিয়া না জানো মুঞি—তুমি ভগবান্ ।  
 তোমার উপরে আর কে সাধিব দান ॥৫৩॥  
 তোমারে নির্ভয় করিবারে কহেঁ কথ্য ।  
 ভাল হৈল—দানী মোর করিল অবস্থা ॥৫৪॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু গদাপরে পুছে ।  
 প্রত্যক্ষ কহিল দানী যত করিয়াছে ॥ ৫৫ ॥  
 শুনিঞা ঠাকুর বৈল—নহ উতরোল ।  
 'ভাল হৈল' বলি' মাত্র বৈল এক বোল ॥৫৬॥  
 সেই রাত্রে সেই দেশে দানীর ঈশ্বর ।  
 স্বপ্নে দেখা দিল তারে শচীর কোণ্ডর ॥৫৭॥  
 ক্ষীরোদ-সমুদ্রে দেখে অনন্তশয়নে ।  
 লক্ষ্মী-সরস্বতী করে চরণ সেবনে ॥ ৫৮ ॥  
 তাহার অন্তরে দেখে সনকাদি-গণ ।  
 ব্রহ্মা-আদি দেব দূরে করয়ে শ্রবণ ॥ ৫৯ ॥

দেখিয়া দানীর রাজা কাঁপিল অস্তরে ।  
 ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিহেঁ পড়িল কাঁপরে ॥ ৬০ ॥  
 বিরজা-নিকটে আছি সন্ন্যাসীর বেশে ।  
 মোর ভঙ্কে ছুঃখ দিল তোর সব দাসে ॥ ৬১ ॥  
 কাঁপিল অস্তরে—ত্রাস পাইল অপার ।  
 সত্বরে চলিল যথা শ্রীগৌরগোপাল ॥ ৬২ ॥  
 কথোক্ষণে সেইখানে সেই দানীশ্বর ;  
 প্রভু নমস্করি' করে বিনয় নিস্তর ॥ ৬৩ ॥  
 তুমি ভগবান্ স্কীর-নিদির বিলাস ।  
 জীব নিস্তারিতে প্রভু করিয়াছ সন্ন্যাস ॥ ৬৪ ॥  
 তুমি ভব-ঘোর-অন্ধকারের চন্দ্রিমা ।  
 তুমি বেদ-বেদের পরমতত্ত্ব-সীমা ॥ ৬৫ ॥  
 শুনি' গোরান্দাদ হাসি' বলিলা তাহারে-।  
 অচিরাতে কৃষ্ণ রূপা করুন তোমারে ॥ ৬৬ ॥  
 ইহা বলি' চরণ ধরিল। ভার মাগে ।  
 প্রেমায় বিভোর হইয়া নাচে উল্লাহাথে ॥ ৬৭ ॥  
 তারে অনুগ্রহ করি' সে দেশে রাখিয়া ।  
 অধিকার কৃষ্ণভক্তি তারে শিখাইয়া ॥ ৬৮ ॥  
 হেনই সময়ে কহে বৈষ্ণবসকল—।  
 অনেক অবস্থা কৈল তোমার নফর ॥ ৬৯ ॥  
 কাড়িয়া লইল আমা' সভার কমল ।  
 এ বোল শুনিয়া সেই সঙ্কোচ অস্তর ॥ ৭০ ॥  
 নোতুন কমল দিল দানীর ঐশ্বর ।  
 সস্তুষ্ট হইল তবে বৈষ্ণব-অস্তর ॥ ৭১ ॥  
 তবে সেই দানীশ্বর পরণাম করি' ।  
 বিদায় হইয়া গেলা আপনার বাড়ী ॥ ৭২ ॥  
 ঘরে গিয়া কৃষ্ণসেবা করিল আশ্রয় ।  
 সঙ্কীর্ণনে হরিনামে অহনিশি রয় ॥ ৭৩ ॥  
 এইমনে সকল রজনী গেল সুখে ।  
 প্রাতঃকালে প্রাতঃক্রিয়া করিলা কৌতুকে ॥  
 বিরজা দেখিতে প্রভু যায় আরবার ।  
 যাহা দেখি' সব লোক তরয়ে সংসার ॥ ৭৫ ॥  
 বিরজাকে নমস্করি' চলি' যায় রঙ্গে ।  
 উঠিল কৃষ্ণের প্রেমা—পুলকিত অঙ্গে ॥ ৭৬ ॥

চলিল। ঠাকুর সেই সিংহ-পরাক্রমে ।  
 ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা একাত্মক গ্রামে ॥ ৭৭ ॥  
 সেই গ্রামে আছে শিব পার্কী-সহিতে ।  
 দেখিবারে ধায় প্রভু উনমত চিত্তে ॥ ৭৮ ॥  
 কথোদূর হৈতে প্রভু দেখিলা দেউল ।  
 উৎকর্থা বাটিল চিত্তে—প্রেমায় বাটল ॥ ৭৯ ॥  
 দেউল-উপরে শোভে পতাকা সুন্দর ।  
 শিবলিঙ্গময় সেই একাত্ম-নগর ॥ ৮০ ॥  
 পতাকা দেখিয়া প্রভু নমস্কার করি' ।  
 ক্রমে ক্রমে গিয়া প্রবেশিলা শিবপুরী ॥ ৮১ ॥  
 এককোটা লিঙ্গ আছে একাত্মনগরে ।  
 হাঁটিয়া যাইতে প্রাণ হালে কাঁপে ডরে ॥ ৮২ ॥  
 নিশ্চেষ্টর আদি করি' আছে লিঙ্গ-কোটি ।  
 দেখিতে সন্দেহ যেন নগরের মাটি ॥ ৮৩ ॥  
 মহা-বিন্দুসরোবরে সর্ব্বভীর্থ জলে ।  
 আর নানা পুণ্যভীর্থ বৈসয়ে নগরে ॥ ৮৪ ॥  
 পুরী প্রবেশিয়া দেখে পার্কী-শঙ্কর ।  
 নমস্কার করি' প্রভু প্রেমায় বিভোর ॥ ৮৫ ॥  
 সর্ব্বজন দেখিল সে পার্কী মহেশ ।  
 লিঙ্গ-দরশনে সভার খণ্ডিলেক ক্লেশ ॥ ৮৬ ॥  
 মহেশ দেখিয়া প্রভুর অবশ শরীর ।  
 টলমল করে তনু—নাহি রহে স্থির ॥ ৮৭ ॥  
 অরুণ-নয়নে জল ঝরে অনিবার ।  
 পুলকিত গণ্ড—স্তব পড়ে বার বার ॥ ৮৮ ॥  
 এইমনে মহাপ্রভু পড়ে শিবস্তব ।  
 চৌদিকে স্তব পড়ে সকল বৈষ্ণব ॥ ৮৯ ॥  
 হেনই সময়ে সেই শিবের সেবকে ।  
 গঙ্গ, চন্দন, মাল! দিলেন প্রভুকে ॥ ৯০ ॥  
 শিব নমস্করি' প্রভু বাহিরে আসিয়া ।  
 বিশ্রাম করিলা এক গৃহে প্রবেশিয়া ॥ ৯১ ॥  
 ভক্ত-নিবেদিত অন্ন ভোজন করিলা ।  
 পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিলা ॥ ৯২ ॥  
 এইমনে আনন্দে দক্ষিণ সেই রাতি ।  
 প্রভাতে উঠিল প্রভু ত্রিজগত-পতি ॥ ৯৩ ॥

প্রাতঃক্রিয়া করি' স্নান নিম্ন-সরোপরে ।  
 চলিলা ঠাকুর নমস্করি' মহেশ্বরে ॥ ৯৪ ॥  
 প্রভুর সংহতি সে চলিল নিজজন ।  
 এই পরসঙ্গে এক কহিব কথন ॥ ৯৫ ॥  
 গুরারিতে দামোদরে যে হৈল বচন ।  
 শুন সাবধানে সতে—কহিল এখন ॥ ৯৬ ॥  
 গুরারিকে পুছিল পণ্ডিত দামোদর—।  
 শিবের নির্মাল্য কেনে লইলা ঐশ্বর ॥ ৯৭ ॥  
 অগ্রাহ্য শিবের নির্মাল্য ভৃগু-শাপে ।  
 তবে কেনে পরিগ্রহ কৈল প্রভু আপে ॥৯৮॥  
 আপনে ব্রহ্মণ্যদেব অই মহাপ্রভু ।  
 জানিঞা শুনিঞা কেনে লজ্জিবেক তভু ॥৯৯॥  
 গুরারি কহয়ে—শুন শুন দামোদর ।  
 আমি কি জানিয়ে প্রভুর মরম-উত্তর ॥ ১০০ ॥  
 নিজ বুদ্ধি-অনুমাণে যে কহি উত্তর ।  
 তোর মনে লয় যদি— রাখিহ অন্তর ॥ ১০১ ॥  
 শিবের সেবক যেই শিব-সেবা করে ।  
 উচ্ছিষ্ট না লয়—হরি-হরে ভেদ করে ॥ ১০২ ॥  
 তাহারে ব্রাহ্মণ-শাপ—কহিল এ তত্ত্ব ।  
 অশুদ্ধ তাহার মতি—না জানে মহত্ব ॥ ১০৩ ॥  
 অভিন্ন করিয়া যেই করয়ে সেবন ।  
 শিবের নির্মাল্য সেই করয়ে ভক্ষণ ॥ ১০৪ ॥  
 শিবের নির্মাল্য খায় অভেদ-চরিত ।  
 সে জনে অধিক হরি-হরের পীরিত ॥ ১০৫ ॥  
 মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজ ।  
 সেই-ভাবে যেই জন করে তার পূজা ॥১০৬॥  
 তাহার হস্তেতে শিব করেন ভোজন ।  
 সে প্রসাদ খাইলে হয় বন্ধবিমোচন ॥১০৭॥  
 বস্ত্রত সে মহেশ্বর প্রভুর গমনে ।  
 আতিথ্য করিল সে পরমহর্ষ মনে ॥ ১০৮ ॥  
 শাপ আদি যত শুন—বহির্নুখ প্রতি ।  
 স্নেহভাবে কৈলে হয় শ্রীকৃষ্ণে পীরিত ॥ ১০৯ ॥  
 লোকশিক্ষা—হেতু প্রভু কৈল অবতার ।  
 দামোদর বোলে—এক ঘুচিল জঞ্জাল ॥১১০॥

শুনিঞা সকল লোক আনন্দিত-চিত ।  
 কহয়ে লোচনদাস চৈতন্যচরিত ॥ ১১১ ॥

বোল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরাটাদেব  
 মধুর নামখানি ॥ মুর্ছ। ॥

ভাই রে আর নাহি তরিবার তরে  
 জগত-তুল্লভ এই কথা ।

জগতে যাবত জায়, শ্রবণ ভরিয়া পীয়,  
 বভু না ছাড়িহ গুণ-গাথা ॥ ক্র ॥

তবে পুনঃ শুন গোরাটাদেব চরিত ।

বরিথয়ে প্রভু প্রেমা নৃতন অমৃত ॥ ১১২ ॥

পথে চলি' যায় প্রভু নিজজন সঙ্গে ।

দেখিল ত কপোত-ঐশ্বর মহারঙ্গে ॥ ১১৩ ॥

তারে নমস্করি' প্রভু চলি' যায় পথে ।

পুণ্যতীর্থ মহালিঙ্গ দেখিতে দেখিতে ॥১১৪॥

তবে সে ভাগ্যবী নামে নদী ভাগ্যবতী ।

তাথে স্নান কৈল নিজজনের সংহতি ॥ ১১৫ ॥

স্নান সমাধিয়া প্রভু চলি' যায় পথে ।

জগন্নাথ-মন্দির দেখিল আচম্বিতে ॥ ১১৬ ॥

চন্দ্রের কিরণ জিনি উজ্জ্বল দেউল ।

পবনচালিত তাথে পতাকা রাতুল ॥ ১১৭ ॥

নীলগিরি-মাঝে হরিমন্দির সুন্দর ।

কৈলাস জিনিঞা তেজঃ অধুত পবল ॥ ১১৮ ॥

অভিন্ন-অঞ্জন এক বালকের ঠান ।

দেউল-উপরে প্রভু দেখে বিত্তমান ॥ ১১৯ ॥

স-বসন হস্তে ঘন করয়ে আহ্বান ।

দেখিয়া বিহ্বল—তারে করে পরণাম ॥১২০॥

ভূমিতে পড়িল প্রভু—নাহিক সঙ্গিত ।

নিঃশব্দে রহিল—যেন ছাড়িল জীবিত ॥১২১॥

দেখিয়া সকল লোক মুচ্ছিত-অন্তর ।

প্রভু ! প্রভু ! বলি' ডাকে—না দেয় উত্তর ॥

কি হৈল কি হৈল বলি' চিন্তে' গুণে' তার।

কিছু না নিঃশ্বরে—যেন জায়ন্তেই মরা ॥১২০॥

হেনই সময়ে প্রভু উঠিল সত্ত্বর ।  
 পুলকিত সন অঙ্গ—প্রেমায় বিস্তোর ॥১২৪ ॥  
 দেখিয়া সকল লোক জীল পুনর্বার ।  
 মইল-শরীরে যেন জীউর সঞ্চার ॥ ১২৫ ॥  
 তা সভারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচনে- ।  
 দেউল-উপরে কিছু দেখহ নয়নে ॥ ১২৬ ॥  
 মীলমণি-কিরণ বরণ উজ্জয়ার ।  
 ত্রৈলোক্য-মোহন এক সুন্দর ছাওয়াল ॥১২৭ ॥  
 কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে—দেখিল ।  
 পুনঃ মোহ যায় পাছে আশঙ্কা হইল ॥১২৮ ॥  
 পুনঃ তা সভারে প্রভু কহিছে উত্তর ।  
 দেউল-পদজায় দেখ বালক সুন্দর ॥ ১২৯ ॥  
 প্রসন্ন-বদনে পূর্ণায়িত যেন রূপ ।  
 আলোল অঙ্গুলি করতলে অপরূপ ॥১৩০ ॥  
 আমারে ডাকয়ে করকমল-সাবণ্য ।  
 বামকরে বেণু শোভে ত্রিজগত পন্থ ॥ ১৩১ ॥  
 এ বোলে বলিয়া প্রভু চলিলা সত্ত্বর ।  
 আনন্দে চলিয়া যায় বৈষ্ণব সকল ॥ ১৩২ ॥  
 কোটি হিন্দু জিনিএ! সে গৌর-অঙ্গ-ছটা ।  
 ঝলমল করে সে চন্দন-দীর্ঘ-ফোটা ॥ ১৩৩ ॥  
 গোরা গায় অরুণ বসন উজ্জয়ার ।  
 প্রাতঃকালে সূর্য্য জিনি বরণ তাহার ॥ ১৩৪ ॥  
 জগন্নাথ-গন্দির দেখিয়া গোরায়ায় ।  
 পুনঃ পুনঃ পুরণাম করি' চলি' যায় ॥ ১৩৫ ॥  
 নয়নে গলয়ে জস অবিরল ধারে ।  
 বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবরে ॥ ১৩৬ ॥  
 প্রেমায় নিহবল প্রভু হৃদয় সত্ত্বর ।  
 উত্তরিলো মহাতীর্থ মারকণ্ডেয় সরঃ ॥ ১৩৭ ॥  
 স্নান দান কৈল প্রভু যে নিধি আচার ।  
 চলিলা সত্ত্বরে তবে করি' মমস্কার ॥ ১৩৮ ॥  
 যজ্ঞেশ্বর নমস্কারি' অতি হৃষ্ট-মনে ।  
 উৎকর্ষা-হৃদয়ে যায় সত্ত্বর গমনে ॥ ১৩৯ ॥  
 পুনরপি জগন্নাথ-গন্দির দেখিয়া ।  
 পুনঃ পুরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ১৪০ ॥

অন্যর কারয়ে ছুই নয়নের নীর ।  
 নিহবল হইয়া কান্দে আরতি গভীর ॥ ১৪১ ॥  
 এই মতে গোরাটাদের আরতি দেখিয়া ।  
 দেখা দিল জগন্নাথ পাণি পসারিয়া ॥ ১৪২ ॥  
 'আইস আইন' বলি' ডাকে ত্রিজগত রায় ।  
 দেখিয়া নিহবল প্রভু ভূমিতে লোটায় ॥ ১৪৩ ॥  
 আনন্দে হাসিয়া কিছু কহিল বচন ।  
 রূপা কর জগন্নাথ দেখিল চরণ ॥ ১৪৪ ॥  
 পুনঃ না দেখিয়া পুনঃ করয়ে রোদন ।  
 পুনরপি দেখি' অতি উন্মত্ত মন ॥ ১৪৫ ॥  
 কেনল উদ্ভট্ট প্রেম-পুলকিত অঙ্গ ।  
 ছুছকার-নাদে প্রেমা-অমিয়া-ত্তরঙ্গ ॥ ১৪৬ ॥  
 তবে সেইমতে প্রভু চলিলা সত্ত্বর ।  
 উত্তরিলো বাসুদেব-সার্বভৌম-ঘর ॥ ১৪৭ ॥  
 সার্বভৌম প্রভুরে দেখিয়া হরষিতে ।  
 গৃহব্যবহারে দিল আসন বসিতে ॥ ১৪৮ ॥  
 সার্বভৌম দেখি' প্রভু কহিল বচন ।  
 জগন্নাথ দেখিবারে উৎকর্ষিত মন ॥ ১৪৯ ॥  
 কেমনে দেখিন আমি দেন-দেন রায় ।  
 সাক্ষাৎ করিতে মোর সপ্তম-হিয়ায় ॥ ১৫০ ॥  
 এ বোল শুনিয়া সার্বভৌম মহাশয় ।  
 প্রভু-অঙ্গ নিরখিয়ে নিশ্চিত-হিয়ায় ॥ ১৫১ ॥  
 এ তপ্তকাম্বল গৌর সুমেরুসুন্দর ।  
 নয়নচন্দ্রমা মুখ করে ঝলমল ॥ ১৫২ ॥  
 সিংহগ্রীব, কঙ্কুর্কণ, সুদীর্ঘলোচন ।  
 আজানুলম্বিত ভুজ—সব সুলক্ষণ ॥ ১৫৩ ॥  
 দেখিয়া নিহবল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।  
 শুণিতে লাগিলা দেখি' সকল আশ্চর্য্য ॥১৫৪ ॥  
 এরূপে মানুষ নাহি সকল জগতে ।  
 দেবতা ভিতরে ইহা না পারি গণিতে ॥১৫৫ ॥  
 নৈকুর্ঠনায়ক প্রভু আইলা আপনে ।  
 'এই সেই ভগবান্' বুঝি অনুমানে ॥১৫৬ ॥  
 এতেক চিন্তিয়া সার্বভৌম মহাজন ।  
 আপন তনুজ দেখি' কহিছে বচন ॥ ১৫৭ ॥

সঙ্গরে চলহ তুমি চৈতন্য-সংহতি ।  
 সানধানৈ শুনিবে—যে কহে মহামতি ॥১৫৮॥  
 শ্রীগঙ্গাথ মহাপ্রভু যথা আছে ।  
 সঙ্গতি সহিতে ইহায় থোবে তার কাছে ॥১৫৯॥  
 এ বোল শুনিয়া ছুটে হৈলা গৌরারায় ।  
 চলিল। ত সার্বভৌম-তনুজ সহায় ॥ ১৬০ ॥  
 সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু তনু টলমল ।  
 পরিতে না পারে অঙ্গ—প্রেমায় বিহ্বল ॥১৬১॥  
 থির চলিবারে নারে—আউলাইল অঙ্গ ।  
 সানধানৈ কাছে কাছে যায় সব সঙ্গ ॥ ১৬২ ॥  
 অনেক যতনে সিংহদ্বারে প্রবেশিলা ।  
 সেখানে তুরিতে নাটমন্দিরে উঠিলা ॥১৬৩॥  
 গরুড়ের পাছে রহি' থির-দিঠে চায় ।  
 দেখিয়া শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগত-রায় ॥ ১৬৪ ॥  
 অতি-উলসিত হিয়া ভরল আনন্দ ।  
 অঙ্গ আছাদিল ঘন পুলক-কদম্ব ॥ ১৬৫ ॥  
 সাত পাঁচ ধারা বহে নয়ানের জল ।  
 আপনা পাশরে—প্রেমানন্দ পরবল ॥ ১৬৬ ॥  
 জুমিতে পড়িলা প্রভু—অনশ শ্রীঅঙ্গ ।  
 বাতাসে খসিলা যেন সুরমের শৃঙ্গ ॥ ১৬৭ ॥  
 প্রেমার আবেশে মূর্ছা হৈলা ভগবান্ ।  
 দুই হস্ত দৃঢ়মুষ্টি—মুদ্রিত-নয়ান ॥ ১৬৮ ॥  
 নাচে হরি বলি' প্রভু শচীর নন্দন ।  
 প্রবিষ্ট হইলা সন্তে মন্দিরে তখন ॥ ১৬৯ ॥  
 গদাধর নাচে নরহরি, নিত্যানন্দ ।  
 শ্রীনিধাস, দামোদর, মুরারি, মুকুন্দ ॥ ১৭০ ॥  
 আর সব ভক্তগণ নাচয়ে হরিয়ে ।  
 রামা-কানু-গুণগান কীর্তন প্রকাশে ॥ ১৭১ ॥  
 তবে সন্তে অনুমানি' সঙ্গী যত জন ।  
 প্রভু লঞা আইলা সার্বভৌমের আশ্রম ॥  
 সার্বভৌম ঘরে প্রভুর সম্মেদন হৈল ।  
 গুণসঙ্কীর্ণনে পুনঃ নাচিতে লাগিল ॥ ১৭৩ ॥  
 দেখি' সার্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্য্য ।  
 হৃদয়ে আছাদি মহা দেখিয়া আশ্চর্য্য ॥১৭৪॥

তবে পুনঃ মহাপ্রভু নৃত্য অবসানে ।  
 ভিক্ষা-আমন্ত্রণ তারে দিল সার্বভৌমে ॥১৭৫॥  
 প্রসাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মণের গণ ।  
 প্রভুসঙ্গে সার্বভৌম করয়ে মিলন ॥ ১৭৬ ॥  
 ইষ্টগোষ্ঠী করে বিছা জানিবার তরে ।  
 তঙ্গ জিজ্ঞাসিতে কিছু লাগিলা প্রভুরে ॥১৭৭॥  
 তোর জন্মস্থান কোথা কহিবে আমারে ।  
 প্রভু কহে যে কহিলে সেই সত্য হয়ে ॥১৭৮॥  
 ভট্টাচার্য্য কহে—তুমি কি কহ কখন ।  
 এক কহি,—আর কহ,—কিসের কারণ ॥১৭৯॥  
 প্রভু মৌনী হই রহে সগুদ-গস্তীর ।  
 পুনর্ব্বার প্রভুরে জিজ্ঞাসে বিপ্র দীর—॥১৮০॥  
 তোর মাতা পিতা কে বা কহ না আমারে ।  
 প্রভু কহে—সত্য এই তুমি যে কহিলে ॥১৮১॥  
 ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার তথাপি জিজ্ঞাসে ।  
 কহিবে তোমার কোথা হইল সন্ন্যাসে ॥১৮২॥  
 প্রভু কহে এই সত্য জানিবে নিশ্চয় ।  
 শুনি' সর্ব্বভৌম মনে বড়ই বিস্ময় ॥ ১৮৩ ॥  
 বৃন্নিতে নারিল কিছু প্রভুর নির্ণয় ।  
 কোটি-সরস্বতীকান্ত অখিলের জয় ॥ ১৮৪ ॥  
 কিবা বা ঈশ্বর—কিবা বাতুল-স্বভাব ।  
 মনে কুষ্ঠা—ক্রোধ মাত্র হৈল তার লাভ ॥১৮৫॥  
 আনাইল ভট্টাচার্য্য অনেক প্রসাদ ।  
 উঠিলা প্রসাদ দেখি' প্রেমার উন্মাদ ॥ ১৮৬ ॥  
 জগন্নাথ-অন্ন-মহাপ্রসাদ পাইয়া ।  
 মস্তকে বন্দিল প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥১৮৭॥  
 ছন্দার করিল এক গস্তীর শব্দে ।  
 ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই প্রভু সিংহনাদে ॥ ১৮৮ ॥  
 দেব, গন্ধর্ব্ব, নর, শৃগাল, কুকুর ।  
 আইলা গৌরাজ কাছে যত নাগকুল ॥ ১৮৯ ॥  
 সভার মুখেতে সেই প্রসাদ আনন্দে ।  
 দেখে গদাধর আদি প্রভু নিত্যানন্দে ॥১৯০॥  
 কেহো না কহিল কিছু তত্ত্ব সব জানে ।  
 প্রসাদ পাইল সব লঞা ভক্তগণে ॥ ১৯১ ॥

নিজজন-সঙ্গে অন্ন করিল ভোজন ।  
 হেনকালে শ্রীনিবাস কহিল বচন ॥ ১৯২ ॥  
 এক নিবেদেও প্রভু কহিতে ডরাও ।  
 নির্ভয়ে পুছিয়ে প্রভু যদি আজ্ঞা পাও ॥ ১৯৩ ॥  
 প্রসাদ পাইয়া তুমি হাসিল। যেকালে ।  
 চকিত দেখিল ইহা কহিলে আমারে ॥ ১৯৪ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু অধিক উল্লাস ।  
 কহয়ে অন্তর কথা করিয়া প্রকাশ ॥ ১৯৫ ॥  
 কাত্যায়নী-প্রতিজ্ঞায় প্রসাদ হেন পন ।  
 শূগাল, কুকুরে খায়—শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ ১৯৬ ॥  
 ইন্দ্র, চন্দ্র, গন্ধর্বি কিবা দেবগণে ।  
 সভার ছল ভ বস্ত—না পাই যতনে ॥ ১৯৭ ॥  
 নারদ-প্রহ্লাদ-শুক-আদি ভক্তগণ ।  
 তাহার ছল ভ এই—কহিল মরম ॥ ১৯৮ ॥  
 হেন মহাপ্রসাদ ভুঞ্জয়ে সবজনে ।  
 কহিল মরমকথা এই মোর মনে ॥ ১৯৯ ॥  
 হেন মহাপ্রসাদ পাইয়া যে বা জন ।  
 অন্নবুদ্ধি করিয়া বা না করে ভক্ষণ ॥ ২০০ ॥  
 পূর্ব-জন্মার্জিত তার আছিল যে ধর্ম ।  
 সেহো নষ্ট হয় সে শূকর-যোনি জন্ম ॥ ২০১ ॥  
 কুকুরের মুখে হইতে পড়ে যদি তছু ।  
 পাইলে মাত্র খাবে ইথে দোষ নাহি কছু ॥  
 তবে মহাপ্রভু শিক্ষা করিল সাদরে ।  
 সন্ধ্যাকালে যায় জগন্নাথ দেখিবারে ॥ ২০৩ ॥  
 শ্রীমন্দিরে প্রবেশিয়া দেখয়ে শ্রীমুখ ।  
 ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তরকৌতুক ॥ ২০৪ ॥  
 মূতনমেঘের জিনি অঙ্গের কিরণ ।  
 তাহে অপরূপ ছুই কমললোচন ॥ ২০৫ ॥  
 দেখিয়া আনন্দ-সিদ্ধু ডুলিলা ঠাকুর ।  
 ভূমিতে লুটায়—প্রেম বাটিল প্রচুর ॥ ২০৬ ॥  
 স্নমেকপর্কিত যেন দীঘল শরীর ।  
 ভূমে গড়াগড়ি যায় আনন্দ-অখির ॥ ২০৭ ॥  
 গৌরান্দ-কিরণে জগন্নাথ হৈলা গোরা ।  
 ভাবময় হৈল দেহ—পরম বিভোরা ॥ ২০৮ ॥

গৌরময় বলরাম আর পাণ্ডাগণ ।  
 ভাবময় দেহ সভার হইল তখন ॥ ২০৯ ॥  
 গৌরান্দ তুলিয়া পাণ্ডা করিল আরতি ।  
 অচল-ব্রহ্মের কাছে সচল-মূর্তি ॥ ২১০ ॥  
 জগন্নাথ প্রকাশ হইলা ল্যাসিরূপে ।  
 হেন অপরূপ না দেখিল কারো বাপে ॥ ২১১ ॥  
 তবে চিন্তে সম্বন্ধন হৈল কথোক্ষণে ।  
 আপন আশ্রমে গেলা নিজজন-সনে ॥ ২১২ ॥  
 এইমনে জগন্নাথ দেখি' তিনবার ।  
 দিবারাত্রি না জানয়ে আনন্দ-পাণ্ডার ॥ ২১৩ ॥  
 হেনমনে নিজজন-সনে কথোদিন ।  
 কৌতুকে গোড়ায়ে প্রভু প্রেম-পরবীণ ॥ ২১৪ ॥  
 হেনই সময়ে কথা শুন সাবধানে ।  
 পুরুষোত্তমে প্রথম-প্রকাশ যেনমনে ॥ ২১৫ ॥  
 লোকশিক্ষা করে প্রভু হঞা অকিঞ্চন ।  
 না বুঝি' মানুস-জ্ঞান করে মূঢ়জন ॥ ২১৬ ॥  
 সমুদ্রভিতরে টোটা করি' গৌররায় ।  
 নিজজন সঙ্গে তাঁহা নিজগুণ গায় ॥ ২১৭ ॥  
 বিদ্যা-বিমোহিত-চিত্ত শ্রীনার্কভৌম ।  
 প্রভুর পরোক্ষে কিছু কহিল বিজ্ঞম ॥ ২১৮ ॥  
 ব্রাহ্মণ-সজ্জন যত সম্পূর্ণ সভায় ।  
 তার মধ্যে কহে—দ্বিজ যে ছিল হিয়ায় ॥ ২১৯ ॥  
 মহাবংশে জন্ম ল্যাসী সুপণ্ডিত জন ।  
 তরুণবয়সে নহে সন্ধ্যাসকরণ ॥ ২২০ ॥  
 এ সময়ে অক্ষুচিত সন্ধ্যাসের ধর্ম ।  
 না বুঝিয়া কৈল দ্বিজ এতনড় কর্ম ॥ ২২১ ॥  
 পুনরপি সংস্কার করু আপনার ।  
 বেদান্ত শিখিয়া করু আশ্রম-আচার ॥ ২২২ ॥  
 সন্ধ্যাগৌর ধর্ম নহে কাঁপন-নর্ভন ।  
 বেদান্ত আমার ঠাঁই করুক শ্রবণ ॥ ২২৩ ॥  
 আচম্বিতে মুচকি হাসিয়া গোরা পঁছ ।  
 অবিরল ধারে যেন বরিখয়ে মছ ॥ ২২৪ ॥  
 জানিঞা সকল পঁছ চহিলা তথায় ।  
 সার্কভৌম বসি' যথা বেদান্ত পঢ়ায় ॥ ২২৫ ॥



নিজ জনসনে সেইখানে উপনীত ।  
 দেখি' ভট্টাচার্য্য উঠে চমকিত-চিত ॥ ২২৬ ॥  
 বসিতে আসন দিল সগৌরব বাণী ।  
 ঠাকুর মাগয়ে বিধি কি বরিব আমি ॥ ২২৭ ॥  
 তুমি সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য সব জান ।  
 অন্তর পুছিয়ে তোরে—কহ ত বিধান ॥ ২২৮ ॥  
 সন্ন্যাস-আশ্রম-ধর্ম না বুঝিয়ে আমি ।  
 সন্ন্যাস করিল—বিধি বিচারহ তুমি ॥ ২২৯ ॥  
 তুমি সর্বতত্ত্ববেত্তা বেদান্ত বাখান ।  
 কি বিধান আছে কিছু পঢ়াহ এখন ॥ ২৩০ ॥  
 তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম ।  
 কি বিধান আছে পুনঃ উপনীত-ধর্ম ॥ ২৩১ ॥  
 এ বোল শুনিঞা সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।  
 হৃদয় সঙ্কোচ কিছু গুণয়ে আশ্চর্য্য ॥ ২৩২ ॥  
 এখনি কহিল কথা নিজশিষ্য-সনে ।  
 এ কথা সকল শ্রাসী জানিল কেমনে ॥ ২৩৩ ॥  
 মনে অনুমান করি' লজ্জায় পীড়িত ।  
 কিছু না কহিল—হিয়ায় রহিল বিস্মিত ॥ ২৩৪ ॥  
 তার পর দিনে প্রভু সার্বভৌম ঘরে ।  
 নিজজন সঙ্গে গেলা তারে দেখিবারে ॥ ২৩৫ ॥  
 বেদান্ত পঢ়ায় সার্বভৌম ঘরে বসি' ।  
 বেদান্ত-সিদ্ধান্ত প্রভু পুছে হাসি হাসি ॥ ২৩৬ ॥  
 বেদান্ত নিগূঢ় কথা পুছিল ঠাকুর ।  
 কৃষ্ণ পাদাশ্রয় কথা অমৃত অঙ্কুর ॥ ২৩৭ ॥  
 শুনি' সার্বভৌম হৈলা বিস্মিত অন্তর ।  
 বুঝিল—মনুষ্য নহে শচীর কোঙর ॥ ২৩৮ ॥  
 সজ্জায়ে পীড়িত হৈলা হৃদয়ে তরাস ।  
 এতকাল নাহি শুনি' এমত নির্য্যাস ॥ ২৩৯ ॥  
 পঢ়িল শুনিল যত এতকাল ধরি' ।  
 পঢ়াইল শিষ্যগণে অহঙ্কার করি' ॥ ২৪০ ॥  
 এখনে শুনিল এ বেদান্তসিদ্ধান্ত ।  
 এই মহাপ্রভু সেই সরস্বতী-কান্ত ॥ ২৪১ ॥

এত অনুমানি সার্বভৌম দ্বিজরাজ ।  
 করজোড়ে স্তুতি করে দেখিয়া সে কাজ ॥ ২৪২ ॥  
 হেনই সময়ে প্রভু ষড়্ভুজ শরীর ।  
 দেখি' সার্বভৌম হৈলা আনন্দে অস্থির ॥ ২৪৩ ॥  
 উর্দ্ধ দুইহাতে ধরে মনু আর শর ।  
 মধ্য দুইহাতে ধরে মুরুলী অধর ॥ ২৪৪ ॥  
 নম্র দুইহাতে ধরে দণ্ড কনুগল ।  
 দেখি' সার্বভৌম হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ২৪৫ ॥  
 চরণে পড়িয়া কান্দে বিনয় বিস্তর ।  
 স্তুতি করে সার্বভৌম গদগদস্বর ॥ ২৪৬ ॥  
 সগদগদ-স্বরে পড়ে সহস্রেক স্তব ।  
 “চৈতন্যসহস্র” নাম জানে লোক সব ॥ ২৪৭ ॥  
 বিহ্বল হইয়া পড়ে পাদানুজ পাশ ।  
 কহয়ে লোচন সার্বভৌমের প্রকাশ ॥ ২৪৮ ॥  
 এইমতে আছে প্রভু আনন্দ কোতুকে ।  
 আনন্দে দেখয়ে নীলাচলবাসী লোকে ॥ ২৪৯ ॥  
 আছিল-অধিক জগন্নাথের প্রকাশ ।  
 সন্তার হৃদয়ে সুখ পরশে' আকাশ ॥ ২৫০ ॥  
 চৈতন্যচরিত-কথা কে কহিতে জানে ।  
 সম্বরিতে নারি—কিছু কহিয়ে বদনে ॥ ২৫১ ॥  
 শ্রীমুরারিগুপ্ত বেনা ধন্য তিনলোকে ।  
 পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে ॥ ২৫২ ॥  
 কহিল মুরারিগুপ্ত শ্লোকপরবন্ধে ।  
 যে কিছু শুনিল সেই দৌহার প্রসাদে ॥ ২৫৩ ॥  
 শুনিঞা মাধুরী-লোভে চিত্ত উত্তরোলে ।  
 নিজদোষ না দেখিয়া মন ভোর ভেলে ॥ ২৫৪ ॥  
 যে কিছু কহিল নিজবুদ্ধি-অমুরূপ ।  
 পাঁচালীপ্রবন্ধে কহে' মোর ছার মুকুথ ॥ ২৫৫ ॥  
 সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড সায় ।  
 শেষখণ্ড আছে পুনঃ কহিব কথায় ॥ ২৫৬ ॥  
 চৈতন্যচরিত্র-কথা চৈতন্য-প্রকাশ ।  
 মধ্যখণ্ড সায়—কহে এ লোচনদাস ॥ ২৫৭ ॥

ইতি শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে

মধ্যখণ্ড সংাপ্ত ।

# শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ।

## শেষখণ্ড ।

প্রভুর দক্ষিণাত্য ভ্রমণ

কথাসার

শ্রীমমহাপ্রভু পূর্বাতে সার্বভৌম সহ কীর্তনানন্দে কিছু দিন অবস্থান করিয়া, সেতুবন্ধ দর্শনার্থ দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। তথা হইতে কুম্ভক্ষেত্রে বাসুদেব নামক জনৈক বিপ্রকে রূপা করিয়া কলিঙ্গের ধর্ম একমাএ শ্রীতরিনাম উপদেশান্তর জীয়াড় নৃসিংহে উপনীত হইলেন। এই স্থানে কথাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার জীয়াড় নৃসিংহের প্রাচীন ঐতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীমমহাপ্রভু জীয়াড় নৃসিংহ হইতে কাঞ্চীনগরে শ্রীয়ার রামানন্দ সরিধানে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে রমরাজ মহা-ভাবকপে দর্শনপ্রদানপূর্বক গোদাবরী হইয়া পঞ্চবটতে গমন করিলেন এবং গ্রামচক্রে বনবাসকালে এইস্থলে আ-স্থান করিয়া যে স্থানে যে ছীলা করিয়াছিলেন, প্রেমাবেশে সেই সব স্থান দর্শন করিয়া কাবেরী তাঁরে শ্রীরক্ষণে উপস্থিত হইলেন। তথায ত্রিমল্লভট্টকে রূপা করিয়া, তাঁহার গৃহে চাতুম্বাশ্রু কাশ যাপন করিলেন। তাঁহার পদ মাধবেক্রপূরীপাদের শিষ্য পরমানন্দপুরীর সহ সাক্ষাৎ হয়। মাধবেক্রপূরীপাদের মুখে শ্রীমমহাপ্রভু অবতার বিষয়ক ভবিষ্যৎ বচন শ্রবণ করিয়া, পরমানন্দপুরী প্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জ্ঞানিতে পারিয়া বহু স্তব-স্ততি করেন।

জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ ।

রূপা করি' কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ১ ॥

শেষখণ্ডকথা কহি'—অমৃতের সার ।

শুনিতে বাঢ়য়ে সুখসাগরপাথর ॥ ২ ॥

সার্বভৌম-ভট্টাচার্য যে করিল স্ততি ।

কথোদিন বঞ্চিল কীর্তন দিবারাতি ॥ ৩ ॥

সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর ।

কূর্ম্যনামে বিপ্র দেখে কূর্ম্যনামে পুর ॥ ৪ ॥

বাসুদেব-নামে বিপ্র আছে সেই গ্রামে ।

দুইজনা-সঙ্গে দেখা হৈল এক-ঠামে ॥ ৫ ॥

প্রভু-দরশনে তারা হইল নির্মল ।

নিরীক্সে গোরাদেহ প্রেমায় বিহ্বল ॥ ৬ ॥

স্বমেরুসুন্দর তনু—বাহু জামু-সম ।

সিংহগ্রাব, কঙ্কুকণ্ঠ, স্নদীর্ঘ-লোচন ॥ ৭ ॥

দেখিতে দেখিতে হিয়া-আনন্দ বাড়িল ।

এই কৃষ্ণ গোরচন্দ্র নিশ্চয় জানিল ॥ ৮ ॥

হা হা মহাপ্রভু ! বলি' পড়িলা চরণে ।

সর্বলোক কান্দে তার প্রেমার কান্দনে ॥ ৯ ॥

তুলিয়া দৌহারে প্রভু কৈল আলিঙ্গন ।

প্রকাশ করিল কথা মধুর বচন— ॥ ১০ ॥

শুন শুন অহে দ্বিজ বচন আমার ।

কি কাজে আইলা মহী—কি কর আচার ॥ ১১ ॥

কলিমুগে ধর্ম—হরিনামসঙ্কীর্তন ।

প্রকাশ করিল কৃষ্ণ-নাম-মহাপন ॥ ১২ ॥

নাম-গুণ-সঙ্কীর্তনে করহ আনন্দ ।

নাচহ নাচহ লোক হউ মুক্তবন্ধ ॥ ১৩ ॥

এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্তর ।

আপনাকে আপে তারা হৈলা অগোচর ॥ ১৪ ॥

চলিতে না পারে পথে বাড়ে প্রেমরঙ্গ ।

কথোদূর গিয়া দেখে জীয়াড়-নৃসিংহ ॥ ১৫ ॥

কহিব পূর্বের কথা অপূর্ব কাহিনী ।  
 প্রেমায় বিহ্বল কথা কহয়ে আপনি ॥ ১৬ ॥  
 শুন শুন সর্বলোক রহস্য আনন্দ ।  
 যেন মতে অবতার জায়ড়-মসিংহ ॥ ১৭ ॥  
 স্মরণ হইল মোর পূর্বের কাহিনী ।  
 একচিন্তে সাবধানে শুন সতে বাণী ॥ ১৮ ॥  
 এখানে আছিল এক পুঁড়া গোয়াল ।  
 কৃষিকর্ম করে পুঁড়া বিহান-বিকাল ॥ ১৯ ॥  
 শসা-নামে খন্দ মহী কৈল উপার্জন ।  
 হইল মায়ানু খন্দ বড়ই সম্পূর্ণ ॥ ২০ ॥  
 দিবা-রাত্রি রাখে খন্দ—নাহি অবসর ।  
 না জানি কখন সেই যায় নিজঘর ॥ ২১ ॥  
 একদিন মনে মনে করিল বিচার—  
 খন্দ রাখিবারে আমি না আসিব আর ॥ ২২ ॥  
 এইমনে আছে পুঁড়া মনের হরিষে ।  
 আচম্বিতে দেখে খন্দ খাণ্ডা যায় কিসে ॥ ২৩ ॥  
 আরদিন রাত্রি জাগে তৃতীয় প্রহর ।  
 আচম্বিত আইল এক বরাহ ডাগর ॥ ২৪ ॥  
 দেখিয়া গোয়াল সেই হৈল সাবধান ।  
 খন্দ খায় বরাহ সে সারে দুই কাণ ॥ ২৫ ॥  
 খন্দ খায়, লতা ছিঁড়ে, আপনার স্মৃথে ।  
 দেখিয়া গোয়াল গুণ দিলেক ধনুকে ॥ ২৬ ॥  
 খন্দ খাও, লতা ছিঁড়, সার' দুই কাণ ।  
 আজি মোর হাতে তুমি হারানে পরাণ ॥ ২৭ ॥  
 ইহা বলি' সন্ধান পূরিয়া এড়ৈ বাণ ।  
 নির্ভরে বাজিল—বরাহ স্মরে রামনাম ॥ ২৮ ॥  
 পাণ্ডা সান্তাইল পর্বত-গুহার ভিতরে ।  
 দেখিয়া গোয়াল পুঁড়া পড়িল কাঁপরে ॥ ২৯ ॥  
 বরাহ হইয়া কেনে স্মরে' রাম রাম ।  
 বরাহ না হয় এই, সেই 'ভগবান্ ॥ ৩০ ॥  
 এতেক চিন্তিয়া পুঁড়া কাতর-অস্তর ।  
 গহ্বর-নিকটে বাণ্ডা কহিছে উত্তর— ॥ ৩১ ॥  
 কে তুমি ? কে তুমি ? বোলে—উত্তর না পায় ।  
 তিন উপবাস কৈল কাতর-হিয়ায় ॥ ৩২ ॥

কি কাজ করিলুঁ আমি অসম-দুরন্ত ।  
 মো-সম পাতকী নাহি পামর-পাষণ্ড ॥ ৩৩ ॥  
 দয়া উপজিল প্রভু করুণা-নিধান ।  
 আকাশ-কথায় কহে—আমি ভগবান্ ॥ ৩৪ ॥  
 আমারে মারিলি—তোর কৈল অপচয় ।  
 চিন্তা না করিহ—বাহ আপন আলয় ॥ ৩৫ ॥  
 এ বোল শুনিঞা পুঁড়া অধিক কাতর ।  
 উপবাসে উপবাসে দিমু কলেবর ॥ ৩৬ ॥  
 এইমনে উপবাস করিল অনেক ।  
 আচম্বিতে গগনে উঠিল ধনি এক— ॥ ৩৭ ॥  
 কেনে রে ! অবোধ পুঁড়া মর অকারণ ।  
 অপরাধ নাহি—বাহ আপন ভবন ॥ ৩৮ ॥  
 পুনরপি বোলে পুঁড়া কাতরনচনে ।  
 তোমারে মারিলুঁ বাণ—কি কাজ জীবনে ॥ ৩৯ ॥  
 মরিলেহ নাহি যুচে এ দোষ আমার ।  
 এ দোষের উচিত হলে যমের প্রহার ॥ ৪০ ॥  
 শুদ্ধ হইব আর আমি কোন্ প্রতিকারে ।  
 সবে আমি মাত্র বাণ মারিল তোমারে ॥ ৪১ ॥  
 এ বোল শুনিঞা বাণী আইল আরবার—  
 নাহি অপরাধ—তুষ্ট হইল অপার ॥ ৪২ ॥  
 এ বোল শুনিঞা পুঁড়া কহে কর জুড়ি'—  
 তোমার আজ্ঞায় মুঞি বোলে 'ভয় ছাড়ি' ॥  
 কেননে জাণিল—মোর ঘৃচিল এ দোষ ।  
 পরসাদ সাক্ষী পাইলে হও মো সন্তোষ ॥ ৪৪ ॥  
 এ কথা কহিব আমি রাজার গোচরে ।  
 এইমত আজ্ঞা তুমি কহিলে তাহারে ॥ ৪৫ ॥  
 তবে'সে প্রভীত মুঞি পাও হিয়া-সাক্ষী ।  
 সবজন জানে তুমি হৈলে মোরে সুখী ॥ ৪৬ ॥  
 তনে পুনরপি আজ্ঞা করিলা ঈশ্বর ।  
 যে বলিলা সে-ই হলে—পাইলে তুমি বর ॥ ৪৭ ॥  
 এ বোল শুনিঞা পুঁড়া হরষিত হঞা ।  
 মহাপেগে রাজদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥ ৪৮ ॥  
 দ্বারিকে কহিল—আরে শুন দ্বারিবর ।  
 যে কিছু কহিয়ে—রাজার করহ গোচর ॥ ৪৯ ॥

কহিব অপূৰ্ণ কথা—লোকে অনিদিত ।  
 শুনিঞা আমারে রাজা করিবে পীরিত ॥ ৫০ ॥  
 এ বোল শুনিঞা দ্বারী রাজারে কহিল ।  
 রাজার আজ্ঞায় পুঁড়া গোচর হইল ॥ ৫১ ॥  
 দণ্ডবত করি' কহে—সব বিবরণ ।  
 আছোপাস্ত যত কথা কৈল নিবেদন ॥ ৫২ ॥  
 শুনিঞা ত মহারাজে বিস্ময় লাগিল ।  
 নিশ্চয় করিয়া কহ—পুঁড়াকে কহিল ॥ ৫৩ ॥  
 পুনরপি কহে পুঁড়া করিয়া নিশ্চয়—  
 সেইখানে চল রাজা যুচাও বিস্ময় ॥ ৫৪ ॥  
 আমারে যেমত আজ্ঞা করিল ঠাকুর ।  
 সেইমত আজ্ঞা তুমি পাইবে অদূর ॥ ৫৫ ॥  
 রাজা বোলে—আজ্ঞা যদি করয়ে ঈশ্বর ।  
 আজ্ঞা হইব আমি তোমার নফর ॥ ৫৬ ॥  
 এ বোল বলিয়া রাজা চলিলা সত্বর ।  
 পদব্রজে গেলা যথা পৰ্কত-গভর ॥ ৫৭ ॥  
 পৰ্কত-গভর-দ্বারে এক-মন-চিত্তে ।  
 বিস্তর মিনতি করে লোটাঞা ভূমিতে ॥ ৫৮ ॥  
 জ্বিলা ঠাকুর—আজ্ঞা উঠিলা গগনে—।  
 মিথ্যা নহে শুন রাজা পুঁড়ার বচনে ॥ ৫৯ ॥  
 দুঃসেচন তুমি কর এইস্থানে ।  
 দুঃকের সেচনে আশা পাবে বিছমানে ॥ ৬০ ॥  
 এ বোল শুনিঞা রাজা হরষিত চিত্তে ।  
 ঘোষণা পড়িল রাজ্যে দুঃক যে আনিত্তে ॥ ৬১ ॥  
 প্রভুর আজ্ঞায় দুঃক চালে সেইখানে ।  
 আচম্বিতে মাথার চূড়া দেখে বিছমানে ॥ ৬২ ॥  
 নানাবিধ বাঘ বাজে আনন্দ অপার ।  
 আনন্দে ভাসয়ে সুখসাগর-পাথার ॥ ৬৩ ॥  
 হরি-হরিবোল শুনি' চৌদিগ ভরিয়া ।  
 নাচয়ে সকল লোক ছুবাছ তুলিয়া ॥ ৬৪ ॥  
 যত দুঃক চালে—তত উঠয়ে শরীর ।  
 উঠয়ে শরীর—দেখে এ নাতি গভীর ॥ ৬৫ ॥  
 অধিক চালে দুঃক মনের হরিষে ।  
 প্রভু-সব-অবয়ব দেখিবার আশে ॥ ৬৬ ॥

উঠিব শরীর জামু দেখে নিছমান ।  
 না চালিল দুঃক—আজ্ঞা ভেল পরমাণ ॥ ৬৭ ॥  
 বহুত চালে দুঃক মনের হরিষে ।  
 পদতল ছুইখানি না উঠিল শেষে ॥ ৬৮ ॥  
 হেনকালে আজ্ঞাবাগী উঠিব গগনে—।  
 না উঠিব পদ আর না করোয়া যতনে ॥ ৬৯ ॥  
 এ বোল শুনিঞা রাজা হরিষ-বিষাদ ।  
 মহামহোৎসব করে পাঞা পরসাদ ॥ ৭০ ॥  
 দেউল-মন্দির দিল নানা ভোগ-রাগ ।  
 ছু-নয়ান ভরি' দেখে হিয়া অরুরাগ ॥ ৭১ ॥  
 এইমনে আছে রাজা আনন্দচিত্তে ।  
 ডিম্বা লঞা এক সাধু আইলা আচম্বিতে ॥ ৭২ ॥  
 ঠাকুর দেখিতে সেই আইলা সওদাগর ।  
 ছুই নারী লঞা গেলা মন্দিরভিতর ॥ ৭৩ ॥  
 প্রভু নমস্করি' সাধু ভৈগেল বাহিরে ।  
 সাধু বাহির হৈল দ্বার লাগিল মন্দিরে ॥ ৭৪ ॥  
 লেউটিয়া দেখে—ছুই নারী নাই পাশে ।  
 মন্দির-ভিতরে তারা প্রভুকে সম্ভাষে ॥ ৭৫ ॥  
 বুঝিয়া সে সাধু স্তব করে আর্তনাদে ।  
 জ্বিলা ঠাকুর তারে কৈলা পরসাদে ॥ ৭৬ ॥  
 যুচিল মন্দির দ্বার—দেখে ছুইজন ।  
 পাষণ হইয়া প্রভুর পাঞাছে চরণ ॥ ৭৭ ॥  
 নিজ ভাগ্য মানি' পায়ে পড়ে সওদাগর ।  
 পরসাদ করি' প্রভু বোলে—মাগ বর ॥ ৭৮ ॥  
 চরণে পড়িয়া সাধু করে পরণাম ।  
 বর মাগোঁ—মোর নামে হউ তোর নাম ॥ ৭৯ ॥  
 মা-বাপে খুইল মোর এ নাম 'জীয়ড়' ।  
 আপনার নামে প্রভু-নাম মাগে বর ॥ ৮০ ॥  
 'জীয়ড়-নৃসিংহ' নাম তেঞি পরকাশ ।  
 আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস ॥ ৮১ ॥

দিক্কড়া রাগ ।

তবে মহাপ্রভু জীয়ড়-নৃসিংহ দেখিয়া ।  
 চলিলা ত পরদিনে সে দিন বঞ্চিয়া ॥ ৮২ ॥

চলি' যায় পথে প্রেম-পরবশ-চিত ।  
 কাঞ্চী-নগরে প্রভু ভেল উপনীত ॥ ৮৩ ॥  
 রত্নময়-পুরী সেই কাঞ্চীনগর ।  
 নগর দেখিয়া তুষ্ট হৈল শ্যামিবর ॥ ৮৪ ॥  
 বিষয়ীর মুখ প্রভু নাহি দেখে কভু ।  
 আচম্বিতে রাজদ্বারে উত্তরিল। প্রভু ॥ ৮৫ ॥  
 রাজার ছয়ারে গিয়া দ্বারীকে কহিল ।  
 রাজপুত্র কোথা আছে—নিভুতে পুছিল ॥ ৮৬ ॥  
 প্রভুকে দেখিয়া দ্বারী পরণাম করে ।  
 এই ভগবান্—হেন মনে মনে বোলে ॥ ৮৭ ॥  
 প্রভু কহে—রাজপুত্রে জানাহ বচন ।  
 তাহার নিমিত্তে মোর এথা আগমন ॥ ৮৮ ॥  
 চলিল ত দ্বারী রাজপুত্র যথা আছে ।  
 নিজ অন্তঃপুরে যথা দেবতা পূজিছে ॥ ৮৯ ॥  
 প্রণাম করি' দ্বারী জানায় বচন ।  
 এক মহাযতি গোসাঞি দ্বারে আগমন ॥ ৯০ ॥  
 এ বোল শুনিঞা রাজা না বলিল কিছু ।  
 তরাসে দ্বারী সে পলাইয়া যায় পাছু ॥ ৯১ ॥  
 দ্বারেতে আসিয়া দ্বারী করে নিবেদন—  
 জানাইতে না পারিল তোমার বচন ॥ ৯২ ॥  
 দেবতা পূজয়ে রাজা নিজ অন্তঃপুরে ।  
 কাহার শকতি তথা বাইনারে পারে ॥ ৯৩ ॥  
 এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে ।  
 যথা পূজা করে—তথা চলিলা আপনে ॥ ৯৪ ॥  
 এক-অংশে দ্বারে রহে—আর অংশে যায় ।  
 যথা পূজা করে সেই রামানন্দ রায় ॥ ৯৫ ॥  
 দ্যান করয়ে কৃষ্ণ দেখে গৌরচন্দ্র ।  
 পুনরপি দ্যান করে জপে মহামন্ত্র ॥ ৯৬ ॥  
 পুনরপি সেই গৌর দেখয়ে নয়নে ।  
 কি হৈল কি হৈল বলি' গুণে' মনে মনে ॥ ৯৭ ॥  
 পুনরপি দ্যান করে স্মৃঢ়া-হিয়ায় ।  
 পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ায় সান্ত্বায় ॥ ৯৮ ॥  
 কি কি বলি' আঁখি মিলি' চাহে চারিভিতে ।  
 গৌরচন্দ্র শ্যামিবর দেখে আচম্বিতে ॥ ৯৯ ॥

সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা টিটনা সন্ন্যমে ।  
 চরণবন্দনা করি' নেহারয়ে ক্রমে ॥ ১০০ ॥  
 আপাদ-মস্তক প্রভুর নেহারয়ে অঙ্গ ।  
 গৌর-অঙ্গ দেখি' হিয়ায় উপজিল রঙ্গ ॥ ১০১ ॥  
 বিষয় লাগিল শ্যামী আইলা কেমতে ।  
 প্রভুরে কহয়ে কিছু হাসিতে হাসিতে ॥ ১০২ ॥  
 মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা কেমনে ।  
 বড়ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে ॥ ১০৩ ॥  
 প্রভু কহে—তুমি কেনে না চিন আপনা ।  
 আমারে না চিন আমি নিতে আইলু' তোমা ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু অট-অট হাস ।  
 আপনা চিনায় প্রভু করে পরকাশ ॥ ১০৫ ॥  
 যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ-শ্বেতরক্ত-দ্যুতি ।  
 সকল দেখায় এক গৌর-মূর্তি ॥ ১০৬ ॥  
 কথিত এ দশবাণ কাঞ্চন-বরণ ।  
 তাহা ছাড়ি' হৈল। প্রভু শ্যাম-সুচিক্ৰণ ॥ ১০৭ ॥  
 কানড়া-কুসুমাকৃতি অঙ্গের বরণ ।  
 ময়ূর-শিখণ্ড শিরে—মুরলীবদন ॥ ১০৮ ॥  
 নানা আভরণ অঙ্গে চিকণীয়া কালা ।  
 পীতবস্ত্র পরিধান—গলে বনমালা ॥ ১০৯ ॥  
 তাহা দেখি' মহারাজ আনন্দিতমন ।  
 পুনরপি হৈল। প্রভু গৌরবরণ ॥ ১১০ ॥  
 পশু, পক্ষী, বৃক্ষ আর বত লতা-পাতা ।  
 গৌর-অঙ্গ-ছটা বলমল করে তথা ॥ ১১১ ॥  
 দেখিয়া জানিল রাজা রামানন্দ রায় ।  
 প্রেমায়া নিহবল ধরে' নিজ-প্রভু পায় ॥ ১১২ ॥  
 চরণে পড়িয়া কান্দে অবশ শরীর ।  
 করে ধরি' লঞা প্রভু ভৈগেলা বাহির ॥ ১১৩ ॥  
 রায় রামানন্দে আর প্রভুতে মিলন ।  
 গৌরা গুণগাথা গায় এ দাস লোচন ॥ ১১৪ ॥

ত্রিবাণ ।

পাপ-তাপ হয় যমভয় ।  
 জয় শচীনন্দন জয় জয় ॥ ৬

তবে মহাপ্রভু সেই আনন্দ-কৌতুকে ।  
 চলিতে আনন্দ দেহ ভরিল পুলকে ॥ ১১৫ ॥  
 এইমনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি' যায় ।  
 গোদাবরী করি' পঞ্চদশীতে সান্তায় ॥ ১১৬ ॥  
 এই মহা-পুণ্যতীর্থ—পঞ্চদশী নাম ।  
 যাহাতে আছিল সীতা, লক্ষ্মণ, শ্রীরাম ॥ ১১৭ ॥  
 পঞ্চদশী দেখি' প্রভু প্রেমে অচেতন ।  
 শ্রীরাম, লক্ষ্মণ বলি' ডাকে ঘন ঘন ॥ ১১৮ ॥  
 এইখানে কুঁড়ে ঘর বান্ধিল লক্ষ্মণ ।  
 মুগী মারিবারে রাম করিল গমন ॥ ১১৯ ॥  
 শ্রীরাম-উদ্দেশে পাছে চলিল লক্ষ্মণ ।  
 এইখানে সীতা হরি' নিলেক রাবণ ॥ ১২০ ॥  
 ইহা বলি' কান্দে প্রভু প্রেমায়া বিহ্বল ।  
 মার্-মার্ বোলে ক্ষণে বোলে ধর্ ধর্ ॥ ১২১ ॥  
 লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ ! বলি' ডাকে উভরায় ।  
 সীতা স্মৃতিরিয়া কান্দে অবশ-হিয়ায় ॥ ১২২ ॥  
 সঙ্কের সঙ্গতিগণ প্রপোদিতে নারে ।  
 আপনাই মহাপ্রভু আপনা-সম্বরে ॥ ১২৩ ॥  
 তবে আর দিন পথে চলিল ঠাকুর ।  
 ক্রমে ক্রমে উত্তরিল কাবেরীর তীর ॥ ১২৪ ॥  
 কাবেরীর কুলে দেখে শ্রীরঙ্গনাথ ।  
 দেখিয়া প্রেমায়া নাচে নিজজন-সাথ ॥ ১২৫ ॥  
 তথায় ত্রিমল্ল ভট্ট ঠাকুর দেখিয়া ।  
 নিরীখেয়ে শ্রীঅঙ্গ নিস্মিত হইয়া ॥ ১২৬ ॥  
 দেহের কিরণ—আরে প্রেমার আরম্ভ ।  
 কদম্ব-কেশর জিনি' পুলক-কদম্ব ॥ ১২৭ ॥  
 সর্বলোক জিনি' তনু যেহেন স্মেরু ।  
 প্রেম-ফল-ফুল ফলিয়াছে কল্পতরু ॥ ১২৮ ॥  
 হরি হরি বলি' ডাকে অতি উচ্চনাদে ।  
 দেখিয়া চৌদিগ ভরি' সব লোক কাঁদে ॥ ১২৯ ॥  
 ঐছন দেখিয়া সে ত্রিমল্লভট্টাচার্য ।  
 কৌতুকে সকল কথা জানিল আশ্চর্য ॥ ১৩০ ॥  
 এই সেই ভগবান্—কছু নহে আন ।  
 নিশ্চয় জানিল এই সর্বজন-প্রাণ ॥ ১৩১ ॥

এতেক জানিয়া সে ত্রিমল্লভট্ট রায় ।  
 আপন আশ্রমে সে প্রভুরে লঞা যায় ॥ ১৩২ ॥  
 তার প্রেমে মহাপ্রভু তার বশ হঞা ।  
 চাতুর্মাশ্য বঞ্চিল পরমশ্রীতি পাঞা ॥ ১৩৩ ॥  
 চাতুর্মাশ্য বঞ্চি' প্রভু চলিল তুরিতে ।  
 পথে দেখা পরমানন্দপুরীর সহিতে ॥ ১৩৪ ॥  
 দৌহে দৌহা দেখি' স্নিগ্ধ হৈলা দুইজন ।  
 নিরখিতে দৌহাকার নরয়ে নয়ন ॥ ১৩৫ ॥  
 দেখিতে পরমানন্দপুরীর স্মরণে ।  
 গুরু মাপদেশে পুরী যে নৈল নচনে ॥ ১৩৬ ॥

তথ্যঃ বায়ুপুরাণে—

কলেঃ প্রথমসক্কারঃ সক্ষীকান্তো ভবিষ্যতি ।

দাবব্রহ্মসমীপতঃ সন্ন্যাসো গৌরবিত্রতঃ ॥ ১৩৭ ॥

অনুহা । কলেঃ ( কালবৃক্ষ ) প্রথমসক্কারঃ সক্ষী  
 দাস্তঃ ( নারায়ণঃ ) গৌরবিত্রতঃ ( সন ) সন্ন্যাসঃ দাবব্রহ্ম-  
 সমীপতঃ ( পৃকযোত্তম-ক্ষেত্রে জগন্নাথ-সমীপে স্থিতঃ )  
 ভবিষ্যতি ॥ ১৩৭ ॥

অনুলাদ । কালবৃক্ষের প্রথম সক্ষার ভগবান্  
 ত্রিনারায়ণ ( ঠাকুর নিত্য ) গৌরবিত্রিত প্রকট করিয়া  
 সন্ন্যাসগ্রহণ পৃকক যুকযোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথ-সমীপে  
 অবস্থান করিবেন ॥ ১৩৭ ॥

কলিযুগে সক্ষীর্জন-পদ্ব রাখিবারে ।  
 জন্মিব কৃষ্ণ প্রথমসক্কার ভিতরে ॥ ১৩৮ ॥  
 গৌর দীর্ঘকলেবর—বাস্ত জামুসম ।  
 সিংহ-গ্রীব, গজ-স্নগ্ন, কমললোচন ॥ ১৩৯ ॥  
 করুণাসাগর প্রভু প্রেমার আবাস ।  
 নিজ করুণায় দয়া করিব প্রকাশ ॥ ১৪০ ॥  
 মোর ভাগ্য নাহি—মুঞি দেখিব নয়নে ।  
 তোর দেখা হৈলে মোর করিহ স্মরণে ॥ ১৪১ ॥  
 সেই এই গুরুবাক্য মনেতে পড়িল ।  
 এই সেই ভগবান্—নিশ্চয় জানিল ॥ ১৪২ ॥  
 দেখি' পরণাম কবে পরমানন্দপুরী ।  
 কি করহ বলি' প্রভু তোলে হাতে ধরি' ॥ ১৪৩ ॥

গাঢ়-আলিঙ্গন কৈল পরমসন্তোষে ।  
চলিলা ঠাকুর—কহে এ লোচনদাসে ॥১৪৪॥

প্রভুর বৃন্দাবন-দর্শন

কথাসার

শ্রীমহাপ্রভু সেতুবন্ধ ষাইবার পথে সপ্ততাল-বিমোচন-  
বীণা প্রদর্শন কাবলেন । সপ্ততাল সখকীয় প্রাচীন ঐতিহাস  
—সাতজন গন্ধম সানশাপে বৃক্ষত্র প্রাপ্ত হন, সংপ্রতি প্রভু  
স্পর্শে তাঁহারা মুক্তি লাভ করিলেন । সেতুবন্ধে উপস্থিত  
হইয়া প্রেমানবেশে বাম, লক্ষণ, সীতা, হনুমান প্রভৃতি নাম  
কীর্তন করিলেন, পরে গোদাবরী তীরে চাতুর্মাশ্ব অতি-  
বাহিত করিয়া পুনরায় উৎকলে আশালনাথে প্রত্যাবর্তন  
করিলেন । তথায় বিষ্ণুদাস নামক জনৈক ভক্তকে আয়সাং  
করিয়া পুরুষোত্তমে আসিয়া বয়েক মাস ভক্তসনে  
কীর্তনানন্দে অবস্থানপূর্বক মাগুবমণ্ডলদর্শনার্থ যাত্রা  
করিলেন । কামেই শ্রীকৃষ্ণসনাতনের সর্হিত মন্দির  
হয় । অনন্তর মগুরায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণদাস নামক  
জনৈক ভক্তের সর্হিত প্রেমানন্দে বসনার পূর্ব ও পশ্চিমতটে  
ষাদশবন, দেবকী বনুদেবের কারাগৃহ, কংস উগ্রসেনাদির  
গৃহ প্রভৃতি অসংখ্য কৃষ্ণদীপাঙ্কল দর্শন করিলেন ।

দানশী বাগ ।

গোরাচাম্ভ জীবন আমার রে

গোরা পরাণ আমার ॥ ক্র ॥

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে ।  
পথে চলি' ষাইতে সপ্ততাল-বিমোচনে ॥১॥  
সপ্ত তালতরু সেই আছে যে পথেতে ।  
দেখি' আচক্ষিতে প্রভু লাগিলা হাসিতে ॥২॥  
ধাঞা গিয়া সপ্ততাল করিলা পরশে ।  
জয় জয় জয়ধ্বনি উঠিল আকাশে ॥ ৩ ॥  
মুনি শাপে ছিল সে গন্ধর্ক সাত জন ।  
প্রভুর পরশে তারা পাইল মোচন ॥ ৪ ॥  
তবে সেই মহাপ্রভু পথে চলি' যায় ।  
আনন্দে বিভোল প্রভু হরিগুণ গায় ॥ ৫ ॥

প্রেমার আনন্দে নাহি জানে পথশ্রমে ।  
সেতুবন্ধ উত্তরিলো পথে ক্রমে ক্রমে ॥ ৬ ॥  
সেতুবন্ধ গিয়া দেখে রামেশ্বর লিঙ্গ ।  
আনন্দে নাচয়ে প্রভু যেন মন্তু সিংহ ॥ ৭ ॥  
লিঙ্গ-প্রদক্ষিণ করি' করে নমস্কার ।  
সেতুবন্ধ দেখি' হরি বোলে বারে বার ॥৮॥  
অমুরাগে কাম্ভে ডাকে—শ্রীরাগ-লক্ষণ ।  
কখন আবেশে ডাকে—অঙ্গদ হনুমান ॥৯॥  
ক্ষণেকে আবেশে ডাকে—সুগ্রীণ মোর মিত ।  
ক্ষণে নিভীষণ বলি' ডাকে বিপরীত ॥ ১০ ॥  
প্রেমায় বিহ্বল—দিগ্দিগ্দিগ্ নাহি জানে ।  
সেতুবন্ধ দেখি' নাচে সন ভক্ত-সনে ॥ ১১ ॥  
এইমনে দিবানিশি পাশরে আপনা ।  
লেউটিয়া মহাপ্রভুর বাঢ়িল করুণা ॥ ১২ ॥  
এইমতে মহাপ্রভু পথে চলি' আসি' ।  
পুনঃ চাতুর্মাশ্ব গোদাবরী তীরে বসি' ॥১৩॥  
পুনরপি উড়দেশে আইলা ঠাকুর ।  
জগন্নাথ—ভানে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর ॥১৪॥  
তবে ত' দেখিল প্রভু শ্রীআলালনাথ ।  
বিষ্ণুদাস উড়িয়াকে কৈল আশ্বসাথ ॥১৫॥  
জগন্নাথ দেখি' প্রভু হইলা কুতূহলী ।  
সঘনে তুলিয়া বাছ হরি হরি বলি' ॥১৬॥  
পুরুষোত্তমে আসি' প্রভু আছে মহাসুখে ।  
কহয়ে লোচন এ আনন্দ বড়-লোকে ॥১৭॥

বরাড় র.গ—ধূলা-খেলা-জাত ।

এখানে কহিব কথা, শুন গোরা গুণগাথা,  
ত্রিজগতে অতি অনুপম ।  
মনঃকথায় বাঙ্কি আলি, মুকুতা-প্রবাল ঢালি',  
সন্ন্যাসী নৃসিংহানন্দ নাম ॥ ১৮ ॥  
স্বর্গ-মণি-মাণিকে, দিব্যরত্ন চারিদিগে,  
মনে মনে বাঙ্কিল জাঙ্কাল ।  
মগুরা-পর্যন্ত দিয়া, কৃষ্ণে সমর্পিব ইহা,  
হেনকালে প্রত্যাসন্ন কাল ॥ ১৯ ॥

না হৈল জাঙ্গাল সায়,      ছুঃপ রহিল হিয়ায়,  
 মনে মনে করে অনুতাপ ।  
 (কানাইর) নাটুগালা পর্য্যন্ত, হইল জাঙ্গাল অন্ত,  
 সম্ম্যাসীর নৈকুণ্ঠ হৈল লাভ ॥২০॥  
 এ কথা আছিল চিতে,      চলে প্রভু আচম্বিতে,  
 না জানি কোথারে চলি' যায় ।  
 ক্রমে ক্রমে চলি' যাইতে, কানাইর নাটুগালা হৈতে,  
 পুনঃ নেউটিলা গোরারায় ॥২১॥  
 এ কথা নেকত নহে,      পরমানন্দপুরী কহে,  
 কহ প্রভু ইহার কারণ ।  
 আছোপান্ত মত কথা,      তাহারে কহিল তথা,  
 মনঃ-কথা সিদ্ধির কারণ ॥২২॥  
 পুরুষোত্তম-আদি অন্ত,      মুরাপুরী পর্য্যন্ত,  
 সর্গ মণি মাণিক্যে দিল আলি ।  
 সম্ম্যাসীর এমন হিয়া,      এ মোর জাঙ্গাল দিয়া,  
 চলি' যানে গোরা বনমালী ॥২৩॥  
 শুন শুন সবজন,      সাবধানে দিয়া মন,  
 ত্রীগোরাটাদের পরকাশ ।  
 মনঃকথা নৃসিংহানন্দ,      সিদ্ধ কৈল গোরচন্দ্র,  
 গুণ গায় এ লোচনদাস ॥২৪॥

ত্রীগণ ।

গোরাটাদ না রে হয়,  
 নিহরই নীলাচল মাঝে ॥ ৩৫ ॥  
 তবে নীলাচলে প্রভু ভক্তগণসঙ্গে ।  
 কীর্তন-বিলাস করে আছে নানা-রঙ্গে ॥২৫॥  
 অনেক ভকতগণ মিলিয়া তথায় ।  
 প্রেম-বিলসয়ে প্রভু নাচয়ে নাচায় ॥২৬॥  
 নানাদেশে আছিল যতেক ভক্তগণে ।  
 ক্রমে ক্রমে মিলিলেন চৈতন্য-চরণে ॥২৭॥  
 আনন্দে আছয়ে প্রভু নীলাচল-পাসে ।  
 কহিব সকল পাছু অনেক প্রকাশে ॥ ২৮ ॥  
 মথুরা চলিব—মনঃকথা আচম্বিত ।  
 উৎকণ্ঠা পাটিল হিয়া—উনমত-চিত ॥২৯॥

চলিলা মথুরা পথে চৈতন্য ঠাকুর ।  
 পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাটিল প্রচুর ॥৩০॥  
 অনুরাগে পায় প্রভু—রাজা দুই অঁখি ।  
 সিংহের গমনে পায়—দেখিতে না দেখি ॥৩১॥  
 সঙ্গের সঙ্গতিগণ না পারে হাটিতে ।  
 কথো দূরে যায় প্রভু ডাকিতে ডাকিতে ॥৩২॥  
 ঝাঝিগু-পথে প্রভু চলিল দয়র ।  
 কান্দাইলা পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি, প্রস্তর ॥ ৩৩ ॥  
 গোরাজ পেড়িয়া যুগ-ব্যাপ্তগণ নাচে ।  
 হিংসা নাহি—সর্বস্বখে নাচে প্রভু কাছে ॥৩৪॥  
 বনজন্তুগণ সব কৃতার্থ করিয়া ।  
 চলিলা গোরাজ পথে প্রেম-বিনোদিয়া ॥৩৫॥  
 ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা তীর্থ দারণসী ।  
 অনেক আছয়ে তথা পরম সম্ম্যাসী ॥ ৩৬ ॥  
 বিশ্বেশ্বর নমস্করি' চলি' যায় পথে ।  
 প্রয়াগে মাধব দেখি' হরষিত চিতে ॥ ৩৭ ॥  
 রূপ-সনাতন গোসাঞি প্রভুরে মিলিলা ।  
 অনুগ্রহ করি' তারে শক্তি সঞ্চারিলা ॥ ৩৮ ॥  
 তথা বেণী-স্নান করি' দেখি অক্ষয় বট ।  
 যমুনাতে পার হৈলা আগরা নিকট ॥ ৩৯ ॥  
 দেখিলা অদ্ভুত সে রেণুকা নামে গ্রাম ।  
 অবতার কৈলা যেই স্থানে পরশুরাম ॥ ৪০ ॥  
 তথা বন্দাবন মুখে যমুনা বিমুখী ।  
 দেখিয়া বিহ্বল প্রভু প্রেম সূখে সুখী ॥ ৪১ ॥  
 রাজগ্রামে গিরা পারে দেখয়ে গোকুল ।  
 সম্বরিতে নারে' হিয়া ভৈগেল আকুল ॥ ৪২ ॥  
 হিয়া সম্বরিল প্রভু অনেক যতনে ।  
 আনন্দে বিহ্বল পারে দেখে মহাননে ॥ ৪৩ ॥  
 যাইতে যাইতে আর গিয়া কথোদূর ।  
 সুনিকট হৈল যেই দেখে মধুপুর ॥ ৪৪ ॥  
 মধুপুর দেখি' প্রভু উনমতচিত ।  
 প্রেমায় বিহ্বল—যেন নাহিক সম্বিত ॥ ৪৫ ॥  
 অক্রুর ! অক্রুর ! বলি' ভূমিতে পড়িল ।  
 মাথুর বিরহভাবে মুচ্ছিত হইল ॥ ৪৬ ॥



দিবানিশি নাহি জানে—আছে সেই খানে ।  
 সন্দেশন নাহি প্রভু—আছে তিন দিনে ॥৪৭॥  
 গতাগতি করে লোক দেখয়ে আশ্চর্য্য ।  
 কৃষ্ণদাস নামে এক আছে দ্বিজবর্য্য ॥ ৪৮ ॥  
 প্রভুরে দেখিয়া সেই মনে মনে—  
 কোথা হৈতে আইলা এই পুরুষরতনে ॥ ৪৯ ॥  
 বড় ভাগ্যে দেখিলাঙ্ ইহার চরণ ।  
 এই শুক, প্রহ্লাদ কিবা হেন লয় মন ॥ ৫০ ॥  
 প্রেমায়ে নিহ্বল প্রভু পুছিল তাহারে ।  
 কি নাম তোমার কহ শুন দ্বিজবরে ॥ ৫১ ॥  
 ব্রাহ্মণ কহয়ে—শুন, শুন, শ্যাসিবর ।  
 কৃষ্ণদাস নাম মোর—করিল উত্তর ॥ ৫২ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু অট্ট অট্ট হাস ।  
 কৃষ্ণের সকল জান তুমি কৃষ্ণদাস ॥ ৫৩ ॥  
 জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্বাষে ।  
 তুমি দেখাইবে যথা যে আছে বিশেষে ॥৫৪॥  
 মথুরামণ্ডল এই কৃষ্ণের অন্তরীণ ।  
 সকল জানহ তুমি ভকত প্রবীণ ॥ ৫৫ ॥  
 যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ—সব তুমি জান ।  
 মথুরামণ্ডল মোরে দেখাও স্থানে স্থান ॥ ৫৬ ॥  
 দ্বিজ কহে—সব স্থান না জানিয়ে আমি ।  
 দ্বাদশ-বনের স্থান সবে আমি জানি ॥ ৫৭ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু প্রেমানন্দে হাসে ।  
 তাহার শরীরে শক্তি করিলা প্রকাশে ॥ ৫৮ ॥  
 মহানন্দে বোলে—আমি সব দেখাইব ।  
 কৃষ্ণজন্ম হৈতে কংসবধ শুনাইব ॥ ৫৯ ॥  
 দ্বিজ কহে—শুন শুন শুন মহাশয় ।  
 নন্দের নন্দন তুমি জানিল নিশ্চয় ॥ ৬০ ॥  
 তোমার দর্শনে মোর ব্রজদরশন ।  
 আচম্বিতে সব মোর গেল স্মরণ ॥ ৬১ ॥  
 যেখানে যে জানি আমি স্থানের মরম ।  
 যেখানে সে ভগবান্ জনম-করণ ॥ ৬২ ॥  
 এ বোল শুনিয়া প্রভু হরিষ হিয়ায় ।  
 কৃষ্ণদাস কোলে করি' কৃষ্ণ-গুণ গায় ॥ ৬৩ ॥

সেদিন বঙ্কিলা কৃষ্ণদাসের আলায় ।  
 মথুরামণ্ডল কথা সর্ব্বরাত্র কয় ॥ ৬৪ ॥  
 মথুরামণ্ডল-মধ্যে যমুনা ভাগ্যবতী ।  
 যাঁহার দু-কূলে কৃষ্ণ বিরহে পীরিতি ॥ ৬৫ ॥  
 যমুনার পূর্ব্বকূলে আছে পাঁচ বন ।  
 পশ্চিমেতে সাত বন কহিব এখন ॥ ৬৬ ॥  
 কৃষ্ণের বিহার এই দ্বাদশ বনে ।  
 ভক্ত বিনে কেহো ইহা মরম না জানে ॥ ৬৭ ॥  
 কংসের সদন এই যমুনা পশ্চিমে ।  
 তাহার উত্তরে বন রম্ভাবন নামে ॥ ৬৮ ॥  
 মথুরা হইতে সেই যোজনেক পথ ।  
 অনেক রহস্য কথা কহিব তাহাত ॥ ৬৯ ॥  
 কুমুদ নামে বন আছে তাহার নৈঋতে ।  
 সওয়া যোজন পথ মথুরা হইতে ॥ ৭০ ॥  
 খদিরবন আছে প্রভু তাহার দক্ষিণে ।  
 দেড় যোজন পথ মথুরার সনে ॥ ৭১ ॥  
 ভালবন আছে প্রভু দক্ষিণে মথুরার ।  
 অর্দ্ধ যোজন ভূমি মথুরা তাঁহার ॥ ৭২ ॥  
 এক নদী ধারা আছে মানস গঙ্গা নামে ।  
 রম্ভাবন পশ্চিমে সে মথুরা ঈশানে ॥ ৭৩ ॥  
 কাম্যকবন হৈতে মধুবনের উদ্দেশ ।  
 কালীদহ পশ্চিমে যমুনা পরবেশ ॥ ৭৪ ॥  
 সরস্বতী নামে এক ধারা আছে তাথে ।  
 মথুরার উত্তর সে প্রবেশ যমুনাতে ॥ ৭৫ ॥  
 মথুরা পশ্চিমে আছে গোবর্দ্ধনগিরি ।  
 আট যোজন সে মথুরা হইতে ধরি ॥ ৭৬ ॥  
 কহিব কাম্যকবন গোবর্দ্ধন পশ্চিমে ।  
 মথুরা হইতে আট যোজন লোক গণে' ॥৭৭ ॥  
 বহুলানামে বন আছে মথুরা ঈশানে ।  
 মানসগঙ্গার পার সে দুই যোজনে ॥ ৭৮ ॥  
 এই সাত বন সে পশ্চিমে যমুনার ।  
 কহিব ত' পূর্ব্বকূলে পাঁচ বন আর ॥ ৭৯ ॥  
 মহাবন নামে বন যমুনা নিকটে ।  
 মথুরা হইতে সেই যোজনেক বাটে ॥ ৮০ ॥

বিশ্ব-নামে বন আছে পশ্চিমে তাহার ।  
 অর্ধ-যোজন সে মণ্ডরা হইতে পার ॥ ৮১ ॥  
 তাহার উত্তরে আছে লোহ-নামে বন ।  
 ভাণ্ডীর-নামে বন আছে তাহার ঈশান ॥ ৮২ ॥  
 একত্রই দুই বন যমুনার কূলে ।  
 মহাবন হৈতে লোকে আধ যোজন বোলে ॥  
 এই দ্বাদশ বন মণ্ডরামণ্ডল ।  
 কৃষ্ণের বিহার স্থান দেখাব সকল ॥ ৮৪ ॥  
 এই মনে কথালাপে প্রভাত হইল ॥  
 যে নিদি আছিল প্রভু প্রাতঃক্রিয়া কৈল ॥ ৮৫ ॥  
 উৎকণ্ঠা-হৃদয়ে দিল কৃষ্ণদাসে ডাক ।  
 দেহকে জিনিঞা সে অধিক অনুরাগ ॥ ৮৬ ॥  
 দেখিতে চলিল প্রভু মণ্ডরামণ্ডল ।  
 আপনে ঈশ্বর কৃষ্ণদাসে করে ছল ॥ ৮৭ ॥  
 কৃষ্ণদাস কহে—প্রভু ইথে কর মন ।  
 পুরীর তিনদিগে দেখ গড়ের পত্তন ॥ ৮৮ ॥  
 পূর্ববে যমুনা নদী নহে দক্ষিণমুখে ।  
 উত্তর-দক্ষিণ দ্বার গড়ের দুইদিগে ॥ ৮৯ ॥  
 কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈঋতে ।  
 পূর্ববে উত্তরে দুই দুয়ার তাহাতে ॥ ৯০ ॥  
 দসিবার চৌতারা দেখ বাড়ীর উত্তর ।  
 পুরীর বায়ুকোণে দেখ হের কারাগার ॥ ৯১ ॥  
 মূত্রস্থান হের দেখ ইহার দক্ষিণে ।  
 নিবরি' কহিল কিছু—শুন সাবধানে ॥ ৯২ ॥  
 কংসভয়ে বসুদেব লঞা যায় পুত্র ।  
 আচম্বিতে কৃষ্ণ তার কোলে কৈল মূত্র ॥ ৯৩ ॥  
 এইখানে বসুদেব বসিলা সত্তর ।  
 প্রস্রাব করিলা কৃষ্ণ—দ্রবিল পাথর ॥ ৯৪ ॥  
 মূত্রচিহ্ন রহিল এ পাষণ উপরে ।  
 'মূত্রস্থান' তেঞি লোক বোলয়ে ইহারে ॥ ৯৫ ॥  
 ইহার উত্তরে দেখ উদ্ধবের ঘর ।  
 এ বোল শুনিতে প্রভুর গলে দুই ধার ॥ ৯৬ ॥  
 কষ্টকিত ভেল অঙ্গ আপাদ-মস্তক ।  
 কদম্বকেশর জিনি' একটি পুলক ॥ ৯৭ ॥

এই উদ্ধবের ঘর মুঞি আইলু' এবে ।  
 এথা যে করিল কৃষ্ণ—কহে' অনুরাবে ॥ ৯৮ ॥  
 এইখানে কৃষ্ণ আর উদ্ধবের কথা ।  
 দেখিয়াছি যেন বাসো—মনে লাগে ব্যথা ॥ ৯৯ ॥  
 এ বোল বলিতে প্রভু চাহে চারিদিগে ।  
 তবে কহ কৃষ্ণদাস—কহে অনুরাগে ॥ ১০০ ॥  
 উদ্ধবের পূর্ব দেখ রজকেশ ঘর ।  
 মালাকার-বাস দেখ পূর্ববে ইহার ॥ ১০১ ॥  
 ইহার দক্ষিণে দেখ কুব্জীর ঘর ।  
 তাহার দক্ষিণে রজস্থান মনোহর ॥ ১০২ ॥  
 বসুদেব-আবাস দেখ তার অগ্নিকোণে ।  
 এ বোল শুনিতে প্রভু হাসে মনে মনে ॥ ১০৩ ॥  
 গদগদ স্বর কিছু অরুণ নদন ।  
 উগ্রসেন-বাড়ী দেখ তাহার ঈশান ॥ ১০৪ ॥  
 দেখহ বিশ্রান্তিঘাট দক্ষিণে তাহার ।  
 গতশ্রম নাম মূর্ত্তি এথা পরচার ॥ ১০৫ ॥  
 কংস মারি' টানিঞা ফেলিতে হৈল খাল ।  
 তেঞি 'কংসখালি' ঘাট দক্ষিণে তাহার ॥ ১০৬ ॥  
 দেখহ প্রয়াগঘাট তাহার দক্ষিণে ।  
 তাহার দক্ষিণে ঘাট এ তিম্বুক নামে ॥ ১০৭ ॥  
 সপ্ততীর্থ বলি' ঘাট ইহার দক্ষিণে ।  
 তাহার দক্ষিণে দেখ ঋষিতীর্থ-নামে ॥ ১০৮ ॥  
 ইহার দক্ষিণে দেখ মোক্ষতীর্থ আর ।  
 তাহার দক্ষিণে কোটি-তীর্থের প্রচার ॥ ১০৯ ॥  
 তাহার দক্ষিণে দেখ বোধিতীর্থ নামে ।  
 দক্ষিণে গণেশতীর্থ দেখ নিদ্যমানে ॥ ১১০ ॥  
 এইত দ্বাদশ ঘাট—সর্বতীর্থসার ।  
 পুরীর দক্ষিণে বজ্জুমি দেখ আর ॥ ১১১ ॥  
 তাহার দক্ষিণে আর দেখ অপরূপ ।  
 ছুরাশয় কংসরাজা খনিলেক কূপ ॥ ১১২ ॥  
 কৃষ্ণ মারি' ইহাতে ফেলিব—এই কাম ।  
 কংস খনিল কূপ—'কংসকূপ' নাম ॥ ১১৩ ॥  
 দেখহ অগস্ত্যকুণ্ড নৈঋতে তাহার ।  
 সেতুবন্ধ-সরোবর উত্তরে ইহার ॥ ১১৪ ॥

এ বোল শুনিতে প্রভু কি ! কি ! বলি ডাকে ।  
 অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন অঙ্গের পুনকে ॥ ১১৫ ॥  
 সেতুবন্ধ-সরোবরের শুন নিবরণ ।  
 সাবধানে শুন প্রভু হঞা একমন ॥ ১১৬ ॥  
 এককালে আছে কৃষ্ণ গোপীগণ-মেলে ।  
 রাসক্রীড়া করে এই সরোবরকূলে ॥ ১১৭ ॥  
 রাধাকে কহিল—আমি সেই রঘুনাথ ।  
 রাবণ মারিল আমি বানরের সাথ ॥ ১১৮ ॥  
 এ বোল শুনিঞা রাধা মুচকি হাসয়ে ।  
 মিছা কথা কহে কৃষ্ণ—এই ত' আশয়ে ॥ ১১৯ ॥  
 দেখিয়া তরস্ব হঞা পুছয়ে রাধারে ।  
 কি লাগিয়া হাস রাই বোলহ আমারে ॥ ১২০ ॥  
 রাধা বোলে—মিছা কথা না বলিহ আর ।  
 তুমি সে কেমনে হৈলে রাম-অবতার ॥ ১২১ ॥  
 মহাজিতেন্দ্রিয় তেহেঁ। পরম ঈশ্বর ।  
 তোমাতে সম্বলে নাহি তাঁর ব্যবহার ॥ ১২২ ॥  
 সমুদ্র বাঙ্কিনা তেহেঁ। এ গাছ-পাথরে ।  
 তুমিহ বাঙ্কহ দেখি এই সরোবরে ॥ ১২৩ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু লছ-লছ হাসে ।  
 আমি জলে থুইলে সে ইটা-পাথর ভাসে ॥  
 এ বোল শুনিঞা গোপী বলিছে বচন ।  
 আনিয়ে পাথর দেখি' বাঙ্কহ এখন ॥ ১২৫ ॥  
 মিছা গর্ক না করিহ—শুমহ কানাই ।  
 পাথর ভাসয়ে জলে—কভু শুনি নাই ॥ ১২৬ ॥  
 ঠাকুর কহয়ে—আন' এ গাছ পাথর ।  
 পাথরে বাঙ্কিব আমি এ সরোবর ॥ ১২৭ ॥  
 এ বোল শুনিঞা তারা বহি আনে ইটা ।  
 কাষ্ঠ খান-খান আসে পাথর গোটা-গোটা ॥  
 এ গাছ-পাথরে সরোবর গেল বাঙ্কি ।  
 ভাল ভাল বোলে গোপী—মুচকি হাসে রাধা ॥  
 রাধার কারণে সরোবরে হৈল সেতু ।  
 'সেতুবন্ধ-সরোবর' কহি এই হেতু ॥ ১৩০ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু অন্তর উলাস ।  
 গোরাক্ষণ গায় স্মখে এ লোচনদাস ॥ ১৩১ ॥

পঠমঞ্জরী রাগ ।

সপ্তসমুদ্রকুণ্ড ইহার উত্তরে ।  
 দেবকীর সাত পুত্র মারিতে পাথরে ॥ ১৩২ ॥  
 ইহার উত্তরে দেখ লিঙ্গ-ভূতেশ্বর ।  
 দেখ সরস্বতী-কুণ্ড পুরীর উত্তর ॥ ১৩৩ ॥  
 এইখানে দেখ দশ-অশ্বমেদ-ঘাট ।  
 ইহার দক্ষিণে সোম ভীর্ষের এ বাট ॥ ১৩৪ ॥  
 কণ্ঠাভরণ-মজ্জন ইহার দক্ষিণে ।  
 নাগতীর্থ-ধারা বহে পাতানগমনে ॥ ১৩৫ ॥  
 সংযমন-আদি কুণ্ড ঘাটে গেলা তলে ।  
 পুরী প্রদক্ষিণ করে নিজ অনুলভে ॥ ১৩৬ ॥  
 এইমনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দিন গেল ।  
 ভিক্ষা করিয়া প্রভু রজনী বঞ্চিল ॥ ১৩৭ ॥  
 উৎকণ্ঠায় আকুল—দীঘল ভেল রাত্তি ।  
 পোহাইল পোহাইল পুছে হিয়ার আরতি ॥  
 রজনী প্রভাত হৈল—হিয়ার উল্লাস ।  
 প্রাতঃক্রিয়া করি' বোলে—আইস কৃষ্ণদাস ॥  
 কৃষ্ণদাস বোলে প্রভু শুনহ বচন ।  
 মথুরামণ্ডল-ভূমি একুইশ যোজন ॥ ১৪০ ॥  
 দ্বাদশ বন হয় ছয়-যোজন-ভিতর ।  
 যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ দেখাব সকল ॥ ১৪১ ॥  
 নারদবচন কংস শুনে একেখানে ।  
 বসুদেব-দেবকীরে রাখে এইস্থানে ॥ ১৪২ ॥  
 এইখানে হৈল কৃষ্ণ চতুর্ভুজ দেখি' ।  
 এথা পরিহার মাগে বসুদেব দেবকী ॥ ১৪৩ ॥  
 এইখানে বসুদেব কৃষ্ণ লঞা কোলে ।  
 নিদ্রায় প্রহরিগণ পড়ি গেল ভোলে ॥ ১৪৪ ॥  
 ফণা-ছত্র দিয়া বাসুকি পাছে দায় ।  
 যমুনাতে পার সে শৃগালী আগে যায় ॥ ১৪৫ ॥  
 এই মহাবনে নন্দঘোষের বসতি ।  
 নিদে প্রসবিল কণ্ঠা যশোদা পুণ্যবতী ॥ ১৪৬ ॥  
 নন্দ ঘরে পুত্র থুইয়া কণ্ঠারে আনিল  
 দেবকীর কণ্ঠা বলি' কংসেরে ভাণ্ডিল ॥ ১৪৭ ॥

পাপিষ্ঠ সে কংসরাজ মারিতে কল্যানে ।  
 বিদ্যুৎ হইয়া তেঁহ গেল আকাশে ॥১৪৮॥  
 অপরূদ্ধ কংস স্ততি করয়ে দৌহারে ।  
 গগনে আকাশ বাণী শুনে হেনকালে ॥১৪৯॥  
 শুনিঞা সে বাণী ধর্ম্ম হিংসিতে লাগিল ।  
 নিশ্চয় করিয়া নিজ মরণ জানিল ॥ ১৫০ ॥  
 মথুরা আইলা নন্দ পুত্রোৎসব করি' ।  
 বসুদেব বৈল রাখ শিশুরে আবারি' ॥ ১৫১ ॥  
 সাতদিবসের কৃষ্ণ পুতনা বধিল ।  
 মাসেকের কালে শকট ভাঙ্গিয়া ফেলিল ॥  
 ভৃগাবর্ত্ত মারে কৃষ্ণ হঞা নিশ্চুর ।  
 জস্তায়ে মায়েরে বিশ্ব দেখাইল উদর ॥১৫৩॥  
 ছয় মাসের পরে নামকরণ হইল ।  
 মৃত্তিকা-ভক্ষণে বিশ্বরূপ দেখাইল ॥ ১৫৪ ॥  
 মস্তনের দণ্ড ধরি' নাচিল এইখানে ।  
 দুখ উখলিতে এথা যশোদা-গমনে ॥ ১৫৫ ॥  
 উদুখলে চটি' শিকার ভাণ্ড ছেদ করি' ।  
 উর্দ্ধমুখে নবনীত পান কৈল হরি ॥ ১৫৬ ॥  
 এইখানে চুরি করি' কৃষ্ণ খাইল ননী ।  
 উদুখলে বাক্সে লৈয়া যশোদা জননী ॥ ১৫৭ ॥  
 যমল-অর্জুন-ভঙ্গ বৈল এইখানে ।  
 ধান্য দিয়া ফল খাইল দেব নারায়ণে ॥ ১৫৮ ॥  
 মহাবন-দক্ষিণে দেখ গোকুলনগর ।  
 শিশু-সঙ্গে বৎস রাখে এথা দামোদর ॥ ১৫৯ ॥  
 হের দেখ গোপেশ্বর-মূর্ত্তি মনোহর ।  
 সপ্তসমুদ্রক-কুণ্ড দেখহ সুন্দর ॥ ১৬০ ॥  
 আয়ানের ঘর দেখ গ্রামের পশ্চিমে ।  
 সুন্দরগোপের ঘর ভাহার দক্ষিণে ॥ ১৬১ ॥  
 উপনন্দ্রের ঘর এই গ্রামের মধ্যখানে ।  
 পশ্চিমে দেখহ রাবণের তপোবনে ॥ ১৬২ ॥  
 দেখহ দুর্বাসাশ্রম ইহার উত্তর—।  
 নিকটে দেখহ লোহন মনোহর ॥ ১৬৩ ॥  
 অপরূপ কহিব এই হের বিষয়নে ।  
 কৃষ্ণ কোলে করি' নন্দ আছিল এখানে ॥

রাধাকে দেখিয়া নন্দ কহিল উত্তর—।  
 কোলে করি' লেহ কৃষ্ণ খোও লঞা ঘর ॥১৬৫॥  
 নন্দ্রের আদেশে রাধা কৃষ্ণ কৈল কোলে ।  
 চুম্বন করয়ে বাল্য-আচরণ-ছলে ॥ ১৬৬ ॥  
 কাজ নাহি বুঝে রাধা লঞা যায় পথে ।  
 গাঢ়-আলিঙ্গনে কুচ চিরে নখাঘাতে ॥ ১৬৭ ॥  
 দেখিয়া চরিত্র রাধার বিষয় লাগিল ।  
 হিয়া উপজিল প্রেম—বেকত না কৈল ॥১৬৮॥  
 হের আর দেখ পুনঃ কৃষ্ণের চরিত ।  
 মরয়ে সকল শিশু তৃষ্ণায় পীড়িত ॥ ১৬৯ ॥  
 পাঁচনী খনিল কুণ্ড দেখ বিছমান ।  
 শুনি' মাত্র গৌরচন্দ্র নাহি বাহুজ্ঞান ॥ ১৭০ ॥  
 কথোক্ষণে গৌরচন্দ্রের হইল ত বাহ ।  
 শ্রীভু কহে—কৃষ্ণদাস কি হইল কার্য ॥ ১৭১ ॥  
 এইখানে দেখ উপনন্দ-আদি যত ।  
 যুক্তি করিল সব গোয়ালী-সম্মত ॥ ১৭২ ॥  
 অসহ এ রাজপীড়া—নিত্যই সঙ্কট ।  
 রজনীপ্রভাতে সন্তে সাজিল শকট ॥ ১৭৩ ॥  
 গোপীগণ শকটে করিয়া গোপগণ ।  
 নিকট বসতি করিবারে বৃন্দাবন ॥ ১৭৪ ॥  
 হৈ হৈ রবে যায় গোপন চানাইয়া ।  
 পায় রাধা হাতে নড়ি মাথে পাগ দিয়া ॥  
 ভ্র-ভাণ্ডার-বনে ছিলা দুই মাস ।  
 আনন্দে গায়েন গুণ এ লোচনদাস ॥ ১৭৬ ॥  
 তবে পার হৈলা সে নিকট বৃন্দাবনে ।  
 অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শকট রাখিল এইখানে ॥ ১৭৭ ॥  
 কপিথ-গাছের মূলে বৎসক বধিল ।  
 পুচ্ছ-পদ ধরি' ভারে তুলি' আছাড়িল ॥১৭৮॥  
 গিলি' উগারিল কৃষ্ণ এথা বকাসুর ।  
 ছুই ঠোটে ধরি' চিরি' শ্রাণ কৈল দূর ॥১৭৯॥  
 এই গোষ্ঠে বিহরে বালক সব সঙ্গে ।  
 শিঙ্গা, বেণু, বেত্র হাথে নানাবিধ রঞ্জে ॥১৮০॥  
 কেহো কোন জন্তু-ছলে সেই শব্দ করে ।  
 উড়িতে পক্ষের ছায়া চাহে ধরিবারে ॥ ১৮১ ॥

এ বোল শুনিঞা গৌর পিছল হিয়ায় ।  
 বালকের হেন সেই ইতস্তত পায় ॥ ১৮২ ॥  
 সম্মুখের শব্দ করে—ধরয়ে ফেকম ।  
 পুলকে পূরল অঙ্গ—অরুণ নয়ন ॥ ১৮৩ ॥  
 ভাই ভাই বলি' ডাকে হৈ হৈ বোলে ।  
 শ্রীদাম, সুদাম বলি' গাছ কৈল কোলে ॥ ১৮৪ ॥  
 সখ্যভাবে ব্যাকুল হইয়া গৌররায় ।  
 প্রেমায় আকুল হঞা চারিদিকে পায় ॥ ১৮৫ ॥  
 কালী, ধবলী বলি' ডাকে ঘনে ঘন ।  
 কতি গেল পেন্নুকাসুর—মারিব এখন ॥ ১৮৬ ॥  
 ইহা বলি' কান্দে—বাহ নাহিক শরীরে ।  
 কৃষ্ণদাস বোলে—এই সেই যজ্ঞবীরে ॥ ১৮৭ ॥  
 সঙ্গের সঙ্গতিগণ—তারাও ভেমন ।  
 গোরা-মুখ নেহারয়ে—নাহি সম্মেদন ॥ ১৮৮ ॥  
 কথোক্ষণে গৌরচন্দ্রের হইল ত বাহ ।  
 পুনরপি কৃষ্ণদাসে কহে—কহ কার্য্য ॥ ১৮৯ ॥  
 বৎসক-কনিষ্ঠ সর্প—নাম অঘাসুর ।  
 এইখানে কৃষ্ণ তার প্রাণ কৈল দূর ॥ ১৯০ ॥  
 এইখানে যমুনা ছিল—নাহিক এখন ।  
 এইখানে হরিল লক্ষ্মা বৎস-শিশুগণ ॥ ১৯১ ॥  
 বৎসরেক ছিল গোবর্দ্ধনের ভিতরে ।  
 সেই বৎস-শিশু দেখি' লক্ষ্মা স্তব করে ॥ ১৯২ ॥  
 পেন্নুক মারিয়া তাল খাইল বলরাম ।  
 যমুনাতে দেখ কালীদহ এই ঠাম ॥ ১৯৩ ॥  
 কদম্বরু আরোহণ কৈল এইখানে ।  
 ঝাপ দিয়া কৈল কালীনাগের দমনে ॥ ১৯৪ ॥  
 শীতে আর্জ হঞা কৃষ্ণ এ ঘাটে উঠিল ।  
 দ্বাদশ-আদিত্য তবে গগনে উদিল ॥ ১৯৫ ॥  
 দ্বাদশ-আদিত্য-ঘাট তেত্রিণ—বোলে লোকে ।  
 কালীয়দমন-মূর্ত্তি দেখ পরতেখে ॥ ১৯৬ ॥  
 এইখানে বালক বৎস পোড়ে দাবানলে ।  
 দাবানল পান করি' রাখিল সভারে ॥ ১৯৭ ॥  
 শ্রীদামের কান্দে কৃষ্ণ চটিলা এখানে ।  
 প্রলম্ব হারিয়া কান্দে করে বলরামে ॥ ১৯৮ ॥

অসুরের মায়া ব্যক্ত হৈল বলরামে ।  
 মস্তকে মারিল মুষ্টি ছাড়িল পরাণে ॥ ১৯৯ ॥  
 ভাগীর-বনেতে অঘাসুরের মরণ ।  
 নিকটেতে দেখ গোসাঞি হের বৃন্দাবন ॥ ২০০ ॥  
 ঈশীকা-মুঞ্জাটবী দেখ পরম-মোহন ।  
 এইখানে আচম্বিতে না দেখে গোপন ॥ ২০১ ॥  
 পেন্নু না দেখিয়া সে বাঁশীতে দিল ফুক ।  
 উর্দ্ধ কাণ করি' পেন্নু পায় আইসে উর্দ্ধমুখ ॥  
 তৃণ-মুখে পেন্নু পায় বৎস স্তনমুখী ।  
 মুরলীর গানেতে মোহিত মুগ-পাখী ॥ ২০২ ॥  
 পুনঃ দাবানলে ব্যগ্র ভেল শিশুগণ ।  
 দাবানল পান শিশু মুদিল নয়ন ॥ ২০৪ ॥  
 এইমতে কৃষ্ণে বিহার স্থানে স্থানে ।  
 আনন্দে দেখয়ে গৌর—কহয়ে লোচনে ॥ ২০৫ ॥

শ্রীরাগ ।

আরে মোর অপরূপ গোরা ।  
 লোকে বোলেনে কাঁচামোণার কিশোরা ॥ ২০৬ ॥  
 গোপকুমারিকা ব্রত কৈল এইখানে ।  
 কাম্য কৈল--দাসী হব কৃষ্ণের চরণে ॥ ২০৬ ॥  
 বস্ত্র আভরণ তারা থুঞা এই ঘাটে ।  
 জলে নাছি' স্নান তারা করয়ে লাঙ্গটে ॥ ২০৭ ॥  
 আচম্বিতে বস্ত্র-আভরণ লইয়া হরি ।  
 নীপতরু-পরে উঠি' হামে দীরি দীরি ॥ ২০৮ ॥  
 গোপকুমারিকা স্তুতি অনেক যতনে ।  
 তুষ্ট হঞা দিল তারে বস্ত্র-আভরণে ॥ ২০৯ ॥  
 বৃন্দাবনে প্রশংসয়ে শিশু সম্মোদিয়া ।  
 যজ্ঞপত্নী-স্থানে অন্ন খাইল মাগিয়া ॥ ২১০ ॥  
 কংসেব উৎপাতে সব গোপ ভয় পাঞা ।  
 নন্দীশ্বর-গিরিতে আশ্রয় কৈল গিয়া ॥ ২১১ ॥  
 বসতি করিল মানসগঙ্গার স্ন-কূলে ।  
 বিলাস করিল গোবর্দ্ধনের শিখরে ॥ ২১২ ॥  
 ইন্দ্র-সনে বাদ করি' এ পর্ব্বত ধরে ।  
 তুল্লিলেক মহাগিরি সপ্তম-বৎসরে ॥ ২১৩ ॥

মানসগঞ্জার ধারা পর্বত-ঈশানে ।  
 স্থল নাহি পার হৈতে নারে গোপীগণে ॥২১৪॥  
 নৌকা পারাবার করি' বাঢ়ায় কৌতুক ।  
 জলে ভাসি' দেহ গোপী দিলেক যৌতুক ॥২১৫॥  
 পর্বতের মধ্য দিয়া আছে রাজপথ ।  
 গোকুল-মথুরার লোক করে গতাগত ॥২১৬॥  
 পর্বত-উপরে হের দেখ রম্য স্থান ।  
 এইখানে গোপিকার সাপে' মহাদান ॥২১৭॥  
 বসিয়া সাধিত দান এই ত পাষাণে ।  
 এই দানচৌতারা প্রভু দেখ নিছমানে ॥২১৮॥  
 পাষাণ দেখিয়া প্রভু গদগদ-স্বর ।  
 অরুণবরণ ভেল সব কলেবর ॥ ২১৯ ॥  
 নিজ কর দিয়া প্রভু মাজয়ে পাষাণ ।  
 একদৃষ্টে চাহে প্রভু বসিবার স্থান ॥ ২২০ ॥  
 ক্ষণে বুক দেয় ক্ষণে করে নমস্কার ।  
 ক্ষণে বোলে- রাধা দান দেহনা আমার ॥২২১॥  
 অবশ শরীর প্রভু পড়ে ভূমিতলে ।  
 ক্ষণেতে উঠিয়া সে পাথর করে কোলে ॥২২২॥  
 কৃষ্ণদাস বোলে—গোসাঁঞি শুন মোর বোল ।  
 দেখিপে ত' সব স্থান—নহ উত্তরোল ॥ ২২৩ ॥  
 পর্বতের পূর্ব দেখ এ কুসুমবন ।  
 তাহার দক্ষিণে রাসমণ্ডলের স্থান ॥ ২২৪ ॥  
 এ বোল বলিতে গোরা বোলে—রহ রহ ।  
 'শ্রীরাসমণ্ডল-কথা' ভালমতে কহ ॥ ২২৫ ॥  
 রাধাকৃষ্ণ রাস কৈল—সেই এই স্থান ।  
 এ বোল বলিতে গোরার ঝরে ছু-নয়ান ॥২২৬॥  
 হা হা কৃষ্ণ ! হা হা রাধা ! বোলে বার বার ।  
 অরুণনয়ানে ঝরে সাত-পাঁচ দার ॥ ২২৭ ॥  
 'শ্রীরাসমণ্ডল' বলি' পাড়ে গড়াগড়ি ।  
 ক্ষণে উভ বাছ তুলি' ছছকার ছাড়ি' ॥২২৮॥  
 জানুর উপরে জানু—ত্রিভঙ্গম রহে ।  
 শুন শুন বলি' রাধাকৃষ্ণ-কথা' কহে ॥২২৯॥  
 পুনঃ কি কহিব বলি' অটু-অটু হাস ।  
 এইখানে হ'য়ে রাধাকৃষ্ণ কৈল রাস ॥ ২৩০ ॥

নিহ্বল দেখিয়া গৌর বোলে কৃষ্ণদাস ।  
 পর্বত-উপরে রাধা কদম্ব বিলাস ॥ ২৩১ ॥  
 দেখ ইন্দ্র-আরাধন—অম্লকুট স্থান ।  
 ইন্দ্রপূজা বাধ কৃষ্ণ কৈল এই স্থান ॥ ২৩২ ॥  
 অভিমানে আপনা পাশরে ইন্দ্ররাজ ।  
 ঝড় বরিষণ কৈল গোয়ালী-সমাজ ॥ ২৩৩ ॥  
 সেইরূপ মূর্ত্তি দেখি' পর্বত-শিখরে ।  
 'তরিরায়' নাম মূর্ত্তি পর্বত-উপরে ॥ ২৩৪ ॥  
 গোবর্দ্ধন-উপরে দক্ষিণভাগে বাস ।  
 'গোপালরায়' নাম ত্রেণা কৃষ্ণের বিলাস ॥  
 ইন্দ্রদর্প হরি' চতে পর্বত-শিখরে ।  
 এথা ইন্দ্র-অভিমেক রাজরাজেশ্বরে ॥ ২৩৬ ॥  
 সর্ব-পাপহর কুণ্ড পর্বত-দক্ষিণে ।  
 তাহার উপরে দেখ শিলা উবটনে ॥ ২৩৭ ॥  
 আর পাঁচ কুণ্ড দেখ পর্বত-উপর ।  
 ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড—সর্বতীর্থ সার ॥ ২৩৮ ॥  
 ইন্দ্রকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, মোক্ষকুণ্ড-নামে ।  
 পৃথিবীতে যত তীর্থ—ইহাতে নিশ্চামে ॥২৩৯॥  
 এইখানে দ্বাদশী-পারণা-স্নানকালে ।  
 বরুণে হরিল নন্দ—কৃষ্ণ দেখিবারে ॥২৪০ ॥  
 ব্রহ্মকুণ্ড মজ্জন এই দেখ বন্দাবন ।  
 কৃষ্ণের দিভব শিশু দেখহ নয়ন ॥ ২৪১ ॥  
 অশোক-বন দেখ এই কুন্দের উত্তরে ।  
 এক আশ্চর্য্য কথা শুনহ ইহারে ॥ ২৪২ ॥  
 কার্ত্তিক-পূর্ণিমা-তিথি দিবসের মানো ।  
 কুসুমিত হয় তরু দেখে সর্বরাজ্যে ॥ ২৪৩ ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু নেহারয়ে বন ।  
 অকালে পুষ্পিত তরু ভৈগেল তখন ॥ ২৪৪ ॥  
 মুঞ্জরিত তরু, লতা, ফল-ফুল কোলে ।  
 অদ্ভুত দেখিয়া কৃষ্ণদাস কিছু বোলে ॥ ২৪৫ ॥  
 অদভুত গন্ধ গোরা-অঙ্গের বাতাস ।  
 কৃষ্ণদাস বোলে—তোমার কপট সম্মাস ॥  
 দণ্ডবত করে ভূমে—সুন্দ্র হঞা রহে ।  
 কহ কহ কহ—গৌর কৃষ্ণদাসে কহে ॥ ২৪৭ ॥

কৃষ্ণদাস বোলে—গোসাঁঞি শুনহ বচনে ।  
 রাসক্রীড়া কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে ॥ ২৪৮ ॥  
 এই কল্পতরু-মূলে পূরে বংশীনাদ ।  
 যোলক্রোশ পথে গোপীর ভেল উনমাদ ॥  
 বিগত চেতন গোপী কৃষ্ণ-আকর্ষণে ।  
 উপেখিল কুল-শীল-লাজ-ভয় মানে ॥ ২৫০ ॥  
 ব্যস্ত-নস্ত-অভরণ হৈল সভাকার ।  
 কৃষ্ণগত-চিত্ত-রক্ত মদন-বঞ্চার ॥ ২৫১ ॥  
 অপ্রাকৃত-কামেতে মুগধ ব্রজবালা ।  
 কৃষ্ণের নিকটে আসি' সভাই মিলিলা ॥ ২৫২ ॥  
 এইখানে দেখ নামে এ গোবিন্দরায় ।  
 শুনিমাত্র গোরাকাঁন্দ বিভোর হিয়ায় ॥ ২৫৩ ॥  
 হইল আনেশ পুনঃ পরবশ অঙ্গ ।  
 এ ভুমি-আকাশ জোড়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ ২৫৪ ॥  
 ছছকার-নাদে রস-অমিয়া বরষে ।  
 পশু পক্ষ-উনমাদ মদন-হরিশে ॥ ২৫৫ ॥  
 অকালে পুষ্পিত ভেল সব তরুবর ।  
 কোকিল সুস্বর নাদে—মাতিল ভ্রমর ॥ ২৫৬ ॥  
 'বংশী' বলি' ডাকে প্রভু রাস প্রশংসিয়া ।  
 ভালি রে ভালি রে বোলে মুচকি হাসিয়া ॥  
 কোন গোপী নোলে—তোরা রহ এইখানে ।  
 কেহো কথা কহে যেন নিদের স্বপনে ॥ ২৫৮ ॥  
 ক্ষণেকে চমকি নিজ অঙ্গ করে কোলে ।  
 ভ্রবময় ভেল দেহ—সব অঙ্গ ঝরে ॥ ২৫৯ ॥  
 ক্ষণে বাল্যানেশে নাচে অটু-অটু হাস ।  
 বিহ্বল চরণে পড়ি' কান্দে কৃষ্ণদাস ॥ ২৬০ ॥  
 মোর ভাগ্যে তিন লোকে নাহি কোন জন ।  
 বড় ভাগ্যে পাইলু' যুঞি হারাইল-ধন ॥ ২৬১ ॥  
 এ বোল বলতে প্রভুর বাছ হৈল যবে ।  
 কহ কৃষ্ণদাসে পুছে—কি হৈল তবে ॥ ২৬২ ॥  
 এইখানে গোপীকে বুঝায় কুলাচার ।  
 গোপীর নিগূঢ় ভক্তি ভাব'বুঝিবার ॥ ২৬৩ ॥  
 কিম্বা অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার তরে ।  
 রস পরিপাটী ভাব বাঢ়ায় অন্তরে ॥ ২৬৪ ॥

সুমধ্য মাগন কেনে রাত্রে কুঞ্জমারে ।  
 ভয় না করিলে এথা আইলে কোন কাজে ॥  
 পরপতি-লালস-পরাণ হেতু ভোরা ।  
 পরনারী দরশ-পরশ নাহি মোরা ॥ ২৬৬ ॥  
 আপনার ঘরে গিয়া পতি-সেবা কর ।  
 নারী নিজপতি ভজে—এই ধর্ম সার ॥ ২৬৭ ॥  
 কিবা রুগ্ন কিবা রুদ্র দরিদ্র কুরূপ ।  
 নিজপতি-সেবা পরদর্শের স্বরূপ ॥ ২৬৮ ॥  
 চল চল নিজগৃহে চল ব্রজবালা ।  
 সতী নাহি করে নিজদর্শে অপহেলা ॥ ২৬৯ ॥  
 আমি মহাদর্শ—কভু না করি অদর্শ ।  
 না বুঝি' আমার মন কৈলে কোন্ কর্ম ॥ ২৭০ ॥  
 শুনিঞা রমণীগণ হৈলা মূর্খহিতে ।  
 শুদ্ধ হইয়া রহে যেন চিত্ত রহে ভিতে ॥ ২৭১ ॥  
 অঙ্গ অঙ্গ শ্বাস হৈল—বাক্য নাহি কারে ।  
 মদন অরেতে জারিলেক কলেবরে ॥ ২৭২ ॥  
 কভু ঘন শ্বাস হয় বিরহের তাপে ।  
 কভু নেত্র ঝরে—কভু সর্ব অঙ্গ কাঁপে ॥ ২৭৩ ॥  
 কভু কভু কৃষ্ণপানে থিরদিঠে চাহে ।  
 কভু কভু মদন ভানেতে থির নহে ॥ ২৭৪ ॥  
 ভাব-ভরে কি বোল বিনিতে কিবা কহে ।  
 সভারে মনের কথা আপনে কহয়ে ॥ ২৭৫ ॥  
 জগত-মোহন যার করে রূপ-গুণে ।  
 অবলা ধৈর্য তবে ধরিব কেমনে ॥ ২৭৬ ॥  
 মোরা কুলবতী—কুলব্রতমাত্র জানি ।  
 কুলব্রত-ভঙ্গ কৈল মুরলীর ধনি ॥ ২৭৭ ॥  
 তুমি কিছু নাহি জান—মোরা নাহি জানি ।  
 জগত-মোহন-গুণে আনিল রমণী ॥ ২৭৮ ॥  
 পতির পরম পতি—তুমি আছারাম ।  
 তোমারে ছাড়িলে পতি অগতি প্রশাণ ॥ ২৭৯ ॥  
 মোর আছারাম তুমি রমহ আমাতে ।  
 তবে পরপতি কোথা দেখিলে ভজিতে ॥ ২৮০ ॥  
 অহে পতি-গতি, পতি সভার আশ্রয় ।  
 আনন্দ পরমানন্দ সর্বমুখময় ॥ ২৮১ ॥

ভাবভরে ভাবিনীসগণ সত্য কহে ।  
 ভাবকথা শুনি' কৃষ্ণ হৈল। ভাবময়ে ॥২৮২॥  
 চাহিল। সরস-হাস্তে সব গোপীপানে ।  
 যত সুখ গোপী পাইল--কেহো নাহি জানে ॥  
 নেটিলেক সব গোপী প্রভু যদুমণি ।  
 মেঘেতে বলকে যেন খির-সোদাগিনী ॥২৮৩॥  
 এইখানে অপরূপ এ রাসনিহার ।  
 এক গোপী এক কৃষ্ণ মণ্ডলী তাহার ॥ ২৮৫ ॥  
 কনকচম্পক আর মলকভমণি ।  
 গাঁথিল মেঘন মালা--মণ্ডলী তেমনি ॥২৮৬॥  
 যত গোপী তত কৃষ্ণ এ রাসমণ্ডলে ।  
 পড়িল রাসের হাট বৃন্দাবন-স্থলে ॥ ২৮৭ ॥  
 কল্পবৃক্ষস্থানে রামাকৃষ্ণ দুইজন ।  
 গোপীর অশিনী রাগা রসের কারণ ॥ ২৮৮ ॥  
 কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ তথা হইল অপার ।  
 যত রাগা তত কৃষ্ণ হৈল। এ বিচার ॥ ২৮৯ ॥  
 রাস হাট উপরে পতাকা শশধরে ।  
 কোকিল কোটাল হঞা জাগায় কামেরে ॥২৯০॥  
 ভয়রা হাটের দাঙ -পসার যৌবন ।  
 গরাক রসিকবর মদনমোহন ॥ ২৯১ ॥  
 গোপিকার শুদ্ধ প্রেম জানিঞা শ্রীহরি ।  
 ভকত-সঙ্ঘতাপ্ত প্রকাশ সে করি' ॥ ২৯১ ॥  
 যুখে যুখে পাটোয়ার নটিনী গোপিনী ।  
 নটিনী তাহার মাঝে প্রভু যদুমণি ॥ ২৯৩ ॥  
 বলয়া-মৃপূর-মণি কিঙ্কণীয় রোল ।  
 মুকলী-মধুরমণি তাহাতে উজোর ॥ ২৯৪ ॥  
 রবাব উপাঙ্গ স্বয়-মণ্ডলের-গান ।  
 মৃদঙ্গ, মন্দিরা, ডম্ফ, পাখোয়াজ সূতান ॥২৯৫॥  
 আর অপরূপ হের দেখে সেইখানে ।  
 রাই-রাজা কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে ॥ ২৯৬ ॥  
 দিব্য চন্দন-মালা দিল রামার অঙ্গে ।  
 আপনে করয়ে স্তুতি গোপীগণসঙ্গে ॥ ২৯৭ ॥  
 অভিষেক করি' কেহ--শুন গোপীগণে ।  
 আজি হৈতে রাগা রাজা হৈল বৃন্দাবনে ॥২৯৮॥

হেনমতে রাসে নিহারয়ে যতুরায় ।  
 আচম্বিতে সব গোপী দেখিতে না পার ॥২৯৯॥  
 এক গোপী লঞা গেলা নভারে এড়িয়া ।  
 কাম্বরে এখানে গোপী অঙ্গ আছাড়িয়া ॥৩০০॥  
 মজের গোপিকা সেই আদরেই তর ।  
 হাঙ্গিয়া কহয়ে--গুণে চলিতে কাতর ॥ ৩০১ ॥  
 হেনমতে পার--তেনমতে লহ ভুনি ।  
 কানু কহে--আইস কান্দে করি' নিব আমি ॥  
 কোনে করি' লঞা গেলা আর কথোদূর ।  
 আচম্বিতে তাহাকেও ভৈগেলা নিঠুর ॥ ৩০২ ॥  
 এইখানে অন্তর্দান হইল। তাহারে ।  
 ব্যাকুলিতা সেই গোপী কান্দে একেশ্বরে ॥  
 কৃষ্ণ হারাইয়া আর গোপী সব যত ।  
 এখানে বুলে তারা চরিত উন্নত ॥ ৩০৫ ॥  
 বিরহে ব্যাকুল গোপী কান্দে উভরায় ।  
 এ কথা শুনিতে দুঃখ বাঢ়য়ে হিয়ার ॥ ৩০৬ ॥  
 এইখানে গোপী কৃষ্ণ-চরিতে ভঙ্গয় ।  
 যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ তেনমত হয় ॥ ৩০৭ ॥  
 সেই অভিনয় করে--সেই সব রীত ।  
 উনমত গোপী সব কৃষ্ণময়-চিত ॥ ৩০৮ ॥  
 হেনমতে মূর্ছা যবে পাইল গোপীগণ ।  
 এইখানে কৃষ্ণ তবে দিল দরশন ॥ ৩০৯ ॥  
 পুনরপি কৈল তবে এ রাস-নিলাস ।  
 পুনঃ রাসোৎসবে গোপী-আনন্দ উল্লাস ॥ ৩১০ ॥  
 এইমতে আনন্দ-কৌতুকে রাত্রিশেষ ।  
 অলসে অবশ অঙ্গ--শ্লথ তেল বেশ ॥ ৩১১ ॥  
 যমুনা-পুলিন গেলা সব গোপী লঞা ।  
 গোপী-কোলে নিজা যায় শ্রমযুক্ত হঞা ॥ ৩১২ ॥  
 এখানে যমুনাঙ্গল স্নানতল বায় ।  
 কৃষ্ণ-কোলে সব গোপী সুখে নিজা যায় ॥ ৩১৩ ॥  
 এইমতে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল ।  
 প্রণতি করিয়া গোপী নিজঘর গেল ॥ ৩১৪ ॥  
 এইমনে স্থানে স্থানে দেখে গোয়ারায় ।  
 আনন্দে লোচনদাস গোরাগুণ গায় ॥ ৩১৫ ॥



বিভাগ রাগ ।

হরি এইবার বারেক

দয়া কর গোরারায় রে ॥ ৩৫ ॥

ইহার ভিতরে দেখ এই খদিরবন ।  
 দধি-ভৃঙ্গ বেচিবারে রাধার গমন ॥ ৩১৬ ॥  
 এইখানে শিশু লঞা কৃষ্ণের মন্ত্রণা ।  
 ডর দরশাহ—রাধা পাউক যন্ত্রণা ॥ ৩১৭ ॥  
 বনে লুকাইয়া শিশু মহাশয় করে ।  
 ডরে ডরাইয়া রাধা কৃষ্ণ চাপি ধরে ॥ ৩১৮ ॥  
 রাধা কোলে করি কৃষ্ণ বোলে—হায় হায় ।  
 চুম্বন করয়ে—প্রিয়বাণীতে বুঝায় ॥ ৩১৯ ॥  
 কৃষ্ণের পীরিত্তি পাঞা রাধিকা বিভোর ।  
 মদন-আলসে রাধা পাশরিল ঘর ॥ ৩২০ ॥  
 এইখানে নিকুঞ্জতে বিনোদ-বিলাস ।  
 প্রেমায় মুগ্ধ দৌহে ভেল মহারাস ॥ ৩২১ ॥  
 এইখানে নাম হৈল—মদনগোপাল ।  
 শুনিঞা আনন্দে গোরা বোলে ভাল ভাল ॥  
 দেখহ কুমুদবনে কৃষ্ণের চরিত ।  
 এইখানে খেলা খেলে বালক সহিত ॥ ৩২৩ ॥  
 শ্রীদাম স্তবল—গোষ্ঠে মুখ্য দুইজন ।  
 বালকে বালকে খেলা কোন্দল শুখন ॥ ৩২৪ ॥  
 ‘কোন্দলিয়া’ নাম-স্থান তেঞি ত’ ইহার ।  
 কহিল কুমুদ-নাম-বনের বিহার ॥ ৩২৫ ॥  
 অঙ্গিকার বন দেখ সরস্বতী-তীরে ।  
 এথা হরগৌরী গোপ-গোপী পূজা করে ॥ ৩২৬ ॥  
 অঙ্গিরাপুত্রেরে উপহাসের কারণ ।  
 সর্পদেহ ছিল বিছাধর স্তম্ভর্শন ॥ ৩২৭ ॥  
 শাপান্ত কারণে সেই নন্দকে গিলিল ।  
 উগারিল নন্দে—কৃষ্ণচরণে ছুইল ॥ ৩২৮ ॥  
 কুবেরের চর শঙ্খচূড়ের মরণ ।  
 মাথায় মুষ্টিকা-ঘাতে মণির গ্রহণ ॥ ৩২৯ ॥  
 অরিষ্ট বৃষভ-শৃঙ্গ চরণে ধরিয়।  
 মুখে রক্ত ভোলে গোষ্ঠে মাইল আছাড়িয়া ॥

নারদ-বচনে কংস চিন্তায় বিমন ।  
 বসুদেব-দেবকীর নিগড়-বন্ধন ॥ ৩৩১ ॥  
 অশ্বরূপ ধরে কেশী কংস-অনুচর ।  
 মহাতেজঃ কৃষ্ণবর্ণ দেখি লাগে ডর ॥ ৩৩২ ॥  
 বায়ু বদ্ধ করি তার মুখে ভরি হাথ ।  
 এইখানে কেশি-বধ কৈল গোপীনাথ ॥ ৩৩৩ ॥  
 মেঘরূপে শিশু চুরি করয়ে অশুর ।  
 পাথর আছাদি রাখে পর্বত-গহ্বর ॥ ৩৩৪ ॥  
 আনিলেন শিশু ন্যোম আছাড়ি মারিয়া ।  
 আনন্দে খেলায় খেলা তুষ্ট নিবারণিয়া ॥ ৩৩৫ ॥  
 তনে ত’ নন্দের ঘর ছিল নন্দীশ্বর ।  
 ইহার পশ্চিমে দেখ কাম্যকবন আর ॥ ৩৩৬ ॥  
 পিছলি পাথর দেখ এ গোপ-ছাওয়ালে ।  
 পিছলি খেলায় এথা বিহান-বিকালে ॥ ৩৩৭ ॥  
 পাবন-সরোবর নন্দীশ্বরের উত্তরে ।  
 চোকিগে দেখহ খুটা নাক্ষিত্তে বাছুরে ॥ ৩৩৮ ॥  
 মথুরাতে অতুরকে কংসের আদেশ ।  
 সেইখানে সন্ধ্যাকালে নগরপ্রবেশ ॥ ৩৩৯ ॥  
 পথেতে আসিতে নানা মনঃকথা ছিল ।  
 পদারবিন্দের চিহ্ন দেখি সিদ্ধ হৈল ॥ ৩৪০ ॥  
 এই গোষ্ঠে রামকৃষ্ণ দুহাকে দেখিয়া ।  
 দণ্ডবত করে ভূমে চরণে পড়িয়া ॥ ৩৪১ ॥  
 ঘর লঞা গোলা ভারে করিয়া আদর ।  
 রজনীতে কংসমর্শ্ব কহিল সকল ॥ ৩৪২ ॥  
 প্রভাতে ঘোষণা নন্দ দিলেন সন্ভারে ।  
 ঘোষণা পড়িল—যান কংসে ভেটিবারে ॥ ৪ ॥  
 এইখানে রামকৃষ্ণ চড়িলা ত রথে ।  
 রাজ-দরশনে চলে অতুর সহিতে ॥ ৩৪৪ ॥  
 এইখানে গোপীগণ মরয়ে কাম্দিয়া ।  
 কৃষ্ণের বিরহে কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ ৩৪৫ ॥  
 ভূমিতে পড়িয়া কান্দে—আউলাইল কেশ ।  
 বসন-ভূষণ সব ব্যস্ত ভেল বেশ ॥ ৩৪৬ ॥  
 তাহার কান্দনা মুখে কহনে কি যায় ।  
 প্রাণহীন দেহ যেন রহে হাথ পায় ॥ ৩৪৭ ॥

দূত হারে কৃষ্ণ সে আপনে শান্ত করে ।  
 আসিতেছি আমি কথো দিবস তিতরে ॥৩৪৮॥  
 ভোমরা সকলে মোর প্রাণের সমান ।  
 প্রাণ ছাড়া দেহ রহে এনহে সে প্রমাণ ॥৩৪৯॥  
 ছুষ্ঠগণ নাশ করি' শীঘ্র সে আসিব ।  
 ছুঃখ না ভাবিহ জান স্বরূপে এ সব ॥ ৩৫০ ॥  
 এখানে গোয়ালী সব শকটে চড়িল ।  
 মানসগঙ্গার ঘাটে সভাই জিরাইল ॥ ৩৫১ ॥  
 যমুনার ঘাটে গেলা আড়াই-প্রহর ।  
 স্নান-ফলাহার কৈলা গোয়ালী সকল ॥ ৩৫২ ॥  
 অক্রুর-প্রসাদ-স্থানে নিভুতি দেখায়ে ।  
 নিকালে নন্দাদি আগে পাছে কৃষ্ণ বায়ে ॥৩৫৩॥  
 এইখানে হাহাকার কৈল সব লোক ।  
 এ মল্লের যোগ্য নহে—এ অতি বালক ॥৩৫৪॥  
 অযোগ্য করয়ে কংস করয়ে পিরূপ ।  
 যার যেন হিয়া কৃষ্ণে দেখে তেনরূপ ॥ ৩৫৫ ॥  
 চমকিত ভেল কংস সঘনে ভরম ।  
 কৃষ্ণপলরামে দেখে মৃষ্টিমন্ত যম ॥ ৩৫৬ ॥  
 মল্লগণ দেখে যেন বজ্রনিরমাণ ।  
 যোগিগণ দেখে সেই পূর্ণ ভগবান্ ॥ ৩৫৭ ॥  
 যজুগণ দেখে যেন কুলের দেবতা ।  
 অনিত্যমগণ দেখে বিরাটু বিদাতা ॥ ৩৫৮ ॥  
 গোপগণ দেখে সেই স্বজন সমান ।  
 নারীগণ দেখয়ে কন্দর্প মৃষ্টিমান্ ॥ ৩৫৯ ॥  
 রণস্থলে দাগুাইল যবে দুই ভাই ।  
 যার বেই অন্ভব দেখিল সে-ঠাঞি ॥ ৩৬০ ॥  
 চামুর-মুষ্টিক দুই ভাই করে রণ ।  
 দেখিয়া চমকে রাজা তখনে তখন ॥ ৩৬১ ॥  
 চামুর মারিলা কৃষ্ণ—যুচিল উৎপাত ।  
 মুষ্টিক মারিলা রাম—শব্দ নির্ঘাত ॥ ৩৬২ ॥  
 পুনঃ আর মুটকিতে কোটি-মল্ল মারে ।  
 শাস্ত নামে মল্ল কৃষ্ণ মারিল আছাড়ে ॥ ৩৬৩ ॥  
 ভাজিলেন এক মঞ্চ চরণের ঘায়ে ।  
 কৃষ্ণের বিক্রমে মল্ল চৌদিগে পলায়ে ॥৩৬৪॥

শীঘ্র আক্রমণ করে কংস এ সব দেখিয়া ।  
 রাম-কৃষ্ণ বাড়ীর বাহির কর নিঞা ॥ ৩৬৫ ॥  
 নন্দ-আদি যতোক গোয়ালী বন্দী কর ।  
 উগ্রসেন-বসুদেব দেবকীরে মার ॥ ৩৬৬ ॥  
 হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র সময় বুঝিয়া ।  
 মহাদর্পে উঠিলা মঞ্চতে লাফ দিয়া ॥ ৩৬৭ ॥  
 আশ্তে ব্যস্তে কংস খড়গ পরিবার কালে ।  
 ছুঙ্কার দিয়া কৃষ্ণ ধরে তার চূলে ॥ ৩৬৮ ॥  
 চূলে ধরি' মঞ্চ হইতে ফেলিলেন ভূমে ।  
 বিশ্বরূপ বৃকে চড়ে মঞ্চের পশ্চিমে ॥ ৩৬৯ ॥  
 ছাড়িলেক প্রাণ কংস বিশ্বরূপের ভরে ।  
 ধন্য কংসরাজ—কৃষ্ণ বৃকের উপরে ॥ ৩৭০ ॥  
 কংসবধ কৈলা—লোকে বোলে জয় জয় ।  
 আনন্দে দেবতা সব পুষ্প বরিষয় ॥ ৩৭১ ॥  
 ছেঁচুড়ি আনিল কৃষ্ণ চূলেতে ধরিয়া ।  
 কথোদূরে ফেলাইয়া তুলি' আছাড়িয়া ॥৩৭২॥  
 কঙ্ক-আদি করি' কংসের অষ্ট সহোদর ।  
 জাত-শোকে উনমত—সভে ধরে বল ॥ ৩৭৩ ॥  
 রামকৃষ্ণ মারিবারে আইসে সাত জনে ।  
 জঙ্কপ মারিলা তাহা একা বলরামে ॥ ৩৭৪ ॥  
 বসেরে ছেঁচুড়ি এই গ্রাম-মধ্য দিয়া ।  
 'কংসখালি' বলি' এই—শুন মন দিয়া ॥ ৩৭৫ ॥  
 শ্রমশান্তি কৈল সে বিশ্রাস্তিঘাট নাম ।  
 কংসনারী প্রলাপে—প্রবোধে' বলরাম ॥৩৭৬॥  
 তবে নিজ মাভাপিতা করিল মোক্ষণ ।  
 আনন্দে বিহ্বল তারা করয়ে চূষন ॥ ৩৭৭ ॥  
 উগ্রসেনে রাজা কৈল নন্দকে বিদায় ।  
 এ কথা আমার শক্ত্যে কহনে না যায় ॥৩৭৮॥  
 কৃষ্ণের নিষ্ঠুরপনা শুনিত্তে তরাস ।  
 কহিতে মরয়ে কহে এ লোচনদাস ॥ ৩৭৯ ॥  
 অক্রুর যতন করে নিজঘর নিতে ।  
 বলিল তাহারে—যাব লেউটি আসিতে ॥৩৮০॥  
 কৃষ্ণের বিলম্বে গোপ মথুরা-নিকটে ।  
 সরস্বতী-তীরে তথা রাখিল শকটে ॥ ৩৮১ ॥

নন্দ-আদি গোপ যত রাখি' এইখানে ।  
 আগেতে জানায় কংসে অক্রুর আপনে ॥ ৩৮২ ॥  
 বুনি' এইখানে স্থিতি হৈব কথোক্ষণ ।  
 মথুরা দেখিতে ছুইভাইর গমন ॥ ৩৮৩ ॥  
 দেখিল রজক এক দুর্মুখ তার নাম ।  
 দেখিয়া কাপড় মাগে কৃষ্ণবলরাম ॥ ৩৮৪ ॥  
 দুর্মুখ পাপিষ্ঠ সেই বোলে ছুরক্ষর ।  
 করাত্রে কাটিয়া তার ফেলিল কন্দর ॥ ৩৮৫ ॥  
 সেই দিন্য বজ্র পরি' সুখে হরষিতে ।  
 সুনামা-মালির ঘর ভেল উপনীতে ॥ ৩৮৬ ॥  
 সুনামা উঠিয়া কৈল চরণবন্দন ।  
 দিব্য মালা গলে দিয়া করয়ে স্তবন ॥ ৩৮৭ ॥  
 তার পূজা লইয়া চলিল ছুই ভাই ।  
 ত্রিবন্ধা কুবুজী এক দেখিল তবাই ॥ ৩৮৮ ॥  
 ত্রিবন্ধা দেখিয়া মনে হাস্য উপজিল ।  
 উপহাস করি' তারে 'আইস আইস' বৈল ॥  
 আদরে দৌহারে কুজী নিজঘর মিল ।  
 দিব্য গন্ধ অগুরু শ্রীমঙ্গে লেপিল ॥ ৩৯০ ॥  
 বড় তুষ্ট হঞা কুজু মোমর করিল ।  
 শ্রীহস্তপরশে কুজী দিব্যমূর্তি হৈল ॥ ৩৯১ ॥  
 কামে অচেতন কুজী চাহে কামু পানে ।  
 লজ্জা পরিহারি' কহে বেকত-বদনে ॥ ৩৯২ ॥  
 আশ্রাসবচনে ভায়ে তুষ্ট কৈল হরি ।  
 চলিলা ত ছুই ভাই নটবেশ পরি' ॥ ৩৯৩ ॥  
 তবে পন্থর্যস্ত-স্থানে গন্ধুক ভাজিলা ।  
 কংস-অনুচর সব মারিতে পাইল ॥ ৩৯৪ ॥  
 ভগ্নপন্থ হাতে করি' কংস-চর মারি' ।  
 সঙ্কায় চলিলা যত নন্দ আদি করি' ॥ ৩৯৫ ॥  
 সেই ত রজনী কংস কৃষ্ণ দেখিল ।  
 অতি উচ্চতর করি' এ মঞ্চ বাঁধিল ॥ ৩৯৬ ॥  
 ইহার দক্ষিণে হের ছুই মঞ্চ আর ।  
 বসুদেব-দেবকীর তরে পদিসার ॥ ৩৯৭ ॥  
 কালি এথা রাম-কৃষ্ণ মারিল আসিরা ।  
 পুত্র-মৃত্যু দেখে বেন এখানে বসিয়া ॥ ৩৯৮ ॥

চৌদিগে পাত্র-মিত্র সভে কৈল মঞ্চ ।  
 অবিকল মল্লযুদ্ধ দেখিতে সুসঞ্চ ॥ ৩৯৯ ॥  
 পশ্চিমে খনিল কূপ সেই ত পামরে ।  
 ছুইভাই মারি' তাথে ফেলিলার তরে ॥ ৪০০ ॥  
 প্রভাতে উঠিয়া মঞ্চে বৈসে কংসরাজ ।  
 আনহ গোয়লা সব—দেউক রাজ-কাজ ॥ ৪০১ ॥  
 তার ছুই পুত্র আন—কৃষ্ণ-বলরাম ।  
 ভান শুনিঞাছি তার দেখিব সংগ্রাম ॥ ৪০২ ॥  
 পাইল সে পাওয়া সব রাজার আক্রায় ।  
 সংগ্রামের শব্দ শুনি' রামকৃষ্ণ পায় ॥ ৪০৩ ॥  
 দ্বরে চলিয়া গেলা গড়ের দ্বার ।  
 গড়দ্বারে গজ আছে পর্বত-আকার ॥ ৪০৪ ॥  
 রাম-কৃষ্ণ দেখি' কৃষি আইসে মারিবার ।  
 কৃষিরা রহিলা কৃষ্ণ সম্মুখে তাহার ॥ ৪০৫ ॥  
 শুণ্ডে পরি' ঠেলাঠেলি চড়ে তার কান্ধে ।  
 মাহুত মারিয়া টান দিল ছুই দস্তে ॥ ৪০৬ ॥  
 দস্ত উপাড়িয়া পুচ্ছ পরিয়া ঘুরায় ।  
 আকাশে তুলিয়া চারি-যোজন ফেলায় ॥ ৪০৭ ॥  
 পড়িল ত মহাগজ- শুনে কংসরায় ।  
 কাঁপিতে লাগিল ভজ --তরাস হিয়ার ॥ ৪০৮ ॥  
 তবে রামকৃষ্ণ গেলা রাজর সম্মুখে ।  
 তবাসে গোয়লা সব হালে কাঁপে বুকে ॥  
 চানুর-মুষ্টিক শুনে কংসের বচন—  
 মল্লযুদ্ধ দেখিবারে ভেল মোর মন ॥ ৪১০ ॥  
 এইখানে মল্লযুদ্ধ ভেল মহারণে ।  
 চানুর সহিতে কৃষ্ণ—মুষ্টিক বলরামে ॥ ৪১১ ॥  
 সেই বন্দাবন-পুরন্দর কলিযুগে ।  
 তখনে যে কৈল গাথা—কহি শুন এবে ॥ ৪১২ ॥  
 প্রদক্ষিণ কৈল গোরা মথুরামণ্ডল ।  
 মহাজন কৃষ্ণদাম জানিয়া সকল ॥ ৪১৩ ॥  
 প্রভুরে বিনয় করে চরণে পড়িয়া ।  
 মো অতি কাতর—মোরে না যাহ ভাগিরা ॥  
 ভুগি সেই কৃষ্ণ—এই জানিল নিশ্চয় ।  
 পরসাদ কর মোরে—শুন গোরাবায় ॥ ৪১৫ ॥

এ বোল শুনিয়া প্রভু বোলয়ে বচন ।  
 তোর পরসাদে মোর শুদ্ধ হৈল মন ॥৪১৬॥  
 মুরা দেখিব বলি' বড় ছিল সাধ ।  
 দেখিব রহস্য-স্থান তোর পরসাদ ॥৪১৭॥  
 আমার যেমন হিয়া হইল উল্লাস ।  
 কৃষ্ণ পরসন্ন তোরে হই কৃষ্ণদাস ॥ ৪১৮ ॥  
 মথুরামণ্ডলবাসী যত সর্বলোক ।  
 গৌরচন্দ্র দেখিবারে ভেল একমুখ ॥ ৪১৯ ॥  
 বারেক দেখয়ে যেই - নারে পাসরিতে ।  
 প্রেমায় নিহবল সেই - নারে সম্বরিতে ॥৪২০॥  
 বাল, বৃদ্ধ কিবা যুবা এ নারী, পুরুষ ।  
 'কৃষ্ণ এই, কৃষ্ণ এই' নোলয়ে মুকুথ ॥৪২১॥  
 একদিনে কৃষ্ণ এই আইল মথুরারে ।  
 পুরুষ-রহস্যস্থান দেখিবার তরে ॥ ৪২২ ॥  
 কেহো বোলে—ত্রিভঙ্গ হইয়া কেনে থাকে ।  
 কানাই না হৈলে কেনে রাধা বলি' ডাকে ॥  
 রাত্রি দিনা থাকে লোক—না ছাড়য়ে কাছ ।  
 একে একে দেখে প্রভু বন্দননের গাছ ॥৪২৪॥  
 একে একে সব স্থান নিরীখে ঠাকুর ।  
 এইখানে বনে সব প্রেম পরিপূর ॥ ৪২৫ ॥  
 মথুরামণ্ডলে ঘরে ঘরে পরকাশ ।  
 কেহো শিশু দেখে কেহো যুবক-বিলাস ॥  
 কেহো আচম্বিতে ঘরে শুনে বংশীনাদ ।  
 কারু আমি-কোলে কৃষ্ণরসের উদ্ভাদ ॥৪২৭॥  
 কারু পর-বুদ্ধি নাহি—সভে বোলে নিজ ।  
 সভার হৃদয়ে উপজিল প্রেমদীজ ॥ ৪২৮ ॥  
 বন বেড়াইতে বনে প্রভু যায় যবে ।  
 সে বনের তরু-লতা ভাসে প্রেম-জবে ॥৪২৯॥  
 কোকিল, ভ্রমর মোর বলে মাঠে গোঠে ।  
 ধাওয়া-ধাই আইসে রহে প্রভুর নিকটে ॥  
 উর্দ্ধমুখে সবজন প্রভু-মুখ দেখি' ।  
 সভারে সমান স্নেহ—প্রেমগয়-আঁখি ॥৪৩১॥  
 সবজন জানিল—এ কপট-সন্ন্যাসী ।  
 চলিলা ত' মহাপ্রভু নীলাচলবাসী ॥ ৪৩২ ॥

মথুরামণ্ডল কথা कहिल ए साय ।

आनन्दे लोचनदास गौराङ्ग गाय ॥४३३॥

প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন

কথাসার

শ্রীমদ্রামপ্রভু মাথুরামণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণসীলান্তর্গত দর্শন  
 করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছা করিলেন ।  
 পশ্চিমদেহে এত দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন যে, সন্ধ্যা  
 হবার সঙ্গে চলিতে না পারিয়া পশ্চাতে রাহ-  
 যেন । প্রভু একাকী বন-পথে গমন করিতে লাগিলেন,  
 পশ্চিমদেহে এক গোপ-বালকের সঙ্গিত সাক্ষাৎ হইলে,  
 প্রভু তাঁহার নিকট কিছু দোল প্রার্থনা করিলেন এবং  
 পশ্চাতে যে সকল লোক আসিতেছেন, তাঁহাদের নিকট  
 দোলের মূল্য লইতে বলিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করি-  
 যেন । কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যা সেইখানে উপস্থিত হইলে,  
 গোপ-বালক প্রভুর দোলপান-রহস্য তাঁহাদের নিকট  
 বলিয়া মূল্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু তৎপক্ষণেই গোপ-  
 বালক দেখিতে পাইল যে, তাঁহার ভাগ্য মহামূল্য প্রদে  
 পরিপূর্ণ হইয়াছে, শ্রীমদ্রামপ্রভু দোলপানচ্ছলে এই গোপ-  
 বালককে রূপা করিয়া চলিতে চলিতে নবদ্বীপ আসিয়া  
 উপস্থিত হইলেন । নবদ্বীপবাসী প্রভুকে দোলের জ্ঞান  
 উদ্ভবের আয় দানিত হইতে লাগিলেন । শর্তনাম্না ক্রন্দন  
 করিতে করিতে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভু-নিরহ-  
 ছং নিবেদন করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহাপ্রভু শচী-  
 নাতাকে 'যিনি কৃষ্ণ-ভজন করেন তাঁহার নিকটে আমি  
 অবস্থান করি' কথা বলিয়া কৃষ্ণ-ভজনোপদেশ পুষ্টক  
 শাস্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে একদিন কীর্তনানন্দে বিহার  
 করিয়া তুমোলুক হইয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন এবং  
 রাজ্য প্রতাপকন্দের প্রতি রূপা বিতরণ করিলেন ।

সুহৃৎ রাগ ।

নীলাচলে চলে প্রভু হরিষ-হিয়ায় ।

হা হা জগন্নাথ ! বলি' অনুরাগে দায় ॥ ১ ॥

• প্রেমানন্দে চলে প্রভু সিংহের গমনে ।

সংহতি চলিতে নারে সঙ্গের যত জনে ॥ ২ ॥

সজে যাইতে নারে সঙ্গী দূরে পাছু আইল ।  
 অরণ্য-ভিতরে প্রভু একলা চলিল ॥ ৩ ॥  
 অরণ্য-ভিতরে এক আছয়ে নগর ।  
 ঘোল বেচিবারে যায় গোয়ালা-কোঙর ॥৪॥  
 ঠাকুর দেখিল তারে আবেশ-আওয়াস ।  
 ঘোল দেহ গোপ—মোর লাগিল পিয়াস ॥  
 এ বোল শুনিঞা গোপ পড়িল চরণে ।  
 নেহ ঘোল—খাও গোসাঁঞা—যত লয় মনে ॥  
 ঘোল পান কৈল—ফৈল শূন্য কলসী ।  
 ঘোল খাঞা চলি' যায় কপটসন্ন্যাসী ॥ ৭ ॥  
 গোয়ালাকে বৈল—তুমি থাক এইখানে ।  
 পাছু যে আইসে—কড়ি নিহ তার স্থানে ॥৮॥  
 এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সহর ।  
 সেইখানে রহি' গোপ চিন্তয়ে অন্তর ॥ ৯ ॥  
 কথোক্ষণে সন্ন্যাসীর সঙ্গী যতজন ।  
 সেই পথে আইসে তারা প্রভুগত মন ॥১০॥  
 পুছিল—গোয়ালা পথে দেখিলে সন্ন্যাসী ।  
 গোপ কহে—ঘোল খাইল একটা কলসী ॥১১॥  
 কড়ি নিতে বৈল মোরে তোমা-সভার ঠাঞি ।  
 জুয়ায় ত কড়ি দেহ—আমি ঘরে যাই ॥১২॥  
 এ বোল শুনিয়া সভে সভা-পানে চাই ।  
 সভে কহে—কড়ি কোথা আমা সভার ঠাই ॥  
 গোয়ালা কহিল—চল তবে নাহি দায় ।  
 মোর সেবা জানাইবা সন্ন্যাসীর পায় ॥১৪॥  
 এ বোল বলিয়া সে কলসী করে হাথে ।  
 ভাগ্নি বড় কলসী—তুলিতে নারে মাথে ॥১৫॥  
 চাকনা ঘুচাই রত্ন এক যে কলসী ।  
 ধাইয়া চলিল হা! হা! করিয়া সন্ন্যাসী ॥১৬॥  
 কথোদূরে সঙ্গীর বিলম্বে আছে পছ' ।  
 গোয়ালা দেখিয়া সে মুচকি হাসে লছ' ॥  
 সজের যতক জন আইল তখন ।  
 দেখিলা—গোয়ালা প্রভুর পাঞাছে চরণ ॥  
 প্রভু বোলে—গোপ তুমি চলি' যাহ ঘর ।  
 তোরে অনুগ্রহ রুক্ষ কৈল—পাইলে বর ॥১৯॥

লেউটি আসিতে গোপ পাইল পরসাদ ।  
 নাচিয়া বুলয়ে গোপ প্রেমায় উন্মাদ ॥ ২০ ॥  
 গোয়ালা দেখিয়া সভার বাটিল উন্মাস ।  
 গোরাক্ষণ গায় স্মৃথে এ লোচন দাস ॥ ২১ ॥

শ্যামগড়া রাগ ।

আরে মোর আরে মোর গোরাক্ষসুন্দরে ।  
 নবীন-প্রেমের ভরে চলিতে না পারে ॥২২॥  
 এইমনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি' আইসে ।  
 সঙ্গতি-সহিত উত্তরিল গৌড়দেশে ॥ ২২ ॥  
 গঙ্গা-স্নান করি' প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া ।  
 ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নগর কুলিয়া ॥ ২৩ ॥  
 পূর্বাশ্রম দেখিব- এ সন্ন্যাসীর ধর্ম ।  
 নবদ্বীপ নিকটে গেলা—এই তার ধর্ম ॥২৪॥  
 প্রভু আগমন শুনি' নবদ্বীপের লোক ।  
 পুনঃ লেউটিলা সভে পাশরিল শোক ॥২৫॥  
 হা হা গোরাক্ষাদ ! বলি' অনুরাগে দায় ।  
 কুলবধু দায়—তারা পাছু নাহি চায় ॥ ২৬ ॥  
 নিহবলচেতন শচী দায় উর্দ্ধমুখে ।  
 আউলাইল কেশ—বস্ত্র নাহি দেয় বৃকে ॥২৭॥  
 কোথা মোর বিশ্বস্তর দেখ মো নয়ানে ।  
 পুনঃ চুম্ব দিব সেই সুন্দর-বদনে ॥ ২৮ ॥  
 নদিয়া-নগরে আইল আমার নিমাই ।  
 ধরিয়া রাখহ লোক—কিছু দোষ নাই ॥২৯॥  
 সভাকার প্রাণ সেই—সেই মাত্র জীউ ।  
 প্রাণ বিনা ধর্মরক্ষা কোন্ রীতে হউ ॥ ৩০ ॥  
 এইমনে কহিতে কহিতে গেলা তথা ।  
 দেখিল সে গোরচন্দ্র বসি' আছে যথা ॥৩১॥  
 প্রভুরে দেখিয়া বোলে—শুন রে নিমাই ।  
 ঘর আয়—আমার সন্ন্যাসে কাজ নাই ॥৩২॥  
 সন্ন্যাস করিয়া ধর্ম রাখিবি তো পাছু ।  
 মোর বধ ভাগে লাগে—আর সর্ব্ব পাছু ॥ ৩৩ ॥  
 নিহবলচেতন শচী কান্দে উভরায় ।  
 সকল শরীরখানি একদৃষ্টে চায় ॥ ৩৩ ॥

‘বাপু! বাপু!’ বলি’ অঙ্গ পরশিতে চায়।  
 আর সব থাকু বাপ হাথ দেয় গায় ॥ ৩৫ ॥  
 শ্রীঅঙ্গে লেগেছে ধূনা ফেলাও কাড়িয়া।  
 এ বোল বলিয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ ৩৬ ॥  
 পুনঃ উঠি’ বলে—বাপু! শুন মোর বোল।  
 পালাউ হিয়ার সাধ—ধরি’ দেও কোল ॥ ৩৭ ॥  
 শচীর কান্দনা দেখি’ পৃথিবী বিদরে।  
 আছুক মানুষের কাজ এ পাষণ্ড করে ॥ ৩৮ ॥  
 চৌদিগে সকল লোক কান্দিয়া কাঁপার।  
 কাছ না ছাড়য়ে কেহো - পাশরিল ঘর ॥ ৩৯ ॥  
 লোকের কান্দনা দেখি’ মায়ের ব্যগ্রতা।  
 মনে অনুমানে প্রভু—কি কহিব কথা ॥ ৪০ ॥  
 মায়ে প্রবোধিতে প্রভু মনে মনে গুণে।  
 না কান্দ, না কান্দ বোলে শুনহ বচনে ॥ ৪১ ॥  
 সম্ম্যাস করিতে আঞ্জা করিলা আপনে।  
 এখন বিহ্বল হঞা কান্দ কি কারণে ॥ ৪২ ॥  
 পুত্র বলি’ মিছা মায়া না ঘুচিল তোর।  
 ঐছন দুস্ত্যজ মায়া এ সংসার-ঘোর ॥ ৪৩ ॥  
 ঘুচিলে না ঘুচে—মায়া ঐছন দারুণ।  
 শচী বোলে—মোর বোল শুন নিকরুণ ॥ ৪৪ ॥  
 মোর পুত্র বলি’ জন্ম লৈলে পৃথিবীতে।  
 জগতের লোক মোরে করিল পূজিতে ॥ ৪৫ ॥  
 তুমি সব লোকবন্ধু - ত্রিজগতে পূজি’।  
 তোমার সে স্নেহ-মায়া শাস্ত্রে ভাল বুঝি ॥  
 যে ইউ, সে ইউ মোর—তুমি হ’ও পুত্র।  
 জন্মে জন্মে রহু মোর এই কর্মসূত্র ॥ ৪৭ ॥  
 মায়ের বচনে প্রভু অন্তব্যস্ত হঞা।  
 মায়ায়ে জিনিতে নারে—উত্তরায়ে দয়া ॥ ৪৮ ॥  
 যে তোর আছয়ে ইচ্ছা - কর নিজ-সুখে।  
 একমাত্র শেষ আমি নিবেদিব তোকে ॥ ৪৯ ॥  
 শচী বোলে—নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তুমি।  
 নবদ্বীপে ছুষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমি ॥ ৫০ ॥  
 মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।  
 বারকোণা-ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥ ৫১ ॥

শুক্লাক্ষর ব্রহ্মচারি-ঘরে ভিক্ষা কৈল।  
 মায়ে নমস্করি’ প্রভু প্রভাতে চলিল ॥ ৫২ ॥  
 মায়েরে কহিল—মুঞে বন্দী তোর গুণে।  
 পুরুন রহস্য-কথা পাশরিলে কেনে ॥ ৫৩ ॥  
 কিবা ভক্ত, কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া, কিবা তুমি।  
 যে ভজয়ে কৃষ্ণ—তার কোলে আছি আমি ॥  
 মায়ে নমস্করি’ প্রভু বোলে বার বার।  
 না ছাড়িহ কৃষ্ণ—না ভজিহ এ সংসার ॥ ৫৫ ॥  
 শচীর অন্তর-হিয়া করে দপ্ দপ্।  
 চলিল ঠাকুর—পাছে ধায় ভক্ত সব ॥ ৫৬ ॥  
 শান্তিনগরে গেলা আচার্য্যের ঘর।  
 কীর্ত্তন-বিলাসে গেল সে অষ্টপ্রহর ॥ ৫৭ ॥  
 পুনঃ পরভাতে প্রভু চলিলা সত্বরে।  
 উৎকর্থা বাটিল জগন্নাথ দেখিবারে ॥ ৫৮ ॥  
 সম্বারে কহিলা প্রভু—সভে যাহ ঘর।  
 নীলাচলে আছি আমি—কহিল উত্তর ॥ ৫৯ ॥  
 যে যায় তথায় জগন্নাথ দেখিবারে।  
 তথায় আমার দেখা হইব সম্বারে ॥ ৬০ ॥  
 এ বোল বলিয়া প্রভু বোলে হরিবোল।  
 চলিলা ঠাকুর—উঠে কান্দনের রোল ॥ ৬১ ॥  
 ক্রমে ক্রমে তমোলুকে উত্তরিলা গিয়া।  
 যে পথে আসিয়াছেন পূর্বে সেই পথ দিয়া ॥  
 পথে চলি’ যায় প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে।  
 প্রেম-বরিষণে ভাসে সে পথের লোকে ॥ ৬৩ ॥  
 হাসিতে খেলিতে যায়—নাহি পথভ্রমে।  
 পুরুষোত্তমে উত্তরিলা পথ ক্রমে ক্রমে ॥ ৬৭ ॥  
 দেখিব ত’ জগন্নাথ নীলাচলরায়।  
 হা হা জগন্নাথ! বলি’ অনুরাগে ধায় ॥ ৬৫ ॥  
 সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু ছাড়ে লুহুকার।  
 ধাইল সকল লোক আনন্দ-অপার ॥ ৬৬ ॥  
 জগন্নাথ দেখি’ তুষ্ট হৈলা গোরারায়।  
 তাহারে দেখিয়া লোক বড় সুখ পায় ॥ ৬৭ ॥  
 হরি হরি বোলে লোক উচ্চ উচ্চ-রায়।  
 আনন্দিত দিবা-নিশি হরি-গুণ গায় ॥ ৬৮ ॥

রাত্রি দিন করে প্রভু কীর্তন বিলাস ।  
 গৌরাগুণ গায় সুখে এ লোচনদাস ॥৬৯॥  
 দশিত-বাগ—দিশা ।  
 গৌরাগুণ গাওরে গাওরে সব ভুবনমঙ্গল ।  
 আনন্দিত মহাপ্রভু আছে নীলাচলে ।  
 হরি-গুণ-সঙ্কীৰ্তন করে ভক্তমেলে ॥ ৭০ ॥  
 অনেক ভকতগণ মিলিয়া তথায় ।  
 নিত্যই নৃতন প্রকাশয়ে গৌরারায় ॥৭১॥  
 হেনই সময়ে কথা কহিব এখনে ।  
 প্রতাপ রুদ্রে রুপা কৈল যেন মনে ॥৭২॥  
 লোকমুখে শুনি' রাজা মহাপ্রভুর গুণ ।  
 আশ্চর্য্য মানয়ে সে না কহে কিছু পুনঃ ॥৭৩॥  
 একদিন গেলা জগন্নাথ দেখিবারে ।  
 জগন্নাথ না দেখয়ে—দেখে ন্যাসিবরে ॥৭৪॥  
 কি কি বলি' মনে গুণে বিস্মিত হিয়ায় ।  
 পড়িছাকে পুছে রাজা—কি দেখহ রায় ॥৭৫॥  
 পড়িছা কহয়ে—দেব জগন্নাথ দেখি' ।  
 রাজা কহে—তো-সভাকে ব্যর্থ আমি রাখি ॥  
 জগন্নাথ স্থানে ন্যাসী বসি' আছে হের ।  
 মোর দশুভয়ে কিছু না দেখিয়ে বোল ॥৭৬॥  
 আঁখি তাড়ি মু যেন হেন নহে কভু ।  
 নহে বা কি দেখ সত্য করি' কহ তভু ॥৭৮॥  
 এ বোল শুনিঞা পড়িছা বোলে পুনর্বার ।  
 জগন্নাথ বহি মোরা নাহি দেখি' আর ॥৭৯॥  
 তবে ত' প্রতাপরুদ্র গুণে মনে মনে ।  
 সন্ন্যাসীকে কেনে দেখি' আমার নয়নে ॥৮০॥  
 শুনিয়াছি সন্ন্যাসীর মহিমা-অপার ।  
 ইহার কারণ তভু করিব বিচার ॥ ৮১ ॥  
 এতেক গুণিয়া রাজা চলিল সত্বর ।  
 আপনি চলিলা যথা আছে ন্যাসিবর ॥৮২॥  
 দেখিল টোটায়ে ন্যাসী আছে নিজ-মেলে ।  
 বৃন্দাবন-কথা কহে—হরি হরি বোলে ॥৮৩॥  
 পুনরপি জগন্নাথ দেখি' আরবার ।  
 দেখিল সন্ন্যাসী সেই সুমেরু আকার ॥৮৪॥

দেখিয়া রাজার ভেল হিয়া-চমৎকার ।  
 এই জগন্নাথ সেই ন্যাসি-অবতার ॥ ৮৫ ॥  
 প্রতাপরুদ্রের মনে বাঢ়ে অনুরাগ ।  
 সত্বরে চলিলা যথা আছে মহাভাগ ॥ ৮৬ ॥  
 টোটায়ে নাহিক কেহো—ভাঙ্গিল দেওয়ান ।  
 গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর-বয়ান ॥৮৭॥  
 কোন মতে দেখো মুঞি গোসাঞির চরণ ।  
 ইহার উপায় মোরে কহ মহাজন ॥ ৮৮ ॥  
 গোবিন্দ কহয়ে—রাজা না হও কাতর ।  
 এখানে না পাবে দেখা—হৈল অনবসর ॥৮৯॥  
 কখন আসিব মুঞি কহ মহাভাগ ।  
 কাতর-বয়ান রাজা বাঢ়ে অনুরাগ ॥ ৯০ ॥  
 সেদিন রহিল রাজা সেই ত নগরে ।  
 সজ্জিগণ দেখি' কাকু করয়ে সভারে ॥ ৯১ ॥  
 পুরী-গোসাঞি আদি করি' যত ভক্তগণ ।  
 গোসাঞির গোচর করিবারে হৈল মন ॥৯২॥  
 এইমনে দিন দুই-চারি গেল যবে ।  
 কাশীমিশ্র ঘরেতে একত্র হৈলা সভে ॥৯৩॥  
 সকল ভকত মেলি' যুক্তি করিল ।  
 সভে মেলি' গোচরিব—এই যুক্তি কৈল ॥  
 আর দিন মহাপ্রভু কাশীমিশ্র-ঘরে ।  
 আচম্বিতে নসে আছে নিজ ভক্ত-মেলে ॥৯৫॥  
 রাজার ব্যগ্রতায় সভার কাতর-অস্তর ।  
 পুরীগোসাঞি কহিল সে প্রভুর গোচর ॥৯৬॥  
 এক নিবেদন গোসাঞি কহিতে ডরাও ।  
 নির্ভয়ে কহো, তবে যদি আঞ্জা পাও ॥ ৯৭ ॥  
 ঠাকুর কহয়ে—শুন পুরী যে গোসাঞি ।  
 মোর ঠাঞি তোর ডর কোনকালে নাঞি ॥  
 কি কহিনে, কহ শুনি' হৃদয় তোমার ।  
 পুরীগোসাঞি পোলে—পোল রাখিবে আমার  
 কাশীমিশ্র-আদি করি' যত ভক্তগণ ।  
 সভার বচনে মুঞি বলি এ বচন ॥ ১০০ ॥  
 শ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে বাস ।  
 প্রতাপরুদ্র রাজা হয় তার নিজ দাস ॥ ১০১ ॥

তোর পদ দেখিবারে সাধে মো-সভারে ।  
 আজ্ঞা পাইলে হয় সেই চরণ-গোচরে ॥১০২॥  
 প্রভু বোলে—সবজন শুনহ বচন ।  
 সম্ম্যাসীর ধর্ম নহে রাজ-দরশন ॥ ১০৩ ॥  
 আমি ত সম্ম্যাসী—সেই হয় মহারাজ ।  
 দৌহার দর্শনে দৌহার কিছু নাহি কাজ ॥  
 পুরী-গোসাঞি বোলে—প্রভু কর অবদান ।  
 এ বোল শুনিলে রাজা হরিবে গেয়ান ॥১০৫॥  
 যে দেখিল আমরা তাহার অনুরাগ ।  
 এ কথা শুনিলে জীউ ছাড়িবে নিপাক ॥১০৬॥  
 আজি ত হইব রাজার দশ উপবাস ।  
 সব ছাড়ি' পড়ি' আছে চরণ-প্রত্যাশ ॥১০৭॥  
 কাতর হইয়া পুনঃ বোলে সবজন ।  
 রাজার ব্যগ্রতা দেখি' করিয়ে যতন ॥১০৮॥  
 এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিছে বচন ।  
 আনহ রাজারে, মুঞি হইলু' পরসন্ন ॥১০৯॥  
 এ বোল শুনিঞা সভার ভৈগেল উল্লাস ।  
 অধিল রাজারে—প্রভু করে পরকাশ ॥১১০॥  
 প্রভুরে দেখিয়া রাজা পরণাম করে ।  
 প্রেমায় নিহ্বল রাজা আপনা পাশরে ॥১১১॥  
 পুলকে ভরিল অঙ্গ ছল ছল আঁখি ।  
 প্রেমে গর গর ভেল গোরা-অঙ্গ দেখি' ॥  
 রাজারে দেখিয়া প্রভু লছ-লছ হাস ।  
 ষড়্ভুজ শরীর রাজা দেখে পরকাশ ॥১১৩॥  
 ষড়্ভুজ দেখিয়া দণ্ড-পরণাম করে ।  
 টলমল করে অঙ্গ অমুরাগভরে ॥ ১১৪ ॥  
 অবশ শরীর—নীর বরে দু-নয়নে ।  
 চৌদিগে হরিধ্বনি পরশে গগনে ॥ ১১৫ ॥  
 ষড়্ভুজ শরীর দেখি' ত্রীপ্রভাপরুজ ।  
 আনন্দে নিহ্বল ভাসে প্রেমার সমুজ ॥১১৬॥  
 কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদ-মস্তকে ।  
 গদ গদ ভাবে 'প্রভু প্রভু' বলি' ডাকে ॥১১৭॥  
 উত্ত বাছ করি' নাচে --বোলে হরিবোল ।  
 জনম সফল প্রভু পরসন্ন মোর ॥ ১১৮ ॥

আনন্দে ভাসয়ে চৌদিগে ভক্তজন ।  
 প্রভু বোলে—রাজা হের শুনহ বচন ॥ ১১৯ ॥  
 প্রজার পালন তোর এই বড় ধর্ম ।  
 প্রজা পুত্র—রাজা পিতা -কহিল এ মর্ম ॥  
 কৃষ্ণের কেবল দয়া সম সর্বজীবে ।  
 দেহের স্ভাব নিজ জানি অনুভবে ॥১২১॥  
 কিবা রাজা, কিবা প্রজা—সম সুখ-দুঃখ ।  
 কর্ম অনুসারে জীব হয় গৌণ-মুখ্য ॥ ১২২ ॥  
 নিজ অনুমান করি' যে জানে সভারে ।  
 সেই সে কৃষ্ণের দাস—কহিল তোমারে ॥  
 এতক উত্তর প্রভু কৈল উপদেশ ।  
 পরণাম করে রাজা আনন্দ বিশেষ ॥ ১২৪ ॥  
 শুন সর্বজন গোরাটীদের প্রকাশ ।  
 আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস ॥ ১২৫ ॥

শেষলীলা

কথাসার

শ্রীমদ্রাধাপ্রভুর অপ্রকট হইবার কিছু পূর্বে ছাবিড়-  
 দেশীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য-ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া  
 পুনঃপুনঃ আদিয়া শ্রীশ্রীলগ্নাথদেবের কৃপাভাষণে সাত  
 দিবস উপবাস করিয়াও তৎকৃত্যসাধে বঞ্চিত হইয়া সমুদ্রে  
 প্রাণত্যাগের সন্দেহ করিলেন । অনন্তর সমুদ্র-তীরে দৈব-  
 যোগে বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎকাব হয় এবং বিভীষণ  
 তাঁহাকে 'নিজ কর্মফলে জীব স্বব-দংগ ভোগ কবে, অতএব  
 সুখ-যোগে উদারীন হইয়া অগ্নিগর্ভদেবের উপাসনা করাই  
 কর্তব্য—এই সকল তত্ত্বোপদেশ কথিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু  
 ব্রাহ্মণ তাহার পশ্চাৎ ছাড়িলেন না, ক্রমে বিভীষণের সহিত  
 শ্রীমদ্রাধাপ্রভুর সন্নিপানে আদিয়া উপস্থিত হইলেন,—  
 শ্রীমদ্রাধাপ্রভু ব্রাহ্মণ ক তত্ত্বোপদেশ পুনরু কৃপা করিলেন ।

ববাড়ি রাগ ।

আর অপক্লপ কথা কহিব এখন ।  
 গৌরচন্দ্র গুণ-গাথা নিত্যই নৃতন ॥ ১ ॥  
 কহিব নিগূঢ় কথা, শুন একচিত্তে ।  
 অদম জনের মনে না হয় প্রতীতে ॥ ২ ॥



বৈষ্ণবজনের মনে পরম উল্লাস ।  
 পরমনিগূঢ় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ ৩ ॥  
 জাবিড়ে ব্রাহ্মণ এক আছে 'রাম' নাম ।  
 পরমদুঃখিত--অঙ্গ, অস্থি আর চাম ॥ ৪ ॥  
 অল্পকষ্টে দক্ষ সেই জঠর-অনলে ।  
 রক্ত-মাংস নাহি তার, শুষ্ক কলেবরে ॥ ৫ ॥  
 ছুরন্ত দারিদ্ৰ্য-দুঃখ কত সহ্য যায় ।  
 মনে মনে চিন্তে বিপ্র তরণ উপায় ॥ ৬ ॥  
 পূর্বজন্মে কৈলু মুঞি অনেক অধর্ম ।  
 দরিদ্র হইলুঁ মুঞি সেই সব কর্ম ॥ ৭ ॥  
 না ভুঞ্জিলে নাহি ঘুচে অদৃষ্ট লিখন ।  
 ছুরন্ত যন্ত্রণা দুঃখ ঘুচয়ে কেমন ॥ ৮ ॥  
 চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পাইল প্রতিকার--।  
 প্রভু বিনা নারে কেহো কর্ম ঘূচাবার ॥ ৯ ॥  
 জগন্নাথ নীলাচলে আছেয়ে সাক্ষাতে ।  
 তার ঠাঞি যাওঁ মুঞি যাচিঞা করিতে ॥ ১০ ॥  
 অল্পকষ্টে মরো মুঞি ব্রাহ্মণ শরীর ।  
 'বিপ্র-প্রিয়' বলি' তারে বোলে সব দীর ॥ ১১ ॥  
 মোর দোষে মোরে যে না করে অবধান ।  
 তাহার উপরে বধ-ভ্যজিব পরাণ ॥ ১২ ॥  
 এইমনে অনুমানি' চলিলা ব্রাহ্মণ ।  
 ক্রমে ক্রমে গেলা যথা কমললোচন ॥ ১৩ ॥  
 জগন্নাথ দেখি করে নিজ নিবেদন--।  
 অল্পকষ্টে মরো মুঞি দরিদ্র-ব্রাহ্মণ ॥ ১৪ ॥  
 ভো বিনু নাহিক কেহো--রাখহ জীবন ।  
 ঘূচাও দারিদ্ৰ্য-জালা--দেহ মোরে ধন ॥ ১৫ ॥  
 ইহা বলি' সেদিন আছিলো সেই মনে ।  
 ভিক্ষায় পাইল যাহা--করিল ভোজনে ॥ ১৬ ॥  
 তার-পর-দিন পুনঃ করে নিবেদন--।  
 ঘূচাও দারিদ্ৰ্য প্রভু, মরয়ে ব্রাহ্মণ ॥ ১৭ ॥  
 ভারি করিয়া ধন দেহ ত আমারে ।  
 এ দুঃখ না পাও যেন আজন্ম-ভিতরে ॥ ১৮ ॥  
 ধন-বর মাগো প্রভু না হও বিমুখ ।  
 নহিলে জীবন'দিব তোমার সম্মুখ ॥ ১৯ ॥

ইহা বলি' উপবাস কৈল অমুবন্ধ ।  
 এথা নিজ-মেলে আছে প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ ২০ ॥  
 নিজজন-সঙ্গে বৃন্দাবনগুণ গায় ।  
 আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায় ॥ ২১ ॥  
 বিস্মিত হইয়া রহে--হিয়া ভেল আন ।  
 যে রসে আছিলো তাহা কৈল সমাধান ॥ ২২ ॥  
 সন্তার হৃদয়ে দুঃখ বিস্ময় লাগিল ।  
 আচম্বিতে প্রভু কেনে আনমন হৈল ॥ ২৩ ॥  
 এথা তিন উপবাস করিল ব্রাহ্মণ ।  
 জগন্নাথ-স্থানে কিছু না পায় বচন ॥ ২৪ ॥  
 তবে ত ব্রাহ্মণ কৈল সাত উপবাস ।  
 জগন্নাথদেব কিছু না করে আশ্বাস ॥ ২৫ ॥  
 দুর্বল হইল নিপ্র-ক্ষীণ উপবাসে ।  
 সমুদ্রে মরিব বলি' দঢ়াইল শেষে ॥ ২৬ ॥  
 সমুদ্রের কূলে নিপ্র গেলা দীরি দীরি ।  
 'স্থান দেহ' সমুদ্রে বোলে নমস্করি ॥ ২৭ ॥  
 হেনকালে দেখে এক পুরুষ বিশাল ।  
 সমুদ্রের মধ্যে আইসে পর্বত আকার ॥ ২৮ ॥  
 দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে চিন্তিতে লাগিল--।  
 সমুদ্রের মাঝ দিয়া এ কেবা আইল ॥ ২৯ ॥  
 দেখিতে দেখিতে কূলে দেখে সেই জন ।  
 সামান্য মানুষ যেন হইল তখন ॥ ৩০ ॥  
 নিপ্র বোলে--এই জগন্নাথ বিচুমান ।  
 সমুদ্রের মাঝে আর কাহার প্রয়াণ ॥ ৩১ ॥  
 ইহা বলি' তার পাছু গোড়াইয়া যায় ।  
 কথোদূর গিয়া পাছু চাহে মহাশয় ॥ ৩২ ॥  
 দেখিল--ব্রাহ্মণ, সেই আইসে পাছে পাছে ।  
 'কোথা যাবে' বলিয়া বিপ্রেরে কিছু পুছে ॥  
 ব্রাহ্মণ কহয়ে--শুন শুন মহাশয় ।  
 কে তুমি--কোথারে যাবে--কহনা নিশ্চয় ॥  
 সাত-উপবাসী আমি ব্রাহ্মণ দুর্বল ।  
 তোমারে দেখিল আজি জনম সফল ॥ ৩৫ ॥  
 নিশ্চয় করিয়া কহ--না ভাগিহ মোরে ।  
 নহে বা ব্রাহ্মণবধ লাগিব তোমারে ॥ ৩৬ ॥

এ বোল শুনিঞা তবে বোলে মহাজন—  
 আমা জানিবারে তোমার কি কাজ যতন ॥  
 যে হই সে হই আমি—তোমার কিবা দায় ।  
 কেনে উপবাসী মর ছুরন্ত হিয়ায় ॥ ৩৮ ॥  
 ব্রাহ্মণ কহয়ে—দুঃখ-দারিদ্র্যের জ্বরে ।  
 জর্জর করিল মোর সব কলেবরে ॥ ৩৯ ॥  
 ব্রাহ্মণের ধরম নাহিক আমা ছারে ।  
 এ দিনা-রজনী যায় অন্ন-হাহাকারে ॥ ৪০ ॥  
 নিজকুলে আদর নাহিক কোনখানে ।  
 না জানিয়ে কোন্ ঠাঞি নাহি অপমানে ॥ ৪১ ॥  
 জীবন-অধিক সে মরণ ভাল বাসি ।  
 কহিল তোমারে তেঞি মরে' উপবাসী ॥ ৪২ ॥  
 এ বোল শুনিঞা চিত্ত-জবে মহাজন ।  
 'বিভীষণ' নাম মোর—শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ ৪৩ ॥  
 দেখিবারে যাই জগন্নাথের চরণ ।  
 কৰ্মদোষে দুঃখ পাও—শুনহ ব্রাহ্মণ ॥ ৪৪ ॥  
 কৰ্মবন্ধে বন্দী লোক সুখ-দুঃখ লাভ ।  
 ভুঞ্জিলে সে ঘুচে সেই কৰ্ম-পুণ্য-পাপ ॥ ৪৫ ॥  
 জগন্নাথমুখ দেখ করিয়া পীরিত ।  
 জন্মান্তরে নহে যেন দুঃখ-উপনীত ॥ ৪৬ ॥  
 ইহা বলি' চলিলেন রাজা বিভীষণ ।  
 পাছে পাছে যায় ভণ্ড দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ ৪৭ ॥  
 নসি' আছে গোরাটাঁদ নিজজন-মেলে ।  
 'দুয়ারে কে আছে দেখ' গোবিন্দেরে বোলে ।  
 দুয়ারে দাঁড়াঞা আছে বিভীষণ রায় ।  
 ব্রাহ্মণ দেখিয়া অঙ্গুলি দিল নাসিকায় ॥ ৪৯ ॥  
 হেনকালে গেলা গোবিন্দ টোটার দুয়ার ।  
 দেখিল দ্বারে দুই ব্রাহ্মণ-কুমার ॥ ৫০ ॥  
 দেখিয়া গোবিন্দ গেলা প্রভু-বিগমান ।  
 কিছু না কহিতে ডাকে ব্রাহ্মণ দুইজন ॥ ৫১ ॥  
 আইস আইস বলি' হাসি' সম্বাষে ঠাকুর ।  
 একে বসাইল পাশে আর রহে দূর ॥ ৫২ ॥  
 সব ছাড়ি' প্রভু তারে সম্বাষে আদরে ।  
 কাছে যত ছিল বিন্ময় লাগিল সম্বারে ॥ ৫৩ ॥

ঠাকুর কহয়ে—চিরদিনে দরশন ।  
 অমুরাগে দৌহাকার বরয়ে নয়ন ॥ ৫৪ ॥  
 ত্রীহস্ত দিয়া অঙ্গ পরশে তাহার ।  
 'কুশল কুশল' পুছে ইঙ্গিত আকর ॥ ৫৫ ॥  
 সে দৌহার কথা আর না বুঝয়ে কেহো ।  
 গৌরচন্দ্র বোলে—বিপ্র দুঃখিত বড় এহো ॥  
 দারিদ্র্য-জ্বালায় জ্ঞান হরিল ইহার ।  
 জগন্নাথ-উপরে এ করয়ে প্রহার ॥ ৫৭ ॥  
 আপনার দোষ জীব না দেখয়ে কিছু ।  
 আপনি করিয়া দোষ প্রভুরে দোষে পাছু ॥  
 আপনে করয়ে নিজ-ভাল-গন্দ বলি' ।  
 ভুঞ্জিবার বেলে দোষ প্রভুর উপরি ॥ ৫৯ ॥  
 সুখ সে ভুঞ্জিতে গুণ কহে আপনার ।  
 প্রভুরে দোষয়ে দোষ দুঃখে ভুঞ্জিবার ॥ ৬০ ॥  
 সাত-উপনাসে বিপ্র দুহুত কৈল সার ।  
 বিপ্র-প্রিয়-জগন্নাথ কি করিন আর ॥ ৬১ ॥  
 তোমার দর্শনে ইহার ঘুটিল দারিদ্র্য ।  
 ধন দেহ—যেন হয় ধনের সমুদ্রে ॥ ৬২ ॥  
 ভাল ভাল বলি' তিহো উঠিল সত্তর ।  
 যে ছিল সেখানে সবে পড়িল কাঁপর ॥ ৬৩ ॥  
 দণ্ডবত করি' তার চলে দুইজন ।  
 পথে যাইতে বিভীষণে পুছয়ে ব্রাহ্মণ— ॥ ৬৪ ॥  
 তুমি বোল—আমি সেই রাজা বিভীষণ ।  
 সন্ন্যাসীরে নমস্করি' চলিলা এখন ॥ ৬৫ ॥  
 জগন্নাথদেব তুমি না দেখিলে কেনে ।  
 স্বরূপ করিয়া কহ দুঃখিত ব্রাহ্মণে ॥ ৬৬ ॥  
 সন্ন্যাসীর আঞ্জা তুমি কৈলে শিরঃপরি ।  
 সন্ন্যাসী বা কে বা কহ—না কর চাতুরী ॥ ৬৭ ॥  
 রাজা কহে—শুন আরে অবোধ ব্রাহ্মণ ।  
 জগন্নাথ দেখ এই সাঙ্কট নয়ন ॥ ৬৮ ॥  
 তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ—ধন পাইলে তুমি ।  
 জাবিড়ে তোমারে ধন দিব লঞা আমি ॥ ৬৯ ॥  
 এ বোল শুনিঞা বিপ্র শিরে হানে ঘা ।  
 আরতি করিয়া ধরে বিভীষণের পা ॥ ৭০ ॥

পুনঃ চল যাই সেই প্রভ-বরাবরে ।  
 অজ্ঞান ব্রাহ্মণ মুঞি—কহ মো তোমাৱে ॥৭১  
 অনেক নতন কৈল এড়াইতে নারি ।  
 পুনঃ লেউটিয়া যায় প্রভু-বরাবরি ॥ ৭২ ॥  
 প্রভুর সম্মুখে গেলা অন্তর তরাস ।  
 পুনঃ দোহা দেখি' প্রভুর উপজিল হাস ॥৭৩॥  
 প্রভু বোলে—লেউটিয়া আইলা কি কারণে ।  
 রাজ্য কহে—যে কারণ—পুছহ ব্রাহ্মণে ॥৭৪॥  
 ব্রাহ্মণ কহয়ে—গোসাঁঞি আমি ত অবুধ ।  
 কত কত জীৱ আছে চার্কু দ-অর্কু দ ॥৭৫॥  
 সভাকার প্রাণ তুমি সভাকার নাথ ।  
 তো বহি নাহিক কেহো—তুমি জগন্নাথ ॥৭৬॥  
 আমি মহাপদ ছার মহা অপরাধী ।  
 নিজকর্ম-দোষে মো দারিদ্ৰ্য-বোগ-ব্যাপি ॥  
 ব্যাধি-গীড়ায় মো কুপথ্য করে' আশা ।  
 ঔষধ না রুচে মুখে- কুপথ্য প্রত্যশা ॥৭৮॥  
 বুঝিয়া ঔষধ দেহ—তুমি ধনন্তরি ।  
 কর্মদোষে শুন-বরাগে আমি ছার মরি' ॥৭৯॥  
 এ বোল শুনিয়া পল্ল হাসিতে লাগিল ।।  
 জগন্নাগদেন তোমা'র সব ভাল কৈল ॥৮০॥  
 আগাও ঐশ্বর্য তুমি ভুঞ্জিবে এখন ।  
 শেষকালে পাবে জগন্নাথের চরণ ॥ ৮১ ॥  
 এ বোল বলিতে দিপ্র দণ্ডনত করে ।  
 চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে ॥

শুন সর্বজন হের অপূর্ব কথন ।  
 বর পাঞা চলি' গেলা দরিদ্র-ব্রাহ্মণ ॥ ৮৩ ॥  
 হরিষে হইলা দৌহে বাড়ীর বাহির ।  
 ভক্তজন প্রভুরে পুছয়ে ধীরে ধীর ॥ ৮৪ ॥  
 পুরী গোসাঁঞি বোলে—প্রভু দয়া কর যদি ।  
 ইহার কারণ কহ—সভে কর শুদ্ধি ॥৮৫॥  
 সুধাইতে নারে কেহো—মনে বড় ইচ্ছা ।  
 সাহস করিয়া মুঞি সুধাইল পাঁছা ॥৮৬॥  
 ঠাকুর কহয়ে—শুন শুনহ গোসাঁঞি ।  
 এ কথা তোমরা সভে কি পুঙ্ক নাঞি ॥৮৭॥  
 জাবিড়ে আছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।  
 অনেক যন্ত্রণা-ছুঃখ পাঞাছে তখন ॥৮৮॥  
 দারিদ্ৰ্য-জ্বালায় দক্ষ আইল এই দেশে ।  
 জগন্নাথ উপরে প্রহার করে শেষে ॥৮৯॥  
 ছুঃখিত দেখিয়া তুষ্টি হৈলা জগন্নাথ ।  
 আচম্বিতে বিভীষণ-সনে হৈল সাথ ॥৯০॥  
 বিভীষণ এই—যে বসিল মোর পাশে ।  
 ধন-দান কৈল তেঁহো ব্রাহ্মণ-সন্তোষে ॥৯১॥  
 এ বোল শুনিয়া সর্বজনের উল্লাস ।  
 প্রেমায় ভাসিল সব এ ভূমি-আকাশ ॥৯২॥  
 সর্বজন নাচে—সভে বোলে হরিবোল ।  
 আনন্দে সভাই সভে দরি' দেই কোল ॥৯৩॥  
 শুন সর্বজন গোরান্দামের প্রকাশ ।  
 শেষ-খণ্ড সায় কহে এ লোচনদাস ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শেষখণ্ড সমাপ্ত ।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল সম্পূর্ণ ।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-সম্পূর্ণমন্ত্ৰ ।









